ওঁ

সত্যার্থ প্রকাশ

বেদাদি বিবিধ সচ্ছাস্ত্র প্রমাণসমন্বিতঃ শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামি বিরচিতঃ।

আর্য্য-বৎসর ১৯৭২৯৪৯০৩৫ সংবৎ ১৯৯১ বিক্রমীয়
দয়ানন্দ জন্মাব্দ ১১০. সন ১৩৪১ সাল
ইং ১৯৩৪।

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রীগোবিন্দরাম অধ্যক্ষ, "বৈদিক প্রেস",
২০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মূল্য এক টাকা।
বাঁধাই একটাকা চারআনা

সম্পাদকের নিবেদন

২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গভাষা ছিল এখন আর সে বঙ্গভাষা নাই। নব্য বাঙ্গালীর পক্ষে প্রাচীন বাঙ্গালা নীরস মনে হইবে ইহাতে সন্দেহের কিছুই নাই। অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী সত্যার্থ-প্রকাশ গ্রন্থের একখানি সরস নব্য সংস্করণ প্রকাশ করিতে বহু-দিন হইতেই অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলেন। ইচ্ছা থাকিলেও ব্যয়াধিক্যবশতঃ এই কার্য্যে সহজে অগ্রসর হওয়া যায় না। কলিকাতা আর্য্য-সমাজের শ্রীযুক্ত তুলসীদাস দত্ত মহাশয় বৈদিক ধর্ম্মের প্রেরণা-বশতঃ এইরূপ মহৎকার্য্যে লক্ষ্মীর সদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে ইহার সম্পাদন ভার লইতে অনুরোধ করিলেন। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকা সত্বেও তাঁহার এই অনুরোধ আমি উপেক্ষা করিতে পারি নাই। সম্পাদন কার্য্যে কিছু সময় লাগিয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণে ভাষা ও অনুবাদের ভ্রমগুলি তন্ন তন্ন করিয়া সংশোধন করা হইয়াছে। ভাষার প্রাচীনত্ব বদলাইয়া নব্য পদ্ধতি অনুসারে রাখা হইয়াছে। ধর্ম্মগ্রন্থ সাধারণ পাঠকের নিকট নীরস বলিয়াই মনে হয়। বিষয় নীরস হইলেই ভাষা নীরস হয়। ভাষার সরসতা আনিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। সত্যার্থ-প্রকাশের পাতায় পাতায় পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর পক্ষের প্রশ্নোত্তর রহিয়াছে। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য এই সংস্করণে প্রত্যেকটী প্রশ্ন ও উত্তরের জন্য পৃথক পৃথক অংশচ্ছেদ করা হইয়াছে। এইজন্য গ্রন্থের কলেবর অপেক্ষা-কৃত বর্দ্ধিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে বর্ত্তমান সংস্করণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের যাবতীয় ত্রুটি দূরীভূত হইয়াছে।

৩১ মুক্তারাম রো, কলিকাতা
৫ই আষাঢ়, ১৩৪১

শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী

ওঁ

অথ সত্যার্থপ্রকাশস্য সূচীপত্রম্।

পূর্ব্বার্দ্ধঃ

বিষয়াঃ	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১ (ক)—৫ (ক)

প্রথম সমুল্লাসঃ ১—১৮

ঈশ্বর নাম ব্যাখ্যা	১—১৬
মঙ্গলাচরণ সমীক্ষা	১৭—১৮

দ্বিতীয় সমুল্লাসঃ ১৯—২৬

বাল-শিক্ষা বিষয়ঃ	১৯—২০
ভূতপ্রেতাদি নিষেধঃ	২১—২২
জন্মপত্র সূর্য্যাদি গ্রহণ সমীক্ষা	২২—২৬

তৃতীয় সমুল্লাসঃ ২৭—৬২

অধ্যয়নাঽধ্যাপন বিষয়ঃ	২৭—৬২
গুরুমন্ত্র ব্যাখ্যা	২৮
প্রাণায়াম শিক্ষা	২৯—৩০
যজ্ঞ পাত্রাকৃতয়ঃ	৩১
সন্ধ্যাগ্নিহোত্রোপদেশঃ	৩২—৩৩
হোম ফল নির্ণয়ঃ	৩৩
উপনয়ন সমীক্ষা	৩৩
ব্রহ্মচর্য্যোপদেশঃ	৩৩
ব্রহ্মচর্য্যকৃত্য বর্ণনম্	৩৫—৪২
পঞ্চধা পরীক্ষ্যাধ্যাপনম্	৪৩—৫৩
পঠন পাঠন বিশেষ বিধিঃ	৫৩—৫৪
গ্রন্থ প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য বিষয়ঃ	৫৫—৫৮
স্ত্রী শূদ্রাধ্যয়ন বিধিঃ	৫৯—৬২

চতুর্থ সমুল্লাসঃ ৬৩—১০৪

সমাবর্ত্তন বিষয়ঃ	৬৩
দূরদেশে বিবাহ করণম্	৬৪
বিবাহে স্ত্রী-পুরুষ পরীক্ষা	৬৫
অল্পবয়সি বিবাহ নিষেধঃ	৬৬—৭১
গুণকর্ম্মানুসারেণ বর্ণ-ব্যবস্থা	৭১—৭৫

বিষয়াঃ	পৃষ্ঠা
বিবাহ লক্ষণানি	৭৫
স্ত্রী-পুরুষ ব্যবহারঃ	৭৬—৮০
পঞ্চ মহাযজ্ঞঃ	৮১—৮৭
পাষণ্ড তিরস্কার	৮৫
প্রাতরুত্থানাদি ধর্ম্মকৃত্যম	৮৬
পাষণ্ড লক্ষণানি	৮৮
গৃহস্থ ধর্ম্মাঃ	৮৯
পণ্ডিত লক্ষণানি	৯০
মূর্খ লক্ষণানি	৯১
বিদ্যার্থি কৃত্য বর্ণনম্	৯৩
পুনর্ব্বিবাহ নিয়োগ বিষয়ঃ	৯৪
গৃহাশ্রম শ্রৈষ্ঠ্যম্	১০৩

পঞ্চম সমুল্লাসঃ ১০৫—১১৭

বানপ্রস্থ বিধিঃ	১০৫
সন্ন্যাসাশ্রম বিধিঃ	১০৭—১১৭

ষষ্ঠ সমুল্লাসঃ ১১৮—১৫৩

রাজ-ধর্ম্ম বিষয়ঃ	১১৮
সভাত্রয় কথনম্	১১৯
রাজলক্ষণানি	১২১
দণ্ড ব্যাখ্যা	১২২
রাজ-কর্ত্তব্যম্	১২৩
অষ্টাদশ ব্যসন নিষেধঃ	১২৪
মন্ত্রি-দূতাদি রাজপুরুষ লক্ষণানি	১২৫
দুর্গনির্ম্মাণ ব্যাখ্যা	১২৮
যুদ্ধকরণ প্রকারঃ	১২৯
রাজপ্রজা রক্ষণাদি বিধিঃ	১৩০
গ্রামাধিপত্যাদি বর্ণনম্	১৩১
করগ্রহণ প্রকারঃ	১৩৪
মন্ত্রকরণ প্রকারঃ	১৩৪

বিষয়াঃ	পৃষ্ঠা
আসনাদি ষাড়গুণ্য ব্যাখ্যা	১৩৫
রাজ্যোমিত্রোদাসীন শত্রুষু বর্ত্তনম্	১৩৭
শত্রুভির্যুদ্ধকরণ প্রকারশ্চ	১৩৮
ব্যাপারাদিষু রাজভাগ কথনম্	১৪২
অষ্টাদশ বিবাদমার্গেষু	১৪৩
ধর্ম্মেণ ন্যায়করণম্	১৪৪
সাক্ষিকর্ত্তব্যোপদেশঃ	১৪৫
সাক্ষ্যনৃতে দণ্ডবিধিঃ	১৪৭
চৌর্য্যাদিষু দণ্ডাদি ব্যাখ্যা	১৪৮

সপ্তম সমুল্লাসঃ ১৫৪- -১৮১

ঈশ্বর বিষয়ঃ	১৫৪
ঈশ্বর বিষয়ে প্রশ্নোত্তরাণি	১৫৬
ঈশ্বরস্তুতি প্রার্থনোপাসনাঃ	১৫৯
ঈশ্বর জ্ঞানপ্রকারঃ	১৬৪
ঈশ্বরস্যাস্তিত্বম্	১৬৫
ঈশ্বরাবতারনিষধঃ	১৬৬
জীবস্য স্বাতন্ত্র্যম্	১৬৭
জীবেশ্বরয়োর্ভিন্নত্ব বর্ণনম্	১৬৯
ঈশ্বরস্য সগুণনির্গুণ কথনম্	১৭৬
বেদবিষয় বিচারঃ	১৭৭

অষ্টম সমুল্লাসঃ ১৮২—২০৫

সৃষ্ট্যুৎপত্ত্যাদি বিষয়ঃ	১৮২
ঈশ্বরভিন্নায়াঃ প্রকৃতে রুপাদান কারণত্বম্	১৮৫
সৃষ্টৌ নাস্তিকমত নিরাকরণম্	১৯০
মনুষ্যাণামাদিসৃষ্টেঃ স্থানাদি নির্ণয়ঃ	১৯৬
আর্য্যম্লেচ্ছাদি ব্যাখ্যা	১৯৯
ঈশ্বরস্য জগদাধারত্বম	২০২

নবম সমুল্লাসঃ ২০৬—২৩০

বিদ্যাবিদ্যা বিষয়ঃ	২০৬
বন্ধমোক্ষ বিষয়ঃ	২১০

দশম সমুল্লাসঃ ২৩১—২৪৬

আচারানাচার বিষয়ঃ	২৩১
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ঃ	২৩৮

ইতি পূর্ব্বার্দ্ধঃ

উত্তরার্দ্ধঃ

বিষয়াঃ	পৃষ্ঠা

একাদশ সমুল্লাসঃ ২৪৭—৩৭০

অনুভূমিকা	২৪৭
আর্য্যাবর্ত্তদেশীয় মতমতান্তর খণ্ডন-মণ্ডন বিষয়ঃ	২৪৭
মন্ত্রাদিসিদ্ধি নিরাকরণম্	২৫১
বামমার্গ নিরাকরণম্	২৫৬
অদ্বৈতবাদ পরীক্ষা	২৬১
ভস্মরুদ্রাক্ষ তিলকাদি সমীক্ষা	২৭২
বৈষ্ণবমত সমীক্ষা	২৭৬
মূর্ত্তিপূজা সমীক্ষা	২৭৯
পঞ্চায়তন পূজা সমীক্ষা	২৮৮
গয়াশ্রাদ্ধ সমীক্ষা	২৯১
জগন্নাথতীর্থ সমীক্ষা	২৯২

বিষয়াঃ	পৃষ্ঠা
রামেশ্বর সমীক্ষা	২৯৩
কালিয়াকান্ত সোমনাথাদি সমীক্ষা	২৯৪
দ্বারিকা জ্বালামুখী সমীক্ষা	২৯৫
হরদ্বার বদ্রীনারায়ণাদি সমীক্ষা	২৯৬
গঙ্গাস্নান সমীক্ষা	২৯৯
নামস্মরণ তীর্থশব্দয়োর্ব্যাখ্যা	৩০০
গুরুমাহাত্ম্য সমীক্ষা	৩০১
অষ্টাদশ পুরাণ সমীক্ষা	৩০২
শিবপুরাণ সমীক্ষা	৩০৪
ভাগবত সমীক্ষা	৩০৭
সূর্য্যাদি গ্রহপূজা সমীক্ষা	৩১২
ঔর্দ্ধদৈহিক দানাদি সমীক্ষা	৩১৪
একাদশ্যাদি ব্রতদানাদি সমীক্ষা	৩২০
মারণমোহনোচ্চাটন বামমার্গ সমীক্ষা	৩২৬
শৈবমত সমীক্ষা	৩২৪
কবীরপন্থ সমীক্ষা	৩৩০
নানকপন্থ সমীক্ষা	৩৩১
দাদূরামস্নেহাদি পন্থ সমীক্ষা	৩৩৪
গোকুল গোস্বামী মত সমীক্ষা	৩৩৯
স্বামিনারায়ণ মত সমীক্ষা	৩৪৬
মাধ্বালিঙ্গাঙ্কিত ব্রাহ্ম-প্রার্থনা সমাজাদি সমীক্ষা	৩৫০
আর্য্যসমাজ বিষয়ঃ	৩৫৫
তন্ত্রাদিবিষয়ক প্রশ্নোত্তরাণি	৩৫৬
ব্রহ্মচারী-সন্ন্যাসী সমীক্ষা	৩৬২
আর্য্যাবর্ত্তীয় রাজ্য বংশাবলী	৩৬৬

দ্বাদশ সমুল্লাসঃ ৩৭১—৪৩৫

অনুভূমিকা	৩৭১
নাস্তিকমত সমীক্ষা	৩৭৩
চার্ব্বাকমত সমীক্ষা	৩৭৫
চার্ব্বাকাদি-নাস্তিকভেদাঃ	৩৭৬
বৌদ্ধসৌগত মত সমীক্ষা	৩৭৯
সপ্তভঙ্গী স্যাদ্বাদঃ	৩৮৬
জৈনবৌদ্ধয়োরৈক্যম্	৩৮৭
আস্তিক নাস্তিক সংবাদঃ	৩৯১
জগতোনাদিত্ব সমীক্ষা	৩৯৪
জৈনমতে ভূমি পরিমাণম্	৩৯৬
জীবাদন্যস্য জড়ত্বং পুদ্গলানাং পাপে প্রযোজকত্বং চ	৩৯৯
জৈনধর্ম্ম প্রশংসাদি সমীক্ষা	৪০২
জৈনমত মুক্তি সমীক্ষা	৪১৯
জৈনসাধু লক্ষণ সমীক্ষা	৪২২
জৈনতীর্থঙ্কর ২৪ ব্যাখ্যা	৪২৩
জৈনমতে জম্বুদ্বীপাদি বিষয়াঃ	৪৩১

ত্রয়োদশ সমুল্লাসঃ ৪৩৬—৪৮৭

অনুভূমিকা	৪৩৬
খৃষ্টানমত সমীক্ষা	৪৩৭
তৌরেতযাত্রা পুস্তকম্	৪৪২
লয়ব্যবস্থা পুস্তকম্	৪৫৬
গণনা পুস্তকম্	৪৫৮
সমুএলাখ্যস্য দ্বিতীয়ং পুস্তকম	৪৫৯
রাজ্ঞাং পুস্তকম্	৪৫৯
জবুর পুস্তকম্	৪৫৯
কালবৃত্তস্য ১ম পুস্তকম্	৪৫৯
ঐয়ুবাখ্যস্য পুস্তকম্	৪৬০
উপদেশস্য পুস্তকম্	৪৬১
মথিরচিত মিঞ্জীলাখ্যম্	৪৬২
মার্ক রচিত মিঞ্জীলাখ্যম্	৪৭৫
লুকরচিত মিঞ্জীলাখ্যম্	৪৭৫
যোহন রচিত সুসমাচার	৪৭৫
যোহন প্রকাশিত বাক্যম	৪৭৭

চতুর্দ্দশ সমুল্লাসঃ ৪৮৮—৫৫৪

বিষয়াঃ	পৃষ্ঠা	বিষয়াঃ	পৃষ্ঠা
অনুভূমিকা	৪৮৮	অল্লোপনিষৎ সমীক্ষা	৫৪৬
যবনমত কুরাণাখ্য সমীক্ষা	৪৮৯	স্বমন্তব্যামন্তব্য প্রকাশঃ	৫৪৮

ইত্যুত্তরার্দ্ধঃ

ওম্

সচ্চিদানন্দেশ্বরায় নমো নমঃ

ভূমিকা।

যে সময়ে আমি এই সত্যার্থ প্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করি, সেই সময়ে এবং তাহার পূর্ব্বেও সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করিতাম এবং পঠন পাঠনেও সংস্কৃত ব্যবহার করিতাম। ইহা ছাড়া আমার মাতৃভাষা গুজরাটী এবং হিন্দীভাষা বিশেষ জানিতাম না এজন্য পুস্তকের ভাষা অশুদ্ধ রহিয়া গিয়াছিল এক্ষণে হিন্দী ভাষায় কথোপকথন করা এবং রচনা করার অভ্যাস হইয়াছে। এই হেতু ব্যাকরণানুসারে এই পুস্তকের ভাষা সংশুদ্ধ করিয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করা গেল। কোন কোন স্থলে শব্দ, বাক্য এবং রচনার প্রভেদ হইয়াছে। উক্তরূপ প্রভেদ প্রয়োজনীয় বোধ হইয়াছে কারণ ইহা ছাড়া ভাষার প্রণালী পরিশোধন করা কঠিন হইত। অর্থবিষয়ে প্রভেদ করা হয় নাই; বরং বিশেষ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অর্থ বিবৃত করিয়া লিখিত হইয়াছে। প্রথম মুদ্রাঙ্কনকালে যে সকল ভ্রম প্রমাদ ছিল তৎসমস্ত নিষ্কাসিত ও পরিশুদ্ধ করিয়া উপযুক্ত রূপে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

এই পুস্তক চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ বিভাগে রচিত হইয়াছে। উহার মধ্যে প্রথম দশ সমুল্লাসে পূর্ব্বার্দ্ধ এবং পরে আর চারি সমুল্লাসে উত্তরার্দ্ধ রচিত হইয়াছে। শেষের দুই সমুল্লাস এবং তৎপরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত প্রকাশ কোন বিশেষ কারণবশতঃ প্রথমতঃ মুদ্রিত করিতে পারি নাই। এক্ষণে উহাও মুদ্রিত হইল।

প্রথম সমুল্লাস ---ঈশ্বরের ওঙ্কারাদি নামের ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় সমুল্লাস --সন্তানদিগের শিক্ষা।

তৃতীয় সমুল্লাস --ব্রহ্মচর্য্য, পঠন পাঠন ব্যবস্থা, সত্যাসত্য গ্রন্থের নাম এবং পঠন পাঠনের রীতি।

চতুর্থ সমুল্লাস বিবাহ এবং গৃহাশ্রমের ব্যবহার।

পঞ্চম সমুল্লাস --বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসাশ্রম বিধি।

ষষ্ঠ সমুল্লাস --- রাজধর্ম্ম।

সপ্তম সমুল্লাস --বেদ ও ঈশ্বর বিষয়।

অষ্টম সমুল্লাস --জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়।

নবম সমুল্লাস ---বিদ্যা, অবিদ্যা বন্ধ এবং মোক্ষের ব্যাখ্যা।

দশম সমুল্লাস -----আচার, অনাচার এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়।

একাদশ সমুল্লাস ---আর্য্যাবর্ত্তীয় মতমতান্তরের খণ্ডন মণ্ডন বিষয়।

দ্বাদশ সমুল্লাস ----চার্ব্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন মতের বিষয়।

ত্রয়োদশ সমুল্লাস ---খৃষ্টীয় মতের বিষয়।

চতুর্দ্দশ সমুল্লাস -------মুসলমান মতের বিষয়।

চতুর্দ্দশ সমুল্লাসের শেষে আর্যদিগের সনাতন বেদবিহিত মতের বিশেষ ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। এই মতকে আমি যথাবৎ মানিয়া থাকি।

সত্য অর্থ প্রকাশ করাই আমার এই গ্রন্থ রচনা করিবার মুখ্য প্রয়োজন। সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করাকেই সত্য অর্থ প্রকাশ করা বুঝিতে হইবে। সত্যকে অসত্য বলিয়া প্রকাশ করা অথবা অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করাকে সত্য বলে না। কিন্তু যে পদার্থ যেরূপ তাহাকে তদ্রূপ বলা, লেখা এবং বিশ্বাস করাকেই সত্য বলে। যে সকল লোক পক্ষপাতী তাহারা আপনাদিগের অসত্যকেও সত্য বলিয়া এবং বিরোধী মতাবলম্বীদিগের সত্যকেও অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং সেই জন্য তাহারা সত্য মত পাইতে পারেন না। এই জন্য সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে উপদেশ বা প্রবন্ধ দ্বারা সত্যাসত্যের স্বরূপ সমর্পিত করিয়া দেওয়াই বিদ্বান্ ও আপ্তপুরুষের মুখ্য কর্ত্তব্য। তবে সকলে নিজের হিতাহিত বুঝিয়া সত্যার্থের গ্রহণ ও মিথ্যার্থের পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা আনন্দে কালযাপন করিতে পারেন। মনুষ্যের আত্মা সত্যার্থের জ্ঞাতা হইলেও নিজ নিজ স্বার্থ সাধন, হঠকারিতা দুরাগ্রহ ও অবিদ্যাদিদোষ বশতঃ সত্য পরিত্যাগ করিয়া কখন কখন অসত্যের দিকে ধাবমান হয়। পরন্তু এই গ্রন্থে এরূপ কোন কথা হয় নাই। কাহাকেও মনোদুঃখ দেওয়া বা কাহারও হানি করাও এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য নয়। যাহাতে মনুষ্যজাতির উন্নতি এবং উপকার হয়, যাহাতে মনুষ্যগণ সত্যাসত্য জানিয়া সত্যের গ্রহণ ও অসত্য পরিহার করিতে সমর্থ হন তাহারই উপদেশ দেওয়া এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য। কারণ সত্যোপদেশ ব্যতিরেকে মনুষ্যজাতির উন্নতির কারণ আর কিছুই হইতে পারে না।

এই গ্রন্থে যদি কোন কোন স্থলে ভ্রমপ্রমাদ বশতঃ সংশোধনে বা মুদ্রাঙ্কণে অশুদ্ধি থাকে উহা জানাইয়া দিলে সত্য জ্ঞান অনুসারে উহার পরিবর্ত্তন করা যাইবে। যদি কেহ পক্ষপাত বশতঃ প্রকারান্তরে এই পুস্তকোক্ত কথার খণ্ডন অথবা মণ্ডন করেন, তাহার কথায় মনোযোগ দেওয়া যাইবে না। অবশ্য যদি কেহ মনুষ্যমাত্রেরই হিতৈষী হইয়া কোন বিশেষ মত প্রকাশ করেন উহা সত্য বিবেচিত হইলে সংগ্রহ করা যাইবে। আজ কাল প্রত্যেক সম্প্রদায়ে অনেক বিদ্বান আছেন, ইঁহারা যদি পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত অর্থাৎ যে সকল মত সকলের অনুকূল এবং সকল প্রকারে সত্য তাহারই গ্রহণ এবং যে সকল মত পরস্পর বিরুদ্ধ তাহাই পরিহার করিয়া সকলে পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক ব্যবহার করেন এবং অপরকে তদনুসারে ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন, তাহা হইলে জগতের পূর্ণ হিত সম্পাদিত হয়। কারণ বিদ্বান্‌দিগের বিরোধ হইতেই অবিদ্বান্‌দিগের বিরোধ বর্দ্ধিত হইয়া নানাবিধ দুঃখের বৃদ্ধি এবং সুখের হানি হইয়া থাকে। স্বার্থপরদের এইরূপ হানিতে আনন্দ হয় এবং এই হানিই সকলকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। যখন কেহ সার্ব্বজনিক মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তখন স্বার্থপর লোকেরা তাঁহাদের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করে। কিন্তু কথিত আছে যে "সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ"। অর্থাৎ "সর্ব্বদা সত্যের জয় ও অসত্যের পরাজয় এবং সত্য হইতেই বিদ্বান্‌দিগের পথ প্রশস্ত হইয়া থাকে"। এই দৃঢ়-নিশ্চয় বশতঃ আপ্তলোকে কখন পরোপকার করিতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন না অথবা সত্যার্থ প্রকাশ করিতে কখন নিবৃত্ত হন না। "যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্" এই গীতোক্ত বচন নিশ্চিত। ইহার অভিপ্রায় এই যে যাহা বিদ্যাভ্যাস এবং ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান তাহা আরম্ভ সময়ে বিষতুল্য

কিন্তু উহা পরিণামে অমৃততুল্য হইয়া থাকে। এইরূপ বাক্যকে মনে রাখিয়া আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। শ্রোতৃবর্গ অথবা পাঠকগণও প্রীতিপূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রথমতঃ দর্শন করিয়া ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য অবধারণ করিলেই যথেষ্ট মনে করা যাইবে। এই গ্রন্থের অভিপ্রায়ানুসারে সমগ্র ধর্ম্মমতানুসারে যাহা যাহা অবিরুদ্ধ এবং সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহা অবিরুদ্ধ বোধে স্বীকার করা হইয়াছে এবং যাহা যাহা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত মধ্যে মিথ্যা বিষয় বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে। গ্রন্থের ইহাও অভিপ্রায় যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের গোপনীয় অথবা প্রকাশিত অসৎ ব্যাপার সকল প্রকটিত করতঃ বিদ্বান্ এবং অবিদ্বান্ সর্ব্বসাধারণ লোকের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে লোকে এই সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া এবং পরস্পর প্রেমাবদ্ধ হইয়া একমাত্র সত্য মতকে গ্রহণ করিবেন। যদিও আমি এই আর্য্যাবর্ত্ত দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং এই স্থানে বাস করিতেছি, তথাপি এই দেশের ভিন্ন ভিন্ন মিথ্যা মত মতান্তরের প্রতি পক্ষপাতী না হইয়া সমস্ত দেশের ধর্ম্মমতের মিথ্যা মত সম্বন্ধে যথার্থ সত্য প্রকটিত করিতে সাহসী হইয়াছি। দূর দেশস্থ ধর্ম্ম সংস্কারক এবং সামান্যতঃ যাবতীয় সংস্কারকদিগের সহিত আমার সহানুভূতি আছে। মনুষ্য সাধারণের উন্নতি সম্বন্ধে আমার স্বদেশবাসীদিগের যেরূপ বৈদেশিকদিগের সহিত তাদৃশ সহানুভূতি আছে। সমস্ত শিষ্ট লোকেরই এইরূপ আচরণ করা উচিৎ। আমি কোন মতবিশেষের পক্ষপাতী হইলে, আজ কাল যেরূপ কেহ কেহ স্ব স্ব ধর্ম্মমতের প্রশংসা, সমর্থন এবং প্রচার করেন, অন্য মতের নিন্দা হানি এবং নিবারণ করিতে তৎপর হয়েন, আমিও তদ্রূপ করিতাম। কিন্তু এরূপ করা মনুষ্যত্বের বহির্ভূত। বলবান্ পশু দুর্ব্বল পশুকে ক্লেশ দেয় এবং বিনাশও করিয়া থাকে। মনষ্যদেহ লাভ করিয়া যদি কেহ তদ্রূপ কার্য্য করেন, তবে তিনি মনুষ্য-স্বভাব না হইয়া পশুবৎ হইয়া উঠেন। মনুষ্য তাঁহাকে বলা যায় যিনি বলবান্ হইয়া দুর্ব্বলের রক্ষা করেন। যিনি স্বার্থপরবশ হইয়া কেবল পরের হানি করিতে তৎপর হন তাঁহাকে পশুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মনে করিতে হইবে। আর্য্যাবর্ত্তীয় ধর্ম্ম-মত বিষয়ে একাদশ সমুল্লাস পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে। এই কয়েক সমুল্লাসের মধ্যে যে সকল সত্যমত প্রকাশিত করা হইয়াছে তৎসমুদয় বেদোক্ত বলিয়া আমার সর্ব্বথা স্বীকরণীয় এবং নব্য পুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থোক্ত যে সকল মতের খণ্ডন করা হইয়াছে তৎসমস্ত আমার পরিত্যাজ্য। দ্বাদশ সমুল্লাসে চার্ব্বাকের মত প্রকাশিত হইয়াছে। যদ্যপি এক্ষণে চার্ব্বাকের মত লুপ্তপ্রায় হইয়াছে তথাপি চার্ব্বাকের বৌদ্ধ ও জৈনদিগের সহিত অনীশ্বরবাদাদি বিষয় বিশেষে ঘনিষ্ঠতা আছে এবং চার্ব্বাক নাস্তিকদিগের মধ্যে প্রধান। এজন্য ইহার চেষ্টা রোধ করা প্রয়োজন। কারণ মিথ্যা মতের রোধ না করিলে সংসারে অতিশয় অনর্থ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। চার্ব্বাকের এবং বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মত দ্বাদশ সমুল্লাসে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের মতের সহিত চার্ব্বাকের মতের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে এবং সামান্য সামান্য বিরোধও আছে। জৈনদিগেরও অনেকাংশে চার্ব্বাক এবং বৌদ্ধদিগের সহিত ঐক্যমত আছে এবং কোন কোন বিষয়ে প্রভেদও আছে। এইজন্য জৈনদিগকে ভিন্ন শাখা বলিয়া গণনা করা যায়, ইহাও দ্বাদশ সমুল্লাসে সূচিত হইয়াছে। যথাযথভাবে সেখানেই দেখিতে হইবে। উক্ত দ্বাদশ সমুল্লাসে বৌদ্ধ ও জৈন মত এবং উহাদিগের প্রভেদ যথাসাধ্য লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের মত দীপবংশাদি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে, বৌদ্ধ মত সংগ্রহে, এবং সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে প্রকাশিত আছে এবং তাহা হইতে এই

গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। জৈনদিগের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত পুস্তক আছে। উহার মধ্যে ১ আবশ্যক সূত্র, ২ বিশেষ আবশ্যক সূত্র, ৩ দশবৈকালিক সূত্র, এবং ৪ পাক্ষিক সূত্র. এই চারি মূল সূত্র আছে। ১ আচারাঙ্গ সূত্র, ২ সুগড়াঙ্গ সূত্র, ৩ থানাঙ্গ সূত্র, ৪ সমবায়াঙ্গ সূত্র, ৫ ভগবতী সূত্র, ৬ জ্ঞাতাধর্ম্মকথা সূত্র, ৭ উপাসকদশা সূত্র, ৮ অন্তর্গড়দশা সূত্র, ৯ অনুত্তরোববাই সূত্র, ১০ বিপাক সূত্র, এবং ১১ প্রশ্ন ব্যাকরণ সূত্র এই একাদশ অঙ্গ। ১ উপবাই সূত্র, ২ রায়পসেনী সূত্র, ৩ জীবাভিগম সূত্র, ৪ পন্নবণা সূত্র, ৫ জম্বুদ্বীপপন্নতী সূত্র. ৬ চন্দপন্নতী সূত্র, ৭ সুরোপন্নতী সূত্র, ৮ নিরিয়াবলী সূত্র, ৯ কপ্পিয়া সূত্র, ১০ কপবড়ীসয়া সূত্র, ১১ পুপ্পিয়া সূত্র এবং ১২ পুপ্পিয়-চূলিয়া সূত্র, এই দ্বাদশ উপাঙ্গ আছে। ১ উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, ২ নিশীথ সূত্র, ৩ কল্প সূত্র, ৪ ব্যবহার সূত্র, এবং ৫ যতিকল্প সূত্র, এই পাঁচ কল্প সূত্র। ১ মহানিশীথ বৃহদ্‌বচনা সূত্র, ২ মহানিশীথ-লঘুবাচনা সূত্র, ৩ মধ্যম বাচনা সূত্র, ৪ পিণ্ডনিরুক্ত সূত্র, ৫ ওঘনিরুক্ত সূত্র এবং ৬ পর্যূষণা সূত্র এই ছয় ছেদগ্রন্থ। ১ চতুস্মরণ সূত্র, ২ পচ্চখান সূত্র, ৩, তন্তুলবৈয়ালিক সূত্র, ৪ ভক্তিপরিজ্ঞান সূত্র, ৫ মহা-প্রত্যাখ্যান সূত্র. ৬ চন্দাবিজয় সূত্র, ৭ গণীবিজয় সূত্র, ৮ মরণসমাধি সূত্র, ৯ দেবেন্দ্র স্তবন সূত্র এবং ১০ সংসার সূত্র, এই দশ পয়ন্না সূত্র। এতদ্ব্যতীত নন্দী সূত্র এবং যোগোদ্ধার সূত্রও প্রামাণিক হইয়া থাকে। ১ পূর্ব্ব গ্রন্থসমূহের টীকা, ২ নিরুক্তি, ৩ চরণী, ৪ ভাষ্য, এই চার অবয়ব গ্রন্থ এবং সমস্ত মূল গ্রন্থ মিলিয়া পঞ্চাঙ্গ কথিত হইয়া থাকে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে ঢূণ্ডিয়াগণ অবয়বদিগকে বিশ্বাস করেন না। জৈনগণ এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত অনেক অন্য গ্রন্থেরও প্রামাণিকতা বিশ্বাস করেন। দ্বাদশ সমুল্লাসে ইঁহাদিগের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিশেষ বিচার লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। জৈনদিগের গ্রন্থে লক্ষ লক্ষ পুনরুক্তি দোষ আছে। উহাদিগের এরূপও স্বভাব আছে যে আপনাদিগের কোন গ্রন্থ অন্য মতাবলম্বীর হস্তে পতিত হইলে অথবা মুদ্রিত হইলে তাঁহারা তত্তৎ গ্রন্থ অপ্রমাণিক বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদিগের তাদৃশ উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ জৈনদিগের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ কোন পুস্তকের প্রমাণ স্বীকার করিলে অন্য ব্যক্তি বিশেষ উহার প্রামাণিকতা অস্বীকার করিলেও উহা জৈনমতের বহির্ভূত হইতে পারে না। অবশ্য যে পুস্তক জৈনদিগের মধ্যে কেহই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন না এবং কখন কোন জৈন স্বীকার করেন নাই তাহা অগ্রাহ্য হইতে পারে। পরন্তু এমন কোন জৈন গ্রন্থ নাই যাহার প্রামাণিকতা জৈনদিগের মধ্যে কেহ না কেহ স্বীকার করেন না। এরূপ স্থলে যে গ্রন্থের মতের খণ্ডন বা মণ্ডন করা হইয়াছে তাহা তত্তৎ গ্রন্থের উপর শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট জৈনদিগেরই জন্য করা হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইবে। পরন্তু এমন অনেক জৈন আছেন যাঁহারা কোন গ্রন্থ জানিয়া এবং তাহা প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াও সভা সংবাদ স্থলে আপনাদিগের মত পরিবর্ত্তন করেন। এজন্য জৈনগণ আপনাদিগের গ্রন্থসকল লুকাইয়া রাখেন, অন্য মতাবলম্বীদিগকে দেন না এবং শ্রবণ বা অধ্যাপন করেন না। তাহার কারণ উক্ত গ্রন্থসকল এতাদৃশ অসম্ভব কথায় পরিপূর্ণ যে জৈনদিগের মধ্যে কেহই তাহার ব্যাখ্যা ও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। মিথ্যা মত পরিত্যাগ করাই প্রকৃত উত্তর।

ত্রয়োদশ সমুল্লাসে খ্রীষ্টিয়দিগের মত লিখিত হইয়াছে। ইঁহারা বাইবেলকে আপনাদিগের ধর্ম্ম পুস্তক বলিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের মত বিষয়ে বিচার উক্ত ত্রয়োদশ সমুল্লাসে দেখিতে হইবে। চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে মুসলমান মত বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইঁহারা কোরান্‌কে আপনাদিগের মতের মূল পুস্তক বলিয়া

বিশ্বাস করেন। ইহাদিগের মত সম্বন্ধে বিশেষ বিচার উক্ত চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে দেখিতে হইবে। চতুর্দ্দশ সমুল্লাসের শেষভাগে বৈদিক মত বিষয় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ ভাবে এই গ্রন্থ পাঠ করিলে কেহই এই গ্রন্থের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন না। কারণ বাক্যার্থ বোধের জন্য আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি এবং তাৎপর্য্য এই চারিটি কারণ। এই চারিটী কারণের উপর মনোযোগ দিয়া যদি কেহ কোন গ্রন্থ পাঠ করেন তবেই তাহারা যথাসাধ্য গ্রন্থের অভিপ্রায় অবগত হইয়া থাকে। "আকাঙ্ক্ষা" অথাৎ কোন বিষয় বিশেষে বক্তার এবং বাক্যস্থ পদের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে! যাহা দ্বারা বা যেরূপে কোন বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে তাহাকে যোগ্যতা কহে, যেমন জল দ্বারা সেক করা। যে পদের সম্বন্ধ আছে সেই পদ সেই পদের নিকট উচ্চারণ করা বা সন্নিবেশিত করাকে আসত্তি কহে। যে অভিপ্রায়ে বক্তা কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন বা লিখিয়াছেন, সেই অভিপ্রায়ের সহিত তাঁহার লিখিত বা উচ্চারিত বাক্য সংযোজিত করাকে তাৎপর্য্য কহে। এরূপ অনেক হঠকারী বিকৃত ও দুরাগ্রহ বিশিষ্ট লোক আছেন, যাঁহারা বক্তার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কল্পনা করিয়া থাকেন। সম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতাবলম্বি-গণই বিশেষতঃ এইরূপ করিয়া থাকেন। কারণ নিজ নিজ ধর্ম্মমতের আগ্রহ বশতঃ তাঁহাদিগের বুদ্ধি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। আমি পুরাণাদি. জৈনগ্রন্থ সকল, বাইবেল এবং কোরাণ প্রথম হইতেই বিরুদ্ধ দৃষ্টিতে পাঠ করি নাই। উক্ত গ্রন্থ সমূহে কথিত শ্রেষ্ঠ মতের গ্রহণ এবং দুষ্ট মতের পরিত্যাগ করিয়া আমি সর্ব্বসাধারণ মনুষ্য জাতির উন্নতির জন্য প্রযত্ন করিতেছি। এইরূপ সকল লোকেরই প্রযত্ন করা উচিত। উপরিউক্ত ধর্ম্মমত সমূহের মাত্র কয়েকটী দোষই প্রকাশিত করা হইয়াছে। আশা করি উহা দেখিয়া মনুষ্যগণ সত্যাসত্য মত নির্ণয় করিয়া সত্যের গ্রহণ এবং অসত্যের পরিহার করিতে এবং অন্যকে তাদৃশ শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন। মনুষ্যদিগের মধ্যে কাহাকেও প্রতারণা করতঃ বিরুদ্ধ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া একজনকে অপরের শত্রু করা এবং পরস্পরের ভিতর কলহ বা হত্যাকাণ্ড বিস্তার করা বিদ্বান্‌দিগের স্বভাবের বহির্ভূত। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অবিদ্বান্‌গণ অন্যরূপ বিবেচনা করিলেও বুদ্ধিমানেরা ইহার যথাযোগ্য অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেই আপনার পরিশ্রম সফল মনে করিব এই আশায় আপনার অভিপ্রায় সমস্ত মহানুভবদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি। আশা করি তাঁহারা স্বয়ং এই পুস্তক পাঠ করিয়া এবং অপরকে শ্রবণ করাইয়া আমার পরিশ্রম সফল করিবেন। আমি যেরূপ পক্ষপাতী না হইয়া সত্যার্থ প্রকাশ করিয়াছি তদ্রূপ অনুষ্ঠান করা কেবল আমার নহে পরন্তু সকল শিষ্ট ব্যক্তিরই মুখ্য কর্ত্তব্য। প্রার্থনা করি সর্ব্বাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা নিজ কৃপা প্রদর্শন করতঃ এই গ্রন্থের আশয় বিস্তৃত এবং চিরস্থায়ী করিবেন।

অমলমতি বিস্তারেণ বুদ্ধিমদ্বরশিরোমণিষু।

ইতি ভূমিকা।

স্থান মহারাণাজীর উদয়পুর
ভাদ্রপদ শুক্লপক্ষ সংবৎ ১৯৩৯

(স্বামী) দয়ানন্দ সরস্বতী

ওম্

সচ্চিদানন্দেশ্বরায় নমো নমঃ।

অথ সত্যার্থ প্রকাশঃ।

অথ ওম্‌কারাদি পরমেশ্বরের নাম ব্যাখ্যা।

ওঁ শন্নোমিত্রঃ। শং বরুণঃ শন্নোভবন্ত্বর্য্যমা। শন্নঃ-ইন্দ্রোবৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রতক্ষ্যং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি, তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অর্থ—"ওম্" ওঙ্কার পরমেশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম। কারণ ইহাতে অ, উ এবং ম এই তিন অক্ষর মিলিত হইয়া সমস্ত "ওঁ" হইয়াছে। এই নাম হইতে পরমেশ্বরের অনেক নাম সূচিত হয়। অ হইতে বিরাট, অগ্নি এবং বিশ্বাদি, উ হইতে হিরণ্যগর্ভ, বায়ু এবং তৈজসাদি এবং ম হইতে ঈশ্বর, আদিত্য এবং প্রাজ্ঞাদি নাম সূচিত এবং গৃহীত হয়। বেদাদি সত্যশাস্ত্রে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে প্রকরণানুসারে এই সমস্ত নামই পরমেশ্বরবাচক।

(প্রশ্ন) বিরাট আদি নামে পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য অর্থ কোন সূচিত হয় না? ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী আদিভূত, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ এবং বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত শুণ্ঠ্যাদি ওষধিদিগেরও এই নাম কথিত হয় কি না?

(উত্তর) হাঁ, হয়; কিন্তু পরমাত্মারওএই নাম।

প্রশ্ন—এই নাম হইতে কেবল দেবতা অর্থ গ্রহণ করা যায় কি না?

উত্তর—তোমার এরূপ গ্রহণ করিবার প্রমাণ কি?

প্রশ্ন—দেবতা সর্ব্বপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বোত্তম; এই জন্য উহাকেই গ্রহণ করিতেছি।

উত্তর—কি বল? পরমেশ্বর কি অপ্রসিদ্ধ এবং তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি কিছু আছে? তবে এই নামে পরমেশ্বরকে কেন গ্রহণ করিতেছ না? যখন পরমেশ্বর অপ্রসিদ্ধ নহেন এবং তাঁহার তুল্য কেহ নাই, তখন তাঁহা অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ কিরূপে হইতে পারে? এই হেতু তোমার বাক্য সঙ্গত নহে। এবং এরূপ বলিলে অনেক দোষও আসে। যেমন "উপস্থিতং পরিত্যজ্যানুপস্থিতং যাচতে" ইতি বাধিতন্যায়ঃ। কেহ কাহারও নিমিত্ত ভোজনদ্রব্য রাখিয়া উহাকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিলে, যদি সে উহা পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাপ্ত ভোজনের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, তবে উহাকে বুদ্ধিমান্ মনে হয় না। কারণ সে উপস্থিত এবং সমীপস্থ পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর নিমিত্ত শ্রম করিতেছে। এরূপ পুরুষ যেমন বুদ্ধিমান্ নয় তোমার কথানুসারে তুমিও সেইরূপ। কারণ উক্ত বিরাটাদি নামের প্রসিদ্ধ এবং প্রমাণসিদ্ধ অর্থ পরমেশ্বর এবং ব্রহ্মাণ্ডাদি উপস্থিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অসম্ভব এবং অনুপস্থিত দেবাদি অর্থ গ্রহণের জন্য পরিশ্রম করিতেছ। ইহাতে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। তোমাকে এরূপ বলাই উচিত, যে স্থলে যাহার প্রকরণ সে স্থলে তাহাই গ্রহণযোগ্য। যেরূপ কেহ "হে ভৃত্য ত্বং সৈন্ধবমানয় অর্থাৎ ভৃত্য! তুমি সৈন্ধব আনয়ন কর এইরূপ কহিলে ভৃত্যের প্রকরণ বিচার করা আবশ্যক। কারণ সৈন্ধব অর্থে ঘোটক এবং লবণ এই দুই পদার্থ বুঝায়। স্বামীর গমন সময়ে এরূপ কহিলে ঘোটক এবং ভোজন সময়ে এরূপ কহিলে লবণ আনয়ন করা উচিত। গমন সময়ে লবণ অথবা ভোজনকালে ঘোটক আনয়ন করিলে স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিবেন যে "তুমি অতি নির্ব্বুদ্ধি পুরুষ, গমন সময়ে লবণের অথবা ভোজন সময়ে ঘোটকের কি প্রয়োজন আছে? তুমি প্রকরণ বুঝ না; তাহা না হইলে তুমি যে সময়ে যাহার প্রয়োজন তাহাই আনিতে পারিতে। তোমার প্রকরণ বিচার করা উচিত ছিল। তুমি তাহা কর নাই। অতএব তুমি মূর্খ, আমার নিকট হইতে বিদায় লও" ইহাতে এই সিদ্ধ হইল যে যে স্থলে যে অর্থ গ্রহণ করা উচিত, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ তোমার এবং আমার সকলেরই স্বীকার করা এবং সেইরূপ কার্য্য করা আবশ্যক।

অথ মন্ত্রার্থঃ।

ওঁ খম্ব্রহ্ম ॥১॥ যজুঃ অং ৪০। মং ১৭॥

দেখ বেদে এইরূপ প্রকরণে ওঁ আদি পরমেশ্বরের নাম।

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমাসীৎ ॥২॥ ছান্দোগ্য উপনিষ্যদ্ মং ১।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং তৎসর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥৩॥ মাণ্ডুক্য মং ১।

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥৪॥ কঠোপনিষদ্। বল্লী ২ মং ১৫ ॥

প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণোরপি। রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরম্ ॥৫॥

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিং। ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণং অপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥৬॥ মনুং অং ১২। শ্লোং ১২২।১২৩ ॥

স ব্রহ্মা স বিষ্ণুঃ স রুদ্রঃ স শিবঃ সোঽক্ষরঃ সঃ পরমঃ স্বরাট্। স ইন্দ্রঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমা ॥৭॥ কৈবল্য উপনিষদ্।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥৮॥ ঋং মং ১। অনু ২২ সূং ১৬৪ মং ৪৬।

ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মাহিংসীঃ ॥৯॥ যজুঃ অং ১৩ মং ১৮ ॥

ইন্দ্রোমহ্না রোদসী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্রঃ সূর্য্যমরোচয়ৎ। ইন্দ্রেহ বিশ্বা ভুবনানি যেমির ইন্দ্রে শ্বানাস ইন্দবঃ ॥১০॥ সাম প্রপা ৬ ন ত্রিক ৮ মং ২।

প্রাণায় নমো যস্য সর্ব্বমিদং বশে। যো ভূতঃ সর্ব্বস্যেশ্বরো যস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং ॥১১॥ অথর্ব্ববেদে কাণ্ড ১১। অং ২ সূং ৪ মং ১॥

অর্থ—এস্থলে এই প্রমাণ লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে এইরূপ প্রমাণ হইতে ওঙ্কারাদি নামে পরমেশ্বর বুঝিতে হইবে। ইহা পূর্ব্বেও লিখিত হইয়াছে। পরন্তু পরমেশ্বরের কোন নামই সেরূপ অনর্থক নহে যেরূপ লোকে দরিদ্র হইলেও ধনপতি প্রভৃতি নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইল যে কোন স্থলে গৌণিক, কোন স্থলে কার্ম্মিক এবং অন্য স্থলে স্বাভাবিক অর্থের বাচক হয়। ওঁ আদি নাম সার্থক যথা :—

"ওঁ খং" অবতীত্যোম্ আকাশমিব ব্যাপকত্বাৎ খম্ সর্ব্বেভো বৃহত্বাৎ "ব্রহ্ম" রক্ষা করেন বলিয়া (ওঁ), আকাশের ন্যায় ব্যাপক বলিয়া (খং) এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া (ব্রহ্ম) ঈশ্বরের নাম ॥১॥

যাঁহার নাম ওঁ এবং যাঁহার নাশ নাই, তাঁহাকেই উপাসনা করা উচিত অন্যকে নহে ॥২॥

"ওমিত্যেতৎ" সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রে (ওঁ) পরমেশ্বরের প্রধান এবং স্বকীয় নাম বলিয়া কথিত। অন্য সকল নাম গৌণিক ॥৩॥ (ওঁ সর্ব্ববেদা) কারণ সমস্ত বেদে যাঁহার কথনে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ তপশ্চরণ হয় ইহা স্বীকার করে এবং যাঁহার প্রাপ্তি ইচ্ছা করতঃ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্বীকৃত হয় তাঁহার নাম ওঁ এইরূপ লিখিত আছে ॥৪॥ (প্রশাসিতা) যিনি সকলের শিক্ষাদাতা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, স্বপ্রকাশস্বরূপ এবং সমাধিস্থ বুদ্ধিগম্য, তিনিই পরম পুরুষ ইহা জানিতে হইবে ॥৫॥

স্বপ্রকাশ বলিয়া "অগ্নি", বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া "মনু", সকলের পালনকর্ত্তা এবং পরমৈশ্বর্য্যবান্ বলিয়া "ইন্দ্র", সকল জীবনের মূল বলিয়া "প্রাণ" এবং নিরন্তর ব্যাপক বলিয়া পরমেশ্বরের নাম "ব্রহ্ম" ॥৬॥

"স ব্রহ্ম স বিষ্ণুঃ" সর্ব্ব জগতের স্রষ্টা বলিয়া "ব্রহ্ম", সর্ব্বব্যাপক বলিয়া "বিষ্ণু", দুষ্টকে দণ্ড দিয়া রোদন করান বলিয়া "রুদ্র", মঙ্গলময় এবং সর্ব্বকল্যাণের কর্ত্তা বলিয়া "শিব"। "যঃ সর্ব্বমশ্নুতে ন ক্ষরতি ন বিনশ্যতি তদক্ষরম্" যঃ স্বয়ং রাজতে স স্বরাট্" "যোঽগ্নিরিব কালঃ কলয়িতা প্রলয়কর্ত্তা স কালাগ্নিরীশ্বরঃ (অক্ষর) সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত অবিনাশী (স্বরাট্) অর্থাৎ স্বয়ং স্বপ্রকাশস্বরূপ এবং (কালাগ্নি) প্রলয়কালে সকলের কাল এবং কালেরও কাল বলিয়া পরমেশ্বরের নাম কালাগ্নি ॥৭॥ (ইন্দ্রং মিত্রং) যে এক অদ্বিতীয় সত্য ব্রহ্ম বস্তু আছে, তাঁহারই ইন্দ্রাদি সকল নাম।

"দ্যুষু শুদ্ধেষু পদার্থেষু ভবো দিব্যঃ" "শোভনানি পর্ণানি পালনানি পূর্ণানি কর্ম্মাণি বা যস্য সঃ" "যো গুর্ব্বাত্মা স গরুত্মান্" "যো মাতরিশ্বা বায়ুরিব বলবান্ স মাতরিশ্বা" ॥

(দিব্য) যিনি প্রকৃত্যাদি দিব্য পদার্থে ব্যাপ্ত, (সুপর্ণ) যাঁহার পালন উত্তম ও কর্ম্মপূর্ণ, (গরুত্মান্) যাঁহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ মহান্, (মাতরিশ্বা) যিনি বায়ুর সমান অনন্ত বলবান্ সেই পরমাত্মা এইজন্য দিব্য, সুপর্ণ, গরুত্মান্ এবং মাতরিশ্বা নামে কথিত হন। শেষোক্ত নামের অর্থ পরে লিখিত হইবে ॥৮॥

"ভূমিরসি" "ভবন্তি ভূতানি যস্যাং সা ভূমিঃ" ঈশ্বর হইতে সমস্ত ভূতপ্রাণী উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহার নাম "ভূমি"। শেষোক্ত নামের অর্থ পরে লিখিত হইবে। ॥৯॥ (ইন্দ্রোমহ্নঃ) এই মন্ত্রে ইন্দ্র পরমেশ্বরেরই নাম বলিয়া এই প্রমাণ লিখিত হইয়াছে। ॥১০॥

"প্রাণায়ঃ" যেরূপ সমস্ত শরীর ও ইন্দ্রিয় সকল প্রাণের অধীন হইয়া থাকে তদ্রূপ সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরের অধীন। ॥১১॥

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সকলের যথাযথ অর্থ জানিয়া এই সকল নাম করিলে পরমেশ্বরকে বুঝিতে হয় ; কারণ অগ্ন্যাদি নামের মুখ্য অর্থ হইতে পরমেশ্বরেরই গ্রহণ হয়। যেরূপ ব্যাকরণ নিরুক্ত, ব্রাহ্মণ ও সূত্রাদির ঋষি ও মুনিগণকৃত ব্যাখ্যানে পরমেশ্বরের গ্রহণ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ গ্রহণ করা সকলেরই উচিত। পরন্তু "ওঁ" ইহা কেবল পরমাত্মারই নাম। অগ্নি আদি নাম হইতে পরমেশ্বরের গ্রহণ বিষয়ে প্রকরণ ও বিশেষ নিয়মকারক হইয়া থাকে। ইহা হইতে এইমাত্র সিদ্ধ হইল যে, যে যে স্থলে স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা প্রভৃতি প্রকরণ হইবে এবং সর্ব্বজ্ঞ, ব্যাপক, শুদ্ধ, সনাতন ও সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি বিশেষণ লিখিত হইবে সেই সেই স্থলে উক্ত নাম হইতে পরমেশ্বরের গ্রহণ হইবে। যে যে স্থলে এইরূপ প্রকরণ যথা :—

ততো বিরাডজায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ। শ্রোত্রাৎ বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত। তেন দেবা অজয়ন্ত। পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ। যজুঃ অঃ ৩১।

তস্মাদ্বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যো অন্নং। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ ॥

ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লী প্রথমানুবাকের বচন। এই সকল প্রমাণে বিরাট্, পুরুষ, দেব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ভূমি আদি নাম লৌকিক পদার্থেরই হইয়া থাকে। কারণ যে যে স্থলে উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়, অল্পজ্ঞ, জড়, দৃশ্য আদি বিশেষণ লিখিত হয় সেই সেই স্থলে পরমেশ্বরের গ্রহণ হয় না। পরমেশ্বর উৎপত্তি প্রভৃতি ব্যবহার হইতে পৃথক এবং উল্লিখিত মন্ত্রে উৎপত্তি প্রভৃতি ব্যবহার উক্ত হইয়াছে। এইজন্য উক্ত স্থলে বিরাট আদি নাম হইতে পরমাত্মার গ্রহণ না হইয়া সংসারী পদার্থের গ্রহণ হইয়া থাকে। কিন্তু যে যে স্থলে সর্ব্বজ্ঞাদি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে সেই সেই স্থলে পরমাত্মার এবং যে যে স্থলে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং অল্পজ্ঞাদি বিশেষণ প্রযুক্ত থাকে, সেই সেই স্থলে জীবের গ্রহণ হইয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। কারণ পরমেশ্বরের জন্ম ও মরণ কখনও হয় না। এইজন্য বিরাট্ আদি নাম হইতে এবং জন্ম আদি বিশেষণ হইতে জগতের জড় এবং জীবাদি পদার্থের গ্রহণ করা উচিত, পরমেশ্বরের নহে। যেরূপ প্রমাণানুসারে বিরাট আদি নাম হইতে পরমেশ্বরের গ্রহণ হইয়া থাকে এখন নিম্নলিখিত প্রমাণ সকল তদ্রূপ জানিতে হইবে।

অথ ওঙ্কারার্থঃ। (বি) উপসর্গ পূর্ব্বক (রাজৃ দীপ্তৌ) এই ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া "বিরাট্" শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। "যো বিবিধং নাম চরাচরং জগৎ রাজয়তি প্রকাশয়তি স "বিরাট্" বিবিধ অর্থাৎ বহুপ্রকার জগৎকে প্রকাশিত করেন বলিয়া বিরাট্ নামে পরমেশ্বরের অর্থ গ্রহণ হইয়া থাকে। (অঙ্গু গতিপূজনয়োঃ) অগ, অগি এবং ইণ ইহারা গত্যর্থক ধাতু, ইহা হইতে অগ্নি শব্দ সিদ্ধ হয়। "গতেস্ত্রয়োঽর্থাঃ"। জ্ঞানং গমনং প্রাপ্তিশ্চেতি, পূজনং নাম সৎকারঃ। "যোঽঞ্চতি অচ্যতেঽ-গত্যঙ্গত্যেতি সোঽয়মগ্নিঃ"। পরমেশ্বর জ্ঞান স্বরূপ ও সর্ব্বজ্ঞ এবং জানিবার, প্রাপ্ত হইবার এবং পূজা করিবার যোগ্য বলিয়া তাঁহার নাম অগ্নি।

"বিশ প্রবেশনে" এই ধাতু হইতে বিশ্ব শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। "বিশন্তি প্রবিষ্টানি সর্ব্বাণ্যা-কাশাদীনি ভূতানি যস্মিন্ যো বাকাশাদিষু সর্ব্বেষু প্রবিষ্টঃ স বিশ্বঃ ঈশ্বরঃ" যাঁহাতে আকাশাদি সমগ্র ভূত প্রবেশ করিয়া থাকে অথবা যিনি উহাতে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন এজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম বিশ্ব। এই সকল নাম অকার মাত্র হইতে গৃহীত হয়।

"জ্যোতির্বৈ হিরণ্যং তেজোবৈ হিরণ্যমিত্যৈতরেয়ে. শতপথে চ ব্রাহ্মণে" "যো হিরণ্যানাং সূর্য্যাদীনাং তেজসাং গর্ভ উৎপত্তিনিমিত্তমধিকরণং স হিরণ্যগর্ভঃ" যাঁহা হইতে সূর্য্যাদি তেজঃসম্পন্ন লোক উৎপন্ন হইয়া যাঁহার আধার হইয়া রহিয়াছে অথবা যিনি সূর্য্যাদি তেজঃস্বরূপ পদার্থের গর্ভ, নাম. উৎপত্তি এবং নিবাস-স্থান সেই পরমেশ্বরের নাম হিরণ্যগর্ভ হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ যজুর্ব্বেদের মন্ত্র :—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক-আসীৎ সদাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। যজুঃ অঃ ১৩। মং ৪॥

ইত্যাদি স্থলে "হিরণ্যগর্ভ" হইতে পরমেশ্বরেরই অর্থ গ্রহণ হইয়া থাকে। (বা গতিগন্ধনয়োঃ) এই ধাতু হইতে "বায়ু" শব্দ সিদ্ধ হয়। (গন্ধনং হিংসনং) "যো বাতি চরাচরং জগদ্ধরতি বলিনাং বলিষ্ঠঃ স বায়ুঃ" ঈশ্বর চরাচর জগতের ধারণ জীবন ও প্রলয় করেন বলিয়া এবং সমগ্র বলবান্ অপেক্ষা বলিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার নাম "বায়ু"।

"তিজ নিশানে" এই ধাতু হইতে "তেজঃ," এবং ইহার উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া তৈজস শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যিনি স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ এবং সূর্য্যাদি তেজস্বী লোকের প্রকাশকারক সেই ঈশ্বরের নাম "তৈজস" হইয়াছে। এই সকল নাম উকার মাত্র হইতে গৃহীত হয়।

"ঈশ ঐশ্বর্য্যে" এই ধাতু হইতে "ঈশ্বর" শব্দ সিদ্ধ হয়। "য ঈষ্টে সর্বৈশ্বর্য্যবান্ বর্ত্ততে-স ঈশ্বরঃ"। পরমেশ্বরের সত্য বিচারশীল জ্ঞান আছে বলিয়া এবং তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে বলিয়া তাঁহার নাম ঈশ্বর।

"দো অবখণ্ডনে" এই ধাতু হইতে "অদিতি" এবং ইহাতে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া আদিত্য শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। "ন বিদ্যতে বিনাশো যস্য সোঽয়মদিতিঃ, অদিতিরেব "আদিত্যঃ"। যাঁহার কখন বিনাশ নাই, তাদৃশ ঈশ্বরের নাম "আদিত্য"।

"জ্ঞা অববোধনে" "প্র" পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে "প্রজ্ঞ" এবং ইহাতে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া "প্রাজ্ঞ" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ প্রকৃষ্টতয়া চরাচরস্য জগতো ব্যবহারং জানাতি স প্রজ্ঞঃ, প্রজ্ঞঃ এব প্রাজ্ঞঃ"। ঈশ্বর নির্ভ্রান্ত জ্ঞানযুক্ত হইয়া সমগ্র চরাচর জগতের ব্যবহার যথাযথ জানিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম "প্রাজ্ঞ"। এই সকল নামার্থ মকার হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। যেরূপ এস্থলে এক এক মাত্রা হইতে তিন তিন অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে তদ্রূপ অন্য নামার্থও ওঙ্কার হইতে জানা গিয়া থাকে। (শন্নোমিত্রঃ শং বং.) এই মন্ত্রে যে মিত্রাদি নাম আছে, উহাও পরমেশ্বরের নাম। কারণ স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা শ্রেষ্ঠেরই করা হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ তাহাকেই বলা যায় যিনি গুণে, কর্ম্মে, স্বভাবে এবং সত্য ব্যবহারে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন। সমগ্র শ্রেষ্ঠ বস্তু ও জীব হইতে যিনি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই পরমেশ্বর বলা যায়। তাঁহার তুল্য কখন কেহ নাই, ছিল না এবং হইবে না। যখন তাঁহার তুল্য কেহ নাই, তখন তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিরূপে হইতে পারে? যেরূপ পরমেশ্বরের সত্য, ন্যায়, দয়া, সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অনন্ত গুণ আছে, তদ্রূপ অন্য কোন জড় পদার্থের বা জীবের নাই। যে পদার্থ সত্য, তাহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবও সত্য হইয়া থাকে, এইজন্য পরমেশ্বরেরই স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করা মনুষ্যের উচিত এবং তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও উপাসনাদি করা উচিত নহে। কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব নামক পূর্ব্বকালীন বিদ্বান্ মহাশয়গণ; দৈত্য দানবাদি নিকৃষ্ট মনুষ্য; এবং অন্য সাধারণ মনুষ্যগণও কেবল পরমেশ্বরে বিশ্বাস করতঃ তাঁহারই স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করিয়াছেন এবং তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও উপাসনাদি করেন নাই। সেইরূপ আমাদিগের সকলের করা উচিত। ইহার বিশেষ বিচার মুক্তি এবং উপাসনা বিষয়ে করা যাইবে।

প্রশ্ন—মিত্রাদি নাম হইতে সখা এবং ইন্দ্রাদি দেবতা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অর্থ হয়, সুতরাং উহারই গ্রহণ করা আবশ্যক।

উত্তর—এস্থলে উক্ত অর্থ গ্রহণ করা উচিত নহে। কারণ মনুষ্য মাত্রেই কাহারও মিত্র কাহারও শত্রু এবং অপরের পক্ষে উদাসীন এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য মুখ্যার্থ হইতে সখা আদি গ্রহণ হইতে পারে না। পরন্তু পরমেশ্বর সমস্ত জগতের নিশ্চিত মিত্র, কাহারও শত্রু নহেন এবং কাহারও পক্ষে উদাসীনও নহেন। তদ্ভিন্ন কেহই এরূপ হইতে পারে না। এই জন্য এস্থলে কেবল পরমেশ্বরেরই অর্থ গ্রহণ হইতেছে। অবশ্য গৌণ অর্থানুসারে মিত্রাদি শব্দ দ্বারা সুহৃদাদি মনুষ্যের

গ্রহণ হইয়া থাকে। (ঞি মিদা স্নেহনে) এই ধাতু হইতে ঔণাদিক "ক্ত" প্রত্যয় করিয়া মিত্র শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "মেদ্যতি স্নিহ্যতি স্নিহ্যতে বা স মিত্রঃ" পরমেশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ ও প্রীতি করিবার যোগ্য বলিয়া, তাঁহার নাম মিত্র হইয়াছে।

"বৃঞ্ বরণে, বর ঈপ্সায়াম" এই ধাতু হইতে উণাদি "উনন্" প্রত্যয় হইয়া "বরুণ" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ সর্ব্বান্ শিষ্টান্ মুমুক্ষূন্ ধর্ম্মাত্মনো বৃণোত্যথবা যঃ শিষ্টৈর্মুমুক্ষুভির্ধর্ম্মাত্মাভির্ব্রিয়তে বর্য্যতে বা স বরুণঃ পরমেশ্বরঃ" যিনি আত্মযোগী, বিদ্বান্, মুমুক্ষু এবং ধর্ম্মাত্মাদিগকে স্বীকার করেন অথবা শিষ্ট, মুমুক্ষু এবং ধর্ম্মাত্মাদিগের গ্রহণীয় হয়েন তাদৃশ ঈশ্বরের নাম "বরুণ"। অথবা "বরুণো নাম বরঃ শ্রেষ্ঠঃ" পরমেশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার নাম "বরুণ"।

"ঋ গতিপ্রাপণয়োঃ" এই ধাতু হইতে "যৎ" প্রত্যয় করিয়া "অর্য্য" শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং "অর্য্য" পূর্ব্বক (মাঙ্মানে) এই ধাতুর উত্তর কনিন্ প্রত্যয় হইয়া "অর্য্যমা" শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে "যোঽর্য্যান্ স্বামিনো ন্যায়াধীশান্ মিমীতে মান্যান্ করোতি সোঽর্য্যমা" যিনি সত্য ও ন্যায়কারী লোকদিগের মান বৃদ্ধি করেন এবং পাপী ও পুণ্যবান্ লোকদিগের পাপ ও পুণ্যানুসারে ফলের যথাবৎ বিধান করেন সেই পরমেশ্বরের নাম "অর্য্যমা"।

"ইদি পরমৈশ্বর্য্যে" এই ধাতুর উত্তর "রন্" প্রত্যয় করিয়া ইন্দ্র শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। "য ইন্দতি পরমৈশ্বর্য্যবান্ ভবতি স ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ"। পরমেশ্বর অখিল ঐশ্বর্য্যযুক্ত বলিয়া তাঁহার নাম ইন্দ্র হইয়াছে।

"বৃহৎ" শব্দ পূর্ব্বক (পা রক্ষণে) এই ধাতু হইতে "ডতি" প্রত্যয় করতঃ বৃহৎ শব্দের তকারের লোপ এবং সুডাগম হওয়াতে "বৃহস্পতি" শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। "যো বৃহতাং আকাশাদীনাং পতিঃ স্বামী পালয়িতা স বৃহস্পতিঃ" যিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ এবং বৃহৎ আকাশাদি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী তাদৃশ পরমেশ্বরের নাম বৃহস্পতি।

"বিষ্লৃ ব্যাপ্তৌ" এই ধাতু হইতে "নু" প্রত্যয় হইয়া "বিষ্ণু" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি চরাচরং জগৎ সঃ বিষ্ণু" পরমেশ্বর চর এবং অচর (স্থাবর ও জঙ্গম) জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া পরমাত্মার নাম "বিষ্ণু" হইয়া থাকে।

"উরুর্ম্মহান্ ক্রমঃ পরাক্রমো যস্য স উরুক্রমঃ" অনন্ত পরাক্রমযুক্ত হওয়াতে পরমাত্মার নাম "উরুক্রম" হইয়াছে। যে পরমাত্মা (উরুক্রমঃ) মহাপরাক্রমযুক্ত, (মিত্রঃ) সকলের সুহৃদ্ এবং অবিরোধী, উরু (শম্) সুখকারক, (বরুণঃ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, (শম্) সুখস্বরূপ, (অর্য্যমা) ন্যায়াধীশ, (শম্) সুখপ্রচারক, (ইন্দ্রঃ) সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ এবং (শম্) সর্ব্বৈশ্বর্য্যদাতা, (বৃহস্পতিঃ) সর্ব্বাধিষ্ঠাতা, (শম্) বিদ্যাপ্রদ এবং (বিষ্ণুঃ) সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর (নঃ) আমাদিগের কল্যাণকারক (ভবতু) হউন্।

"বায়ো তে ব্রহ্মণে নমোঽস্তু" (বৃহ বৃহি বৃদ্ধৌ) এই ধাতু হইতে "ব্রহ্ম" শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যিনি সকলের উপরে বিরাজমান, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অনন্তবলযুক্ত পরমাত্মা, তাদৃশ ব্রহ্মকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে পরমেশ্বর! (ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি) তুমিই অন্তর্য্যামিরূপ প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। (ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি) আমি তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম কহিব। কারণ তুমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া সকলকে নিত্য প্রাপ্ত হইতেছ।

"ঋতং বদিষ্যামি" তোমার যে যথার্থ বেদের আজ্ঞা, আমি সকলের জন্য উহারই উপদেশ এবং আচরণ করিব।

"সত্যং বদিষ্যামি" সত্য বলিব, সত্য মানিব এবং সত্যই অনুষ্ঠান করিব। (তন্মামবতু) অতএব তুমি আমার রক্ষাসাধন কর।

(তদ্বক্তারমবতু) আমি আপ্ত ও সত্যবক্তা; তুমি আমার রক্ষা সাধন কর; তোমার আজ্ঞাতে যেন আমার বুদ্ধি স্থির হয় এবং কখন বিরুদ্ধ না হইতে পায়। কারণ তোমার আজ্ঞাই ধর্ম্ম এবং যাহা উহার বিরুদ্ধ তাহা অধর্ম্ম। (অবতুমামবতু বক্তারং) এ স্থলে দ্বিরুক্ত পাঠ অধিকার্থ নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। যেরূপ "কশ্চিৎ কঞ্চিৎ প্রতি বদতি ত্বং গ্রামং গচ্ছ গচ্ছ"। এস্থলে দ্বিরুক্তি ক্রিয়ার উচ্চারণ হইতে "তুমি শীঘ্র গ্রামে যাও" এইরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ এস্থলেও তুমি আমার অবশ্য রক্ষা সাধন কর অর্থাৎ যাহাতে আমি ধর্ম্মে স্থিরতা লাভ করিতে পারি এবং অধর্ম্মে ঘৃণা করিতে পারি আমার উপর তাদৃশ কৃপা কর, তাহা হইলে আমি অতিশয় উপকৃত মনে করিব।

"ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" ইহাতে তিনবার শান্তিপাঠের প্রয়োজন আছে। এই সংসারে ত্রিবিধ তাপ অর্থাৎ তিন প্রকার দুঃখ আছে। প্রথমতঃ "আধ্যাত্মিক" দুঃখ অর্থাৎ যাহা নিজ শরীরে হইয়া থাকে, যথা—অবিদ্যা, রাগ, দ্বেষ, মূর্খতা ও জ্বর পীড়াদি। দ্বিতীয় "আধিভৌতিক" দুঃখ অর্থাৎ যে দুঃখ শত্রু, ব্যাঘ্র ও সর্পাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৃতীয় "আধিদৈবিক" দুঃখ অর্থাৎ যে দুঃখ অতিবৃষ্টি, অতিশীত, অত্যুষ্ণতা এবং মন ও ইন্দ্রিয়ের অশান্তি হইতে উৎপন্ন হয়। "তুমি আমাদিগকে এই তিন প্রকার দুঃখ হইতে পৃথক্ রাখিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা কল্যাণকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখ। কারণ তুমি কল্যাণস্বরূপ হইয়া সমস্ত সংসারের কল্যাণকর্ত্তা এবং ধার্ম্মিক ও মুমুক্ষু লোকদিগের কল্যাণদাতা। এই নিমিত্ত তুমি নিজ করুণা হেতু স্বয়ং সকল জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হও, যাহাতে সমস্ত জীব ধর্ম্মাচরণ ও অধর্ম্মত্যাগ করতঃ পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় এবং দুঃখ হইতে পৃথক থাকে।

"সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" এই যজুর্ব্বেদীয় বচনে "জগতঃ" অর্থাৎ প্রাণী, চেতন এবং চলনশীল পদার্থের এবং "তস্থুষঃ" অর্থাৎ অপ্রাণীর অর্থাৎ পৃথিবী আদি স্থাবর জড় পদার্থের আত্মা স্বরূপ হওয়াতে এবং স্বপ্রকাশ স্বরূপ হইয়া সকলের প্রকাশকারক হওয়াতে পরমেশ্বরের নাম "সূর্য্য" হইয়াছে। (অত সাতত্যগমনে) এই ধাতু হইতে "আত্মা" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যোঽততি ব্যাপ্নোতি স আত্মা" যিনি সমস্ত জীবাদি জগতে নিরন্তর ব্যাপক হইয়া রহিয়াছেন।

"পরশ্চাসাবাত্মা চ য আত্মভ্যো জীবেভ্যঃ সূক্ষ্মেভ্যঃ পরোঽতিসূক্ষ্মঃ স পরমাত্মা" যিনি সমস্ত জীবাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জীব, প্রকৃতি ও আকাশ অপেক্ষাও অতিসূক্ষ্ম এবং সমস্ত জীবের অন্তর্য্যামী আত্মা, সেই ঈশ্বরের নাম "পরমাত্মা"। সামর্থ্যবিশিষ্টের নাম ঈশ্বর। 'য ঈশ্বরেষু সমর্থেষু পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ স পরমেশ্বরঃ" যিনি ঈশ্বর অর্থাৎ সামর্থ্যবিশিষ্টের মধ্যে সমর্থ-তম, যাঁহার তুল্য কেহই নাই, তাঁহার নাম পরমেশ্বর।

"ষুঞ্ অভিষবে, ষূঙ্ প্রাণিগর্ভবিমোচনে" এই ধাতু হইতে "সবিতা" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "অভিষবঃ প্রাণিগর্ভবিমোচনং চোৎপাদনম্। যশ্চরাচরং জগৎ সুনোতি সূতে বোৎপাদয়তি স সবিতা পরমেশ্বরঃ" পরমেশ্বর সমস্ত জগতের উৎপত্তি করেন বলিয়া তাঁহার নাম "সবিতা" হইয়াছে।

"দিবু ক্রীড়াবিজিগীষাব্যবহারদ্যুতিস্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু" এই ধাতু হইতে "দেব" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। (ক্রীড়া) যিনি শুদ্ধ জগতের ক্রীড়া করাইতে ইচ্ছা করেন; (বিজিগীষা) যিনি ধার্ম্মিক লোকদিগকে জয়যুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন; (ব্যবহার) যিনি সমস্ত চেষ্টার সাধন এবং উপসাধন দান করেন; (দ্যুতি) যিনি স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ হইয়া সকলকে প্রকাশ করেন; (স্তুতি) যিনি প্রশংসার যোগ্য, (মোদ) যিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়া অপরকে আনন্দ দান করেন; (মদ) যিনি মদোন্মত্ত-দিগের তাড়না করেন; (স্বপ্ন) যিনি সকলের শয়নার্থ রাত্রি এবং প্রলয় বিধান করেন; (কান্তি) যিনি কামনা যোগ্য; (গতি) যিনি জ্ঞান স্বরূপ, সেই পরমেশ্বরের নাম "দেব" হইয়াছে। অথবা "যো দীব্যতি ক্রীড়তি স দেবঃ" যিনি স্বস্বরূপ হইতে আনন্দে স্বয়ং ক্রীড়া করেন অথবা অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে ক্রীড়ার ন্যায় স্বস্বভাব হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি করেন. অথবা যিনি সমস্ত ক্রীড়ার আধারস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন; "বিজিগীষতে স দেবঃ" যিনি সকলকে জয় করেন এবং স্বয়ং অজেয় অর্থাৎ যাঁহাকে কেহ জয় করিতে পারে না; "ব্যবহারয়তি স দেবঃ" যিনি ন্যায় এবং অন্যায় ব্যবহার জানেন এবং তাহার উপদেশ বিতরণ করেন; "যশ্চরাচরং জগৎ দ্যোতয়তি" যিনি সকলের প্রকাশক; "যঃ স্তূয়তে স দেবঃ" যিনি সকল মনুষ্যের প্রশংসার যোগ্য এবং নিন্দার অযোগ্য; "যো মোদয়তি স দেবঃ" যিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়া অপরের আনন্দোৎপাদন করেন এবং যাঁহার দুঃখের লেশমাত্রও নাই; "যো মাদ্যতি স দেবঃ" যিনি স্বয়ং হর্ষবিশিষ্ট এবং শোকরহিত হইয়া অপরকেও হর্ষবিশিষ্ট এবং দুঃখ হইতে পৃথক্ করেন; "যঃ স্বাপয়তি স দেবঃ" যিনি প্রলয়কালে অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে সমস্ত জীবকে নিদ্রিত করেন; "যঃ কাময়তে কাম্যতে বা স দেবঃ" যাঁহার কামনা সত্য এবং যাঁহার প্রাপ্তিকামনা সকল শিষ্ট লোক করিয়া থাকেন; "যো গচ্ছতি গম্যতে বা স দেবঃ" যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত এবং যিনি জানিবার যোগ্য সেই পরমেশ্বরের নাম "দেব" হইয়াছে।

"কুবি আচ্ছাদনে" এই ধাতু হইতে কুবের শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ সর্ব্বং কুংবতি স্বব্যাপ্ত্যা-চ্ছাদয়তি স কুবেরো জগদীশ্বরঃ"। পরমেশ্বর স্বব্যাপ্তি দ্বারা সকলকে আচ্ছাদন করেন বলিয়া তাঁহার নাম "কুবের" হইয়াছে।

"প্রথ বিস্তারে" এই ধাতু হইতে পৃথিবী শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ প্রথতে সর্ব্বজগদ্বিস্তৃণাতি স পৃথিবী" পরমেশ্বর সমস্ত বিস্তৃত জগতের বিস্তারকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নাম "পৃথিবী"।

"জল ঘাতনে" এই ধাতু হইতে "জল" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "জলতি ঘাতয়তি দুষ্টান্, সংঘাতয়তি —অব্যক্তপরমাণ্বাদীন্ তদ্ ব্রহ্ম জলম্" যিনি দুষ্টদিগকে তাড়ন করেন এবং অব্যক্ত ও পরমাণুদিগকে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত করেন সেই পরমাত্মাকে "জল" কহিয়া থাকে।

"কাশৃ দীপ্তৌ" এই ধাতু হইতে "আকাশ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বং জগৎ প্রকাশয়তি স আকাশঃ" পরমাত্মা চতুর্দ্দিকে জগতের প্রকাশক বলিয়া তাঁহার নাম "আকাশ" হইয়াছে।

"অদ ভক্ষণে" এই ধাতু হইতে "অন্ন" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে ॥১॥ অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ ॥২॥ তৈত্তিঃ উপনিঃ। অনুবাক ২।১০॥ অত্তা চরাচর গ্রহণাৎ ॥ বেদান্তদর্শনে। অঃ ১। পাঃ ২। সূঃ ৯॥

সকলকে ভিতরে রাখিবার এবং সকলকে গ্রহণ করিবার যোগ্য এবং চরাচর জগতের অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন বলিয়া ঈশ্বরের "অন্ন", "অন্নাদ" এবং "অত্তা" নাম হইয়াছে। ইহাতে তিন বার পাঠ কেবল আদরার্থ। উড়ুম্বর ফল মধ্যে যেরূপ কৃমি উৎপন্ন হইয়া উহারই ভিতর অবস্থান করে এবং সময়ে নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ পরমেশ্বর মধ্যে সমগ্র জগতের অবস্থান হইয়া থাকে।

"বস নিবাসে" এই ধাতু হইতে "বসু" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "বসন্তি ভূতানি যস্মিন্নথবা যঃ সর্ব্বেষু বসতি স বসুরীশ্বরঃ" যাঁহাতে সমগ্র আকাশাদি ভূত বাস (অবস্থান) করে এবং যিনি এই সকলের মধ্যে বাস করেন সেই পরমেশ্বরের নাম "বসু" হইয়াছে।

"রুদির অশ্রুবিমোচনে" এই ধাতুর উত্তর "ণিচ্" প্রত্যয় করিয়া "রুদ্র" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো রোদযত্যন্যায়কারিণোজনান্ স রুদ্রঃ" যিনি দুষ্কর্ম্মকারিদিগকে রোদন করান. সেই পরমেশ্বরের নাম "রুদ্র" হইয়াছে।

"যন্মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতি যদ্বাচা বদতি তৎ কর্ম্মণা করোতি যৎ কর্ম্মণা করোতি তদভিসম্পদ্যতে ॥"

ইহা যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণোক্ত বচন। জীব মনে যেরূপ চিন্তা করে, তাহাই বচনে প্রকাশ করে. যাহা বচনে প্রকাশ করে তাহাই কার্য্যরূপে সাধন করে এবং যাহা কার্য্যে সাধন করে তাহাই প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে জীব যেরূপ কার্য্য করে, তদ্রূপ ফল লাভ করে। যখন দুষ্কর্ম্মকারী জীব ঈশ্বরের ন্যায়ব্যবস্থানুসারে দুঃখরূপ ফল লাভ করে, তখনই রোদন করে এবং এইরূপ ঈশ্বর তাহাকে রোদন করান। এইজন্য পরমেশ্বরের নাম "রুদ্র হইয়াছে।

"আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥"

মনু ॥ অঃ ১ ॥ শ্লোঃ ১০ ॥

জল এবং জীবদিগের নাম "নারা"। ইহারা "অয়ন" অর্থাৎ নিবাসস্থান যাহার এজন্য সেই সর্ব্বজীবব্যাপক পরমাত্মার নাম "নারায়ণ" হইয়াছে।

"চদি আহ্লাদে" এই ধাতু হইতে চন্দ্র শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে! "যশ্চন্দতি চন্দয়তি বা স চন্দ্রঃ"। যিনি আনন্দস্বরূপ এবং সকলকে আনন্দিত করেন সেইজন্য ঈশ্বরের নাম "চন্দ্র" হইয়াছে।

"মগি গত্যর্থকঃ" এই ধাতু হইতে "মঙ্গেরলচ্" সূত্র দ্বারা "মঙ্গল" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো মঙ্গতি মঙ্গয়তি বা স মঙ্গলঃ"। যিনি স্বয়ং মঙ্গল স্বরূপ এবং সমগ্র জীবের মঙ্গলের কারণ সেইজন্য পরমেশ্বরের নাম "মঙ্গল" হইয়াছে।

"বুধ অবগমনে" এই ধাতু হইতে "বুধ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো বুধ্যতে বোধয়তি বা স বুধঃ"। যিনি স্বয়ং বোধস্বরূপ এবং সমগ্র জীবের বোধের কারণ সেইজন্য পরমেশ্বরের নাম "বুধ" হইয়াছে।

"বৃহস্পতি" শব্দের অর্থ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

"ঈ শুচিরপূতী ভাবে" এই ধাতু হইতে "শুক্র" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ শুচ্যতি শোচয়তি

বা স শুক্রঃ" যিনি স্বয়ং অত্যন্ত পবিত্র এবং যাঁহার সংসর্গ বশতঃ জীবও পবিত্র হইয়া যায়, সেইজন্য ঈশ্বরের নাম "শুক্র" হইয়াছে।

"চর গতিভক্ষণয়োঃ" এই ধাতুতে "শনৈস্" এই অব্যয় যুক্ত হইয়া "শনৈশ্চর" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ শনৈশ্চরতি স শনৈশ্চরঃ"। যিনি সকলকে সহজে প্রাপ্ত হইয়া ধৈর্য্যবান্ হইয়া আছেন, সেইজন্য পরমেশ্বরের নাম "শনৈশ্চর" হইয়াছে।

"রহ ত্যাগে" এই ধাতু হইতে "রাহু" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো রহতি পরিত্যজতি দুষ্টান্ রাহয়তি পরিত্যাজয়তি বা স রাহুরীশ্বরঃ" একান্তস্বরূপ হওয়াতে যাঁহার স্বরূপে অন্য কোন পদার্থ সংযুক্ত নহে এবং যিনি দুষ্টকে স্বয়ং পরিত্যাগ করেন এবং অন্যকে পরিত্যাগ করান, সেই পরমেশ্বরের নাম "রাহু" হইয়াছে।

"কিত নিবাসে রোগাপনয়নে চ" এই ধাতু হইতে "কেতু" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ কেতয়তি চিকিৎসতি বা স কেতুরীশ্বরঃ" যিনি সমস্ত জগতের নিবাসস্থান এবং সমস্ত রোগরহিত এবং মুমুক্ষুদিগকে মুক্তি সময়ে সমস্ত রোগ হইতে নির্মুক্ত করেন বলিয়া সেই পরমাত্মার নাম "কেতু" হইয়াছে।

"যজ দেবপূজাসঙ্গতিকরণদানেষু" এই ধাতু হইতে "যজ্ঞ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"। ইহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বচন। "যো যজতি বিদ্বদ্ভিরিজ্যতে বা স যজ্ঞঃ" যিনি সমগ্র জগতের পদার্থের সংযোগ করেন এবং সকল বিদ্বান্ লোকের পূজ্য এবং ব্রহ্মা হইতে সমস্ত ঋষি ও মুনিগণের পূজ্য ছিলেন এবং পরেও সকলের পূজ্য থাকিবেন, এজন্য সেই পরমাত্মার নাম "যজ্ঞ" হইয়াছে। কেননা তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়া আছেন।

"হু দানাদানয়োঃ আদানে চেত্যেকে" এই ধাতু হইতে "হোতা" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো জুহোতি স হোতা"। যিনি জীবদিগের সম্বন্ধে দেয় পদার্থের দাতা এবং গ্রহণীয় পদার্থের গ্রহীতা বলিয়া সেই পরমাত্মার নাম "হোতা" হইয়াছে।

"বন্ধ বন্ধনে" এই ধাতু হইতে "বন্ধু" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ স্বস্মিন্ চরাচরং জগদ্ বধ্নাতি, বন্ধুবদ্ ধর্ম্মাত্মনাং সুখায় সহায়ো বা বর্ত্ততে স বন্ধুঃ"। পরমেশ্বর আপনা হইতে সমস্ত লোক লোকান্তরকে নিয়মে বদ্ধ করিয়া রাখেন এবং সহোদরের তুল্য সহায় হইয়া থাকেন বলিয়া উহারা নিজ নিজ পরিধি অথবা নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না। ভ্রাতা যেরূপ অপর ভ্রাতার সাহায্যকারী হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরমেশ্বর পৃথিব্যাদি লোকদিগকে ধারণ, রক্ষণ এবং সুখদান করেন বলিয়া "বন্ধু" সংজ্ঞক হইয়াছেন।

"পা রক্ষণে" এই ধাতু হইতে "পিতা" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ পাতি সর্ব্বান্ স পিতা" যিনি সকলের রক্ষক। যেমন পিতা নিজ সন্তানদিগের উপর কৃপালু হইয়া তাহাদিগের উন্নতির অভিলাষ করেন, তদ্রূপ পরমেশ্বরও সকল জীবের উন্নতি ইচ্ছা করেন। এইজন্য তাঁহার নাম "পিতা" হইয়াছে।

"যঃ পিতৃণাং পিতা স পিতামহঃ" যিনি পিতারও পিতা এজন্য সেই পরমাত্মার নাম "পিতামহ" হইয়াছে। "যঃ পিতামহানাং পিতা স প্রপিতামহঃ"। যিনি পিতামহেরও (অর্থাৎ পিতারও পিতার) পিতা, সেই পরমাত্মার নাম "প্রপিতামহ" হইয়াছে।

"যো মিমীতে মানয়তি সর্ব্বান্ জীবান্ স মাতা" যেরূপ পূর্ণকৃপাযুক্ত জননী নিজ সন্তানগণের

সুখ ও উন্নতির অভিলাষ করেন তদ্রূপ পরমেশ্বরও সমগ্র জীবের উন্নতি ইচ্ছা করেন। এইজন্য পরমেশ্বরের নাম "মাতা" হইয়াছে।

"চর গতিভক্ষণয়োঃ" আঙ্ পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে "আচার্য্য" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ আচারং গ্রাহয়তি সর্ব্বা বিদ্যা বা বোধয়তি স আচার্য্য ঈশ্বরঃ"। যিনি অপরকে সত্য আচার গ্রহণ করান এবং সকল বিদ্যা প্রাপ্তির হেতু হইয়া সকল বিদ্যা লাভ করান, সেই পরমেশ্বরের নাম "আচার্য্য" হইয়াছে।

"গৃ শব্দে" এই ধাতু হইতে "গুরু" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো ধর্ম্যান্ শব্দান্ গৃণাত্যুপদিশতি স গুরুঃ"।

স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥

যোগসূত্র-সমাধিপাদে সূঃ ২৬॥

যিনি সত্যধর্ম্মপ্রতিপাদক এবং সকল বিদ্যাযুক্ত বেদের উপদেশক এবং যিনি সৃষ্টির আদিতে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, অঙ্গিরা এবং ব্রহ্মাদি গুরুগণেরও গুরু এবং যাহার কখন বিনাশ হয় না সেইপরমেশ্বরের নাম "গুরু" হইয়াছে।

"অজ গতিক্ষেপণয়োঃ, জনি প্রাদুর্ভাবে" এই দুই ধাতু হইতে "অজ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যোঽজতি সৃষ্টিং প্রতি সর্ব্বান্ প্রকৃত্যাদীন পদার্থান প্রক্ষিপতি, জানাতি বা কদাচিন্ন জায়তে সোঽজঃ"। যিনি সব প্রকৃতির অবয়ব আকাশাদি ভূত পরমাণুসমূহকে যথাযোগ্য নিযুক্ত করেন এবং শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ উৎপাদন করতঃ জন্মদান করেন এবং যিনি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন না, সেইজন্য পরমেশ্বরের নাম "অজ" হইয়াছে।

"বৃহি বৃদ্ধৌ" এই ধাতু হইতে ব্রহ্মা শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যোঽখিলং জগন্নির্ম্মাণেন বৃংহতি বর্দ্ধয়তি স ব্রহ্মা" যিনি সম্পূর্ণ জগতের নির্ম্মাণ করতঃ উহার বৃদ্ধি করেন সেই পরমেশ্বরের নাম "ব্রহ্মা" হইয়াছে।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের বচন। "সন্তীতি সন্তস্তেষু সৎসু সাধু তৎ সত্যম্। যজ্জানাতি চরাচরং জগৎ তজ্জ্ঞানম্। ন বিদ্যতেঽন্তোঽবধির্মর্য্যাদা যস্য তদনন্তম্। সর্ব্বেভ্যো বৃহত্বাদ্ ব্রহ্ম"। যে সকল পদার্থ অস্তিত্ববিশিষ্ট তাহাকে সৎ বলা যায়। ঈশ্বর উহাদিগের মধ্যে সাধু বলিয়া তাঁহার নাম "সত্য"। যিনি চরাচর জগৎকে জানেন এজন্য পরমেশ্বরের নাম "জ্ঞান"। যাঁহার অন্ত, অবধি, অথবা মর্য্যাদা অর্থাৎ এতাদৃশ দীর্ঘ, এতাদৃশ বিস্তৃত, এতাদৃশ ক্ষুদ্র অথবা এতাদৃশ বৃহৎ এরূপ পরিমাণ নাই, সেইজন্য পরমেশ্বরের নাম "অনন্ত" হইয়াছে।

"ডু দাঞ্ দানে" আঙ্ পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে "আদি" শব্দ এবং "নঞ্" পূর্ব্বক "অনাদি" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যস্মাৎ পূর্ব্বং নাস্তি পরং চাস্তি স আদিরিত্যুচ্যতে, ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য সোঽনাদিরীশ্বরঃ" যাহার পূর্ব্বে কিছু ছিল না এবং সকলের অন্তে তাঁহাকে "আদি" বলা হয় এবং যাঁহার আদি কারণ কেহই নাই, সেইজন্য পরমেশ্বরের নাম অনাদি হইয়াছে।

"টু নদি সমৃদ্ধৌ" আঙ্ পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে "আনন্দ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "আনন্দন্তি সর্ব্বে মুক্তা যস্মিন্ যদ্বা যঃ সর্ব্বাঞ্জীবানানন্দয়তি স আনন্দঃ"। যিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ, যাঁহাতে সমস্ত

মুক্তজীব আনন্দ লাভ করেন এবং যিনি সমস্ত ধর্ম্মাত্মা জীবদিগকে আনন্দযুক্ত করেন এজন্য পরমেশ্বরের নাম "আনন্দ" হইয়াছে।

"অস ভুবি" এই ধাতু হইতে "সৎ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যদস্তি ত্রিষু কালেষু ন বাধ্যতে তৎ সদ্‌ব্রহ্ম" যিনি সদা বর্ত্তমান আছেন অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই ত্রিকালেই যাঁহার বাধা (অভাব) নাই, সেই পরমেশ্বরকে "সৎ" কহা যায়।

"চিতী সংজ্ঞানে" এই ধাতু হইতে "চিৎ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যশ্চেততি সংজ্ঞাপয়তি সর্ব্বান্ সজ্জনান্ যোগিনস্তচ্চিৎ পরং ব্রহ্ম" যিনি চেতনস্বরূপ সকল জীবকে চেতনবিশিষ্ট করেন এবং সত্যাসত্য বিজ্ঞাপিত করেন সেই পরমাত্মার নাম "চিৎ" হইয়াছে। এই তিন শব্দ বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইলে পরমেশ্বরকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ কহা যায়।

"যো নিত্যধ্রুবোঽচলোঽবিনাশী স নিত্যঃ" যিনি নিশ্চল এবং অবিনাশী তিনিই নিত্যশব্দবাচ্য ঈশ্বর।

"শুন্ধ শুদ্ধৌ" এই ধাতু হইতে "শুদ্ধ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ শুন্ধতি সর্ব্বান্ শোধয়তি বা স শুদ্ধ ঈশ্বরঃ"। যিনি স্বয়ং পবিত্র এবং অশুদ্ধি হইতে পৃথক্ হইয়া সকলকে শুদ্ধ করিয়া থাকেন, এজন্য ঈশ্বরের নাম শুদ্ধ।

"বুধ অবগমনে" এই ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিয়া "বুদ্ধ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো বুদ্ধবান্ সদৈব জ্ঞাতাঽস্তি স "বুদ্ধো" জগদীশ্বরঃ" যিনি সর্ব্বদা সকলকে জানেন এজন্য ঈশ্বরের নাম "বুদ্ধ"।

"মুচ্লৃ মোক্ষণে" এই ধাতু হইতে "মুক্ত" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো মুঞ্চতি মোচয়তি বা মুমুক্ষূন্ স মুক্তো জগদীশ্বরঃ" যিনি সর্ব্বদা অশুদ্ধি হইতে পৃথক্ এবং সমস্ত মুমুক্ষুদিগকে ক্লেশ হইতে মুক্ত করেন, এজন্য পরমাত্মার নাম "মুক্ত" হইয়াছে। "অতএব নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবো জগদীশ্বরঃ"। এইজন্যই জগদীশ্বরের স্বভাব নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্ত।

"ডু কৃঞ্ করণে" নির্ এবং আঙ্ পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে "নিরাকার" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "নির্গতঃ আকারাৎ স নিরাকারঃ" যাহার কোন আকার নাই এবং যিনি কখন শরীর ধারণ করেন না, এজন্য পরমেশ্বরের নাম "নিরাকার"।

"অঞ্জু গতি-ব্রক্ষণ-কান্তি-গতিষু" এই ধাতু হইতে "অঞ্জন" শব্দ এবং নির্ উপসর্গ যোগ হওয়াতে "নিরঞ্জন" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "অঞ্জনং ব্যক্তির্ম্রক্ষণং কুকাম ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রাপ্তিশ্চেত্যস্মাদ্যো নির্গতঃ পৃথগ্‌ভূতঃ স নিরঞ্জনঃ"। যিনি ব্যক্তি অর্থাৎ আকৃতি, ম্লেচ্ছাচার, দুষ্টকামনা এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ের পথ হইতে পৃথক্, এজন্য ঈশ্বরের নাম "নিরঞ্জন"।

"গণ সংখ্যানে" এই ধাতু হইতে "গণ" শব্দ সিদ্ধ হয় এবং ইহার পর "ঈশ" এবং "পতি" শব্দের যোগ হইলে "গণেশ এবং "গণপতি" শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। "যে প্রকৃত্যাদয়ো জড়া জীবাশ্চ গণ্যন্তে সংখ্যায়ন্তে তেষামীশঃ স্বামী পতিঃ পালকো বা" যিনি প্রকৃত্যাদি জড় এবং সমস্ত জীবখ্যাত পদার্থের স্বামী এবং পালক তাদৃশ পরমেশ্বরের নাম "গণেশ" বা "গণপতি"।

"যো বিশ্বমীষ্টে স বিশ্বেশ্বরঃ" যিনি সংসারের অধিষ্ঠাতা, এজন্য পরমেশ্বরের নাম "বিশ্বেশ্বর"।

"যঃ কূটে অনেকবিধব্যবহারে স্বস্বরূপেণৈব তিষ্ঠতি স কূটস্থঃ পরমেশ্বরঃ"। যিনি সকল ব্যবহারে

ব্যাপ্ত এবং সমস্ত ব্যবহারের আধার হইয়াও কোন ব্যবহারে স্বস্বরূপের পরিবর্ত্তন করেন না, এজন্য পরমেশ্বরের নাম "কূটস্থ"।

'দেব' শব্দের যতগুলি অর্থ লিখিত হইয়াছে, 'দেবী' শব্দেরও ততগুলিই অর্থ আছে। পরমেশ্বরের নাম তিন লিঙ্গেই প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা "ব্রহ্ম চিতিরীশ্বরশ্চেতি"। যখন "ঈশ্বরের" বিশেষণ হইবে তখন "দেব", যখন "চিতির" বিশেষণ হইবে তখন "দেবী" বুঝিতে হইবে। এই কারণে ঈশ্বরের নাম "দেবী" হইয়াছে। (শক্ৢ শক্তৌ) এই ধাতু হইতে "শক্তি" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ সর্ব্বং জগৎ কর্ত্তুং শক্নোতি স শক্তিঃ" যিনি সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ, এজন্য পরমেশ্বরের নাম "শক্তি"।

"শ্রিঞ্ সেবায়াম্" এই ধাতু হইতে "শ্রী" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ শ্রীয়তে সেব্যতে সর্ব্বেণ জগতা বিদ্বদ্ভির্যোগিভিশ্চ স শ্রীরীশ্বরঃ" সমস্ত জগৎ, বিদ্বান্ এবং যোগিজন যাঁহার সেবা করেন, এজন্য পরমাত্মার নাম "শ্রী" হইয়াছে। (লক্ষ দর্শনাঙ্কনয়োঃ) এই ধাতু হইতে "লক্ষ্মী" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো লক্ষয়তি পশ্যত্যঙ্কতে চিহ্নয়তি চরাচরং জগদথবা বেদৈরাপ্তৈর্যোগিভিশ্চ যো লক্ষ্যতে স লক্ষ্মীঃ সর্ব্বপ্রিয়েশ্বরঃ"। যিনি সব চরাচর জগতের দ্রষ্টা এবং জগৎকে চিহ্নিত অর্থাৎ দৃষ্টির উপযোগী করেন, যিনি শরীরস্থ নেত্রনাসিকাদি, বৃক্ষস্থ পত্র, পুষ্প, ফল এবং মূল, পৃথিবী, জলীয় কৃষ্ণতা, রক্ততা এবং শ্বেততা, মৃত্তিকা, পাষাণ এবং চন্দ্রসূর্য্যাদি চিহ্ন রচনা করেন এবং সবকে দর্শন করেন; যিনি স্বয়ং সকল শোভার শ্রেষ্ঠ শোভা এবং যিনি বেদাদি শাস্ত্রের এবং ধার্ম্মিক বিদ্বান্ যোগীদিগের লক্ষ্য অর্থাৎ দৃষ্টিযোগ্য, তাদৃশ পরমেশ্বরের নাম "লক্ষ্মী"।

"সৃ গতৌ" এই ধাতু হইতে "সরস্" এবং উহার উত্তর "মতুপ্" এবং "ঙীপ্" প্রত্যয় করিয়া "সরস্বতী" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "সরো বিবিধং জ্ঞানং বিদ্যতে যস্যাং চিতৌ সা "সরস্বতী"। যাঁহার বিবিধ বিজ্ঞান অর্থাৎ শব্দ-অর্থ সম্বন্ধ প্রয়োগের যথাবৎ জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই পরমেশ্বরের নাম "সরস্বতী"।

"সর্ব্বাঃ শক্তয়ো বিদ্যন্তে যস্মিন্ স সর্ব্বশক্তিমানীশ্বরঃ" যিনি স্বকার্য্যসাধনের জন্য অন্যের সহায়তার ইচ্ছা করেন না এবং নিজ সামর্থ্য হইতে স্বকার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হন এজন্য পরমাত্মার নাম "সর্ব্বশক্তিমান্"।

"ণী ঞ্ প্রাপণে" এই ধাতু হইতে "ন্যায়" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ" এই বচন বাৎস্যায়নমুনিকৃত ভাষ্যের ন্যায়সূত্রসম্বন্ধীয় বচন। "পক্ষপাতরাহিত্যাচরণং ন্যায়ঃ" যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের পরীক্ষাদ্বারা সত্য বলিয়া সিদ্ধ হয় এবং যাহা পক্ষপাতরহিত ধর্ম্মরূপ আচরণ তাহাকে "ন্যায়" বলা যায়। "ন্যায়ং কর্ত্তুং শীলমস্য স ন্যায়কারীশ্বরঃ" ন্যায় অর্থাৎ পক্ষপাতরহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যাঁহার স্বভাব, এজন্য পরমেশ্বরের নাম "ন্যায়কারী"।

"দয় দানগতিরক্ষণহিংসাদানেষু" এই ধাতু হইতে "দয়া" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "দয়তে দদাতি জানাতি গচ্ছতি রক্ষতি হিনস্তি যয়া সা দয়া; বহ্বী দয়া বিদ্যতে যস্য স দয়ালুঃ পরমেশ্বরঃ" যিনি অভয়দাতা, যিনি সত্যাসত্য সর্ব্ববিদ্যার বিজ্ঞাতা, যিনি সজ্জনের রক্ষাকর্ত্তা এবং দুষ্টদিগের যথাযোগ্য দণ্ডবিধাতা, এজন্য পরমাত্মার নাম "দয়ালু"।

"দ্বয়োর্ভাবো দ্বিতা, দ্বাভ্যামিতং দ্বীতং বা, সৈব তদেব বা দ্বৈতম্, ন বিদ্যতে দ্বৈতং দ্বিতীয়েশ্বরভাবো

যস্মিংস্তদদ্বৈতম্"। অর্থাৎ "সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যং ব্রহ্ম"। দ্বয়ভাব (দুই হওয়া) অথবা দ্বিত্বযুক্ত হওয়াকে দ্বিতা দ্বীত, অথবা দ্বৈত বলে, ঈশ্বর তাদৃশ দ্বৈতরহিত। সজাতীয় অর্থাৎ যেরূপ মনুষ্যপক্ষে মনুষ্যের সজাতীয় দ্বিতীয় মনুষ্য ; বিজাতীয় অর্থাৎ মনুষ্যপক্ষে মনুষ্যভিন্ন অন্য জাতীয় যেরূপ বৃক্ষ পাষাণাদি। স্বগত অর্থাৎ মনুষ্যের নিজ শরীরে যেরূপ চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি অবয়বের ভেদ হইয়া থাকে, তাদৃশ দ্বিতীয় সজাতীয় ঈশ্বর, বিজাতীয় ঈশ্বর, এবং স্বস্বরূপে তত্ত্বান্তর ইত্যাদি রহিত একই পরমেশ্বর আছেন। এই জন্য পরমাত্মার নাম "অদ্বৈত"।

"গণ্যন্তে যে তে গুণাঃ বা যৈর্গণয়ন্তি তে গুণাঃ, যো গুণেভ্যো নির্গতঃ স নির্গুণ ঈশ্বর"। ঈশ্বর সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ হইতে, জড়গুণ রূপরসস্পর্শগন্ধাদি হইতে এবং জীবগুণ অবিদ্যা, অল্পজ্ঞতা, রাগ, দ্বেষ এবং অবিদ্যাদি ক্লেশ হইতে পৃথক্। এতৎ সম্বন্ধে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদি উপনিষদ্‌বচন প্রমাণ আছে। যিনি শব্দ, স্পর্শ এবং রূপাদি গুণরহিত, এজন্য পরমাত্মার নাম "নির্গুণ"।

"যো গুণৈঃ সহ বর্ত্ততে স সগুণঃ" যিনি সর্ব্বজ্ঞান, সর্ব্বসুখ, পবিত্রতা ও অনন্তবলাদি গুণযুক্ত এজন্য পরমেশ্বরের নাম "সগুণ"। যেরূপ পৃথিবীকে গন্ধাদিগুণযুক্ত হওয়াতে সগুণ এবং ইচ্ছাদিগুণরহিত হওয়াতে নির্গুণ বলা যায়, তদ্রূপ পরমেশ্বর, জগৎ ও জীবগুণ হইতে পৃথক্ বলিয়া "নির্গুণ" এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযুক্ত বলিয়া "সগুণ"। অর্থাৎ সগুণতা এবং নির্গুণতা রহিত এরূপ কোনও পদার্থই নাই। যেরূপ চেতনগুণ হইতে পৃথক্ বলিয়া জড়পদার্থ নির্গুণ এবং স্বগুণবিশিষ্ট হওয়াতে সগুণ। তদ্রূপ জীবও জড়গুণ হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্গুণ এবং ইচ্ছাদি স্বগুণযুক্ত বলিয়া "সগুণ"। পরমেশ্বর সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

"অন্তর্যন্তুং নিয়ন্তুং শীলং যস্য সোঽয়মন্তর্যামী"। যিনি সমস্ত প্রাণিজগতের এবং অপ্রাণি-জগতের ভিতর ব্যাপক হইয়া সকলের নিয়ামক হইয়া আছেন, এজন্য পরমেশ্বরের নাম "অন্তর্যামী" হইয়াছে।

"যো ধর্ম্মে রাজতে স ধর্ম্মরাজঃ"। যিনি ধর্ম্মেরই মধ্যে প্রকাশমান হন এবং অধর্ম্ম রহিত হইয়া ধর্ম্মেরই প্রকাশ করেন, এজন্য পরমেশ্বরের নাম "ধর্ম্মরাজ"।

"যমু উপরমে" এই ধাতু হইতে "যম" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ সর্ব্বান্ প্রাণিনঃ নিযচ্ছতি স যমঃ" যিনি সকল প্রাণিগণের ফলদানের ব্যবস্থা করেন এবং সমগ্র অন্যায় কার্য্য হইতে পৃথক্ থাকেন, এজন্য পরমাত্মার নাম "যম"।

"ভজ সেবায়াম্" এই ধাতু হইতে "ভগ" শব্দ এবং উহার উত্তর "মতুপ্" প্রত্যয় করিয়া "ভগবান্" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "ভগঃ সকলৈশ্বর্য্যং সেবনং বা বিদ্যতে যস্য স ভগবান্" যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট এবং ভজনযোগ্য, এজন্য ঈশ্বরের নাম "ভগবান্"।

"মন জ্ঞানে" এই ধাতু হইতে "মনু" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো মন্যতে স মনুঃ"। যিনি বিজ্ঞানশীল এবং মাননীয় এজন্য ঈশ্বরের নাম "মনু"। (পৄ পালনপূরণয়োঃ) এই ধাতু হইতে পুরুষ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ স্বব্যাপ্ত্যা চরাচরং জগৎ পৃণাতি পূরয়তি স পুরুষঃ"। যিনি সমগ্র জগতে পূর্ণ হইয়া আছেন এজন্য পরমেশ্বরের নাম "পুরুষ"।

"ডু ভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ" বিশ্ব শব্দ পূর্ব্বক উক্ত ভৃ ধাতু হইতে "বিশ্বম্ভর" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

"যো বিশ্বং বিভর্ত্তি ধরতি পুষ্ণাতি বা স বিশ্বম্ভরো জগদীশ্বরঃ" যিনি জগতের ধারণ এবং পোষণ করেন, এজন্য পরমেশ্বরের নাম "বিশ্বম্ভর"।

"কল সংখ্যানে" এই ধাতু হইতে "কাল" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "কলয়তি সংখ্যাতি সর্ব্বান্ পদার্থান্, স কালঃ"। যিনি জগতের সকল পদার্থের এবং জীবগণের সংখ্যা করেন এজন্য পরমেশ্বরের নাম "কাল" হইয়াছে।

"যঃ শিষ্যতে স শেষঃ" যিনি উৎপত্তি এবং প্রলয়ের অবসানেও অবস্থান করেন, সেই পরমাত্মার নাম "শেষ" হইয়াছে।

"আপ্‌ৢ ব্যাপ্তৌ" এই ধাতু হইতে "আপ্ত" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ সর্ব্বান্ ধর্ম্মাত্মন্ আপ্নোতি বা সর্ব্বৈর্ধর্ম্মাত্মভিরাপ্যতে ছলাদিরহিতঃ স আপ্তঃ" যিনি সত্যোপদেশক সর্ববিদ্যাযুক্ত ধর্ম্মাত্মাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন এবং যিনি ধর্ম্মাত্মাদিগের প্রাপ্তিযোগ্য ও ছলকপটাদিরহিত এজন্য পরমাত্মার নাম "আপ্ত" হইয়াছে।

"ডু কৃঞ্ করণে" শম্ শব্দ পূর্ব্বক কৃ ধাতু হইতে "শঙ্কর" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ শং কল্যাণং সুখং করোতি স শঙ্করঃ" যিনি কল্যাণ অর্থাৎ সুখ প্রদান করেন, সেই ঈশ্বরের নাম "শঙ্কর"।

"মহৎ" শব্দ পূর্ব্বক "দেব" শব্দ হইতে "মহাদেব" শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। "যো মহতাং দেবঃ স মহাদেবঃ" যিনি মহতী দেবতাদিগেরও দেবতা, বিদ্বানদিগের মধ্যেও শ্রেষ্ঠবিদ্বান্ এবং সূর্য্যাদি পদার্থেরও প্রকাশক এজন্য পরমাত্মার নাম "মহাদেব"।

"প্রীঞ্ তর্পণে কান্তৌ চ" এই ধাতু হইতে "প্রিয়" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। যঃ প্রীণাতি প্রীয়তে বা স প্রিয়ঃ" যিনি সকল ধর্ম্মাত্মা, মুমুক্ষু এবং শিষ্টলোকদিগকে প্রসন্ন করেন এবং সকলের কামনার যোগ্য সেই ঈশ্বরের নাম "প্রিয়"।

"ভূ সত্তায়াম্" স্বয়ম্ শব্দ পূর্ব্বক 'ভূ' ধাতু হইতে "স্বয়ম্ভু" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ স্বয়ং ভবতি সঃ স্বয়ম্ভুরীশ্বরঃ" যিনি স্বয়ংই রহিয়াছেন এবং কখন অন্য কিছু হইতে উৎপন্ন হন না, সেই পরমাত্মার নাম "স্বয়ম্ভূ"।

"কু শব্দে" এই ধাতু হইতে "কবি" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ কৌতি শব্দয়তি সর্ব্বা বিদ্যাঃ স কবিরীশ্বরঃ" ঈশ্বর বেদদ্বারা সর্ব্ববিদ্যার উপদেশক এবং জ্ঞাতা বলিয়া তাঁহার নাম "কবি"।

"শিবু কল্যাণে" এই ধাতু হইতে "শিব" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "বহুলমেতন্নিদর্শনম্" এই প্রমাণ হইতে "শিবু" ধাতু স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। যিনি কল্যাণস্বরূপ এবং কল্যাণকর্ত্তা সেই পরমেশ্বরের নাম "শিব"।

পরমেশ্বরের এই একশত নাম লিখিত হইল। কিন্তু এতদ্ভিন্ন পরমাত্মার অসংখ্য নাম আছে। কারণ পরমেশ্বরের যেরূপ অনন্ত গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব আছে তদ্রূপ অনন্ত নামও আছে। উহার মধ্যে প্রত্যেক গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবের জন্য তাঁহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক এক নাম আছে। এজন্য আমার লিখিত নামসমূহ সেই সকল নামসমূহের পক্ষে সমুদ্র মধ্যে জলবিন্দুবৎ মনে করিতে হইবে কারণ বেদাদি শাস্ত্রসমূহে পরমাত্মার অসংখ্য গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উহার অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনে বোধ জন্মিতে পারে। যিনি বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তাঁহাই অন্য পদার্থের জ্ঞানও সম্পূর্ণ হইতে পারে।

প্রশ্ন—অন্য গ্রন্থকার সকল গ্রন্থের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে যেরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনি কিছুই লিখেন নাই অথবা করেন নাই কেন?

উত্তর—আমার তদ্রূপ করা উচিত নহে। কারণ যদি গ্রন্থের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে মঙ্গলাচরণ করিতে হয় তাহা হইলে আদি, মধ্য এবং অন্তের মধ্যস্থলে যাহা কিছু লিখিত হইবে উহাতে অমঙ্গল হইতে পারে।

এইজন্য "মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাচ্ছ্রুতিতশ্চেতি"।

ইহা সাংখ্য শাস্ত্রীয় ৫ম অধ্যায়ের ১ম সূত্র। ইহার অভিপ্রায় এইরূপ—ন্যায়, পক্ষপাতরহিত, সত্য, বেদোক্ত যে সকল ঈশ্বরাজ্ঞা আছে তাহার সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা যথাবৎ আচরণ করাকেই মঙ্গলাচরণ বলা যায়। গ্রন্থের আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত সত্যাচারণই মঙ্গলাচরণ, কোনস্থলে মঙ্গল অথবা অমঙ্গল লেখার নাম নহে। এবিষয়ে মহাত্মা মহর্ষিদিগের লেখা দেখিলেই চলিতে পারে।

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি ॥

ইহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের—প্রাপাঠক ৭ অনু: ১১ এর বচন। হে সন্তানগণ! যাহা "অনবদ্য" অনিন্দনীয় অর্থাৎ ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম তাহাই তোমাদের কর্ত্তব্য এবং অধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। এজন্য আধুনিক গ্রন্থসমূহে "শ্রীগণেশায় নমঃ" "সীতারামাভ্যাং নমঃ" "রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ" "শ্রীগুরুচরণারবিন্দাভ্যাং নমঃ" "হনুমতে নমঃ" "দুর্গায়ৈ নমঃ" "বটুকায় নমঃ" "ভৈরবায় নমঃ" "শিবায় নমঃ" "সরস্বত্যৈ নমঃ" "নারায়ণায় নমঃ" ইত্যাদি লিখিতে দেখা যায়। বুদ্ধিমান লোকে এই সকলকে বেদ এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া মিথ্যা বলিয়াই মনে করেন। কারণ বেদে এবং ঋষিদিগের গ্রন্থে এরূপ মঙ্গলাচরণ দৃষ্টিগোচর হয় না। আর্ষ গ্রন্থসমূহে "ওঁ" এবং "অথ" শব্দ দৃষ্টিগোচর হয়। দেখুন—

"অথ শব্দানুশাসনম্" অথেত্যয়ং শব্দোঽধিকারার্থঃ প্রযুজ্যতে ইতি ব্যাকরণমহাভাষ্যে।

"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" অথেত্যানন্তর্য্যে বেদাধ্যয়নানন্তরমিতি পূর্ব্বমীমাংসায়াম্।

"অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ" অথেতি ধর্ম্মকথনানন্তরং ধর্ম্মলক্ষণং বিশেষেণ ব্যাখ্যাস্যামঃ। বৈশেষিক দর্শনে।

"অথ যোগানুশাসনম্" অথেত্যয়মধিকারার্থঃ। যোগশাস্ত্রে।

"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" সাংসারিকবিষয়ভোগানন্তরং ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্ত্যর্থঃ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্যঃ। সাংখ্যশাস্ত্রে।

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইদং বেদান্তসূত্রম্।

"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত" ইদং ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌বচনম্।

"ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্" ইদঞ্চ মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ বচনম্॥

এই সকল উক্ত উক্ত শাস্ত্রের প্রারম্ভোক্ত বচন। এইরূপ অন্যান্য ঋষি এবং মুনিদিগের গ্রন্থেও "ওঁ" এবং "অথ" শব্দ লিখিত হইয়াছে।

এইরূপ "অগ্নি, ইট্ অগ্নিঁ ; যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি" এই শব্দ সকল চারি বেদের আদিতে লিখিত আছে। "শ্রীগণেশায় নমঃ" ইত্যাদি শব্দ কুত্রাপি নাই। বৈদিক লোকে বেদের আরম্ভে যে "হরি" "ওঁ" এইরূপ লিখেন এবং পাঠ করেন, উহা তাঁহারা পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক লোকদিগের মিথ্যা কল্পিত রীতি হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। বেদাদি শাস্ত্রে "হরি" আদিতে কুত্রাপি নাই। সুতরাং গ্রন্থের আদিতে "ওঁ" অথবা "অথ" শব্দই লেখা উচিত। এই স্থানে ঈশ্বর বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র লিখিত হইল। পশ্চাৎ শিক্ষা বিষয়ে লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে ঈশ্বরনামবিষয়ে প্রথমঃ
সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ।

অথ দ্বিতীয় সমুল্লাসারম্ভঃ।

অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামঃ।

মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।

ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের বচন। বস্তুতঃ প্রথম মাতা, দ্বিতীয় পিতা এবং তৃতীয় আচার্য্য এই তিন উত্তম শিক্ষক লাভ করিলেই মনুষ্য জ্ঞানবান্ হইয়া থাকে। যে সন্তানের মাতা এবং পিতা ধার্ম্মিক এবং বিদ্বান্ সে সন্তান অতিশয় ভাগ্যবান্ এবং তাহার কুল ধন্য। মাতা হইতে যেরূপ উপদেশ এবং উপকার লাভ হয়, আর কাহারও হইতে সেরূপ হয় না। মাতা সন্তানের উপর যেরূপ স্নেহপ্রকাশ করেন এবং তাহার হিতকামনা করেন, তদ্রূপ আর কেহ করে না; এইজন্য (মাতৃমান্) অর্থাৎ "প্রশস্তা ধার্ম্মিকী মাতা বিদ্যতে যস্য স মাতৃমান্।" তাদৃশ মাতাও ধন্য যিনি গর্ভাধান সময় হইতে যতদিন পূর্ণবিদ্যা লাভ না হয় ততদিন যাবৎ সন্তানদিগকে সুশীলতার উপদেশ দান করেন।

গর্ভাধানের পূর্ব্বে, মধ্যে এবং পরে মাদক দ্রব্য, মদ্য, দুর্গন্ধযুক্ত, রুক্ষ ও বুদ্ধিনাশক পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া যাহা সেবন করিলে শান্তি, আরোগ্য, বল, বুদ্ধি, পরাক্রম এবং সুশীলতার ফলস্বরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ পদার্থ অর্থাৎ ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্ট অন্নপানাদি শ্রেষ্ঠ পদার্থ সেবন করা মাতা এবং পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে রজঃ এবং বীর্য্য সমস্ত দোষ নির্ম্মুক্ত হইয়া উত্তমগুণযুক্ত হয়। ঋতু গমন বিধি অনুসারে রজোদর্শনের পঞ্চম দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত ঋতু দানের সময়। এই ১৬ দিনের মধ্যে প্রথম চারিদিন ত্যাজ্য হওয়াতে, অবশিষ্ট ১২ দিনের মধ্যে একাদশী এবং ত্রয়োদশীর রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ১০ রাত্রির মধ্যে গর্ভাধান প্রশস্ত। রজোদর্শনের দিন হইতে ষোড়শ রাত্রির পর সমাগম অবিধেয়। পুনরায় যতদিন ঋতুদানের সময় উপস্থিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এবং গর্ভস্থিতির পর এক বর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষ সংযুক্ত হইবে না। যখন উভয়ের শরীরে আরোগ্য এবং পরস্পরের প্রতি প্রসন্নতা থাকে এবং কোনরূপ শোক না থাকে, সেই অবস্থাই সমাগমের পক্ষে প্রশস্ত। চরকে এবং সুশ্রুতে যেরূপ ভোজন ও আচ্ছাদনের বিধান আছে এবং স্ত্রী পুরুষের পরস্পর প্রসন্নতা বিধান সম্বন্ধে যেরূপ রীতি মনুস্মৃতিতে লিখিত আছে তদ্রূপ অনুষ্ঠান ও আচরণ করিতে হইবে। গর্ভাধানের পর স্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত সাবধানের সহিত ভোজন এবং আচ্ছাদন করা প্রয়োজনীয়।

পরে এক বর্ষ পর্য্যন্ত উক্ত স্ত্রী পুরুষের সঙ্গ করিতে পারিবে না। সন্তান যতদিন ভূমিষ্ঠ না হয় গর্ভিণী কেবল বুদ্ধি, বল, রূপ, আরোগ্য, পরাক্রম ও শান্তি ইত্যাদি গুণকারক দ্রব্য সেবন করিতে থাকিবেন।

প্রসবের পর, অত্যন্ত সুগন্ধি জলে শিশুকে স্নান করাইয়া ও নাড়ীচ্ছেদন করিয়া সুগন্ধি ঘৃতাদি দ্বারা হোম * করিতে হইবে। স্ত্রীরও স্নান-ভোজনাদি যথাযোগ্য কার্য্যসকল এরূপে করিতে হইবে যাহাতে বালক এবং স্ত্রী উভয়েরই শরীর ক্রমশঃ আরোগ্য এবং পুষ্টতা লাভ করিতে পারে। যাহাতে দুগ্ধের উত্তম গুণ উৎপাদিত হয় এরূপ পদার্থ মাতাকে অথবা ধাত্রীকে ভোজন করিতে হইবে। প্রসূতার দুগ্ধ ছয় দিন পর্য্যন্ত বালককে পান করাইবে, পরে ধাত্রীস্তন্য পান করাইবে, কিন্তু মাতা পিতা ধাত্রীকে উত্তম পদার্থই পান ভোজন করাইবেন। কেহ দারিদ্র্যবশতঃ ধাত্রী নিযুক্ত করিতে অসমর্থ হইলে, তিনি গো-দুগ্ধ অথবা ছাগ-দুগ্ধ ব্যবহার করিবেন। বুদ্ধি, পরাক্রম এবং আরোগ্যকর ওষধি শুদ্ধ জলে ভিজাইয়া এবং সিদ্ধ করিয়া ও পশ্চাৎ ছাকিয়া উক্ত দুগ্ধের সহিত সমান ভাগে মিশাইয়া বালককে পান করাইবে। প্রসবের পর, বালককে এবং প্রসূতিকে একটি বিশুদ্ধ বায়ুবিশিষ্ট স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থান করিতে দিবে। উক্ত স্থানে সুগন্ধ এবং দর্শনীয় দ্রব্যসকল সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। প্রসূতিকে বিশুদ্ধ বায়ুবিশিষ্ট স্থানে ভ্রমণ করিতে দিবে। যে স্থানে ধাত্রী, গাভী অথবা ছাগী পাওয়া যায় না সে স্থলে অন্য কোনরূপ উচিত মত ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রসূতা স্ত্রীর দেহাংশ হইতে বালকের শরীর উৎপন্ন হয়। এইজন্য প্রসবকালে স্ত্রী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রসূতি বালককে স্বীয় স্তন্য পান করাইবে না। স্তন্য নিঃসরণ যাহাতে বন্ধ হয় এবং স্রাবিত না হয়, তাহার জন্য উপযুক্ত ঔষধ স্তনের উপরে লেপন করিতে হইবে। এরূপ করিলে প্রসবের পর দ্বিতীয় মাসেই প্রসূতি পুনরায় সবল যুবতী হইয়া উঠে। ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষ ব্রহ্মচর্য্য বলে বীর্য্য-সংরোধ করিবে। যে স্ত্রী এবং পুরুষ এরূপ করিবেন, তাঁহাদিগের সন্তান উত্তম ও দীর্ঘায়ু হইবে এবং উহাদিগের পরাক্রম বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এইরূপ করিলে সকল সন্তানই উত্তম বলবান্, পরাক্রমশালী, দীর্ঘায়ু ও ধার্ম্মিক হইতে পারে। স্ত্রী, যোনি সঙ্কোচন এবং শোধন ও পুরুষ বীর্য্য স্তম্ভন করিবে। এইরূপ করিলে যত সন্তান হইবে সকলেই উৎকৃষ্ট সন্তান হইবে।

যাহাতে বালক সভ্য হয় এবং কোনরূপ কুচেষ্টা না করিতে পারে বালকের মাতা সদা এরূপ সৎ শিক্ষা দান করিবেন। বালক কথা বলিতে আরম্ভ করিলেই যাহাতে জিহ্বার কোমল প্রযত্নের দ্বারা স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে মাতা তাহার উপায় করিতে থাকিবেন। যে বর্ণের যে উচ্চারণস্থান এবং যে প্রযত্ন অর্থাৎ যেমন "প" ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ এবং ইহার প্রযত্ন স্পৃষ্ট, সেই উচ্চারণস্থান এবং প্রযত্নানুসারে দুই ওষ্ঠ মিলিত করিয়া উচ্চারণ করা, এবং হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ও অক্ষরগুলির সম্যক উচ্চারণ শিখাইতে হইবে। যাহাতে স্বর মধুর, গম্ভীর এবং সুন্দর হয় এবং যাহাতে অক্ষর, মাত্রা, বাক্য, সংহিতা ও অবসান স্পষ্ট স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয় সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যখন কিছু কথা বলিতে এবং বুঝিতে শিখিবে তখন যাহাতে বালক সুন্দর বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে, যাহাতে জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, মাননীয়, পিতা, মাতা, রাজা এবং বিদ্বান্‌দের সহিত কথোপকথন এবং

* বালকের জন্মসময়ে "জাতকর্ম্ম সংস্কার" হইয়া থাকে। উহাতে হবনাদি বেদোক্ত কর্ম্ম করিতে হয়। "সংস্কার বিধি" গ্রন্থে সবিস্তার লিখিত হইয়াছে।

সদ্ব্যবহার করিতে এবং উহাদিগের পার্শ্বে উপবেশন করিতে শিক্ষা করে, সেজন্যও চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে কোন স্থানে উহার অযোগ্য ব্যবহার না হয় বরং সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং যাহাতে জিতেন্দ্রিয় ও বিদ্যাপ্রিয় হইয়া উক্ত বালকের সৎসঙ্গে রুচি হয় তাহার জন্যও চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে বৃথা ক্রীড়া, রোদন, হাস্য, কলহ, হর্ষ, শোক, কোন পদার্থে লোভ, ঈর্ষ্যা এবং দ্বেষাদি না করিতে পারে তাহাও করিবে। উপস্থেন্দ্রিয়ের স্পর্শ ও মর্দন হইতে বীর্য্যের ক্ষীণতা ও নপুংসকতা জন্মে এবং হস্ত দুর্গন্ধ হয়; সুতরাং বালক উহা স্পর্শ করিবে না। যাহাতে সর্ব্বদা সত্যভাষণ শৌর্য্য, ধৈর্য্য, প্রসন্নতাদি গুণ লাভ করিতে পারে, সে জন্যও চেষ্টা করিবে। পঞ্চম বর্ষ বয়সে পুত্র ও কন্যাকে দেবনাগরাক্ষরের এবং অন্যদেশীয় ভাষার অক্ষর শিখাইবে। তার পর যাহাতে উত্তম শিক্ষা হয়, এরূপ বিষয় (যেমন বিদ্যা, ধর্ম্ম ও পরমেশ্বর বিষয়ক, এবং মাতা, পিতা, আচার্য্য, বিদ্বান্, অতিথি, রাজা, প্রজা, কুটুম্ব, বন্ধু, ভগিনী ও ভৃত্য প্রভৃতির সহিত সদ্‌ব্যবহার বিষয়ক মন্ত্র, শ্লোক এবং সূত্র) পদ্যাকারে গদ্যাকারে অর্থ সহিত কণ্ঠস্থ করাইতে হইবে। যাহাতে সন্তান কোন ধূর্ত্তের প্রতারণায় পতিত না হয়, তাহাও দেখিতে হইবে। যে সকল আচরণ বিদ্যাধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং যে সকল কারণ বশতঃ লোকে ভ্রান্তি জালে পতিত হয়, তাহা নিবারণের জন্যও উপদেশ দিতে হইবে। এরূপ করিলে ভূত প্রেতাদি মিথ্যা কথায় বিশ্বাস জন্মিবে না।

গুরোঃ প্রেতস্য শিষ্যস্তু পিতৃমেধং সমাচরন্।
প্রেতহারৈঃ সমং তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥

মনুঃ অঃ ৫ ॥ ৬৫।

অর্থ—গুরুর দেহান্ত হইলে তাহার প্রেতাখ্য মৃত শরীরের দাহাদিকারী শিষ্য প্রেতহার হয়। সেই শিষ্য মৃতক শরীরের উত্থাপনকারীদিগের সহিত দশম দিনে শুদ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত শরীরের দাহান্তে মৃত ব্যক্তির নাম "ভূত" হইয়া থাকে। "ভূত" অর্থাৎ তিনি অমুকনামা পুরুষ ছিলেন। মনুষ্য উৎপন্ন হইয়া বর্ত্তমান কালে অবস্থিত থাকে না বলিয়া তাহাদিগকে ভূতস্থ বলে। এই কারণ তাহার নাম ভূত। ব্রহ্মা হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সকল বিদ্বানের এইরূপ সিদ্ধান্ত চলিয়া আসিতেছে। পরন্তু যাহাদিগের শঙ্কা, কুসঙ্গ এবং কুসংস্কার থাকে তাহাদের পক্ষেই ভয় এবং শঙ্কারূপ ভূত, প্রেত, শাকিনী, ডাকিনী প্রভৃতি অনেক ভ্রমজাল দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। দেখ যখন কোন প্রাণীর মৃত্যু হয়, তখন উহার জীব, পাপ ও পুণ্যের বশীভূত হইয়া পরমেশ্বরের ব্যবস্থানুসারে সুখ ও দুঃখের ফলভোগার্থ জন্মান্তর ধারণ করে। কেহ কি অবিনাশী পরমেশ্বরের এই ব্যবস্থা নষ্ট করিতে পারে? অজ্ঞানীরা বৈদ্যকশাস্ত্র অথবা পদার্থ বিদ্যা না পড়িয়া এবং না শুনিয়া বিচারশূন্য হওয়ায় সন্নিপাত জ্বরাদি দৈহিক রোগের এবং উন্মাদকাদি মানসিক রোগের নাম ভূত এবং প্রেতাদি মনে করে। উক্ত রোগাদির উপযুক্ত ঔষধ এবং পথ্যাদি সেবন না করিয়া, ধূর্ত্ত, পাষণ্ড, মহামূর্খ, অনাচারী, স্বার্থপর, মেথর, চামার, শূদ্র এবং ম্লেচ্ছদিগের উপর বিশ্বাস করে। উহারা নানাপ্রকার প্রতারণা, ছল ও কপটতা করে এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইয়া মিথ্যা মন্ত্র ও যন্ত্র ব্যবহার করতঃ সূত্র ও তাগা বাঁধে এবং অন্যকে বাঁধিয়া দিয়া থাকে। এইরূপে লোক স্বীয় ধননাশ, সন্তানাদির দুর্দ্দশা এবং

রোগবৃদ্ধি করিয়া দুঃখ পায় ও অন্যকে দুঃখ দিয়া থাকে। জ্ঞান বিষয়ে অন্ধ অথচ ধনবান্ এরূপ লোকে পূর্ব্বোক্ত দুর্বুদ্ধি পাপী এবং স্বার্থপর লোকদিগের নিকট গিয়া বলে "মহাশয়! এই বালক, বালিকা, স্ত্রী অথবা পুরুষের যে কি অবস্থা হইয়াছে—জানিনা"। তখন উক্ত ধূর্ত্ত বলিয়া থাকে "ইহার শরীরে প্রকাণ্ড ভূত, প্রেত, ভৈরব বা শীতলা প্রভৃতি দেবী আসিয়াছে, তুমি উহার উপায় না করিলে, উহা চলিয়া যাইবে না এবং হয়ত প্রাণও বিনাশ করিতে পারে; যদি তুমি খাদ্য দ্রব্য এবং ভেট দাও, তবে আমি মন্ত্র জপ এবং পুরশ্চরণ দ্বারা ঝাড়িয়া উহাকে তাড়াইয়া দিতে পারি"। তখন উক্ত অন্ধ মূর্খ এবং উহার আত্মীয়েরা বলে "মহাশয়, আমার সর্ব্বস্ব যাক তথাপি, ইহাকে আরোগ্য করিয়া দিন"। এইরূপ হইলে উক্ত ধূর্ত্তের কার্য্যসিদ্ধি হয়। তখন ধূর্ত্ত বলে "আচ্ছা, এত সামগ্রী এবং এত দক্ষিণা আনয়ন কর, দেবতার পূজা লইয়া আইস এবং গ্রহদান করাও"। পরে ঝাঁঝর মৃদঙ্গ, ঢোল এবং থালা লইয়া পীড়িত ব্যক্তির সমক্ষে গাইতে এবং বাজাইতে থাকে এবং উহার মধ্য হইতে এক পাষণ্ড উন্মত্ত রূপ দেখাইয়া নাচিয়া ও লম্ফ প্রদান করিয়া বলে "আমি ইহার প্রাণ লইব"। তখন উক্ত অন্ধ মূর্খ সেই সব মেথর ও চামারাদি নীচ লোকের চক্রে পড়িয়া বলে "আপনি যাহা অভিলাষ করেন নিন, কিন্তু ইহাকে বাঁচাইয়া দিন"। তৎক্ষণাৎ ধূর্ত্ত বলিয়া উঠে "আমি হনুমান্ তুমি আমার পূজার্থ মিষ্টান্ন, তৈল, সিন্দুর, গোধূমপিষ্টক এবং রক্ত বস্ত্র আনো"; কিংবা বলে "আমি দেবী অথবা ভৈরব, আমার জন্য পাঁচ বোতল মদ্য, কুড়িটী কুক্কুট, পাঁচটী ছাগ এবং মিষ্টান্ন ও বস্ত্র লইয়া আইস"। তখন উক্ত দুর্বুদ্ধি বলে "যাহা ইচ্ছা কর, লও"। তৎক্ষণাৎ সেই উন্মত্ত খুব নাচিতে এবং লাফাইতে থাকে। পরন্তু যদি কোন বুদ্ধিমান্ উহাদিগের ভেট স্বরূপ পাঁচ জুতা, লাঠি, চপেটাঘাত ও পদাঘাত দান করে তাহা হইলে উহার হনুমান্, দেবী অথবা ভৈরব তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হইয়া পলায়ন করে!! কারণ এসব ধনাদিহরণার্থ প্রতারণা মাত্র জানিতে হইবে।

যখন কোন গ্রহগ্রস্ত লোক গ্রহস্বরূপ জ্যোতির্ব্বিদাভাসের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করে, "মহাশয় ইহার কি হইয়াছে?" তখন তিনি বলেন "ইহার উপর সূর্য্যাদি ক্রূর গ্রহ চাপিয়াছে। যদি তুমি ইহার জন্য শান্তি, পাঠ, পূজা ও দান করাও, তবেই আরোগ্য হইতে পারে; নতুবা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া মারা যাইতে পারে, ইহা আশ্চর্য্য নহে"।

উত্তর—জ্যোতির্বিৎ মহাশয় বলুন, এই পৃথিবী যেরূপ জড়, সূর্য্যাদি লোক ও তাদৃশ জড় কি না? উহা তাপ এবং প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছু করিতে অসমর্থ। উহা কি চেতন পদার্থ যে, ক্রুদ্ধ হইলে দুঃখ এবং প্রসন্ন হইলে সুখ প্রদান করিতে পারিবে?

প্রশ্ন—এই সংসারে রাজা, প্রজা, সুখী এবং দুঃখী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা কি গ্রহফল নহে?

উত্তর—না, এ সমস্ত পাপ এবং পুণ্যের ফল।

প্রশ্ন—তবে কি জ্যোতিঃশাস্ত্র মিথ্যা?

উত্তর—না, উহাতে যে সকল অঙ্ক, বীজ, রেখা, গণিতবিদ্যা আছে, তাহাই সত্য, কিন্তু গ্রহফলের কথা সকলই মিথ্যা।

প্রশ্ন—তবে যে সকল জন্মপত্র হইয়া থাকে, উহা কি নিষ্ফল?

উত্তর—হাঁ, উহা জন্মপত্র নয়, উহার নাম শোকপত্র রাখা কর্ত্তব্য। কারণ সন্তানের জন্ম হইলে সকলে আনন্দ করে, কিন্তু সে আনন্দ ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ জন্মপত্র রচিত হয় না ও উহাতে গ্রহ-ফলের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। পুরোহিত জন্মপত্র রচনার প্রস্তাব করিলে সন্তানের মাতা পিতা বলিয়া থাকেন, "মহাশয়, আপনি অতি উৎকৃষ্ট জন্মপত্র প্রস্তুত করুন"। পিতা ধনাঢ্য হইলে, নানা-প্রকার রক্ত ও পীত রেখা বিশিষ্ট চিত্র বিচিত্র এবং নির্ধন হইলে সাধারণ রীতি অনুসারে জন্মপত্র প্রস্তুত করিয়া, পুরোহিত শুনাইতে আসেন। তখন পিতা মাতা জ্যোতির্বিদের সম্মুখে উপবেশন করতঃ জিজ্ঞাসা করেন যে "ইহার জন্মপত্র উত্তম হইয়াছে ত?" জ্যোতির্ব্বিদ বলেন "যেরূপ হইয়াছে, তাহা শুনাইয়া দিতেছি। জন্মপত্র অতি উত্তম হইয়াছে, মিত্রগ্রহসকল অতি উৎকৃষ্ট এবং উহার ফলবশতঃ সন্তান ধনাঢ্য এবং প্রতিষ্ঠাবান্ হইবে। এই সন্তান সভায় উপবেশন করিলে ইহার তেজ সকলের উপর পড়িবে। ইহার শরীর রোগশূন্য হইবে এবং বালক রাজসম্মান প্রাপ্ত হইবে"। এইরূপ কথা শুনিয়া পিতা প্রভৃতি বলিয়া উঠেন যে "বাঃ! বাঃ! জ্যোতির্ব্বিদ্! আপনি অতি সুন্দর"! তখন জ্যোতির্ব্বিদ্ মহাশয় বুঝেন যে ইহাতে কার্য্যসিদ্ধি হইল না। পরে তিনি বলিতে আরম্ভ করেন যে "হাঁ উক্ত গ্রহ ত উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু অমুক গ্রহ ক্রূর রহিয়াছে—অর্থাৎ অমুক অমুক গ্রহের যোগবশতঃ অষ্টম বর্ষ সময়ে ইহার মৃত্যুযোগ রহিয়াছে"। ইহা শুনিয়া মাতা পিতাদের পুত্রলাভ হেতু আনন্দ চলিয়া যায় এবং তাঁহারা শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে বলেন যে "শ্রদ্ধেয় মহাশয়! এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য?" তখন জ্যোতিষী মহাশয় বলেন "ব্যবস্থা কর"। গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করে "কি ব্যবস্থা করিব"! জ্যোতিষী তখন প্রস্তাব করিতে থাকেন "যদি এই দান কর, গ্রহমন্ত্রের জপ করাও এবং নিত্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাও, তবে অনুমান হয় যে নবগ্রহজনিত বিঘ্ন দূরীভূত হইয়া যাইবে"। "অনুমান" শব্দ এইজন্য প্রয়োগ করা হয় যে, যদি মরিয়া যায় তবে জ্যোতিষী বলিবেন যে "আমি কি করিতে পারি, পরমেশ্বরের উপর কাহারও হাত নাই। আমি অনেক যত্ন করিয়াছি এবং তুমিও করাইয়াছ কিন্তু উহার কর্ম্মফলই এইরূপ ছিল"। আর যদি বাঁচিয়া যায় তবে তিনি বলিবেন "দেখ, আমার মন্ত্র, দেবতা এবং ব্রাহ্মণের কতদূর শক্তি! তোমার সন্তানকে বাঁচাইয়া দিয়াছি"। এরূপ স্থলে এই পণ ধার্য্য করিয়া রাখা উচিত যে জপ ও পাঠ হইতে কোন ফল না হইলে, উক্ত ধূর্ত্তের নিকট হইতে খরচের টাকার দুই গুণ কিম্বা তিন গুণ ধন আদায় করিয়া লওয়া হইবে। সন্তান বাঁচিয়া গেলেও ঐরূপ লওয়া কর্ত্তব্য। কারণ জ্যোতিষীর মতে "ইহার কর্ম্মফল এবং পরমেশ্বরের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই"। তদ্রূপ গৃহস্থেরও বলিবার আছে "এই সন্তান নিজ-কর্ম্মফলে এবং পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে বাঁচিয়াছে, তোমার অনুষ্ঠান দ্বারা নহে"। এইভাবে তৃতীয়তঃ গুরু প্রভৃতিও পুণ্যদানচ্ছলে স্বয়ং টাকা পয়সা লইয়া থাকে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে যে সকল উত্তর দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকেও সেইরূপ উত্তর দেওয়া উচিত।

এখন শীতলা এবং মন্ত্র তন্ত্রাদি বিষয় বলিতে বাকী রহিয়াছে। ইহারাও পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতারণা এবং বঞ্চনা করিয়া বেড়ায়। কেহ বলে "মন্ত্র পাঠ করিয়া সূত্র অথবা যন্ত্র বাঁধিয়া দিলে আমার দেবতা অথবা পীর উক্ত মন্ত্র ও যন্ত্রের প্রভাবে কোন বিঘ্ন হইতে দেয় না"। উহাকে এইরূপ উত্তর দিতে হইবে "তুমি কি মৃত্যু, পরমেশ্বরের নিয়ম এবং কর্ম্মফল হইতেও লোককে বাঁচাইতে পার?

তোমাদের এরূপ করিবার পরেও কত শত বালক মরিয়া যায়; তোমার গৃহেও তোমার সন্তানাদি মরিয়া যায় এবং তুমিই কি মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে!" তাহা হইলে উক্ত ধূর্ত্ত কিছুই. বলিতে পারে না বরং বুঝিতে পারে এ স্থলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। এইজন্য এই সব মিথ্যা আচরণ পরিত্যাগ করিয়া ধার্ম্মিকগণ সমস্ত দেশের উপকার সাধন করিয়া থাকেন, নিষ্কপট হইয়া সকলকে বিদ্যা শিক্ষা দেন এবং অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌দের প্রত্যুপকার করতঃ জগতের অশেষ উপকার সাধন করেন। এইরূপ কার্য্যকে কখন পরিত্যাগ করা উচিত নয়। যেসব লীলা রসায়ন. মোহন, মারণ, উচ্চাটন এবং বশীকরণাদির কথা উল্লিখিত আছে তাহাও অতি নৃশংস বলিয়া বুঝিবে। এই সব মিথ্যা বাক্য সম্বন্ধে বাল্যাবস্থাতেই বালককে উপদেশ দিয়া তাহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে সন্তান কাহারও ভ্রম-জালে পতিত হইয়া দুঃখ পাইবে না। বীর্য্য রক্ষণে সুখ. বীর্য্যনাশে দুঃখ উপস্থিত হয় ইহাও বালককে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দেখ যাহার শরীরে বীর্য্য সুরক্ষিত হয়. তাহারই আরোগ্য, বুদ্ধি, বল ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাইয়া অত্যন্ত সুখ উৎপাদন করে। ইহার রক্ষণের নিম্নলিখিত রূপ নিয়ম জানিতে হইবে। বৈষয়িক কথা, বিষয়ী লোকের সহবাস. বিষয়ের চিন্তা. স্ত্রী দর্শন, উহার সহিত নির্জ্জনে অবস্থান এবং আলাপ ও সংস্পর্শ প্রভৃতি কর্ম্ম হইতে পৃথক্ থাকিয়া ব্রহ্মচারী উত্তম শিক্ষা এবং সম্পূর্ণ বিদ্যালাভ করিয়া থাকেন। যাহার শরীরে বীর্য্য থাকে না সে নপুংসক হইয়া মহাকুলক্ষণী হয় এবং প্রমেহরোগাক্রান্ত হইলে দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও নির্বুদ্ধি হইয়া, উৎসাহ. সাহস, ধৈর্য্য, বল এবং পরাক্রমাদি সদ্‌গুণ রহিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যদি এই সময়ে সুশিক্ষা ও বিদ্যালাভ করিতে এবং বীর্য্যরক্ষা করিতে ভ্রান্তি কর, তাহা হইলে পুনরায় এ জন্মে এরূপ অমূল্য সময় আর লাভ করিতে পারিবে না। "যতদিন গৃহকর্ম্মের ভার লইয়া আমরা জীবিত আছি, ততদিন তোমাদিগের বিদ্যালাভ এবং শরীরের বলবৃদ্ধি সাধন করা কর্ত্তব্য" এইরূপ এবং অন্যান্য শিক্ষা সন্তানকে পিতা মাতার দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া "মাতৃমান্ পিতৃমান্" এই দুই শব্দ উক্ত বচনে গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত মাতা এবং ষষ্ঠ হইতে অষ্টম বর্ষ পর্য্যন্ত পিতা বালককে শিক্ষাদান করিবেন। নবমবর্ষের প্রারম্ভে দ্বিজ আপনার পুত্রের উপনয়ন দিয়া আচার্য্যকুলে অর্থাৎ যেখানে পূর্ণ বিদ্বান্ এবং পূর্ণ বিদুষী স্ত্রী শিক্ষা এবং বিদ্যা দান করেন সেই স্থানে পুত্র ও কন্যাকে প্রেরণ করিবে। শূদ্রাদি বর্ণকে উপনয়ন না দিয়াই গুরুকুলে পাঠাইবে। যিনি পাঠের সময় সন্তানের বৃথা আদর না করিয়া বরং তাড়না করিয়া থাকেন তাঁহারই পুত্র বিদ্বান্ সভ্য এবং সুশিক্ষিত হইয়া থাকে। এবিষয়ে ব্যাকরণ মহাভাষ্যে প্রমাণ আছে।—

সামৃতৈঃ পাণিভির্ঘ্নন্তি গুরবো ন বিষোক্ষিতৈঃ।
লালনাশ্রয়িণো দোষাস্তাড়নাশ্রয়িণো গুণাঃ ॥অঃ ৮।১।৮॥

অর্থ :—মাতা, পিতা এবং আচার্য্য, সন্তান অথবা শিষ্যকে তাড়না করিলে বুঝিতে হইবে যেন তাঁহারা নিজ সন্তান এবং শিষ্যকে নিজ হস্ত দ্বারা অমৃত পান করাইতেছেন। সন্তান অথবা শিষ্যকে অন্যায় আদর করিলে বুঝিতে হইবে তাঁহারা নিজ সন্তান এবং শিষ্যকে বিষ পান করাইয়া নষ্ট এবং ভ্রষ্ট করিয়া দিতেছেন। কারণ লালন হইতে সন্তান অথবা শিষ্য দোষযুক্ত হয় এবং তাড়না দ্বারা গুণযুক্ত হয়। সন্তান এবং শিষ্যদিগেরও তাড়না হইতে সর্ব্বদা প্রসন্ন এবং অন্যায় আদর হইতে সর্ব্বদা অপ্রসন্ন

থাকা উচিত। পরন্তু মাতা, পিতা অথবা অধ্যাপকগণ কখন ঈর্ষা অথবা দ্বেষ-পরবশ হইয়া যেন তাড়না না করেন এবং সর্ব্বদা বাহিরে ভয় প্রদর্শন করিয়া অন্তরে কৃপাদৃষ্টি রাখেন। এইরূপে অন্য শিক্ষাও কর্ত্তব্য। চৌর্য্য, লাম্পট্য, আলস্য, প্রমাদ, মাদক-সেবন, মিথ্যা-ভাষণ, হিংসা, ক্রূরতা, ঈর্ষা, দ্বেষ এবং মোহ প্রভৃতি দোষ পরিত্যাগ করতঃ সত্যাচার গ্রহণ করিবার শিক্ষাও অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ যে পুরুষ কাহারও সমক্ষে যদি কখন চৌর্য্য, লাম্পট্য এবং মিথ্যা-ভাষণাদি কার্য্য একবার করে, তাহার সেই লোকের নিকট মৃত্যু পর্য্যন্ত আর কখন প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে যেরূপ ক্ষতি হয়, অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় না। এইজন্য যাহার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিবে, তাহার নিকট সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা উচিত; অর্থাৎ যদি কেহ কাহাকেও বলে যে "আমি তোমার সহিত অমুক সময়ে মিলিত হইব অথবা তুমি আমার সহিত মিলিত হইবে, কিংবা অমুক দ্রব্য আমি তোমাকে অমুক সময়ে দিব"; তবে সেই প্রতিজ্ঞাকে পূর্ণ করিবে, নতুবা আর কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। এইজন্য সকলের সর্ব্বদা সত্যবাদী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। কাহারও উপর অভিমান করা উচিত নহে। ছল, কপটতা এবং কৃতঘ্নতা হইতে নিজের হৃদয়ই দুঃখ অনুভব করে, সুতরাং অন্যের বিষয়ে কি বলা যাইবে? ছল ও কপটতা তাহাকেই বলা যায় যখন লোকে ভিতরে একপ্রকার এবং বাহিরে আর একপ্রকার দেখাইয়া অপরকে মুগ্ধ করে এবং অপরের ক্ষতি বিষয়ে চিন্তা না করিয়া কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। কাহারও পূর্ব্বকৃত উপকার স্বীকার না করাকে কৃতঘ্নতা বলে। ক্রোধাদি দোষ এবং কটুবচন পরিত্যাগ করতঃ শান্ত এবং মধুর বাক্য প্রয়োগ করা এবং অধিক বৃথা বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়। যতদূর বলা প্রয়োজন, তাহার অধিক অথবা ন্যূন কথা বলা উচিত নহে। জ্যেষ্ঠের সম্মান করিবে এবং তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে উচ্চাসনে উপবেশন করাইবে। প্রথমতঃ "নমস্তে" এইরূপ বলিয়া অভ্যর্থনা করিবে এবং তাঁহার সম্মুখে কখন উচ্চাসনে উপবেশন করিবে না। সভামধ্যে এরূপ স্বযোগ্য স্থানে উপবেশন করিবে যে কেহ যেন উঠাইয়া দিতে না পারে। কাহারও সহিত কখন বিরোধ করিবে না এবং গুণগ্রাহীসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদা গুণগ্রহণ এবং দোষত্যাগের অভ্যাস রক্ষা করিবে। সজ্জনের সহবাস করিবে এবং দুষ্টের সহবাস ত্যাগ করিবে। স্বীয় মাতা, পিতা এবং আচার্য্যকে শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা ও ধনাদি উত্তম পদার্থ প্রদান করতঃ প্রীতিপূর্ব্বক সেবা করিবে।

যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।

ইহা তৈত্তি° প্রপা ৭, অনু ১১র বচন। ইহার অভিপ্রায় এই যে মাতা, পিতা এবং আচার্য্য নিজসন্তান অথবা শিষ্যকে সর্ব্বদা সত্য উপদেশ দিবেন এবং বলিবেন যে "আমাদিগের পক্ষে যাহা যাহা ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম তাহাই গ্রহণ করিবে এবং যাহা যাহা দুষ্কর্ম্ম তাহা পরিহার করিবে"। যাহা যাহা সত্য বলিয়া জানিবে তাহারই প্রচার এবং প্রকাশ করিবে। কোন পাষণ্ড ও দুরাচারের উপর বিশ্বাস করিবে না। মাতা, পিতা এবং আচার্য্য যে সকল সৎকার্য্যের উপদেশ দিবেন তাহা যথোচিত পালন করিবে। যদি মাতা এবং পিতা "নিঘণ্টু" "নিরুক্ত" অথবা "অষ্টাধ্যায়ী", ধর্ম্ম অথবা বিদ্যা সম্বন্ধীয় শ্লোক অথবা অন্য সূত্র কিম্বা বেদমন্ত্র কণ্ঠস্থ করাইয়া থাকেন তবে তাহার

অর্থ পুনরায় বিদ্যার্থীদিগকে জানাইবে। যেমন প্রথম সমুল্লাসে পরমেশ্বরের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেইরূপ মানিয়া তাঁহারই উপাসনা করিবে। যেরূপে আরোগ্য বিদ্যা এবং বল প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্রূপ ভোজন আচ্ছাদন এবং ব্যবহার করিবে এবং অপরকে করাইবে। অর্থাৎ যেরূপ ক্ষুধা হইবে তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূন ভোজন করিবে। মদ্য ও মাংসসেবন হইতে সর্ব্বদা পৃথক থাকিবে। অজ্ঞাত এবং গভীর জলে প্রবেশ করিবে না; কারণ তাহা হইলে জলজন্তু বা অন্য কোন পদার্থ হইতে দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা এবং সন্তরণ না জানিলে ডুবিয়া যাইতে পারে। "নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে" ইহা মনুর বচন। অজ্ঞাত জলাশয়ে অবতরণ করিয়া স্নানাদি করিবে না।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।

সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥

মনুঃ অঃ ৬। ৪৬॥

অর্থ—অধোভাগে দৃষ্টিপাত করতঃ উচ্চনীচ স্থান দেখিয়া চলিবে, বস্ত্রে ছাকিয়া জল পান করিবে, সত্যদ্বারা পবিত্রীকৃত বাক্য বলিবে এবং মনে মনে বিচার করিয়া কার্য্য করিবে।

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।

ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা॥

চাণক্যনীতি অ ২ শ্লোক ১১

যে মাতা পিতা সন্তানের বিদ্যালাভের জন্য যত্ন পান না, তাঁহারা নিজ সন্তানের সম্পূর্ণ শত্রু। উক্ত সন্তান বিদ্বান্‌দিগের সভায় উপবেশন করিলে, যেরূপ হংসমধ্যে বক কুৎসিত দেখায় তদ্রূপ সেও তিরস্কৃত হয় এবং কুৎসিত দেখায়। মাতাপিতা নিজসন্তানকে শারীরিক এবং মানসিক চেষ্টাদ্বারা ও ধন ব্যয় করিয়া বিদ্যা, ধর্ম্ম, সভ্যতা এবং উত্তম শিক্ষাযুক্ত করাইবেন। ইহা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরম ধর্ম্ম ও কীর্ত্তির কার্য্য জানিবে। বালশিক্ষা সম্বন্ধে অল্পই লিখিত হইল। বুদ্ধিমান্ পুরুষ ইহা হইতে অধিক বুঝিয়া লইবেন।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে

সুভাষাবিভূষিতে বালশিক্ষা বিষয়ে দ্বিতীয়ঃ

সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণ।

অথ তৃতীয় সমুল্লাসারম্ভঃ।

অথাধ্যয়নাধ্যাপনবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥

এক্ষণে তৃতীয় সমুল্লাসে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনের রীতি লিখিত হইতেছে। পিতা, মাতা, আচার্য্য এবং আত্মীয়দিগের পক্ষে সন্তানদিগকে উত্তম বিদ্যা, শিক্ষা, গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব রূপ ভূষণে ভূষিত করা মুখ্য কর্ম্ম। স্বর্ণ, রৌপ্য, মাণিক্য, মুক্তা অথবা প্রবালাদি রত্নভূষিত অলঙ্কার ধারণ করিলে মনুষ্যের আত্মা কখন সুভূষিত হইতে পারে না। কারণ অলঙ্কারাদি ধারণ করিলে কেবলমাত্র দেহাভিমান ও বিষয়াসক্তি হয় এবং দস্যুভয় ও মৃত্যুর সম্ভাবনা পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। সংসারে দেখা যায় যে অলঙ্কারাদি ধারণ করাতে দুষ্টের হস্তে বালকদিগের মৃত্যু হইয়া থাকে।

বিদ্যাবিলাসমনসো ধৃতশীলশিক্ষাঃ, সত্যব্রতা রহিতমানমলাপহারাঃ।
সংসারদুঃখদলনেন সুভূষিতা যে, ধন্যা নরা বিহিতকর্ম্মপরোপকারাঃ॥

যাঁহাদিগের মন বিদ্যা-বিলাসে তৎপর থাকে, যাঁহারা সুন্দর চরিত্র, সুস্বভাবান্বিত এবং সত্যবাদিত্বাদি নিয়ম পালনে রত থাকেন, যাঁহারা অপবিত্রতারহিত হইয়া অন্যের মলিনতার নাশ করেন, এবং যাঁহারা সত্যোপদেশ ও বিদ্যা দান করতঃ সংসারী লোকদিগের দুঃখ দূর করিয়া সুন্দর বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদা পরোপকারে রত থাকেন সেই নর-নারীগণই ধন্য। এজন্য অষ্টম বর্ষ বয়সে বালকদিগকে বালকদিগের এবং কন্যাদিগকে কন্যাদিগের পাঠশালায় প্রেরণ করিবে। অধ্যাপক পুরুষই হউন, আর স্ত্রীই হউন, তিনি দুষ্টাচারী হইলে তাঁহার নিকট পাঠ করাইবে না। পূর্ণ বিদ্যাযুক্ত এবং ধার্ম্মিক অধ্যাপকই অধ্যাপনার এবং শিক্ষা দিবার উপযুক্ত। দ্বিজাতি স্বকীয় আলয়ে সন্তানের যজ্ঞোপবীত এবং কন্যার যথাযোগ্য সংস্কার করিয়া যথোক্ত আচায্য কুলে অর্থাৎ নিজ নিজ পাঠশালায় প্রেরণ করিবে। বিদ্যাশিক্ষার স্থান নির্জ্জন প্রদেশে থাকা উচিত। বালকদিগের পাঠশালা কন্যাদিগের পাঠশালা হইতে অন্ততঃ দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত থাকা আবশ্যক। ইহাতে অধ্যাপিকা ও স্ত্রীভৃত্যাদি সমস্ত স্ত্রীলোকই কেবল কন্যাদিগের পাঠশালায় এবং অধ্যাপক ও পুরুষ অনুচর সকল বালকদিগের পাঠশালায় নিযুক্ত থাকিবেন। স্ত্রীলোকদিগের পাঠশালায় পঞ্চম বর্ষবয়স্ক বালক এবং পুরুষদিগের পাঠশালায় পঞ্চম বর্ষবয়স্কা বালিকাও যাইতে পাইবে না অর্থাৎ যতদিন ইহারা ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী থাকিবে, ততদিন স্ত্রী অথবা পুরুষ পরস্পরের দর্শন, স্পর্শন, একান্ত

সেবন, সম্ভাষণ বিষয়ালাপ, পরস্পর ক্রীড়া, বিষয়চিন্তা ও সহবাস এই অষ্টপ্রকার মৈথুন কার্য্য হইতে পৃথক্ থাকিবে। অধ্যাপকগণও ইহাদিগকে এই বিষয় হইতে রক্ষা করিবেন যাহাতে ইহাদিগের উত্তম বিদ্যা শিক্ষা ও সুশীলতা জন্মিতে পারে এবং শরীর ও আত্মা বলযুক্ত হইয়া নিত্য নিত্য আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারে। নগর অথবা গ্রাম হইতে পাঠশালা এক যোজন অর্থাৎ চারিক্রোশ দূরে থাকিবে। রাজকুমার অথবা রাজকুমারীই হউন আর দরিদ্রসন্তানই হউন সকল পাঠার্থীকেই তুল্য বস্ত্র, খাদ্য, পানীয় এবং আসন দিতে হইবে, সকলকেই তপস্বী হইতে হইবে। উহাদিগের মাতা পিতা স্বীয় সন্তানদিগের সহিত এবং সন্তানগণ স্বীয় মাতা পিতার সহিত মিলিত হইতে পারিবে না এবং উহাদিগের মধ্যে কোনরূপ পত্র ব্যবহারও চলিতে পারিবে না। তাহা হইলে সংসার চিন্তা রহিত হইয়া কেবল বিদ্যা বৃদ্ধির চিন্তাই হইতে থাকিবে। ভ্রমণের সময় অধ্যাপক উহাদের সঙ্গে থাকিবেন, যাহাতে কোনপ্রকার কুচেষ্টা, আলস্য বা প্রমাদ না করিতে পারে।

কন্যানাং সম্প্রদানং চ কুমারাণাং চ রক্ষণম্ ॥

মনুঃ অঃ ৭ শ্লোক ১৫২ ॥

ইহার অভিপ্রায় এই যে ইহাতে রাজনিয়ম এবং জাতিনিয়ম উভয়ই থাকা আবশ্যক। পঞ্চম অথবা অষ্টম বর্ষের পর কেহই নিজ বালক ও বালিকাকে গৃহে রাখিতে পারিবে না, পাঠশালায় অবশ্য অবশ্য প্রেরণ করিতে হইবে, যিনি না পাঠাইবেন তিনি দণ্ডনীয় হইবেন। প্রথমতঃ পুত্রদের যজ্ঞোপবীত গৃহে এবং দ্বিতীয়তঃ পাঠশালায় অর্থাৎ আচার্য্যকুলে হইবে। পিতা, মাতা, অথবা অধ্যাপক স্বীয় বালক বালিকাদিগকে অর্থ সহিত গায়ত্রীমন্ত্রের উপদেশ দান করিবেন। মন্ত্র এইরূপ—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ যজুঃ। অঃ ৩৬। মঃ ৩ ॥

এই মন্ত্রের প্রথমে যে ওঁ শব্দ আছে, প্রথম সমুল্লাসে তাহার অর্থ লিখিত হইয়াছে। সেখান হইতেই বুঝিয়া লইবে। এক্ষণে তিন মহাব্যাহৃতির অর্থ সংক্ষেপতঃ লিখিত হইতেছে। "ভূরিতি বৈ প্রাণঃ", "যঃ প্রাণয়তি চরাঽচরং জগৎ স ভূঃ স্বয়ম্ভূরীশ্বরঃ"। যিনি সমস্ত জগতের জীবনেরও আধার, এবং প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় এবং যিনি স্বয়ম্ভূ, সেই প্রাণবাচক "ভূঃ" পরমেশ্বরের নাম। "ভুবরিত্যপানঃ" "যঃ সর্ব্বং দুঃখমপানয়তি সোঽপানঃ" যিনি স্বয়ং সর্ব্বদুঃখরহিত এবং যাঁহার সঙ্গবশতঃ জীবের সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হয় সেই পরমেশ্বরের নাম "ভুবঃ"। "স্বরিতি ব্যানঃ", "যো বিবিধং জগৎ ব্যানয়তি ব্যাপ্নোতি স ব্যানঃ"। যিনি নানাবিধ জগতে ব্যাপক হইয়া সমস্ত ধারণ করেন, এজন্য পরমেশ্বরের নাম "স্বঃ" হইয়াছে। এই তিন বচন তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (প্রপাঃ ৭ এবং অনুঃ ৫) আছে। (সবিতুঃ) "যঃ সুনোত্যুৎপাদয়তি সর্ব্বং জগৎ স সবিতা" (তস্য) যিনি সমস্ত জগতের উৎপাদক এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যদাতা। (দেবস্য) "যো দীব্যতি দীব্যতে বা স দেবঃ"। যিনি সর্ব্বসুখদাতা এবং সকলে যাঁহার প্রাপ্তি কামনা করে সেই পরমাত্মার (বরেণ্যম্) "বর্ত্তুমর্হম্" অর্থাৎ স্বীকরণযোগ্য অতি শ্রেষ্ঠ (ভর্গঃ) "শুদ্ধস্বরূপম্" অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ এবং পবিত্রকারি চৈতন্য ব্রহ্মস্বরূপ। (তৎ) সেই পরমাত্মার স্বরূপকে আমরা (ধীমহি) "ধরেমহি" অর্থাৎ ধারণ করি। কোন্ প্রয়োজনে?

কেননা (যঃ) "জগদীশ্বরঃ" যিনি সেই সবিতা দেব পরমাত্মা (নঃ) "অস্মাকম্" আমাদিগের (ধিয়ঃ) "বুদ্ধীঃ" বুদ্ধিকে (প্রচোদয়াৎ) "প্রেরয়েৎ" প্রেরণা করেন অর্থাৎ অসৎ কার্য্য পরিত্যাগ করাইয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। হে পরমেশ্বর! হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ! হে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব! হে অজ নিরঞ্জন নির্বিকার! হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! হে সর্ব্বাধার! হে জগৎপতে! হে সকলজগদুৎপাদক! হে অনাদে! হে বিশ্বম্ভর! হে সর্ব্বব্যাপিন্! হে করুণামৃতবারিধে! "সবিতুর্দেবস্য তব যদোঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্বরেণ্যং ভর্গোঽস্তি তদ্বয়ং ধীমহি দধীমহি ধরেমহি ধ্যায়েম বা, কস্মৈ প্রয়োজনায়েত্যত্রাহ; হে ভগবন্ যঃ সবিতা দেবঃ পরমেশ্বরো ভবানস্মাকংধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ সএবাস্মাকং পূজ্য উপাসনীয় ইষ্টদেবো ভবতু নাতোঽন্যং ভবত্তুল্যং ভবতোঽধিকং চ কিঞ্চিৎ কদাচিন্মন্যামহে"। হে মনুষ্য! যিনি অখিল সমর্থ হইতেও সমর্থ, সচ্চিদানন্দানন্তস্বরূপ, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্তস্বভাবযুক্ত কৃপাসাগর, যথাযোগ্য ন্যায়-কর্ত্তা, জন্মমরণাদি ক্লেশরহিত, আকাররহিত, সর্ব্ববৃত্তান্তবেত্তা এবং সকলের ধর্ত্তা পিতা ও উৎপাদক, এবং যিনি অন্নাদি দ্বারা বিশ্বের পোষণকর্ত্তা, সর্বৈশ্বর্য্যযুক্ত জগতের নির্ম্মাতা, শুদ্ধস্বরূপ এবং সকলের প্রাপ্তিকামনার যোগ্য, আমরা সেই পরমাত্মার শুদ্ধ চেতনস্বরূপ ধারণ করি। এই প্রয়োজনে যে আমার আত্মা ও বুদ্ধির অন্তর্যামী পরমেশ্বর আমাকে দুষ্টাচার এবং অধর্ম্মমার্গ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া শ্রেষ্ঠাচার এবং সত্যমার্গে প্রবৃত্ত করিবেন। আমরা উক্ত পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর ধ্যান করিব না। কারণ তাঁহার তুল্য অথবা ততোধিক এমন কোন বস্তুই নাই। তিনিই আমাদিগের পিতা, রাজা, ন্যায়াধীশ এবং সর্ব্বসুখদাতা।

এইরূপে গায়ত্রীমন্ত্রের উপদেশ দান করতঃ সন্ধ্যোপাসনানুসারে স্নান, আচমন এবং প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ার শিক্ষা দিতে হইবে। প্রথমতঃ স্নানের প্রয়োজন এই যে ইহা হইতে শরীরগত বাহ্য অবয়বের শুদ্ধি এবং আরোগ্য লাভ হয়। ইহার প্রমাণ :—

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥

মনুঃ অঃ ৫। ১০ ।

জলদ্বারা শরীরের বাহ্যাবয়ব, সত্যাচরণ দ্বারা মন, বিদ্যা এবং তপস্যা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারের ক্লেশ-স্বীকারপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবাত্মা এবং জ্ঞান অর্থাৎ পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত অখিল পদার্থের বিবেক দ্বারা বুদ্ধি দৃঢ়নিশ্চয় এবং পবিত্র হয়। এইজন্য ভোজনের পূর্ব্বে অবশ্যই স্নান করিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রাণায়াম। এতদ্বিষয়ে প্রমাণ :—

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।

যোগঃ সাধনপাদে সূঃ ২৮।

যখন মনুষ্য প্রাণায়াম করে তখন প্রতিক্ষণে উত্তরোত্তরকালে অশুদ্ধি নাশ এবং জ্ঞানপ্রকাশ হইতে থাকে। যতদিন মুক্তি না হয় ততদিন উহার আত্মজ্ঞান নিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥
মনুঃ অঃ ৬। ৭১॥

অগ্নিতাপে যেরূপ সুবর্ণাদি ধাতুর মল নষ্ট হইয়া বিশুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তদ্রূপ প্রাণায়াম করিলে ইন্দ্রিয়গণের দোষ ক্ষয় হইয়া নির্ম্মল হইতে থাকে। প্রাণায়ামের বিধি :—

প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।
যোগঃ সমাধিপাদে সূঃ ৩৪॥

অত্যন্ত বেগের সহিত বমনের সময় অন্ন ও জল যেরূপ বহির্গত হয় তদ্রূপ প্রাণকে সবলে বহির্গত করিয়া যথাশক্তি বাহিরেই রাখিবে। বহির্গত হইবার সময় মূলেন্দ্রিয় সঙ্কুচিত রাখিলে প্রাণ ততক্ষণ বাহিরে থাকে। এইরূপে প্রাণ অধিক কাল বাহিরে থাকিতে পারে। যখন দুঃসাধ্য বোধ হইবে তখন শনৈঃ শনৈঃ বায়ু ভিতরে লইবে এবং সামর্থ্য ও ইচ্ছানুসারে পুনরায় এইরূপ করিতে থাকিবে। এই সময়ে মনে মনে (ওঁ) ইহার জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে আত্মা এবং মনের পবিত্রতা ও স্থিরতা জন্মে।

প্রথমতঃ—"বাহ্য বিষয়" অর্থাৎ বাহিরে অধিকক্ষণ প্রাণ রুদ্ধ রাখা।

দ্বিতীয়তঃ—"আভ্যন্তর" অর্থাৎ ভিতরে যতদূর প্রাণ রোধ করা যায় ততদূর রোধ করা।

তৃতীয়তঃ—"স্তম্ভবৃত্তি" অর্থাৎ একবার যে স্থানের প্রাণ সেই স্থানে যথাশক্তি রোধ করা।

চতুর্থতঃ—"বাহ্যাভ্যন্তরাক্ষেপী" অর্থাৎ প্রাণ যখন ভিতর হইতে বহির্গত হইতে থাকে তখন বিরুদ্ধাচরণ করিবে অর্থাৎ বহির্গমন হইতে নিবারণ করিবার জন্য বাহির হইতে ভিতরে লইতে হইবে এবং যখন বাহির হইতে ভিতর আসিতে থাকিবে তখন ভিতর হইতে বাহিরের দিকে প্রাণকে ধাক্কা দিয়া বাহিরেই রাখিতে হইবে। এইরূপে বাহ্য প্রাণ ও আভ্যন্তর প্রাণের পরস্পর বিরুদ্ধ ক্রিয়া করিলে উভয়ের গতি রুদ্ধ হইয়া প্রাণ স্ববশে আইসে। ইহাতে মন এবং ইন্দ্রিয় স্বাধীন হইয়া উঠে। বল ও পুরুষার্থ বৃদ্ধি পাইয়া বুদ্ধি এরূপ তীব্র ও সূক্ষ্মরূপ হইয়া যায় যে অতি কঠিন এবং সূক্ষ্ম বিষয়ও শীঘ্র বোধগম্য হইয়া থাকে। ইহা হইতে মনুষ্যের শরীরে বীর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া স্থৈর্য্য, বল, পরাক্রম, জিতেন্দ্রিয়তা এবং অল্প সময়ে সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীলোকও এইরূপ যোগাভ্যাস করিবে। ভোজন, আচ্ছাদন, উপবেশন, উত্থান, সম্ভাষণ, গমন এবং উচ্চ ও নীচ ব্যক্তিদিগের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহারের উপদেশও দিতে হইবে।

"সন্ধ্যোপাসনা"—ইহাকে ব্রহ্মযজ্ঞও কহে। "আচমন"—অল্প জল করতলে লইয়া উহার মূলে এবং মধ্যদেশে ওষ্ঠ স্পর্শ করতঃ উক্ত জল যাহাতে কণ্ঠের নীচে হৃদয় পর্য্যন্ত যায় (তাহার অধিক অথবা ন্যূন না হয়) এরূপ করিবে। ইহাতে কণ্ঠস্থ কফ ও পিত্তের কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয়। ইহার পর "মার্জ্জন" অর্থাৎ মধ্যমা এবং অনামিকা অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে নেত্রাদি অঙ্গের উপর জল সিঞ্চন করিবে। ইহাতে আলস্য দূর হয়। যদি আলস্য না থাকে এবং জল না পাওয়া যায় তবে করিবে না।

পরে সমন্ত্রক প্রাণায়াম, মানসিক পরিক্রমণ এবং উপস্থান ও শেষে পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনাররীতি লিখিত হইবে। ইহার পর "অঘমর্ষণ" করিবে অর্থাৎ পাপ করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত কখন করিবে না। একান্তস্থানে একাগ্রচিত্ত হইয়া এই সন্ধ্যোপাসনা করিতে হইবে।

অপাং সমীপে নিয়তো নৈত্যিকং বিধিমাস্থিতঃ।
সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ ॥
মনুঃ অঃ ২। ১০৪ ॥

বনে অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে সাবধানপূর্ব্বক জলসমীপস্থ হইয়া নিত্যকর্ম্ম করতঃ সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্রের উচ্চারণ, অর্থজ্ঞান এবং তদনুসারে আচার ব্যবহার করিবে। পরন্তু এরূপ জপ মনে মনে করাই শ্রেয়। দ্বিতীয় "দেবযজ্ঞ"—ইহা অগ্নিহোত্র এবং বিদ্বানদিগের সঙ্গ ও সেবাদি হইতে হয়। সন্ধ্যা এবং অগ্নিহোত্র সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে দুই বেলাই করিবে। এই দুই সময়ই রাত্রি ও দিনমানের সন্ধিবেলা ব্যতীত আর কিছু নহে। এইরূপে অন্ততঃ এক ঘণ্টাকাল অবশ্য অবশ্য ধ্যান করিবে। যোগিগণ সমাধিস্থ হইয়া যেরূপ পরমাত্মার ধ্যান করেন তদ্রূপে সন্ধ্যোপাসনার অনুষ্ঠান করিবে।

সূর্য্যোদয়ের পশ্চাৎ এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব সময় অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের সময়। উহার জন্য কোন ধাতু অথবা মৃত্তিকার উপর ১২ অথবা ১৬ আঙ্গুল পরিমাণ চতুষ্কোণ, তাদৃশ গভীর নীচে ৩ অথবা ৪ আঙ্গুল পরিমাণবিশিষ্ট একটি বেদী প্রস্তুত করিবে অর্থাৎ উপরে যত বিস্তৃত, নীচে তাহার চতুর্থাংশ বিস্তৃত হইবে। উহাতে চন্দন, পলাশ অথবা আম্রাদি কোন শ্রেষ্ঠ কাষ্ঠ খণ্ড, উক্ত বেদীর পরিমাণ হইতে ছোট এবং বড় করিয়া উহাতে রাখিতে হইবে। উহার মধ্যস্থলে অগ্নি রাখিয়া পুনরায় উহার উপর সমিধা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ইন্ধন রাখিয়া দিবে।

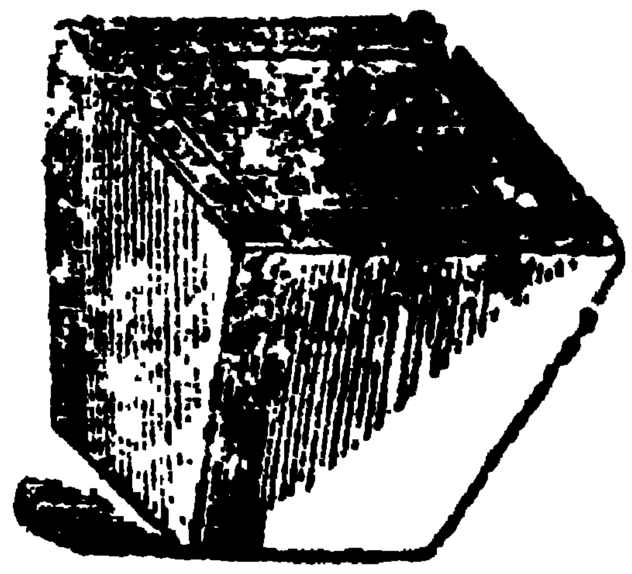

এক প্রোক্ষণী পাত্র (এইরূপ), তৃতীয় প্রণীতা পাত্র (এইরূপ), একটি আজ্যস্থালী (এইরূপ) অর্থাৎ ঘৃত রাখিবার পাত্র এবং (এইরূপ) প্রস্তুত করিতে হইবে। এসকল সুবর্ণের, রৌপ্যের অথবা কাষ্ঠেরও হইতে পারে। প্রণীতা এবং প্রোক্ষণীতে জল এবং ঘৃতপাত্রে ঘৃত রাখিয়া, ঘৃত তপ্ত করিয়া লইবে। জল রাখিবার জন্য প্রণীতা এবং হাত ধুইবার জল লইতে সুবিধার জন্য প্রোক্ষণীতে জল রাখিতে হয়। তাহার পর ভাল করিয়া ঘৃত পরীক্ষা করিয়া লইয়া পুনবায় মন্ত্রের দ্বারা হোম করিবে।

ওঁ ভূরগ্নয়ে প্রাণায় স্বাহা। ভুবর্বায়বেঽপানায় স্বাহা। স্বরাদিত্যায় ব্যানায় স্বাহা। ভূর্ভুবঃস্বরগ্নিবায়্বাদিত্যেভ্যঃ প্রাণাপানব্যানেভ্যঃ স্বাহা॥

অগ্নিহোত্রের মন্ত্র পাঠ করতঃ প্রত্যেক আহুতি দিতে হইবে। যদি অধিক আহুতি দিতে হয়, তবে ঃ—

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব॥

যজুঃ অঃ ৩০। ৩।

এই মন্ত্র ও পূর্ব্বোক্ত গায়ত্রী মন্ত্রের সহিত আহুতি দিতে হইবে। "ওঁ" "ভূঃ" এবং "প্রাণঃ" আদি পরমেশ্বরের নামের অর্থ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। "স্বাহা" শব্দের অর্থ, যে জ্ঞান যেরূপ আত্মায় অবস্থিত থাকে সেইরূপ জিহ্বা দ্বারা বলিবে, যেন তাহা বিপরীত না হয়। পরমেশ্বর যেমন সকল প্রাণীদিগের সুখার্থ এই সমস্ত জগতের পদার্থ রচনা করিয়াছেন, তদ্রূপ মনুষ্যেরও পরোপকার করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন—হোম হইতে কি উপকার হয়?

উত্তর—সকলেই জানেন যে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু এবং জল হইতে রোগ এবং রোগ হইতে প্রাণিগণের দুঃখ হয় এবং সুগন্ধ বায়ু এবং জল হইতে আরোগ্য লাভ ও রোগনাশ হেতু সুখলাভ হয়।

প্রশ্ন—চন্দনাদি ঘর্ষণ করতঃ কাহাকেও প্রলেপ দিলে এবং ঘৃতাদি ভোজনার্থ দান করিলে অত্যন্ত উপকার হয়। অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া বৃথা নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

উত্তর—পদার্থবিদ্যা জানিলে তুমি এরূপ কথা বলিতে না। কারণ কোন দ্রব্যেরই এককালে বিনাশ হইতে পারে না। দেখ যে স্থানে হোম হয় সে স্থান হইতে দূরদেশস্থিত পুরুষের নাসিকাও সুগন্ধ গ্রহণ করে। দুর্গন্ধ সম্বন্ধেও সেইরূপ হইতেই বুঝিয়া লও অগ্নিপ্রক্ষিপ্ত পদার্থ সূক্ষ্মরূপে বিস্তৃত হইয়া বায়ুর সহিত দূরদেশে নীত হইয়া দুর্গন্ধের নিবৃত্তি করিয়া থাকে।

প্রশ্ন—এরূপ হইলে কেশর, কস্তুরি, সুগন্ধপুষ্প এবং আতর প্রভৃতি গৃহে রাখিলেও বায়ু সুগন্ধ হইয়া সুখকারক হইবে।

উত্তর—তাদৃশ সুগন্ধের এরূপ শক্তি নাই যে গৃহস্থিত বায়ু নির্গত করতঃ বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবেশ করাইতে পারে। কারণ উহার ভেদকশক্তি নাই। অগ্নির এরূপ শক্তি আছে যে উক্ত বায়ু এবং দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ সকলকে ছিন্ন, ভিন্ন ও লঘু করিয়া এবং উহাদিগকে বহির্গত করিয়া, বিশুদ্ধ বায়ুকে প্রবেশ করায়।

প্রশ্ন—তাহা হইলে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক হোম করিবার কি প্রয়োজন?

উত্তর—মন্ত্রে এরূপ ব্যাখ্যান আছে যে ইহা দ্বারা হোমানুষ্ঠানের ফল বিদিত হওয়া যায় এবং মন্ত্রের আবৃত্তি দ্বারা উহা কণ্ঠস্থ হইয়া পড়ে। উহা দ্বারা বেদাদি গ্রন্থের পঠন, পাঠন এবং রক্ষাও হয়।

প্রশ্ন—হোমানুষ্ঠান না করিলে লোকের পাপ হয় কি?

উত্তর—হাঁ হয়, কারণ মনুষ্যদেহে যৎপরিমাণে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইয়া বায়ু এবং জলকে দূষিত করে এবং রোগোৎপত্তির কারণ হইয়া দুঃখের উৎপত্তি করে তত পরিমাণেই মনুষ্যের পাপ হইয়া থাকে। এই জন্য উক্ত পাপের নিবারণের জন্য তত পরিমাণে অথবা তাহার অধিক পরিমাণ বায়ু এবং জলে সুগন্ধ বিস্তৃত করা আবশ্যক। ভোজন এবং পান দ্বারা কেবল এক ব্যক্তিরই বিশেষ সুখ হইতে পারে, কিন্তু এক ব্যক্তি যত পরিমাণ ঘৃত ও অন্য সুগন্ধ দ্রব্য ভোজন করিতে পারে, তাহার দ্বারা হোম করিলে লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের উপকার হয়। পরন্তু মনুষ্য ঘৃতাদি উত্তম পদার্থ ভোজন না করিলে তাহাদের শরীরের এবং আত্মার বলোন্নতি হইতে পারে না। সুতরাং উৎকৃষ্ট পদার্থেরই পান ও ভোজন আবশ্যক। কিন্তু তদপেক্ষা অধিক হোম করা উচিত। অতএব হোমানুষ্ঠান বিশেষ আবশ্যক।

প্রশ্ন—প্রত্যেক মনুষ্য কত আহুতি প্রদান করিবে এবং এক এক আহুতির পরিমাণ কত?

উত্তর—প্রত্যেক মনুষ্য ১৬ আহুতি প্রদান করিবে এবং প্রত্যেক আহুতিতে ৬ মাসা ওজনের ঘৃত ন্যূনকল্পে প্রদান করিতে হইবে। যদি কেহ ইহার অধিক করিতে পারেন, তাহা হইলে আরও উত্তম হয়। এইজন্য আর্য্যশিরোমণিগণ মহাত্মা ঋষি ও মহর্ষিগণ, রাজা ও মহারাজগণ অধিক পরিমাণে হোমানুষ্ঠান করিতেন। যতকাল পর্য্যন্ত হোমের প্রচার ছিল ততকাল আর্য্যাবর্ত্তদেশ রোগরহিত এবং সুখপূর্ণ ছিল। এক্ষণে পুনরায় প্রচার হইলে আবার তদ্রূপ হইতে পারে। যজ্ঞ দুই —

প্রথমতঃ—"ব্রহ্মযজ্ঞ" অর্থাৎ পঠন, পাঠনা, সন্ধ্যোপাসনা, ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা।

দ্বিতীয়তঃ—"দেবযজ্ঞ" অর্থাৎ অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত এবং বিদ্বান্ লোকদিগের সেবা ও সহবাস। পরন্তু ব্রহ্মচর্য্য পক্ষে কেবল ব্রহ্মযজ্ঞ এবং অগ্নিহোত্র মাত্রই করিতে হয়।

ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণাং বর্ণানামুপনয়নংকর্ত্তুমর্হতি, রাজন্যো দ্বয়স্য বৈশ্যো বৈশ্যস্যৈবেতি।
শূদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্ত্রবর্জমনুপনীতমধ্যাপয়েদিত্যেকে ॥

ইহা শুশ্রুতগ্রন্থস্থ সূত্রস্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বচন। ব্রাহ্মণ তিন বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্যের; বৈশ্য কেবল বৈশ্যের যজ্ঞোপবীত দিয়া অধ্যাপনা করিতে পারে। শূদ্র যদি কুলীন এবং শুভলক্ষণযুক্ত হয় তবে উহাকে মন্ত্রসংহিতা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ে পাঠ প্রদান করিবে। উহার উপনয়ন দিবে না ইহা অনেক আচার্য্যের মত। পরে পঞ্চম অথবা অষ্টম বর্ষবয়সে বালক বালকদিগের এবং কন্যা কন্যাদিগের পাঠশালায় গমন করিবে। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে।

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা ॥
মনুঃ ॥ অঃ ৩।১ ॥

অর্থঃ—অষ্টম বর্ষ হইতে ষট্‌ত্রিংশ (৩৬) বর্ষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ এক এক বেদের সাঙ্গোপাঙ্গ পাঠের জন্য দ্বাদশ (১২) বর্ষ করিয়া সমুদয়ে ষট্‌ত্রিংশ, অথবা অষ্ট (৮) বর্ষ যোগ করতঃ (৪৪) বর্ষ, অথবা

(১৮) অষ্টাদশ বর্ষ, কিম্বা ইহাতে অষ্ট (৮) অধিক করিয়া (২৬) ষড়্বিংশতি বর্ষ, অথবা নব (৯) বর্ষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পূর্ণবিদ্যা গ্রহণ যতদিন না হয় ততদিন ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিবে।

পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্ব্বিংশতির্বর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনং চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং তদস্য বসবোঽন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাববসব এতেহীদꣳ সর্ব্বং বাসয়ন্তি ॥ ১ ॥

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রুয়াৎ প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনꣳ সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥ ২ ॥

অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্যন্দিনꣳ সবনং চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্, ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনꣳ সবনং তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদꣳ সর্ব্বং রোদয়ন্তি ॥ ৩ ॥

তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রুয়াৎ প্রাণা রুদ্রা ইদং মে মাধ্যন্দিনꣳ সবনং তৃতীয় সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাꣳ রুদ্রাণাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥ ৪ ॥

অথ যান্যষ্টাচত্বারিꣳশদ্বর্ষাণি তত্তৃতীয়সবনমষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তদস্যাদিত্যা অন্বায়ত্তাঃ, প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হীদং সর্ব্বমাদদতে ॥ ৫ ॥

তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রুয়াৎ প্রাণা আদিত্যা ইদং মে তৃতীয়সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হৈব ভবতি ॥ ৬ ॥

ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের ১৬ খণ্ডের বচন। ব্রহ্মচর্য্য তিন প্রকার,—নিকৃষ্ট, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট। ইহার মধ্যে নিকৃষ্ট প্রকার এইরূপ ;—পুরুষ অর্থাৎ অন্নরসময় দেহ এবং পুরি অর্থাৎ দেহে শয়নকর্ত্তা জীবাত্মা। যজ্ঞ অর্থাৎ শুভগুণযুক্ত এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাতা পুরুষকে অবশ্য অবশ্য ২৪ বর্ষ পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ ব্রহ্মচারী থাকিয়া বেদাদিবিদ্যা ও সুশিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। এই পুরুষ বিবাহ করিয়াও লাম্পট্য না করিলে তাহার শরীরে প্রাণ বলবান্ হইয়া শুভগুণসমূহের উৎপাদক হইবে। এই প্রথম বয়সে উহাকে পুরুষ বিদ্যাভ্যাসে সন্তপ্ত করিবে এবং আচার্য্য তদ্রূপ উপদেশ প্রদান করিবেন। ব্রহ্মচারীও এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসী হইবেন যে আমি প্রথম অবস্থায় যথাবিধি ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিলে আমার শরীর এবং আত্মা আরোগ্য ও বল লাভ করিবে এবং আমার প্রাণ শুভগুণসমূহের প্রতিষ্ঠাপক হইবে। হে মনুষ্যগণ! তোমরা এরূপ সুখবিস্তার কর যে

আমি ব্রহ্মচর্য্যের লোপ না করি, ২৪ বর্ষের পশ্চাৎ গৃহাশ্রম অবলম্বন করি, এবং রোগরহিত থাকিয়া ৭০ অথবা ৮০ বর্ষ পর্য্যন্ত আয়ু লাভ করি।

মধ্যম ব্রহ্মচর্য্য :—যে মনুষ্য ৪৪ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকিয়া বেদাভ্যাস করে, তাহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ, অন্তঃকরণ এবং আত্মা বলযুক্ত হইয়া দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করিতে সমর্থ হয়। যদি আমি এই প্রথম বয়সে (আপনার কথনানুসারে) কিছু তপশ্চর্য্যা করি, তাহা হইলে আমার রুদ্ররূপ প্রাণযুক্ত মধ্যম ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হইবে। হে ব্রহ্মচারিগণ! আপনারা এই ব্রহ্মচর্য্যের বৃদ্ধি করুন। যেরূপে আমি এই ব্রহ্মচর্য্যের লোপ না করিয়া যজ্ঞস্বরূপ হইতেছি, যেরূপে আচার্য্যকুল হইতে আসিয়া রোগরহিত হইতেছি এবং যেরূপ এতাদৃশ ব্রহ্মচারী উৎকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদন করেন, আপনারা ও সকলে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করুন।

উত্তম ব্রহ্মচর্য্য—তৃতীয় প্রকার, ইহা ৪৮ বর্ষ পর্য্যন্ত করিতে হয়। জগতী ছন্দ যেরূপ ৪৮ অক্ষর বিশিষ্ট, তদ্রূপ যে ৪৮ বর্ষ পর্য্যন্ত যথাবৎ ব্রহ্মচর্য্য করে, তাহার প্রাণ অনুকূল হইয়া সকল বিদ্যার গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যেরূপ আচার্য্য এবং মাতা পিতা নিজ সন্তানকে প্রথম বয়সে বিদ্যা এবং গুণ গ্রহণের নিমিত্ত তপস্বী করিয়া তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন এবং সন্তান স্বয়ংই অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য সেবন করতঃ উত্তম ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া পূর্ণ অর্থাৎ ৪০০ চারি শত বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত আয়ু বৃদ্ধি করেন, তদ্রূপ আপনারাও বৃদ্ধি করুন। কারণ যে মনুষ্য এই ব্রহ্মচর্য্য প্রাপ্ত হইয়া ইহার লোপ না করেন, তিনি সকল প্রকার রোগমুক্ত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

চতস্রোঽবস্থাঃ শরীরস্য বৃদ্ধির্যৌবনং সম্পূর্ণতা কিঞ্চিৎ পরিহাণিশ্চেতি। আষোড়শাদ্বৃদ্ধিঃ। আপঞ্চবিংশতের্যৌবনং। আচত্বারিংশতঃ সম্পূর্ণতা। ততঃ কিঞ্চিৎপরিহাণিশ্চেতি।

পঞ্চবিংশে ততোবর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলোভিষক্ ॥

ইহা সুশ্রুতের সূত্র স্থানের ৩৫ অধ্যায়ের বচন। এই শরীরের ৪ চারি অবস্থা। প্রথমতঃ বৃদ্ধি—১৬ বর্ষ হইতে ২৫ বর্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত ধাতুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দ্বিতীয় যৌবন—২৫ বর্ষের অন্তে এবং ২৬ বর্ষের আরম্ভ হইতে যুবাবস্থার আরম্ভ হয়। তৃতীয় সম্পূর্ণতা। ২৫ বর্ষ হইতে ৪০ বর্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত ধাতুর পুষ্টি হইয়া থাকে। চতুর্থ কিঞ্চিৎপরিহাণি। এই সময়ে সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গ শরীরস্থ ধাতু পুষ্ট হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর যে সকল ধাতু বৃদ্ধি পায়, উহা আর শরীরে না থাকিয়া স্বপ্ন, প্রস্বেদাদি দ্বারা বহির্গত হয়। উক্ত ৪০ বর্ষ বিবাহের উত্তম সময় এবং ৪৮ বর্ষে বিবাহ করা সর্ব্বোত্তম।

প্রশ্ন—এই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়ের পক্ষে তুল্যরূপ?

উত্তর—না, পুরুষ ২৫ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে কন্যা ১৬ বর্ষ পর্য্যন্ত; পুরুষ ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত করিলে কন্যা ১৭ বর্ষ পর্য্যন্ত; পুরুষ ৩৬ বর্ষ পর্য্যন্ত করিলে কন্যা ১৮ বর্ষ পর্য্যন্ত; পুরুষ ৪০ বর্ষ

পর্য্যন্ত করিলে কন্যা ২০ বর্ষ পর্য্যন্ত ; পুরুষ ৪৪ বর্ষ পর্য্যন্ত করিলে, কন্যা ২২ বর্ষ পর্য্যন্ত এবং পুরুষ ৪৮ বর্ষ পর্য্যন্ত করিলে, কন্যা ২৪ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য সেবন করিবে। অর্থাৎ ৪৮ বর্ষের পর স্ত্রীর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার প্রয়োজন নাই। পরন্তু বিবাহকারী পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষেই এই নিয়ম। যাহারা বিবাহ করিতে চাহে না তাহারা মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকিলে ভাল হয়। পরন্তু পূর্ণবিদ্য, জিতেন্দ্রিয় এবং নির্দ্দোষ যোগী পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষেই এইরূপ বিধান হইতে পারে। কারণ কামের বেগ রোধ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে আত্মবশে রাখা অতি কঠিন কার্য্য।

ঋতং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাপতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ॥

ইহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের প্রপাঃ ৭। অনুঃ ৯ এর বচন। ইহা পঠন ও পাঠনকারীদিগের নিয়ম। (ঋতং) যথার্থ আচরণানুসারে পড়িবে ও পড়াইবে। (সত্যং) সত্যাচার অনুসারে সত্যবিদ্যা পড়িবে ও পড়াইবে। (তপঃ) তপস্বী অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ বেদাদি শাস্ত্র পড়িবে এবং পড়াইবে। (দমঃ) দুষ্ট আচার হইতে বাহ্য ইন্দ্রিয় নিরোধ করতঃ পড়িবে এবং পড়াইবে। (শমঃ) মনোবৃত্তিকে সর্ব্বদোষ হইতে নির্মুক্ত রাখিয়া পড়িবে এবং পড়াইবে। (অগ্নয়ঃ) আহবনীয়াদি এবং বিদ্যুদাদি অগ্নির বিষয় জানিয়া পড়িবে এবং পড়াইবে। (অগ্নিহোত্রং) অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করতঃ পড়িবে ও পড়াইবে। (অতিথয়ঃ) অতিথি সৎকার করতঃ পড়িবে এবং পড়াইবে। (মানুষং) মনুষ্য সম্বন্ধীয় ব্যবহার যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করতঃ পড়িবে এবং পড়াইবে। (প্রজা) অর্থাৎ সন্তান এবং রাজ্যপালন করতঃ পড়িবে এবং পড়াইবে। (প্রজনঃ) বীর্য্যের রক্ষা এবং বৃদ্ধি করতঃ পড়িবে এবং পড়াইবে। (প্রজাতিঃ) নিজ সন্তান এবং শিষ্যের পালন করতঃ পড়িবে এবং পড়াইবে।

যমান্ সেবেত সততং ন নিয়মান্ কেবলান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্॥

মনুঃ অঃ ৪।২০৪॥

যম পাঁচ প্রকারের

তত্রাহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

যোগঃ সাধনপাদে সূত্র ৩০॥

অর্থাৎ (অহিংসা) বৈরত্যাগ, (সত্য) সত্যজ্ঞান, সত্যকথন, এবং সত্যানুষ্ঠান, (অস্তেয়) বাঙ্মনঃ কর্ম্মের দ্বারা অপহরণ না করা, (ব্রহ্মচর্য্য) অর্থাৎ উপস্থেন্দ্রিয় সংযম, (অপরিগ্রহ) অত্যন্ত লোভ পরিত্যাগ করতঃ স্বত্বাভিমান রহিত হওয়া। এই পাঁচ যমের সেবা করিবে, শুধু নিয়মেরই সেবা করিবে না। নিয়ম যথা :—

শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥

যোগঃ সাধনপাদে সূত্র ৩২ ॥

(শৌচ) অর্থাৎ স্নানাদিদ্বারা পবিত্রতা ; (সন্তোষ) সম্যক্ প্রসন্ন হইয়া নিরুদ্যম থাকাকে সন্তোষ বলে না কিন্তু পুরুষার্থ যত দূর হইতে পারে তত দূর অনুষ্ঠান করা এবং হানি ও লাভে শোক ও হর্ষ না করা ; (তপ) অর্থাৎ কষ্ট সহ্য করিয়াও ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করা ; (স্বাধ্যায়) পঠন ও পাঠন ; (ঈশ্বর প্রণিধান) ঈশ্বর বিষয়ে ভক্তিবিশেষের সহিত আত্মাকে সমর্পিত রাখা এই পাঁচটীকে নিয়ম বলে। যম ব্যতিরেকে কেবল নিয়মের সেবন করিবে না। কিন্তু এই দুয়েরই সেবন করিবে। যিনি যম সেবন ত্যাগ করিয়া কেবল নিয়মের সেবন করেন, তাঁহার উন্নতি না হইয়া অধোগতি অর্থাৎ সংসারে পতন হয়।

কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।

কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ ॥

মনুঃ অঃ ২। ২ ॥

অত্যন্ত কামনাযুক্ত অথবা নিষ্কামতা কাহারও পক্ষে শ্রেষ্ঠ নহে। কারণ কামনা না করিলে কাহারও বেদাদি জ্ঞান এবং বেদবিহিত উত্তম কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না।

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈ স্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।

মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥

মনুঃ অঃ ২।২৮ ॥

অর্থ :—(স্বাধ্যায়) পঠন ও পাঠন, (ব্রত) ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যভাষণাদি নিয়ম পালন, (হোম) অগ্নিহোত্রাদি, সত্যগ্রহণ, অসত্য ত্যাগ এবং সত্যবিদ্যার প্রদান, (ত্রৈবিদ্যেন) বেদস্থ কর্ম্মোপাসনা, জ্ঞান ও বিদ্যাগ্রহণ, (ইজ্যয়া) পক্ষেষ্ট্যাদি করা, (সুতৈঃ) সুসন্তানোৎপত্তি, (মহাযজ্ঞৈঃ) ব্রহ্ম, দেব, পিতৃ, বৈশ্বদেব এবং অতিথিসেবনরূপ পঞ্চ মহাযজ্ঞ এবং (যজ্ঞৈঃ) অগ্নিষ্টোমাদি এবং শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞানাদি যজ্ঞ সেবন দ্বারা এই শরীরকে ব্রাহ্মী অর্থাৎ বেদ ও পরমেশ্বরে ভক্তির আধাররূপ ব্রাহ্মণশরীর করা যায়। এরূপ সাধন ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণশরীর হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।

সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্ ॥

মনুঃ ২।৮৮ ॥

অর্থ :—সুনিপুণ সারথি অশ্বদিগকে যেরূপ নিয়মে রাখে তদ্রূপ নিন্দিত কার্য্যে প্রবৃত্তিজনক বিষয়সমূহে ব্যাপৃত ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বপ্রকারে প্রযত্নপূর্ব্বক নিগ্রহ করিবে। কারণ :—

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।

সন্নিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥

মনুঃ ২।৯৩ ॥

অর্থ :—জীবাত্মা ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া নিশ্চয়ই মহাদোস প্রাপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়গণকে আত্মবশে রাখিতে পারিলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।

ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ ॥

মনুঃ ২।৯৭ ॥

যিনি দুষ্টাচারী ও অজিতেন্দ্রিয় তাঁহার বেদ (জ্ঞান), ত্যাগ (দান), যজ্ঞ, নিয়ম, তপস্যা এবং অন্যান্য সৎকর্ম্ম কখনও সিদ্ধ হয় না।

বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নৈত্যিকে।

নানুরোধোঽস্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি ॥ ১ ॥

নৈত্যিকে নাস্ত্যনধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্মৃতম্।

ব্রহ্মাহুতিহুতং পুণ্যমনধ্যায়বষট্ কৃতম্ ॥ ২ ॥

মনুঃ ২।১০৫।১০৬ ॥

বেদের অধ্যয়নে এবং অধ্যাপনে, সন্ধ্যোপাসনাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে এবং হোমমন্ত্রে অনধ্যায় বিষয়ক বিধান নাই। কারণ নিত্যকর্ম্মে অনধ্যায় হয় না। শ্বাস প্রশ্বাস যেরূপ প্রতিদিন গ্রহণ করিতে হয় এবং উহার রোধ কেহ করিতে পারে না তদ্রূপ নিত্যকর্ম্ম প্রতিদিন করিতে হইবে এবং একদিনও পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। কারণ অনধ্যায়ে নিত্যকর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করিলে পুণ্য হইয়া থাকে। যেরূপ মিথ্যা কথনে সর্ব্বদা পাপ এবং সত্য কথনে সর্ব্বদা পুণ্য হয় তদ্রূপ অসৎকর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে সর্ব্বদা অনধ্যায় এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বদা স্বাধ্যায় হয় ইহা জানিতে হইবে।

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।

চত্বারি তস্য বর্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যাযশোবলম্ ॥

মনুঃ ২।১২১ ॥

যিনি সর্ব্বদা বিনীত, সুশীল এবং বিদ্বান্ এবং যিনি জ্যেষ্ঠদের সেবা করেন, তাঁহার আয়ু, বিদ্যা, কীর্ত্তি এবং বল এই চতুষ্টয়ের সর্ব্বদা বৃদ্ধি হয় এবং যিনি এরূপ না করেন তাঁহার আয়ু আদি চতুষ্টয়ের বৃদ্ধি হয় না।

অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্।
বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা ॥
যস্য বাঙ্মনসে শুদ্ধে সম্যগ্গুপ্তে চ সর্ব্বদা।
স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্ ॥

মনুঃ ২।১৫৯।১৬০ ॥

বৈরবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সকল মনুষ্যকে কল্যাণ মার্গের উপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ এবং বিদ্যার্থীদিগের কর্ত্তব্য। উপদেষ্টা সর্ব্বদা সুশীলতাযুক্ত মধুর বাক্য বলিবেন, ধর্ম্মের উন্নতি কামনা করতঃ সর্ব্বদা সত্যমার্গে চলিবেন এবং সত্যের উপদেশ দিবেন। যে লোকের বাক্য এবং মন সর্ব্বদা পবিত্র ও সুরক্ষিত তিনিই সমস্ত বেদান্তের অর্থাৎ সমস্ত বেদের সিদ্ধান্ত রূপ ফল লাভ করেন।

সম্মানাদ্ব্রাহ্মণোনিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাংক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা ॥

মনুঃ ২।১৬২ ॥

যিনি প্রতিষ্ঠাকে বিষতুল্য ভয় করেন এবং অপমানকে অমৃতের ন্যায় কামনা করেন সেই ব্রাহ্মণই সমগ্র বেদ এবং পরমেশ্বরকে জানিয়া থাকেন।

অনেন ক্রমযোগেন সংস্কৃতাত্মা দ্বিজঃ শনৈঃ।
গুরৌ বসন্ সংশ্চিনুয়াদ্ব্রহ্মাধিগমিকং তপঃ ॥

মনুঃ ২।১৬৪ ॥

এইরূপে কৃতোপনয়ন দ্বিজ, ব্রহ্মচারী কুমার এবং ব্রহ্মচারিণী কন্যা শনৈঃ শনৈঃ বেদার্থ জ্ঞানরূপ উত্তম তপস্যার বৃদ্ধি করিতে থাকেন।

যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥

মনুঃ ২।১৬৮ ॥

যিনি বেদপাঠ না করিয়া অন্য বিষয়ে শ্রম করেন তিনি স্বীয় পুত্র পৌত্রের সহিত শীঘ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাং চৈব হিংসনম্ ॥
অভ্যঙ্গমঞ্জনং চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণম্।
কামং ক্রোধং চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্ ॥

দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতম্।
স্ত্রীণাং চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ ॥
একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্নেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ ॥

মনুঃ ২।১৭৭—১৮০।

ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণী মদ্য, মাংস, গন্ধ, মাল্য, রস, স্ত্রী অথবা পুরুষের সঙ্গ, অম্ল, প্রাণিহিংসা, অঙ্গমর্দ্দন, অকারণে উপস্থেন্দ্রিয়স্পর্শ, নয়নাঞ্জন, জুতা অথবা ছত্র ধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, দ্বেষ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, দ্যূতক্রীড়া, পরনিন্দা, মিথ্যাকথা, স্ত্রীলোকের দর্শন অথবা আশ্রয়; এবং পরাপকার প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। ইহারা সর্ব্বত্র একাকী শয়ন করিবে এবং বীর্য্যস্খলন কখন করিবে না। কামনা বশতঃ বীর্য্যস্খলন হইলে স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যব্রত নাশ হইয়াছে জানিতে হইবে।

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।

সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাম্ ন প্রমদিতব্যম্ ॥১॥ দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যান্যস্মাকংং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাস্তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া দেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।

অথ যদি তে কর্ম্ম বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ ॥৩॥ যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনো যুক্তা অযুক্তা অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুর্যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশ এষ উপদেশ এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনং। এবমুপাসিতব্যম্। এবমুচৈতদুপাস্যম্।

তৈত্তিরীয়ঃ প্রপাঃ ৭ অনুঃ ১১ ॥ কং ১।২।৩।৪

আচার্য্য নিজ শিষ্য ও শিষ্যাকে উপদেশ দিবেন যে তুমি সর্ব্বদা সত্য কহিবে, ধর্ম্মাচরণ করিবে, প্রমাদরহিত হইয়া পঠন পাঠন করিবে। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সমস্ত বিদ্যা গ্রহণ করিবে এবং আচার্য্যকে প্রিয় ধন দান করতঃ বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপত্তি করিবে। প্রমাদ বশতঃ সত্য কখন ত্যাগ করিবে না,

ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না, আরোগ্য এবং বুদ্ধিমত্তা ত্যাগ করিবে না, উত্তম ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি ত্যাগ করিবে না এবং অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন ত্যাগ করিবে না। দেবতা, বিদ্বান্ এবং পিতা মাতাকে সেবা করিতে কখন অবহেলা করিবে না। বিদ্বান্‌কে যেরূপ সৎকার করিবে তদ্রূপ পিতা, মাতা, আচার্য্য এবং অতিথিকে সর্ব্বদা সেবা করিবে। অনিন্দিত ও ধর্ম্মযুক্ত কার্য্য ও সত্য কথনাদির অনুষ্ঠান করিবে এবং তদ্ভিন্ন মিথ্যাভাষণাদি কখন করিবে না। আমার যে সকল সুচরিত্র অর্থাৎ ধর্ম্মযুক্ত কার্য্য আছে, তাহাই গ্রহণ করিবে এবং আমার পাপাচরণ কখন গ্রহণ করিবে না। আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ উত্তম বিদ্বান্ ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ থাকেন তুমি তাঁহার নিকট উপবেশন করিবে, এবং তাঁহাকেই বিশ্বাস করিয়া শ্রদ্ধাবশতঃ, অশ্রদ্ধাবশতঃ, শোভাবশতঃ, লজ্জাবশতঃ, ভয়বশতঃ এবং প্রতিজ্ঞাবশতঃ দান করিতে হইবে। যদি তোমার কর্ম্ম, শীল অথবা উপাসনা ও জ্ঞান বিষয়ে কোন সন্দেহ হয়, তাহা হইলে বিচারশীল, অপক্ষপাতী, (যোগী বা অযোগী) আর্দ্রচেতা এবং ধর্ম্মাভিলাষী ধার্ম্মিক লোক যেরূপ ধর্ম্মমার্গের অনুসরণ করেন, তুমিও তদ্রূপ করিবে। এই আদেশ, এই আজ্ঞা, এই উপদেশ, এই বেদ, এই উপনিষদ্ এবং এই শিক্ষা। এইরূপ আচরণ করা এবং স্বকীয় আচার পদ্ধতি সংশোধিত করা আবশ্যক।

অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্‌যদ্ধিকুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্ ॥ মনুঃ ২।৪

মনুষ্যদিগের নিশ্চয় জানিতে হইবে যে নিষ্কাম পুরুষের নেত্রের সঙ্কোচ এবং বিকাশ হওয়াও সর্ব্বথা অসম্ভব। ইহাতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে যাহা কিছু করা যায় উক্ত চেষ্টা কামনা ছাড়া হইতে পারে না।

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ ॥১॥
আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ ॥২॥
মনুঃ ১।১০৮।১০৯ ॥

বেদ এবং বেদানুকূল স্মৃতিপ্রতিপাদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই, কথন, শ্রবণ, শ্রাবণ, পঠন ও পাঠনার ফল। এই জন্য সর্ব্বদা ধর্ম্মাচারে প্রবৃত্ত থাকিবে। ধর্ম্মাচরণরহিত হইলে বেদপ্রতিপাদিত ধর্ম্মহেতু সুখরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যিনি বিদ্যাভ্যাস করিয়া ধর্ম্মাচরণ করেন তাঁহারই সম্পূর্ণ সুখলাভ হয়।

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াৎ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥১॥
মনুঃ ২।১১।

যিনি বেদ এবং বেদানুকূল আপ্ত পুরুষ রচিত শাস্ত্রের অপমান করেন সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে জাতি, পঙ্ক্তি এবং দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কারণঃ—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥১॥

মনুঃ ২।১২ ॥

বেদ, স্মৃতি অর্থাৎ বেদানুকূল আপ্তোক্ত মনুস্মৃত্যাদি শাস্ত্র, সাধুপুরুষদিগের আচরণ এবং যাহা সনাতন অর্থাৎ বেদ দ্বারা ঈশ্বরপ্রতিপাদিত কর্ম্ম, এবং নিজ আত্মার প্রিয় কার্য্য অর্থাৎ আত্মার প্রার্থনীয়, সত্য ভাষণাদি এই—চতুষ্টয়ই ধর্ম্মের লক্ষণ অর্থাৎ ইহা হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মের নিশ্চয় হইয়া থাকে। যাহা পক্ষপাতরহিত, ন্যায়, সত্যগ্রহণ এবং অসত্যপরিত্যাগ রূপ আচরণ, তাহারই নাম ধর্ম্ম এবং পক্ষপাতযুক্ত, অন্যায়াচরণ, সত্যত্যাগ এবং অসত্যগ্রহণ রূপ কার্য্যকেই অধর্ম্ম বলা হয়।

অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥

মনুঃ ২।১৩ ॥

যে পুরুষ (অর্থ) সুবর্ণাদি রত্নে এবং (কাম) স্ত্রীসেবনাদিতে আসক্ত হন না, তাঁহারই ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয়। যিনি ধর্ম্মজ্ঞান ইচ্ছা করেন, তিনি বেদ দ্বারাই ধর্ম্ম নিশ্চয় করিবেন। কারণ বেদ ব্যতিরেকে ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্যক্ নিশ্চয় হইতে পারে না।

এইরূপে আচার্য্য আপনার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবেন এবং বিশেষভাবে রাজা, অন্যান্য ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং উত্তম শূদ্রদিগকেও অবশ্য অবশ্য বিদ্যাভ্যাস করাইবেন। ব্রাহ্মণই কেবল বিদ্যাভ্যাস করিলে এবং ক্ষত্রিয়াদি তাহা না করিলে বিদ্যা, ধর্ম্ম, রাজ্য এবং ধনাদির কখন বৃদ্ধি হইতে পারে না। কারণ কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়া, ক্ষত্রিয়াদি হইতে জীবিকা লাভ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন। জীবিকার অধীন এবং ক্ষত্রিয়াদির আজ্ঞাদাতা এবং যথাবৎ পরীক্ষক ও দণ্ডদাতা না থাকিলে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতি অধর্ম্মাশক্ত হয়। ক্ষত্রিয়াদি বিদ্বান্ হইলে ব্রাহ্মণও অধিক বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন, ধর্ম্মপথে চলিতে পারেন এবং উক্ত বিদ্বান্ ক্ষত্রিয়দিগের সমক্ষে অধর্ম্ম ও মিথ্যা ব্যবহার করিতে সাহসী হন না। ক্ষত্রিয়াদি অবিদ্বান্ হইলে ইহাদিগের মনে যেরূপ আসে সেইরূপ করেন এবং অপর দ্বারা করান। এইজন্য ব্রাহ্মণও নিজ কল্যাণ চাহিলে অধিক প্রযত্নের সহিত ক্ষত্রিয়াদিকে বেদাদি সত্য শাস্ত্রের অভ্যাস করাইবেন। কারণ ক্ষত্রিয়াদিই বিদ্যা, ধর্ম্ম, রাজ্য এবং লক্ষ্মী বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। ইঁহারা কখন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন না। সুতরাং ইঁহারা কখন বিদ্যা ব্যবহারে পক্ষপাতীও হইতে পারে না। যখন সকল বর্ণের মধ্যে বিদ্যা ও সুশিক্ষার প্রচার হয় তখন কেহই অধর্ম্মযুক্ত পাষণ্ডতুল্য মিথ্যা ব্যবহারকে চালাইতে পারে না। ইহা হইতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসিগণ ক্ষত্রিয়াদিকে নিয়মে চালাইবার কর্ত্তা এবং ক্ষত্রিয়াদিও ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদিগকে নিয়মে রাখিবার কর্ত্তা। এইজন্য সকল বর্ণের স্ত্রী ও পুরুষদিগের

মধ্যে বিদ্যা ও ধর্ম্মপ্রচার হওয়া অবশ্য উচিত। এক্ষণে যাহা যাহা পাঠ করা এবং অধ্যাপন করা কর্ত্তব্য তাহা বিশিষ্টরূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক। পরীক্ষা পাচ প্রকার। প্রথম, যাহা ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের এবং বেদের অনুকূল, উহাই সত্য এবং তদ্বিরুদ্ধ অসত্য। দ্বিতীয়, যাহা সৃষ্টিক্রমের অনুকূল উহাই সত্য এবং তদ্বিরুদ্ধ অসত্য। যেমন, যদি কেহ বলে যে পিতৃমাতৃযোগ ব্যতীত সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে উক্ত বাক্য সৃষ্টিক্রমবিরুদ্ধ বলিয়া অসত্য। তৃতীয়, যাহা আপ্ত অর্থাৎ ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, সত্যবাদী এবং নিষ্কপট লোকদিগের সঙ্গ ও উপদেশের অনুকূল তাহাই গ্রাহ্য এবং তদ্বিরুদ্ধ অগ্রাহ্য। চতুর্থ, যাহা আপনার আত্মার পবিত্রতা এবং বিদ্যার অনুকূল অর্থাৎ যেরূপ নিজের নিকট সুখ প্রিয় এবং দুঃখ অপ্রিয় সেইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে, আমি কাহাকেও দুঃখ দিলে সে অপ্রসন্ন হইবে এবং সুখ প্রদান করিলে সে প্রসন্ন হইবে। পঞ্চম, আট প্রমাণ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান উপমান, শব্দ, ঐতিহ্, অর্থাপত্তি, সম্ভব এবং অভাব। ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষাদি লক্ষণাদিতে যে যে সূত্র নিম্নে লিখিত হইবে উহা ন্যায় শাস্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে জানিতে হইবে।

ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্॥ ন্যায়ঃ। অধ্যায় ১। আহ্নিক ১। সূত্র ৪।

কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধের সহিত অব্যবহিত (অর্থাৎ আবরণরহিত) সম্বন্ধ হইলে এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের এবং মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় উহাকে প্রত্যক্ষ কহে। কিন্তু যাহা ব্যপদেশ্য অর্থাৎ যাহা সংজ্ঞাসংজ্ঞীর সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়, উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। যেমন কেহ কাহাকে বলিল যে "তুমি জল আনো" এবং সে উহা আনিয়া উহার নিকটে রাখিয়া বলিল "এই জল"। কিন্তু "জল" এই দুই অক্ষরযুক্ত নামকে আনয়ন কর্ত্তা বা প্রার্থনা কর্ত্তা দেখিতে পায় না। যে পদার্থের নাম জল, উহারই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। শব্দ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় উহা শব্দপ্রমাণের বিষয়। "অব্যভিচারি"— যেমন কেহ রাত্রিকালে স্তম্ভ দেখিয়া উহাকে পুরুষ মনে করিল এবং দিবাভাগে যখন উহাকে দেখিল তখন উহার পুরুষজ্ঞান নষ্ট হইয়া স্তম্ভজ্ঞান রহিল। এইরূপ বিনাশী জ্ঞানকে ব্যভিচারি কহে এবং উহা প্রত্যক্ষ নহে। "ব্যবসায়াত্মক"—যেরূপ কেহ দূর হইতে নদীর বালুকা দেখিয়া বলিল "ওখানে কাপড় শুকাইতেছে, উহা জল অথবা উহা অন্য কিছু" অথবা যদি কেহ কহে "ইনি দেবদত্ত অথবা যজ্ঞদত্ত দাঁড়াইয়া আছেন"। যতক্ষণ কোন নিশ্চয় জ্ঞান না হয় ততক্ষণ উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়! কিন্তু যাহা অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারি এবং নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, উহাকেই "প্রত্যক্ষ" বলে।

দ্বিতীয় অনুমান :—

অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ॥

ন্যায়ঃ অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ৫॥

যাহা প্রত্যক্ষপূর্ব্বক অর্থাৎ যাহার কোন একদেশ অথবা সম্পূর্ণ পদার্থ কোন স্থানে বা কালে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, উহার দূরদেশ হইতে সহচারী একদেশের প্রত্যক্ষ হইতে অদৃষ্ট অবয়বের জ্ঞান

হওয়াকে অনুমান বলে। যেমন পুত্র দেখিয়া পিতার, পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া অগ্নির, জগতে সুখ ও দুঃখ দেখিয়া পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান হইয়া থাকে। এই অনুমান তিন প্রকার। প্রথম "পূর্ব্ববৎ"—যেমন মেঘ দেখিয়া বর্ষার, বিবাহ দেখিয়া সন্তানোৎপত্তির, পাঠানুরক্ত বিদ্যার্থী দেখিয়া বিদ্যা জন্মিবার নিশ্চয়তা হয় ইত্যাদি যে যে স্থলে কারণ দেখিয়া কার্য্যের জ্ঞান হয় উহাকে "পূর্ব্ববৎ" কহে। দ্বিতীয় "শেষবৎ" অর্থাৎ যে স্থলে কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হয়—যেরূপ নদীপ্রবাহের বৃদ্ধি দেখিয়া উপরে পতিত বর্ষার, পুত্রকে দেখিয়া পিতার, সৃষ্টি দেখিয়া অনাদি কারণের এবং কর্ত্তা ঈশ্বরের; এবং পাপপুণ্যের আচরণ দেখিয়া সুখ ও দুঃখের জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহাকে "শেষবৎ" কহে। তৃতীয় "সামান্যতোদৃষ্ট" অর্থাৎ কোন বস্তু অন্যের কার্য্যকারণ না হইলে ও কোনপ্রকার সাধর্ম্ম্য—একের সহিত অপরের থাকা—যেমন কেহ চলন ব্যতিরেকে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, তদ্রূপ অন্যেরও স্থানান্তরে গমন ব্যতিরেকে গমন হইতে পারে না। অনুমান শব্দের অর্থ "অনু" অর্থাৎ "প্রত্যক্ষস্য পশ্চান্মীয়তে জ্ঞায়তে যেন তদনুমানম্" অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষের পশ্চাৎ উৎপন্ন হয়—যেমন ধূমের প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতিরেকে অদৃষ্ট অগ্নির জ্ঞান কখন হইতে পারে না।

তৃতীয় উপমান :—

প্রসিদ্ধ সাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্ ॥ ন্যায়ঃ। অ ১। আঃ ১। সূঃ ৬ ॥

প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ সাধর্ম্ম্য হইতে সাধ্যের অর্থাৎ সিদ্ধ করণে যোগ্য জ্ঞানের সাধনকে উপমান বলে। "উপমীয়তে যেন তদুপমানম্". যেরূপ কেহ কোন ভৃত্যকে বলিল "তুমি দেবদত্ত সদৃশ বিষ্ণুমিত্রকে আনয়ন কর"। ভৃত্য বলিল যে "আমি উহাকে কখন দেখি নাই"। স্বামী উহাকে কহিল যে "দেবদত্ত যেরূপ, বিষ্ণুমিত্রও তদ্রূপ" কিংবা "গো সদৃশ গবয় অর্থাৎ নীলগাভী।" ভৃত্য গমন করিল এবং উহাকে দেবদত্ত সদৃশ দেখিয়া নিশ্চয় করিল যে এই "বিষ্ণুমিত্র" এবং উহাকে লইয়া আসিল; অথবা সে বনে গমন করিয়া কোন পশুকে গো সদৃশ দেখিয়া নিশ্চয় করিল যে ইহার নাম "গবয়"।

চতুর্থ শব্দপ্রমাণ :—

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥ ন্যায়ঃ। অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ৭ ॥

আপ্ত অর্থাৎ পূর্ণ বিদ্বান্ ধর্ম্মাত্মা পরোপকারপ্রিয় সত্যবাদী পুরুষার্থী এবং জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নিজের আত্মাতে যেরূপ জ্ঞাত হন এবং যাহাতে সুখলাভ করেন তাহারই কথনেচ্ছায় প্রেরিত হইয়া সমস্ত মনুষ্যবর্গের কল্যাণার্থ যিনি উপদেষ্টা অর্থাৎ পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের জ্ঞানলাভ করিয়া যিনি উপদেষ্টা হন তাদৃশ পুরুষের উপদেশ এবং পূর্ণ আপ্ত পরমেশ্বরের উপদেশ বেদকেই শব্দপ্রমাণ জানিতে হইবে।

পঞ্চম ঐতিহ্য :—

ন চতুষ্ট্বমৈতিহ্যার্থাপত্তিসম্ভবাভাব প্রামাণ্যাৎ।

ন্যায়ঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ১ ॥

যাহা "ইতিহ" অর্থাৎ "ইহা এইরূপ ছিল, অমুক এইরূপ করিয়াছিল" অর্থাৎ কাহারও জীবনচরিতের নাম "ঐতিহ্য"।

ষষ্ঠ অর্থাপত্তি :—

"অর্থাদাপদ্যতে সা অর্থাপত্তিঃ"। "কেনচিদুচ্যতেসৎসু ঘনেষু বৃষ্টিঃ, সতি কারণে কার্য্যং ভবতীতি কিমত্র প্রসজ্যতে, অসৎসু ঘনেষু বৃষ্টিরসতি কারণে চ কার্য্যং ন ভবতি"। যেরূপ কেহ কাহাকে বলিল যে "মেঘ হইলে বর্ষা এবং কারণ হইলে কার্য্য উৎপন্ন হয়"। ইহাতে কেহ না কহিলেও এইরূপ দ্বিতীয় কথা সিদ্ধ হইল যে "মেঘ ব্যতিরেকে বর্ষা এবং কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য কখনও হইতে পারে না"।

সপ্তম সম্ভব :—

"সম্ভবতি যস্মিন্ স সম্ভবঃ"। যদি কেহ কহে যে "মাতা ও পিতা ব্যতিরেকে সন্তানোৎপত্তি হইয়াছে, কেহ মৃত জীবকে পুনর্জীবিত করিয়াছে, পর্ব্বত উত্থাপিত করিয়াছে, সমুদ্রে প্রস্তর ভাসাইয়াছে, চন্দ্রমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে, পরমেশ্বরের অবতার হইয়াছে, মনুষ্যের শিং দেখিয়াছে এবং বন্ধ্যার পুত্র অথবা পুত্রীর বিবাহ হইয়াছে" তাহা হইলে সেই সকল বাক্য অসম্ভব জানিতে হইবে, কারণ সেই সকল বাক্য সৃষ্টিক্রমবিরুদ্ধ। যে সকল কথা সৃষ্টিক্রমের অনুকূল উহাই সম্ভব।

অষ্টম অভাব :—

"ন ভবন্তি যস্মিন্ সোঽভাবঃ"। যেরূপ কেহ কাহাকে বলিল যে "হস্তী লইয়া আইস"। সে সেই স্থানে হস্তীর অভাব দেখিয়া যে স্থানে হস্তী ছিল, সেই স্থান হইতে হস্তী লইয়া আসিল। এই আট প্রমাণ।

ইহার মধ্যে ঐতিহ্য শব্দপ্রমাণের অন্তর্ভূত, এবং অর্থাপত্তি, সম্ভব এবং অভাব অনুমানের অন্তর্ভূত এইরূপ গণনা করিলে চারি প্রমাণ অবশিষ্ট থাকে। এই পাঁচ প্রকার পরীক্ষা দ্বারা মনুষ্য সত্যাসত্য নিশ্চয় করিতে পারে, অন্য প্রকারে পারে না।

ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্ ॥ বৈঃ ॥ অঃ ১ আঃ ১। সূঃ ৪ ॥

যখন মনুষ্য ধর্ম্মের যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করতঃ পবিত্র হইয়া "সাধর্ম্ম্য" অর্থাৎ পৃথিবী যেরূপ জড়, জল ও তাদৃশ জড় এইরূপ তুল্যধর্ম্ম দ্বারা এবং বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ পৃথিবী কঠোর এবং জল কোমল এইরূপ ভিন্নধর্ম্ম দ্বারা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায় এই ছয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপ জ্ঞান লাভ করে, তখন উহা হইতে "নিঃশ্রেয়সম্" মোক্ষ লাভ হয়।

পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশং কালোদিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি ॥

বৈঃ। অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ৫ ॥

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, এবং মন এই নয়টী দ্রব্য।

ক্রিয়াগুণবৎসমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্ ॥

বৈঃ। অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ১৫ ॥

"ক্রিয়াশ্চ গুণাশ্চ বিদ্যন্তে যস্মিংস্তৎ ক্রিয়াগুণবৎ" যাহাতে ক্রিয়া এবং গুণ অথবা কেবল গুণ থাকে তাহাকে দ্রব্য বলা যায়। উহার মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, মন এবং আত্মা এই ছয় দ্রব্য ক্রিয়া এবং গুণবিশিষ্ট। আকাশ, কাল এবং দিক্ এই তিন দ্রব্য ক্রিয়ারহিত এবং গুণবিশিষ্ট। (সময়ায়ি) "সমবেতুং শীলং যস্য তৎ সমবায়ি, প্রাগ্‌বৃত্তিত্বং কারণং, সমবায়ি চ তৎকারণং চ সমবায়িকারণম্" "লক্ষ্যতে যেন তল্লক্ষণম্"। মিলনস্বভাবযুক্ত কার্য্য হইতে পূর্ব্বকালবর্ত্তি কারণকে দ্রব্য বলা হয়। যাহা হইতে লক্ষ্য জানা যায়, যেরূপ চক্ষু হইতে রূপ জানা যায়, উহাকে লক্ষণ বলা হয়।

রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ১॥

রূপ, রস, গন্ধ, এবং স্পর্শবিশিষ্ট পৃথিবী। উহাতে অগ্নি, জল ও বায়ুর যোগবশতঃ রূপ, রস এবং স্পর্শ আছে।

ব্যবস্থিতঃ পৃথিব্যাং গন্ধঃ ॥ বৈঃ। অঃ ২। সূঃ ২॥

পৃথিবীতে গন্ধ স্বাভাবিক গুণ। তদ্রূপ জলে রস, অগ্নিতে রূপ, বায়ুতে স্পর্শ এবং আকাশে শব্দ স্বাভাবিক।

রূপরসস্পর্শবত্য আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ২

যাহা রূপ, রস এবং স্পর্শবিশিষ্ট, দ্রবীভূত এবং কোমল তাহাকে জল বলে। কিন্তু ইহাতে রস জলের স্বাভাবিক গুণ এবং রূপ ও স্পর্শ বায়ু এবং অগ্নির সহযোগবশতঃ।

অপ্সু শীততা ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ৫॥

জলে শীতলতা স্বাভাবিক গুণ।

তেজো রূপস্পর্শবৎ। বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ৩॥

তেজ রূপ ও স্পর্শবিশিষ্ট। কিন্তু ইহাতে রূপ স্বাভাবিক এবং স্পর্শ বায়ুযোগবশতঃ।

স্পর্শবান্ বায়ুঃ ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ৪॥

বায়ু স্পর্শগুণবিশিষ্ট কিন্তু তেজ ও জলের যোগ বশতঃ ইহাতেও উষ্ণতা ও শীততা থাকে।

ত আকাশে ন বিদ্যন্তে ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ৫॥

আকাশে, রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ নাই, শব্দই আকাশের গুণ।

নিষ্ক্রমণং প্রবেশনমিত্যাকাশস্য লিঙ্গম্ ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ২০॥

যাহাতে নিষ্ক্রমণ এবং প্রবেশ হইয়া থাকে তাহাই আকাশের লিঙ্গ।

কার্য্যান্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ শব্দঃ স্পর্শবতামগুণঃ ॥

বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ২৫॥

পৃথিবী আদি কার্য্য হইতে শব্দ প্রকট না হওয়াতে, স্পর্শগুণবিশিষ্ট ভূমি প্রভৃতির গুণ হইতে পারে না, শব্দ আকাশেরই গুণ।

অপরস্মিন্নপরং যুগপচ্চিরং ক্ষিপ্রমিতি কাললিঙ্গানি।

বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ৬॥

যাহাতে পূর্ব্ব, পশ্চাৎ (যুগপৎ), একবার, (চিরম্), বিলম্ব এবং (ক্ষিপ্রম্) শীঘ্র ইত্যাদি প্রয়োগ হয় উহাকে কাল বলা হয়।

নিত্যেষ্বভাবাদনিত্যেষু ভাবাৎ কারণে কালাখ্যেতি।

বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ৯॥

নিত্য পদার্থে থাকে না এবং অনিত্য পদার্থে থাকে বলিয়া কারণেই কাল সংজ্ঞা হয়।

ইত ইদমিতি যতস্তদ্দিশ্যং লিঙ্গং॥

বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ১০॥

ইহা উহার পূর্ব্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে, উত্তরে, নীচে এবং উপরে, যাহাতে এইরূপ ব্যবহার হয় উহাকে দিক্ কহে।

আদিত্যসংযোগাৎ ভূতপূর্ব্বাৎ ভবিষ্যতো ভূতাচ্চ প্রাচী॥

বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ১৪॥

যে দিকে প্রথম আদিত্যের সংযোগ ছিল, আছে এবং হইবে উহাকে পূর্ব্বদিক্ বলে এবং যে দিকে অস্ত হয়, উহাকে পশ্চিমদিক্ বলে। পূর্ব্বমুখ মনুষ্যের দক্ষিণ হস্তাভিমুখ দক্ষিণদিক্ এবং বামহস্তাভিমুখ উত্তরদিক্।

এতেন দিগন্তরালানি ব্যাখ্যাতানি॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ। ১৬॥

ইহা হইতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণের মধ্যস্থিত দিক্‌কে আগ্নেয়ী, দক্ষিণ ও পশ্চিমের মধ্যস্থিত দিক্‌কে নৈর্ঋতি, পশ্চিম ও উত্তরের মধ্যস্থিত দিক্‌কে বায়বী এবং উত্তর ও পূর্ব্বদিকের মধ্যস্থিত দিক্‌কে ঐশানী দিক্ কহে।

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি॥ ন্যায়ঃ। অ ১। সূঃ ১০॥

যাহাতে (ইচ্ছা) রাগ, (দ্বেষ) বৈরভাব, (প্রযত্ন) পুরুষার্থ সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞানরূপ গুণ আছে, তাহাকে জীবাত্মা কহা যায়। তবে বৈশেষিক দর্শনে এই মাত্র বিশেষ।

প্রাণাঽপাননিমেষোন্মেষজীবনমনোগতীন্দ্রিয়ান্তবিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি॥ বৈঃ। অঃ ৩। আঃ ২। সূঃ ৪॥

(প্রাণ) বাহির হইতে বায়ু ভিতরে আকর্ষণ করা, (অপান) ভিতরের বায়ু নির্গত করা, (নিমেষ) চক্ষু মুদ্রিত করা, (উন্মেষ) চক্ষু উন্মীলন করা, (জীবন) প্রাণ ধারণ করা, (মনঃ) মনন অর্থাৎ বিচার বা জ্ঞান, (গতি) যথেষ্ট গমন করা, (ইন্দ্রিয়) ইন্দ্রিয়কে বিষয়ে চালনা করা এবং উহা হইতে বিষয় গ্রহণ করা, (অন্তর্বিকার) ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং জ্বরাদি পীড়ারূপ বিকার হওয়া, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন, এ সমস্ত আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ কর্ম্ম এবং গুণ।

যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্ ॥ ন্যায়ঃ। অঃ ১। সূঃ ১৬ ॥

যাহা দ্বারা এককালে দুই পদার্থের গ্রহণ বা জ্ঞান হয় না, উহাকে মন কহে। দ্রব্যের স্বরূপ এবং লক্ষণ কথিত হইল। এক্ষণে গুণের বিষয় কথিত হইতেছে :—

রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাপরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাঽপরত্বে
বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ ॥

বৈঃ। অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ৬ ॥

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং শব্দ এই ২৪টীকে গুণ কহা যায়।

দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণমপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্ ॥

বৈঃ। অঃ ১। আঃ ২। সূঃ ১৬ ॥

যাহা দ্রব্যের আশ্রয়ে থাকে, অন্য গুণ ধারণ করে না, সংযোগ এবং বিভাগের কারণ হয় না এবং অনপেক্ষ অর্থাৎ একে অপরের অপেক্ষা করে না, তাহাকেই গুণ বলে।

শ্রোত্রোপলব্ধির্বুদ্ধিনির্গ্রাহ্যঃ প্রয়োগেণাভিজ্বলিত আকাশদেশঃ শব্দঃ ॥

মহাভাষ্যে ॥

কর্ণের দ্বারা যাহার প্রাপ্তি হয়, যাহা বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণযোগ্য, যাহা প্রয়োগ দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং আকাশ যাহার স্থান, তাহাকেই শব্দ বলে।

নেত্র দ্বারা যাহা গৃহীত হয় তাহা রূপ; জিহ্বা দ্বারা মিষ্টাদি যে সকল নানা রস গৃহীত হয়, তাহা রস; নাসিকা দ্বারা যাহা গৃহীত হয় তাহা গন্ধ, ত্বক্ দ্বারা যাহা গৃহীত হয় তাহা স্পর্শ; যদ্দারা এক দুই ইত্যাদি গণনা হয় তাহা সংখ্যা; যাহা দ্বারা লঘু ও গুরু জানা যায় তাহা পরিমাণ: এক অপর হইতে স্বতন্ত্র হওয়া পৃথকত্ব; অপরের সহিত মিলিত হওয়া সংযোগ; এক অপরের সহিত মিলিত হইয়া অনেক খণ্ড হওয়া বিভাগ; এক অপর অপেক্ষা অধিক ব্যক্তিব্যাপক হইলে পর; এক অপর অপেক্ষা অল্প ব্যক্তিব্যাপক হইলে অপর; যাহা দ্বারা ভাল মন্দ জ্ঞান হয় তাহা বুদ্ধি; আনন্দের নাম সুখ, ক্লেশের নাম দুঃখ; ইচ্ছা—রাগ; দ্বেষ—বিরোধ, (প্রযত্ন) অনেকবিধ বল ও পুরুষার্থ

(গুরুত্ব) ভার, (দ্রবত্ব) গলিতভাব, (স্নেহ) প্রীতি এবং মসৃণতা, (সংস্কার) অপরের যোগ হইতে বাসনা হওয়া, (ধর্ম্ম) ন্যায়াচরণ এবং কঠিনত্বাদি, (অধর্ম্ম) অন্যায়াচরণ এবং কঠিনত্বাদির বিরুদ্ধ কোমলতা এই ২৪টী গুণ।

উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্ম্মাণি ॥

বৈঃ ১। অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ৭॥

"উৎক্ষেপণ" উর্দ্ধচেষ্টা করা, "অবক্ষেপণ" নিম্নচেষ্টা করা, "আকুঞ্চন" সঙ্কোচ করা, "প্রসারণ" বিস্তার করা, "গমন" গতায়াত এবং ভ্রমণ এই পাঁচ প্রকারকে কর্ম্ম কহে। কর্ম্ম লক্ষণ :—

একদ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষকারণমিতি কর্ম্মলক্ষণম্ ॥

বৈঃ। অঃ ১। আঃ। সূঃ ১৭॥

একং দ্রব্যমাশ্রয় আধারো যস্য তদেকদ্রব্যং, ন বিদ্যতে গুণো যস্য যস্মিন্ বা তদ্গুণম্, সংযোগেষু বিভাগেষু চাপেক্ষারহিতং কারণং তৎ কর্ম্মলক্ষণং। অথবা যৎ ক্রিয়তে তৎ কর্ম্ম, লক্ষ্যতে যেন তল্লক্ষণম্ কর্ম্মণো লক্ষনং কর্ম্মলক্ষণম্। দ্রব্যাশ্রিত গুণরহিত এবং সংযোগ ও বিভাগের অপেক্ষাশূন্য কারণকে কর্ম্ম বলা যায়।

দ্রব্যগুণকর্ম্মণাং দ্রব্যং কারণং সামান্যম্ ॥

বৈঃ। অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ১৮॥

যে কার্য্য দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্মের কারণ, তাহা সামান্য দ্রব্য।

দ্রব্যাণাং দ্রব্যং কার্য্যং সামান্যম্ ॥ বৈঃ। অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ২৩॥

যাহা দ্রব্যের কার্য্য দ্রব্য, তাহা কার্য্যত্ব হইতে সমস্ত কার্য্যেই সামান্য।

দ্রব্যত্বং গুণত্বং কর্ম্মত্বঞ্চ সামান্যানি বিশেষাশ্চ ॥

বৈঃ। অঃ ১। আঃ ২। সূঃ ৫॥

দ্রব্যমধ্যে দ্রব্যত্ব, গুণমধ্যে গুণত্ব এবং কর্ম্মমধ্যে কর্ম্মত্ব ইহাদিগকে সামান্য এবং বিশেষ বলে। কারণ দ্রব্য মধ্যে দ্রব্যত্বরূপ সামান্য এবং গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব হইতে দ্রব্যত্বরূপ বিশেষ। এইরূপ সর্ব্বত্র জানিতে হইবে।

সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্ ॥ বৈঃ। অঃ ১। আঃ ২। সূঃ ৩॥

সামান্য এবং বিশেষ বুদ্ধির অপেক্ষা হইতে সিদ্ধ হয়। যেমন মনুষ্য ব্যক্তি মধ্যে মনুষ্যত্ব সামান্য এবং পশুত্বাদি হইতে বিশেষ। এইরূপ স্ত্রীত্ব এবং পুরুষত্ব মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব এবং শূদ্রত্বও বিশেষ। ব্রাহ্মণ ব্যক্তির মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব সামান্য এবং ক্ষত্রিয়ত্বাদি হইতে বিশেষ। এইরূপ সর্ব্বত্র জানিও।

ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায় ॥

বৈঃ। অঃ ৭। আঃ ২। সূঃ ২৬ ॥

কারণ অর্থাৎ অবয়ব সমূহে ও অবয়বী, কার্য্যে ক্রিয়া, ক্রিয়াবান্, গুণ ও গুণী, জাতি ও ব্যক্তি, কার্য্য ও কারণ এবং অবয়ব ও অবয়বী ইহাদিগের নিত্য সম্বন্ধ হওয়ায় সমবায় বলে। দ্রব্য সমূহের অন্যবিধ পরস্পর যে সম্বন্ধ হইয়া থাকে, উহাকে সংযোগ অর্থাৎ অনিত্য সম্বন্ধ বলা যায়।

দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারম্ভকত্বং সাধর্ম্ম্যম্।

বৈঃ। অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ৯ ॥

যে দ্রব্য এবং গুণের সমান জাতীয় কার্য্যের আরম্ভ হইয়া থাকে উহাকে সাধর্ম্ম্য কহা যায়, যেমন পৃথিবীতে জড়ত্ব ধর্ম্ম এবং ঘটাদি কার্য্যোৎপাদকত্ব স্বসদৃশ ধর্ম্ম, তদ্রূপ জলেও জড়ত্ব ধর্ম্ম এবং হিমাদি স্বসদৃশ কার্য্যারম্ভকত্ব আছে। সুতরাং পৃথিবীর সহিত জলের এবং জলের সহিত পৃথিবীর তুল্য ধর্ম্ম আছে। অর্থাৎ :—

দ্রব্যগুণয়োর্বিজাতীয়ারম্ভকত্বং বৈধর্ম্ম্যম্ ॥

জানা গিয়াছে যে দ্রব্য ও গুণের যে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম এবং কার্য্যারম্ভ উহাকে বৈধর্ম্ম্য কহে। যেমন পৃথিবীর কঠিনত্ব, শুষ্কত্ব এবং গন্ধবত্ত্বধর্ম্ম জল হইতে বিরুদ্ধ, তদ্রূপ জলের দ্রবত্ব, কোমলত্ব এবং রসগুণবত্ত্ব ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে বিরুদ্ধ।

কারণভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ ॥ বৈঃ। অঃ ৪। আঃ ১। সূঃ ৩ ॥

কারণ হইলেই কার্য্য হইয়া থাকে।

নতু কার্য্যাভাবাৎ কারণাভাবঃ ॥ বৈঃ অঃ ১। আঃ ২। সূঃ ২ ॥

কার্য্যের অভাব হইলে কারণের অভাব হয় না।

কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ। বৈঃ। অঃ ১। আঃ ২। সূঃ ১ ॥

কারণ না হইলে কার্য্য হয় না।

কারণগুণপূর্ব্বকঃ কার্য্যগুণো দৃষ্টঃ ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ২৪ ॥

কারণে যেরূপ গুণ থাকে কার্য্যেও সেই গুণ থাকে। পরিমাণ দুই প্রকার :—

অণুমহদিতি তস্মিন্ বিশেষভাবাদ্বিশেষাভাবচ্চ।

বৈঃ। অঃ ৭। আঃ ১। সূঃ ১১ ॥

(অণু) অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও (মহৎ) অর্থাৎ বৃহৎ। যেমন ত্রসরেণু লিক্ষা (৪ ত্রসরেণু পরিমাণ) হইতে ক্ষুদ্রতর এবং দ্ব্যণুক হইতে বৃহত্তর, এইরূপ পর্ব্বত পৃথিবী হইতে ক্ষুদ্রতর এবং বৃক্ষ হইতে বৃহত্তর।

সদিতি যতো দ্রব্যগুণকর্ম্মসু সা সত্তা ॥ বৈঃ। অঃ ১। আঃ ২। সূঃ ৭ ॥

যে দ্রব্য গুণ এবং কর্ম্মে "সৎ" শব্দ অন্বিত থাকে অর্থাৎ "সদ্দ্রব্যম্—সন্‌গুণঃ—সৎকর্ম্ম"—সৎদ্রব্য, সৎগুণ এবং সৎকর্ম্ম অর্থাৎ বর্ত্তমান কালবাচী শব্দের অন্বয় সকলের সঙ্গেই থাকে।

ভাবোঽনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব। বৈঃ। অঃ ১। আঃ ২। সূঃ ৪ ॥

যাহা সকলের সহিত অনুবর্ত্তমান হইয়া সত্তারূপ ভাব তাহাকে মহাসামান্য বলে।

এই ক্রম ভাবরূপ দ্রব্যের। অভাব পাঁচ প্রকারের।

ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ ॥ বৈঃ। অঃ ৯ ॥ আঃ ১। সূঃ ১ ॥

ক্রিয়া এবং গুণের বিশেষ নিমিত্তের প্রাক্ অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী (অসৎ) অর্থাৎ "না থাকা" কে প্রাগভাব বলে, যেরূপ ঘট ও বস্ত্রাদি উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না। দ্বিতীয়ঃ—

সদসৎ ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ১। সূঃ ২ ॥

হইয়া না থাকাকে অর্থাৎ যেরূপ ঘট উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায় উহাকে প্রধ্বংসাভাব বলা যায়। তৃতীয়ঃ—

সচ্চাসৎ ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ১। সূঃ ২ ॥

যাহা হয় এবং না হয় যেরূপ "অগৌরশ্বোঽনশ্বো গৌঃ" অর্থাৎ অশ্ব গো নহে এবং গো অশ্ব নহে; অর্থাৎ অশ্বে গোত্বের এবং গোতে অশ্বত্বের অভাব এবং গোতে গোত্বের এবং অশ্বে অশ্বত্বের ভাব আছে। ইহাকে অন্যোন্যাভাব বলে। চতুর্থঃ—

যচ্চান্যদসদতস্তদসৎ ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ১। সূঃ ৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার অভাব ব্যতিরিক্ত অভাবকে অত্যন্তাভাব বলা যায়। যেরূপ "নরশৃঙ্গ" অর্থাৎ মনুষ্যের শৃঙ্গ, "খপুষ্প" আকাশের ফুল এবং "বন্ধ্যাপুত্র" বন্ধ্যারপুত্র ইত্যাদি। পঞ্চমঃ—

নাস্তি ঘটোগেহ ইতি সতো ঘটস্য গেহসংসর্গপ্রতিষেধঃ ॥
বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ২। সূঃ ১১ ॥

গৃহে ঘট নাই অর্থাৎ অন্যত্র আছে। এ স্থলে গৃহের সঙ্গে ঘটের সম্বন্ধ নাই এই পাঁচ প্রকারকে অভাব বলে।

ইন্দ্রিয়দোষাৎ সংস্কারদোষাচ্চাবিদ্যা ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ২। সূঃ ১১ ॥

ইন্দ্রিয়ের এবং সংস্কারের দোষ হইতে অবিদ্যা উৎপন্ন হয়।

তদ্দুষ্টজ্ঞানম্ ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ২। সূঃ ১১।

দুষ্ট অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানকে অবিদ্যা কহে।

অদুষ্টং বিদ্যা ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ২। সূঃ ১৩ ॥

অতুষ্ট অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানকে বিদ্যা বলা যায়।

পৃথিব্যাদিরূপরসগন্ধস্পর্শা দ্রব্যানিত্যত্বাদনিত্যাশ্চ ॥

বৈঃ। অঃ ৭। আঃ ১। সূঃ ২॥

এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বমুক্তম্ ॥ বৈঃ। অঃ ৭। আঃ ১ সূঃ ৩॥

দ্রব্যসমূহ কার্য্যরূপ পৃথিব্যাদি পদার্থ। তাহাতে রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শ গুণ অনিত্য হওয়াতে অনিত্য। ইহাদিগের কারণ স্বরূপ পৃথিব্যাদি নিত্য দ্রব্যস্থিত গন্ধাদি গুণ নিত্য।

সদকারণবন্নিত্যম্ ॥ বৈঃ। অঃ ৪। আঃ ১। সূঃ ১॥

বিদ্যমান হইয়া কারণরহিত হইলে উহাকে নিত্য কহে; অর্থাৎ "সংকারণবদনিত্যম্" কারণবিশিষ্ট কার্য্যস্বরূপ গুণকে অনিত্য কহিয়া থাকে।

অস্যেদং কার্য্যং কারণং সংযোগি বিরোধি সমবায়িচেতি লৈঙ্গিকম্ ॥

বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ২। সূঃ ১॥

ইহা ইহার কার্য্য অথবা কারণ এইরূপ সমবায়ি, সংযোগি, একার্থসমবায়ি এবং বিরোধি এই চারি প্রকার লৈঙ্গিক অর্থাৎ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ হইতে জ্ঞান হয়। "সমবায়ি" যেমন আকাশ পরিমাণ বিশিষ্ট; "সংযোগি" যেমন শরীর ত্বক্‌বিশিষ্ট ইত্যাদির নিত্যসংযোগবিশিষ্ট; "একার্থসমবায়ি" এক অর্থে দুইএর থাকা, যেমন কার্য্যরূপ স্পর্শ, কার্য্যের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক; "বিরোধি" যেমন ভূতবৃষ্টি ভাবিবৃষ্টির বিরোধ লিঙ্গ। ব্যাপ্তি :—

নিয়ত ধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ ॥ নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ ॥

আধেয় শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ ॥ সাংখ্যপ্রবচনে ॥

অঃ ৫। সূঃ ২৯।৩১।৩২ ॥

যাহা সাধ্যসাধন অর্থাৎ সিদ্ধ করিবার যোগ্য এবং যাহা হইতে সিদ্ধ করা যায়, এই দুইএর অথবা এক সাধন মাত্রের নিশ্চিত ধর্ম্মের যে সহচর হয় উহাকে ব্যাপ্তি কহে; যেমন ধূম অগ্নির সহচর।২৯। ব্যাপ্য ধূমের নিজশক্তি হইতে যাহা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যখন ধূম দেশান্তরে নীত হয় তখন অগ্নিযোগ ব্যতিরেকে স্বয়ং অবস্থান করে; উহাকে ব্যাপ্তি কহে অর্থাৎ অগ্নির ছেদন, ভেদন এবং সামর্থ্য হইতে জলাদি পদার্থ ধূমরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। ৩১। মহত্ত্বাদিতে প্রকৃত্যাদির ব্যাপকতা এবং বুদ্ধ্যাদিতে ব্যাপ্যতা ধর্ম্মের সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি কহে; যেমন শক্তি আধেয়রূপ এবং শক্তিমান আধাররূপ সম্বন্ধ। ৩২॥ ইত্যাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিদ্বারা পরীক্ষা করতঃ পড়িতে ও পড়াইতে হইবে। অন্যথা বিদ্যার্থীর কখন সত্যবোধ হইতে পারে না। যে যে গ্রন্থ পড়াইবে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উহার পরীক্ষা করতঃ সত্য বলিয়া বিবেচনা করিলে উক্ত গ্রন্থ সকল পড়াইবে। উক্ত পরীক্ষার বিরুদ্ধ হইলে তাদৃশ গ্রন্থ পড়িবে না এবং পড়াইবে না। কারণ :—

লক্ষণ প্রমাণাভ্যাং বস্তুসিদ্ধিঃ।

লক্ষণ, যেরূপ "গন্ধবতী পৃথিবী"। গন্ধবতী হওয়া পৃথিবীর লক্ষণ এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা সত্যাসত্যের এবং পদার্থের নির্ণয় হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া কিছুই নয়।

অথ পঠনপাঠনবিধিঃ ॥

এক্ষণে পঠন এবং পাঠনের রীতি লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ পাণিনিমুনিকৃত শিক্ষা যাহা সূত্ররূপ আছে উহার রীতি অর্থাৎ এই অক্ষরের এই স্থান, এই প্রযত্ন এবং এই করণ, যেমন "প" ইহার স্থান ওষ্ঠ, স্পৃষ্ট, প্রযত্ন, প্রাণ এবং জিহ্বাক্রিয়াকে করণ বলে। এইরূপ যথাযোগ্য সমুদয় অক্ষরের উচ্চারণ বিষয়ে মাতা, পিতা এবং আচার্য্য শিক্ষা দিবেন। তারপর ব্যাকরণ অর্থাৎ প্রথম অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র সকল পাঠ করিতে হইবে। যেমন প্রথমতঃ "বৃদ্ধিরাদৈচ্" পরে "পদচ্ছেদ" যথা "বৃদ্ধিঃ আৎ ঐচ্ বা আদৈচ্"; পরে "সমাস" যেমন "আচ্চ ঐচ্চ আদৈচ্" এবং "অর্থ" যেমন "আদৈচাং বৃদ্ধিসংজ্ঞা ক্রিয়তে" অর্থাৎ আ, ঐ, ঔ ইহাদিগের বৃদ্ধি সংজ্ঞা হইয়া থাকে। "তঃ পরোযস্মাৎ স তপরঃ, তাদপি পরস্তপরঃ" তকার যাহার পরে থাকে অথবা যাহা তকারের পর থাকে উহাকে তপর বলা যায়। ইহাতে এই সিদ্ধ হইতেছে আকারের পর ত্ এবং ত্ এর পরে ঐচ্ এই উভয়ই তপর। তপর ইহার প্রয়োজন এই যে হ্রস্ব এবং প্লুতের বৃদ্ধিসংজ্ঞা হইল না। উদাহরণ (ভাগঃ); এই স্থলে ভজ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হইল এবং ঘ্ ও ঞ্ এই উভয়ের ইৎ সংজ্ঞা হওয়াতে উহাদের লোপ হইল। পশ্চাৎ "ভজ্+অ" এই আকৃতির ভকারের পরস্থিত এবং জকারের পূর্ব্বস্থিত অকারের বৃদ্ধিসংজ্ঞক আকার হইল। এক্ষণে "ভাজ্" এই আকৃতির জ্ স্থানে গ্ হইয়া অকারের সহিত মিলিত হইয়া "ভাগঃ" এইরূপ প্রয়োগ হইল। "অধ্যায়ঃ" এইস্থলে অধিপূর্ব্বক "ইঙ্" ধাতুর ই স্থানে ঘঞ্ প্রত্যয় পরে বৃদ্ধি হইয়া "ঐ" হইল এবং উহার স্থানে আয়্ হইয়া মিলিত হইয়া "অধ্যায়ঃ" হইল। "নায়কঃ" এই স্থলে "নীঞ্" ধাতুর ঈ স্থানে "ণ্বুল্" প্রত্যয় পরে বৃদ্ধি হওয়াতে "ঐ" হইল এবং পরে "আয়্" হইয়া মিলিত হইয়া "নায়কঃ" হইল। "স্তাবকঃ" স্তুধাতুর উত্তর "ণ্বুল্" প্রত্যয় হইয়া উ স্থানে বৃদ্ধি হইয়া "ঔ" এবং পরে "আব্" হইয়া আকারের সহিত মিলিত হইয়া "স্তাবকঃ" হইল। (কৃঞ্) ধাতুর উত্তর "ণ্বুল্" প্রত্যয় হইয়া ল্ ইহার ইৎ সংজ্ঞা হওয়াতে লোপ হইল এবং "বু" স্থানে অক আদেশ হইয়া এবং ঋকারের বৃদ্ধি "আর্" হইয়া "কারকঃ" পদ সিদ্ধ হইল। যে যে সূত্র পূর্ব্বের ও পরের প্রয়োগে ব্যবহৃত হয় উহার সমস্ত কার্য্য ব্যাখ্যা করিতে থাকিবে। প্রস্তরফলকে অথবা কাষ্ঠফলকে এইরূপ লিখিয়া দেখাইতে হইবে; যেমন—"ভজ্+ঘঞ্+সু" এইরূপ লিখিয়া প্রথমে ঘকারের এবং পরে ঞকারের লোপ করিয়া "ভজ্+অ+সু" এইরূপ রহিবে। পরে অকারের বৃদ্ধি "আ" এবং "জ্" স্থানে "গ" হইয়া "ভাগ্+অ+সু" এইরূপ রহিবে। পুনরায় অকার মিলিত হওয়ায় "ভাগ+সু"

এইরূপ থাকিবে। এক্ষণে "উ"কারের ইৎ সংজ্ঞা হওয়াতে এবং "স" স্থানে "রু" হওয়াতে উকারের লোপ হইয়া "ভাগর্" এইরূপ হইবে। এক্ষণে রেফের স্থানে (ঃ) বিসর্গ হইয়া "ভাগঃ" এইরূপ সিদ্ধ হইল। যে যে কার্য্য হয় উহা পড়াইয়া এবং লিখাইয়া কার্য্য করিতে থাকিবে। এইরূপে পাঠ ও পাঠনা করিলে অতি শীঘ্র দৃঢ় বোধ জন্মে। একবার এই প্রকারে অষ্টাধ্যায়ী পড়াইয়া অর্থ সহিত ধাতুপাঠ এবং দশ লকারের রূপ এবং প্রক্রিয়া সহিত প্রথমতঃ সূত্র সকলের উৎসর্গ অর্থাৎ সামান্য সূত্র (যেমন "কর্ম্মণ্যণ্"—কর্ম্ম উপপদবিশিষ্ট ধাতু মাত্রেরই উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়, যথা কুম্ভকারঃ) এবং পশ্চাৎ অপবাদ সূত্র (যেমন "আতোঽনুপসর্গে কঃ"উপসর্গ ভিন্ন কর্ম্ম উপপদ বিশিষ্ট আকারান্ত ধাতুর উত্তর "ক" প্রত্যয় হইবে) পড়াইতে হইবে। বহু ব্যাপক উৎসর্গ সূত্র, যেরূপ কর্ম্ম উপপদ বিশিষ্ট হইলে সকল ধাতুর উত্তর "অণ্" প্রত্যয় হইবে, ইহা হইতে অপবাদ সূত্র বিশেষ অর্থাৎ অল্পবিষয়। উক্ত পূর্ব্বসূত্রের (কর্ম্মণ্যণ্) বিষয় হইতে আকারান্ত ধাতু সকল "ক" প্রত্যয়ের দ্বারা গৃহীত হইল। উৎসর্গ সূত্রের বিষয় মধ্যে অপবাদ সূত্রের যেরূপ প্রবৃত্তি হয়, তদ্রূপ অপবাদ সূত্রের বিষয় মধ্যে উৎসর্গ সূত্রের প্রবৃত্তি হয় না। যেরূপ চক্রবর্ত্তী রাজার রাজ্য মধ্যে মাণ্ডলিক ও ভূস্বামীদিগের প্রবৃত্তি হয়, তদ্রূপ মাণ্ডলিক রাজাদির রাজ্যমধ্যে চক্রবর্ত্তীর প্রবৃত্তি হয় না। এই প্রকারে পাণিনি মহর্ষি এক সহস্র শ্লোক মধ্যে সমস্ত শব্দ ও অর্থ সম্বন্ধীয় বিদ্যা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। ধাতু পাঠের পর উণাদিগণ পড়াইয়া সমস্ত সুবন্ত বিষয়ে উত্তমরূপ ধারণা করাইয়া দ্বিতীয়বার শঙ্কা, সমাধান, বার্ত্তিক, এবং কারিকা পরিভাষার চালনা করিয়া পুনরায় অষ্টাধ্যায়ীর দ্বিতীয় অনুবৃত্তি পড়াইবে। তদনন্তর মহাভাষ্য পড়াইবে। অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ পুরুষার্থী নিষ্কপটী বিদ্যার্থী নিত্যপাঠ করতঃ দেড় বর্ষের মধ্যে অষ্টাধ্যায়ী এবং অপর দেড় বর্ষের মধ্যে মহাভাষ্য পড়িয়া এই তিন বর্ষের মধ্যে পূর্ণ বৈয়াকরণ হইয়া বৈদিক এবং লৌকিক শব্দ সমূহের ব্যাকরণ হইতে অন্য শাস্ত্রের পাঠাদি করিতে অতি শীঘ্র এবং সহজে সমর্থ হইবে। কিন্তু ব্যাকরণে যেরূপ পরিশ্রম হয়, অন্য শাস্ত্র বিষয়ে ততদূর আবশ্যক হয় না। তিন বৎসর মধ্যে পাণিনীয় ব্যাকরণ হইতে যতদূর জ্ঞান জন্মে, কুগ্রন্থ অর্থাৎ সারস্বত, চন্দ্রিকা, কৌমুদী, মনোরমাদি পড়িয়া পঞ্চাশ বর্ষেও তাদৃশ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। কারণ মহাপ্রাণ মহর্ষিগণ সহজ ভাবে নিজ গ্রন্থ সমূহে যে সকল মহদ্বিষয় প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন, ক্ষুদ্রাশয় মনুষ্যগণ তাহাদিগের কল্পিত গ্রন্থে তদ্রূপ কিরূপে করিতে পারিবে? মহর্ষিদের আশয় যতদূর হইতে পারে সুগম এবং উহা গ্রহণ করিতে অল্প সময়ের প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্রাশয় লোকদিগের অভিপ্রায় এইরূপ হইয়া থাকে যে যতদূর সাধ্য ততদূর কঠিন রচনা করা। উহা হইতে অতি পরিশ্রমে পাঠ করিয়াও পাহাড় খনন করিয়া কপর্দ্দক লাভ হওয়ার ন্যায় অতি অল্প লাভ হয়। এক ডুব দিয়াই বহুমূল্য মুক্তা লাভের ন্যায় আর্যগ্রন্থ পাঠ বুঝিতে হইবে। ব্যাকরণ পাঠের পর ছয় অথবা আট মাসের মধ্যে যাস্কমুনিকৃত নিঘণ্টু এবং নিরুক্ত অর্থ করিয়া পড়িবে এবং পড়াইবে। অন্য নাস্তিককৃত অমরকোষাদিতে অনেক বৎসর বৃথা নষ্ট করিবে না। তদনন্তর পিঙ্গলাচার্য্য-কৃত ছন্দোগ্রন্থ পাঠ করিবে। ইহাতে বৈদিক এবং লৌকিক ছন্দের পরিজ্ঞান হইবে এবং নবীন রচনা ও শ্লোক প্রস্তুত করিবার রীতিও শিক্ষিত হইবে। এই গ্রন্থ এবং শ্লোক-রচনা ও প্রস্তার চারিমাসে শিখিয়া স্বয়ং পড়িতে এবং পড়াইতে সমর্থ হইবে। বৃত্তরত্নাকারাদি অল্পবুদ্ধি প্রকল্পিত

গ্রন্থে অনেক বৎসর বৃথা ব্যয় করিবে না। তদনন্তর মনুস্মৃতি, বাল্মীকীয় রামায়ণ এবং মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত বিদুরনীতি প্রভৃতি যে সকল প্রবন্ধ হইতে দুষ্ট ব্যসন দূরীভূত হয় এবং উত্তমতা ও সভ্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাদৃশ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রকরণ কাব্যরীতি অনুসারে পাঠ করিবে। অর্থাৎ পদচ্ছেদ পদার্থোক্তি, অন্বয়, বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ভাবার্থ অধ্যাপকেরা জ্ঞাপন করিবেন এবং বিদ্যার্থিগণ বুঝিয়া এক বৎসর মধ্যে পাঠ করিয়া লইবেন। তৎপশ্চাৎ পূর্ব্বমীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, যোগ, সাংখ্য এবং বেদান্ত ইত্যাদি যতদূর সম্ভব ঋষিকৃত ব্যাখ্যা সহিত অথবা উত্তম বিদ্বান্ লোকদের সরল ব্যাখ্যাযুক্ত এই ছয় শাস্ত্র পাঠ করিবে এবং পাঠ করাইবে। পরন্তু বেদান্তসূত্র পড়িবার পূর্ব্বে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক এই দশ উপনিষদ্ পড়িয়া ছয় শাস্ত্রের ভাষ্যবৃত্তি সহিত সূত্র সকল দুই বর্ষের মধ্যে পড়াইবে এবং পড়িবে। তৎপশ্চাৎ ছয় বর্ষের মধ্যে চারি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ঐতরেয়, শতপথ, সাম এবং গোপথ ব্রাহ্মণের সহিত চারি বেদের স্বর, শব্দ, অর্থ, সম্বন্ধ এবং ক্রিয়া সহিত পাঠন করা উচিত। এতদ্বিষয়ে প্রমাণ :—

স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্। যোঽর্থজ্ঞ ইৎসকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা ॥ নিরুক্ত ১। ১৮ ॥

যিনি বেদের স্বর এবং পাঠমাত্র অর্থ বুঝিতে না পারেন তিনি বৃক্ষ যেরূপ শাখা, পত্র, ফুল ও ফলের এবং শস্য যেরূপ ধান্যাদির ভার বহন করে তদ্রূপ "ভারবহ" অর্থাৎ ভারবহনকর্ত্তা হইয়া থাকেন এবং যিনি বেদপাঠ করেন এবং উহার যথাবৎ অর্থ বুঝিতে পারেন, তিনি সম্পূর্ণ আনন্দ অনুভব করতঃ দেহান্তের পর জ্ঞানবশতঃ পাপশূন্য হইয়া ধর্ম্মাচরণের বলে সর্ব্বানন্দ প্রাপ্ত হয়েন।

উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥ ঋঃ। মঃ ১০। সূঃ ৭১। মং ৪ ॥

লোক অবিদ্বান্ হইলে শুনিয়াও শুনে না, দেখিয়াও দেখে না এবং বলিয়াও বলে না। অর্থাৎ অবিদ্বান্ লোক শাস্ত্র-বাক্যের রহস্য জানিতে পারে না। কিন্তু যিনি শব্দ, অর্থ এবং সম্বন্ধ জানেন, বিদ্যা তাঁহারই জন্য প্রকাশিত হয়। যেমন স্ত্রী নিজ পতিকে কামনা করতঃ সুন্দর বস্ত্র ও বিভূষণে ভূষিত হইয়া পতির সমক্ষে নিজ শরীর এবং স্বরূপের প্রকাশ করে, তদ্রূপ বিদ্যাও বিদ্বানের সমক্ষে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, অবিদ্বানের সমক্ষে করে না।

ঋচো অক্ষরে পরমেব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ঋঃ। মঃ ১। সূঃ ১৬৪। মং ৩৯ ॥

যে ব্যাপক অবিনাশী সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমেশ্বরে সমস্ত বিদ্বান্ এবং পৃথিবী ও সূর্য্য আদি সমস্ত লোক অবস্থিত এবং যিনি সকল বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য, যিনি সেই ব্রহ্মকে জানেন না সে ঋগ্বেদাদি হইতে কিছু সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে? কখনই নহে। কিন্তু যিনি বেদপাঠ করিয়া ধর্ম্মাত্মা এবং যোগী হইয়া উক্ত

ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনিই সমস্ত পরমেশ্বরে স্থিত হইয়া মুক্তিরূপী পরমানন্দ লাভ করেন। এইজন্য যাহা কিছু পাঠ এবং পাঠনা করিবে, তৎসমুদয়ই অর্থজ্ঞানের সহিত করা কর্ত্তব্য। এইরূপ সমস্ত বেদ পাঠ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষি প্রণীত বৈদ্যক শাস্ত্রসকল উহাদিগের অর্থ, ক্রিয়া, শস্ত্র, ছেদন, ভেদন, লেপ, চিকিৎসা, নিদান, ঔষধ, পথ্য, শরীর, দেশ, কাল এবং বস্তুগুণ উত্তমরূপে বুঝিয়া চারি বৎসরের মধ্যে পড়িয়া লইবে এবং পড়াইবে। তদনন্তর ধনুর্ব্বেদ অর্থাৎ রাজ-সম্বন্ধীয় ক্রিয়ার জ্ঞান আবশ্যক। ইহার দুই ভেদ। প্রথমতঃ রাজপুরুষসম্বন্ধীয় এবং দ্বিতীয়তঃ প্রজাসম্বন্ধীয়। রাজকার্য্য মধ্যে সমস্ত সেনার যিনি অধ্যক্ষ হইবেন তিনি শস্ত্রাস্ত্রবিদ্যা এবং নানা প্রকার ব্যূহরচনা (যাহাকে আজকাল কুচ-কাওয়াজ বলে) অর্থাৎ শত্রুর সহিত যুদ্ধকালীন যেরূপ ক্রিয়া আবশ্যক উহা সম্যক্‌রূপে শিখিবেন এবং প্রজাপালনের ও প্রজাবৃদ্ধিকরণের রীতি যথাবৎ শিখিয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাগণকে সুখে রাখিবার, দুষ্টের যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করিবার এবং শ্রেষ্ঠ লোকদিগের পালন করিবার সকল প্রকার নিয়ম ও রীতি শিখিয়া লইবেন। দুই বৎসরের মধ্যে এই রাজবিদ্যা শিখিয়া পরে গান্ধর্ব্ব বেদ শিখিতে হইবে। ইহাকে গান বিদ্যা বলে ; উহাতে স্বর, রাগ, রাগিণী, সময়, তাল, গ্রাম, তান, বাদিত্র, নৃত্য ও গীত আদি যথাবৎ শিখিবে। পরন্তু প্রধানতঃ সামবেদের গান, বাদিত্র বাদনপূর্ব্বক শিখিবে এবং নারদসংহিতাদি আর্যগ্রন্থসমূহ পড়িয়া লইবে। পরন্তু লম্পট ও বেশ্যাদিগের ন্যায় এবং বিষয়াসক্তিকারক বৈরাগীদিগের গর্দ্দভশব্দবৎ বৃথা আলাপ করিবে না। পরে অর্থবেদের অর্থাৎ যাহাকে শিল্পবিদ্যা কহে, তাহার পদার্থগুণবিজ্ঞান, ক্রিয়া, কৌশল, নানাবিধ পদার্থ নির্ম্মাণ এবং পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত বিষয় সম্বন্ধীয় বিদ্যা যথাবৎ শিখিয়া অর্থ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিকরী বিদ্যা শিক্ষা করতঃ দুই বৎসরের মধ্যে জ্যোতিষ্ শাস্ত্র সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি (যাহাতে বীজগণিত, অঙ্ক, ভূগোল, খগোল এবং ভূগর্ভবিদ্যার বিষয় লিখিত আছে) উহা যথাবৎ শিখিবে। তৎপশ্চাৎ সকল প্রকার হস্তক্রিয়া ও যন্ত্রকলা প্রভৃতি শিখিবে। পরন্তু গ্রহ, নক্ষত্র, জন্মপত্র, রাশি এবং মুহূর্ত্ত আদি ফল বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ আছে তৎসমুদয় মিথ্যা বুঝিয়া কখনও পাঠ বা পাঠন করিবে না। বিদ্যার্থী এবং অধ্যাপক এরূপ প্রযত্ন করিবেন যে, ২০ বা ২১ বর্ষের মধ্যে সমগ্র বিদ্যা এবং উত্তম শিক্ষা লাভ করতঃ মনুষ্যগণ কৃতকৃত্য হইয়া সদা আনন্দে অবস্থান করিতে পারে। উক্ত রীতি অনুসারে যতদূর বিদ্যালাভ হইতে পারে, অন্য কোন প্রকারে শতবর্ষেও ততদূর বিদ্যালাভ হইতে পারে না।

ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন এই যে, ঋষিগণ অতিশয় বিদ্বান্, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ এবং ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। অনৃষি অর্থাৎ যাঁহারা অল্পশাস্ত্রপাঠী এবং যাঁহাদিগের আত্মা পক্ষপাতবিশিষ্ট তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ তাঁহাদিগেরই স্বভাবানুরূপ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে মীমাংসার উপর ব্যাসমুনিকৃত ব্যাখ্যা, বৈশেষিকের উপর গৌতমমুনিকৃত ব্যাখ্যা, ন্যায় সূত্রের উপর বাৎস্যায়ন মুনিকৃত ভাষ্য, পতঞ্জলিমুনিকৃত সূত্রের উপর ব্যাসমুনিকৃত ভাষ্য, কপিলমুনিকৃত সাংখ্যসূত্রের উপর ভাগুরিমুনিকৃত ভাষ্য এবং ব্যাসমুনিকৃত বেদান্তসূত্রের উপর বাৎস্যায়ন মুনিকৃত ভাষ্য অথবা বৌদ্ধায়ন মুনিকৃত যে ভাষ্য বৃত্তি আছে তাহা পড়িবে এবং পড়াইবে। এই সকল সূত্রের কল্প ও অঙ্গের মধ্যেও গণনা করিতে হইবে। যেরূপ ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব্ব এই চারি বেদ ঈশ্বরকৃত, তদ্রূপ ঐতরেয়, শতপথ, সাম ও গোপথ এই চারি ব্রাহ্মণ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিঘণ্টু,

নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসাদি ছয় শাস্ত্র বেদের উপাঙ্গ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং অর্থবেদ এই চারি বেদের উপবেদ ইত্যাদি সমস্ত ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ। ইহাতেও যাহা যাহা বেদবিরুদ্ধ বোধ হইবে, তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ বেদ ঈশ্বরকৃত বলিয়া উহা অভ্রান্ত "স্বতঃ প্রমাণ"; অর্থাৎ বেদের প্রমাণ বেদই জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণাদি সমস্ত গ্রন্থ "পরতঃ প্রমাণ" অর্থাৎ উহার প্রমাণ বেদাধীন। বেদের বিশেষ ব্যাখ্যা ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকাতে দেখিয়া লইবেন এবং এই গ্রন্থের পরেও লিখিত হইবে।

পরিত্যাজ্য গ্রন্থেরও সংক্ষেপতঃ পরিগণনা করা যাইতেছে, অর্থাৎ নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়া লইবে। ব্যাকরণ সম্বন্ধে কাতন্ত্র, সারস্বত, চন্দ্রিকা, মুগ্ধবোধ, কৌমুদী, শেখর এবং মনোরমাদি। কোষ সম্বন্ধে অমরকোষাদি। ছন্দোগ্রন্থ সম্বন্ধে বৃত্তরত্নাকরাদি। শিক্ষা সম্বন্ধে "অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি পাণিনীয়মতং যথা" ইত্যাদি। জ্যোতিষ সম্বন্ধে শীঘ্রবোধ ও মুহূর্ত্তচিন্তামণি প্রভৃতি। কাব্য মধ্যে নায়কাভেদ, কুবলয়ানন্দ, রঘুবংশ, মাঘ, ও কিরাতার্জুনীয়াদি। মীমাংসা সম্বন্ধে ধর্ম্মসিন্ধু ও ব্রতার্কাদি। বৈশেষিক সম্বন্ধে তর্কসংগ্রহাদি। ন্যায় সম্বন্ধে জাগদীশী প্রভৃতি। যোগ বিষয়ে হঠপ্রদীপিকাদি। সাংখ্য বিষয়ে সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি। বেদান্ত বিষয়ে যোগবাশিষ্ঠ ও পঞ্চদশ্যাদি। বৈদ্যক বিষয়ে শার্ঙ্গধরাদি। স্মৃতিগ্রন্থ মধ্যে মনুস্মৃতিই উত্তম; কিন্তু উহাতেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পরিত্যাজ্য। অন্য সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থ, সমস্ত তন্ত্র গ্রন্থ, সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ, তুলসীদাসকৃত ভাষারামায়ণ, রুক্মিণীমঙ্গলাদি এবং সমস্ত ভাষাগ্রন্থ কেবল কপোলকল্পিত এবং মিথ্যা গ্রন্থ জানিবে।

প্রশ্ন—এই সকল গ্রন্থে কি কিছুই সত্য নাই?

উত্তর—অল্প সত্য আছে বটে, কিন্তু উহার সহিত অধিক অসত্য মিশ্রিত আছে; এইজন্য "বিষসংপৃক্তান্নবৎ ত্যাজ্যাঃ" বিষ সংযুক্ত অত্যুত্তম অন্নের ন্যায় উহা পরিত্যাজ্য গ্রন্থ।

প্রশ্ন—আপনি পুরাণ এবং ইতিহাস কি মানেন না?

উত্তর—হাঁ মানি, কিন্তু সত্যই মানি, পরন্তু মিথ্যাকে মানি না।

প্রশ্ন—কি সত্য এবং কি মিথ্যা?

উত্তর—ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি
কল্পান্ গাথা নারাশংসীরিতি—

ইহা গৃহ্য সূত্রাদির বচন। যে সকল ঐতরেয় ও শতপথাদি ব্রাহ্মণ লিখিত হইয়াছে উহারই ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী এই পাঁচ নাম। শ্রীমদ্‌ভাগবতাদির নাম পুরাণ নহে।

প্রশ্ন—ত্যাজ্য গ্রন্থের মধ্যে যে সকল সত্য আছে উহা কি গ্রহণ করেন না?

উত্তর—উহাতে যে সকল সত্য আছে, তাহা বেদাদি সত্য শাস্ত্রস্থিত এবং যে সকল মিথ্যা আছে উহা স্বকপোলকল্পিত। বেদাদি সত্য শাস্ত্র স্বীকার করিলেই সমস্ত সত্য গ্রহণ হইল। কেহ উক্ত মিথ্যা গ্রন্থ হইতে সত্য গ্রহণ করিতে গেলে মিথ্যাও তাহার গলায় বিঁধিয়া যাইতে পারে। এইজন্য অসত্যমিশ্রং সত্যং দূরতস্ত্যাজ্যমিতি" অসত্যযুক্ত গ্রন্থস্থিত সত্য বিষযুক্ত অন্নের ন্যায় পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন—আপনার মত কি?

উত্তর—বেদ অর্থাৎ বেদে যাহা গ্রহণ করিবার ও পরিত্যাগ করিবার শিক্ষা আছে উহারই আমি গ্রহণ এবং পরিত্যাগ স্বীকার করি। বেদ আমার মাননীয় এবং বেদই আমার মত। এইরূপ স্বীকার করিয়া সকল মনুষ্যের এবং বিশেষতঃ আর্য্যদিগের একমত হইয়া থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন—সত্যা সত্যের মধ্যে এবং দুই গ্রন্থের মধ্যে যেরূপ পরস্পর বিরোধ আছে, তদ্রূপ অন্যশাস্ত্রেও দেখা যায়। সৃষ্টি বিষয়ে ছয় শাস্ত্রেরই বিরোধ আছে—যেমন মীমাংসামতে কর্ম্ম হইতে, বৈশেষিক মতে কাল হইতে, ন্যায় মতে পরমাণু হইতে, যোগমতে পুরুষার্থ হইতে, সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে এবং বেদান্তমতে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি স্বীকৃত হয়। ইহা কি বিরোধ নহে?

উত্তর—প্রথমতঃ সাংখ্য এবং বেদান্ত ব্যতিরেকে অপর চারি শাস্ত্রে সৃষ্টির উৎপত্তি বিষয়ে প্রসিদ্ধভাবে কিছুই লিখিত হয় নাই। এবিষয়ে কুত্রাপি বিরোধ নাই। তোমার বিরোধাবিরোধের জ্ঞান নাই। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বিরোধ কোন্ স্থলে হইয়া থাকে? এক বিষয়ে অথবা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে?

প্রশ্ন—এক বিষয়ে অনেকের পরস্পর বিরুদ্ধ কথন হইলে উহাকে বিরোধ কহে। এস্থলে সৃষ্টি এক বিষয়।

উত্তর—বিদ্যা এক অথবা দুই? এক হইলে ব্যাকরণ, বৈদ্যক, জ্যোতিষাদির কেন ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হইয়া থাকে? যেরূপ এক বিদ্যা বিষয়ে বিদ্যার নানা অবয়বের পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপাদন হয় তদ্রূপ সৃষ্টি বিদ্যার ছয় অবয়বের প্রতিপাদন করাতে শাস্ত্র সমূহ মধ্যে কোনরূপ বিরোধ হইতে পারে না। ঘট নির্ম্মাণ বিষয়ে যেরূপ কর্ম্ম, সময়, মৃত্তিকা, বিচার, সংযোগ ও বিয়োগাদির পুরুষার্থ প্রকৃতির গুণ এবং কুম্ভকার কারণ হয়, এইরূপ সৃষ্টি বিষয়ে কর্ম্ম কারণের ব্যাখ্যা মীমাংসায়, সময় কারণের ব্যাখ্যা বৈশেষিকে, উপাদান কারণের ব্যাখ্যা ন্যায়ে, পুরুষার্থের ব্যাখ্যা যোগে, ক্রমানুসারে তত্ত্বপরিগণনের ব্যাখ্যা সাংখ্যে, এবং নিমিত্ত কারণ পরমেশ্বরের ব্যাখ্যা বেদান্ত শাস্ত্রে। ইহাতে কোনরূপ বিরোধ নাই। বৈদ্যক শাস্ত্রে যেরূপ নিদান, চিকিৎসা, ঔষধদান এবং পথ্য প্রকরণ ভিন্ন ভিন্ন কথিত আছে, পরন্তু রোগনিবৃত্তিই সকলের সিদ্ধান্ত; তদ্রূপ সৃষ্টি বিষয়ে ছয় কারণ তাহার এক এক শাস্ত্রকার এক এক কারণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই জন্য, ইহাতে কোনরূপ বিরোধ নাই। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা সৃষ্টি প্রকরণে কথিত হইবে।

বিদ্যা পাঠের এবং পাঠনে বিঘ্ন সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে। যেমন কুসঙ্গ—দুষ্ট বিষয়ী লোকের সহবাস, দুষ্ট ব্যসন—মদ্যাদি সেবন ও বেশ্যাগমনাদি, বাল্যাবস্থায় বিবাহ, ২৫ বর্ষের পূর্ব্বে পুরুষের এবং ১৬ বর্ষের পূর্ব্বে স্ত্রীর বিবাহ; সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য না হওয়া; রাজা, পিতা, মাতা, এবং বিদ্বান্দিগের প্রতি এবং বেদাদিশাস্ত্রের প্রচার বিষয়ে অনুরক্ত না হওয়া; অতিভোজন, অতিজাগরণ; এবং পঠন ও পাঠনবিষয়ে পরীক্ষা দেওয়া বা লওয়াতে আলস্য বা কপটতা; সর্ব্বোপরি বিদ্যালাভকে না বুঝা; ব্রহ্মচর্য্য হইতে বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, আরোগ্য এবং রাজ্যধনের বৃদ্ধি স্বীকার না করা; ঈশ্বরের ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া অন্য পাষাণাদি জড়মূর্ত্তির দর্শনে এবং পূজনে ব্যর্থ সময় অতিবাহিত করা; মাতা, পিতা, অতিথি, আচার্য্য এবং বিদ্বান্দিগের সত্য মূর্ত্তি ভাবিয়া সেবা ও সৎকার না করা; বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্র, তিলক, কণ্ঠী, মালাধারণ এবং একাদশী, ত্রয়োদশী

আদি ব্রতানুষ্ঠান করা; কাশ্যাদি তীর্থ, রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, শিব, ভগবতী, গণেশাদির নাম স্মরণে পাপ নাশ হইবে এরূপ বিশ্বাস; পাষণ্ডদিগের উপদেশানুসারে বিদ্যাপাঠে অশ্রদ্ধা; বিদ্যা, ধর্ম্ম, যোগ এবং পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতিরেকে মিথ্যা পুরাণ নামক ভাগবতাদি কথা দ্বারা মুক্তি স্বীকার করা; লোভ বশতঃ ধনাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যাবিষয়ে প্রীতি পরিত্যাগ এবং ইতস্ততঃ ব্যর্থ পর্য্যটনাদি—এই সকল মিথ্যা ব্যবহারে আসক্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য এবং বিদ্যালাভে বঞ্চিত হইয়া লোক রোগী এবং মূর্খ হইয়া পড়ে।

আধুনিক সম্প্রদায়ী লোক এবং স্বার্থপর ব্রাহ্মণ অন্য লোকদিগকে বিদ্যা এবং সৎসঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় জালে আবদ্ধ করে এবং উহাদিগের শরীর, মন এবং ধন বিনষ্ট করিয়া দেয়। তাহারা আশঙ্কা করে যে, ক্ষত্রিয়াদিবর্ণ শাস্ত্র পাঠের দ্বারা বিদ্বান্ হইলে তাহাদিগের জাল হইতে নির্গত হইবে এবং তাহাদের চাতুরী বুঝিতে পারিলে অপমান করিবে। রাজা এবং প্রজা এই সকল বিঘ্ন দূর করিয়া নিজ বালক ও বালিকাদিগকে বিদ্বান্ করিবার জন্য দেহ, মন ও ধন দ্বারা চেষ্টা করিবেন।

প্রশ্ন—স্ত্রী এবং শূদ্রও কি বেদপাঠ করিবে? ইহারা বেদপাঠ করিলে আমরা কি করিব? ইহাদিগের পাঠের জন্য শাস্ত্রে প্রমাণও নাই। বরং এই নিষেধ আছে:—

স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়াতামিতি শ্রুতেঃ॥

স্ত্রী এবং শূদ্র পাঠ করিবে না। ইহা শ্রুতি।

উত্তর—সমস্ত স্ত্রী পুরুষের অর্থাৎ মনুষ্য মাত্রেরই পড়িবার অধিকার আছে। তুমি কূপমণ্ডূক এবং উক্ত শ্রুতি তোমার স্বকপোলকল্পিত মাত্র। উহা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। সকল মনুষ্যের বেদাদি শাস্ত্র পড়িবার এবং শুনিবার অধিকার বিষয়ে প্রমাণ যজুর্ব্বেদের ২৬ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রে আছে:—

যথেমাং বাচং কল্যাণী মাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়।

যজুঃ অঃ ২৬। ২॥

পরমেশ্বরের উক্তি এই যে (যথা) যেমন আমি (জনেভ্যঃ) সকল মনুষ্যের জন্য (ইমাম্) এই (কল্যাণীং) কল্যাণকারিণী অর্থাৎ সংসার এবং মুক্তির সুখদায়িনী (বাচম্) ঋগ্বেদাদি চারি বেদের বাণী (আ, বদানি) উপদেশ দিতেছি তদ্রূপ তুমিও অনুষ্ঠান করিবে। যদি কেহ এস্থলে প্রশ্ন করেন যে এস্থলে জন শব্দে "দ্বিজ"কে গ্রহণ করা আবশ্যক, কারণ স্মৃত্যাদি গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরই বেদপাঠের অধিকার লিখিত হইয়াছে এবং স্ত্রী শূদ্রাদির অধিকার লিখিত নাই।

ইহার উত্তর—(ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাম্) ইত্যাদি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, পরমেশ্বর স্বয়ং কহিতেছেন যে "আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, (অর্য্যায়) বৈশ্য, (শূদ্রায়) শূদ্র, (স্বায়) নিজ ভৃত্য ও স্ত্রীলোক এবং (অরণায়) অতিশূদ্রদিগের জন্যও বেদের প্রকাশ করিয়াছি"। অর্থাৎ সকল মনুষ্য বেদপাঠ এবং

বেদ শ্রবণ করিয়া বিজ্ঞান বৃদ্ধিকরতঃ সৎকথার গ্রহণ এবং অসৎকথার পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ হইতে নিঃসৃত হইয়া সুখলাভ করুক। এক্ষণে বল, তোমার কথা মানিব অথবা পরমেশ্বরের? পরমেশ্বরের কথা অবশ্যই মাননীয়। ইহার পর যদি কেহ ইহা না মানে তাহাকে নাস্তিক বলা যাইবে। কারণ "নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ" যিনি বেদের নিন্দা করেন এবং উহা স্বীকার না করেন তাঁহাকেই নাস্তিক বলা যায়। পরমেশ্বর কি শূদ্রদিগের মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করেন না? ঈশ্বর কি পক্ষপাতী? তিনি কি বেদপাঠ ও বেদ শ্রবণে শূদ্রের জন্য নিষেধ এবং দ্বিজের জন্য বিধি করিবেন? শূদ্রাদির বেদপাঠের এবং শ্রবণের অভিপ্রায় যদি পরমেশ্বরের না থাকিত, তাহা হইলে তিনি ইহাদিগের শরীরে বাক্ এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় রচনা কেন করিলেন? পরমাত্মা যেরূপ সকলের জন্য পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অন্নাদি পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্রূপ সকলেরই জন্য বেদও প্রকাশিত করিয়াছেন। যদিও কোন কোন স্থলে নিষেধ আছে, উহার অভিপ্রায় এই যে পাঠ ও পাঠন দ্বারা যাহার কিছুই হয় না, সে নির্বুদ্ধি এবং মূর্খ বলিয়া তাহাকে শূদ্র কহা যায়। উহার পক্ষে পাঠ ও পাঠন ব্যর্থ। অপরতঃ তুমি যে স্ত্রীলোকদিগের পড়িতে নিষেধ করিতেছ তাহা কেবল তোমার মূর্খতা, স্বার্থপরতা এবং নির্বুদ্ধিতার প্রভাব মাত্র। দেখ বেদে কন্যাদিগের পাঠ বিষয়ে প্রমাণ আছে।

ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা ৩ যুবানং বিন্দতে পতিম্ ॥

অথর্ব্বঃ। কাঃ ১১। প্রঃ ২৪। অঃ ৩। মং ১৮ ॥

পুরুষ (বালক) যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা পূর্ণবিদ্যা এবং সুশিক্ষা লাভ করিয়া আপনার অনুকূল, অনুরূপ এবং প্রেয়সী যুবতী বিদুষী স্ত্রীকে বিবাহ করে, তদ্রূপ (কন্যা) কুমারীও (ব্রহ্মচর্য্যেণ) ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বেদাদিশাস্ত্র পাঠকরতঃ পূর্ণবিদ্যা এবং উত্তম শিক্ষা লাভ করিয়া যুবতী হইয়া পূর্ণ-যৌবনে নিজ সদৃশ, প্রিয়তম, বিদ্বান্ এবং (যুবানম্) পূর্ণ যুবক পুরুষকে (বিন্দতে) প্রাপ্ত হয়। এইজন্য স্ত্রীলোকদিগেরও ব্রহ্মচর্য্য এবং বিদ্যা গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন—স্ত্রীলোকও কি বেদপাঠ করিবে?

উত্তর—অবশ্য করিবে; শ্রৌত সূত্রাদিতে দেখ।

ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ ॥

অর্থাৎ যজ্ঞ সময়ে স্ত্রী এই মন্ত্র পাঠ করিবে। বেদাদি শাস্ত্র পাঠ পূর্ব্বে না করিলে কিরূপে স্বর-সহিত মন্ত্রোচ্চারণ এবং সংস্কৃত ভাষণ করিতে পারিবে? ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের ভূষণস্বরূপ গার্গী আদি মহিলা বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ণবিদুষী হইয়াছিলেন ইহা শতপথ ব্রাহ্মণে স্পষ্ট লিখিত আছে। আচ্ছা, যদি পুরুষ বিদ্বান্ হয় এবং স্ত্রী মূর্খ থাকে অথবা স্ত্রী বিদুষী এবং পুরুষ মূর্খ থাকে, তাহা হইলে গৃহে নিয়ত দেবাসুরের যুদ্ধ হইতে রহিল। এরূপ অবস্থায় সুখ কোথায়? স্ত্রীলোক পাঠ না করিলে স্ত্রীলোকদিগের পাঠশালায় অধ্যাপিকা কিরূপে হইতে পারে? তদ্ব্যতীত রাজকার্য্য, ন্যায়াধীশত্বাদি, গৃহাশ্রমের কার্য্য, স্বামী এবং স্ত্রীর পরস্পরকে প্রসন্ন রাখা, সমুদয় গৃহকর্ম্ম স্ত্রীর অধীন রাখা ইত্যাদি কার্য্য, বিদ্যা ব্যতিরেকে কখনও সম্যক্‌রূপে হইতে পারে না।

দেখ আর্য্যাবর্ত্তের রাজপুরুষদিগের স্ত্রীগণ ধনুর্ব্বেদ অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যাও উত্তমরূপে জানিতেন। কেননা না জানিলে কেকয়ী প্রভৃতি মহিলা দশরথাদির সহিত যুদ্ধস্থলে কিরূপে যাইতেন এবং যুদ্ধ করিতে পারিতেন? এইজন্য ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়ার সকল বিদ্যা, বৈশ্যার ব্যবহার বিদ্যা এবং শূদ্রার পাকাদি সেবার বিদ্যা অবশ্য অবশ্য অভ্যাস করা আবশ্যক। পুরুষের যেরূপ ব্যাকরণ, ধর্ম্ম এবং নিজ ব্যবহার বিদ্যা, কম পক্ষে অবশ্য অবশ্য জানা আবশ্যক, তদ্রূপ স্ত্রীলোকেরও ব্যাকরণ, ধর্ম্ম, বৈদ্যক, গণিত এবং শিল্পবিদ্যা অবশ্যই শিক্ষা করা দরকার। কারণ উহা না শিখিলে, সত্যাসত্য-নির্ণয়, পতি প্রভৃতির প্রতি অনুকূল ব্যবহার, যথাযোগ্য সন্তানোৎপত্তি, সন্তানের পালন, বর্দ্ধন এবং সুশিক্ষা প্রদান, যথাপ্রয়োজন গৃহকার্য্য করা এবং অপরকে করিতে বলা এবং বৈদ্যকবিদ্যানুসারে ঔষধবৎ অন্ন ও পানীয় প্রস্তুত করা এবং অপরকে করিতে বলা ইত্যাদি কখনও করিতে পারে না। বৈদ্যকবিদ্যার অনুষ্ঠানে গৃহে পীড়া কখন আসে না এবং সকলে সর্ব্বদা আনন্দিত থাকে। শিল্পবিদ্যা না জানিলে গৃহ নির্ম্মাণ এবং বস্ত্র ও ভূষণাদি প্রস্তুত করা এবং অপরকে করিতে বলা অসম্ভব। গণিত-বিদ্যা ব্যতিরেকে সমস্ত গণনা বোঝা অথবা বোঝান ঘটে না। বেদাদি শাস্ত্রের বিদ্যা ব্যতিরেকে ঈশ্বর জ্ঞান এবং ধর্ম্মজ্ঞান হয় না এবং অধর্ম্ম হইতে রক্ষা হয় না। এইজন্য যিনি নিজ সন্তানের ব্রহ্মচর্য্য, উত্তম শিক্ষা এবং বিদ্যা দ্বারা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বল বৃদ্ধি করিতে পারেন তিনিই ধন্যবাদার্হ এবং কৃতকৃত্য। তাহা হইলে সন্তানগণ মাতা, পিতা, পতি, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, রাজা এবং প্রজা, প্রতিবেশী, ইষ্ট, মিত্র এবং নিজ সন্তানদিগের যথাযোগ্য ব্যবহার করতঃ অবস্থান করিতে পারে। উহার জন্য যে ধন ব্যয় করা হয়, তাহা অক্ষয় এবং প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে ব্যয়ে ধনের হ্রাস হইয়া থাকে। দায়াদগণ ধনের অংশ লয়েন, কিন্তু বিদ্যা-ধনের দায়াদ অথবা অপহারক কেহই হইতে পারে না। রাজা এবং প্রজা উভয়েরই এই ধনের রক্ষা এবং বৃদ্ধি করিবার অধিকার।

কন্যানাং সম্প্রদানং চ কুমারাণাঞ্চ রক্ষণম্ ॥

মনুঃ ৭। ১৫২ ॥

সকল কন্যা এবং বালকদিগকে উক্ত সময় হইতে উক্ত সময় পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে রাখিয়া বিদ্বান্ করা রাজার উচিত। এই আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে উহাদিগের মাতাপিতাকে দণ্ড দেওয়া উচিত। অর্থাৎ রাজাজ্ঞানুসারে অষ্টম বর্ষের পশ্চাৎ বালক ও বালিকা গৃহে না থাকিয়া আচার্য্যকুলে থাকিবে। যতদিন সমাবর্ত্তনের সময় না আসিবে ততদিন বিবাহ হইতে পারিবে না।

সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।

বার্য্যন্নগোমহীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাম্ ॥

মনুঃ ৪। ২৩৩ ॥

সংসারে অন্ন, জল, গো, ভূমি, বস্ত্র, তিল, সুবর্ণ এবং ঘৃতাদি যত প্রকার দান আছে, সর্ব্বাপেক্ষা বেদবিদ্যার দান অতি শ্রেষ্ঠ। এইজন্য দেহ, মন এবং ধন দ্বারা যতদূর সাধ্য বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে

ততদূর প্রযত্ন করিবে। যে দেশে যথাযোগ্য ব্রহ্মচর্য্য, বিদ্যা এবং বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রচার হয়, সেই দেশই সৌভাগ্যশালী হয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষা সংক্ষেপে লিখিত হইল। পরে চতুর্থ সমুল্লাসে সমাবর্ত্তন এবং গৃহাশ্রমের শিক্ষা বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে শিক্ষাবিষয়ে তৃতীয়
সমুল্লাসঃ সংপূর্ণঃ ॥৩॥

অথ চতুর্থ সমুল্লাসারম্ভঃ।

অথ সমাবর্ত্তনবিবাহগৃহাশ্রমবিধিং বক্ষ্যামঃ

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবিশেৎ॥

মনুঃ ৩। ২॥

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যথাবৎ আচার্য্যকুলে অবস্থানকরতঃ ক্রমানুসারে চারি, তিন, দুই অথবা এক বেদ অঙ্গোপাঙ্গের সহিত পাঠকরতঃ যাহার ব্রহ্মচর্য্য খণ্ডিত না হয় সেই পুরুষ এবং স্ত্রী গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

তং প্রতীতং স্বধর্ম্মেণ ব্রহ্মদায়হরং পিতুঃ।
স্রগ্বিণং তল্প আসীনমর্হয়েৎ প্রথমং গবা॥

মনুঃ ৩। ৩॥

স্বধর্ম্ম অর্থাৎ আচার্য্য এবং শিষ্যের যথাবৎ ধর্ম্মযুক্ত, জনকের অথবা অধ্যাপকের ব্রহ্মদায় অর্থাৎ বিদ্যাভাগের গ্রহণকর্ত্তা, পুষ্পমালাভূষিত নিজ শয্যায় আসীন শিষ্যকে আচার্য্যাদি প্রথম গোদান দ্বারা সৎকার করিবেন। কন্যার পিতা এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত বিদ্যার্থিনীকেও গোদান দ্বারা সৎকার করিবেন।

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥

মনুঃ ৩। ৪॥

গুরুর আজ্ঞানুসারে স্নানকরতঃ অনুক্রমপূর্ব্বক গুরুকুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য সবর্ণা সুলক্ষণযুক্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে।

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে ॥
মনুঃ ৩। ৫ ॥

যে কন্যা মাতৃকুলের ছয় পুরুষের মধ্যে নহে এবং পিতৃগোত্রীয়াও নহে সেই কন্যাকেই বিবাহ করা উচিত। ইহার প্রয়োজন এই :—

পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥ শতপথ ॥

ইহা নিশ্চিত কথা যে পরোক্ষ পদার্থে যেরূপ প্রীতি হয় প্রত্যক্ষে তাদৃশ হয় না। যেমন যদি কেহ শর্করার (মিশ্রীর) গুণই শুনিয়া থাকে এবং কখন না খায় তবে, তাহার মন উহার প্রতি সংলগ্ন থাকে। পরোক্ষ বস্তুর প্রশংসা শুনিলে উহা পাইবার জন্য উৎকট ইচ্ছা হয়। এইরূপ দূরস্থ অর্থাৎ নিজগোত্রীয়া অথবা মাতৃকুলের নিকট সম্বন্ধ না হইলে, তাদৃশ কন্যার সহিত বরের বিবাহ হওয়া উচিত। নিকট এবং দূরবিবাহের দোষ গুণ এই :—

(১) প্রথম—যে বালক ও বালিকা বাল্যাবস্থা হইতে নিকটে থাকে, পরস্পর ক্রীড়া এবং কলহ ও প্রীতি করে, একে অপরের গুণ, দোষ, স্বভাব এবং বাল্যাবস্থার যে কিছু বিপরীতাচরণ তাহা জানিয়া থাকে এবং একে অপরকে উলঙ্গ বেড়াইতে দেখে, উহাদিগের পরস্পর বিবাহ হইলে কখন প্রণয় হইতে পারে না। (২) দ্বিতীয়—জলের সহিত জল মিশ্রিত করিলে যেরূপ গুণান্তর জন্মে না, তদ্রূপ পিতৃ অথবা মাতৃকুলের এক গোত্রে বিবাহ হইলে ধাতু সকলের বিনিময় না হওয়াতে উন্নতি হইতে পারে না। (৩) তৃতীয়—দুগ্ধে শর্করা (মিশ্রী) অথবা শুণ্ঠ্যাদি উত্তম ঔষধ মিশ্রিত করিলে যেরূপ উত্তম হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভিন্নগোত্রীয়া এবং পিতৃ ও মাতৃকুল হইতে পৃথক স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর বিবাহ উত্তম। (৪) যেমন একদেশস্থিত রোগী অপর দেশের বায়ু, ভোজনদ্রব্য ও পানীয় সেবন দ্বারা রোগরহিত হয় তেমন দূরদেশস্থিত কন্যার সহিত বিবাহ হইলে উত্তম হয়। (৫) পঞ্চম—নিকটে সম্বন্ধ হওয়ায় একে অপরের নিকটে (সর্ব্বদা) থাকা প্রযুক্ত সুখ ও দুঃখ বিষয়ে কপটতা এবং বিরোধ হইবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু দূরদেশস্থ হইলে সে সম্ভাবনা থাকে না। অপরন্তু দূরদেশস্থ বিবাহে প্রেমের বন্ধন দৃঢ় হয় কিন্তু নিকটস্থ বিবাহে তাদৃশ হয় না। (৬) ষষ্ঠ—দূর সম্বন্ধ হইতে দূরদেশস্থিত পদার্থের প্রাপ্তি অনায়াসে হইতে পারে এবং নিকট বিবাহ হইলে সেরূপ হয় না। এইজন্য :—

দুহিতা দুর্হিতা দূরে হিতা দোগ্ধের্ব্বা ॥ নিরুঃ ৩। ৪ ॥

কন্যার নাম দুহিতা, এইজন্য যে ইহার দূরদেশে বিবাহ হইলে হিতকারী হয় এবং নিকটে হইলে সেরূপ হয় না। (৭) সপ্তম—নিকট বিবাহে কন্যার পিতৃকুলে দারিদ্র্য হইবার সম্ভাবনা, কারণ যখনই পিতৃকুলে আসিবে তখনই তাহাকে কিছু না কিছু দিতে হইবে। (৮) অষ্টম—নিকট বিবাহে কেহ নিকটস্থ হইলে এক অপরের পিতৃকুলের সহায়তা বিষয়ে দর্প প্রকাশ করিবে এবং যখনই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ মনোমালিন্য জন্মিবে তখনই স্ত্রী পিতৃকুলে প্রস্থান করিবে, একে অপরের অধিক নিন্দা

করিবে এবং বিরোধও হইবে। কারণ স্ত্রীলোক প্রায়তঃ তীক্ষ্ণ ও মৃদু স্বভাবের হইয়া থাকে। এই সকল কারণ বশতঃ পিতৃগোত্রে, মাতার ছয় পুরুষের মধ্যে এবং নিকটবর্ত্তী দেশে বিবাহ করা প্রশস্ত নহে।

মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ ॥

মনুঃ ৩। ৬ ॥

ধন, ধান্য, গো, অজা, হস্তী, অশ্ব, সম্পত্তি রাজ্য এবং শ্রীতে কুল যতই সমৃদ্ধ হউক বিবাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দশ কুল ত্যাগ করিবে।

হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্ ॥
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারি শ্বিতৃকুষ্ঠিকুলানি চ ॥

মনুঃ ৩। ৭ ॥

যে কুল সৎক্রিয়াহীন সৎপুরুষরহিত এবং বেদাধ্যয়নবিমুখ, যে কুলের লোকের শরীর বৃহৎ বৃহৎ রোমপূর্ণ, এবং যে কুলের লোক অর্শরোগগ্রস্ত, ক্ষয়গ্রস্ত, শ্বাস ও কাশগ্রস্ত, আমাশয় রোগগ্রস্ত, মৃগী রোগাক্রান্ত এবং শ্বেতকুষ্ঠ বা গলিত কুষ্ঠাক্রান্ত তাদৃশ কুলের কন্যা বা বরের সহিত বিবাহ হওয়া উচিত নহে। কারণ উক্ত সমস্ত অসৎগুণ এবং রোগ বিবাহকর্ত্তাদিগের কুলেও প্রবেশ করে। এই জন্য উত্তম বংশের বরের এবং কন্যার প্রীতিসহকারে বিবাহ হওয়া আবশ্যক।

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাঽধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটান্ন পিঙ্গলাম্ ॥

মনুঃ ৩। ৮ ॥

কপিলবর্ণা, অধিকাঙ্গী—(অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘ এবং স্থূলকায় বা অধিক বলশালিনী), রোগযুক্তা, রোমরহিতা, অধিক রোমযুক্তা, প্রগলভা ও পিঙ্গলনয়নাকে বিবাহ করিবে না।

নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাম্।
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্ ॥

মনুঃ ৩। ৯ ॥

ঋক্ষ অর্থাৎ অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী, রেবতী এবং চিত্রাদি নক্ষত্র নাম বিশিষ্টা; তুলসী, গান্দা, গোলাপী, চাঁপা, চামেলী আদি বৃক্ষনামযুক্তা; গঙ্গা ও যমুনা আদি নদীনামবিশিষ্টা; চাণ্ডালী আদি অন্ত্যনামযুক্তা; বিন্ধ্যা, হিমালয়া ও পার্ব্বতী আদি পর্ব্বতনামধেয়া; কোকিলা ও ময়না প্রভৃতি পক্ষিনামধারিণী; নাগী ও ভুজঙ্গী আদি সর্পনামযুক্তা; মাধোদাসী, মীরাদাসী আদি ভৃত্যনামধারিণী; এবং ভীমকুংবরি, চণ্ডিকা ও কালী আদি ভীষণ নামযুক্তা কন্যার সহিত বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ এই সকল নাম অন্য পদার্থেরও আছে এবং অতি কুৎসিত।

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীম্।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্॥

মনুঃ ৩। ১০॥

সরলাঙ্গবিশিষ্টা, অবিরুদ্ধনাম্নী অথবা যশোদা এবং সুখদা প্রভৃতি সুন্দর নাম্নী, হংসগমনা বা হস্তিগমনা, সূক্ষ্ম লোম কেশ এবং দন্তযুক্তা এবং কোমলাঙ্গী স্ত্রীকে বিবাহ করা উচিত।

প্রশ্ন—বিবাহ পক্ষে কোন্ সময় এবং কোন্ রীতি উৎকৃষ্ট?

উত্তর—১৬ বর্ষ হইতে ২৪ বর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীর এবং ২৫ হইতে ৪৮ বর্ষ পর্য্যন্ত পুরুষের বিবাহের উত্তম সময়। ইহার মধ্যে ১৬ এবং ২৫ বৎসরে বিবাহ নিকৃষ্ট কল্প। ১৮ অথবা ২০ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ৩০ বা ৪৫ অথবা ৪০ বৎসরের পুরুষের বিবাহ মধ্যম কল্প। ২৪ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ৪৮ বৎসরের পুরুষের বিবাহ উৎকৃষ্ট কল্প। যে দেশে এই প্রকার বিবাহবিধি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত এবং ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাভ্যাস অধিক হইয়া থাকে সেই দেশই সুখপূর্ণ এবং যে দেশ ব্রহ্মচর্য্য এবং বিদ্যাগ্রহণ রহিত এবং বাল্যাবস্থায় অযোগ্য স্ত্রী পুরুষের বিবাহ হইয়া থাকে, উক্তদেশ দুঃখে নিমগ্ন হইয়া যায়। কারণ ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাগ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহের বিশুদ্ধতা হইতে সকল বিষয়ই বিশুদ্ধ হয় এবং উহার দোষ হওয়াতে সকল দোষই ঘটিয়া উঠে।

প্রশ্ন—অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষাচ রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা তত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥ ১॥
মাতা চৈব পিতা তস্যা জ্যেষ্ঠোভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥ ২॥

এই শ্লোক পরাশরোক্ত এবং শীঘ্রবোধে লিখিত। ইহার অর্থ এই যে—কন্যার অষ্টম বর্ষে গৌরী, নবম বর্ষে রোহিণী, দশম বর্ষে কন্যা এবং তৎপশ্চাৎ রজস্বলা সংজ্ঞা হয়॥ ১॥ দশম বর্ষে বিবাহ না দিয়া কন্যাকে রজস্বলা দেখিলে উহার পিতা, মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিনজনই নরকে পতিত হয়॥ ২॥

ব্রহ্মোবাচ।

উত্তর—একক্ষণা ভবেদ্ গৌরী দ্বিক্ষণে রোহিণী।
ত্রিক্ষণে সা ভবেৎ কন্যা হ্যত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥ ১॥
মাতা পিতা তথা ভ্রাতা মাতুলো ভগিনী স্বকা।
সর্ব্বে তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥ ২॥

ইহা সদ্যোনির্ম্মিত ব্রহ্মপুরাণের বচন। অর্থ—যে সময়ের মধ্যে পরমাণু একবার আবর্ত্তিত হয় সেই সময়কে ক্ষণ কহে। যখন কন্যা জন্মে তখন হইতে এরক্ষণে গৌরী, দ্বিতীয়ক্ষণে রোহিণী, তৃতীয়ক্ষণে কন্যা এবং চতুর্থক্ষণে রজস্বলা হইয়া থাকে॥ ১॥ উক্ত রজস্বলাকে দেখিলে তাহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল এবং ভগ্নী সকলেই নরকে গমন করে॥ ২॥

প্রশ্ন—এ শ্লোক প্রমাণ নহে ?

উত্তর—কেন ? ব্রহ্মোক্ত শ্লোক যদি প্রমাণ না হয় তবে তোমার শ্লোকও প্রমাণ হইতে পারে না।

প্রশ্ন—কি আশ্চর্য্য ! পরাশর এবং কাশীনাথের বচনও প্রমাণ স্বীকার করিবে না ?

উত্তর—কি আশ্চর্য্য ! ব্রহ্মার বচনও প্রমাণ স্বীকার করিতেছ না ? পরাশর এবং কাশীনাথ অপেক্ষা ব্রহ্মা কি শ্রেষ্ঠ নহে ? তুমি যদি ব্রহ্মার বচন প্রমাণ স্বীকার না কর, আমিও পরাশর এবং কাশীনাথের প্রমাণ স্বীকার করি না।

প্রশ্ন—তোমার শ্লোক অসম্ভব বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ জন্ম সময়েই সহস্র ক্ষণ অতীত হইয়া যায়, সুতরাং বিবাহ কিরূপে হইতে পারে ? অপরন্তু উক্ত সময়ে বিবাহের কোন ফল দেখা যায় না।

উত্তর—যদি আমার শ্লোক অসম্ভব হইল তবে তোমারও শ্লোক অসম্ভব বলিতে হইবে ; কারণ অষ্ট, নবম অথবা দশম বর্ষেও বিবাহ করা নিস্ফল। কারণ ষোড়শ বর্ষের পর ২৪ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত এই সময়ে বিবাহ হইলে, পুরুষের বীর্য্য পরিপক্ক ও শরীর বলিষ্ঠ হইলে এবং স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় পূর্ণ ও শরীর বলযুক্ত হইলে সন্তান উৎকৃষ্ট হয় *। যেরূপ অষ্টম বর্ষেও কন্যার সন্তানোৎপত্তি অসম্ভব, তদ্রূপ গৌরী এবং রোহিণী প্রভৃতি নাম দেওয়াও অকর্ত্তব্য। কন্যা যদি গৌরী না হইয়া কালী অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণা হয় তবে উহার নাম গৌরী রাখা বৃথা। অপরন্তু গৌরী মহাদেবের স্ত্রী এবং রোহিণী বসুদেবের স্ত্রী, উহাদিগকে তোমাদিগের মত পৌরাণিক লোক মাতৃতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকে। কন্যামাত্রকে গৌরীতুল্য ভাবনা করিলে পুনরায় উহাকে বিবাহ করা কিরূপে সম্ভব এবং ধর্ম্মযুক্ত হইতে পারে ? এইজন্য তোমার এবং আমার এই উভয় শ্লোকই মিথ্যা। কারণ আমি যেরূপ "ব্রহ্মোবাচ" বলিয়া শ্লোক রচনা করিয়াছি, তদ্রূপ ঐ সকল শ্লোকও পরাশর প্রভৃতির নাম লইয়া রচিত হইয়াছে। এইজন্য এই সকল প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া বেদের প্রমাণানুসারে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। দেখ মনু :—

* উপযুক্ত বয়সের ন্যূনবয়স্ক স্ত্রীপুরুষের গর্ভাধান বিষয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরি সুশ্রুতে নিষেধ করিয়াছেন।

ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে ॥
জাতো বা ন চিরঞ্জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥ ২ ॥
সুশ্রুত শারীরস্থানে অঃ ১০ ॥

অর্থ—১৬ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে ২৫ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক পুরুষ গর্ভাধান করিলে গর্ভ কুক্ষিস্থ হইয়া বিপত্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পূর্ণকাল পর্য্যন্ত গর্ভাশয়ে থাকিয়া উৎপন্ন হয় না ॥ ১ ॥

অথবা উৎপন্ন হইলে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে না অথবা জীবিত থাকিলেও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়। এইজন্য অতি বাল্যাবস্থায় স্ত্রীর গর্ভাধান করিবে না।

এই সকল শাস্ত্রোক্ত নিয়ম এবং সৃষ্টিক্রম দর্শন করিলে এবং বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিলে এইরূপ সিদ্ধ হয় যে, ১৬ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রী এবং ২৫ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক পুরুষ কখন গর্ভাধানের যোগ্য হইতে পারে না। এই নিয়মের বিপরীত যিনি করেন তিনি দুঃখভাগী হন।

ত্রীণি বর্ষাণ্যু দীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥

মনুঃ ৯। ৯০।

কন্যা রজস্বলা হইয়া তিন বৎসর যাবৎ পতির অন্বেষণ করতঃ নিজ সদৃশ পতি প্রাপ্ত হইবে। প্রতি মাসে রজোদর্শন হইলে তিন বৎসরের মধ্যে ৩৬ বার রজস্বলা হইয়া পরে বিবাহ করা কর্ত্তব্য এবং ইহার পূর্ব্বে নহে।

কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

মনুঃ ৯। ৮৯।

যদিও বালক এবং বালিকা মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকে সেও ভাল, তথাপি অসদৃশ অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ কর্ম্ম ও স্বভাববিশিষ্ট স্ত্রী পুরুষের বিবাহ কখন হওয়া উচিত নয়। ইহা হইতে এই সিদ্ধ হইল যে পূর্ব্বোক্ত সময়ের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া অথবা অসদৃশ বিবাহ হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন—বিবাহ মাতা ও পিতার অধীন হওয়া উচিত অথবা বর ও কন্যার অধীন হওয়া উচিত?

উত্তর—বিবাহ বালক ও বালিকার অধীন হওয়া উত্তম। যদিচ মাতা ও পিতা বিবাহ বিষয়ে কখন মন্তব্য স্থির করিতে পারেন বটে, তথাপি উহা বালক এবং বালিকার প্রসন্নতার সহিত হওয়া উচিত। কারণ পরস্পরের প্রসন্নতার সহিত বিবাহ হইলে বিরোধের সম্ভাবনা কম থাকে এবং সন্তান উত্তম হয়। অপ্রসন্নতার সহিত বিবাহ হইলে নিত্য ক্লেশ উপস্থিত হয়। বিবাহ বিষয়ে বর ও কন্যারই মুখ্য প্রয়োজন, মাতা ও পিতার নহে। উহাদিগের প্রসন্নতা থাকিলে, উহাদিগেরই সুখোৎপত্তি হয় এবং বিরোধ হইলে উহাদিগেরই দুঃখ হইয়া থাকে। অপরঞ্চ—

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥

মনুঃ ৩। ৬০।

যে কুলে স্ত্রীর সহিত পুরুষ, পুরুষের সহিত স্ত্রী সর্ব্বদা পরস্পর প্রসন্ন থাকে সেই কুলে আনন্দ, লক্ষ্মী এবং কীর্ত্তি অবস্থান করে এবং যে কুলে সর্ব্বদা কলহ এবং বিরোধ হয় সেই কুলে দুঃখ, দারিদ্র্য এবং নিন্দা উপস্থিত হয়। এইজন্য যেরূপ স্বয়ম্বর প্রথা পরম্পরাক্রমে আর্য্যাবর্ত্তদেশে চলিয়া আসিতে-ছিল, সেইরূপ বিবাহই উৎকৃষ্ট। স্ত্রী অথবা পুরুষ যখন বিবাহ করিতে চায়, উহাদিগের সেই সময়ে বিদ্যা, বিনয়, শীল, রূপ, আয়ু, বল, কুল এবং শরীরের পরিমাণ যথাযোগ্য হওয়া উচিত। যতদিন এই সকল না হয়, ততদিন বিবাহ হইতে কোন সুখ হয় না এবং বাল্যাবস্থায় বিবাহ করিলেও কোন সুখ হয় না।

যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।
তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো৩ মনসা দেবয়ন্তঃ ॥ ১ ॥
ঋঃ। মঃ ৩। সূঃ ৮। মং ৪ ॥

আ ধেনবো ধুনয়ন্তামশিশ্বীঃ শবর্দুঘাঃ শশয়া অপ্রদুগ্ধাঃ।
নব্যানব্যা যুবতয়ো ভবন্তীর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ২ ॥
ঋঃ। মঃ ৩। সূঃ ৫৫। মং ১৬ ॥

পূর্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণাঃ দোষাবস্তো রুষাসো জরয়ন্তী।
মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনামপ্যূ নু পত্নী বৃষণো জগম্যুঃ ॥ ৩ ॥
ঋঃ। মঃ ১। সূঃ ১৭৯। মং ১ ॥

যে পুরুষ (পরিবীতঃ) সর্ব্বপ্রকারে যজ্ঞোপবীত ও ব্রহ্মচর্য্য সেবন বশতঃ উত্তম শিক্ষা এবং বিদ্যাযুক্ত, (সুবাসাঃ) সুন্দর বস্ত্র ধারণ করতঃ ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত এবং (যুবা) পূর্ণযুবাবস্থ হইয়া বিদ্যাগ্রহণ করতঃ গৃহাশ্রমে (আগাৎ) আসেন, (স উ) তিনি দ্বিতীয় বিদ্যাজন্মে (জায়মানঃ) প্রসিদ্ধ হইয়া (শ্রেয়ান্) অতিশয় শোভাবিশিষ্ট এবং মঙ্গলকারী, (ভবতি) হন। (স্বাধ্যঃ) উত্তম ধ্যানযুক্ত, (মনসা) বিজ্ঞান হইতে (দেবয়ন্তঃ) বিদ্যাবৃদ্ধির কামনাবিশিষ্ট এবং (ধীরাসঃ) ধৈর্য্যশালী (কবয়ঃ) বিদ্বানেরা (তম্) উক্ত পুরুষকে (উন্নয়ন্তি) উন্নতিশীল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ধারণ এবং বিদ্যা ও উত্তম শিক্ষা গ্রহণ করেন না অথবা বাল্যাবস্থায় বিবাহ করেন সেই স্ত্রী এবং পুরুষ নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়া বিদ্বান্‌দিগের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। ১ ॥

(অপ্রদুগ্ধাঃ) অকৃতদোহনা (ধেনবঃ) ধেনু সদৃশ (অশিশ্বী) বাল্যাবস্থারহিত, (শবর্দুঘাঃ) সর্ব্বপ্রকারের সদ্ব্যবহার পূরক, (শশয়াঃ) কুমারাবস্থার উল্লঙ্ঘনকারি, (নব্যানব্যাঃ) নূতন নূতন শিক্ষা এবং অবস্থাপূর্ণ (ভবন্তীঃ) বর্ত্তমান (যুবতয়ঃ) পূর্ণযুবাবস্থার স্ত্রীলোকেরা (দেবানাম্) ব্রহ্মচর্য্য সুনিয়মে পূর্ণ বিদ্বান্‌দিগের (একম্) অদ্বিতীয় (মহৎ) মহৎ (অসুরত্বম্) প্রজ্ঞা এবং শাস্ত্রশিক্ষা যুক্ত এবং প্রজ্ঞানুসারে রমণের ভাবার্থপরিজ্ঞাতা যুবাদিগকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া (আধুনয়ন্তাম্) গর্ভধারণ করতঃ কখন ভ্রমক্রমে এবং বাল্যাবস্থায় মনে পুরুষের চিন্তাও করিবে না। কারণ উক্তরূপ কার্য্যে ইহলোকের এবং পরলোকের সুখসাধন হইয়া থাকে। বাল্যবিবাহ হইতে পুরুষের নাশ অপেক্ষা স্ত্রীর নাশ অধিক হইয়া থাকে। ২ ॥

যেরূপ (নু) শীঘ্র (শশ্রমাণাঃ) অত্যন্ত শ্রমশীল (বৃষণঃ) বীর্য্যসিঞ্চনসমর্থ পূর্ণযুবাবস্থ পুরুষ (পত্নীঃ) যুবাবস্থ ও হৃদয়ের প্রিয়তমা স্ত্রীকে (জগম্যুঃ) প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে শতবর্ষ অথবা ততোধিক বৎসর আয়ুসম্ভোগ করিয়া পুত্রপৌত্রাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে, স্ত্রী ও পুরুষ তদ্রূপ অবস্থান করিবে। যেরূপ (পূর্বীঃ) পূর্ব্বকালীন (শরদঃ) শরৎকাল এবং (জরয়ন্তীঃ) বৃদ্ধাবস্থা-প্রাপ্তকারী (উষসঃ) প্রাতঃকালের সময়কে (দোষা) রাত্রি এবং (বস্তোঃ) দিন (তনূনাম্) শরীর

সকলের (শ্রিয়ম্) শোভাকে, (জরিমা) এবং অতিশয় বৃদ্ধত্ব, বল ও শোভাকে দূরীভূত করে, তদ্রূপ (অহম্) আমি স্ত্রী অথবা পুরুষ (উ) উত্তম (অপি) নিশ্চয় করিতেছি যে ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিদ্যা, শিক্ষা, শরীর ও আত্মার বল, এবং যুবাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিব। ইহার বিরুদ্ধানুষ্ঠান বেদবিরুদ্ধ হওয়াতে বিবাহ কখন সুখদায়ক হইতে পারে না।

যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপে সমস্ত ঋষি, মুনি, রাজা, মহারাজা আর্য্যগণ ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিদ্যাভ্যাস করিয়া স্বয়ম্বর বিবাহ করিতেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই দেশের সর্ব্বদা উন্নতি হইতেছিল। যে অবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিদ্যা পাঠ না করিয়া বাল্যাবস্থায় পরাধীন অর্থাৎ মাতা পিতার অধীন বিবাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে তদবধি ক্রমশঃ আর্য্যাবর্ত্তদেশের অধোগতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই জন্য এই দুষ্ট কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সজ্জনগণ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে স্বয়ম্বর বিবাহ করিবেন। উক্ত বিবাহ বর্ণানুক্রম অনুসারে করিতে হইবে। বর্ণব্যবস্থাও গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব অনুসারে হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন—যাহার মাতা ব্রাহ্মণী এবং পিতা ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, কিন্তু মাতা পিতা ভিন্নবর্ণস্থ হইলেও কি সন্তান কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে?

উত্তর—হাঁ, অনেক হইয়াছে, হইতেছে এবং পরেও হইবে। যেরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদের জাবাল ঋষি অজ্ঞাতকুল হইয়াও মহাভারতের বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বর্ণ হইয়াও এবং মাতঙ্গ ঋষি চণ্ডাল কুলজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তদ্রূপ এক্ষণেও উত্তম বিদ্যা এবং উত্তম স্বভাব সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্য হয় এবং মূর্খ হইলে শূদ্রের তুল্য হইয়া থাকে। এইরূপ পরেও হইবে।

প্রশ্ন—আচ্ছা, রজঃ এবং শুক্র হইতে যে শরীর হইয়াছে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য বর্ণের যোগ্য কিরূপে হইতে পারে?

উত্তর—রজঃ এবং বীর্য্যের যোগে ব্রাহ্মণশরীর হয় না, কিন্তু—

স্বাধ্যায়েন জপৈ র্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।

মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥ মনুঃ॥ ২॥ ২৮।

ইহার অর্থ সংক্ষেপে পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এস্থলেও সংক্ষেপতঃ বলা যাইতেছে। (স্বাধ্যায়েন) পঠন ও পাঠন (জপৈঃ) বিচার করা এবং বিচারে প্রবৃত্ত করা, নানাবিধ হোমের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বেদের শব্দ, অর্থ, সম্বন্ধ এবং স্বরোচ্চারণ সহিত সম্পূর্ণ বেদের পঠন ও পাঠন (ইজ্যয়া) পৌর্ণমাসী ইষ্টি প্রভৃতির অনুষ্ঠান, পূর্ব্বোক্ত বিধিপূর্ব্বক (সুতৈঃ) ধর্ম্মানুসারে সন্তানোৎপত্তি, (মহাযজ্ঞৈশ্চ) পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, বৈশ্বদেবযজ্ঞ, এবং অতিথিযজ্ঞ, (যজ্ঞৈশ্চ) অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, বিদ্বান্‌দিগের সঙ্গ এবং সৎকার, সত্যভাষণ, পরোপকারাদি সৎকর্ম্ম এবং সম্পূর্ণ শিল্পবিদ্যাদি পাঠ করিয়া ও দুষ্টাচার পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠাচারে অবস্থান করায় (ইয়ং) এই (তনুঃ) শরীর (ব্রাহ্মী) ব্রাহ্মণসম্বন্ধীয় (ক্রিয়তে) করা যায়। এই শ্লোক কি তুমি মান না?

প্রশ্ন—মানি।

উত্তর—পুনরায় কেন রজোবীর্য্যের যোগে বর্ণ ব্যবস্থা স্বীকার কর?

প্রশ্ন—আমি একা কেবল ইহা মানি এরূপ নহে কিন্তু বহুলোক পরম্পরায় এইরূপ মানিয়া থাকেন। আপনি কি পরম্পরাকেও খণ্ডন করিবেন?

উত্তর—না, কিন্তু তোমার বিপরীত বুদ্ধিকে মানি না বরং খণ্ডন করি।

প্রশ্ন—আমার বোধ বিপরীত এবং আপনার বিশুদ্ধ ইহার প্রমাণ কি?

উত্তর—এই ইহার প্রমাণ, তুমি পাঁচ অথবা সাত পুরুষের আচরিত ব্যবহারকে সনাতন স্বীকার করিতেছ এবং আমি বেদ এবং সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত পরম্পরা স্বীকার করিতেছি। দেখ, পিতা শ্রেষ্ঠ হইলে উহার পুত্র দুষ্ট; এবং পিতা দুষ্ট হইলেও পুত্র শ্রেষ্ঠ এবং কখন কখন উভয়ই শ্রেষ্ঠ অথবা দুষ্ট হইতে দেখা যায়। এই ভাবে তোমার ভ্রান্তিতে আছ। দেখ মহাত্মা মনু কি কহিতেছেন:—

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥ মনুঃ ৪। ১৭৮

যে পথে পিতা এবং পিতামহ চলেন, সন্তানও সেই পথে চলিবে, পরন্তু পিতা এবং পিতামহ সৎপুরুষ হইলেই তাঁহাদের পথে চলিতে হইবে। কিন্তু পিতা ও পিতামহ দুষ্ট হইলে তাঁহাদের পথে কখন চলিবে না। কারণ উত্তম ও ধর্ম্মাত্মা পুরুষদিগের পথে চলিলে কখন দুঃখ হয় না। ইহা তুমি স্বীকার কর কি না?

প্রশ্ন—হাঁ করি।

উত্তর—আর দেখ যে বাক্য পরমেশ্বর প্রকাশিত বেদোক্ত উহাই সনাতন এবং তদ্বিরুদ্ধ হইলে কখন সনাতন হইতে পারে না, ইহা সকলের মানা উচিত অথবা নহে?

প্রশ্ন—অবশ্য উচিত।

উত্তর—যিনি এরূপ স্বীকার করেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর যে দরিদ্রের পুত্র যদি ধনাঢ্য হয়, তবে কি পিতার দরিদ্রাবস্থার অভিমান বশতঃ পুত্র ধন পরিত্যাগ করিবে এবং পিতা অন্ধ হইলে পুত্র কি স্বীয় চক্ষু উৎপাটিত করিবে? পিতা কুকর্ম্মী হইলে উহার পুত্রও কি কুকর্ম্মী হইবে? কখন নহে। কিন্তু পুরুষদিগের সৎকর্ম্ম সেবন এবং দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ করা অতিশয় আবশ্যক। যদি কেহ রজোবীর্য্যের যোগ হইতে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা স্বীকার করেন এবং গুণ ও কর্ম্মের যোগ বশতঃ উহা স্বীকার না করেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে যদি কেহ নিজ জাতি পরিত্যাগ করিয়া নীচ, অন্ত্যজ, খৃষ্টিয়ান অথবা মুসলমান হয়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণ কেন না স্বীকার করা হয়? এস্থলে সে এইরূপ বলিবে যে সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণের কার্য্য ত্যাগ করাতেই এক্ষণে ব্রাহ্মণ নহে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে ব্রাহ্মণ উত্তম কর্ম্ম করিলেই ব্রাহ্মণ এবং নীচ লোকও উৎকৃষ্ট বর্ণের গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব প্রাপ্ত হইলে উহাকে উত্তমবর্ণ মধ্যে এবং উত্তমবর্ণস্থ লোক নীচ কর্ম্ম করিলে উহাকে নীচবর্ণ মধ্যে গণনীয় করা আবশ্যক।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

ইহা যজুর্ব্বেদের ৩১ অধ্যায়ের ১১ মন্ত্র। ইহার এই অর্থ যে ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র চরণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইজন্য যেরূপ মুখ বাহু হইতে পারে না এবং বাহু মুখ হইতে পারে না, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি হইতে পারে না এবং ক্ষত্রিয়াদি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

উত্তর—এই শ্লোকের তুমি যে অর্থ করিয়াছ উহা প্রকৃত অর্থ নহে। কারণ এস্থলে পুরুষ অর্থাৎ নিরাকার ব্যাপক পরমাত্মার অনুবৃত্তি আছে। যখন তিনি নিরাকার তখন তাঁহার মুখাদি অঙ্গ হইতে পারে না। মুখাদি অঙ্গবিশিষ্ট হইলে তিনি পুরুষ অর্থাৎ ব্যাপক নহেন এবং ব্যাপক না হইলে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ জগতের স্রষ্টা, ধর্ত্তা এবং প্রলয়কর্ত্তা, জীবদিগের পুণ্য ও পাপের ব্যবস্থাকর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, অজন্মা এবং মৃত্যুরহিত ইত্যাদি বিশেষণবিশিষ্ট হইতে পারেন না। এইজন্য ইহার অর্থ এই যে (অস্য) পূর্ণব্যাপক পরমাত্মার সৃষ্টি মধ্যে মুখের সদৃশ শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম হইলে (ব্রাহ্মণঃ) ব্রাহ্মণ হয়। "বাহুর্বৈ বলং বাহুর্ব্বৈ বীর্য্যম্" শতপথ ব্রাহ্মণ। বল এবং বীর্য্যের নাম বাহু। যাহার বল এবং বীর্য্য অধিক সেই (রাজন্যঃ) ক্ষত্রিয়। (উরু) কটির অধোভাগ এবং জানুর উপরিস্থ ভাগের নাম উরু। যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে (পদার্থে) এবং সকল দেশে উরুবলের দ্বারা যায়, আসে এবং প্রবেশ করে তাহাকে (বৈশ্যঃ) কহে এবং (পদ্ভ্যাং) যে ব্যক্তি পদ অর্থাৎ নীচ অঙ্গ সদৃশ মূর্খত্বাদি গুণবিশিষ্ট, সেই শূদ্র। অন্য স্থলে শতপথ ব্রাহ্মণাদিতেও এই মন্ত্রের এইরূপ অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—

যস্মাদেতে মুখ্যাস্তস্মান্মুখতোহ্যসৃজ্যন্ত ইত্যাদি।

ইহারা মুখ্য বলিয়া মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ কথাই সঙ্গত অর্থাৎ মুখ যেরূপ সকল অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ পূর্ণবিদ্যা এবং উত্তম গুণ কর্ম্ম স্বভাবযুক্ত হইলে মনুষ্যকে উত্তম ব্রাহ্মণ বলা যায়। যখন পরমেশ্বর নিরাকার হওয়ায় তাঁহার মুখাদি অঙ্গ নাই তখন মুখ হইতে উৎপন্ন হওয়া বন্ধ্যা স্ত্রীর পুত্রের বিবাহ হওয়ার সদৃশ অসম্ভব। অপরন্তু মুখাদি অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি হইলে উপাদান কারণের সদৃশ ব্রাহ্মণাদির আকৃতি হইত। মুখ যেরূপ বৃত্তাকার উহাদিগের শরীরও তদ্রূপ বৃত্তাকার, ক্ষত্রিয়ের আকার ভুজসদৃশ, বৈশ্যের শরীর উরুতুল্য এবং শূদ্রের শরীর পদসদৃশ হওয়া আবশ্যক। ঘটনায় এরূপ হয় না। আর যদি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে যাহারাই মুখাদি অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল উহাদিগেরই নাম ব্রাহ্মণ, কিন্তু তোমার নহে, কারণ লোকে যেরূপ গর্ভাশয় হইতে উৎপন্ন হয়, তুমিও তদ্রূপ হইয়াছ। তুমি মুখাদি হইতে উৎপন্ন না হইয়া ব্রাহ্মণাদি সংজ্ঞার অভিমান করিতেছ। এইজন্য তোমার ব্যাখ্যাত অর্থ ব্যর্থ এবং আমার ব্যাখ্যাত অর্থ সত্য। এইরূপ অন্যত্রও কথিত আছে, যথা,—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥ মনুঃ ১০। ৬৫

শূদ্রকুলে উৎপন্ন হইলেও, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের তুল্য গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবযুক্ত শূদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য হইয়া থাকে! তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যকুলে উৎপন্ন হইয়াও

শূদ্রসদৃশ গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবযুক্ত হইলে শূদ্র হইয়া থাকে এবং ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যকুলে উৎপন্ন হইয়াও ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্রের সদৃশ হইলে ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্ত্রী অথবা পুরুষ চারি বর্ণের মধ্যে যে যে বর্ণের সদৃশ হইবে সেই সেই বর্ণের মধ্যে গণনীয় হইবে।

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ ॥ ১ ॥

অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ ॥ ২ ॥

ইহা আপস্তম্ব সূত্র। ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট বর্ণ নিজাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং যে বর্ণের যোগ্য হইবে সেই বর্ণে গণনীয় হইবে।

তদ্রূপ অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পূর্ব্ব অর্থাৎ, উত্তম বর্ণ বিশিষ্ট মনুষ্য নিজাপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সেই বর্ণে গণনীয় হইবে। যেরূপ পুরুষ অন্য বর্ণের যোগ্য হয় তদ্রূপ স্ত্রীলোকের ব্যবস্থাও বুঝিতে হইবে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে. এইরূপ হইলে সকল বর্ণ নিজ নিজ গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থান করিবে। অর্থাৎ ইহাতে ব্রাহ্মণকুলে কেহ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রের মত থাকিবে না এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রবর্ণও বিশুদ্ধ থাকে অর্থাৎ বর্ণসঙ্করতা প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে কোন বর্ণের নিন্দা অথবা অযোগ্যতা হইবে না।

প্রশ্ন—কাহারও এক পুত্র অথবা পুত্রী অপর বর্ণে প্রবিষ্ট হইলে উহার পিতা মাতাকে সেবা করিবার জন্য কেহই রহিবে না এবং বংশচ্ছেদ হইবে। ইহার কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

উত্তর—কাহারও সেবা ভঙ্গ অথবা বংশোচ্ছেদ হইবে না। কারণ নিজ বালক ও বালিকার পরিবর্ত্তে স্ববর্ণ যোগ্য অপর সন্তান বিদ্যাসভা ও রাজসভার ব্যবস্থানুসারে আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং কোন অব্যবস্থা হইবে না। কন্যার ১৬ বর্ষে এবং পুরুষের ২৫ বর্ষে অবশ্যই পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ ক্রমানুসারে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীর সহিত, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ার সহিত বৈশ্যের বৈশ্যার সহিত এবং শূদ্রের শূদ্রার সহিত বিবাহ হওয়া আবশ্যক; তাহা হইলেই আপন আপন বর্ণের কর্ম্ম এবং পরস্পর প্রীতি যথাযোগ্য থাকিবে। এই চারি বর্ণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং গুণ এইরূপ :—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥ ১ । মনুঃ ১ । ৮৮
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ২ ॥ ভঃ গীঃ ॥ ১৮ । ৪২

ব্রাহ্মণের পঠন, পাঠন, যজ্ঞ করা ও করান, দান এবং প্রতিগ্রহ—এই ছয় কর্ম্ম। পরন্তু "প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ" মনুঃ। অর্থাৎ প্রতিগ্রহ স্বীকার নীচ কার্য্য। (শমঃ) মনেও অসৎ কার্য্যের ইচ্ছা না করা এবং অধর্ম্মে কখন মনকে প্রবৃত্ত হইতে না দেওয়া; (দমঃ) কর্ণ এবং চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়দিগকে অন্যায়াচরণ হইতে নিবারণ করিয়া, ধর্ম্মপথে বিচরণ করা এবং (তপঃ) সদা ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করা।

(শৌচং) অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥
মনুঃ ৫।১০৯

জল দ্বারা বাহ্য অঙ্গ, সত্যাচার দ্বারা মন, বিদ্যা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবাত্মা এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি পবিত্র হয়। ভিতরের রাগদ্বেষাদি দোষ এবং বাহ্য মল দূরকরতঃ শুদ্ধ থাকা অর্থাৎ সত্যাসত্যের বিবেকপূর্ব্বক সত্যের গ্রহণ এবং অসত্যের ত্যাগ হইতে নিশ্চয় পবিত্র হইয়া থাকে। (ক্ষান্তি) অর্থাৎ নিন্দা স্তুতি, সুখ দুঃখ, শীতোষ্ণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, হানি লাভ, মানাপমান আদি হর্ষ এবং শোক পরিত্যাগকরতঃ ধর্ম্মে দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া ; (আর্জব) কোমলতা, নিরভিমান, সরলতা, সরল স্বভাব রক্ষা করা এবং কুটিলতাদি দোষ পরিহার করা ; (জ্ঞান) সাঙ্গোপাঙ্গসহ সমস্ত বেদাদি শাস্ত্র পাঠকরতঃ পাঠনা বিষয়ে সামর্থ্য, বিবেক ও সত্যনির্ণয়, যে বস্তু যেরূপ অর্থাৎ জড়কে জড় এবং চেতনকে চেতন জানা ও স্বীকার করা ; (বিজ্ঞান) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত পদার্থের বিশেষভাবে জ্ঞান লাভ করিয়া উহা হইতে যথাযোগ্য উপকার গ্রহণ করা ; (আস্তিক্য) বেদ, ঈশ্বর, মুক্তি, পূর্ব্ব ও পরজন্ম, ধর্ম্ম, বিদ্যা, সৎসঙ্গ ; মাতাপিতা, আচার্য্য এবং অতিথিগণের সেবা কখন ত্যাগ করিবে না এবং উহাদিগের নিন্দা করিবে না। এই পঞ্চদশ কার্য্য ও গুণ ব্রাহ্মণবর্ণস্থ মনুষ্যের অবশ্য হওয়া উচিত ॥ ২। ক্ষত্রিয় :—

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥ ১ ॥ ১।৮৯ মনুঃ
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ২ ॥ ভঃ গীঃ ॥ ১৮।৪৩

ন্যায়ানুসারে প্রজারক্ষা অর্থাৎ পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠের সৎকার এবং দুষ্টের তিরস্কার করা, সর্ব্বপ্রকারে সকলকে পালন করা ; পদার্থের ব্যয় করা ; (ইজ্যা) অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান ; (অধ্যয়ন) বেদাদি শাস্ত্রের পাঠ বশতঃ বিষয়ে আসক্ত না হইয়া এবং জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া শরীর এবং আত্মা বিষয়ে বলবান্ থাকা ॥ ১ ॥ (শৌর্য্য) শত সহস্রের সহিত একলা যুদ্ধ করিতে ভয় না পাওয়া (তেজঃ) সর্ব্বদা তেজস্বী অর্থাৎ দীনতারহিত হইয়া প্রগল্ভ ভাবে দৃঢ়তা অবলম্বন করতঃ অবস্থান করা ; (ধৃতি) ধৈর্য্যবান্ হওয়া ; (দাক্ষ্য) রাজা এবং প্রজা সম্বন্ধীয় ব্যবহার এবং সকল শাস্ত্রে অতি চতুরতা প্রকাশ করা ; (যুদ্ধে) যুদ্ধেও দৃঢ়ভাবে নিঃশঙ্ক থাকিয়া কখন পরাঙ্মুখ না হওয়া অথবা পলায়ন না করা অর্থাৎ এইরূপ যুদ্ধ করা যে নিশ্চয় জয় হইবে এবং নিজের অপসরণ বা পলায়নরূপ দেখাইয়া শত্রুদিগকে প্রতারণাকরতঃ যাহাতে জয় হয় তদ্রূপ করা ; (দান) দানশীলতা রক্ষা করা ; এবং (ঈশ্বরভাব) পক্ষপাতরহিত হইয়া সকলের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করা, বিচার করা এবং প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা ও কখন উহার ভঙ্গ হইতে না দেওয়া। ক্ষত্রিয়বর্ণের এই একাদশ গুণ ও কর্ম্ম ॥ ২ ॥ বৈশ্য :—

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্‌পথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ ॥ ১ ॥ ৯০ মনুঃ

(পশুরক্ষা) গো প্রভৃতি পশুদিগের পালন ও বর্দ্ধন ; (দান) বিদ্যা এবং ধর্ম্ম বৃদ্ধির জন্য ধনাদির ব্যয় ; (ইজ্যা) অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান ; (অধ্যয়ন) বেদাদি শাস্ত্রপাঠ ; (বণিক্‌পথ) সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায় করা ; (কুসীদ) শতকরা ।০, ।৵০, ৸০, ১৲ অথবা ১৷০ পাঁচ সিকার অধিক ব্যাজ এবং মূল্যের দ্বিগুণ অর্থাৎ এক টাকা দিয়া শতবর্ষেও দুই টাকার অধিক না লওয়া এবং না দেওয়া ; এবং (কৃষি) ক্ষেত্রকর্ষণ করা এই সকল বৈশ্যের গুণ ও কর্ম্ম ॥ শূদ্র ;—

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥ মনুঃ ১। ৯১

শূদ্রের উচিত যে নিন্দা, ঈর্ষা ও অভিমান আদি দোষ ত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগের যথাবৎ সেবা করা এবং তদ্দ্বারাই নিজের জীবিকানির্ব্বাহ করা। শূদ্রের এই এক গুণ ও কর্ম্ম। এইরূপে সংক্ষেপতঃ বর্ণের গুণ ও কর্ম্ম লিখিত হইল। যে পুরুষে যে যে বর্ণের গুণ ও কর্ম্ম থাকিবে তাহাকে সেই বর্ণের অধিকার দিবার ব্যবস্থা রক্ষা করিলে সকল মনুষ্যই উন্নতিশীল হইতে পারে। কারণ উত্তমবর্ণের ভয় হইবে যে আমার সন্তান মূর্খত্বাদি দোষযুক্ত হইলে শূদ্র হইয়া যাইবে এবং এইরূপে সন্তানেরও ভয় হইবে যে যদি আমি নিজবর্ণের আচার ব্যবহার না করি এবং বিদ্যাযুক্ত না হই তবে শূদ্র হইয়া যাইব। এইরূপে নীচবর্ণেরও উত্তমবর্ণস্থ হইবার জন্য উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে। বিদ্যা এবং ধর্ম্ম প্রচারের অধিকার ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে, কারণ ব্রাহ্মণই পূর্ণ বিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিক হইলে উক্ত কার্য্য যথাযোগ্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ক্ষত্রিয়কে রাজ্যের অধিকার দান করিলে কখন রাজ্যের হানি বা বিঘ্ন হয় না। পশুপালনাদির অধিকার বৈশ্যের হওয়া উচিত, কারণ বৈশ্যই এই কার্য্য উত্তমরূপে করিতে পারে। শূদ্রের সেবাধিকার এই জন্য যে শূদ্র বিদ্যারহিত এবং মূর্খ হওয়ার জন্য কোন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কার্য্য করিতে পারে না, শারীরিক কার্য্যসকলই করিতে পারে। এই প্রকারে বর্ণদিগকে নিজ নিজ অধিকারে প্রবৃত্ত করা রাজা প্রভৃতি সভ্যজনদিগের কার্য্য।

বিবাহের লক্ষণ।

ব্রাহ্মোদৈব স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাঽসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥ মনুঃ ৩। ২১

বিবাহ অষ্টবিধ—প্রথম ব্রাহ্ম, দ্বিতীয় দৈব, তৃতীয় আর্ষ, চতুর্থ প্রাজাপত্য, পঞ্চম আসুর, ষষ্ঠ গান্ধর্ব্ব, সপ্তম রাক্ষস এবং অষ্টম পৈশাচ। এই সকল বিবাহের ব্যবস্থা :—বর ও কন্যা উভয়ে যথাবৎ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা পূর্ণবিদ্বান্, ধার্ম্মিক এবং সুশীল হইলে উহাদিগের উভয়ের প্রসন্নতা সহকারে বিবাহ হওয়াকে "ব্রাহ্ম" বলা যায়। বিস্তৃত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ঋত্বিক্ কর্ম্মকারী জামাতাকে

অলঙ্কারযুক্ত কন্যাদানকে "দৈব" এবং বরের নিকট কিছু গ্রহণ করতঃ বিবাহ হওয়াকে "আর্ষ" কহে। ধর্ম্ম বৃদ্ধির জন্য উভয়ের বিবাহ হওয়ার নাম "প্রাজাপত্য"। বর এবং কন্যাকে কিছু দিয়া বিবাহ হওয়াকে "আসুর" কহে। অনিয়মানুসারে অসময়ে কোন কারণ বশতঃ বর ও কন্যার পরস্পর ইচ্ছাপূর্ব্বক সংযোগকে "গান্ধর্ব্ব" কহে। যুদ্ধ করিয়া বলাৎকার দ্বারা অর্থাৎ বলপুর্ব্বক ছিনাইয়া অথবা কপটতাপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণ করাকে "রাক্ষস" বলা যায়। শয়িতা অথবা মদমত্তা কন্যার সহিত বলাৎকার পূর্ব্বক সংযোগ করাকে "পৈশাচ" কহে। এই সকল বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, দৈব ও প্রাজাপত্য মধ্যম; আর্য, আসুর এবং গান্ধর্ব্ব নিকৃষ্ট; রাক্ষস অধম এবং পৈশাচ মহাভ্রষ্ট। এইজন্য এইরূপ মনে রাখিতে হইবে যে বিবাহের পূর্ব্বে বর এবং কন্যার যেন নির্জ্জনে কখন না মিলন হয়। কারণ যুবাবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষের একান্তবাস অতি দোষাবহ। পরন্তু যখন কন্যা বা বরের বিবাহের সময় হইবে অর্থাৎ যখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং বিদ্যা পূর্ণ হইবার এক বৎসর অথবা ছয় মাস অবশিষ্ট থাকিবে তখন উক্ত কন্যা এবং কুমারের প্রতিবিম্ব অর্থাৎ "ফটোগ্রাফ" অথবা প্রতিকৃতি গ্রহণ করিবে। কন্যাদিগের অধ্যাপিকার নিকট কুমারদিগের এবং কুমারদিগের অধ্যাপকের নিকট কুমারীদিগের প্রতিকৃতি প্রেরণ করিবে। যাহাদিগের রূপের ঐক্য হইবে, অধ্যাপকেরা উঁহাদিগের ইতিহাস অর্থাৎ জন্ম হইতে তদ্দিন পর্য্যন্ত কালের জীবনচরিত আনাইয়া দেখিবেন। উভয়ের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব সদৃশ হইলে যাহার সহিত বিবাহ হওয়া উচিত মনে হইবে সেই পুরুষ এবং কন্যার প্রতিবিম্ব এবং জীবনচরিত কন্যা এবং বরের হস্তে অধ্যাপিকা ও অধ্যাপক প্রদান করিবেন এবং কহিবেন "এবিষয়ে তোমাদের যেরূপ অভিপ্রায় হয় আমাকে বিদিত করিবে। উভয়ের বিবাহ করার অভিপ্রায় নিশ্চিত হইলে উভয়ের এক সময়ে সমাবর্ত্তন হইবে। যদি উভয়েই অধ্যাপকের সমক্ষে বিবাহ প্রার্থনা করে, তবে সেই স্থলে, অথবা কন্যার মাতা এবং পিতার গৃহে বিবাহ হওয়া উচিত। সমক্ষে বিবাহ হইলে অধ্যাপকগণ অথবা কন্যার মাতাপিতা প্রভৃতি ভদ্র পুরুষদিগের সমক্ষে বর এবং কন্যার পরস্পর কথোপকথন ও শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা হইবে। কোন গোপনীয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে উহা সভামধ্যে লিখিয়া একে অপরের হস্তে দিয়া প্রশ্নোত্তর করিবে। বিবাহ দ্বারা উভয়ের দৃঢ় প্রীতি হইলে উহাদিগের ভোজন এবং পানীয় এরূপ উৎকৃষ্ট করিবে যে উহাদিগের পূর্ব্বানুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্য, বিদ্যাধ্যয়নরূপ তপশ্চর্য্যা ও কষ্ট হেতু দুর্ব্বল শরীর চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া অল্পদিনে পুষ্ট হইয়া যাইবে। পরে কন্যা রজস্বলা হইয়া শুদ্ধ হইলে সেই দিন বেদী এবং মণ্ডপ রচনা করিয়া অনেক সুগন্ধ দ্রব্য এবং ঘৃতাদি দ্বারা হোম করিবে এবং স্বয়ং বিদ্বান্ পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের যথাযোগ্য সৎকার করিবে। পরে ঋতু দানের যোগ্য সময়ে "সংস্কার বিধি" পুস্তকের বিধি অনুসারে সকল কর্ম্ম করিয়া মধ্যরাত্রিতে অথবা দশ ঘটিকার সময় প্রসন্নভাবে সকলের সমক্ষে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহবিধি পূর্ণ করিয়া নির্জ্জনে অবস্থান করিবে। পুরুষের বীর্য্য স্থাপন এবং স্ত্রীর বীর্য্যাকর্ষণ বিষয়ে যে বিধি আছে তদনুসারে উভয়ে কার্য্য করিবে। যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্যলব্ধ বীর্য্য ব্যর্থ করিতে দিবে না, কারণ উক্ত বীর্য্য এবং রজঃ হইতে শরীর উৎপন্ন হইলে সন্তান অপূর্ব্ব উত্তম হয়। গর্ভাশয়ে বীর্য্য পতিত হইবার সময় স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ে স্থির থাকিয়া নাসিকাভিমুখে নাসিকা এবং নেত্রসমক্ষে নেত্র রাখিবে অর্থাৎ শরীর সরল রাখিবে, অতি প্রসন্নচিত্ত থাকিবে এবং কম্পিত হইবে না। পুরুষ নিজ শরীর শিথিল

রাখিবে। স্ত্রী বীর্য্য প্রাপ্তির সময় অপান বায়ু ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিবে এবং যোনি সংকোচ করতঃ বীর্য্য আকর্ষণ করিয়া গর্ভাশয়ে স্থাপিত করিবে। * পশ্চাৎ উভয়ে বিশুদ্ধ জলে স্নান করিবে। গর্ভস্থিতি বিষয়ে বিদুষী স্ত্রী উক্ত সময়েই জানিতে পারে, পরন্তু এক মাস পরে পুনরায় রজঃস্বলা না হইলে সকলেই উহা নিশ্চয়রূপে জানে। গর্ভস্নান করিয়া পূর্ব্বরক্ষিত উষ্ণদুগ্ধ শীতল হইলে তাহাতে শুঁঠ, কেশর, অশ্বগন্ধা, ছোট এলাচ এবং সালম মিশ্রী মিশ্রিত করিয়া যথারুচি উভয়ে পান করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিবে। প্রত্যেক গর্ভাধান ক্রিয়ার সময় এইরূপ বিধির অনুষ্ঠান করা উচিত। পরে একমাসেও রজস্বলা না হওয়াতে গর্ভাধানের নিশ্চয় হইলে সেই সময় হইতে একবর্ষ পর্য্যন্ত কখন স্ত্রী ও পুরুষে পরস্পর সমাগম করিবে না। কারণ সমাগম না করিলে সন্তান উত্তম হয় এবং পরে অন্য সন্তানও তদ্রূপ হইয়া থাকে। অন্যথা বীর্য্য ব্যর্থ হয়, উভয়ের আয়ুর হ্রাস হয় এবং নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হয়। পরন্তু উভয়ের মধ্যে বাহ্যিক প্রেমালাপাদি ব্যবহার অবশ্য অবশ্য রক্ষা করিবে। পুরুষ বীর্য্যস্থিতি করিয়া এবং স্ত্রী-গর্ভরক্ষা করতঃ উভয়ে এরূপ ভোজন ও অচ্ছাদন ব্যবহার করিবে যেন কোনরূপে স্বপ্নেও পুরুষের বীর্য্য নষ্ট না হয় এবং স্ত্রীগর্ভে বালকের শরীর অত্যুত্তম রূপ, লাবণ্য, পুষ্টি, বল ও পরাক্রমযুক্ত হইয়া দশম মাসে ভূমিষ্ঠ হয়। চতুর্থ মাসে বিশেষরূপে এবং অষ্টম মাসের পরে বিশেষরূপে গর্ভরক্ষা আবশ্যক। গর্ভবতী স্ত্রী কখন রেচক, রুক্ষ, মাদক দ্রব্য, বল ও বুদ্ধিনাশক পদার্থ প্রভৃতি সেবন করিবে না। পরন্তু ঘৃত, দুগ্ধ, উত্তমতণ্ডুল, গোধূম, মুগ ও মাষকালাই প্রভৃতি ভোজন ও পান করতঃ দেশ ও কালানুসারে যুক্তি পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। গর্ভ সময়ে দুইটী সংস্কার হয়। প্রথমতঃ চতুর্থ মাসে পুংসবন এবং দ্বিতীয়তঃ অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন যথাবিধি করিবে। সন্তানের জন্ম হইলে স্ত্রীর এবং বালকের শরীর অতি সাবধানে রক্ষা করিবে। অর্থাৎ প্রথমেই শুণ্ঠীপাক অর্থাৎ সৌভাগ্য শুণ্ঠীপাক প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। উক্ত সময়ে সুগন্ধযুক্ত উষ্ণ (অর্থাৎ কিঞ্চিৎ উষ্ণ) জলে স্ত্রী স্নান করিবে এবং শিশুকেও স্নান করাইবে। তৎপশ্চাৎ নাড়ীচ্ছেদন করিবে। শিশুর নাভি-নাড়ীর গ্রন্থিতে ৪ আঙ্গুল ছাড়িয়া এক কোমল সূত্র বাঁধিবে। পরে উহা এরূপে বাঁধিয়া কাটিবে যে শরীরের এক বিন্দুও রক্ত পতিত না হয়। তদনন্তর উক্ত স্থান শুদ্ধ করিয়া উহার দ্বার দেশে সুগন্ধাদি যুক্ত ঘৃতাদি দ্বারা হোম করিবে। তৎপশ্চাৎ পিতা শিশুর কর্ণে "বেদোসীতি" অর্থাৎ "তোমার নাম বেদ" এইরূপ শুনাইয়া ঘৃত এবং মধু লইয়া স্বর্ণশলাকা দ্বারা জিহ্বার উপর "ওঁ" এই অক্ষর লিখিয়া মধু এবং ঘৃত উক্ত শলাকাদ্বারা লেহন করাইবে এবং পরে উহার মাতাকে প্রদান করিবে। দুগ্ধপান আবশ্যক হইলে মাতা পান করাইবে। মাতার দুগ্ধ না থাকিলে কোন স্ত্রীকে পরীক্ষা করিয়া তাহার দুগ্ধ পান করাইবে। পরে অপর পবিত্র গৃহে (যেখানকার বায়ু পরিশুদ্ধ) প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে সুগন্ধ ঘৃত দ্বারা হোম করিবে এবং সেখানেই প্রসূতি এবং শিশুকে রাখিবে। ছয়দিন পর্য্যন্ত শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করিবে এবং স্ত্রীও নিজ শরীরের পুষ্টির জন্য নানা প্রকারের উত্তম ভোজন করিবে এবং যোনি সংকোচাদি করিবে। ষষ্ঠদিনে স্ত্রী

* এ সকল গোপনীয় কথা। এইজন্য ইহা হইতে সমগ্র বুঝিয়া লইতে হইবে। বিশেষ লেখা উচিত নহে।

বহির্নির্গত হইবে এবং শিশুর দুগ্ধপানের জন্য কোন ধাত্রী রাখিয়া দিবে। তাহার (ধাত্রীর) ভোজন ও পানীয় উত্তমরূপে করাইবে। ধাত্রী শিশুকে স্তন্যপান করাইবে এবং পালনও করিবে। কিন্তু মাতা শিশুর উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিবেন যাহাতে পালন বিষয়ে কোন প্রকার অনুচিত ব্যবহার না হয়। দুগ্ধ বন্ধ করিবার জন্য স্ত্রী স্তনের অগ্রভাগের উপর এরূপ প্রলেপ দিবেন যে যাহাতে দুগ্ধস্রাব না হয়। পান ভোজনাদি তদ্রূপই যথাযোগ্য করিতে হইবে। পশ্চাৎ "সংস্কার বিধির" রীতি অনুসারে নামকরণাদি সংস্কার যথাকালে করিবে। স্ত্রী পুনরায় রজস্বলা হইলে শুদ্ধ হইবার পর উক্ত প্রকারে ঋতু দান করিবে।

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্ব্রতো রতিকাম্যয়া॥

মনুঃ ৩॥ ৪৫॥

নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥

মনুঃ। ৩। ৫০

যিনি নিজ স্ত্রীতে প্রসন্ন থাকেন এবং নিষিদ্ধ রাত্রিতে স্ত্রী হইতে পৃথক্ থাকিয়া ঋতুগামী হন তিনি গৃহস্থ হইলেও ব্রহ্মচারীর সদৃশ।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥ ১॥
যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসন্ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ত্ততে॥ ২॥
স্ত্রিয়াস্তু রোচমানায়াং সর্ব্বং তদ্রোচতে কুলম্।
তস্যাং ত্বরোচমানায়াং সর্ব্বমেব ন রোচতে॥ ৩॥

মনুঃ। ৩। ৬০-৬২।

যে কুলে ভার্য্যার সহিত স্বামী এবং স্বামীর সহিত ভার্য্যা অত্যন্ত প্রসন্ন থাকে সেই কুলেই সমস্ত সৌভাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য নিবাস করে। যেখানে কলহ হয় সেই স্থলে দুর্ভাগ্য এবং দারিদ্র্য স্থিরভাবে অবস্থান করে॥ ১॥ যদি স্ত্রীর পতির উপর প্রীতি না হয় এবং সে পতিকে প্রসন্ন না করে, তাহা হইলে পতির অপ্রসন্নতাবশতঃ কাম উৎপন্ন হয় না॥ ২॥ স্ত্রীর প্রসন্নতাবশতঃ সমগ্র কুল প্রসন্ন হয়, তাহার অপ্রসন্নতাবশতঃ সমস্তই অপ্রসন্ন অর্থাৎ দুঃখদায়ক হইয়া থাকে॥ ৩॥

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥ ১॥

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাঽফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২ ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতাঃ বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা ॥ ৩ ॥
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ ॥ ৪ ॥

মনুঃ। ৩। ৫৫-৫৭ ।৫৯।

পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবর ইহাদিগকে সৎকার করিয়া ভূষণাদি দ্বারা প্রসন্ন রাখিবে। যাহারা বহুকল্যাণ কামনা করিবে তাহারাই তদ্রূপ করিবে॥ ১॥ যে গৃহে স্ত্রীলোকের সৎকার হয়, সে গৃহের পুরুষ বিদ্যাযুক্ত হইয়া দেবসংজ্ঞা লাভকরতঃ আনন্দে ক্রীড়া করেন এবং স্ত্রীলোকের সৎকার না হইলে সে গৃহে সমস্ত কর্ম্ম বিফল হইয়া যায় ॥ ২ ॥ যে গৃহে বা কুলে স্ত্রীলোক শোকাতুরা হইয়া দুঃখ পাইয়া থাকেন সেই কুল শীঘ্র নষ্ট এবং ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং যে গৃহে বা কুলে স্ত্রীলোক আনন্দোৎসাহে সর্ব্বদা পূর্ণ প্রসন্ন থাকেন সে কুল সর্ব্বদা উন্নতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥ এইজন্য ঐশ্বর্য্যকামনাবিশিষ্ট লোক সৎকার এবং উৎসবের সময় স্ত্রীলোকদিগকে ভূষণ, বস্ত্র এবং ভোজনাদি দ্বারা নিয়ত সৎকার করিবে ॥ ৪ ॥ ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে "পূজা" শব্দের অর্থ সৎকার। দিবারাত্র মধ্যে উভয়ে প্রথম সম্মিলন অথবা পৃথক্ হইবার সময়ে একে অপরকে "নমস্তে" এইরূপ বলিয়া অভিবাদন করিবে।

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া ॥

মনুঃ ৫। ১৫০ ॥

স্ত্রীলোকের উচিত যে অতি প্রসন্নভাবে সকল কার্য্যে চতুরতা প্রকাশ করিয়া সকল পদার্থের উত্তম সংস্কার এবং গৃহশুদ্ধি সম্পাদন করিবে এবং ব্যয় সম্বন্ধে অত্যন্ত উদারতা প্রকাশ করিবে না অর্থাৎ যথাযোগ্য ব্যয় করিবে। সকল পদার্থ বিশুদ্ধ রাখিবে এবং এরূপ পাক করিবে যে দ্রব্যসকল ঔষধের মত থাকিয়া শরীরের এবং আত্মার-রোগ না আনিতে পারে। যাহা যাহা ব্যয় করা হইবে, উহার যথাযোগ্য হিসাব রাখিয়া স্বামীকে শুনাইবে। গৃহস্থ ভৃত্যাদির নিকট যথাযোগ্য কার্য্য আদায় করিবে এবং কোন কার্য্য বিকৃত হইতে দিবে না।

স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা সত্যং শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ ॥

মনুঃ ২। ২৪০।

উত্তম স্ত্রী, নানাপ্রকার রত্ন, বিদ্যা, সত্য, পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠভাষণ এবং নানাবিধ শিল্পবিদ্যা অর্থাৎ কারুকার্য্য সর্ব্বদেশ এবং সকল মনুষ্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে।

সত্যংব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্নব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১ ॥
ভদ্রং ভদ্রমিতি ব্রূয়াদ্ ভদ্রমিত্যেব বা বদেৎ।
শুষ্কবৈরং বিবাদং চ ন কুর্য্যাৎ কেনচিৎ সহ ॥ ২ ॥

মনুঃ ৪। ১৩৮-১৩৯।

অপরের হিতকর প্রিয় সত্য সর্ব্বদা বলিবে। অপ্রিয় সত্য অর্থাৎ কাণাকে কাণা এইরূপ বলিবে না। অপরকে প্রসন্ন করিবার জন্য অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা কহিবে না ॥ ১ ॥ সর্ব্বদা ভদ্র অর্থাৎ সকলের হিতকর বাক্য কহিবে। শুষ্কবৈর অর্থাৎ বিনাপরাধে কাহারও সহিত বিবাদ বা বিরোধ করিবে না ॥ ২ ॥ অপরের হিতকর হইলে অপরে মন্দ মনে করিলেও তাহা না বলিয়া ক্ষান্ত হইবে না।

পুরুষা বহবো রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য তু পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্ল্লভঃ ॥

উদ্যোগপর্ব্ব—বিদুরনীতি।

হে ধৃতরাষ্ট্র! এ সংসারে অপরকে সর্ব্বদা প্রসন্ন করিবার জন্য প্রিয়বাদী স্তাবক অনেক আছে কিন্তু অপ্রিয় কল্যাণকর বাক্যের শ্রোতা এবং বক্তা অতিশয় দুর্ল্লভ। কারণ সাধু-লোকের কর্ত্তব্য অপরের দোষ উহার সমক্ষে বলা, নিজের দোষ স্বীকার করা এবং পরোক্ষে সর্ব্বদা অপরের প্রশংসা করা; এবং দুষ্টলোকের ব্যবহার সম্মুখে গুণবাদ করিয়া পরোক্ষে দোষ ঘোষণা করা। যতদিন মনুষ্য অপরের সম্মুখে নিজের দোষ কীর্ত্তন না করে, ততদিন তাহার দোষ সংশোধন হইয়া সে গুণবান্ হইতে পারে না। কখন কাহারও নিন্দা করিবে না। যেমন—

"গুণেষু দোষারোপণমসূয়া" অর্থাৎ দোষেষু গুণারোপণমপ্যসূয়া" "গুণেষু গুণারোপণং দোষেষু দোষারোপণঞ্চ স্তুতিঃ"। গুণে দোষারোপ এবং দোষে গুণারোপকে নিন্দা এবং গুণে গুণারোপ ও দোষে দোষারোপকে স্তুতি কহে। অর্থাৎ মিথ্যাভাষণের নাম নিন্দা এবং সত্যভাষণের নাম স্তুতি।

বুদ্ধিবৃদ্ধিকরাণ্যাশু ধন্যানি চ হিতানি চ।
নিত্যং শাস্ত্রাণ্যবেক্ষেত নিগমাংশ্চৈব বৈদিকান্ ॥
যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানং চাস্য রোচতে ॥

মনুঃ ৪। ১৯-২০।

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, ধন এবং হিত-বৃদ্ধিকারক শাস্ত্র এবং বেদ নিত্য শুনিবে এবং শুনাইবে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে স্ত্রী এবং পুরুষ পঠিত বিষয়ের নিত্য বিচার এবং অধ্যাপন করিবে॥ ১॥ কারণ মনুষ্য যেরূপে শাস্ত্র যথাবৎ জানিতে থাকে তদ্রূপেই বিদ্যা বিজ্ঞানের বৃদ্ধি হয় এবং উহাতে রুচিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥ ১॥

মনুঃ ৪। ২১॥

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞশ্চ তর্পণং।
হোমোদৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥ ২॥

মনুঃ। ৩। ৭০॥

স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েদৃষীন্ হোমৈ র্দেবান্ যথাবিধি।
পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈ র্নৄ নন্নৈর্ভূতানি বলিকর্ম্মণা॥ ৩॥

মনুঃ। ৩। ৮১॥

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে দুই যজ্ঞ লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক বেদাদি শাস্ত্রের পঠন ও পাঠন সন্ধ্যোপাসন এবং যোগাভ্যাস। দ্বিতীয় দেবযজ্ঞ, বিদ্বানের সঙ্গ ও সেবা, পবিত্রতা, দিব্যগুণ ধারণ, দাতৃত্ব এবং বিদ্যোন্নতি সম্পাদন করা। এই দুই যজ্ঞ সায়ং এবং প্রাতঃকালে করিতে হয়।

সায়ং সায়ং গৃহপতির্নো অগ্নিঃ প্রাতঃ প্রাতঃ সৌমনসস্য দাতা॥ ১॥
প্রাতঃ প্রাতগৃহপতি র্নো অগ্নিঃ সায়ং সায়ং সৌমনসস্য দাতা॥ ২॥

অথর্ব্ব। কাং ১৯। অনুঃ ৭॥ মং ৩। ৪॥

তস্মাদহোরাত্রস্য সংযোগে ব্রাহ্মণঃ সন্ধ্যামুপাসীত।
উদ্যন্তমস্তং যান্তমাদিত্যমভিধ্যায়ন্॥ ৩॥

ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে। প্রঃ ৪। খঃ ৫॥

ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বান্ নোপাস্তে যস্তু পশ্চিমান্।
স শূদ্রবৎ বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মণঃ॥ ৪॥

মনুঃ ২। ১০৩॥

প্রতি সন্ধ্যাকালে যে হোম হইয়া থাকে উক্ত হুত দ্রব্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বায়ুশুদ্ধি করতঃ হিতকর হয়। ১॥ প্রতি প্রাতঃকালে অগ্নিতে যে হোম হইয়া থাকে উক্ত হুত দ্রব্য সায়ংকাল পর্য্যন্ত বায়ুশুদ্ধি করতঃ বল, বুদ্ধি এবং আরোগ্যকারক হইয়া থাকে। ২॥ এইজন্য দিন ও রাত্রির সন্ধিকালে অর্থাৎ সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তের সময়ে অগ্নিহোত্র এবং পরমেশ্বরের ধ্যান অবশ্য কর্ত্তব্য। ৩॥ সায়ং-

কালে এবং প্রাতঃকালে যে এই দুই কার্য্য না করে তাহাকে সজ্জনেরা সমস্ত দ্বিজকার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে অর্থাৎ উহাকে শূদ্রবৎ জ্ঞান করিবে। ৪ ॥

প্রশ্ন—সন্ধ্যা কি ত্রিকালে করিবে না?

উত্তর—তিন সময়ের সন্ধি হয় না। আলো এবং অন্ধকারের সন্ধি কেবল সায়ং এবং প্রাতঃ এই দুই সময়ে হইয়া থাকে। যিনি ইহা স্বীকার না করিয়া মধ্যাহ্নকালে তৃতীয় সন্ধ্যা স্বীকার করেন, তিনি মধ্যরাত্রিতেও কেন সন্ধ্যোপাসন করেন না? মধ্য রাত্রিতেও যদি কর্ত্তব্য হয় তবে প্রতি প্রহরে, প্রতি ঘটিকায়, প্রতি পলে এবং প্রতি ক্ষণেও সন্ধি হইয়া থাকে, তখন কেন সন্ধ্যোপাসন করা হয় না? তাহাও যদি কর্ত্তব্য বোধ হয়, তবে সন্ধ্যোপাসনা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত কোন শাস্ত্রে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার প্রমাণ নাই। সুতরাং উক্ত দুই সময়ে সন্ধ্যা এবং অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিবে এবং তৃতীয় কালে করিতে হইবে না। আর যে তিন কাল হইয়া থাকে উহা ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানের ভেদবশতঃ হয়, সন্ধ্যোপাসনের ভেদবশতঃ নহে। তৃতীয় পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ পঠন পাঠনে সমর্থ বিদ্বান্ ঋষি, মাতা পিতা প্রভৃতি জ্ঞানী ও পরম যোগীদিগের সেবা করা। পিতৃযজ্ঞের দুই ভেদ আছে। প্রথম শ্রাদ্ধ এবং দ্বিতীয় তর্পণ। "শ্রৎ" শব্দের অর্থ সত্য, "শ্রৎ সত্যং দধাতি যয়া ক্রিয়য়া সা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া যৎ ক্রিয়তে তচ্ছ্রাদ্ধং" যে ক্রিয়া দ্বারা সত্যের গ্রহণ হয়, উহাকে শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধানুসারে যাহা অনুষ্ঠিত হয় উহা "শ্রাদ্ধ" এবং "তৃপ্যন্তি তর্পয়ন্তি যেন পিতৄন্ তত্তর্পণম্" যে কর্ম্ম দ্বারা জীবিত মাতা পিতাদি পিতৃস্থানীয়গণ তৃপ্ত হন অর্থাৎ প্রসন্ন হন এবং তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করা যায় উহার নাম তর্পণ। পরন্তু ইহা জীবিতদিগের জন্য, মৃতদিগের জন্য নহে।

ওঁ ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তৃপ্যন্তাম্।
ব্রহ্মাদিদেবপত্ন্যস্তৃপ্যন্তাম্।
ব্রহ্মাদিদেবসুতাস্তৃপ্যন্তাম্।
ব্রহ্মাদিদেবগণাস্তৃপ্যন্তাম্।
ইতি দেবতর্পণম্।

"বিদ্বাংসো হি দেবাঃ" ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের বচন। যিনি বিদ্বান্ তাঁহাকেই দেব কহা যায়। যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ চারি বেদ জানেন তাঁহাকে ব্রহ্মা কহা যায়। উহার ন্যূন হইলে তাঁহারও নাম দেব অর্থাৎ বিদ্বান্। তাঁহাদিগের সদৃশী তাঁহাদিগের বিদুষী স্ত্রী ব্রাহ্মণী অথবা দেবী, তাঁহাদিগের অনুরূপ পুত্র ও শিষ্য এবং তাঁহাদিগের সদৃশগণ অর্থাৎ সেবকদিগকে সেবা করার নাম শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ।

অথর্ষিতর্পণম্।

ওঁ মরীচ্যাদয় ঋষয়স্তৃপ্যন্তাম্।
মরীচ্যাদ্যৃষিপত্ন্যস্তৃপ্যন্তাম্।
মরীচ্যাদ্যৃষিসুতাস্তৃপ্যন্তাম্।

মরীচ্যাদ্যৃষিগণাস্তৃপ্যন্তাম্।

ইতি ঋষিতর্পণম্।

যিনি ব্রহ্মার প্রপৌত্র মরীচি সদৃশ বিদ্বান্ হইয়া অধ্যাপনা করিবেন এবং তত্তুল্য বিদ্যাযুক্ত তাঁহাদিগের স্ত্রীসকল কন্যাদিগকে বিদ্যা দান করিবেন, তাঁহাদিগকে এবং তৎসদৃশ পুত্র ও শিষ্য এবং তাঁহার উপযুক্ত সেবকদিগকে সেবা এবং সৎকার করাকে ঋষিতর্পণ কহে।

অথ পিতৃতর্পণম্।

ওঁ সোমসদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্।
অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্।
বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্।
সোমপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্।
হবির্ভুজঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্।
আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্।
সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্।
যমাদিভ্যো নমঃ যমাদীংস্তর্পয়ামি।
পিত্রে স্বধা নমঃ পিতরং তর্পয়ামি।
পিতামহায় স্বধা নমঃ পিতামহং তর্পয়ামি।
প্রপিতামহায় স্বধা নমঃ প্রপিতামহং তর্পয়ামি।
মাত্রে স্বধা নমো মাতরং তর্পয়ামি।
পিতামহ্যৈ স্বধা নমঃ পিতামহীং তর্পয়ামি।
প্রপিতামহ্যৈ স্বধা নমঃ প্রপিতামহীং তর্পয়ামি।
স্বপত্ন্যৈ স্বধা নমঃ স্বপত্নীং তর্পয়ামি।
সম্বন্ধিভ্যঃ স্বধা নমঃ সম্বন্ধিস্তর্পয়ামি।
সগোত্রেভ্যঃ স্বধা নমঃ সগোত্রাংস্তর্পয়ামি।

ইতি পিতৃতর্পণম্।

"যে সোমে জগদীশ্বরে পদার্থবিদ্যায়াং চ সীদন্তি তে সোমসদঃ"। যাঁহারা পরমাত্মা বিষয়ে এবং পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে নিপুণ তাঁহারা সোমসদ। "যৈরগ্নের্বিদ্যুতো বিদ্যা গৃহীতা তে অগ্নিষ্বাত্তাঃ" যাঁহারা অগ্নি অর্থাৎ বিদ্যুতাদি পদার্থের পরিজ্ঞাতা তাঁহারা অগ্নিষ্বাত্তা। "যে বর্হিষি উত্তমে ব্যবহারে সীদন্তি তে বর্হিষদঃ" যাঁহারা উত্তম বিদ্যাবুদ্ধিযুক্ত ব্যবহারে অবস্থিত তাঁহারা বর্হিষদ। "যে সোমমৈশ্বর্য্যমোষধীরসং বা পান্তি পিবন্তি বা তে সোমপাঃ" যাঁহারা ঐশ্বর্য্য রক্ষক এবং মহৌষধী রস

পানকরতঃ রোগরহিত এবং অন্যের ঐশ্বর্য্য রক্ষক এবং ঔষধ দানকরতঃ রোগ নাশ করেন তাঁহারা সোমপা। "যে হবির্হোতুমত্তুমর্হং ভুঞ্জতে ভোজয়ন্তি বা তে হবির্ভুজঃ" যাঁহারা মাদক এবং হিংসাকারক দ্রব্য পরিত্যাগ করতঃ ভোজন করেন তাঁহারা হবির্ভুজ। "যে আজ্যং জ্ঞাতুং প্রাপ্তুং বা যোগ্যং রক্ষন্তি পিবন্তি বা তে আজ্যপাঃ" যাঁহারা জানিবার উপযুক্ত বস্তুর রক্ষণ করেন এবং ঘৃতদুগ্ধাদি পান ও ভোজন করেন তাঁহারা আজ্যপা। "শোভনঃ কালো বিদ্যতে যেষাং তে সুকালিনঃ" যাঁহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সুখকর সময় হয় তাঁহারা সুকালিন। "যে দুষ্টান্ যচ্ছন্তি নিগৃহ্নন্তি তে যমাঃ ন্যায়াধীশাঃ" যিনি দুষ্টের দমন এবং শ্রেষ্ঠের পালন করিয়া ন্যায়াধিকারী হন তিনি যম। "যঃ পাতি স পিতা" যিনি সন্তানদিগের অন্নাদি দ্বারা এবং সংকার দ্বারা রক্ষক অথবা জনক তিনি পিতা। "পিতুঃ পিতা পিতামহঃ, পিতামহস্য পিতা প্রপিতামহঃ" পিতার পিতাকে পিতামহ এবং পিতামহের পিতাকে প্রপিতামহ কহে। "যা মানয়তি সা মাতা" যিনি অন্ন এবং সংকার দ্বারা সন্তানকে মান্য করেন তিনি মাতা। "যা পিতুঃ মাতা সা পিতামহী, পিতামহস্য মাতা প্রপিতামহী" পিতার মাতাকে পিতামহী এবং পিতামহের মাতাকে প্রপিতামহী কহে। আপনার স্ত্রী, ভগিনী, সম্বন্ধী, সগোত্র এবং অপর কোন ভদ্র পুরুষ অথবা বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উত্তম অন্ন, বস্ত্র এবং সুন্দর যানাদি দান করতঃ উত্তমরূপে তৃপ্ত করা অর্থাৎ যে যে কার্য্যের দ্বারা উঁহাদিগের আত্মা তৃপ্ত হয় এবং শরীর সুস্থ থাকে তত্তৎ কার্য্য দ্বারা প্রীতিপূর্ব্বক উঁহাদিগের সেবা করাকে শ্রাদ্ধ বা তর্পণ কহে।

চতুর্থ বৈশ্বদেব—অর্থাৎ ভোজনার্থ ভোজন দ্রব্য প্রস্তুত হইলে, উহার মধ্যে অম্ল, লবণযুক্ত অন্ন এবং লবণ ব্যতীত ঘৃত ও মিষ্টযুক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া চুল্লী হইতে অগ্নি পৃথক করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা আহুতি এবং ভাগ করিবে।

বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহ্যেঽগ্নৌ বিধিপূর্ব্বকম্।
আভ্যঃ কুর্য্যাদ্দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম্॥

মনুঃ। ৩। ৮৪

পাকশালায় ভোজনার্থ যাহা প্রস্তুত হইবে, তাহার দিব্যগুণ সাধনার্থ নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা বিধিপূর্ব্বক পাকাগ্নিতে নিত্য হোম করিবে। হোমের মন্ত্র :—

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। সোমায় স্বাহা। অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা। ধন্বন্তরয়ে স্বাহা। কুহ্বৈ স্বাহা। অনুমত্যৈ স্বাহা। প্রজা-পতয়ে স্বাহা। সহদ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা। স্বিষ্টকৃতে স্বাহা।

এই সকল মন্ত্রের প্রত্যেকটী দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিতে এক একবার আহুতি নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর থালায় অথবা ভূমিতে পত্র বিস্তার করিয়া পূর্ব্বদিক্ হইতে ক্রমানুসারে নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা ভাগ করিয়া রাখিবে।

ওঁ সানুগায়েন্দ্রায় নমঃ। সানুগায় যমায় নমঃ। সানুগায় বরুণায় নমঃ।

সানুগায় সোমায় নমঃ। মরুদ্‌ভ্যো নমঃ। অদ্‌ভ্যো নমঃ। বনস্পতিভ্যো নমঃ। শ্রিয়ৈ নমঃ। ভদ্রকাল্যৈ নমঃ। ব্রহ্মপতয়ে নমঃ। বাস্তুপতয়ে নমঃ। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ। নক্তং চারিভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ। সর্ব্বাত্মভূতয়ে নমঃ।

কোন অতিথি উপস্থিত থাকিলে এই ভাগ সকল খাওয়াইয়া দিবে অথবা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর লবণান্ন অর্থাৎ দাইল, ভাত, শাক এবং রুটি প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া ভূমিতে ছয় ভাগ রাখিবে। ইহার প্রমাণ :—

শুনাং চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্।
বায়সানাং কৃমীণাং চ শনকৈর্নির্বপেদ্ভুবি॥

মনুঃ। ৩। ৯২।

এইরূপে "শ্বভ্যো নমঃ, পতিতেভ্যো নমঃ, শ্বপগ্‌ভ্যো নমঃ, পাপরোগিভ্যো নমঃ, বায়সেভ্যো নমঃ, কৃমিভ্যো নমঃ" বলিয়া নিক্ষেপ করতঃ কোন দুঃখী এবং বুভুক্ষিত প্রাণী, কিম্বা কুক্কুর বা কাককে দান করিবে। এস্থলে নমঃ শব্দের অর্থ কুক্কুর, পাপী, চণ্ডাল, পাপরোগী, কাক অথবা কৃমি অর্থাৎ পিপীলিকা প্রভৃতিকে অন্ন দিবে। ইহা মনুস্মৃতি প্রভৃতির বিধি। হবন করিবার প্রয়োজন এই যে, পাকশালাস্থ বায়ু শুদ্ধ হইবে এবং অজ্ঞাতভাবে অদৃষ্ট-জীবের হত্যা হইলে, তাহার প্রত্যুপকার করা হইবে।

পঞ্চম অতিথি-সেবা—যাহার কোন তিথি নিশ্চিত নাই তাহাকে অতিথি কহে অর্থাৎ কোন কোন ধার্ম্মিক, সত্যোপদেশক, সকলের হিতার্থ সর্ব্বত্র ভ্রমণকারী, পূর্ণবিদ্বান্, পরমযোগী সন্ন্যাসী অকস্মাৎ গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ তাঁহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য এবং আচমনীয় এই তিন প্রকার জল প্রদান করিয়া পরে সৎকার পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করাইবে। পরে পানভোজনাদি উত্তম পদার্থ দ্বারা সেবা করতঃ তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে। তদনন্তর সৎসঙ্গ করতঃ তাঁহার নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধক জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিবে এবং তাঁহার সদুপদেশানুসারে নিজের আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান করিবে। সময়ানুসারে গৃহস্থ এবং রাজাদিও অতিথির ন্যায় সৎকার পাইবার যোগ্য। কিন্তু :—

পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥

মনুঃ। ৪। ৩০

(পাষণ্ডী) অর্থাৎ বেদনিন্দক এবং বেদবিরুদ্ধ আচরণকারী। (বিকর্ম্মস্থ) বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মকর্ত্তা এবং মিথ্যাভাষণাদিযুক্ত, (বৈড়ালব্রতিক) অর্থাৎ বিড়াল যেরূপ লুক্কায়িত ও স্থির থাকিয়া মূষিকাদি প্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া উহাকে সহসা আক্রমণ করতঃ বিনাশ করে এবং উহা দ্বারা নিজের উদর পূরণ করে তদ্রূপ কার্য্যকারী মনুষ্যের নাম বৈড়ালব্রতিক। (শঠ) অর্থাৎ যে ভ্রান্ত, দুরাগ্রহবিশিষ্ট, অথবা অভিমানী এবং স্বয়ং না জানিয়াও পরের কথা গ্রাহ্য করে না। (হৈতুক) অর্থাৎ কুতর্কী এবং

বৃথাবাক্যকথনশীল অর্থাৎ যেরূপ আজকাল বৈদান্তিকেরা বলে যে আমি ব্রহ্ম, জগৎ মিথ্যা এবং বেদাদি শাস্ত্র ও ঈশ্বর এ সমস্ত কল্পিত, ঐরূপ গল্প কথনশীল। (বকবৃত্তি) অর্থাৎ বক যেরূপ এক পদ উঠাইয়া ধ্যানস্থের মত থাকিয়া সহসা মৎস্যের প্রাণ বিনাশ করতঃ স্বকার্য্য সিদ্ধি করে তদ্রূপ বর্ত্তমানের বৈরাগী এবং ভস্মধারী প্রভৃতি দুরাগ্রহবিশিষ্ট ও বেদবিরোধক। বাক্য দ্বারাও ইহাদিগের সৎকার করিবে না। কারণ ইহাদিগের সৎকার করিলে ইহারা বৃদ্ধি পাইয়া সংসারকে অধর্ম্মযুক্ত করে। ইহারা নিজে পাপ কর্ম্ম করে এবং আপনার সহিত সেবককেও অবিদ্যারূপ মহাসাগরে নিমগ্ন করে।

পাঁচ মহাযজ্ঞের ফল এইরূপ। ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বারা বিদ্যা, শিক্ষা, ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের বৃদ্ধি হয়। অগ্নিহোত্র হইতে বায়ু, বৃষ্টি ও জলের শুদ্ধি হইয়া বৃষ্টি দ্বারা সংসারের সুখোৎপত্তি হয় অর্থাৎ বিশুদ্ধ বায়ুর শ্বাস, স্পর্শ এবং পানাহার দ্বারা আরোগ্য, বল, বুদ্ধি ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাওয়াতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের অনুষ্ঠান পূর্ণ হয়। এইজন্য ইহাকে দেবযজ্ঞ কহে। কারণ ইহা দ্বারা বায়ু আদি পদার্থ শুদ্ধ হয়। পিতৃযজ্ঞ দ্বারা মাতা, পিতা, জ্ঞানী ও মহাত্মাদিগের সেবা করিলে জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং উহা দ্বারা সত্যাসত্যের নির্ণয় করতঃ সত্যাংশ গ্রহণ এবং অসত্যাংশ ত্যাগ করিয়া লোকে সুখ লাভ করে। দ্বিতীয় কৃতজ্ঞতা, অর্থাৎ মাতা, পিতা এবং আচার্য্য যেরূপ সন্তান এবং শিষ্যকে যত্ন করিয়াছেন তাহার পরিশোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বলিবৈশ্বদেবের ফল যেরূপ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। যতদিন পৃথিবীতে উত্তম অতিথি না পাওয়া যায় ততদিন উন্নতি হইতে পারে না। তাদৃশ অতিথির নানাদেশ ভ্রমণ এবং সত্যোপদেশ প্রদান দ্বারা পাষণ্ডদিগের বৃদ্ধি হয় না এবং সর্ব্বত্র গৃহস্থগণ সহজে সত্যজ্ঞান লাভ করে ও সকল মনুষ্য মধ্যে একই ধর্ম্ম স্থিরভাবে প্রচলিত থাকে। অতিথি ব্যতিরেকে সন্দেহভঞ্জন হয় না। সন্দেহভঞ্জন ব্যতিরেকে দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া অসম্ভব এবং দৃঢ়নিশ্চয় ব্যতীত সুখলাভ কোথায়?

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মূলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ ॥

মনুঃ ৪। ৯২।

রাত্রির চতুর্থ-প্রহরে অর্থাৎ চারি ঘটিকার সময় উঠিয়া আবশ্যক কার্য্য করতঃ, ধর্ম্ম, অর্থ, শরীরের রোগনিদান এবং পরমাত্মধ্যান করিবে। কখন অধর্ম্মাচরণ করিবে না।

কারণ :—

নাধর্ম্মশ্চরিতোলোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্ত্তমানস্তু কর্ত্তুর্মূলানি কৃন্ততি ॥

মনুঃ। ৪। ১৭২।

অনুষ্ঠিত অধর্ম্ম কখন নিষ্ফল হয় না। তবে অধর্ম্মানুষ্ঠানের সময়েই উহা ফলে না এবং এইজন্যই অজ্ঞানেরা অধর্ম্ম হইতে ভীত হয় না। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, উক্ত অধর্ম্মাচরণ অল্পে অল্পে সুখের মূলচ্ছেদন করে।

এইরূপ ক্রমে :—

অধর্ম্মেণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নাঞ্জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

মনুঃ। ৪। ১৭৪

জলাশয়ের জল যেরূপ অবরোধ ভাঙ্গিয়া চারিদিকে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ অধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ধর্ম্মের মর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া মিথ্যাভাষণ, কপটতা, পাষণ্ডিতা, সর্ব্বরক্ষক বেদের খণ্ডন ও বিশ্বাসঘাতকতাদি কার্য্য দ্বারা পরকীয় বস্তু গ্রহণ করতঃ প্রথম বৃদ্ধি পায়, পরে ধনাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা পান, ভোজন, বস্ত্র, অলঙ্কার, যান, স্থান, মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অন্যায়পূর্ব্বক শত্রুজয়ও করে কিন্তু তদনন্তর ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় তাহার নাশ হয়।

সত্যধর্ম্মার্য্যবৃত্তেষু শৌচে চৈবারমেৎ সদা।
শিষ্যাংশ্চ শিষ্যাদ্ধর্ম্মেণ বাগ্বাহূদরসংযতঃ॥

মনুঃ। ৪। ১৭৫।

বিদ্বান্ বেদোক্ত সত্যধর্ম্ম অর্থাৎ পক্ষপাতশূন্য হইয়া সত্য গ্রহণ এবং অসত্য ত্যাগরূপ ন্যায়ানুমত বেদোক্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ আর্য্যধর্ম্মানুসারে শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবেন।

ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যৈ র্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈ র্বৈদ্যৈ র্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ॥ ১॥
মাতাপিতৃভ্যাং যামীভি র্ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ॥ ২॥

মনুঃ ৪। ১৭৯। ১৮০।

(ঋত্বিক্) যজ্ঞকর্ত্তা, (পুরোহিত) সদা উত্তম রীতিনীতির শিক্ষক (আচার্য্য) বিদ্যাশিক্ষক, (মাতুল) মামা, (অতিথি) যাহার গতায়াতের কোন তিথি নাই, (সংশ্রিত) আপনার আশ্রিত, (বাল) বালক, (বৃদ্ধ) জরাগ্রস্ত, (আতুর) পীড়িত, (বৈদ্য) আয়ুর্ব্বেদবিদ্ (জ্ঞাতি) সগোত্র অথবা স্ববর্ণস্থ, (সম্বন্ধী) শ্বশুরাদি, (বান্ধব) মিত্র॥ ১॥ (মাতা) মা, (পিতা) বাবা, (যামি) ভগ্নী, (ভ্রাতা) সহোদর, (ভার্য্যা) স্ত্রী, (দুহিতা) কন্যা এবং সেবকদিগের সহিত বিবাদ অর্থাৎ বিরুদ্ধ বাদবিতণ্ডা কখন করিবে না।

অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ।
অম্ভস্যশ্মপ্লবেনেব সহ তেনৈব মজ্জতি॥

মনুঃ ৪। ১৯০।

প্রথম (অতপাঃ) ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যভাষণাদি-তপোরহিত ; দ্বিতীয় (অনধীয়ানঃ) অধ্যয়নহীন এবং তৃতীয় (প্রতিগ্রহরুচিঃ) ধর্ম্মার্থ অপর হইতে অত্যন্ত দানপ্রয়াসী, এই তিন প্রকার দ্বিজ প্রস্তরের নৌকা দ্বারা সমুদ্রতরণকারীর ন্যায় আপনার দুষ্কর্ম্মের সহিত দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয় ; স্বয়ং নিমগ্ন হয় এবং উহার সহিত দাতাকেও নিমগ্ন করে।

ত্রিষ্বপ্যেতেষু দত্তং হি বিধিনাপ্যর্জ্জিতং ধনম্।
দাতুর্ভবত্যনর্থায় পরত্রাদাতুরেব চ ॥

মনুঃ ৪। ১৯৩।

ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত ধন এই তিন ব্যক্তিকে দান করিলে উক্ত দান এই জন্মে দাতার নাশ করে এবং পরজন্মে গ্রহীতার নাশ করে। ইহাতে এইরূপ ফল হয়—

যথা প্লবেনৌপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন্।
তথা নিমজ্জতোঽধস্তাদজ্ঞৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ ॥

মনুঃ ৪। ১৯৪।

যেরূপ প্রস্তরের নৌকায় বসিয়া জল পার হইতে গেলে নিমগ্ন হইতে হয় তদ্রূপ অজ্ঞান দাতা এবং গৃহীতা উভয়েই অধোগতি অর্থাৎ দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

পাষণ্ডীর লক্ষণ।

ধর্ম্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ।
বৈড়ালব্রতিকোজ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধকঃ ॥ ১ ॥
অধোদৃষ্টি র্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরোদ্বিজঃ ॥ ২ ॥

মনুঃ ৪। ১৯৫। ১৯৬।

যে (ধর্ম্মধ্বজী) কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করে না অথচ ধর্ম্মের নাম করিয়া লোককে প্রতারণা করে ; (সদা লুব্ধঃ) সর্ব্বদা লোভযুক্ত, (ছাদ্মিকঃ) কপটী, (লোকদম্ভকঃ) সংসারীলোকের সম্মুখে নিজের বাহাদুরী গল্প করে, (হিংস্রঃ) যে প্রাণিঘাতক এবং অপরের প্রতি বৈরবুদ্ধিকারক হইয়া (সর্ব্বাভিসন্ধকঃ) উত্তম এবং অধম সকলের সহিত মিলিয়া থাকে তাহাকে বৈড়ালব্রতিক অর্থাৎ বিড়ালের সমান ধূর্ত্ত ও নীচ বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥ (অধোদৃষ্টিঃ) কীর্ত্তির জন্য যে নীচে দৃষ্টি রাখে, (নৈষ্কৃতিকঃ) ঈর্ষ্যক অর্থাৎ কেহ সামান্য অপরাধ করিলে তাহার প্রতিশোধের জন্য উহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে ব্যগ্র, (স্বার্থসাধনতৎপরঃ) কপটতা, অধর্ম্ম ও বিশ্বাসঘাতকতা হইলেও নিজের প্রয়োজন সাধনে চতুর ; (শঠ) মিথ্যা কথা হইলেও যে নিজের জেদ কখন ত্যাগ করে না ; (মিথ্যাবিনীতঃ) মিথ্যা বাহ্যভাবে সচ্চরিত্র, সন্তোষ এবং সাধুতা প্রদর্শনকারী ; (বকব্রত) বকতুল্য নীচ—এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট হইলে পাষণ্ডী হইয়া থাকে। উহাদিগকে কখন বিশ্বাস বা সেবা করিবে না।

ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্ ॥ ১ ॥
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥ ২ ॥
একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥ ৩ ॥

মনুঃ ৪। ২৩৮-২৪০।

একঃ পাপানি কুরুতে ফলং ভুঙ্‌ক্তে মহাজনঃ।
ভোক্তারো বিপ্রমুচ্যন্তে কর্ত্তা দোষেণ লিপ্যতে ॥ ৪ ॥

মহাভাঃ উদ্যোগপর্ব্বঃ প্রজাগর পর্ব্বঃ অঃ ৩২।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥ ৫ ॥

মনুঃ। ৪। ২৪১।

উই কীট যেরূপে বল্মীক প্রস্তুত করে তদ্রূপ কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া পরলোকের অর্থাৎ পরজন্মের সুখার্থ ধীরে ধীরে ধর্ম্মসঞ্চয় করা স্ত্রী ও পুরুষের কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥ কারণ পরলোকে মাতা, পিতা, পুত্র, স্ত্রী অথবা জ্ঞাতি কেহই সহায়তা করে না কিন্তু ধর্ম্মই কেবল সহায় হয় ॥ ২ ॥ দেখ জীব একাই জন্মগ্রহণ করে, একাই মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং একাই ধর্ম্মফলরূপ সুখ ও অধর্ম্মফলরূপ দুঃখ ভোগ করে ॥ ৩ ॥ ইহা বুঝা উচিত যে কুটুম্বদিগের মধ্যে একজন পাপ করিয়া পদার্থ আনয়ন করে এবং (মহাজন) কুটুম্ববর্গ উহা ভোগ করে। ভোগকর্ত্তারা দোষভাগী হয় না কিন্তু অধর্ম্মকর্ত্তাই কেবল দোষভাগী হয় ॥ ৪ ॥ কোন সম্বন্ধীর মৃত্যু হইলে মৃৎপিণ্ডের ন্যায় মৃতশরীর মাটীতে রাখিয়া বান্ধবগণ বিমুখ হইয়া প্রস্থান করে। কেহ উহার সঙ্গে যায় না কিন্তু ধর্ম্ম একাই উহার সঙ্গী হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়র্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্ ॥ ১ ॥
ধর্ম্মপ্রধানং পুরুষং তপসাহতকিল্বিষম্।
পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বন্তং খশরীরিণম্ ॥ ২ ॥

মনুঃ। ৪। ২৪২। ২৪৩।

এইজন্য পরলোকে অর্থাৎ পরজন্মে সুখার্থ ও জন্মের সহায়ার্থ ধীরে ধীরে নিত্য ধর্ম্মসঞ্চয় করিতে থাকিবে, কারণ ধর্ম্ম সহায় হইলে জীব মহৎ এবং দুস্তর দুঃখসাগর পার হইতে পারে ॥ ১ ॥ যে পুরুষ ধর্ম্মকেই প্রধান জ্ঞান করেন এবং যাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপ দূরীভূত হইয়া যায়, সে পুরুষ প্রকাশস্বরূপ

এবং আকাশ যাঁহার শরীরবৎ, সেই পরলোক অর্থাৎ পরম দর্শনীয় পরমাত্মাকে ধর্মই শীঘ্র প্রাপ্ত করায় ॥ ২ ॥ এইজন্য :—

দৃঢ়কারী মৃদুর্দান্তঃ ক্রূরাচারৈরসংবসন্।
অহিংস্রো দমদানাভ্যাং জয়েৎ স্বর্গং তথাব্রতঃ ॥ ১ ॥
বাচ্যর্থা নিয়তাঃ সর্ব্বেঃ বাঙ্মূলা বাগ্বিনিঃসৃতাঃ।
তাস্তু যঃ স্তেনয়েদ্বাচং স সর্ব্বস্তেয়কৃন্নরঃ ॥ ২ ॥
আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥

মনুঃ ৪। ২৪৬। ২৫৬। ১৫৬।

সর্ব্বদা দৃঢ়ভাবে কার্য্যকারী, কোমলস্বভাব এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া হিংসক, ক্রূর ও দুষ্টাচার ব্যক্তি হইতে পৃথক্ থাকিয়া ধর্ম্মাত্মারা মনের পরাজয় এবং বিদ্যাদি দান দ্বারা সুখলাভ করেন ॥ ১ ॥ পরন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যে বাক্য দ্বারা সব অর্থ অর্থাৎ ব্যবহার সিদ্ধ হয় সেই বাক্যই তাহার মূলস্বরূপ এবং বাণী দ্বারা সব ব্যবহার সিদ্ধ হয় সেই বাণীকে যে অপহরণ করে অর্থাৎ মিথ্যাভাষণ করে সে চৌর্য্য আদি সমস্ত পাপেরই অনুষ্ঠাতা হয় ॥ ২ ॥ এইজন্য মিথ্যাভাষণাদি অধর্ম্ম ত্যাগ করিলে ধর্ম্মাচার অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য এবং জিতেন্দ্রিয়তা অনুষ্ঠান দ্বারা পূর্ণ আয়ু এবং ধর্ম্মাচরণ দ্বারা উত্তম প্রজা ও অক্ষয় ধন লাভ হয়। ধর্ম্মাচারে অবস্থান করিয়া যাহাতে দুষ্ট লক্ষণের নাশ হয় তদ্রূপ আচরণই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥ কারণ :—

দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ ॥ ১ ॥

মনুঃ ৪। ১৫৭।

দুষ্টাচারী পুরুষ সংসারে সজ্জনদিগের নিকট নিন্দিত হইয়া দুঃখভাগী এবং নিরন্তর ব্যাধিযুক্ত হয় এবং অল্পায়ু ভোগ করিয়া থাকে। এইজন্য এইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে যে :—

যদ্যৎপরবশং কর্ম্ম তত্তদ্যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্যদাত্মবশং তু স্যাত্তত্তৎ সেবেত যত্নতঃ ॥ ১ ॥
সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ২ ॥

মনুঃ ৪। ১৫৯। ১৬০।

পরাধীন কর্ম্মসকল প্রযত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবে এবং স্বাধীন কর্ম্মসকল যত্নপূর্ব্বক সেবা ॥ ১ ॥ কারণ যাহা যাহা পরাধীন তৎসমুদয় দুঃখকর এবং যাহা যাহা স্বাধীন তাহা সমস্তই

সুখকর ; সংক্ষেপতঃ এইরূপে সুখ ও দুঃখের লক্ষণ জানিতে হইবে॥ ২॥ পরন্তু কোন কার্য্য অপরের অধীন হইলে, তৎকার্য্য অধীনতাসত্ত্বেও কর্ত্তব্য। যেমন, স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে একে অপরের অধীন অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের এবং পুরুষ স্ত্রীর প্রতি সর্ব্বদা প্রিয়াচরণ ও অনুকূল ব্যবহার করিবে। ব্যভিচার অথবা বিরোধ কখন করিবে না। পুরুষের আজ্ঞানুকূল হইয়া স্ত্রী গৃহকার্য্য করিবে। বাহিরের কার্য্য পুরুষের থাকিবে। দুষ্ট ব্যসনের অনুরাগ বিষয়ে একে অপরকে অবশ্য প্রতিরোধ করিবে। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে যখনই বিবাহ হইয়াছে, তখনই স্ত্রীর নিকট পুরুষের এবং পুরুষের নিকট স্ত্রীর বিক্রয় হইয়াছে। বিবাহের পর স্ত্রী পুরুষের প্রতি এবং পুরুষ স্ত্রীর প্রতি নখশিখাগ্র দ্বারাও কোনরূপ বিলাস দেখাইলে অর্থাৎ স্ত্রী অথবা পুরুষের হাব ভাব দেখাইলে একের বীর্য্যাদি অপরের অধীন হইয়া পড়ে। স্ত্রী অথবা পুরুষ প্রসন্নতা ব্যতিরেকে কোন ব্যবহার করিবে না। অপ্রসন্ন ব্যবহার হইতে ব্যভিচার, বেশ্যাগমন ও পরপুরুষগমনাদি অতিশয় অপ্রীতিকর কার্য্য হইয়া থাকে। সুতরাং তদ্রূপ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পতি স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রী পতির প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকিবে। ব্রাহ্মণবর্ণস্থ হইলে পুরুষ বালকদিগকে এবং সুশিক্ষিতা স্ত্রী বালিকাদিগকে অধ্যাপন করিবেন এবং নানাবিধ উপদেশ দান ও বক্তৃতা করিয়া উহাদিগকে কৃতবিদ্য করিবেন। পতি স্ত্রীর পক্ষে পূজনীয় দেবতা এবং স্ত্রী পতির পক্ষে পূজনীয়া অর্থাৎ সংকারযোগ্যা দেবী। যতদিন গুরুকুলে থাকিবে ততদিন অধ্যাপকদিগকে মাতা পিতার তুল্য জ্ঞান করিবে। অধ্যাপক শিষ্যকে স্বীয় সন্তানের তুল্য জ্ঞান করিবেন। অধ্যাপনা করিবার জন্য অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা এইরূপ হইবে—

আত্মজ্ঞানং সমারম্ভস্তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
যমর্থা নাপকর্ষন্তি সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥ ১ ॥

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিতলক্ষণম্ ॥ ২ ॥

ক্ষিপ্রং বিজানাতি চিরং শৃণোতি
বিজ্ঞায় চার্থং ভজতে ন কামাৎ।
নাসংপৃষ্টোহ্যুপযুঙ্‌ক্তে পরার্থে
তৎপ্রজ্ঞানং প্রথমং পণ্ডিতস্য ॥ ৩ ॥

নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎসু চ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪ ॥

প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথ ঊহবান্ প্রতিভানবান্।
আশু গ্রন্থস্য বক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥ ৫ ॥

শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞা চৈব শ্রুতানুগা।
অসম্ভিন্নার্য্যমর্য্যাদঃ পণ্ডিতাখ্যাং লভেত সঃ ॥ ৬ ॥

অঃ ৩২।

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে বিদুরপ্রজাগরের এই সকল শ্লোক। (অর্থ) যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে এবং যিনি সম্যক্ আরম্ভবিশিষ্ট অর্থাৎ কখন আলস্যবশতঃ নিষ্কর্ম্মা থাকেন না; যিনি সুখ দুঃখ, হানি লাভ, মানাপমান, নিন্দা এবং স্তুতি বিষয়ে হর্ষ অথবা শোক করেন না এবং ধর্ম্মেই নিত্য নিশ্চিত থাকেন এবং উত্তম উত্তম পদার্থ অর্থাৎ বিষয় সম্বন্ধীয় বস্তুসকল যাঁহার মনকে আকর্ষণ করিতে পারে না তাঁহাকেই পণ্ডিত কহা যায়॥ ১॥ সর্ব্বদা ধর্ম্মযুক্ত কার্য্য করা, অধর্ম্ম ত্যাগ করা, ঈশ্বর বেদ ও সদাচারের কখন নিন্দা না করা এবং ঈশ্বরাদিবিষয়ে অতিশয় শ্রদ্ধালু হওয়া পণ্ডিতের কর্ত্তব্য কার্য্য॥ ২॥ কঠিন বিষয়ও শীঘ্র জানিতে পারা, বহুকাল যাবৎ শাস্ত্রের পাঠ, শ্রবণ এবং বিচার করা, স্বকীয় জ্ঞান পরোপকারে প্রযুক্ত করা, নিজের স্বার্থের জন্য কোন কার্য্য না করা এবং অপৃষ্ট হইয়া ও অযোগ্য সময় বুঝিয়া পরকার্য্যে সম্মতি না দেওয়া—পণ্ডিতের প্রথম প্রজ্ঞান॥ ৩॥ যিনি অপ্রাপ্তি যোগ্য বিষয়ের কখন ইচ্ছা করেন না, নষ্ট পদার্থের জন্য শোক করেন না এবং বিপদের সময় মুগ্ধ অর্থাৎ ব্যাকুল হন না তিনিই বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত॥ ৪॥ সকল বিদ্যা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর করিতে যিনি অতি নিপুণ বক্তা, যিনি শাস্ত্র প্রকরণের বিচিত্রবক্তা এবং যথাযোগ্য তর্ক করিতে সমর্থ এবং স্মৃতিমান্ হইয়া গ্রন্থার্থের দ্রুত-বক্তা তাঁহাকেই পণ্ডিত কহে॥ ৫॥ যাঁহার প্রজ্ঞা শ্রুত সত্য অর্থের অনুকূল, যাঁহার শ্রবণ বুদ্ধির অনুযায়ী এবং যিনি আর্য্য অর্থাৎ ধার্ম্মিকদিগের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তিনিই পণ্ডিতসংজ্ঞা লাভ করেন॥ ৬॥ যেস্থানে এইরূপ স্ত্রী এবং পুরুষগণ অধ্যাপন করেন, সেই স্থানে বিদ্যা, ধর্ম্ম এবং সদাচারের বৃদ্ধিবশতঃ প্রতিদিন আনন্দের বৃদ্ধি হইতে থাকে। অধ্যাপনের অযোগ্য এবং মূর্খের লক্ষণ :—

অশ্রুতশ্চ সমুন্নদ্ধো দরিদ্রশ্চ মহামনাঃ।
অর্থাংশ্চাঽকর্ম্মণা প্রেপ্সুর্মূঢ় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ১ ॥
অনাহূতঃ প্রবিশতি হ্যপৃষ্টো বহু ভাষতে।
অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢ়চেতা নরাধমঃ ॥ ২ ॥

মহাভারতস্থ উদ্যোগপর্ব্বের বিদুরপ্রজাগরের ৩২ অধ্যায়ের এই শ্লোক। (অর্থ) যে কখন শাস্ত্র পাঠ করে নাই অথবা শ্রবণ করে নাই, দরিদ্র হইয়াও অতি দর্পিত এবং বৃহৎ অভিলাষকারী এবং কর্ম্ম না করিয়াও পদার্থলাভেচ্ছু, বুদ্ধিমান্ লোক তাহাকে মূঢ় কহেন॥ ১॥ যে বিনা আহ্বানে সভায় অথবা গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চাসনে উপবেশন করিতে চাহে, বিনা অনুরোধে সভা মধ্যে অনেক বাক্য প্রয়োগ করে এবং বিশ্বাসের অযোগ্য মনুষ্য অথবা বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সেই ব্যক্তি মূর্খ এবং সকল মনুষ্যের মধ্যে হীন॥ ২॥ যে স্থানে এইরূপ লোক অধ্যাপক, উপদেশক অথবা গুরু হয় সে স্থানে অবিদ্যা, অধর্ম্ম, অসভ্যতা, কলহ, বিরোধ এবং ভেদ বৃদ্ধি পাইয়া দুঃখ বৃদ্ধি করে। বিদ্যার্থীদিগের লক্ষণ—

আলস্যং মদমোহৌ চ চাপলং গোষ্ঠিরেব চ।
স্তব্ধতা চাভিমানিত্বং তথা ত্যাগিত্বমেব চ।
এতে বৈ সপ্ত দোষাঃ স্যুঃ সদা বিদ্যার্থিনাং মতাঃ ॥ ১ ॥
সুখার্থিনঃ কুতো বিদ্যা কুতোবিদ্যার্থিনঃ সুখম্।
সুখার্থী বা ত্যজেদ্বিদ্যাং বিদ্যার্থী বা ত্যজেৎ সুখম্ ॥ ২ ॥

ইহাও বিদুরপ্রজাগরের শ্লোক। (আলস্য) শরীর এবং বুদ্ধিগত জড়তা, মাদক সেবন, মোহ, বস্তুবিশেষে অনুরক্ত হওয়া, ইতস্ততঃ বৃথা বাক্যপ্রয়োগ করা অথবা শ্রবণ করা, পাঠ অথবা পাঠনের সময় হঠাৎ নিবৃত্ত হওয়া, অভিমানী এবং অত্যাগী হওয়া, বিদ্যার্থীদিগের এই সাত প্রকার দোষ ঘটিয়া থাকে। ১। এরূপ হইলে বিদ্যালাভ হয় না। সুখভোগকারীর পক্ষে বিদ্যা কোথায় এবং বিদ্যার্থীর পক্ষে সুখ কোথায়? সুতরাং বিষয়সুখাভিলাষী বিদ্যাকে এবং বিদ্যার্থী বিষয়সুখকে পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ না করিলে কখন বিদ্যালাভ হইতে পারে না। নিম্নলিখিতরূপ লোকের বিদ্যালাভ হয়।

সত্যে রতানাং সততং দান্তানামূর্দ্ধরেতসাম্।
ব্রহ্মচর্য্যং দহেদ্রাজন্ সর্ব্বপাপান্যুপাসিতম্ ॥ ১ ॥

সর্ব্বদা সত্যাচারে প্রবৃত্ত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহাদিগের বীর্য্য অধস্খলিত না হয় তাঁহাদিগেরই ব্রহ্মচর্য্য সত্য এবং তাঁহারাই বিদ্বান্। এইজন্য অধ্যাপক এবং বিদ্যার্থিগণের শুভ লক্ষণযুক্ত হওয়া আবশ্যক। অধ্যাপকগণ এরূপ যত্ন করিবেন যাহাতে বিদ্যার্থিগণ সত্যবাদী, সত্যমানী, সত্যকারী, সভ্যতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও সুশীলতাদি শুভগুণযুক্ত হয়, যাহাতে তাহারা শরীর এবং আত্মার বল বৃদ্ধি-করিয়া সমগ্র বেদাদিশাস্ত্রে বিদ্বান্ হয় এবং কুচেষ্টা পরিহার বিষয়ে ও বিদ্যার অধ্যাপন বিষয়ে সর্ব্বদা চেষ্টা করে। বিদ্যার্থিগণ সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় ও শান্ত হইয়া, শিক্ষকের উপর প্রেমী হইয়া এবং বিচারশীল ও পরিশ্রমী হইয়া এরূপ প্রযত্ন করিবে যাহাতে পূর্ণবিদ্যা, পূর্ণআয়ু, পূর্ণধর্ম্ম ও পুরুষার্থ লাভ হয়। এই সকল ব্রাহ্মণবর্গের কর্ম্ম। ক্ষত্রিয়দিগের কার্য্য রাজধর্ম্ম ব্যাখ্যা সময়ে কথিত হইবে।

বৈশ্যগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা বেদাদিবিদ্যা পড়িয়া বিবাহ করিয়া সর্ব্বদেশের ভাষা এবং নানাবিধ ব্যবসায়ের রীতি ও ভাব জানিবে। বিক্রয় করা, ক্রয় করা, দ্বীপ দ্বীপান্তরে গমনাগমন, লাভের জন্য কার্য্যারম্ভ করা, পশুপালন, ক্ষেত্রের উন্নতিসাধন, চতুরতার সহিত কার্য্য করা এবং করান, ধনবৃদ্ধিসাধন, বিদ্যা এবং ধর্ম্মোন্নতির জন্য ব্যয় করা, সত্যবাদী ও নিষ্কপট হইয়া সত্যানুসারে কার্য্যসাধন এবং সমুদয় বস্তু রক্ষা করা অর্থাৎ যাহাতে কোন বস্তু নষ্ট না হয় তদ্রূপ কার্য্য করা তাহাদিগের কার্য্য। শূদ্রগণ সর্ব্বপ্রকারে সেবাচতুর এবং পাকবিদ্যায় নিপুণ হইবে। অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত দ্বিজদিগকে সেবা করিবে এবং উহাদিগের নিকট হইতে নিজের উপজীবিকা লাভ করিবে। দ্বিজগণ ইহাদিগকে পানীয়, ভোজন, বস্ত্র এবং স্থান ও বিবাহাদির জন্য যাহা কিছু ধন আবশ্যক হয় তাহা অথবা মাসিক বেতন দিবেন। চারি বর্ণ পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক উপকারে, সততায়, সুখে, দুঃখে, হানি অথবা লাভ বিষয়ে একমত হইয়া রাজ্য ও প্রজার উন্নতি বিষয়ে শরীর, মন ও ধনের দ্বারা চেষ্টা করিবে। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে কখন বিচ্ছেদ হওয়া উচিত নহে। কারণ—

পানং দুর্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দূষণানি ষট্ ॥ ১ ॥

মনুঃ। ৯। ১৩ ॥

মদ্য, মাংস অথবা মাদক সেবন, দুষ্টপুরুষের সহবাস, পতিবিয়োগ, একাকিনী বৃথা পাষণ্ডীদিগের দর্শনের ছলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা, পরগৃহে শয়ন করা অথবা বাস করা এই ছয় দোষ স্ত্রীলোকদিগকে দূষিত করে। পুরুষের পক্ষেও এই সকল দোষ। পতি এবং স্ত্রীর মধ্যে দুই প্রকার বিয়োগ হয়। প্রথমতঃ কোন কার্য্যার্থ দূরদেশে গমনবশতঃ এবং দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুবশতঃ বিয়োগ। ইহার মধ্যে প্রথম বিয়োগের প্রতিকার এই যে, দূরদেশে যাত্রা করিলে স্ত্রীকেও সমভিব্যাহারে লইবে। ইহার প্রয়োজন এই যে দীর্ঘকাল বিচ্ছেদ হওয়া উচিত নহে।

প্রশ্ন—স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বহুবিবাহ হওয়া উচিত কি না।

উত্তর—যুগপৎ অর্থাৎ এককালে নহে।

প্রশ্ন—তবে কি সময়ান্তরে অনেক বিবাহ হইবে?

উত্তর—হাঁ। যথা:—

সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥

মনুঃ ৯। ১৭৮ ॥

যে স্ত্রীর বা পুরুষের পাণিগ্রহণমাত্র সংস্কার হইয়াছে, কিন্তু সংযোগ হয় নাই অর্থাৎ অক্ষতযোনি স্ত্রী এবং অক্ষতবীর্য্য পুরুষ হইলে উহাদিগের অন্য স্ত্রী অথবা পুরুষের সহিত পুনরায় বিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যবর্ণ মধ্যে ক্ষতযোনি স্ত্রীর অথবা ক্ষতবীর্য্য পুরুষের পুনরায় বিবাহ হওয়া উচিত নহে।

প্রশ্ন—পুনরায় বিবাহে কি দোষ আছে?

উত্তর—(প্রথম) পুরুষের প্রতি প্রণয়ের ন্যূনতা হয়, কারণ যখনই ইচ্ছা হইবে তখনই পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া অপরের সহিত সম্বন্ধ করিবে। (দ্বিতীয়) পতি অথবা স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুরুষ অথবা স্ত্রী, পুনরায় বিবাহ করিলে প্রথম স্ত্রীর অথবা পূর্ব্বপতির সম্পত্তি লইয়া যাইবে এবং তাহার সম্বন্ধীদিগের সহিত বিবাদ হইবে; (তৃতীয়) বহু পরিমাণে ভদ্রবংশের নাম অথবা চিহ্ন থাকে না এবং সম্পত্তি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে; (চতুর্থ) পতিব্রত ও স্ত্রীব্রতধর্ম্ম নষ্ট হওয়া ইত্যাদি দোষের জন্য দ্বিজদিগের মধ্যে পুনরায় বিবাহ অথবা বহুবিবাহ কখন হওয়া উচিত নহে।

প্রশ্ন—বংশচ্ছেদ হইলে কুলের নাশ হইবে এবং স্ত্রী পুরুষ ব্যভিচারাদি দোষে প্রবৃত্ত হইয়া গর্ভপাতনাদি দোষ অনুষ্ঠান করিতে পারে, এইজন্য পুনরায় বিবাহ উৎকৃষ্ট কল্প।

উত্তর—না; কারণ, স্ত্রী অথবা পুরুষ ব্রহ্মচর্য্যে অনুরত থাকিলে, কোনও উপদ্রবই হইতে পারে

না। কুলের পরম্পরা রক্ষা করিবার জন্য স্বজাতীয় কোন বালককে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলে কুলরক্ষাও হইবে অথচ ব্যভিচার হইবে না। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবার ইচ্ছা না হইলে নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিয়া লইবে।

প্রশ্ন—পুনরায় বিবাহ এবং নিয়োগের মধ্যে প্রভেদ কি?

উত্তর—(প্রথম) যেমন বিবাহের পর কন্যা নিজ পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে গমন করে এবং তাহার পিতার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু বিধবা স্ত্রী উক্ত বিবাহিত পতিরই গৃহে অবস্থান করে। (দ্বিতীয়) উক্ত বিবাহিত স্ত্রীর পুত্র বিবাহিত পতির দায়ভাগী হয়। বিধবা স্ত্রীর পুত্র বীর্য্যদাতার পুত্র কথিত হয় না, উহার গোত্রীয় হয় না এবং উহার স্বত্বভাগীও হয় না, কিন্তু মৃত পতিরই পুত্র কথিত হয়, উহার গোত্রীয় হয় এবং উহার সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উহারই গৃহে অবস্থান করে। (তৃতীয়) বিবাহিত স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পর সেবা ও পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং নিযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কোন সম্বন্ধই থাকে না। (চতুর্থ) বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকে এবং নিযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ নিয়োগান্তর রহিত হয়। (পঞ্চম) বিবাহিত স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পর গৃহকার্য্য সিদ্ধির জন্য যত্ন করিয়া থাকে, কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষ নিজ নিজ গৃহকার্য্য স্বতন্ত্ররূপে করিয়া থাকে।

প্রশ্ন—বিবাহ এবং নিয়োগের নিয়ম কি? একরূপ অথবা পৃথক্?

উত্তর—অল্প পরিমাণে ভেদ আছে। যাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত বিবাহিত স্ত্রী এবং পুরুষেরর মধ্যে এক পতি ও এক স্ত্রী মিলিত হইয়া দশটী সন্তান উৎপন্ন করিতে পারে, কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রী অথবা পুরুষ দুই অথবা চারি সন্তানের অধিক সন্তানোৎপত্তি করিতে পারে না। যেরূপ কুমার এবং কুমারীর বিবাহ হইয়া থাকে, তদ্রূপ যাহার স্ত্রী অথবা পতি মরিয়া যায় তাহারই নিয়োগ হইয়া থাকে, কুমার অথবা কুমারীর হয় না। বিবাহিত স্ত্রী এবং পুরুষ যেরূপ সর্ব্বদা একত্র থাকে, নিযুক্ত স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে তদ্রূপ সম্বন্ধ নাই। ঋতুদান সময় ব্যতিরেকে ইহারা একত্র হইতে পারে না। স্ত্রী আপনার জন্য নিয়োগ করিলে এবং দ্বিতীয় গর্ভ রক্ষিত হইলে তদ্দিন হইতে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ চলিয়া যায়। পুরুষ আপনার জন্য নিয়োগ করিলে ও দ্বিতীয় গর্ভ রক্ষিত হইলে উভয়ের সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রী দুই অথবা তিন বৎসর পর্য্যন্ত শিশুকে পালন করিয়া দুইটী সন্তান নিযুক্ত পুরুষকে দিবে এবং এইরূপে এক বিধবা স্ত্রী নিজের জন্য দুই এবং চারিজন নিযুক্ত পুরুষের প্রত্যেকের জন্য দুই দুই সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। একজন মৃতস্ত্রীক পুরুষও নিজের জন্য দুই এবং চারি বিধবার প্রত্যেকের জন্য দুইটী সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ ১০ দশ সন্তানোৎপত্তির জন্য বেদে আজ্ঞা আছে।

ইমাং ত্বমীন্দ্রমীঢ়্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু।
দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥ ১ ॥

ঋঃ। মং ১০। সূঃ ৮৫। মং ৪৫ ॥

(হে মীঢ়্ব, ইন্দ্র,) বীর্য্যসিঞ্চনে সমর্থ ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত পুরুষ! তুমি এই বিবাহিত অথবা বিধবা

স্ত্রীর শ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপাদন করিয়া উহাকে সৌভাগ্যযুক্ত কর এবং এইরূপে দশ পুত্র উৎপাদন করিয় স্ত্রীকে একাদশ বলিয়া গণনা কর। হে স্ত্রী! তুমিও বিবাহিত পুরুষের অথবা নিযুক্ত পুরুষের দশ সন্তান উৎপাদন করিয়া পতিকে একাদশ বলিয়া গণনা কর। উক্ত বেদের আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রি এবং বৈশ্যবর্ণস্থ স্ত্রী অথবা পুরুষ দশের অধিক সন্তানোৎপত্তি করিতে পারিবে না। কারণ অধিব সন্তান হইলে উহারা দুর্ব্বল, নির্ব্বুদ্ধি এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে এবং স্ত্রী ও পুরুষ দুর্ব্বল, অল্পায়ু এব রোগগ্রস্ত হইয়া বৃদ্ধাবস্থায় বহু দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন—উক্ত নিয়োগের কথা ব্যভিচারের তুল্য বোধ হইতেছে।

উত্তর—বিবাহ ব্যতিরেকে যেরূপ ব্যভিচার বলা যায় তদ্রূপ নিয়োগ ব্যতিরেকেও ব্যভিচার বলা যায়। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে নিয়মানুসারে বিবাহ হইলে যেরূপ ব্যভিচার বলা যায় না, তদ্রূপ নিয়মানুসারে নিয়োগ হইলেও ব্যভিচার বলা যাইবে না। একের কন্যা অপরের পুত্রের সহিত শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে বিবাহ করিলে, পশ্চাৎ সমাগমে যেরূপ ব্যভিচার, পাপ অথব লজ্জা হয় না, তদ্রূপ বেদশাস্ত্রোক্ত নিয়োগেও ব্যভিচার, পাপ অথবা লজ্জা মনে করা উচিত নহে।

প্রশ্ন—ইহা ত যথার্থ বটে, কিন্তু কার্য্যটী বেশ্যার সদৃশ বোধ হইতেছে।

উত্তর—না; কারণ বেশ্যার সমাগমে কোন পুরুষ বা নিয়মের নিশ্চয় নাই। কিন্তু নিয়োগে বিবাহের ন্যায় নিয়ম আছে। বিবাহস্থলে একের কন্যা অপরের সহিত সমাগম করিলে যেরূপ লজ্জা হয় না, তদ্রূপ নিয়োগেও হওয়া উচিত নহে। পুরুষ অথবা স্ত্রী ব্যভিচারাসক্ত হইলে, বিবাহের পর কি তাহারা কুকর্ম্ম হইতে রক্ষা পায়?

প্রশ্ন—নিয়োগ বিষয়ে আমার পাপ মনে হয়।

উত্তর—নিয়োগে যদি পাপ মনে কর, তবে বিবাহেও কেন না পাপ মনে কর? বরং নিয়োগের নিষেধে পাপ আছে। কারণ বৈরাগ্যবিশিষ্ট পূর্ণবিদ্য যোগী ব্যতিরেকে ঈশ্বরের সৃষ্টিক্রমে উপযোগী পুরুষ অথবা স্ত্রীর স্বাভাবিক ব্যবহার রুদ্ধ অথবা নিবারিত হইতে পারে না।

গর্ভপাত স্বরূপ ভ্রূণহত্যা এবং বিধবা স্ত্রীর ও মৃতস্ত্রীক পুরুষের মহাদুঃখকে পাপ মধ্যে কি গণন কর না? যতদিন যুবাবস্থায় মনে সন্তানোৎপত্তির এবং বিষয় ভোগের ইচ্ছা হয়, ততদিন রাজবিধি অথবা জাতিবিধি দ্বারা উহার বাধা দিলে অসদুপায়ে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান ঘটিয়া থাকে। ইহা নিবারণের জন্য এই শ্রেষ্ঠ উপায় যে জিতেন্দ্রিয় থাকিতে পারিলে বিবাহ অথবা নিয়োগ না করা প্রশস্ত, কিন্তু তদ্রূপ না হইতে পারিলে তাহার বিবাহ এবং আপৎকালে নিয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য ইহাতে ব্যভিচারের ন্যূনতা হয়, প্রেমানুসারে উত্তম সন্তানোৎপত্তি দ্বারা মনুষ্যজাতির বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয় এবং গর্ভহত্যা সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়। নীচ পুরুষের সহিত উত্তম স্ত্রীর এবং বেশ্যাদি নীচ স্ত্রীর সহিত উত্তম পুরুষের ব্যভিচার হইলে উক্ত কুকর্ম্মবশতঃ সৎকুলের কলঙ্ক এবং বংশোচ্ছেদ হয় বিবাহ এবং নিয়োগ দ্বারা স্ত্রী পুরুষের সন্তাপ এবং গর্ভহত্যাদি কুকর্ম্ম নিবারিত হয়। এই হেতু নিয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন—নিয়োগ সম্বন্ধে কি কি রীতি প্রচলিত হওয়া উচিত?

উত্তর—বিবাহ বিষয়ে যেরূপ প্রকাশ্যভাব হইয়া থাকে, নিয়োগেও তদ্রূপ প্রকাশ্যভাব হওয়া

উচিত। বিবাহে যেরূপ ভদ্রলোকদিগের অনুমতি এবং বর ও কন্যার পরস্পর প্রসন্নতা আবশ্যক হইয়া থাকে, নিয়োগেও তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। স্ত্রী এবং পুরুষ নিয়োগ সময়ে আত্মীয় কুটুম্ব, স্ত্রী ও পুরুষদিগের সমক্ষে স্ত্রী অথবা পুরুষ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিবে—"আমরা উভয়ে সন্তানোৎপত্তির কামনায় নিয়োগ পালন করিতেছি, নিয়োগের নিয়ম পূর্ণ হইলে আর সহবাস করিব না এবং যদি অন্যথা করি তবে পাপী হইব এবং জাতি অথবা রাজদণ্ডানুসারে দণ্ডনীয় হইব। প্রতি মাসে একবার গর্ভাধান কামনা করিব এবং গর্ভ রক্ষিত হইলে এক বৎসর পর্য্যন্ত পৃথক্ থাকিব।"

প্রশ্ন—নিয়োগ কি কেবল স্ববর্ণে হইবে অথবা ভিন্ন বর্ণের সহিতও হইবে?

উত্তর—স্বীয় বর্ণে এবং নিজের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণের সহিতও হইবে। অর্থাৎ বৈশ্যা স্ত্রী বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের সহিত, ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের সহিত এবং ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের সহিত নিয়োগ করিতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বীর্য্য সমান অথবা উৎকৃষ্ট বর্ণের হওয়া উচিত, নীচ বর্ণের হওয়া উচিত নহে। স্ত্রী এবং পুরুষের সৃষ্টির প্রয়োজন এই যে ধর্ম্মানুসারে অর্থাৎ বেদোক্ত রীতি অনুসারে বিবাহ অথবা নিয়োগ দ্বারা তাহারা সন্তানোৎপত্তি করিবে।

প্রশ্ন—যখন পুরুষের দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেই চলিতে পারে, তখন আর নিয়োগের আবশ্যকতা কি?

উত্তর—পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে দ্বিজদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের একবার বিবাহই বেদাদি-শাস্ত্রে লিখিত আছে, দ্বিতীয় বার নহে। কুমার ও কুমারীর পরস্পর বিবাহ হইলে ন্যায়ানুগত হয় এবং বিধবা স্ত্রীর সহিত কুমারের অথবা মৃতস্ত্রীক পুরুষের সহিত কুমারীর বিবাহ হইলে অন্যায় অর্থাৎ অধর্ম্ম হইয়া থাকে। কুমারী কন্যা মৃতস্ত্রীক পুরুষকে এবং কুমার পুরুষ বিধবা স্ত্রীকে গ্রহণ না করিলে পুরুষ এবং স্ত্রীদিগের মধ্যে নিয়োগের আবশ্যকতা হইবে। অধিকন্তু তুল্যাবস্থের সহিত তুল্যাবস্থের সম্বন্ধ হইলেই ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন—বিবাহ বিষয়ে বেদাদিশাস্ত্রে যেরূপ প্রমাণ আছে নিয়োগ বিষয়ে তদ্রূপ প্রমাণ আছে কি না?

উত্তর—এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে, দেখিতেও পাইবে এবং শুনিতেও পাইবে:—

কুহস্বিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ। কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং মর্য্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ ॥ ১ ॥

ঋঃ। মং ১০। সূঃ ৪০। মং ২ ॥

উদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষো-স্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভুথ ॥ ২ ॥

ঋঃ। মং ১০। সূঃ ১৮। মং ৮ ॥

হে (অশ্বিনা) স্ত্রী ও পুরুষ, যেরূপ (দেবরং বিধবেব) বিধবা দেবরের সহিত এবং (যোষা মর্য্যম্) বিবাহিতা স্ত্রী স্বীয় পতির সহিত (সধস্থে) এক শয্যায় একত্র হইয়া সন্তানোৎপত্তি (আ,

কৃণুতে) সর্ব্বপ্রকারে করে, তদ্রূপ তোমরা দুই স্ত্রী এবং পুরুষ (কুহস্বিদ্দোষা) কোথায় রাত্রিতে এবং (কুহ বস্তোঃ) কোথায় দিবসে একত্র বাস করিয়াছিলে, (কুহাভিপিত্বম্) কোথায় পদার্থ প্রাপ্তি (করতঃ) করিয়াছ এবং (কুহোষতুঃ) কোন্ সময়ে কোথায় বাস করিয়াছিলে? (কো বাং শয়ুত্রা) তোমাদিগের শয়নস্থান কোথায়? কোন্ দেশে তোমরা অবস্থান করিয়া থাক? ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে দেশে অথবা বিদেশে স্ত্রী পুরুষের সমভিব্যাহারেই থাকিবে এবং বিধবা স্ত্রী নিযুক্ত পতিকে বিবাহিত পতির তুল্যরূপে গ্রহণ করিয়া সন্তানোৎপত্তি করিয়া লইবে।

প্রশ্ন—কাহারও যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা না থাকে তবে বিধবা কাহার সহিত নিয়োগ করিবে?

উত্তর—দেবরের সহিত; কিন্তু তুমি "দেবর" শব্দে যাহা বুঝিয়াছ তাহা নহে। নিরুক্ত দেখ—

দেবরঃ কস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বরঃ উচ্যতে॥

নিরুঃ। অঃ ৩। খণ্ডঃ ১৫॥

বিধবা যাহাকে দ্বিতীয় পতিত্বে গ্রহণ করিবে তাহাকেই দেবর বলে। পতির কনিষ্ঠ অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই হউক, সবর্ণস্থ অথবা উত্তমবর্ণস্থই হউক, যাহার সহিত নিয়োগ হইবে তাহারই নাম দেবর।

হে (নারি) বিধবে তুমি (এতং গতাসুম্) এই মৃত পতির আশা ত্যাগ করিয়া (শেষে) অবশিষ্ট পুরুষের মধ্যে (অভি, জীবলোকম্) জীবিত দ্বিতীয় পতি (উপৈহি) প্রাপ্ত হও এবং (উদীর্ষ) এই কথা নিশ্চয় রাখিবে যে (হস্তগ্রাভস্য দিধিষোঃ) তুমি বিধবা, তোমার পাণিগ্রহণকর্ত্তা নিযুক্ত পতির সম্বন্ধের জন্য যদি নিয়োগ হয় তবে (ইদম্) এই (জনিত্বম্) উৎপন্ন পুত্র উক্ত নিযুক্ত (পত্যুঃ) পতির হইবে এবং তোমার নিজের জন্য নিয়োগ হয় তবে উক্ত সন্তান (তব) তোমার হইবে। এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত (অভি, সং, বভূথ) হও এবং নিযুক্ত পতিও এইরূপ নিয়ম পালন করিবে।

অদেবৃঘ্ন্যপতিঘ্নীহৈধি শিবা পশুভ্যঃ সুযমা সুবর্চ্চাঃ।
প্রজাবতী বীরসূ র্দেবৃকামা স্যোনেমমগ্নিং গার্হপত্যং সপর্য্য॥

অথর্বঃ। কাং ১৪। অনুঃ ২। মং ১৮॥

হে (অপতিঘ্ন্যদেবৃঘ্নি) হে পতির এবং দেবরের অদুঃখদায়িনি স্ত্রি! তুমি (ইহ) এই গৃহস্থাশ্রমে (পশুভ্যঃ) পশুদিগের জন্য (শিবা) কল্যাণকারিণী, (সুযমাঃ) উত্তম প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠায়িনী, (সুবর্চ্চাঃ) রূপ এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্যাযুক্ত, (প্রজাবতী) উৎকৃষ্ট পুত্র পৌত্রাদিযুক্ত, (বীরসূঃ) শূর এবং বীর প্রসবিত্রী, (দেবৃকামা) এবং দেবরকামনাকারিণী (স্যোনা) সুখদাতা পতি অথবা দেবরকে (এধি) প্রাপ্ত হইয়া (ইমম্) এই (গার্হপত্যম্) গৃহস্থ সম্বন্ধীয় (অগ্নিম্) অগ্নিহোত্রকে (সপর্য্য) সেবন কর।

তামনেন বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ॥

মনুঃ ৯। ৬৯।

অক্ষতযোনি স্ত্রী বিধবা হইলে পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাও তাহাকে বিবাহ করিতে পারে।

প্রশ্ন—এক স্ত্রী অথবা পুরুষ কত নিয়োগ করিতে পারে? এবং বিবাহিত নিযুক্ত পতির কি নাম হইয়া থাকে?

উত্তর—

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ॥
ঋঃ। মঃ ১০। সূঃ ৮৫। মঃ ৪০॥

হে স্ত্রি! যে (তে) তোমার (প্রথমঃ) প্রথম বিবাহিত (পতিঃ) পতি তোমাকে (বিবিদে) প্রাপ্ত হইয়া থাকে উহার নাম (সোমঃ) সুকুমারতাদিগুণযুক্ত হওয়াতে "সোম"; দ্বিতীয় নিয়োগ হইতে যে পতি তোমাকে (বিবিদে) প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহার নাম (গন্ধর্ব্বঃ) এক স্ত্রী সম্ভোগ হেতু "গন্ধর্ব্ব", (তৃতীয় উত্তরঃ); দ্বিতীয়ের পরবর্ত্তী যে তৃতীয় পতি তাহার নাম অত্যুষ্ণতাপ্রযুক্ত "অগ্নি"; এবং যে (তে) তোমার (তুরীয়ঃ) চতুর্থ হইতে একাদশ (অগ্নিঃ) পর্য্যন্ত নিয়োগবশতঃ যে পতি উহাদিগের নাম (মনুষ্যজাঃ) মনুষ্য। যেরূপ (ইমাং ত্বমিন্দ্র) ইত্যাদি মন্ত্রানুসারে একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত স্ত্রী নিয়োগ করিতে পারে তদ্রূপ পুরুষও একাদশ স্ত্রী পর্য্যন্ত নিয়োগ করিতে পারে।

প্রশ্ন—একাদশ শব্দে দশ পুত্র এবং পতিকে একাদশ স্থানে কেন না গণনা করা যায়?

উত্তর—এইরূপ অর্থ করিলে "বিধবেব দেবরম্" "দেবরঃ কস্মাদ্দ্বিতীয়ো বর উচ্যতে", "অদেবৃঘ্নি" এবং "গন্ধর্ব্বোবিবিদ উত্তরঃ" ইত্যাদি বেদপ্রমাণের বিরুদ্ধার্থ হইবে। কারণ তোমার অর্থানুসারে দ্বিতীয় পতি লাভ হইতে পারে না।

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥ ১॥
জ্যেষ্ঠো যবীয়সো ভার্য্যাং যবীয়ান্বাগ্রজস্ত্রিয়ম্।
পতিতৌ ভবতো গত্বা নিযুক্তাবপ্যনাপদি॥ ২॥
ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব॥ ৩॥ মনুঃ ৯। ৫৯। ৫৮। ১৫৯।

ইত্যাদি মহাত্মা মনু লিখিয়াছেন। (সপিণ্ড) অর্থাৎ পতির ছয় পুরুষের মধ্যে, পতির কনিষ্ঠ অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, স্বজাতীয় অথবা নিজের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতিস্থ পুরুষের সহিত বিধবা স্ত্রীর নিয়োগ হওয়া উচিত, কিন্তু মৃতস্ত্রীক পুরুষ এবং বিধবা স্ত্রী সন্তানের ইচ্ছা করিলেই নিয়োগ কর্ত্তব্য এবং সন্তানের সর্ব্বপ্রকারে অভাব হইলেই নিয়োগ হইবে। আপৎকাল না হইলে অর্থাৎ সন্তানোৎপত্তির ইচ্ছা না হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত জ্যেষ্ঠের নিয়োগ হইলে এবং সন্তানোৎপত্তির পরে নিযুক্তগণ পরস্পর সমাগম করিলে পতিত হয়।

প্রথম নিয়োগে দ্বিতীয় পুত্রের জন্য গর্ভরক্ষা পর্য্যন্ত সময় থাকে, তাহার পর আর সমাগম করিবে না। উভয়ের জন্য নিয়োগ হইলে চতুর্থ গর্ভরক্ষা পর্য্যন্ত সময়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে দশ সন্তান পর্য্যন্ত সমাগম করিতে পারে, ইহার পর বিষয়াসক্তি মনে করিতে হইবে এবং তাহাতেই পতিত আখ্যা হয়। বিবাহিত স্ত্রী পুরুষও যদি দশ গর্ভের পর সমাগম করে তবে তাহারা কামুক অবধারিত হয় এবং নিন্দিত হয়। বিবাহ অথবা নিয়োগ সন্তানের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়, পশুবৎ কামক্রীড়ার জন্য নহে।

প্রশ্ন—কেবল পতি মৃত হইলে অথবা পতির জীবদ্দশাতেও কি নিয়োগ হইতে পারে?

উত্তর—জীবদ্দশাতেও হইতে পারে।

অন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মত।

ঋঃ। মঃ ১০। সূঃ ১০। মঃ ১০॥

পতি সন্তানোৎপত্তি বিষয়ে অসমর্থ হইলে আপনার স্ত্রীকে অনুমতি দিয়া কহিবে হে সুভগে অর্থাৎ হে সৌভাগ্য ইচ্ছাকারিণি স্ত্রি! তুমি (মৎ) আমা ভিন্ন (অন্যম্) অপর পতিকে (ইচ্ছস্ব) ইচ্ছা কর কেননা আমা হইতে সন্তানোৎপত্তি হইবে না। তখন স্ত্রী অন্যের সহিত নিয়োগ করিয়া সন্তান উৎপন্ন করিবে কিন্তু উক্ত বিবাহিত পতির সেবা করিতে থাকিবে। এইরূপ স্ত্রীও রোগাদি দোষগ্রস্ত হইয়া সন্তানোৎপত্তি বিষয়ে অসমর্থা হইলে নিজ স্বামীকে অনুমতি দিয়া কহিবে স্বামিন্! আপনি আমা হইতে সন্তানোৎপত্তির ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া অন্য কোন বিধবা স্ত্রীতে নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করুন। পাণ্ডুরাজার স্ত্রী কুন্তী এবং মাদ্রী প্রভৃতি করিয়াছিলেন এবং মহাত্মা ব্যাসও চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর স্বকীয় ভ্রাতার স্ত্রীতে নিয়োগ করিয়া অম্বিকা হইতে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকা হইতে পাণ্ডু এবং দাসী হইতে বিদুরের উৎপত্তি করিয়াছিলেন ইতিহাস এই বিষয়ে প্রমাণ দিতেছে।

প্রোষিতো ধর্ম্মকার্য্যার্থং প্রতীক্ষ্যোঽষ্টৌ নরঃ সমাঃ।
বিদ্যার্থং ষড়্ যশোর্থং বা কামার্থং ত্রীংস্তু বৎসরান্॥ ১॥
বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥ ২॥

মনুঃ ৯। ৭৬। ৮১।

বিবাহিত পতি ধর্ম্মার্থ পরদেশে গমন করিলে অষ্ট বৎসর, বিদ্যা অথবা কীর্ত্তির জন্য গেলে ছয় বৎসর এবং ধনাদি কামনার জন্য গেলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহিত স্ত্রী পথ প্রতীক্ষাকরতঃ পশ্চাৎ নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিয়া লইবে এবং পতি প্রত্যাগমন করিলে নিযুক্ত পতির সহিত আর সম্বন্ধ থাকিবে না॥ ১॥ পুরুষের পক্ষে নিয়ম এইরূপ বন্ধ্যা হইলে অষ্ট বর্ষ অর্থাৎ বিবাহ হইতে অষ্ট বর্ষের মধ্যে গর্ভ না হইলে, সন্তান জন্মিয়া মরিয়া গেলে দশ বৎসর, কেবল কন্যা-

মাত্র প্রসব করিলে একাদশ বৎসর এবং দুর্বাক্যবাদিনী হইলে সদ্যঃ উক্ত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিয়া লইবে ॥ ২ ॥ তদ্রূপ পুরুষও অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইলে স্ত্রীর উচিত উক্ত স্বামীকে ত্যাগ করিয়া অপর পুরুষ হইতে নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিয়া উক্ত পতির দায়াধিকারী সন্তান করিয়া লওয়া। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ এবং যুক্তি অনুসারে স্বয়ম্বর বিবাহ এবং নিয়োগ দ্বারা স্ব স্ব কুলের উন্নতি করিতে হইবে। যেমন "ঔরস" অর্থাৎ বিবাহিত পতি হইতে উৎপন্ন পুত্র যেরূপ পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তেমনই "ক্ষেত্রজ" অর্থাৎ নিয়োগ হইতে উৎপন্ন পুত্রও পিতার ধনাধিকারী হইয়া থাকে। স্ত্রী এবং পুরুষের ইহা সর্ব্বদা মনে করা উচিত যে বীর্য্য এবং রজঃ অমূল্য পদার্থ। যে এই অমূল্য পদার্থ বেশ্যা এবং দুষ্ট পুরুষের সহবাসে নষ্ট করে সে মহামূর্খ। কারণ দেখা যায় যে কৃষক অথবা মালী মূর্খ হইয়াও নিজ ক্ষেত্র অথবা নিজ উদ্যান ব্যতিরেকে অন্যত্র বীজ বপন করে না। সামান্য বীজ এবং মূর্খদিগের সম্বন্ধে যদি এইরূপ হয় তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্যদেহ স্বরূপ বৃক্ষের বীজ কুক্ষেত্রে নষ্ট করিলে তাহাকে মহামূর্খ বলে। কারণ উহার ফল সে নিজে ভোগ করিতে পারে না! আরও "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ইহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বচন।

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সজীব শরদঃ শতম্ ॥ ১ ॥
নিরু ৩। ৪ ॥

ইহা সামবেদের বচন। হে পুত্র! তুমি প্রত্যেক অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ এবং বীর্য্য ও হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, এইজন্য তুমি আমার আত্মা। তুমি আমার পূর্ব্বে বিনষ্ট না হইয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাক। যাহা হইতে প্রসিদ্ধ মহাত্মা এবং মহাপুরুষগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন, তাদৃশ বীজ বেশ্যাদি দুষ্ট ক্ষেত্রে নিপাতিত করা অথবা দুষ্ট বীজ উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে নিপাতিত করা মহাপাপের কার্য্য।

প্রশ্ন—বিবাহের প্রয়োজন কি? ইহাতে জড়িত হইয়া স্ত্রী এবং পুরুষ বদ্ধ হইয়া অনেক সঙ্কোচ এবং দুঃখ ভোগ করে। এইজন্য যাহার সহিত যাহার প্রণয় হইবে, সে তাহার সহিত মিলিত থাকিবে এবং প্রণয়ের অবসান হইলে পৃথক্ হইবে?

উত্তর—ইহা পশু এবং পক্ষীর ব্যবহার, মনুষ্যের নহে। মনুষ্য মধ্যে বিবাহের নিয়ম না থাকিলে সমস্ত গৃহাশ্রমের উৎকৃষ্ট প্রথা নষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়া যায়। কেহ কাহারও সেবা করিবে না এবং ব্যভিচারের মহাবৃদ্ধি হইয়া সকলে রোগী, নির্ব্বল এবং অল্পায়ু হইয়া শীঘ্র শীঘ্র মরিয়া যাইবে। কেহ কাহাকেও ভয় বা লজ্জা করিবে না। বৃদ্ধাবস্থায় কেহ কাহারও সেবা করিবে না এবং ব্যভিচারের মহাবৃদ্ধিবশতঃ সকলে রোগী, দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হওয়াতে সমুদয় কুল সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং কেহ কোন সম্পত্তির অধিকারী অথবা উত্তরাধিকারী হইতে পারে না এবং কাহারও কোনও বিষয়ের উপর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্বত্ব থাকিতে পারে না। এই সকল দোষ নিবারণের জন্য বিবাহ হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত।

প্রশ্ন—এক বিবাহ হইলে এক পুরুষের এক স্ত্রী এবং এক স্ত্রীর এক স্বামী হইবে এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি গর্ভবতী অথবা চিররোগিনী হয়, এবং পুরুষ দীর্ঘরোগী হয় অথচ স্ত্রী বা পুরুষ যুবাবস্থায় যদি ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারে, তবে সে স্থলে কি করা উচিত ?

উত্তর—নিয়োগ বিষয়ে ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে। গর্ভবতী স্ত্রীর সহিত এক বৎসর যাবৎ সমাগম ত্যাগের সময়ে পুরুষ অথবা স্ত্রী যদি সহ্য করিতে না পারে, তাহা হইলে অন্য কাহারও দ্বারা নিয়োগ করিয়া তাহার জন্য পুত্রোৎপত্তি করিয়া দিবে ; পরন্তু বেশ্যাগমন অথবা ব্যভিচার কখন করিবে না। যতদূর সাধ্য অপ্রাপ্ত বস্তুর ইচ্ছা, প্রাপ্তের রক্ষা, রক্ষিতের বৃদ্ধি এবং অর্জ্জিত ধনের দেশোপকারার্থ ব্যয় করিবে। সর্ব্বপ্রকারে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রীতির অনুসারে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের নিয়ম পালন করিয়া অত্যুৎসাহপূর্ব্বক এবং প্রযত্নসহকারে শরীর, মন ও ধনের দ্বারা সর্ব্বদা পরমার্থের অনুষ্ঠান করিবে। নিজ মাতা, পিতা, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে অতিশয় সেবা করিবে। মিত্র, প্রতিবেশী, নিকটবাসী, রাজা, বিদ্বান্, বৈদ্য এবং অন্যান্য সৎপুরুষদিগের উপর প্রীতি প্রদর্শন করিবে। দুষ্ট ও অধর্ম্মীদিগকে উপেক্ষাকরতঃ অর্থাৎ উহাদিগের প্রত্যাশা না করিয়া উহাদিগের চরিত্র সংশোধিত করিতে চেষ্টা করিবে। যথাসাধ্য প্রীতিপূর্ব্বক স্বীয় সন্তানদিগকে বিদ্বান্ এবং সুশিক্ষিত করিতে এবং করাইতে ধনাদি পদার্থের ব্যয় করিয়া উহাদিগকে পূর্ণ বিদ্বান্ এবং সুশিক্ষিত করিবে। ধর্ম্মযুক্ত ব্যবহার দ্বারা মোক্ষ সাধনও করিবে। কেবল ইহাকে লাভ ইরিলেই পরমানন্দ ভোগ হয়। নিম্নলিখিত শ্লোকসকল গণনীয় নহে ;—

পতিতোঽপি দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠো নচ শূদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্দ্দুগ্ধা চাপি গৌঃ পূজ্যা নচ দুগ্ধবতী খরী ॥ ১ ॥
অশ্বালম্ভং গবালম্ভং সংন্যাসং পলপৈত্রিকম্।
দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২ ॥
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥ ৩ ॥

এই সকল পরাশরীয় কপোলকল্পিত শ্লোক। দুষ্কর্ম্মকারী দ্বিজকে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠকর্ম্মকারী শূদ্রকে যদি নীচ মনে করা যায় তবে ইহা অপেক্ষা পক্ষপাত, অন্যায় এবং অধর্ম্ম আর অধিক কি হইতে পারে ? দুগ্ধবতী অথবা অদুগ্ধবতী গাভী গোপালের যেরূপ পালনীয়, গর্দ্দভ কি কুম্ভকারের তদ্রূপ পালনীয় নহে ? উপরি কথিত দৃষ্টান্তও অতিশয় বিষম। কারণ দ্বিজ এবং শূদ্র মনুষ্যজাতি এবং গো এবং গর্দ্দভ ভিন্ন জাতি। দৃষ্টান্ত বিষয়ে পশুজাতির মধ্যে দৃষ্টান্তের এক দেশের কথঞ্চিৎ যদি সামঞ্জস্য হয় তথাপি উপরি কথিত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতে পারে না। সুতরাং এই শ্লোক বিদ্বান্-দিগের অনুমোদনীয় কখনই হইতে পারে না। অশ্বালম্ভ অর্থাৎ অশ্বহত্যা অথবা গবালম্ভ অর্থাৎ গো-হত্যা করিয়া হোম করা যখন বেদবিহিত নহে, তখন তাহার কলিযুগে নিষেধ করা কেন বেদ-বিরুদ্ধ হইবে না ? কলিযুগে এই নীচ কার্য্যের নিষেধ স্বীকার করিলে ত্রেতা প্রভৃতিতে বিধি হইয়া পড়ে

এবং শ্রেষ্ঠযুগে এতাদৃশ দুষ্কার্য্য হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। বেদাদি শাস্ত্রে সংন্যাসের বিধি আছে এবং উহার নিষেধ করার কোন মূল অথবা কারণ নাই। মাংসের নিষেধ থাকিলে সর্ব্বদাই নিষেধ মানিতে হইবে। দেবর হইতে সুতোৎপত্তির বিষয় বেদে যখন লিখিত আছে তখন উক্ত শ্লোক-কর্ত্তার চীৎকারের প্রয়োজন কি? ২॥

যদি (নষ্টে) অর্থাৎ পতি দেশান্তরে প্রস্থান করিলে, গৃহে স্ত্রী যদি নিয়োগ করে এবং সেই সময়ে যদি বিবাহিত পতি আসিয়া পড়ে, তবে সে স্ত্রী কাহার হইবে? যদি কেহ বলেন যে, বিবাহিত পতির যে স্ত্রী হইবে তাহা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু পরাশরীতে তাদৃশ ব্যবস্থা নাই। স্ত্রীর কি কেবল পাঁচটী মাত্র আপৎকাল আছে, আর কি নাই? রোগে পড়িয়া থাকা অথবা যুদ্ধাদি ঘটনা ইত্যাদি পাঁচের অধিকও আপৎকাল আছে। সুতরাং এই সকল শ্লোক কখন স্বীকরণীয় নহে॥ ৩॥

প্রশ্ন—আপনি কি পরাশর মুনির বচন গ্রাহ্য করেন না?

উত্তর—যাহারই বচন হউক না কেন বেদ-বিরুদ্ধ হইলে উহা স্বীকার করি না। আর এ বচন পরাশরের বচনও নহে। কারণ এইরূপে ব্রহ্মোবাচ, বশিষ্ঠ উবাচ, রাম উবাচ, শিব উবাচ, বিষ্ণুরুবাচ, দেব্যুবাচ" ইত্যাদি শ্রেষ্ঠদিগের নাম লিখিয়া গ্রন্থ রচনা করার অভিপ্রায় এই যে, সর্ব্বমান্যদিগের নাম-বশতঃ এই সকল গ্রন্থ সংসারে মান্য হইবে এবং গ্রন্থকর্ত্তারও প্রচুর জীবিকালাভ হইবে, এইজন্য অনর্থ গল্পযুক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকে। কতিপয় প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পরিত্যাগ করিলে কেবল মনুস্মৃতিই বেদানুকূল, অন্য স্মৃতি নহে। এইরূপ অন্য অসত্য গ্রন্থের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন—গৃহাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট?

উত্তর—স্বস্ব কর্ম্ম বিষয়ে সকল আশ্রমই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু—

যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্॥ ১॥

মঃ। ৬। ৯০॥

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥ ২॥
যস্মাত্ত্রয়োপ্যাশ্রমিণো দানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥ ৩॥
স সংধার্য্য প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখং চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যোদুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥ ৪॥

মনুঃ। ৩। ৭৭। ৭৯॥

যেরূপ নদী এবং বৃহৎ বৃহৎ নদ যতক্ষণ সমুদ্র না পায় ততক্ষণ ভ্রমণ করে তদ্রূপ গৃহাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া সকল আশ্রম স্থির থাকে এবং এই আশ্রম ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম চলিতে পারে না ॥১॥ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সংন্যাসী এই তিন আশ্রমীকে গৃহস্থ দান ও অন্নাদি প্রদান দ্বারা ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করে, এইজন্য গৃহস্থাশ্রমকে জ্যেষ্ঠাশ্রম অর্থাৎ সকল দিকে শ্রেষ্ঠ কহিয়া থাকে ॥ ২ ॥ এইজন্য মোক্ষ এবং সংসারের সকল সুখ ইচ্ছা করিলে প্রযত্নসহকারে গৃহস্থাশ্রমকে ধারণ করিবে ॥ ৩ ॥ দুর্ব্বলেন্দ্রিয় অর্থাৎ ভীরু এবং নির্ব্বল পুরুষ গৃহস্থাশ্রম ধারণ করিবার অযোগ্য। এই আশ্রমকে বিশেষ প্রকারে ধারণ করিবে ॥ ৪ ॥ এইজন্য সংসারে যত কিছু ব্যবহার আছে, গৃহস্থাশ্রম তাহার আধার। গৃহস্থাশ্রম না হইলে সন্তানোৎপত্তি হইত না, সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ অথবা সংন্যাস কিরূপে হইতে পারিত ? যিনি গৃহস্থাশ্রমের নিন্দা করেন, তিনি স্বয়ং নিন্দনীয় হন এবং যিনি প্রশংসা করেন তিনি প্রশংসনীয়। পরন্তু স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই পরস্পর প্রসন্ন, বিদ্বান্ এবং পুরুষার্থী ও সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার-জ্ঞাতা হইলেই গৃহাশ্রমে সুখ হইয়া থাকে। এইজন্য ব্রহ্মচর্য্য এবং স্বয়ম্বর বিবাহই গৃহাশ্রমের সুখের মুখ্য কারণ। এস্থলে সমাবর্ত্তন, বিবাহ এবং গৃহাশ্রমের শিক্ষা বিষয় সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। ইহার পর বানপ্রস্থ এবং সংন্যাসের বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে সমাবর্ত্তনবিবাহগৃহাশ্রম-
বিষয়ে চতুর্থঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥৪॥

অথ পঞ্চম সমুল্লাসারম্ভঃ।

অথ বানপ্রস্থসংন্যাসবিধিং বক্ষ্যামঃ।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী
ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ॥ শতঃ কাঃ ১৪।

মনুষ্যজাতির কর্ত্তব্য যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবে, গৃহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ এবং বানপ্রস্থ হইয়া সংন্যাসী হইবে অর্থাৎ ক্রমানুসারে এইরূপ আশ্রমের বিধি।

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১॥
গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥ ২॥
সন্ত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্ব্বং চৈব পরিচ্ছদম্।
পুত্ত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা॥ ৩॥
অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহ্যং চাগ্নিপরিচ্ছদম্।
গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪॥
মুন্যন্নৈর্বিবিধৈর্মেধ্যৈঃ শাকমূলফলেন বা।
এতানেব মহাযজ্ঞান্নির্বপেদ্বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৫॥

মনু ৬।১-৫

এই প্রকারে স্নাতক অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমের অনুষ্ঠাতা দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য গৃহাশ্রমে কালাতিপাত করিয়া নিশ্চিতাত্মা হইয়া এবং যথাবৎ ইন্দ্রিয় জয় করিয়া বনে বাস করিবে ॥ ১ ॥ গৃহস্থ যখন মস্তকের কেশ শুভ্র হইতে এবং মাংস কুঞ্চিত হইতে দেখিবে এবং যখন পুত্রের পুত্র সন্তান হইবে তখন বনে গিয়া বাস করিবে ॥ ২ ॥ সমস্ত গ্রামের উপযুক্ত আহার এবং বস্ত্রাদি উত্তম উত্তম পদার্থ ত্যাগ করিয়া, পুত্রের নিকট স্ত্রীকে রাখিয়া অথবা তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে বাস করিবে ॥ ৩ ॥ সাঙ্গোপাঙ্গ অগ্নিহোত্র লইয়া এবং গ্রাম হইতে নির্গমণকরতঃ দৃঢ়েন্দ্রিয় হইয়া অরণ্যে গমন করিয়া বাস করিবে ॥ ৪ ॥ নানাবিধ শ্যামাক আদি অন্ন, সুন্দর সুন্দর শাক, ফল, মূল, ফুল ও কন্দাদি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে এবং উহার দ্বারা অতিথি সেবা এবং নিজের জীবিকা নিষ্পাদন করিবে ॥ ৫ ॥

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ ॥ ১ ॥
অপ্রযত্নসুখার্থেষু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ।
শরণেষ্বমমশ্চৈব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ ॥ ২ ॥

মঃ ৬৷৮৷২৬

সর্ব্বদা স্বাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে নিযুক্ত, জিতাত্মা, সকলের মিত্র, ইন্দ্রিয়দমনশীল বিদ্যাদিদাতা এবং সকলের উপরে দয়ালু হইবে এবং কখন কোনও পদার্থ গ্রহণ করিবে না ; এইরূপ সর্ব্বদা আচরণ করিবে ॥ ১ ॥ শরীরের সুখের জন্য বিশেষ প্রযত্ন করিবে না, ব্রহ্মচারী রহিবে অর্থাৎ স্বীয় স্ত্রী সমভিব্যাহারে থাকিলেও তাহা হইতে বিষয় ভোগের কোন চেষ্টা করিবে না, ভূমিতে শয়ন করিবে, নিজের আশ্রিত অথবা স্বকীয় পদার্থের উপর মমতা প্রকাশ করিবে না এবং বৃক্ষ-মূলে নিবাস করিবে ॥ ২ ॥

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসোভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ। সূর্য্য-দ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষোহব্যয়াত্মা ॥ ১ ॥

মুণ্ডঃ ॥ খঃ ২। মং ১১ ॥

যে সকল শান্ত বিদ্বান্ বনে তপস্যা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানকরতঃ সত্যে শ্রদ্ধাশীল হইয়া এবং ভিক্ষাচরণ করিয়া বনে বাস করেন, তাঁহারা যে স্থানে নাশরহিত, পূর্ণ পুরুষ, হানি ও লাভরহিত পরমাত্মা আছেন, নির্ম্মল হইয়া প্রাণদ্বার দিয়া সেই স্থানে গমনকরতঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন এবং আনন্দিত হন ॥ ১ ॥

অভ্যাদধামি সমিধমগ্নে ব্রতপতে ত্বয়ি।
ব্রতঞ্চ শ্রদ্ধাং চোপৈমীন্ধে ত্বা দীক্ষিতো অহম্ ॥ ১ ॥

যজুর্বেদে। অধ্যায়ে ২০। মং ২৪ ॥

বানপ্রস্থের উচিত যে "আমি অগ্নিতে হোমকরতঃ দীক্ষিত হইয়া ব্রত (সত্যাচরণ) এবং শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইব" এইরূপ অভিলাষ করিয়া তিনি বানপ্রস্থ হইবেন এবং নানাবিধ তপশ্চর্য্যা, সৎসঙ্গ, যোগাভ্যাস, সুবিচারপুর্ব্বক জ্ঞান এবং পবিত্রতা লাভ করিবেন। পরে যখন সংন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা হইবে তখন স্ত্রীকে পুত্রের নিকট প্রেরণ করিয়া সংন্যাস গ্রহণ করিবেন ॥ ১ ॥

অথ সংন্যাসবিধিঃ।

বনেষু চ বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।

চতুর্থমায়ুষোভাগং ত্যক্ত্বা সংগান্ পরিব্রজেৎ ॥

মনুঃ ৬ ॥ ৩৩ ॥

এই প্রকারে জীবনের তৃতীয়ভাগ অর্থাৎ পঞ্চাশতবর্ষ হইতে পঞ্চসপ্ততিবর্ষ পর্য্যন্ত বানপ্রস্থ হইয়া জীবনের চতুর্ভাগে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাট্ অর্থাৎ সংন্যাসী হইবে।

প্রশ্ন—গৃহাশ্রম এবং বানপ্রস্থাশ্রম না করিয়া সংন্যাসাশ্রম করিলে পাপ হয় অথবা হয় না ?

উত্তর—হইয়াও থাকে এবং নাও হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—এস্থলে দুই প্রকারের কথা কেন বলিতেছেন ?

উত্তর—দুই প্রকার নহে। বাল্যাবস্থায় বিরক্ত হইয়া যদি কেহ বিষয়াসক্ত হয় তবে সে মহাপাপী হয় এবং যে বিষয়াসক্ত না হয় সে মহাপুণ্যাত্মা পুরুষ।

যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেদ্বনাদ্বা গৃহাদ্বা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ ॥

ইহা ব্রাহ্মণগ্রন্থের বচন। যেদিন বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে সেই দিনই গৃহ হইতে অথবা বন হইতে সংন্যাস গ্রহণ করিবে। প্রথমে সংন্যাসের বিষয় ক্রমানুসারে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে এই বিকল্প রহিয়াছে যে বানপ্রস্থ করিয়া অথবা গৃহস্থাশ্রম হইতেই একেবারে সংন্যাস গ্রহণ করিবে। তৃতীয় পক্ষ যে পুরুষ পূর্ণ বিদ্বান্, জিতেন্দ্রিয়, বিষয়ভোগরহিত এবং পরোপকারের ইচ্ছাযুক্ত হইবেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সংন্যাস গ্রহণ করিবেন। বেদেও "যতয়ঃ, ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ" ইত্যাদি বাক্যে সংন্যাসের বিধান আছে।

পরন্তু

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

কঠঃ ॥ বল্লী ২। মং ২৩ ॥

দুষ্টাচার হইতে যিনি নিবৃত্ত হন নাই, যাঁহার শান্তি হয় নাই, যাঁহার আত্মা যোগী নহে এবং যাঁহার মন শান্ত নহে, তিনি সংন্যাস লইলেও প্রজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন না। কারণ—

যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেদ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥
কঠঃ। বল্লী ৩। মং ১৩ ॥

সংন্যাসী বুদ্ধিমান্ হইলে বাক্য এবং মনকে অধর্ম্ম হইতে নিবারণ করিয়া জ্ঞান ও আত্মবিষয়ে নিযুক্ত করিবেন, উক্ত জ্ঞান ও আত্মাকে পরমাত্মা বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন এবং তাদৃশ বিজ্ঞানকে শান্তস্বরূপ আত্মার উপর স্থিরীকৃত করিবেন।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥
মুণ্ডং। খণ্ডঃ ২। মং ১২ ॥

সমস্ত লৌকিক ভোগ কর্ম্মদ্বারা সঞ্চিত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সংন্যাসী বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। কেননা অকৃত (অর্থাৎ কৃত হয় নাই এমন) পরমাত্মা কেবল কৃত অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই নিমিত্ত অর্পণের জন্য হস্তে কিছু অর্থ লইয়া বেদবিৎ এবং পরমেশ্বরজ্ঞাতা গুরুর নিকট গমন করিবে এবং সন্দেহ নিবৃত্তি করিবে। পরন্তু সর্ব্বদা ইহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে যাহারা—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ
পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জংঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব
নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ১ ॥
অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা
ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎকর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ২ ॥
মুঃ। খঃ ২। মঃ ৮। ৯ ॥

যাহারা অবিদ্যামধ্যে ক্রীড়া করে, আপনাকে ধীর এবং পণ্ডিত মনে করে, সেই সকল নীচগতিজ্ঞাতা মূঢ় অন্ধের পশ্চাৎ অন্ধ যেরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ দুঃখ পাইয়া থাকে ॥ ১ ॥ যাহারা বহুপ্রকারে অবিদ্যায় রত থাকে এবং বালবুদ্ধি হইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি এইরূপ মনে করে এবং যে সব কর্ম্মকাণ্ডী রাগ বশতঃ মোহিত হইয়া যাহা জানিতে অথবা জানাইতে সমর্থ নহে, তাহারা আতুর হইয়া জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখে নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ এইজন্য :—

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ

সংন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ।

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে

পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥ মুণ্ডং। খঃ ২। মঃ ৬ ॥

যাঁহারা বেদান্ত অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রতিপাদক বেদমন্ত্রের অর্থ জ্ঞান এবং আচারানুসারে উত্তমরূপে নিশ্চয় জ্ঞাতা এবং যোগদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ সংন্যাসী, তাঁহারা পরমেশ্বরে মুক্তিসুখ প্রাপ্ত হইয়া ভোগানন্তর মুক্তিসুখের কাল পূর্ণ হইলে তৎস্থান হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া সংসারে আগমন করেন। মুক্তি ব্যতিরেকে দুঃখের নাশ হয় না ; কারণ :—

ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥

ছান্দোঃ। প্রং ৮। খং ১২ ॥

দেহধারী সুখ দুঃখের প্রাপ্তি হইতে পৃথক থাকিতে পারে না। যখন শরীররহিত জীবাত্মা মুক্ত অবস্থায় সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরের সহিত শুদ্ধ হইয়া অবস্থান করে তখন তাহার সাংসারিক সুখ এবং দুঃখের প্রাপ্তি হয় না। এইজন্য—

পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি ॥

শতঃ, কাং ১৪ ॥ প্র ৫। ব্রা ২। ক ১ ॥

লোকে প্রতিষ্ঠা অথবা লাভ, ধন ভোগ অথবা ধন সম্মান এবং পুত্রাদির মোহ হইতে পৃথক হইয়া সংন্যাসিগণ ভিক্ষুকভাবে দিবারাত্র মোক্ষসাধনে তৎপর থাকেন।

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং তস্যাং সর্ব্ববেদসং হুত্বা ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ ॥ ১ ॥

যজুর্ব্বেদব্রাহ্মণে।

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাম্।

আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ গৃহাৎ ॥ ২ ॥

যো দত্ত্বা সর্ব্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।

তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৩ ॥

মনুঃ ৬। ৩৮। ৩৯ ॥

প্রজাপতি অর্থাৎ পরমেশ্বরকে প্রাপ্তির জন্য ইষ্টি অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়া উহাতে যজ্ঞোপবীত ও শিখাদি চিহ্ন ত্যাগ করতঃ আহবনীয়াদি পঞ্চাগ্নিতে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ

আরোপণ করিয়া ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া সংন্যাসী হইবে॥ ১॥ ২॥ যিনি সকল ভূত অর্থাৎ প্রাণিমাত্রকে অভয় দান করতঃ গৃহ হইতে নির্গমন করিয়া সংন্যাসী হন, সেই ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ পরমেশ্বরপ্রকাশিত বেদোক্ত ধর্ম্মাদি ও বিদ্যার উপদেশক সংন্যাসী প্রকাশময় অর্থাৎ মুক্তির আনন্দস্বরূপ লোক প্রাপ্ত হন।

প্রশ্ন—সংন্যাসীদিগের ধর্ম্ম কিরূপ?

উত্তর—পক্ষপাতশূন্য হইয়া ন্যায়াচরণ, সত্যগ্রহণ, অসত্যত্যাগ, বেদোক্ত ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন, পরোপকার এবং সত্যভাষণাদি ধর্ম্ম সকল আশ্রমীরই অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেরই একরূপ। তবে সংন্যাসীর বিশেষ ধর্ম্ম এই—

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥ ১॥
ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ॥ ২॥
অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ॥ ৩॥
কৢপ্তকেশনখশ্মশ্রুঃ পাত্রী দণ্ডী কুসম্ভবান্।
বিচরেন্নিয়তো নিত্যং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্॥ ৪॥
ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।
অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে॥ ৫॥
দূষিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্॥ ৬॥
ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকম্।
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি॥ ৭॥
প্রাণায়ামা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়োঽপি বিধিবৎ কৃতাঃ।
ব্যাহৃতিপ্রণবৈর্যুক্তা বিজ্ঞেয়ং পরমং তপঃ॥ ৮॥
দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥ ৯॥
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্॥ ১০॥

উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়ামকৃতাত্মভিঃ।
ধ্যানযোগেন সংপশ্যেদ্ গতিমস্যান্তরাত্মনঃ ॥ ১১ ॥

অহিংসয়েন্দ্রিয়াসঙ্গৈ র্বৈদিকৈশ্চৈব কর্ম্মভিঃ।
তপসশ্চরণৈশ্চোগ্রৈ সাধয়ন্তীহ তৎপদম্ ॥ ১২ ॥

যদা ভাবেন ভবতি সর্ব্বভাবেষু নিস্পৃহঃ।
তদা সুখমবাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্ ॥ ১৩ ॥

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈ র্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৪ ॥

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ১৫ ॥

অনেন বিধিনা সর্ব্বাংস্ত্যক্ত্বা সংগাঞ্ শনৈঃ শনৈঃ।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে ॥ ১৬ ॥

মনুঃ অঃ ৬। ৪৬। ৪৮। ৪৯। ৫২। ৬০। ৬৬। ৬৭। ৭০-৭৩। ৭৫। ৮০। ৯১। ৯২। ৮১ ॥

সংন্যাসী পথে চলিবার সময় এদিক্ ওদিক্ না দেখিয়া কেবল নীচে পৃথিবীর উপর দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে, সর্ব্বদা বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া জল পান করিবে, নিরন্তর সত্য কহিবে, এবং সর্ব্বদা মনে বিচার করিয়া সত্যের গ্রহণ ও অসত্যের পরিহার করিবে ॥ ১ ॥ কোন স্থানে উপদেশ অথবা বাদ প্রতিবাদের সময় কেহ সংন্যাসীর উপর ক্রোধ করিলে অথবা তাঁহাকে নিন্দা করিলে সংন্যাসীর উচিত যে তাহার উপর ক্রোধ না করিয়া তাহারই কল্যাণার্থ উপদেশ দিবে এবং মুখের এক, নাসিকার দুই, চক্ষুর দুই এবং কর্ণের দুই রন্ধ্র দ্বারা মিথ্যা বাক্য কোন কারণে নির্গত করিবে না এবং বলিবে না ॥ ২ ॥ স্বকীয় আত্মায় এবং পরমাত্মায় স্থির থাকিয়া অপেক্ষারহিত হইয়া, মদ্যমাংসাদি বর্জ্জিত হইয়া এবং কেবল আত্মারই সুখার্থী হইয়া এই সংসারে ধর্ম্ম এবং বিদ্যা বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা বিচরণ করিবে ॥ ৩ ॥ কেশ, নখ ও শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া সুন্দর পাত্র ও দণ্ড ধারণ করতঃ কুসুম্ভ রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া, নিশ্চিতাত্মা হইয়া, এবং কোনও প্রাণীকে পীড়া না দিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবে ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রিয়দিগের অধর্ম্মাচরণ নিবারণ করিয়া, রাগদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া এবং সকল প্রাণীর উপর নির্বৈর থাকিয়া মোক্ষের জন্য সামর্থ্য বৃদ্ধি করিবে ॥ ৫ ॥ কেহ দূষিত অথবা ভূষিত করিলেও পুরুষ অর্থাৎ সংন্যাসী যে কোন আশ্রমে অবস্থান করতঃ পক্ষপাতরহিত হইয়া এবং স্বয়ং ধর্ম্মাত্মা হইয়া অপরকে ধর্ম্মাত্মা করিতে প্রযত্ন করিবে এবং ইহাও মনে নিশ্চয় জানিবে যে দণ্ড, কমণ্ডলু এবং কাষায় বস্ত্র প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ

ধর্ম্মের জন্য নহে। সকল মনুষ্যাদি প্রাণিগণকে সত্যোপদেশ এবং বিদ্যাদান করাই সংন্যাসীর মুখ্য কর্ম্ম॥ ৬॥ কারণ নির্ম্মলী বৃক্ষের ফল পিশিয়া কলুষিত জলে প্রক্ষেপ করিলে জলের শুদ্ধি হয়, কিন্তু উহা প্রক্ষেপ না করিয়া কেবল নামমাত্র কথন বা শ্রবণমাত্র দ্বারা জল শুদ্ধ হইতে পারে না॥ ৭॥ এইজন্য ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ সংন্যাসীর কর্ত্তব্য যে তিনি ওঁকার পূর্ব্বক সপ্তব্যাহৃতি দ্বারা যথাশক্তি বিধিপূর্ব্বক প্রাণায়াম করেন, কিন্তু তিনের ন্যূন প্রাণায়াম কথন করিবেন না। সংন্যাসীর এই পরম তপস্যা॥ ৮॥ যেরূপ অগ্নিতে তপ্ত এবং দ্রবীভূত করিলে ধাতুর মল নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রাণের নিগ্রহ দ্বারা মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের দোষ ভস্মীভূত হইয়া থাকে॥ ৯॥ এইজন্য সংন্যাসীরা প্রতিনিয়ত প্রাণায়াম দ্বারা আত্মার, অন্তঃকরণের এবং ইন্দ্রিয়দিগের দোষ, ধারণাদ্বারা পাপ, প্রত্যাহারদ্বারা সঙ্গ দোষ এবং ধ্যান-দ্বারা অনীশ্বরগুণ অর্থাৎ হর্ষ, শোক এবং অবিদ্যাদি জীবদোষ ভস্মীভূত করেন॥ ১০॥ ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ পদার্থে পরমেশ্বরের ব্যাপ্তি (যাহা অযোগী ও অবিদ্বান্‌গণ বুঝিতে পারে না), এবং নিজ আত্মার ও পরমাত্মার গতি উক্তরূপ ধ্যানযোগ দ্বারা দেখিবে॥ ১১॥ পূর্ব্বোক্ত সংন্যাসী সর্ব্বভূতে নির্বৈরভাব, ইন্দ্রিয়বিষয়ের ত্যাগ, বেদোক্ত কর্ম্ম ও অত্যুগ্র তপস্যার অনুষ্ঠান দ্বারা সংসারে মোক্ষপদের লাভ করিতে এবং করাইতে সমর্থ; অন্য কেহ সমর্থ নহে॥ ১২॥ সংন্যাসী যখন সকল ভাবে অর্থাৎ সকল পদার্থ বিষয়ে নিঃস্পৃহ ও আকাঙ্ক্ষা-রহিত এবং আন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহারে পবিত্র হন, তখনই এই শরীরে এবং মরণান্তে নিরন্তর সুখ প্রাপ্ত হন॥ ১৩॥ এইজন্য ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সংন্যাসী সকলেরই উচিত যে প্রযত্নসহকারে নিম্নলিখিত দশ লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মের সেবন করেন॥ ১৪॥ প্রথম লক্ষণ—(ধৃতি) সর্ব্বদা ধৈর্য্যপ্রকাশ। দ্বিতীয় লক্ষণ—(ক্ষমা) নিন্দা, স্তুতি, মানাপমান, হানি ও লাভাদি দুঃখসহিষ্ণুতা। তৃতীয়—(দম) মনকে সর্ব্বদা ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা এবং অধর্ম্ম হইতে নিবারণ করা অর্থাৎ অধর্ম্মের ইচ্ছাও হইতে না দেওয়া। চতুর্থ—(অস্তেয়) চৌর্য্যত্যাগ অর্থাৎ অনুমতি ব্যতিরেকে ছল, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা অথবা অন্য কোন ব্যবহার দ্বারা কিম্বা বেদবিরুদ্ধ উপদেশ দ্বারা পরপদার্থের গ্রহণ করাকে চৌর্য্য কহে; উহা পরিহার করাকে সাধু কার্য্য কহে। পঞ্চম—(শৌচ) রাগ, দ্বেষ ও পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া আন্তরিক এবং জল ও মৃত্তিকা মার্জ্জনাদি দ্বারা বাহ্যিক পবিত্রতা সাধন করা। ষষ্ঠ—(ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবারণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত করা। সপ্তম—(ধীঃ) মাদক দ্রব্য, বুদ্ধিনাশক অন্য পদার্থ, দুষ্টের সংসর্গ এবং আলস্য ও প্রমাদাদি ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ পদার্থের সেবন, সাধুপুরুষের সংসর্গ এবং যোগাভ্যাস দ্বারা বুদ্ধির বৃদ্ধি সম্পাদন। অষ্টম—(বিদ্যা) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান, উহাদিগের হইতে যথাযোগ্য উপকার গ্রহণ করা এবং সত্যভাবে (অর্থাৎ আত্মায় যেরূপ মনে সেইরূপ, মনে যেরূপ বাক্যে সেইরূপ এবং বাক্যে যেরূপ কার্য্যেও সেইরূপ) ব্যবহার করাকে বিদ্যা কহে এবং তাহার বিপরীতকে অবিদ্যা কহে। নবম—(সত্য) যে পদার্থ যেরূপ উহাকে তদ্রূপ বুঝা, তদ্রূপ বলা এবং তদ্রূপ কার্য্য করাই সত্য। এবং দশম—(অক্রোধ) ক্রোধাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি আদি গুণ গ্রহণ করা ধর্ম্মের লক্ষণ। এই দশ লক্ষণযুক্ত ও পক্ষপাতরহিত ন্যায়াচরণরূপ ধর্ম্মের সেবন করা, চারি আশ্রমবাসীরই কর্ত্তব্য এবং উক্ত বেদোক্ত ধর্ম্মে নিজে চলা এবং অপরকে বুঝাইয়া প্রবৃত্ত করা সংন্যাসীদিগের বিশেষ ধর্ম্ম॥ ১৫॥ এইরূপে অল্পে অল্পে সমস্ত সঙ্গদোষ ত্যাগ করিয়া এবং হর্ষ শোকাদি দ্বন্দ্ব হইতে

নির্মুক্ত হইয়া সংন্যাসী ব্রহ্মেই অবস্থিত হইয়া থাকেন। গৃহস্থাদি সকল আশ্রমের সকল প্রকার ব্যবহারের সত্য নিশ্চয় করা, অধর্ম্ম ব্যবহার দূরীকরণ করা এবং সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া সত্যধর্ম্মযুক্ত ব্যবহারে সকলকে প্রবৃত্ত করা সংন্যাসীদিগের মুখ্য কার্য্য ॥ ১৬ ॥

প্রশ্ন—সংন্যাস গ্রহণ কি কেবল ব্রাহ্মণেরই কার্য্য অথবা ক্ষত্রিয়েরও কার্য্য ?

উত্তর—ব্রাহ্মণেরই অধিকার। কারণ সকল বর্ণ মধ্যে যিনি পূর্ণবিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও পরোপকারপ্রিয় তাঁহারই নাম ব্রাহ্মণ। পূর্ণ বিদ্যা, ধর্ম্ম, পরমেশ্বরে নিষ্ঠা এবং বৈরাগ্য ব্যতিরেকে সংন্যাস গ্রহণ করিলে সংসারের বিশেষ উপকার হইতে পারে না। এইজন্য লোকশ্রুতি আছে যে ব্রাহ্মণেরই সংন্যাসে অধিকার আছে, অন্যের নাই। এ বিষয়ে মনুরও প্রমাণ আছে :—

এষ বোঽভিহিতো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য চতুর্ব্বিধঃ।
পুণ্যোঽক্ষয়ফলঃ প্রেত্য রাজধর্ম্মান্ নিবোধত ॥

মনুঃ। ৬। ৯৭ ॥

এস্থলে মহাত্মা মনু বলিতেছেন "হে ঋষিগণ! এই চারি প্রকার অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সংন্যাসাশ্রম অবলম্বন করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। সংন্যাসাশ্রম ইহকালে পুণ্যস্বরূপ এবং দেহ-ত্যাগানন্তর মুক্তিস্বরূপ অক্ষয় আনন্দদাতা। ইহার পরে আমার নিকট রাজধর্ম্ম শ্রবণ কর।" ইহা হইতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে সংন্যাস গ্রহণ করায় মুখ্যভাবে ব্রাহ্মণেরই অধিকার এবং ক্ষত্রিয়াদির ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই অধিকার।

প্রশ্ন—সংন্যাস গ্রহণের আবশ্যকতা কি ?

উত্তর—শরীরের মধ্যে মস্তকের যেরূপ আবশ্যকতা আশ্রমসমূহের মধ্যে সংন্যাসাশ্রমেরও তদ্রূপ আবশ্যকতা। কারণ ইহা ব্যতিরেকে বিদ্যা ও ধর্ম্মের কখন বৃদ্ধি হইতে পারে না। তদ্ব্যতীত অপর আশ্রমসমূহের বিদ্যাগ্রহণ, গৃহকার্য্য এবং তপশ্চরণাদি কার্য্যবশতঃ অবসর অতি অল্প থাকে। পক্ষপাত-শূন্য হইয়া ব্যবহার করা অপর আশ্রমের পক্ষে অতি দুষ্কর। সংন্যাসী যেরূপ সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া জগতের উপকার করেন, তদ্রূপ অন্য আশ্রমবাসী করিতে পারেন না। কারণ সংন্যাসীর পক্ষে সত্য বিদ্যা দ্বারা পদার্থবিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে যত অবকাশ থাকে, অন্য আশ্রমীর তাদৃশ অবসর থাকে না। পরন্তু ব্রহ্মচর্য্যের পরই সংন্যাসী হইয়া জগতের সত্যশিক্ষা দ্বারা যতদূর উন্নতি করা সম্ভব হয়, গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থের পর সংন্যাসী হইয়া ততদূর উন্নতি করা সম্ভব নহে।

প্রশ্ন—সংন্যাস গ্রহণ ঈশ্বরের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ, কারণ ঈশ্বরের অভিপ্রায় যে মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হউক। গৃহস্থাশ্রম না করিলে সন্তান হইতে পারে না। সকল মনুষ্যেরই সংন্যাসাশ্রম মুখ্য হইলে মনুষ্যের মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়ে।

উত্তর—আচ্ছা, বিবাহ করিয়াও অনেকের সন্তান হয় না অথবা সন্তান হইলেও শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। এস্থলে উহারাও ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধকারী হইল। যদি বল যে "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ"। ইহা কোন এক কবির উক্তি। ইহার অর্থ এই যে "যত্ন করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে এ বিষয়ে দোষ কি? অর্থাৎ কোন দোষ নাই"। আচ্ছা, আমি তোমাকে

জিজ্ঞাসা করিতেছি যে গৃহস্থাশ্রম হইতে বহু সন্তান হইয়া পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যুদ্ধকরতঃ মরিয়া গেলে কতদূর ক্ষতি হইয়া থাকে? ইহা বুঝিয়াও বিবাদ ও যুদ্ধ অনেক হইয়া থাকে। এস্থলে সংন্যাসী এক বেদোক্ত ধর্ম্মের উপদেশ দ্বারা পরস্পর প্রীতি উৎপন্ন করাইলে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য রক্ষা পাইবে এবং সহস্র গৃহস্থের তুল্য মনুষ্যের বৃদ্ধি সম্পাদন করিবে। অপরন্তু সকল মনুষ্য সংন্যাস গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ সকলেরই বিষয়াসক্তি দূরীভূত হওয়া অসম্ভব। সংন্যাসীদিগের উপদেশানুসারে যে সকল মনুষ্য ধার্ম্মিক হন তাঁহাদিগকে সংন্যাসীর পুত্রতুল্য জানিতে হইবে।

প্রশ্ন—সংন্যাসিগণ বলেন যে "আমার কোন কর্ত্তব্য নাই, অন্ন ও বস্ত্র গ্রহণ করিয়া আনন্দে অবস্থান করিব এবং কোন অবিদ্যারূপ সংসারে মস্তিষ্কক্লেশ উৎপাদন করিব? আপনাকে ব্রহ্ম মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব এবং কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকেও তদ্রূপ উপদেশ দিব এবং কহিব যে তুমিও ব্রহ্ম, তোমাকে পাপ ও পুণ্য কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ শীতোষ্ণ শরীরের, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রাণের এবং সুখ ও দুঃখ মনের ধর্ম্ম। জগৎ মিথ্যা এবং জগতের ব্যবহারও সমস্ত কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা। সুতরাং ইহাতে আসক্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। "যাহা কিছু পাপ ও পুণ্য উহা দেহ এবং ইন্দ্রিয়দিগের ধর্ম্ম আত্মার নহে" ইত্যাদি উপদেশ করিয়া থাকেন। আপনি কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার সংন্যাস ধর্ম্ম কহিতেছেন। এক্ষণে আমি কাহার কথা সত্য এবং কাহার কথা মিথ্যা মনে করিব?

উত্তর—তাঁহাদিগের সৎকর্ম্মও কি কর্ত্তব্য নহে? দেখ "বৈদিকৈশ্চৈব কর্ম্মভিঃ" মহাত্মা মনু লিখিয়াছেন যে সংন্যাসীদিগের বৈদিক কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মযুক্ত সত্যকর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। ইঁহারা কি ভোজন আচ্ছাদনাদি কর্ম্মও ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন? যদি এ কর্ম্ম ত্যাগ করা অসম্ভব হয়, তবে উত্তম কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কি ইঁহারা পতিত ও পাপভাগী হইবেন না? গৃহস্থদিগের নিকট যখন অন্ন ও বস্ত্র গ্রহণ করিতেছেন তখন উহাদিগের প্রত্যুপকার না করিলে কি মহাপাপী হইতে হইবে না? চক্ষু দ্বারা দর্শন এবং কর্ণের দ্বারা শ্রবণ না হইলে যেমন চক্ষু ও কর্ণ ব্যর্থ হয়, তদ্রূপ সত্যোপদেশ বেদাদি শাস্ত্রের বিচার এবং প্রচার না করিলে সংন্যাসীও এ জগতের ব্যর্থ ভারস্বরূপ হন। আর যে অবিদ্যা রূপ সংসারে মস্তিষ্ক-ক্লেশ উৎপাদন করা ইত্যাদি বলেন ও লিখেন তদ্বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে তাদৃশ উপদেশ-কর্ত্তাই স্বয়ং মিথ্যা এবং পাপের বৃদ্ধিকারী পাপিষ্ঠ। শরীরাদি দ্বারা যে কিছু কর্ম্ম করা যায় সে সকলই আত্মারই হয় এবং উহার ফলভোগকর্ত্তাও আত্মা। যাঁহারা জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন তাঁহারা অবিদ্যারূপ নিদ্রায় নিদ্রিত। কারণ জীব অল্পব্যাপক ও অল্পজ্ঞ এবং ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বজ্ঞ। ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাবযুক্ত এবং জীব কখন বদ্ধ ও কখন মুক্ত থাকে। সর্ব্ব-ব্যাপক ও সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মে কখন অবিদ্যা অথবা ভ্রম হইতে পারে না, কিন্তু জীবের কখন অবিদ্যা কখনও বিদ্যা হইয়া থাকে। ব্রহ্ম কখন জন্ম ও মরণজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হন না, কিন্তু জীব প্রাপ্ত হয়; এই সকল কারণবশতঃ উহাদিগের উপদেশ মিথ্যা।

প্রশ্ন—সংন্যাসী সর্ব্বকর্ম্মবিনাশী, তিনি অগ্নি ও ধাতু স্পর্শ করেন না, এই বাক্য সত্য কি না?

উত্তর—সত্য নহে। "সম্যক্ নিত্যম্ আস্তে যস্মিন্, যদ্বা সম্যক্ ন্যস্যন্তি দুঃখানি কর্ম্মাণি যেন স সংন্যাসঃ, স প্রশস্তো বিদ্যতে যস্য স সন্ন্যাসী"। যাহা ব্রহ্মস্বরূপ ও যাহা দ্বারা দুষ্ট কর্ম্ম ত্যাগ করা যায়,

সেই উত্তম স্বভাব যাঁহার হয় তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলে। ইহাতে সন্ন্যাসীকে সুকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ও দুষ্কার্য্যের নাশক কহা যায়।

প্রশ্ন—গহস্থও যখন উপদেশ এবং অধ্যাপন করিয়া থাকেন তখন সংন্যাসীর পুনরায় কি প্রয়োজন?

উত্তর—সকল আশ্রমীই সত্যোপদেশ করিয়া থাকেন এবং শুনিয়া থাকেন, কিন্তু সংন্যাসীর যত পরিমাণে অবকাশ এবং নিষ্পক্ষপাতিতা হইয়া থাকে ততদূর গৃহস্থদিগের হয় না। অবশ্য ব্রাহ্মণ হইলে এই কর্ত্তব্য যে পুরুষ পুরুষদিগকে এবং স্ত্রী স্ত্রীদিগকে অধ্যাপন ও সত্যোপদেশ বিতরণ করিবে। সংন্যাসীর পক্ষে যত পরিমাণে ভ্রমণের সুবিধা লাভ হয়, গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদির ততদূর সুবিধা কখনও হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ বেদবিরুদ্ধ আচরণ করিলে সংন্যাসী তাহার নিয়ন্তা হইয়া থাকেন। এইজন্য সংন্যাস হওয়া উচিত।

প্রশ্ন—"একরাত্রিং বসেদ্‌গ্রামে" ইত্যাদি বচনানুসারে সংন্যাসী এক স্থানে এক রাত্রি মাত্র বাস করিতে পারেন, অধিক বাস করা উচিত নহে।

উত্তর—এ কথার অল্পাংশ উত্তম, যে এক স্থানে বাস করিলে জগতের অধিক উপকার হয় না এবং স্থানান্তরের অভিমান উপস্থিত হয়, রাগ ও দ্বেষও অধিক হইয়া পড়ে। পরন্তু এক স্থানে অবস্থান হইতে বিশেষ উপকার হইলে অবস্থান করিবে। এইরূপ জনক রাজা এক স্থানে চারি মাস করিয়া এবং পঞ্চশিখাদি ও অন্য সংন্যাসিগণ কত বৎসর পর্য্যন্ত নিবাস করিয়াছিলেন। আর "একস্থানে না থাকা" ইত্যাদি বচন বর্ত্তমানে পাষণ্ড সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে সংন্যাসী একস্থানে অধিক দিন অবস্থান করিলে তাহাদিগের পাষণ্ডত্ব খণ্ডিত হইয়া পড়িবে এবং অধিক বৃদ্ধি পাইবে না।

প্রশ্ন—

যতীনাং কাঞ্চনং দদ্যাত্তাম্বূলং ব্রহ্মচারিণাম্।
চৌরাণামভয়ং দদ্যাৎ স নরো নরকং ব্রজেৎ॥

ইত্যাদি বচনের অভিপ্রায় এই যে সংন্যাসীদিগকে সুবর্ণ দান করিলে দাতা নরকে গমন করিবে।

উত্তর—বর্ণাশ্রমবিরোধী সম্প্রদায়ী এবং স্বার্থপর পৌরাণিকগণই এই বচন রচনা করিয়াছে। কারণ সংন্যাসিগণের ধন লাভ হইলে উহাদিগের মত খণ্ডন করিবে এবং অনিষ্ট হইবে এবং তাঁহারা ইহাদিগের অধীন থাকিবেন না। ভিক্ষাদি ব্যবহার তাহাদিগের অধীন থাকিলে সকলে শঙ্কিত থাকিবে। যখন স্বার্থপর ও মূর্খদিগকে দান করিলেও উত্তম ফল হয়, তখন বিদ্বান্ ও পরোপকারী সংন্যাসীদিগকে দান করিলে কোনও দোষ হইতে পারে না। দেখ:—

বিবিধানি চ রত্নানি বিবিক্তেষূপপাদয়েৎ।
মনুঃ। অ ১১। ৬।

নানাপ্রকার রত্ন ও সুবর্ণাদি ধন (বিবিক্ত) অর্থাৎ সংন্যাসীদিগকে দিবে। পূর্ব্বশ্লোক অনুসারে সংন্যাসীকে সুবর্ণ দান করিলে যজমান নরকে যাইবে এবং এই বচন অনুসারে রৌপ্য, মুক্তা ও হীরকাদি দান করিলে স্বর্গে যাইবে এরূপ হইলে এ বচন নিরর্থক হইয়া পড়ে।

প্রশ্ন—হাঁ পণ্ডিত মহাশয়! ঐ বচনের পাঠের ভ্রম হইয়াছে। উহা এইরূপ "যতিহস্তে ধনং দদ্যাৎ" অর্থাৎ সংন্যাসীদিগের হস্তে ধন দান করিলে লোক নরকে যায়।

উত্তর—এ বচনও অবিদ্বান্‌দিগের কপোল কল্পনা দ্বারা রচিত হইয়াছে, কারণ হস্তে দান করিলে নরকে যাইবে আর পায়ে দান করিলে অথবা গাঠরী বাঁধিয়া দিলে স্বর্গে যাইবে ইত্যাদি কল্পনা মাননীয় নহে। তবে ইহার সম্বন্ধে এই কথা হইতে পারে যে, সংন্যাসী যোগক্ষেমের অধিক ধন রাখিলে দস্যু প্রভৃতির দ্বারা পীড়িত হইবে অথবা মোহিত হইতে পারে। কিন্তু যিনি বিদ্বান্ তিনি কখন অযুক্ত ব্যবহার করিবেন না এবং মোহে আসক্ত হইবেন না। এ সকল বিষয় প্রথম গৃহাশ্রমে ও ব্রহ্মচর্য্যে ভোগ হইয়াছে এবং এ সকল বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য হইতে সংন্যাস গ্রহণস্থলে পূর্ণ বৈরাগ্যযুক্ত হওয়াতে সে সংন্যাসী কখন আসক্ত হইয়া পড়িতে পারে না।

প্রশ্ন—লোকে বলে যে শ্রাদ্ধস্থলে সংন্যাসী আসিলে অথবা ভোজন করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপুরুষগণ পলায়ন করে এবং স্বয়ং নরকস্থ হয়।

উত্তর—প্রথমতঃ মৃত পিতৃলোকের আগমন এবং কৃত শ্রাদ্ধ মৃত পিতৃলোকের প্রাপ্য হওয়াই অসম্ভব এবং বেদ ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া মিথ্যা। যখন আগমনই হইল না, তখন পলায়ন কিরূপে সম্ভবপর হইবে? যখন আপনার পাপ ও পুণ্যানুসারে এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে জীব মৃত্যুর পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার আগমন কিরূপে সম্ভবপর হইবে? এইজন্য স্বোদরপূরক পুরাণী এবং বৈরাগীদিগের এই সকল মিথ্যা ও কল্পিত উক্তি জানিতে হইবে। তবে এই পর্য্যন্ত সত্য যে যে স্থলে সংন্যাসী গমন করিবে সে স্থলে মৃতকশ্রাদ্ধ ইত্যাদি বেদাদির বিরুদ্ধ প্রমাণিত হইলে পাষণ্ডী দূরে পলায়ন করিবে।

প্রশ্ন—কেহ ব্রহ্মচর্য্য হইতে সংন্যাস গ্রহণ করিলে তাহার সংন্যাস নির্ব্বাহ কষ্টকর হইবে এবং কামের অবরোধ করাও অতি কঠিন এইজন্য গৃহাশ্রম ও বানপ্রস্থ সমাপ্ত হইলে যখন বৃদ্ধ হইবে তখনই সংন্যাস গ্রহণ উৎকৃষ্ট কর্ম্ম।

উত্তর—যে নির্ব্বাহ করিতে না পারিবে এবং ইন্দ্রিয়রোধ করিতে অসমর্থ হইবে সে ব্রহ্মচর্য্যের পর সংন্যাস লইবে না। কিন্তু যে রোধ করিতে সমর্থ হইবে সে কেন সংন্যাস গ্রহণ করিবে না? যে পুরুষ বিষয়ের দোষ এবং বীর্য্য-সংরক্ষণের গুণ জানেন তিনি কখনই বিষয়াসক্ত হন না। তাঁহার বীর্য্য বিচারাগ্নির ইন্ধন সদৃশ অর্থাৎ উহাতেই ব্যয় হইয়া যায়। বৈদ্য এবং ঔষধ যেরূপ রোগীর জন্যই আবশ্যক হয় নীরোগের জন্য নহে তদ্রূপ যে পুরুষের অথবা স্ত্রীর বিদ্যা ও ধর্ম্ম-বৃদ্ধি এবং সংসারের উপকার করাই প্রয়োজন, তাহারা বিবাহ করিবে না। পঞ্চশিখাদি পুরুষ ও গার্গী প্রভৃতি স্ত্রী যেরূপ ছিলেন, তদ্রূপ অধিকারীদিগেরই সংন্যাসী হওয়া উচিত। অনধিকারী সংন্যাসী হইলে আপনি ডুবিবে এবং অপরকেও ডুবাইবে। যেরূপ "সম্রাট্" চক্রবর্ত্তী রাজা হন, তদ্রূপ "পরিব্রাট্" সংন্যাসী হইয়া থাকেন। রাজা স্বদেশে অথবা স্বসম্বন্ধীদিগের মধ্যে সম্মান পাইয়া থাকেন কিন্তু সংন্যাসী সর্ব্বত্র পূজিত হন।

বিদ্বত্ত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥১॥

ইহা চাণক্য নীতিশাস্ত্রের শ্লোক। বিদ্বান্ এবং রাজার কখনও তুলনা হইতে পারে না; কারণ, রাজা কেবল আপনার রাজ্যেই মান ও সম্মান পাইয়া থাকেন; কিন্তু বিদ্বান্ সর্ব্বত্র মান ও প্রতিষ্ঠা পাইয়া থাকেন। এইজন্য বিদ্যাপাঠ, সুশিক্ষাগ্রহণ এবং বলবান্ হওয়া ইত্যাদির জন্য ব্রহ্মচর্য্য সকল প্রকারের উত্তম ব্যবহার সিদ্ধ করিবার জন্য গৃহস্থাশ্রম, বিচার, ধ্যান ও বিজ্ঞানবৃদ্ধি ও তপশ্চরণের জন্য বানপ্রস্থ এবং বেদাদি সত্যশাস্ত্রের প্রচার, ধর্ম্ম ব্যবহারের গ্রহণ, দুষ্ট ব্যবহারের ত্যাগ, সত্যোপদেশ ও সকলকে নিঃসন্দেহ করা ইত্যাদির জন্য সংন্যাসাশ্রম। পরন্তু যদি কেহ এই সংন্যাসের মুখ্য ধর্ম্ম সত্যোপদেশ না করে সে পতিত ও নরকগামী হয়। এই জন্য সত্যোপদেশ, শঙ্কা সমাধান, বেদাদি সত্যশাস্ত্রের অধ্যাপন, এবং প্রযত্নপূর্ব্বক বেদোক্ত ধর্ম্মের বৃদ্ধি করিয়া সংসারের উন্নতি করাই সংন্যাসীদিগের কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন—সংন্যাসী ব্যতিরিক্ত যে সকল সাধু, বৈরাগী, গোসাঁই, ভস্মাবৃত লোক সকল আছেন উঁহাদিগকে সংন্যাসাশ্রম মধ্যে গণনা করা যাইবে কি না?

উত্তর—না। কারণ, উঁহাদিগের মধ্যে সংন্যাসের একটী লক্ষণও নাই। ইঁহারা বেদবিরুদ্ধ মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া বেদ অপেক্ষা স্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যের বাক্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানেন, নিজের মতের প্রশংসা করেন এবং মিথ্যা-প্রপঞ্চে আসক্ত হইয়া স্বীয় স্বার্থের জন্য অপরকেও স্বমতে আবদ্ধ করেন। সংসারের উন্নতি করা দূরে থাকুক তাহার পরিবর্ত্তে প্রতারণাপূর্ব্বক উহার অধোগতি সাধন করেন এবং স্বপ্রয়োজন সিদ্ধ করেন। এইজন্য ইঁহাদিগকে সংন্যাসাশ্রমের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইঁহারা যে পূর্ণস্বার্থাশ্রমী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা স্বয়ং ধর্ম্মপথে চলিয়া সমস্ত সংসারকে সেই পথে প্রবৃত্ত করেন এবং যাঁহারা স্বয়ং ইহলোকে অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মে এবং পরলোকে অর্থাৎ পরজন্মে স্বর্গ অর্থাৎ সুখভোগ করেন এবং সমস্ত জগৎকে সেইরূপ সুখভোগ করান সেই ধর্ম্মাত্মগণই সংন্যাসী এবং মহাত্মা। এ স্থলে সংক্ষেপে সংন্যাসাশ্রমের শিক্ষা লিখিত হইল। এক্ষণে ইহার পরে রাজধর্ম্মের বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ-সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে বানপ্রস্থ-সংন্যাসাশ্রম-
:বিষয়ে পঞ্চমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥৫॥

অথ ষষ্ঠ সমুল্লাসারম্ভঃ।

অথ রাজধর্ম্মান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ।

রাজধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তো ভবেন্নৃপঃ।
সম্ভবশ্চ যথা তস্য সিদ্ধিশ্চ পরমা যথা ॥ ১ ॥
ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি।
সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্ ॥ ২ ॥

মনুঃ ৭। ১। ২।

এস্থলে মহাত্মা মনু ঋষিদিগকে কহিতেছেন যে, চারি বর্ণ এবং চারি আশ্রমের নিয়ম কথনের পর রাজধর্ম্ম কহিব। রাজা যে প্রকার হওয়া উচিত, যেরূপে তদ্রূপ হওয়া সম্ভব এবং যেরূপে তাহার পরম সিদ্ধি লাভ হয় তাহার সকল উপায় এবং প্রকার কহিতেছি॥ ১॥ ব্রাহ্মণ যেরূপ পরম বিদ্বান্ হন, তদ্রূপ বিদ্বান্ ও সুশিক্ষিত হইয়া সমস্ত রাজ্য ন্যায়ানুসারে যথাবৎ রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্ত্তব্য॥ ২॥ উহার প্রকার এই—

ত্রীণি রাজানা বিদথে পুরূণি পরিবিশ্বানি
ভূষথঃ সদাংসি ॥ ঋঃ। মঃ ৩। সূঃ ৩৮। ম ৬॥

ঈশ্বর উপদেশ দিতেছেন যে (রাজানা) রাজা এবং প্রজা সম্বন্ধীয় পুরুষগণ মিলিয়া (বিদথে) রাজা ও প্রজার সুখপ্রাপ্তি এবং বিজ্ঞানবৃদ্ধিকারক সম্বন্ধীয় ব্যবহার বিষয়ে (ত্রীণি সদাংসি) তিন সভা অর্থাৎ বিদ্যার্য্যসভা, ধর্ম্মার্য্যসভা এবং রাজার্য্যসভা স্থির করিয়া (পুরূণি) বহু প্রকারের (বিশ্বানি) সমগ্র প্রজা সম্বন্ধীয় (পরিভূষথঃ) সর্ব্বপ্রকারে বিদ্যা, স্বাতন্ত্র্য, ধর্ম্ম, সুশিক্ষা এবং ধনাদি দ্বারা মনুষ্যাদি প্রাণিসমূহকে অলঙ্কৃত করিবে।

তং সভা চ সমিতিশ্চ সেনা চ ॥ ৫ ॥ অথর্ব্ব। কাঃ ১৫।
অনুঃ ২। বং ৯। মং ২ ॥

সভ্য সভাং মে পাহি যে চ সভ্যাঃ সভাসদঃ ॥২॥
অথর্ব্ব। কাং ১৯। অনুঃ ৭। বং ৫৫। মং ৬॥

(তম্) উক্ত রাজধর্ম্মকে (সভা চ) তিন সভা (সমিতিশ্চ) সংগ্রামাদির ব্যবস্থা এবং (সেনা চ) সৈন্যসকলে মিলিয়া পালন করিবে। সভাসদ্ এবং রাজার কর্ত্তব্য এই যে, রাজা সমস্ত সভাসদ্‌কে আজ্ঞা দিবেন যে (সভ্য) হে সভার যোগ্য মুখ্য সভাসদ্! তুমি (মে) আমার (সভাম্) সভার ধর্ম্মযুক্ত ব্যবস্থাকে (পাহি) পালন কর এবং (যে চ) যাঁহারা (সভ্যাঃ) সভার যোগ্য (সভাসদঃ) সভাসদ্ তাঁহারাও সভার ব্যবস্থা পালন করিবেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, এক ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র রাজ্যের অধিকার দেওয়া উচিত নহে কিন্তু রাজা সভাপতি রহিবেন এবং সভা তাঁহার অধীন থাকিবে, সভাধীন রাজা হইবেন, রাজা এবং সভা প্রজার অধীন থাকিবে এবং প্রজা রাজসভার অধীন থাকিবে। এরূপ না করিলে—

রাষ্ট্রমেব বিশ্যাহন্তি তস্মাদ্রাষ্ট্রী বিশং ঘাতুকঃ। বিশমেব রাষ্ট্রায়াদ্যাং করোতি তস্মাদ্রাষ্ট্রী বিশমত্তি ন পুষ্টং পশুং মন্যত ইতি॥ শতঃ। কাং ১৩। প্রঃ ২। ব্রাঃ ৩। কঃ ৭। ৮॥

রাজবর্গ প্রজা হইতে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন থাকিলে (রাষ্ট্রমেব বিশ্যাহন্তি) রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রজা নাশ করে। এই কারণে রাজা একক স্বাধীন অথবা উন্মত্ত হইয়া (রাষ্ট্রী বিশং ঘাতুকঃ) প্রজানাশক হইয়া উঠেন অর্থাৎ (বিশমেব রাষ্ট্রায়াদ্যাং করোতি) রাজা প্রজাকে ভক্ষণ করেন (অত্যন্ত পীড়ন করেন)। এই জন্য কোন এক ব্যক্তিকে রাজ্যমধ্যে স্বাধীন করিবে না। সিংহ অথবা কোন মাংসাহারী পশু হৃষ্ট হইয়া যেরূপ অন্য পুষ্ট পশুকে হনন করিয়া ভক্ষণ করে, তদ্রূপ (রাষ্ট্রী বিশমত্তি) স্বতন্ত্র রাজা প্রজার বিনাশ করেন অর্থাৎ কাহাকেও আপনা হইতে উন্নত হইতে দেন না, ঐশ্বর্য্যশালীদিগকে লুণ্ঠন, হনন এবং অন্যায়পূর্ব্বক দণ্ড বিধান করিয়া স্বপ্রয়োজন সাধনকরেন। এই জন্য—

ইন্দ্রো জয়াতি ন পরা জয়াতা অধিরাজো রাজসু রাজয়াতৈ।
চর্কৃত্য ঈড্যো বন্দ্যশ্চোপসদ্যো নমস্যো ভবেহ ॥১॥
অথর্ব্বঃ। কাঃ ৬। অনু ১০। বং ৯৮। মঃ ১ ॥

হে মনুষ্য! যিনি (ইহ) এই সমস্ত মনুষ্যমধ্যে (ইন্দ্রঃ) পরমৈশ্বর্য্যের বিধাতা, শত্রুদিগের (জয়াতি) বিজেতা, (ন পরা জয়াতি) শত্রুদিগের অপরাজেয় (রাজসু) রাজাদিগের মধ্যে (অধিরাজঃ) সর্ব্বোপরিবিরাজিত, (রাজয়াতৈ) প্রকাশমান, (চর্কৃত্যঃ) সভাপতিপদের অত্যন্ত যোগ্য, (ঈড্যঃ) প্রশংসনীয় গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবযুক্ত (বন্দ্যঃ) সৎকারযোগ্য (চোপসদ্যঃ) সমীপাবস্থানের এবং শরণ লইবার যোগ্য এবং (নমস্যঃ) সকলের মাননীয় (ভব) হইবেন, তাঁহাকে সভাপতি রাজা করিবে ॥১॥

ইমন্দেবা অসপত্নং সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠায় মহতে জানরাজ্যা-
য়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায় ॥১॥ যজুঃ। অঃ ৯। মং ৪০ ॥

হে (দেবাঃ) বিদ্বান্ রাজা ও প্রজাগণ! তোমরা (ইমম্) এই প্রকারের পুরুষকে (মহতে ক্ষত্রায়) মহৎ চক্রবর্ত্তি-রাজ্যের জন্য, (মহতে জ্যেষ্ঠ্যায়) সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ হইবার জন্য, (মহতে জানরাজ্যায়) মহৎ বিদ্বান্‌লোকপূর্ণ রাজ্য পালনের জন্য এবং (ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়) পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত রাজ্য ও ধনাদি পালনের জন্য (অসপত্নং সুবধ্বং) সম্মতি করিয়া এবং সর্ব্বত্র পক্ষপাতরহিত, পূর্ণবিদ্যা ও বিনয়গুণযুক্ত সকলের মিত্র রাজাকে সভাপতি এবং সর্ব্বাধীশ স্বীকার করিয়া সমস্ত পৃথিবী শত্রুরহিত কর। এবং—

স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদে বীবূং উত প্রতিষ্কভে।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী পনীয়সী মা মর্ত্যস্য মায়িনঃ ॥১॥

ঋঃ। মঃ ১। সূঃ ৩৯। মঃ ২ ॥

ঈশ্বর উপদেশ দিতেছেন—হে রাজপুরুষগণ! (বঃ) তোমাদিগের (আয়ুধা) আগ্নেয়াদি অস্ত্র এবং শতঘ্নী (কামান), ভূশুণ্ডী (বন্দুক), ধনুর্বাণ এবং তরবারি (করবাল) আদি শস্ত্র শত্রুদিগের (পরাণুদে) পরাজয়ের জন্য এবং (উত প্রতিষ্কভে) প্রতিরোধ করিবার জন্য (বীবূং) প্রশংসিত এবং (স্থিরা) দৃঢ় (সন্তু) হউক এবং (যুষ্মাকম্) তোমাদিগের (তবিষী) সেনা (পনীয়সী) প্রশংসনীয় (অস্তু) হউক, যাহাতে তোমরা বিজয়ী হইবে। পরন্তু (মা মর্ত্যস্য) মায়িনঃ) যে নিন্দিত এবং অন্যায়পূর্ব্বক কার্য্যকারী তাহার জন্য পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিও না। অর্থাৎ যত দিন মনুষ্য ধার্ম্মিক থাকে তত দিন রাজ্যের বৃদ্ধি হয় এবং যখন দুষ্টাচারী হয় তখনই নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। মহাবিদ্বান্‌কে বিদ্যাসভার অধিকারী, ধার্ম্মিক এবং বিদ্বান্‌কে ধর্ম্মসভার অধিকারী, প্রশংসনীয় ধার্ম্মিক পুরুষদিগকে রাজসভার সভাসদ্ এবং উহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণ কর্ম্ম স্বভাবযুক্ত মহান্ পুরুষকে উক্ত রাজসভার সভাপতি স্বীকার করিয়া সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন করিবে। তিন সভার সম্মতি অনুসারে রাজনীতির উত্তম নিয়ম হইবে, সকল লোকে নিয়মের অধীন আসিবে। সর্ব্বহিতকারক কার্য্যে সভা সম্মতি দিবে। সর্ব্বহিতকর কার্য্য বিষয়ে সকলে পরতন্ত্র এবং ধর্ম্মযুক্ত কার্য্য সম্বন্ধে অর্থাৎ নিজের নিজের কার্য্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র থাকিবে। এক্ষণে উক্ত সভাপতির এরূপ হওয়া আবশ্যক—

ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ ॥১॥
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষূংষি চ মনাংসি চ।
ন চৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুম্ ॥২॥

সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥৩॥
মনুঃ ৭। ৪। ৬। ৭॥

এই সভাপতি রাজা ইন্দ্র অর্থাৎ বিদ্যুতের তুল্য তীব্র ও ঐশ্বর্য্যকর্ত্তা, বায়ুতুল্য সকলের প্রাণবৎ প্রিয় ও হৃদয়ের ভাববেত্তা, পক্ষপাতরহিত ও ন্যায়াধীশ যমের সদৃশ আচারবান্, সূর্য্যের তুল্য ন্যায়, ধর্ম্ম, এবং বিদ্যার প্রকাশক ও অন্ধকার অর্থাৎ অবিদ্যা এবং অন্যায়ের বিরোধক, অগ্নির তুল্য দুষ্টকে ভস্মসাৎকারী, বরুণ অর্থাৎ বন্ধনকর্ত্তার তুল্য দুষ্টদিগের অশেষ প্রকারে বন্ধনকর্ত্তা, চন্দ্রের তুল্য শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের আনন্দদাতা, ধনাধ্যক্ষের তুল্য ধনাগারপূর্ণকারী হইয়া সভাপতির কার্য্য করিবেন। ১। যিনি সূর্য্যবৎ প্রতাপান্বিত হইয়া নিজের তেজঃ দ্বারা সকলের বাহ্য এবং আন্তরিক (মনের) তাপদাতা হন এবং পৃথিবীর মধ্যে কেহই যাঁহাকে ক্রূরদৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ নহে। ২। যিনি স্বয়ং অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, সোম, ধর্ম্মপ্রকাশক, ধনবর্দ্ধক, দুষ্টের বন্ধনকর্ত্তা এবং মহৎ ঐশ্বর্য্যশালী হন, তিনিই সভাধ্যক্ষ ও সভাপতি হইবার যোগ্য। ৩। প্রকৃত রাজা কে?—

স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ ॥ ১ ॥
দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২ ॥
সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ ॥ ৩ ॥
দুষ্যেয়ুঃ সর্ব্ববর্ণাশ্চ ভিদ্যেরন্ সর্ব্বসেতবঃ।
সর্ব্বলোকপ্রকোপশ্চ ভবেদ্দণ্ডস্য বিভ্রমাৎ ॥ ৪ ॥
যত্র শ্যামোলোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি ॥ ৫ ॥
তস্যাহুঃ সং প্রণেতারং রাজানং সত্যবাদিনম্।
সমীক্ষ্যকারিণং প্রাজ্ঞং ধর্ম্মকামার্থকোবিদম্ ॥ ৬ ॥
তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্দ্ধতে।
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে ॥ ৭ ॥
দণ্ডো হি সুমহত্তেজো দুর্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্ ॥ ৮ ॥

সোঽসহায়েন মূঢ়েন লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা।
ন শক্যো ন্যায়তো নেতুং সক্তেন বিষয়েষু চ ॥৯॥
শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা ॥ ১০ ॥

মনুঃ অঃ ৭। ১৭-১৯। ২৪-২৮। ৩০। ৩১।

যে দণ্ড সেই পুরুষ, রাজা ন্যায়ের প্রচারকর্ত্তা, সকলের শাসনকর্ত্তা, চারি বর্ণের এবং চারি আশ্রমের ধর্ম্মপ্রতিভূ অর্থাৎ ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত জামিন ॥ ১ ॥ দণ্ডই প্রজার শাসনকর্ত্তা ও সকল প্রজার রক্ষক এবং নিদ্রিত প্রজাদিগের মধ্যে জাগরিত থাকে এবং এইজন্য বুদ্ধিমান্ লোকে দণ্ডকেই ধর্ম্ম বলেন ॥ ২ ॥ উত্তম বিচার পূর্ব্বক দণ্ডবিধান করিলে, দণ্ড সকল প্রজাকে আনন্দিত করে এবং বিচার ব্যতিরেকে দণ্ডবিধান করিলে রাজার বিনাশ সাধন করে ॥ ৩ ॥ দণ্ড ব্যতিরেকে সকল বর্ণ দূষিত এবং সকল মর্য্যাদা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। যথাবৎ দণ্ডবিধান না হইলে সকল লোকের প্রকোপ হয় ॥ ৪ ॥ যে স্থলে কৃষ্ণবর্ণ রক্তনেত্র ভয়ঙ্কর পুরুষের তুল্য পাপের নাশকর্ত্তা দণ্ড বিচরণ করেন, সেস্থানের দণ্ডবিধানকর্ত্তা পক্ষপাত-রহিত হইলে প্রজাগণ মোহ প্রাপ্ত না হইয়া অতিশয় আনন্দিত হয় ॥ ৫ ॥ বিদ্বান্ লোকেরা, সত্যবাদী সুবিচারক, বুদ্ধিমান্, ধর্ম্ম অর্থ, কামের সিদ্ধিকারক বিদ্বান্ রাজাকেই দণ্ডবিধানকর্ত্তা বলিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥ রাজা উত্তমরূপে দণ্ডবিধান করিলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের বৃদ্ধি ও সিদ্ধি হয়, এবং ন্যায়পতি রাজা বিষয়াসক্ত, আগ্রহশীল, ঈর্ষ্যাযুক্ত, ক্ষুদ্র, ও নীচবুদ্ধি হইলে উক্ত দণ্ড হইতেই তাঁহার বিনাশ হয় ॥ ৭ ॥ দণ্ড অতিশয় তেজোময় বলিয়া উহাকে অবিদ্বান্ এবং অধার্ম্মিকেরা ধারণ করিতে পারে না এবং দণ্ড ধর্ম্মশূন্য রাজাকেও বিনাশ করে ॥ ৮ ॥ কারণ বিষয়াসক্ত মূঢ় ব্যক্তি, আপ্ত পুরুষের সাহায্য, বিদ্যা এবং সুশিক্ষা ব্যতিরেকে ন্যায়ানুসারে দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৯ ॥ যিনি পবিত্রাত্মা, সত্যাচার সৎপুরুষের সঙ্গী, যথাবৎ নীতিশাস্ত্রানুসারে কার্য্যকারী, শ্রেষ্ঠপুরুষদিগের সহায় এবং বুদ্ধিমান্, তিনিই ন্যায়রূপ দণ্ডের বিধান করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ এই জন্য—

সৈনাপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি ॥১॥
দশাবরা বা পরিষদ্যং ধর্ম্মং পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্ম্মং বিচালয়েৎ ॥২॥
ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎস্যাদ্দশাবরা ॥৩॥
ঋগ্বেদবিদ্‌যজুর্বিচ্চ সামবেদবিদেবচ।
ত্র্যবরা পরিষজ্জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংশয় নির্ণয়ে ॥৪॥

একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ ॥৫॥
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে ॥৬॥
যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্ম্মমতদ্বিদঃ।
তৎ পাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৃননুগচ্ছতি ॥৭॥
মনুঃ অঃ ১২। ১০০। ১১০-১১৫।

সমস্ত সেনা ও সেনাপতির উপর রাজ্যাধিকার, দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যের আধিপত্য ও সর্ব্বোপরি সর্ব্বাধীশ রাজ্যাধিকার—এই চারি অধিকার সম্পূর্ণ বেদশাস্ত্রপ্রবীণ, পূর্ণবিদ্যা-ধর্ম্মাত্মা, জিতেন্দ্রিয় এবং সুশীল ব্যক্তিগণের উপর স্থাপিত করা আবশ্যক অর্থাৎ মুখ্য সেনাপতি, মুখ্য রাজ্যাধিকারী, মুখ্য ন্যায়াধীশ, প্রধান এবং রাজা এই চারিজন সর্ব্ববিদ্যাকুশল পূর্ণ বিদ্বান্ হওয়া আবশ্যক ॥১॥ ন্যূন পক্ষে দশজন বিদ্বানের অথবা অতিশয় ন্যূন হইলে তিনজন বিদ্বানের সভা যেরূপ ব্যবস্থা করিবে কেহ উক্ত ধর্ম্ম বা ব্যবস্থাকে উল্লঙ্ঘন করিবে না ॥২॥ এই সভার সভাসদ্গণ চারি বেদে, ন্যায়শাস্ত্রে, নিরুক্তে, ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে বিদ্বান্ এবং জ্ঞানী হইবে; পরন্তু ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ থাকিলেই সভা হইবে এবং ইহাতে ন্যূনকল্পে দশজন বিদ্বান্ আবশ্যক ॥৩॥ যে সভায় ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ-জ্ঞাতা তিনজন সভাসদ্ থাকেন, কেহ সেই সভার কৃত ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিবে না ॥৪॥ যদি সর্ব্ববেদবিদ্ দ্বিজদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কোন উৎকৃষ্ট সংন্যাসী একাকী কোন ধর্ম্মের ব্যবস্থা করেন, তবে সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কারণ, জ্ঞানহীন সহস্র, লক্ষ অথবা কোটি ব্যক্তি মিলিত হইয়া কিছু ব্যবস্থা করিলেও তাহা কখন গ্রাহ্য করা উচিত নহে ॥৫॥ যাহারা ব্রহ্মচর্য্য, সত্যভাষণাদি ব্রত, বেদবিদ্যা এবং বিচাররহিত এবং জন্ম হইতেই শূদ্রের তুল্য, তাদৃশ সহস্র মনুষ্য একত্র হইলেও তাহাকে সভা বলা যায় না ॥৬॥ অবিদ্যাযুক্ত, মূর্খ এবং বেদানভিজ্ঞ মনুষ্য যে ধর্ম্ম বলিবে উহা কখন মাননীয় নহে, কারণ যে মূর্খকথিত ধর্ম্মানুসারে চলে, তাহার শত প্রকার পাপ ঘটিয়া উঠে ॥৭॥ এইজন্য বিদ্যাসভা, ধর্ম্মসভা এবং রাজসভা এই তিন সভাতে কখন মূর্খকে নিযুক্ত করিবে না। কেবল বিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিক পুরুষকে স্থাপিত করিবে। সকলে এইরূপ হইবে—

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ ॥১॥
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশং।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ ॥২॥
দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥৩॥

কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু ॥৪॥
মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়োমদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ ॥৫॥
পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণম্।
বাগ্‌দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ ॥৬॥
দ্বয়োরপ্যেতয়োর্মূলং যং সর্ব্বে কবয়ো বিদুঃ।
তং যত্নেন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণৌ ॥৭॥
পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মৃগয়া চ যথাক্রমম্।
এতৎ কষ্টতমং বিদ্যাচ্চতুষ্কং কামজে গণে ॥৮॥
দণ্ডস্য পাতনং চৈব বাক্‌পারুষ্যার্থদূষণে।
ক্রোধজেঽপি গণে বিদ্যাৎ কষ্টমেতত্রিকং সদা ॥৯॥
সপ্তকস্যাস্য বর্গস্য সর্ব্বত্রৈবানুষঙ্গিণঃ।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরুতরং বিদ্যাদ্ ব্যসনমাত্মবান্ ॥১০॥
ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে।
ব্যসন্যধোঽধো ব্রজতি স্বর্যাত্যব্যসনী মৃতঃ ॥১১॥

মনুঃ অঃ ৭।৪৩-৫৩।

রাজা ও রাজসভার সভাসদ তখনই হইতে পারেন যখন বিদ্যাতত্ত্বজ্ঞদিগের নিকট হইতে চারিবেদের কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান ইত্যাদি তিন বিদ্যা, সনাতন দণ্ডনীতি, ন্যায়বিদ্যা এবং আত্মবিদ্যা অর্থাৎ পরমাত্মার গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবের যথাবৎ জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা এবং লোকসমূহ হইতে বার্ত্তারম্ভ (কথন ও জিজ্ঞাসা) শিখিয়া সভাসদ্ বা সভাপতি হইবার যোগ্য হন ॥১॥ সকল সভাসদ্ এবং সভাপতি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া ও স্ববশে রাখিয়া ধর্ম্মে স্থির থাকিবেন এবং অধর্ম্ম হইতে স্বয়ং পরাঙ্মুখ হইবেন এবং অপরকে পরাঙ্মুখ করিবেন। এইজন্য দিবসে এবং রাত্রিতে নিয়ত সময়ে যোগাভ্যাসও করিবে, কারণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া আপনার ইন্দ্রিয়গণকে (প্রজাতুল্য মন, প্রাণ এবং শরীরকে) জয় করিতে না পারিলে বাহ্য প্রজাকে বশে স্থাপন করিতে কখন সমর্থ হওয়া যায় না ॥২॥ যে কামজনিত দশবিধ এবং ক্রোধজনিত অষ্টবিধ দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হইলে মনুষ্যের আর নিষ্ক্রমণ করা কঠিন হয় তাদৃশ ব্যসনসকল দৃঢ়োৎসাহী হইয়া প্রযত্ন সহকারে ত্যাগ করিবে এবং ত্যাগ করাইবে ॥৩॥ কারণ যে রাজা কামজনিত দশবিধ দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হন তিনি অর্থ অর্থাৎ রাজ্যধনাদি এবং ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হন এবং ক্রোধজনিত অষ্ট মন্দ ব্যসনে আসক্ত হইলে রাজা শরীর হইতেও বিচ্ছিন্ন হয়েন ॥৪॥ কামজনিত ব্যসনের সংখ্যা এই:—মৃগয়া, অক্ষ অর্থাৎ

পাশক্রীড়া, জুয়াখেলা ইত্যাদি, দিবসে নিদ্রা, কামকথা অথবা অপরের নিন্দাবাদ, স্ত্রীর অতিসঙ্গ, মাদক দ্রব্য অর্থাৎ মদ্য, অহিফেন, সিদ্ধি, গাঞ্জা, চরস ইত্যাদি সেবন; গান, বাদ্য, নৃত্য করা ও করান, শুনা এবং দেখা; বৃথা ইতস্ততঃ পর্য্যটন; এই দশবিধ কামোৎপন্ন ব্যসন ॥৫॥ ক্রোধোৎপন্ন ব্যসন গণনা করা যাইতেছে:—"পৈশুন্যম্" অর্থাৎ পরের কুৎসা করা; বিনা বিচারে বলাৎকার দ্বারা কোন স্ত্রীর সহিত কুকার্য্য করা; পরাপকার করা; ঈর্ষ্যা অর্থাৎ অপরের উন্নতি অথবা বৃদ্ধি দেখিয়া ক্লেশানুভব করা; "অসূয়া" অর্থাৎ দোষে গুণ এবং গুণে দোষারোপ করা; "অর্থ দূষণ" অর্থাৎ অধর্ম্মযুক্ত মন্দ কার্য্যে ধনাদি ব্যয় করা; কঠোর বাক্য প্রয়োগ; এবং বিনাপরাধে কর্কশ বাক্য বলা অথবা বিশেষ দণ্ড বিধান করা; এই আট প্রকার অসদ্গুণ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৬॥ বিদ্বানই কামজ এবং ক্রোধজ ব্যসনের মূলকে জানেন যে ইহা হইতেই সকল মনুষ্য ঐ সকল দুর্গুণ প্রাপ্ত হয় সুতরাং এই লোভকে প্রযত্নসহকারে ত্যাগ করিবে ॥৭॥ কামজ ব্যসনসমূহের মধ্যে অতি দুষ্ট গুণ প্রথম মদ্যাদি অর্থাৎ মদকারক দ্রব্য সেবন, দ্বিতীয় পাশক্রীড়াদি জুয়াখেলা, তৃতীয় অধিক স্ত্রীসঙ্গ এবং চতুর্থ মৃগয়া-ক্রীড়া; এই চারি মহাদুষ্ট ব্যসন ॥৮॥ এবং ক্রোধজ ব্যসনের মধ্যে বিনাপরাধে দণ্ডবিধান, কঠোর বাক্য প্রয়োগ এবং অন্যায়রূপে ধনাদির ব্যয় করা এই তিনটি অতিশয় দুঃখদায়ক দোষ ॥৯॥ এই সাত দুর্গুণ যাহা কামজ এবং ক্রোধজ উভয়বিধ ব্যসনের মধ্য হইতে গণিত হইল উহার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুতর জানিতে হইবে অর্থাৎ ব্যর্থ ব্যয় অপেক্ষা কঠোর বাক্য, কঠোর বাক্য অপেক্ষা অন্যায়পূর্ব্বক দণ্ডবিধান, ইহা অপেক্ষা মৃগয়া, তদপেক্ষা অতি স্ত্রীসঙ্গ, তপপেক্ষা জুয়াখেলা অর্থাৎ দ্যূত-ক্রীড়া এবং তদপেক্ষাও মদ্যাদি সেবন অতিশয় দুষ্ট ব্যসন ॥১০॥ এ বিষয়ে ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে এই সকল দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর। কারণ দুষ্টাচারী পুরুষ অধিক দিন জীবিত থাকিলে অধিক পাপ করিয়া নীচগতি অর্থাৎ অধিক দুঃখ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে; এবং মৃত্যু হইলেই ব্যসনাসক্ত না হওয়াতে সুখলাভ করিতে থাকিবে। এইজন্য রাজা এবং অপর সকল মনুষ্যের উচিত যে তাঁহারা কখন মৃগয়া এবং মদ্যপানাদি দুষ্কার্য্যে আসক্ত না হইয়া এবং দুষ্ট ব্যসন হইতে পৃথক্ থাকিয়া ধর্ম্মযুক্ত গুণ কর্ম্ম এবং স্বভাবে সর্ব্বদা স্থির থাকিয়া উত্তম উত্তম কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন ॥১১॥

রাজা, সভাসদ্ এবং মন্ত্রী কিরূপ হইবে—

মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরাল্লঁব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্ ॥১॥
অপি যৎসুকরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।
বিশেষতোঽসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ম্ ॥২॥
তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্।
স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধংপ্রশমনানি চ ॥৩॥

তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তানাঞ্চ কার্য্যেষু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্মনঃ ॥৪॥
অন্যানপি প্রকুর্ব্বীত শুচীন্ প্রাজ্ঞানবস্থিতান্।
সম্যগর্থসমাহর্ত্তৄনমাত্যান্ সুপরীক্ষিতান্ ॥৫॥
নিবর্ত্তেতাস্য যাবদ্ভিরিতিকর্ত্তব্যতা নৃভিঃ।
তাবতোঽতন্দ্রিতান্ দক্ষান্ প্রকুর্ব্বীত বিচক্ষণান্ ॥৬॥
তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
শুচীনাকরকর্ম্মান্তে ভীরূনন্তর্নিবেশনে ॥৭॥
দূতং চৈব প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্।
ইঙ্গিতাকারচেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদ্গতম্ ॥৮॥
অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ।
বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতোরাজ্ঞঃ প্রশস্যতে ॥৯॥

মনুঃ অঃ। ৭।৫৪-৫৭।৬০-৬৪।

সাত অথবা আটজন উত্তম ধার্ম্মিক এবং চতুর "সচিবান্" অর্থাৎ মন্ত্রী নিযুক্ত করিবে। ইঁহারা স্বরাজ্যে অর্থাৎ স্বদেশে জাত হইবেন, বেদাদি শাস্ত্রবেত্তা শূর এবং বীর হইবেন, ইঁহাদিগের লক্ষ্য অর্থাৎ বিচার নিষ্ফল হইবে না এবং ইঁহারা কুলীন উত্তমরূপে সুপরীক্ষিত হইবেন ॥১॥ কারণ বিশেষ সাহায্য ব্যতিরেকে কোন কার্য্য সহজ হইলেও একের পক্ষে সম্পন্ন করা যখন কঠিন তখন মহৎ রাজ-কার্য্য একের দ্বারা কিরূপে হইতে পারে? এইজন্য এক ব্যক্তিকে রাজা এবং এক ব্যক্তির বুদ্ধির উপর রাজকার্য্য নির্ভর করা অতি মন্দ কার্য্য ॥২॥ সুতরাং সভাপতির কর্ত্তব্য যে প্রতিনিয়ত উক্ত রাজকার্য্য বিষয়ে কুশল এবং বিদ্বান্ মন্ত্রীদিগের সহিত একমত হইয়া, কাহারও সহিত (সন্ধি) মিত্রতা, কাহারও সহিত (বিগ্রহ) বিরোধ, (স্থান) স্থিতির সময় দেখিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করা এবং রাজ্য রক্ষাকরতঃ নিশ্চেষ্টভাবে থাকা, (সমুদয়ম্) আপনার উদয় অর্থাৎ বৃদ্ধির সময় দুষ্ট শত্রুকে আক্রমণ করা, (গুপ্তিম্) মূল রাজ্য সেনা এবং কোষাদির রক্ষা করা এবং (লব্ধপ্রশমনানি) অধিকৃত দেশসমূহে শান্তিস্থাপন এবং উপদ্রব নিবারণ ইত্যাদি ছয় গুণের বিচার নিত্য করিবে ॥৩॥ বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করিবে অর্থাৎ সভাসদ্দিগের তাহাদিগের প্রত্যেকের বিচার এবং অভিপ্রায় পৃথক্ পৃথক্ শ্রবণকরতঃ বহুপক্ষানুসৃত কার্য্যের মধ্যে আপনার এবং অপরের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিবে ॥৪॥ পবিত্রাত্মা, বুদ্ধিমান্, নিশ্চিতবুদ্ধি এবং পদার্থ সংগ্রহে অতি চতুর ও সুপরীক্ষিত অন্য মন্ত্রীও নিযুক্ত করিবে ॥৫॥ যত সংখ্যক পুরুষ দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে তত সংখ্যক আলস্যরহিত বলবান্ এবং অতি চতুর প্রধান পুরুষদিগকে (অধিকারী) অর্থাৎ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবে ॥৬॥ ইহাদিগের অধীনে শূর এবং বীর, সৎকুলোৎপন্ন এবং পবিত্র ভৃত্যদিগকে গুরুতর কার্য্যে এবং ভীরু ও শঙ্কিত লোকদিগকে ভিতরের কার্য্যে নিযুক্ত করিবে ॥৭॥ যিনি প্রশংসিত কুলে উৎপন্ন, চতুর, পবিত্র, আকার ইঙ্গিত

এবং চেষ্টা দ্বারা হৃদয়ের আন্তরিক ভাব এবং ভবিষ্যৎকালে ঘটনীয় বিষয় বুঝিতে সমর্থ এবং সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হইবেন, তাঁহাকে দূত নিযুক্ত করিবে ॥৮॥ যে রাজকার্য্যে অত্যন্ত উৎসাহ ও প্রীতিযুক্ত, নিষ্কপটী, পবিত্রাত্মা ও চতুর এবং বহুকালের কথাও যে বিস্মৃত হয় না এবং দেশ ও কালানুসারে বর্ত্তমানের অনুষ্ঠাতা, সুন্দর রূপবিশিষ্ট, নির্ভয় এবং সুবক্তা হইবে সেই ব্যক্তি রাজার দূত হইবার উপযুক্ত ॥৯॥ কাহাকে কিরূপ অধিকার দেওয়া উচিত—

অমাত্যে দণ্ড আয়ত্তো দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া।
নৃপতৌ কোশরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধিবিপর্য্যয়ৌ ॥১॥
দূত এব হি সংধত্তে ভিনত্ত্যেব চ সংহতান্।
দূতস্তৎ কুরুতে কর্ম্ম ভিদ্যন্তে যেন বা নবা ॥২॥
বুদ্ধা চ সর্ব্বন্তত্ত্বেন পররাজচিকীর্ষিতম্।
তথা প্রযত্নমাতিষ্ঠেৎ যথাত্মানং ন পীড়য়েৎ ॥৩॥
ধনুর্দুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরম্ ॥৪॥
একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্ধরঃ।
শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্দুর্গং বিধীয়তে ॥৫॥
তৎ স্যাদায়ুধসম্পন্নং ধনধান্যেন বাহনৈঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ শিল্পিভির্যন্ত্রৈর্যবসেনোদকেন চ ॥৬॥
তস্য মধ্যে সুপর্য্যাপ্তং কারয়েদ্‌গৃহমাত্মনঃ।
গুপ্তং সর্ব্বর্ত্তুকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমন্বিতম্ ॥৭॥
তদধ্যাস্যোদ্বহেদ্ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্।
কুলে মহতি সম্ভূতাং হৃদ্যাং রূপগুণান্বিতাম্ ॥৮॥
পুরোহিতং প্রকুর্ব্বীত বৃণুয়াদেব চর্ত্বিজম্।
তেঽস্য গৃহ্যাণি কর্ম্মাণি কুর্য্যুর্বৈ তানি কানি চ ॥৯॥

মনুঃ অঃ ৭।৬৫।৬৬।৬৮।৭০।৭৪-৭৮

অমাত্যকে দণ্ডাধিকার দিবে এবং দণ্ডের সহিত বিনয় ব্যবস্থা অর্থাৎ যাহাতে অন্যায় দণ্ড না হইতে পারে তদ্রূপ উপায় করিবে। রাজার অধীন কোষ এবং রাজকার্য্য রাখিবে, সভার অধীন সমস্ত কার্য্য এবং কাহারও সহিত মিত্রতা অথবা বিরোধ করা দূতের অধীন রাখিবে ॥১॥ দূত তাহাকে কহে যে ভিন্ন লোকদিগকে মিলিত করে এবং মিলিত দুষ্ট লোকদিগকে ছিন্নভিন্ন করে। শত্রুমধ্যে বিচ্ছেদ উৎপাদন করাই দূতের কার্য্য ॥২॥ উক্ত সভাপতি, সমস্ত সভাসদ্ এবং দূতাদি সকলে

প্রকৃতভাবে অন্য বিরোধী রাজার অভিপ্রায় জানিয়া এরূপ প্রযত্ন করিবে যে নিজেদের পীড়া না হয় ॥৩॥ এই জন্য সুন্দর বন, ধন ও ধান্যযুক্ত দেশে (ধনুর্দুর্গম্) ধনুর্ধারী পুরুষ বেষ্টিত দুর্গ, (মহীদুর্গম্) মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গ, (অব্দুর্গম্) জলবেষ্টিত দুর্গ, (বার্ক্ষম্) চারিদিকে বৃক্ষবেষ্টিত দুর্গ, (নৃদুর্গম্) চারিদিকে সেনাপরিবেষ্টিত দুর্গ এবং (গিরিদুর্গম্) চারিদিকে পর্ব্বতবেষ্টিত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে নগর প্রস্তুত করিবে ॥৪॥ নগরের চারিদিকে (প্রাকার) প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবে, কারণ উহার মধ্যস্থিত ধনুর্ধারী ও শস্ত্রযুক্ত এক বীর একশত বা দশ সহস্রের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। এইজন্য দুর্গ নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য ॥৫॥ উক্ত দুর্গ, অস্ত্রশস্ত্রে, ধনে ধান্যে বাহনে, পাঠোপদেশক ব্রাহ্মণে, (শিল্পিতে) কারীকরে, যন্ত্রে অর্থাৎ নানা প্রকার শিল্পোপযোগী উপকরণে, (যবনসেনে) নবজাত দূর্ব্বা এবং জল প্রভৃতিতে সম্পন্ন অর্থাৎ পরিপূর্ণ হইবে ॥৬॥ উহার মধ্যে জল, সকল প্রকারের বৃক্ষ ও পুষ্পাদিবিশিষ্ট, সকল ঋতুতে সুখকারক, শ্বেতবর্ণ গৃহ নিজের জন্য নির্ম্মাণ করিবে। উহাতে সমস্ত রাজকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে এরূপ করিয়া প্রস্তুত করিবে ॥৭॥ ইহার পর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যাপাঠ করতঃ এমন কি রাজকার্য্য করিয়া পরে সৌন্দর্য্য, রূপ ও গুণযুক্তা, হৃদয়ের প্রিয়তমা, উচ্চ এবং উৎকৃষ্টকুলোৎপন্না, সুলক্ষণা, ক্ষত্রিয়কুলজাতা কন্যা আপনার সদৃশ বিদ্যা, গুণ ও স্বভাব-বিশিষ্টা হইলে একমাত্র তাহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবে। অপর স্ত্রীগণকে অগম্য মনে করিয়া উহাদিগের উপর দৃষ্টিপাতও করিবে না ॥৮॥ অগ্নিহোত্র এবং পক্ষেষ্টি প্রভৃতি সমস্ত রাজগৃহের কার্য্য করিবেন বলিয়া পুরোহিত অথবা ঋত্বিক্ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন। রাজা স্বয়ং সর্ব্বদা রাজকার্য্যে তৎপর থাকিবেন অর্থাৎ দিবারাত্র রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকা এবং কোন কার্য্য বিকৃত হইতে না দেওয়াই রাজার সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম বুঝিতে হইবে ॥৯॥

সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিম্।
স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু ॥১॥
অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কুর্য্যাৎ তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ।
তেঽস্য সর্ব্বাণ্যবেক্ষেরন্নৃণাং কার্য্যাণি কুর্ব্বতাম্ ॥২॥
আবৃত্তানাং গুরুকুলাদ্ বিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ।
নৃপাণামক্ষয়োহ্যেষ নিধির্ব্রাহ্মো বিধীয়তে ॥৩॥
সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥৪॥
আহবেষু মিথোঽন্যোঽন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ ॥৫॥
ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতিবাদিনম্ ॥৬॥

ন সুপ্তং ন বিসান্নহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
নায়ুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্ ॥৭॥
নায়ুধব্যসনং প্রাপ্তং নার্ত্তং নাতিপরিক্ষতম্।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তম্ সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥৮॥
যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্ত্তুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিত্তৎ সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে ॥৯॥
যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জ্জিতম্।
ভর্ত্তা তৎসর্ব্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু ॥১০॥
রথাশ্বং হস্তিনং ছত্রং ধনং ধান্যং পশূন্ স্ত্রিয়ঃ।
সর্ব্বদ্রব্যাণি কুপ্যং চ যো যজ্জয়তি তস্য তৎ ॥১১॥
রাজ্ঞশ্চ দত্যুরুদ্ধারমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ।
রাজ্ঞা চ সর্ব্বযোধেভ্যো দাতব্যমপৃথগজিতম্ ॥১২॥

মনুঃ ৭।৮০-৮২।৮৭।৮৯।৯১-৯৭।

বিশ্বস্ত পুরুষের দ্বারা বার্ষিক কর আদায় করিবে এবং সভাপতি স্বরূপ রাজা এবং অন্যান্য প্রধান পুরুষ সকল বেদানুকূল হইয়া প্রজাদিগের প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবে ॥ ১ ॥ উক্ত রাজকার্য্য সম্বন্ধে বিবিধ অধ্যক্ষদিগের সভা গঠন করিতে হইবে। উহাদিগের এই কার্য্য থাকিবে যে, যে সকল রাজপুরুষ যে যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে তাহারা নিয়মানুসারে যথাবৎ কার্য্য করে কি না দেখিতে হইবে এবং যাহারা যথাবৎ কার্য্য করিবে উহাদিগকে পুরস্কার এবং অন্যরূপ করিলে তাহাদিগকে দণ্ড করিতে হইবে ॥২॥ রাজাদিগের বেদপ্রচাররূপ অক্ষয় কোষ আছে। ইহার প্রচারের জন্য যিনি যথাবৎ ব্রহ্মচর্য্যানুসারে বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করতঃ গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইবেন তাঁহাকে এবং তাঁহার আচার্য্যকেও রাজা এবং সভা যথাবৎ সংকার করিবেন ॥৩॥ এরূপ করিলে রাজ্যমধ্যে বিদ্যার উন্নতি হইয়া বিশেষ উপকার সাধিত হয়। নিকৃষ্ট, তুল্য অথবা উৎকৃষ্ট কোন রাজা প্রজাপালক রাজাকে সংগ্রামে আহ্বান করিলে তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্মরণ করতঃ কখন সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবেন না অর্থাৎ অতি চতুরতার সহিত উহার সহিত এরূপে যুদ্ধ করিবেন যাহাতে স্বপক্ষের নিশ্চয়ই জয় হয় ॥৪॥ যে সকল রাজা সংগ্রামে শত্রুকে হনন করিতে ইচ্ছা করতঃ যথাসাধ্য নির্ভীকভাবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া যুদ্ধ করেন তাঁহারা সুখলাভ করেন। সুতরাং ইহা হইতে কখন বিমুখ হইবেন না। তবে কখন কখন শত্রুজয়ের জন্য শত্রুর সম্মুখ হইতে লুক্কায়িত থাকা উচিত, কারণ যেরূপে শত্রুজয় হইবে তদ্রূপই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যেরূপ সিংহও ক্রোধবশতঃ সম্মুখে পড়িলে শস্ত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া পড়ে, মূর্খতাবশতঃ তদ্রূপ নষ্ট ও ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নহে ॥৫॥ যুদ্ধসময়ে পার্শ্বে দণ্ডায়মান, নপুংসক, কৃতাঞ্জলি, মস্তকের কেশ যাহার মুক্ত হইয়াছে, উপবিষ্ট, এবং "আমি তোমার

শরণাগত” এরূপ যে বলে ইহাদিগকে ॥৬॥ নিদ্রিত, মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত, নগ্ন, আয়ুধরহিত, যুদ্ধদর্শক, অথবা শত্রুর সহিত আগত ইহাদিগকে ॥৭॥ আয়ুধপ্রহারে পীড়িত, দুঃখী, অত্যন্ত আহত, ভীত, এবং পলায়নপর পুরুষদিগকে সৎপুরুষদিগের ধর্ম্ম স্মরণ করতঃ যোদ্ধাগণ কখন প্রহার করিবেন না। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে অনাহতদিগকে কারাগারে রাখিয়া যথাবৎ ভোজন ও আচ্ছাদন দিবে এবং আহতদিগকে উত্ত্যক্ত না করিয়া এবং দুঃখ না দিয়া যথাযোগ্য কার্য্য করাইয়া লইবে। ইহা বিশেষ মনে রাখা উচিত যে স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ এবং আতুর ও শোকার্ত্ত পুরুষদিগের উপর কখন শস্ত্র প্রয়োগ করিবে না। উহাদিগের বালকবালিকাকে নিজ সন্তানবৎ এবং স্ত্রীলোকদিগকে নিজের ভগ্নী অথবা কন্যার তুল্য জ্ঞান করিবে ও কখন বিষয়াসক্তির দৃষ্টিতে দর্শন করিবে না। রাজ্য উত্তমরূপে শৃঙ্খলাপ্রাপ্ত হইলে যাহার কাছে আর যুদ্ধ-শঙ্কা থাকিবে না তাহাকে সৎকার পূর্ব্বক বিদায় দিয়া নিজগৃহে অথবা দেশে পাঠাইয়া দিবে এবং ভবিষ্যতে যাহার সহিত বিঘ্ন-শঙ্কা থাকিবে তাহাকে সর্ব্বদা কারাগারে রাখিয়া দিবে ॥৮॥ যে ভৃত্য ভীত হইয়া পলায়নপর হয় এবং শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হয় সে স্বামীর সমস্ত দুষ্কৃত প্রাপ্ত হয় ॥৯॥ এবং উহার সুকৃত হইতে ইহলোক এবং পরলোকে যে সুখ হইবার সম্ভাবনা ছিল, স্বামী তাহা প্রাপ্ত হয়। পলায়নপর হইয়া হত হইলে তাহার কখন সুখ হয় না এবং পুণ্য সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়। ধর্ম্মানুসারে যে যথাবৎ যুদ্ধ করে সে তাহার প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় ॥১০॥ যুদ্ধে যে যে ভৃত্য অথবা অধ্যক্ষ রথ, অশ্ব, হস্তী, ছত্র, ধন, ধান্য, গো প্রভৃতি পশু, স্ত্রীলোক, অন্যবিধ পদার্থ, ঘৃত অথবা তৈলের কলস প্রভৃতি যে যাহা জয় করিবে সে তাহা গ্রহণ করিবে এ ব্যবস্থার যেন কখন বিপর্য্যয় না হয় ॥১১॥ পরন্তু সেনাস্থ লোকেরা উক্ত জিত পদার্থের ষোড়শ ভাগ রাজাকে প্রদান করিবে এবং রাজা ও মিলিত যোদ্ধাগণ যে পদার্থ জয় করিয়াছে তাহার ষোড়শ ভাগ তাহাদিগকে দিবেন। কেহ যুদ্ধে মৃত হইলে তাহার স্ত্রী অথবা পুত্রকে উক্ত ভাগ দিবেন এবং তাহার স্ত্রীকে ও নাবালক সন্তানদিগকে যথাবৎ প্রতিপালন করিবেন। সন্তানগণ প্রাপ্তবয়স্ক ও সমর্থ হইলে উহাদিগকে যথাযোগ্য অধিকার দিবেন। আপনার রাজ্যের বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা এবং বিজয় ও আনন্দ বৃদ্ধির ইচ্ছা করিলে কখনই এই সকল মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিবেন না ॥১২॥

অলব্ধং চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিঃক্ষিপেৎ ॥১॥
অলব্ধমিচ্ছেদ্দণ্ডেন লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েদ্বৃদ্ধ্যা বৃদ্ধং দানেন নিঃক্ষিপেৎ ॥২॥
অমায়য়ৈব বর্ত্তেত ন কথঞ্চন মায়য়া।
বুধ্যেতারিপ্রযুক্তাঞ্চ মায়ান্নিত্যং স্বসংবৃতঃ ॥৩॥
নাস্য ছিদ্রং পরো বিদ্যাচ্ছিদ্রং বিদ্যাৎ পরস্য তু।
গূহেৎকূর্ম্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবরমাত্মনঃ ॥৪॥

বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ।
বৃকবচ্চাবলুম্পেত শশবচ্চ বিনিষ্পতেৎ ॥৫॥

এবং বিজয়মানস্য যেহস্য স্যুঃ পরিপন্থিনঃ।
তানানয়েদ্বশং সর্ব্বান্ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ ॥৬॥

যথোদ্ধরতি নির্দ্দাতা কক্ষং ধান্যং চ রক্ষতি।
তথা রক্ষেন্নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ ॥৭॥

মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া।
সোঽচিরাদ্ভ্রশ্যতে রাজ্যাৎ জীবিতাচ্চ সাবান্ধবঃ ॥৮॥

শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ ॥৯॥

রাষ্ট্রস্য সংগ্রহে নিত্যং বিধানমিদমাচরেৎ।
সুসংগৃহীতরাষ্ট্রোহি পার্থিবঃ সুখমেধতে ॥১০॥

দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্।
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুর্য্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্ ॥১১॥

গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশং চ সহস্রপতিমেব চ ॥১২॥

গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ম্।
শংসেৎ গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনম্ ॥১৩॥

বিংশতীশস্তু তৎ সর্ব্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ।
শংসেৎ গ্রামশতেশস্তু সহস্রপতয়ে স্বয়ম্ ॥১৪॥

তেষাং গ্রাম্যাণি কার্য্যাণি পৃথক্কার্য্যাণি চৈব হি।
রাজ্ঞোঽন্য সচিবঃ স্নিগ্ধস্তানি পশ্যেদতন্দ্রিতঃ ॥১৫॥

নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থচিন্তকম্।
উচ্চৈঃস্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহম্ ॥১৬॥

স তাননুপরিক্রামেৎ সর্ব্বানেব সদা স্বয়ম্।
তেষাং বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ ॥১৭॥

রাজ্ঞো হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যা ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যো রক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥১৮॥
যে কর্য্যিকেভ্যোঽর্থমেব গৃহ্ণীয়ুঃ পাপচেতসঃ।
তেষাং সর্ব্বস্বমাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনম্ ॥১৯॥

মনুঃ অঃ ৭।৯৯।১০১।১০৪-১০৭।১১০-১১৭।১২০-১২৪॥

এবং রাজসভা অলব্ধের প্রাপ্তীচ্ছা এবং লব্ধ ধনের প্রযত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন, রক্ষিত ধনের বৃদ্ধি করিবেন এবং পুঞ্জীভূত ধন বেদ বিদ্যা ও ধর্ম্মপ্রচারের জন্য, বিদ্যার্থীদিগের জন্য বেদমার্গোপদেশকদিগের উৎসাহের জন্য এবং অনাথ ও অসমর্থদিগের পালনের জন্য বিতরণ করিবেন ॥১॥ এই চারি প্রকার পুরুষার্থের প্রয়োজন জানিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া উত্তম প্রকারে নিত্য ইহার অনুষ্ঠান করিবে। দণ্ড দ্বারা অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তীচ্ছা করিবে, নিত্য প্রাপ্তের রক্ষা করিবে, রক্ষিতের বৃদ্ধি অর্থাৎ "সুদ" আদি গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি করিবে, এবং বর্দ্ধিত ধনের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যয় করিবে ॥২॥ কখন কাহারও সহিত কপটতাপূর্ব্বক ব্যবহার করিবে না। সর্ব্বদা নিষ্কপটভাবে সকলের সহিত ব্যবহার করিবে এবং নিত্য আপনার রক্ষা করিয়া শত্রুর প্রদর্শিত ছল জানিয়া উহাকে নিবৃত্ত করিবে ॥৩॥ কোন শত্রু আপনার ছিদ্র অর্থাৎ নির্ব্বলতা জানিতে পারিবে না অথচ নিজে শত্রুর ছিদ্র জানিতে হইবে। কচ্ছপ যেরূপ আপনার অঙ্গকে গুপ্ত রাখে তদ্রূপ শত্রু-প্রবেশের ছিদ্র গোপন রাখিতে হইবে ॥৪॥ বক যেরূপ ধ্যানাবস্থিত হইয়া মৎস্য ধরিবার জন্য প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ অর্থ সংগ্রহের জন্য বিচার করিতে হইবে, দ্রব্যাদির এবং বলের বৃদ্ধি করতঃ শত্রুজয়ের জন্য সিংহের তুল্য পরাক্রম করিতে হইবে, চিতাবাঘের ন্যায় গুপ্তভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিবে এবং সমীপাগত বলবান্ শত্রুর সম্মুখ হইতে শশকের মত দূরে গমন করতঃ পশ্চাৎ উহাকে ছল দ্বারা আক্রমণ করিবে ॥৫॥ এইরূপে বিজয়ী সভাপতির রাজ্যে কোন পরিপন্থী অর্থাৎ লুণ্ঠনকারী দস্যু থাকিলে, উহাকে (সাম) মিত্রভাব দ্বারা, (দান) কিঞ্চিৎ দান দ্বারা, এবং (ভেদ) বিরোধ বাঁধাইয়া বশীভূত করিতে চেষ্টা করিবে, এবং যে উহাতে বশীভূত না হইবে, তাহাকে অতি কঠোর দণ্ড বিধান করিয়া বশীভূত করিবে ॥৬॥ কৃষক তুষ স্বতন্ত্র করিয়া যেরূপ তণ্ডুল রক্ষা করে অর্থাৎ তণ্ডুল ভগ্ন করে না, তদ্রূপ রাজা দস্যু ও চোরদিগকে বিনাশ করিয়া রাজ্য রক্ষা করেন ॥৭॥ যে রাজা মোহ বশতঃ অবিচার করিয়া আপনার রাজ্য দুর্ব্বল করিয়া ফেলেন, তিনি বন্ধু বান্ধবের সহিত শীঘ্রই রাজ্য এবং জীবন হইতে নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন ॥৮॥ শরীর কৃশ হইলে প্রাণিগণের প্রাণ যেরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রজাসকল দুর্ব্বল হইলে রাজারও প্রাণ অর্থাৎ বলাদি এবং বন্ধুবর্গ নষ্ট হইয়া যায় ॥৯॥ এইজন্য রাজা এবং রাজসভা রাজকার্য্য সিদ্ধির জন্য বিশেষ প্রযত্ন করিয়া উহা যথাবৎ সিদ্ধ করিবেন। যে রাজা সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে রাজকার্য্যে তৎপর থাকেন, তাঁহার সুখবৃদ্ধি হয় ॥১০॥ এইজন্য দুই, তিন, পাঁচ এবং শত গ্রামের মধ্যে এক রাজস্থান রক্ষিত করিবে। ইহাতে যথাযোগ্য ভৃত্য অর্থাৎ অধ্যক্ষাদি রাজপুরুষ নিযুক্ত করিয়া রাজকার্য্য পূর্ণ করিবে ॥১১॥ এক গ্রামের

উপর একজন প্রধান পুরুষ, তাদৃশ দশ গ্রামের উপর দ্বিতীয়, তাদৃশ বিংশতি গ্রামের উপর তৃতীয়, তাদৃশ শত গ্রামের উপর চতুর্থ এবং তাদৃশ সহস্র গ্রামের উপর পঞ্চম পুরুষ নিযুক্ত করিবে। অর্থাৎ আজকাল যে এক গ্রামের উপর একজন পাটোয়ারী, তাদৃশ দশ গ্রামের উপর একটী থানা, তাদৃশ দুই থানার উপর এক বড় থানা, তাদৃশ পাঁচ বড় থানার উপর এক তহশীল এবং দশ তহশীলের উপর এক জিলা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে উহা মনু প্রভৃতির রাজনীতির প্রকার মাত্র ॥১২॥ এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে এবং আজ্ঞা দিতে হইবে যে এক গ্রামের অধিপতি উক্ত গ্রামের দোষ উৎপন্ন হইলে প্রত্যহ দশ গ্রামের অধিপতিকে গুপ্তভাবে বিদিত করিবে এবং দশ গ্রামের অধিপতিও দশ গ্রামের অবস্থা বিংশতি গ্রামের অধিপতিকে সর্ব্বদা বিদিত করিবে ॥১৩॥ বিংশতি গ্রামের অধিপতি সেই সকল গ্রামের অবস্থা নিত্য শতগ্রামাধিপতিকে বিদিত করিবে এবং তদ্রূপ শতগ্রামাধিপতিও তাহার অধীন গ্রামের অবস্থা সহস্রগ্রামাধিপতিকে প্রতিদিন নিবেদন করিবে। বিংশতি বিংশতি করিয়া গ্রামের পাঁচজন অধিপতি শতগ্রামের অধিপতিকে, শতগ্রামাধিপতি সহস্র সহস্র গ্রামের দশজন অধিপতি দশ সহস্র গ্রামের অধিপতিকে এবং লক্ষ গ্রামের অধিপতি রাজসভাকে অধীন স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা সর্ব্বদা নিবেদন করিবে। এইরূপে উহারাও রাজসভা মহারাজসভায় অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী সার্ব্বভৌম মহারাজসভায় সমস্ত পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা বিদিত করিবে ॥১৪॥ এক দশ সহস্র গ্রামের উপর দুই সভাপতি এইরূপে নিযুক্ত হইবে যে তাহাদিগের একজন রাজসভা হইতে আসিবেন এবং দ্বিতীয় অধ্যক্ষ। ইঁহারা আলস্য ত্যাগ করিয়া সকল ন্যায়াধীশাদি রাজপুরুষদিগের কার্য্য সকল ভ্রমণ করিয়া পরিদর্শন করিবেন ॥১৫॥ বৃহৎ বৃহৎ নগরে বিচারের সভার জন্য সুন্দর, উচ্চ, এবং বিশাল চন্দ্রতুল্য এক এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। উহার ভিতর বিদ্যাবৃদ্ধ অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে বিদ্যার পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা বসিয়া বিচার করিবেন এবং যে যে নিয়মে রাজার এবং প্রজার উন্নতি হয় সেই সেই নিয়ম এবং বিদ্যা প্রকাশিত করিবেন ॥১৬॥ নিত্য ভ্রমণকারী সভাপতির অধীনে গুপ্তচর অর্থাৎ দূত সকল থাকিবে। ইঁহারা রাজপুরুষ এবং ভিন্ন জাতীয়ও হইবে। ইহাদিগের নিকট রাজপুরুষ এবং প্রজাদিগের সমস্ত গুণ এবং দোষ গুপ্তভাবে জানিয়া অপরাধীর দণ্ডবিধান এবং গুণবানের সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করিবেন ॥১৭॥ রাজা যাহাকে প্রজা-রক্ষার অধিকার দিবেন, তিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, সুপরীক্ষিত এবং কুলীন হইবেন।· তাঁহার অধীনে শঠস্বভাব এবং পরস্বাপহারী দস্যুদিগকেও ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া উহাদিগকে দুষ্কর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবার জন্য চাকুরী দিয়া এবং রক্ষাকর্ত্তা বিদ্বানের অধীন রাখিয়া উহাদিগের দ্বারা প্রজাদিগের রক্ষা সাধন করিতে হইবে ॥১৮॥ যে রাজপুরুষ অন্যায়পূর্ব্বক বাদী অথবা প্রতিবাদী হইতে গুপ্তভাবে ধন গ্রহণ করতঃ পক্ষপাতপূর্ব্বক অন্যায়াচরণ করিবে, তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া যথোচিত দণ্ডবিধান দ্বারা এমন দেশে উহাকে রাখিতে হইবে যে, আর উক্ত দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিতে না পারে। কারণ উহাকে দণ্ড না দিলে উহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্য রাজপুরুষও এইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিবে এবং দণ্ড দিলে অন্যে দুষ্কর্ম্ম হইতে রক্ষা পাইবে। পরন্তু যাহা দ্বারা উক্ত রাজপুরুষদিগের উত্তমরূপে যোগক্ষেম সাধন হয় তাহা বহুধনাপেক্ষ হইলে রাজ্য হইতে প্রয়োজনমত তাদৃশ ধন অথবা ভূমি মাসিক, বার্ষিক অথবা এককালে দান করিবে। বৃদ্ধ অর্দ্ধেক পাইবে, তবে ইহা মনে রাখিবে যে, যত দিন তাহারা জীবিত থাকিবে, ততদিনই জীবিকা

পাইবে, পশ্চাৎ নহে। ইহাদিগের সন্তানদিগের গুণ অনুসারে অবশ্য সৎকার করিবে অথবা চাকুরী দিবে ইহাদিগের নাবালক সন্তান যত দিন সমর্থ হইতে না পারে এবং স্ত্রী যত দিন জীবিত থাকিবে তত দিন উহাদিগের নির্ব্বাহার্থ রাজ্যপক্ষ হইতে যথাযোগ্য ধন দিতে হইবে। কিন্তু উহাদিগের সন্তান অথবা স্ত্রী কুকর্ম্মান্বিত হইলে কিছুই পাইবে না। রাজা এই প্রকার নীতি চিরকাল পালন কবিবেন ॥১৯॥

যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাম্।
তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্ ॥১॥

যথাল্পাঽল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকোবৎসষট্পদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ ॥২॥

নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনোমূলং পরেষাং চাতিতৃষ্ণয়া।
উচ্ছিন্দন্হ্যাত্মনো মূলমাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ ॥৩॥

তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চ স্যাৎ কার্য্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ।
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চৈব রাজা ভবতি সম্মতঃ ॥৪॥

এবং সর্ব্বং বিধায়েদমিতিকর্ত্তব্যমাত্মনঃ।
যুক্তশ্চৈবাপ্রমত্তশ্চ পরিরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥৫॥

বিক্রোশন্ত্যো যস্য রাষ্ট্রাদ্‌হ্রিয়ন্তে দস্যুভিঃ প্রজাঃ।
সংপশ্যতঃ সভৃত্যস্য মৃতঃ স ন তু জীবতি ॥৬॥

ক্ষত্রিয়স্য পরোধর্ম্মঃ প্রজানামেব পালনম্।
নির্দ্দিষ্টফলভোক্তা হি রাজা ধর্ম্মেণ যুজ্যতে ॥৭॥

মনুঃ অঃ ৭।১২৮।১২৯।১৩৯।১৪০।১৪২।১৪৪

যেরূপে রাজা, অন্য কর্ম্মকর্ত্তা রাজপুরুষ অথবা প্রজারা সুখরূপ ফল লাভ করিতে পারে, তদ্রূপ বিচার করিয়া রাজা এবং রাজসভা রাজ্যে করস্থাপন করিবেন ॥১॥ জোঁক, গোবৎস এবং ভ্রমর যেরূপ অল্প অল্প করিয়া ভোগ্য বস্তু গ্রহণ করে তদ্রূপ রাজাও প্রজাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিবেন ॥২॥ অতি লোভ বশতঃ নিজের জন্য অপরের সুখমূলের উচ্ছেদ অর্থাৎ নাশ করিবে না, কারণ যিনি ব্যবহারের এবং সুখমূলের উচ্ছেদ করেন তিনি আপনাকে এবং অপরকে পীড়িত করেন ॥৩॥ যে মহীপতি কার্য্য বুঝিয়া তীক্ষ্ণ এবং কোমলও হন, তিনি দুষ্টদিগের উপর তীক্ষ্ণ এবং শ্রেষ্ঠদিগের উপর কোমল হওয়াতে অতিশয় মাননীয় হন ॥৪॥ রাজা এইরূপে রাজ্যের বন্দোবস্ত করিয়া সর্ব্বদা প্রমাদশূন্য হইয়া উহাতে প্রবৃত্ত থাকিয়া স্বীয় প্রজাদিগকে সর্ব্বদা পালন করিবেন ॥৫॥ ভৃত্যের সহিত (উদাসীনভাবে) দর্শনকারী রাজার রাজ্যমধ্যে যদি দস্যুগণ রোদন ও বিলাপকারী প্রজাগণের দ্রব্যাদি এবং প্রাণ হরণ

করে তবে সে রাজা ভৃত্য ও অমাত্যগণের সহিত মৃতই আছে, জীবিত নহে, এরূপ মনে করিতে হইবে এবং পরে সে রাজা মহাদুঃখ পাইবে ॥৬॥ এইজন্য প্রজাপালন করাই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। মনুস্মৃতি সপ্তমাধ্যায়ে যেরূপ কর ব্যবস্থা লিখিত আছে তদনুসারে এবং সভাকর্তৃক নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে যে রাজা কর গ্রহণ করিয়া তাহার ফল ভোগ করেন, তিনি ধর্ম্মযুক্ত হইয়া সুখী হন। তাহার বিপরীতাচরণ করিলে দুঃখ পাইতে হয় ॥৭॥

উত্থায় পশ্চিমে যামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
হুতাগ্নির্ব্রাহ্মণাংশ্চার্চ্চ্য প্রবিশেৎ স শুভাং সভাম্ ॥১॥

তত্র স্থিতাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রতিনন্দ্য বিসর্জ্জয়েৎ।
বিসৃজ্য চ প্রজাঃ সর্ব্বা মন্ত্রয়েৎ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥২॥

গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ।
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ ॥৩॥

যস্য মন্ত্রং ন জানন্তি সমাগম্য পৃথগ্‌জনাঃ।
স কৃৎস্নাং পৃথিবীং ভুঙ্‌ক্তে কোশহীনোঽপি পার্থিবঃ ॥৪॥

মনুঃ অ ৭।১৪৫-১৪৮।

শেষ প্রহর রাত্রিতে উঠিয়া শৌচাদি নির্ব্বাহ করিয়া এবং সাবধান হইয়া পরমেশ্বরের ধ্যান, অগ্নিহোত্র ও ধার্ম্মিক এবং বিদ্বান্‌দিগের সৎকার করিয়া এবং তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিবে ॥১॥ সেই স্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া উপস্থিত প্রজাগণকে সম্মান পুরঃসর বিদায় দিয়া মুখ্য মন্ত্রীদিগের সহিত রাজ্যব্যবস্থার আলোচনা করিবে ॥২॥ পরে ভ্রমণার্থ উহাদিগের সহিত নির্গত হইয়া পর্ব্বতশিখরে অথবা শারিকাশূন্য নির্জ্জন গৃহে অথবা অরণ্যাদি নির্জ্জনস্থানে বিরুদ্ধ ভাবনা ছাড়িয়া মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবে ॥৩॥ যে রাজার গুপ্ত আলোচনা অন্য কেহ আসিয়া না জানিতে পারে অর্থাৎ যাহার বিচার অতি গম্ভীর বিশুদ্ধ এবং সদা পরোপকারার্থ গুপ্ত, সে রাজা ধনহীন হইলেও সমস্ত পৃথিবীর রাজ্য করিতে সমর্থ হন। এইজন্য সভাসদের মতানুমোদিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিজের বুদ্ধি অনুসারে একটি কার্য্যও করিবে না ॥৪॥

আসনং চৈব যানং চ সন্ধিং বিগ্রহমেব চ।
কার্য্যং বীক্ষ্য প্রযুঞ্জীত দ্বৈধং সংশ্রয়মেব চ ॥১॥

সন্ধিং তু দ্বিবিধং বিদ্যাদ্রাজা বিগ্রহমেব চ।
উভে যানাসনে চৈব দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥২॥

সমানযানকর্ম্মা চ বিপরীতস্তথৈব চ।
তথা ত্বায়তিসংযুক্তঃ সন্ধির্জ্ঞেয়ো দ্বিলক্ষণঃ ॥৩॥

স্বয়ং কৃতশ্চ কার্য্যার্থমকালে কাল এব বা।
মিত্রস্য চৈবাপকৃতে দ্বিবিধো বিগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥৪॥

একাকিনশ্চাত্যয়িকে কার্য্যে প্রাপ্তে যদৃচ্ছয়া।
সংহতস্য চ মিত্রেণ দ্বিবিধং যানমুচ্যতে ॥৫॥

ক্ষীণস্য চৈব ক্রমশো দৈবাৎ পূর্ব্বকৃতেন বা।
মিত্রস্য চানুরোধেন দ্বিবিধং স্মৃতমাসনম্ ॥৬॥

বলস্য স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
দ্বিবিধং কীর্ত্ত্যতে দ্বৈধং ষাড়্গুণ্যগুণবেদিভিঃ ॥৭॥

অর্থসম্পাদনার্থঞ্চ পীড্যমানঃ স শত্রুভিঃ।
সাধুষু ব্যপদেশার্থং দ্বিবিধঃ সংশয়ঃ স্মৃতঃ ॥৮॥

যদাবগচ্ছেদায়ত্যামাধিক্যং ধ্রুবমাত্মনঃ।
তদাত্বে চাল্পিকাং পীড়াং তদা সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ ॥৯॥

যদা প্রহৃষ্টা মন্যেত সর্ব্বাস্তু প্রকৃতীর্ভৃশম্।
অত্যুচ্ছ্রিতং তথাত্মানং তদা কুর্ব্বীত বিগ্রহম্ ॥১০॥

যদা মন্যেত ভাবেন হৃষ্টং পুষ্টং বলং স্বকম্।
পরস্য বিপরীতঞ্চ তদা যায়াদ্রিপূন্ প্রতি ॥১১॥

যদা তু স্যাৎপরিক্ষীণো বাহনেন বলেন চ।
তদাসীত প্রযত্নেন শনকৈঃ সান্ত্বয়ন্নরীন্ ॥১২॥

মন্যেতারিং যদা রাজা সর্ব্বথা বলবত্তরম্।
তদা দ্বিধা বলং কৃত্বা সাধয়েৎ কার্য্যমাত্মনঃ ॥১৩॥

যদা পরবলনাস্তু গমনীয়তমোভবেৎ।
তদা তু সংশ্রয়েৎ ক্ষিপ্রং ধার্ম্মিকং বলিনং নৃপম্ ॥১৪॥

নিগ্রহং প্রকৃতীনাং চ কুর্য্যাদ্যোঽরিবলস্য চ।
উপসেবেত তং নিত্যং সর্ব্বযত্নৈর্গুরুং যথা ॥১৫॥

যদি তত্রাপি সংপশ্যেদ্দোষং সংশ্রয়কারিতম্।
সুযুদ্ধমেব তত্রাপি নির্বিশঙ্কঃ সমাচরেৎ ॥১৬॥

মনুঃ অঃ ৭।১৬১-১৭৬।

সকল রাজা এবং রাজপুরুষদিগের এই বিষয় সর্ব্বদা লক্ষমধ্যে রাখিতে হইবে যে (আসন) স্থিরতা, (যান) শত্রুর প্রতি যুদ্ধার্থ গমন, (সন্ধি) উহার সহিত মিত্রতা করা, (বিগ্রহ) দুষ্ট শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা, (দ্বৈধ) দুইভাগে সেনা ভাগ করিয়া স্ববিজয় সাধন করা এবং (সংশ্রয়) নির্ব্বলতা বশতঃ অপর প্রবল রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা, এই ছয় প্রকার কার্য্যে যথাযোগ্য কার্য্য-বিচার করতঃ সর্ব্বদা রত থাকিতে হইবে ॥১॥ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব এবং সংশ্রয় প্রত্যেকেটী দুই প্রকার হইয়া থাকে রাজা যথাবৎ তাহা জানিবেন ॥২॥ (সন্ধি) শত্রুর সহিত একমত হইয়া অথবা বিপরীতভাবে কার্য্য করিবে, কিন্তু নিয়তই বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে থাকিবে; এই দুই প্রকার সন্ধি ॥৩॥ (বিগ্রহ) সময়ে অথবা অসময়ে কার্য্যসিদ্ধির জন্য স্বয়ংকৃত অথবা মিত্রের অপরাধকারী শত্রুর সহিত কৃত বিরোধ দুই প্রকারে করা আবশ্যক ॥৪॥ (যান) অকস্মাৎ কোন কার্য্যানুরোধে একাকী অথবা মিত্রের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুর অভিমুখে গমন করা; এই দুই প্রকারের যান ॥৫॥ (আসন) স্বয়ং কোন প্রকারে ক্রমশঃ ক্ষীণ অর্থাৎ নির্ব্বল হইলে অথবা মিত্রানুরোধে নিজস্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করা এই দুই প্রকার আসন ॥৬॥ (দ্বৈধ) কার্য্যসিদ্ধির জন্য সেনা এবং সেনাপতিদিগকে দুই ভাগ করিয়া বিজয় সাধন করাকে দুই প্রকারের দ্বৈধ কহা যায় ॥৭॥ (আশ্রয়) কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কোন বলবান্ রাজার অথবা কোন মহাত্মার এরূপে শরণাগত হওয়া যে কোনরূপে শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িত না হইতে হয়, তাহাকে দুইপ্রকারের আশ্রয় গ্রহণ কহে ॥৮॥ যখন এরূপ জানিবে যে বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধ করিলে স্বল্পপরিমাণে ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা এবং পশ্চাৎ যুদ্ধ করিলে নিজের বৃদ্ধি এবং বিজয় অবশ্যই হইবে, তখন শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া উচিত সময় পর্য্যন্ত ধৈর্য্য প্রকাশ করিবে ॥৯॥ যখন নিজের সব প্রজা অথবা সেনা অত্যন্ত প্রসন্ন, উন্নতিশীল ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিবে, তখনই শত্রুর সহিত বিগ্রহ ও যুদ্ধ করিবে ॥১০॥ যখন নিজের বল অর্থাৎ সেনা হর্ষ ও পুষ্টিযুক্ত, ইহা তাহাদিগের প্রসন্নভাব দ্বারা বুঝিবে এবং শত্রুর বল তদ্বিপরীত অর্থাৎ নির্ব্বল বুঝিবে, তখনই যুদ্ধার্থ শত্রুর দিকে যাত্রা করিবে ॥১১॥ যখন সেনা বল এবং বাহন ক্ষীণ হইবে, তখন প্রযত্ন সহকারে শত্রুদিগকে প্রশান্ত রাখিয়া স্বস্থানে অবস্থান করিবে ॥১২॥ রাজা যখন শত্রুকে অত্যন্ত বলবান্ বুঝিবে, তখন সেনা দ্বিগুণ অথবা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধ করিবে ॥১৩॥ যখন নিজে বুঝিবে যে শীঘ্রই শত্রুগণ আক্রমণ করিবে, তখন শীঘ্র কোন ধার্ম্মিক বলবান্ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥১৪॥ প্রজা বা নিজের সেনা শত্রুবলের নিগ্রহ করিলে অর্থাৎ শাসন করিল, তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত গুরুর ন্যায় নিত্য সেবা করিবে ॥১৫॥ যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহার কার্য্যে দোষ দেখিলে নিঃশঙ্কভাবে উত্তম প্রকারে যুদ্ধ করিবে ॥১৬॥ কোন রাজা ধার্ম্মিক হইলে কখন তাঁহার সহিত বিরোধ করিবে না, বরং তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সন্ধি করিবে। কেহ দুষ্ট এবং প্রবল হইলেও তাহাকে পরাজিত করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রয়োগ অনুষ্ঠান করা উচিত।

সর্ব্বোপায়েস্তথা কুর্য্যান্নীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ।
যথাস্যাভ্যধিকা ন স্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ ॥১॥
আয়তিং সর্ব্বকার্য্যাণাং তদাত্বং চ বিচারয়েৎ।
অতীতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং গুণদোষৌ চ তত্ত্বতঃ ॥২॥
আয়ত্যাং গুণদোষজ্ঞস্তদাত্বে ক্ষিপ্রনিশ্চয়ঃ।
অতীতে কার্য্যশেষজ্ঞঃ শত্রুভির্নাভিভূয়তে ॥৩॥
যথৈনং নাভিসংদধ্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ।
তথা সর্ব্বং সংবিদধ্যাদেষ সামাসিকো নয়ঃ ॥৪॥

মনুঃ অঃ ৭।১৭৭-১৮০

মিত্র. উদাসীন (মধ্যস্থ) এবং শত্রু যাহাতে অধিক বলবান্ হইতে না পারে, নীতিজ্ঞ পৃথিবীপতি রাজা তাদৃশ সমস্ত উপায় করিয়া অবস্থান করিবেন॥১॥ সকল কার্য্যের বর্ত্তমান কর্ত্তব্যতা, এবং ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যতা স্থির করিবে ও পূর্ব্বকৃত কার্য্যের যথার্থরূপে গুণ দোষ বিচার করিবে॥২॥ পশ্চাৎ যত্নসহকারে দোষের নিবারণ এবং গুণের স্থাপন করিবে। যিনি গুণ ও দোষ বুঝিতে পারেন, শীঘ্র বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন এবং কৃত কার্য্যের অবশিষ্ট কর্ত্তব্যতা জানিতে পারেন, তিনি কখন শত্রুহস্তে পরাজিত হন না॥৩॥ রাজপুরুষ বিশেষতঃ সভাপতি এরূপ প্রযত্ন করিবেন যে রাজার মিত্র, উদাসীন এবং শত্রু বশীভূত হয়। ইহার অন্যথা কখন করিবে না। এ বিষয়ে কখন ভ্রমে পতিত হইবে না। সংক্ষেপে এই বিনয় অর্থাৎ রাজনীতি কথিত হইয়াছে॥৪॥

কৃত্বা বিধানং মূলে তু যাত্রিকং চ যথাবিধি।
উপগৃহ্যাস্পদং চৈব চারান্ সম্যগ্‌বিধায় চ ॥১॥
সংশোধ্য ত্রিবিধং মার্গং ষড়্‌বিধং চ বলং স্বকম্।
সাংপরায়িককল্পেন যায়াদরিপুরং শনৈঃ ॥২॥
শত্রুসেবিনি মিত্রে চ গূঢ়ে যুক্ততরো ভবেৎ।
গতপ্রত্যাগতে চৈব স হি কষ্টতরো রিপুঃ ॥৩॥
দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যায়াত্তু শকটেন বা।
বরাহমকরাভ্যাং বা সূচ্যা বা গরুড়েন বা ॥৪॥
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেত্ততো বিস্তারয়েদ্বলম্।
পদ্মেন চৈব ব্যূহেন নিবিশেত সদা স্বয়ম্ ॥৫॥

সেনাপতিবলাধ্যক্ষৌ সর্ব্বদিক্ষু নিবেশয়েৎ।
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ প্রাচীং তাং কল্পয়েদ্দিশম্ ॥৬॥
গুল্মাংশ্চ স্থাপয়েদাপ্তান্ কৃতসংজ্ঞান্ সমন্ততঃ।
স্থানে যুদ্ধে চ কুশলানভীরূনবিকারিণঃ ॥৭॥
সংহতান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্বহূন্।
সূচ্যা বজ্রেণ চৈবৈতান্ ব্যূহেন ব্যূহ্য যোধয়েৎ ॥৮॥
স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুদ্ধ্যেদনূপে নৌদ্বিপৈস্তথা।
বৃক্ষগুল্মাবৃতে চাপৈরসিচর্ম্মায়ুধৈঃ স্থলে ॥৯॥
প্রহর্ষয়েদ্বলং ব্যূহ্য তাংশ্চ সম্যক্ পরীক্ষয়েৎ।
চেষ্টাশ্চৈব বিজানীয়াদরীন্ যোধয়তামপি ॥১০॥
উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রং চাস্যোপপীড়য়েৎ।
দূষয়েচ্চাস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনম্ ॥১১॥
ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারপরিখাস্তথা।
সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসয়েত্তথা ॥১২॥
প্রমাণানি চ কুর্ব্বীত তেষাং ধর্ম্ম্যান্যথোদিতান্।
রত্নৈশ্চ পূজয়েদেনং প্রধানপুরুষৈঃ সহ ॥১৩॥
আদানমপ্রিয়করং দানঞ্চ প্রিয়কারকং।
অভীপ্সিতানামর্থানাং কালে যুক্তং প্রশস্যতে ॥১৪॥

মনুঃ অঃ ৭।১৮৪—১৯২।১৯৪—১৯৬।২০৩।২০৪॥

রাজা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবার সময় আপনার রাজ্যের রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া, যাত্রার উপযোগী সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে লইয়া, সমস্ত সৈন্য, যান, বাহন এবং সম্পূর্ণ শস্ত্র ও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া এবং সর্ব্বস্থানে চারিদিকে সমাচারদাতা পুরুষদিগকে গুপ্তভাবে স্থাপন করিয়া শত্রুর অভিমুখে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিবেন ॥১॥ যাত্রা করিবার তিনপ্রকার মার্গ আছে। প্রথম স্থল (ভূমি), দ্বিতীয় জল (সমুদ্র বা নদী), এবং তৃতীয় আকাশমার্গ। শুদ্ধ মার্গ প্রস্তুত করিয়া ভূমিমার্গে রথ, অশ্ব ও হস্তী দ্বারা, জলমার্গে নৌকাদ্বারা এবং আকাশমার্গে বিমানাদি যান দ্বারা গমন করিবে। পদাতি, রথ, অশ্ব, হস্তী, শস্ত্র, অস্ত্র ও পান ভোজনাদি সামগ্রী যথাবৎ সঙ্গে লইয়া পূর্ণ বলযুক্ত হইয়া কোন কারণ ঘোষণা করিয়া ধীরে ধীরে শত্রুর নগরসমীপে গমন করিবে ॥২॥ যে

ভিতরে শত্রুর সহিত মিলিত হয় এবং বাহিরে রাজার সহিত মিত্রতা দেখায় তাহার সহিত গুপ্ত-ভাবে এরূপ ভেদ প্রয়োগ করিবে যে যাহাতে শত্রুর সহিত তাহার ভেদ হয়। গতায়াতে এবং কথোপকথনে অত্যন্ত সাবধান হইয়া তাহার সহিত ব্যবহার করিবে। কারণ ভিতরে শত্রু এবং উপরে মিত্র এরূপ পুরুষকে ভয়ঙ্কর শত্রু বুঝিতে হইবে ॥৩॥ সকল রাজপুরুষকে এবং অন্য প্রজাজনকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইবে এবং স্বয়ংও শিখিবে। পূর্ব্বশিক্ষিত যোদ্ধা হইলেই উত্তমরূপে যুদ্ধ কৌশল জানিতে পারে। শিক্ষাসময়ে (দণ্ডব্যূহ) দণ্ডের তুল্য সৈন্য রচনা করা, (শকট) শকট অর্থাৎ গাড়ীর তুল্য রচনা করা, (বরাহ) শূকর যেরূপ একে অপরের পশ্চাৎ ধাবিত হয় এবং কখন কখন একত্র হইয়া দলবদ্ধ হয় তদ্রূপ বিধান করা, (মকর) কুম্ভীর যেরূপ জলে গমন করে তদ্রূপ সৈন্য রচনা করা, (সূচীব্যূহ) সূচীর অগ্রভাগ যেরূপ সূক্ষ্ম এবং পশ্চাৎ স্থূল এবং তদপেক্ষা সূত্র আরও স্থূল তদ্রূপ শিক্ষা দিয়া সৈন্য রচনা করা; (নীলকণ্ঠ) ময়ূর যেরূপ উপরে এবং নিম্নে পক্ষাঘাত করে তদ্রূপ সৈন্যের ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যূহ শিক্ষা দিয়া সৈন্যরচনা করতঃ যুদ্ধ করিবে ॥৪॥ যে দিকে ভয়ের কারণ জানিতে পারিবে সেইদিকে সৈন্য বিস্তার করিবে এবং চারিদিকে সেনাপতিদিগকে স্থাপিত করিয়া (পদ্মব্যূহ) অর্থাৎ পদ্মাকার চারিদিকে সেনা রাখিয়া স্বয়ং মধ্যস্থলে থাকিবে ॥৫॥ সেনাপতি এবং বলাধ্যক্ষ অর্থাৎ আজ্ঞাদাতা ও সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করাইবার কর্ত্তা বীরসকলকে অষ্টদিকে রাখিয়া যে দিকে যুদ্ধ হইতেছে সেই দিকে মুখ করিয়া সমস্ত সেনা রাখিবে; কিন্তু অন্যদিকেরও সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে, অন্যথা পশ্চাৎভাগ অথবা পার্শ্বভাগ হইতে শত্রুর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা ॥৬॥ যাহারা গুল্ম অর্থাৎ দৃঢ়স্তম্ভের তুল্য; যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত, ধার্ম্মিক, স্থিতিবিষয়ে এবং যুদ্ধ বিষয়ে সুনিপুণ, ভয় রহিত এবং যাহাদিগের মন কোনপ্রকারে বিকৃত হয় না এরূপ লোকের চারিদিকে সৈন্য রাখিবে ॥৭॥ অল্পলোক লইয়া অনেকের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, মিলিয়া যুদ্ধ করিবে। আবশ্যক হইলে উহাদিগকে সহসা বিস্তৃত করিয়া দিবে। নগরের, দুর্গের অথবা শত্রুসেনার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিবার সময় (সূচীব্যূহ) অথবা (বজ্রব্যূহ) দ্বারা অর্থাৎ দ্বিধারাবিশিষ্ট খড়্গ যেরূপ দুইদিকে কাটিতে থাকে তদ্রূপ করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিবে অথচ প্রবিষ্টও হইতে থাকিবে। এইরূপে অনেকপ্রকার ব্যূহ অর্থাৎ সৈন্য রচনা করিয়া যুদ্ধ করিবে। সম্মুখে যদি শতঘ্নী (তোপ) বা ভুসুণ্ডী (বন্দুক) চলিতে থাকে, তাঁহা হইলে (সর্পব্যূহ) দ্বারা অর্থাৎ সর্পের তুল্য শয়ান হইয়া চলিবে এবং কামানের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া শত্রুকে বিনাশ করিয়া অথবা বন্ধন করিয়া কামানের মুখ শত্রুদিগের অভিমুখীন করিয়া উক্ত কামানের সম্মুখের দিকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ ধাবিত হইবে এবং বিনাশ করিতে থাকিবে। মধ্যে উত্তম উত্তম অশ্বারোহী থাকিবে। একবার ধাবিত হইয়া শত্রুসেনা ছিন্ন ভিন্ন করতঃ উহাদিগকে বন্ধন করিবে অথবা মুক্ত করিয়া দিবে ॥৮॥ সমভূমিতে যুদ্ধের সময় রথ অশ্ব এবং পদাতি লইয়া, সমুদ্রে যুদ্ধের সময় নৌকা দ্বারা, এবং অল্প জলে হস্তী দ্বারা, বৃক্ষে এবং বনে বাণ দ্বারা, এবং স্থলে অথবা বালুকাময় স্থানে যুদ্ধ করিতে হইলে তরবারি এবং ঢাল লইয়া যুদ্ধ করিবে এবং করাইবে ॥৯॥ যুদ্ধের সময়ে যোদ্ধাদিগকে উৎসাহিত এবং হর্ষযুক্ত করিবে। যুদ্ধ বন্ধ হইলে এরূপ বক্তৃতা করিবে যাহাতে যুদ্ধে উৎসাহ এবং শৌর্য্য বৃদ্ধি হয়। ভোজন, পানীয়, অস্ত্র, শস্ত্র, সহায় এবং ঔষধাদি দান করিয়া সকলের চিত্ত

প্রসন্ন করিবে। ব্যূহ রচনা ব্যতিরেকে যুদ্ধ করিবেনা ও করাইবে না। যুদ্ধে রত আপনার সেনার চেষ্টা অর্থাৎ সৈন্য ন্যায়তঃ যুদ্ধ করিতেছে না কপটভাবে যুদ্ধ করিতেছে ইহা দেখিতে হইবে ॥১০॥ কোন সময় উচিত বোধ হইলে শত্রুর চারিদিকে সৈন্য বেষ্টিত করিয়া অবরোধ করিবে এবং তাহার রাজ্যে পীড়ন করতঃ তৃণ, অন্ন জল এবং ইন্ধন সমস্ত নষ্ট ও দূষিত করিয়া দিবে ॥১১॥ শত্রুর পুষ্করিণী, নগরের প্রাচীর এবং খাত ভাঙ্গিয়া দিয়া রাত্রিকালে উহাকে (ত্রাস) ভয় দেখাইবে এবং জয়ের উপায় করিবে ॥১২॥ জয়ের পর উহার সহিত প্রমাণ অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি লিখিয়া লইবে এবং উচিৎ সময় বুঝিলে উহারই বংশস্থ ধার্ম্মিক পুরুষকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার নিকট হইতে এইরূপ লিখিয়া লইবে যে "তুমি আমার আজ্ঞানুকূল হইয়া অর্থাৎ ধর্ম্মযুক্ত রাজনীতি অনুসারে চলিয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করিবে"। এইরূপ উপদেশ দিয়া উহার নিকট এরূপ লোক রাখিতে হইবে যে আর উপদ্রব না ঘটে। প্রধান পুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া পরাজিতের সংকার করতঃ রত্নাদি উত্তম পদার্থ দান করিবে। তাহাদের যোগক্ষেম সাধিত হয় না এরূপ করিবে না। তাহাদিগকে বন্দীগৃহে রাখিতে হইলেও এরূপ সংকার করিবে যে সে পরাজয়ের শোক বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বদা আনন্দে অবস্থান করে ॥১৩॥ কারণ সংসারে অপরের পদার্থ গ্রহণ করিলে অপ্রীতিকর হয় এবং কোন পদার্থ দান করিলে প্রীতিকর হইয়া থাকে। বিশেসতঃ সময়োচিত কার্য্য করা উচিত। উক্ত পরাজিতকে মনোবাঞ্ছিত পদার্থ দেওয়া অতি সঙ্গত এবং কখন উহাকে উত্ত্যক্ত, উপহাস অথবা ঠাট্টা করিবে না। "তোমাকে আমি জয় করিয়াছি" এরূপ উহার সমক্ষে কখনও বলিবে না বরং "তুমি আমার ভ্রাতৃতুল্য" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা সম্মান প্রদর্শন করিবে ॥১৪॥

হিরণ্যভূমিসংপ্রাপ্ত্যা পার্থিবো ন তথৈধতে।
যথা মিত্রং ধ্রুবং লব্ধ্বা কৃশমপ্যায়তিক্ষমম্ ॥১॥
ধর্ম্মজ্ঞং চ কৃতজ্ঞং চ তুষ্টপ্রকৃতিমেব চ।
অনুরক্তং স্থিরারম্ভং লঘুমিত্রং প্রশস্যতে ॥২॥
প্রাজ্ঞং কুলীনং শূরং চ দক্ষং দাতারমেব চ।
কৃতজ্ঞং ধৃতিমন্তঞ্চ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ ॥৩॥
আর্য্যতা পুরুষজ্ঞানং শৌর্য্যং করুণবেদিতা।
স্থৌললক্ষ্যং চ সততমুদাসীনগুণোদয়ঃ ॥৪॥
মনুঃ অঃ ৭।২০৮—২১১।

মিত্রের লক্ষণ এই যে, মিত্র সমর্থই হউক অথবা দুর্ব্বলই হউক, রাজা সুবর্ণ এবং ভূমি লাভ করিয়া তত উন্নতি লাভ করেন না, যত নিশ্চল, প্রেমযুক্ত, ভবিষ্যৎকার্য্যাভিজ্ঞ এবং কার্য্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ মিত্র লাভ করেন ॥১॥ ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত উপকার-স্মরণকারী, প্রসন্নস্বভাব, অনুরাগী এবং স্থিরকর্ম্মা ক্ষুদ্র মিত্র পাইলেও প্রশংসার বিষয় হয় ॥২॥ ইহা সর্ব্বদা নিশ্চয় জানিতে

হইবে যে, বুদ্ধিমান্, কুলীন, শূর, বীর, চতুর, দাতা, কৃতজ্ঞ এবং ধৈর্য্যবান্ পুরুষকে কখন শত্রু করিবে না, কারণ যিনি তাদৃশ লোককে শত্রু করেন তিনি দুঃখ পান ॥৩॥ উদাসীনের লক্ষণ—যিনি প্রশংসিতগুণযুক্ত, উত্তমাধম-মনুষ্য-জ্ঞান-বিশিষ্ট, শূরতা, বীরতা ও করুণাযুক্ত এবং স্থূললক্ষ্য অর্থাৎ (বিষয় বিশেষের মোটামুটি) উপরের কথা সর্ব্বদা শুনাইয়া থাকেন, তাহাকে উদাসীন কহা যায় ॥৪॥

এবং সর্ব্বমিদং রাজা সহ সংমন্ত্র্য মন্ত্রিভিঃ।
ব্যায়াম্যাপ্লুত্য মধ্যাহ্নে ভোক্তুমন্তঃপুরং বিশেৎ।

মনুঃ অঃ: ৭।২১৬।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাতঃকালে উঠিয়া শৌচাদি করিয়া, সন্ধ্যোপাসন ও অগ্নিহোত্র সমাপনানন্তর সকল মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণাকরতঃ সভায় উপস্থিত হইয়া সকল ভৃত্য ও সেনাধ্যক্ষদিগের সহিত মিলিত হইয়া এবং উহাদিগকে হর্ষযুক্ত করিয়া নানা প্রকার ব্যূহশিক্ষা অর্থাৎ সৈন্যরচনা শিক্ষা করিবে এবং করাইবে। তদনন্তর সমস্ত অশ্বশালা, হস্তিশালা, গোশালা, অস্ত্র শস্ত্রের স্থান, বৈদ্যালয় এবং ধনাগার পরিদর্শন করিবে এবং প্রতিদিন উহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া উহার দোষ সংশোধন করিয়া ব্যায়াম-শালায় গমন করতঃ ব্যায়াম করিয়া ও স্নান করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে ভোজনার্থ "অন্তঃপুরে" অর্থাৎ পত্নী প্রভৃতির নিবাসস্থানে প্রবেশ করিবে। ভোজন দ্রব্য সুপরীক্ষিত, বুদ্ধি, বল ও পরাক্রমবর্দ্ধক এবং রোগনাশক হইবে। অনেক প্রকারের অন্ন, ব্যঞ্জন, পানীয় প্রভৃতি এবং সুগন্ধযুক্ত মিষ্টাদি নানা রস-যুক্ত ভোজ্য আহার করিবে। ইহাতে সর্ব্বদা সুখী থাকিবে এবং এইরূপে সমস্ত রাজকার্য্যের উন্নতি করিবে ॥১॥ প্রজাদিগের নিকট কর আদায় করিবার রীতি :—

পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা ॥১॥

মনুঃ অঃ ৭।১৩০॥

ব্যবসায়ী অথবা শিল্পীদিগের নিকট সুবর্ণের ও রৌপ্যের লাভাংশের পঞ্চাশৎ ভাগ এবং তণ্ডুলের ও অন্নের ষষ্ঠ, অষ্টম অথবা দ্বাদশ ভাগ গ্রহণ করিবে। যেরূপে কৃষক প্রভৃতি ধনরহিত হওয়াতে ভোজনের এবং পানীয়ের ক্লেশ না পায় তদ্রূপেই ধন আদায় করিতে হইবে ॥১॥ কারণ প্রজাগণ ধনাঢ্য, আরোগ্যবিশিষ্ট, পান ভোজন সম্পন্ন থাকিলে, রাজার অতিশয় উন্নতি হয়। রাজা প্রজাকে আপনার সন্তানের তুল্য দেখিবে এবং প্রজাগণ রাজাকে এবং রাজপুরুষদিগকে পিতার সদৃশ জ্ঞান করিবে। ইহা প্রকৃত কথা যে রাজা প্রজাদিগের সম্বন্ধেই রাজা এবং পরিশ্রমকারী কৃষকাদির সম্বন্ধে রক্ষক। প্রজা না থাকিলে রাজা কাহার? এবং রাজা না থাকিলে কাহার প্রজা বলা যাইবে? উভয়েই স্ব স্ব কার্য্যে স্বতন্ত্র এবং মিলিত প্রীতিকর কার্য্যে পরতন্ত্র থাকে। রাজা অথবা রাজপুরুষ প্রজাদিগের সাধারণ সম্মতির বিরুদ্ধ হইবে না এবং রাজপুরুষ অথবা প্রজা রাজার আজ্ঞার বিরুদ্ধে চলিবে না। এই রাজার নিজ রাজকীয় কার্য্য, অর্থাৎ ইহাকেই "Politics" কহা হয়। ইহা এস্থলে সংক্ষেপে কথিত হইল। বিশেষ দর্শনের প্রয়োজন হইলে চারি বেদ, মনুস্মৃতি, শুক্রনীতি এবং মহাভারতাদি দেখিয়া

নিশ্চয় করিতে হইবে। প্রজার উপর ন্যায়াচরণ করিতে হইলে তাহার ব্যবহার মনুস্মৃতির অষ্টম ও নবম অধ্যায়োক্ত রীতি অনুসারে করিতে হইবে। পরন্তু এস্থলেও সংক্ষেপতঃ লিখিত হইতেছে :—

প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ।
অষ্টাদশসু মার্গেষু নিবদ্ধানি পৃথক্ পৃথক্॥১॥

তেষামাদ্যমৃণাদানং নিক্ষেপোঽস্বামিবিক্রয়ঃ।
সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপকর্ম্ম চ ॥২॥

বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।
ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ ॥৩॥

সীমাবিবাদধর্ম্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ডবাচিকে।
স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্চৈব স্ত্রীসংগ্রহণমেব চ ॥৪॥

স্ত্রীপুংধর্ম্মো বিভাগশ্চ দ্যূতমাহ্বয় এব চ।
পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ ॥৫॥

এষু স্থানেষু ভূয়িষ্ঠং বিবাদং চরতাং নৃণাম্।
ধর্ম্মং শাশ্বতমাশ্রিত্য কুর্য্যাৎ কার্য্যবিনির্ণয়ম্ ॥৬॥

ধর্ম্মো বিদ্ধস্ত্বধর্ম্মেণ সভাং যত্রোপতিষ্ঠতে।
শল্যং চাস্য ন কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ ॥৭॥

সভা বা ন প্রবেষ্টব্যা বক্তব্যং বাসমঞ্জসম্।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাপি নরো ভবতি কিল্বিষী ॥৮॥

যত্র ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মেণ সত্যং যত্রানৃতেন চ।
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ ॥৯॥

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতোঽবধীৎ ॥১০॥

বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুর্দেবা স্তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ ॥১১॥

একএব সুহৃদ্‌ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥১২॥

পাদোঽধর্ম্মস্য কর্ত্তারং পাদঃ সাক্ষিণমৃচ্ছতি।
পাদঃ সভাসদঃ সর্ব্বান্ পাদো রাজানমৃচ্ছতি ॥১৩॥

রাজা ভবত্যনেনাস্তু মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ।
এনো গচ্ছতি কর্ত্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে ॥১৪॥

মনুঃ অঃ ৮।৩—৮।১২—১৯॥

সভা, রাজা এবং রাজপুরুষ সকলে দেশাচার এবং শাস্ত্রোক্ত হেতু অনুসারে নিম্নলিখিত অষ্টাদশ বিবাদাস্পদ মার্গ বিষয়ে প্রতিদিন বিবাদ যুক্ত কর্ম্মের নির্ণয় করিবে। যে যে নিয়ম শাস্ত্রোক্ত না হইবে অথচ উহার আবশ্যকতা বোধ হইবে, তাহার জন্য এরূপ উত্তম উত্তম নিয়ম বদ্ধ করিবে যাহাতে রাজা এবং প্রজা উভয়ের উন্নতি হয় ॥১॥ অষ্টাদশ মার্গ মধ্যে (১) (ঋণদান) কাহাকেও ঋণ দেওয়া বা লওয়া বিষয়ে বিবাদ, (২) (নিঃক্ষেপ) অর্থাৎ কাহার নিকট কোন বস্তু •নিঃপেক্ষ করা এবং প্রত্যর্পণের সময় না দেওয়া, (৩) (অস্বামিবিক্রয়) একের পদার্থ অন্যে বিক্রয় করা, (৪) (সম্ভূয় চ সমুত্থানং) মিলিয়া কাহারও উপর অত্যাচার করা, (৫) (দত্তস্যানপকর্ম্ম চ) দত্ত বস্তুর প্রত্যর্পণ না করা ॥২॥ (৬) (বেতনস্যৈব চাদানং) বেতন অর্থাৎ "ভৃত্যের মাহিয়ানা" হইতে গ্রহণ করা অথবা অল্প দেওয়া, (৭) (প্রতিজ্ঞা) প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বিরুদ্ধ ব্যবহার করা, (৮) (ক্রয়বিক্রয়ানুশয়) অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় বিষয়ের বিবাদ হওয়া, (৯) পশুর স্বামী এবং পালনকর্ত্তা এই উভয়ের বিবাদ ॥৫॥ (১০) সীমা-সম্বন্ধে বিবাদ (১১) কাহাকেও কঠোর দণ্ড দেওয়া, (১২) কঠোর বাক্য বলা, (১৩) চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি, (১৪) বলপূর্ব্বক কোন কার্য্য করা, (১৫) কোন স্ত্রী বা পুরুষের ব্যভিচার হওয়া ॥৪॥ (১৬) স্ত্রী এবং পুরুষের ধর্ম্ম বিষয়ে ব্যতিক্রম হওয়া, (১৭) বিভাগ অর্থাৎ সম্পত্তি বিষয়ক বিবাদ, (১৮) দ্যূত অর্থাৎ জড়পদার্থ এবং সমাহ্বয় অর্থাৎ চেতন পদার্থ লইয়া জুয়া খেলা। এই ১৮ প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবহারের স্থান ॥৫॥ এই সকল ব্যবহার বিষয়ে বিবাদকারী বহু লোকের প্রতি সনাতন ধর্ম্মানুসারে ন্যায় প্রদর্শন করিবে, অর্থাৎ কখনও কাহারও উপর পক্ষপাত করিবে না। ॥৬॥ সভায় অধর্ম্মবিদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম উপস্থিত হইলে পরে উহার শল্য অর্থাৎ ধর্ম্মের তীরবৎ কলঙ্ক নিঃসারিত না করিতে পারিলে এবং অধর্ম্মচ্ছেদন না করিলে অর্থাৎ ধর্ম্মের সম্মান এবং অধর্ম্মের দণ্ড না হইলে উক্ত সভাস্থ যাবতীয় সভাসদকে আহতের তুল্য বুঝিতে হইবে ॥৭॥ ধার্ম্মিক মনুষ্যের উচিত এই যে সভায় প্রবেশ করিলেই সত্য বলিবে নচেৎ সভায় প্রবেশ করিবে না। যে সভ্য অন্যায় হইতে দেখিয়াও মৌন থাকে অথবা অসত্য ও ন্যায়বিরুদ্ধ কথা বলে সে মহাপাপী ॥৮॥ যে সভায় সভাসদদিগের সমক্ষে অধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম এবং অসত্য দ্বারা সত্য নষ্ট হয়, উক্তসভায় সভাসদগণকে মৃততুল্য জানিতে হইবে, উহারা কেহই জীবিত নহে ॥৯॥ নিহত ধর্ম্ম নিহন্তাকে নাশ করে এবং রক্ষিতধর্ম্ম ধর্ম্মরক্ষককে রক্ষা করে এইজন্য ধর্ম্ম হত হইয়া কখন আমাকে বিনাশ করিবে এইরূপ ভীত হইয়া ধর্ম্মের কখনও হনন করিবে না ॥১০॥ ঐশ্বর্য্যদাতা এবং সুখবর্ষণকর্ত্তা ধর্ম্মের যে লোপ করে বিদ্বান্‌গণ তাহাকে বৃষল অর্থাৎ শূদ্র এবং নীচ বলিয়া জানেন, এইজন্য কোন মনুষ্যের ধর্ম্মলোপ করা উচিত নহে ॥১১॥ এই সংসারে ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃৎ।

ইহা মৃত্যুর পরেও সঙ্গে চলিতে থাকে। অন্যসকল পদার্থ অথবা সঙ্গী শরীরের সহিত নাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সকলপ্রকার সঙ্গেরই লোপ হয় কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গের কখনও লোপ হয় না ॥১২॥ রাজা যখন সভামধ্যে পক্ষপাত বশতঃ অন্যায় আচরণ করেন তখন অধর্ম্ম চারি ভাগে বিভক্ত হয়। উহার মধ্যে একভাগ অধর্ম্মকর্ত্তাকে, ২য় ভাগ সাক্ষীকে, ৩য় ভাগ সভাসদদিগকে এবং ৪র্থ ভাগ অধর্ম্মী সভাপতি রাজাকে প্রাপ্ত হয় ॥১৩॥ যে সভায় নিন্দাযোগ্যের নিন্দা, স্তুতিযোগ্যের স্তুতি, দণ্ডযোগ্যের দণ্ড এবং মাননীয়ের সম্মান হইয়া থাকে সেই সভার রাজা এবং সমস্ত সভাসদগণ পাপশূন্য ও পবিত্র হইয়া থাকেন। কেবল পাপকর্ত্তাই পাপ প্রাপ্ত হয় ॥১৪॥ এক্ষণে সাক্ষী কিরূপ আবশ্যক।

আপ্তাঃ সর্ব্বেষু বর্ণেষু কার্য্যাঃ কার্য্যেষু সাক্ষিণঃ।
সর্ব্বধর্ম্মবিদোঽলুব্ধা বিপরীতাংস্তু বর্জয়েৎ ॥১॥

স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুর্দ্বিজাণাং সদৃশাঃ দ্বিজাঃ।
শূদ্রাশ্চ সন্তঃ শূদ্রাণাং অন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ ॥২॥

সাহসেষু চ সর্ব্বেষু স্তেয়সংগ্রহণেষু চ।
বাগ্দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ ॥৩॥

বহুত্বং পরিগৃহ্ণীয়াৎ সাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ।
সমেষু তু গুণোৎকৃষ্টান্ গুণদ্বৈধে দ্বিজোত্তমান্ ॥৪॥

সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি।
তত্র সত্যং ব্রুবন্ সাক্ষী ধর্ম্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে ॥৫॥

সাক্ষী দৃষ্টশ্রুতাদন্যদ্বিব্রুবন্নার্য্যসংসদি।
অবাঙ্নরকমভ্যেতি প্রেত্য সর্গাচ্চ হীয়তে ॥৬॥

স্বভাবেনৈব যদ্ব্রূয়ুস্তদ্গ্রাহ্যং ব্যবহারিকম্।
অতো যদন্যদ্ বিব্রূয়ুর্ধর্ম্মার্থং তদপার্থকম্ ॥৭॥

সভান্তঃ সাক্ষিণঃ প্রাপ্তানর্থিপ্রত্যর্থিসন্নিধৌ।
প্রাড্‌বিবাকোঽনুযুঞ্জীত বিধিনানেন সান্ত্বয়ন্ ॥৮॥

যদ্ দ্বয়োরনয়োর্বেত্থ কার্য্যেঽস্মিন্ চেষ্টিতং মিথঃ।
তদ্ব্রূত সর্ব্বং সত্যেন যুষ্মাকং হ্যত্র সাক্ষিতা ॥৯॥

সত্যং সাক্ষ্যে ব্রুবন্ সাক্ষী লোকানাপ্নোতি পুষ্কলান্।
ইহ চানুত্তমাং কীর্ত্তিং বাগেষা ব্রহ্মপূজিতা ॥১০॥

সত্যেন পূয়তে সাক্ষী ধর্ম্মঃ সত্যেন বর্দ্ধতে।
তস্মাৎ সত্যং হি বক্তব্যং সর্ব্ববর্ণেষু সাক্ষিভিঃ ॥১১॥

আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ।
নাবমংস্থাঃ স্বমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিণমুত্তমম্ ॥১২॥

যস্য বিদ্বান্ হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নাভিশঙ্কতে।
তস্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেঽন্যং পুরুষং বিদুঃ ॥১৩॥

একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ ॥১৪॥

মনুঃ অঃ ৮।৬৩।৬৮।৭২-৭৫।৭৮-৮১।৮৩।৮৪।৯৬।৯১।

সকল বর্ণমধ্যে ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ নিষ্কপটী, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মজ্ঞাতা লোভরহিত এবং সত্যবাদী লোককে ন্যায়ব্যবস্থা বিষয়ে সাক্ষী করিবে এবং ইহার বিপরীত কখন করিবে না ॥১॥ স্ত্রীদিগের জন্য সাক্ষী স্ত্রীলোক, দ্বিজের জন্য দ্বিজ, শূদ্রের জন্য শূদ্র এবং অন্ত্যজের জন্য অন্ত্যজ সাক্ষী হইবে ॥২॥ বলপূর্ব্বক কার্য্যবিষয়ে, চৌর্য্যবিষয়ে, ব্যভিচারবিষয়ে, কঠোর বাক্য প্রয়োগ এবং (অযথা) দণ্ডবিধান-রূপ অপরাধবিষয়ে সাক্ষীর আবশ্যকতা নাই এবং পরীক্ষাও করিবে না, কারণ এই সকল কার্য্য গুপ্ত-ভাবে হইয়া থাকে ॥৩॥ সাক্ষীদিগের মতভেদ হইলে বহুপক্ষানুসারে, তুল্য সাক্ষীদিগের মধ্যে উত্তমগুণ-বিশিষ্ট পুরুষের সাক্ষ্যানুসারে এবং দুই সাক্ষী উত্তম গুণবান্ হইলে দ্বিজোত্তম অর্থাৎ ঋষি মহর্ষি এবং যতিদিগের সাক্ষ্যানুসারে ন্যায়ানুচরণ করিবে ॥৪॥ দুই প্রকারের সাক্ষী হইয়া থাকে, এক দ্রষ্টা এবং দ্বিতীয় শ্রোতা। সভাস্থলে পৃষ্ট হইয়া যে সত্য কহিবে সে সত্যভ্রষ্ট হইবে না এবং দণ্ডনীয় হইবে না, কিন্তু যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে সে দণ্ডনীয় হইবে ॥৫॥ রাজসভায় অথবা কোন উত্তম পুরুষদিগের সভায় কেহ দৃষ্ট এবং শ্রুতের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দিলে সে (অবাঙ্নরক) জিহ্বাচ্ছেদন জনিত দুঃখরূপ নরক বর্ত্তমান সময়ে প্রাপ্ত হইবে এবং মৃত্যুর পরে সুখহীন হইবে ॥৬॥ সাক্ষী ব্যবহারসম্বন্ধে স্বভাবতঃ যে বাক্য বলিবে তাহাই গ্রাহ্য এবং তদ্ভিন্ন শিক্ষিত বাক্য কহিলে ন্যায়াধীশ তাহা ব্যর্থ মনে করিবেন ॥৭॥ অর্থীর (বাদীর) এবং প্রত্যর্থীর (প্রতিবাদীর) সম্মুখে সভার সমীপে অবস্থিত সাক্ষিগণকে, ন্যায়াধীশ, এবং প্রাড্বিবাক অর্থাৎ উকীল অথবা ব্যারিষ্টার শান্তিপূর্ব্বক এইপ্রকারে জিজ্ঞাসা করিবে ॥৮॥ হে সাক্ষিগণ! এই কার্য্যবিষয়ে এই উভয়ের কার্য্যসম্বন্ধে যাহা তোমরা জান তাহা সত্য করিয়া বল, কারণ তোমরা এই কার্য্যে সাক্ষী আছ ॥৯॥ যে সক্ষী সত্য বলে সে জন্মান্তরে উত্তম জন্ম এবং উত্তম লোকান্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখভোগ করে, এবং ইহজন্মে ও পরজন্মে কীর্ত্তিলাভ করে। কারণ ইহা প্রসিদ্ধ কথা যে সত্যবাদী প্রতিষ্ঠিত এবং মিথ্যাবাদী নিন্দিত হয়। বেদেও ইহাই সৎকার এবং তিরস্কার বচন বলিয়া লিখিত আছে ॥১০॥ সত্যকথন দ্বারা সাক্ষী পবিত্র হয়, এবং কেবল সত্যকথন দ্বারা ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। এইজন্য সকল বর্ণের সাক্ষীর সত্য বলাই কর্ত্তব্য ॥১১॥ আত্মার সাক্ষী আত্মা।

এবং আত্মাই আত্মার গতি ইহা জানিয়া, হে পুরুষগণ! সকল মনুষ্যের সাক্ষীস্বরূপ স্বকীয় আত্মার অপমান করিও না অর্থাৎ তোমাদের মনে এবং বাক্যে যদি আত্মা থাকে তবে তাহাই সত্যভাষণ এবং তদ্বিপরীত হইলে মিথ্যাভাষণ॥১২॥ যে বক্তার ভিতর বিদ্বান্, ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্থাৎ শরীরবেত্তা আত্মা শঙ্কিত হয় না, বিদ্বান্ লোকেরা তদ্ভিন্ন আর কাহাকেও উত্তম পুরুষ বলিয়া জানেন না॥১৩॥ হে কল্যাণ ইচ্ছুক পুরুষ! "আমি একা রহিয়াছি" তুমি এইরূপ মনে করিয়া যদি মিথ্যা বল তবে উহা উচিত কার্য্য নহে, কারণ তোমার হৃদয়ে দ্বিতীয় অন্তর্যামী, পাপ পুণ্যের দ্রষ্টা মুনি স্বরূপ পরমেশ্বর রহিয়াছেন। তাঁহাকে ভয় করিয়া সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবে॥১৪॥

লোভান্মোহাদ্ভয়ান্মৈত্রাৎ কামাৎ ক্রোধাত্তথৈব চ।
অজ্ঞানাদ্ বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে॥১॥

এষামন্যতমে স্থানে যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ।
তস্য দণ্ডবিশেষাংস্তু প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ॥২॥

লোভাৎ সহস্রদণ্ড্যস্তু মোহাৎ পূর্ব্বন্তু সাহসম্।
ভয়াদ্দ্বৌ মধ্যমৌ দণ্ড্যৌ মৈত্রাৎ পূর্ব্বং চতুর্গুণম্॥৩॥

কামাদ্দশগুণং পূর্ব্বং ক্রোধাত্তু ত্রিগুণং পরম্।
অজ্ঞানাদ্ দ্বে শতে পূর্ণে বালিশ্যাচ্ছতমেব তু॥৪॥

উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমম্।
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ॥৫॥

অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
সারাহপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ॥৬॥

অধর্ম্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনম্।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরিত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥৭॥

অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকং চৈব গচ্ছতি॥৮॥

বাগ্দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাদ্ ধিগ্দণ্ডং তদনন্তরম্।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্তু বধদণ্ডমতঃপরম্॥৯॥

মনুঃ অঃ ৮।১১৮-১২১।১২৫-১২৯॥

লোভ, মোহ, ভয়, মিত্রতা, কাম, ক্রোধ, অজ্ঞান এবং বালকত্ব বশতঃ যে সাক্ষ্য দেওয়া হইবে উহা মিথ্যা বুঝিতে হইবে ॥১॥ ইহার মধ্যে কোন স্থানে সাক্ষী মিথ্যা কহিলে, তাহাকে অনেকবিধ বক্ষ্যমাণ দণ্ড দিবে ॥২॥ লোভবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে উহাকে ১৫৸৵০ পনর টাকা দশ আনা দণ্ড করিবে, মোহবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ৩৵০ তিন টাকা দুই আনা দণ্ড হইবে, ভয় বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ৬।০ ছয় টাকা চারি আনা দণ্ড হইবে, এবং কেহ মিত্রতা বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাহার ১২॥০ বার টাকা আট আনা দণ্ড বিধান করিবে ॥৩॥ যে পুরুষ কামনা বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে তাহার ২৫৲ পঁচিশ টাকা দণ্ড হইবে, এবং ক্রোধ বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ৪৬৸৵০ ছয়চল্লিশ টাকা চৌদ্দ আনা দণ্ড হইবে। অজ্ঞানতা বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ৬৲ ছয় টাকা দণ্ড বিধান করিবে, এবং বালকত্ব প্রযুক্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ১৷৴০ এক টাকা নয় আনা দণ্ড লইতে হইবে ॥৪॥ দণ্ডের জন্য উপস্থেন্দ্রিয়, উদর, জিহ্বা, হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ধন এবং দেহ এই দশবিধ স্থান আছে, ইহার উপর দণ্ড প্রয়োগ করিতে হয় ॥৫॥ পরন্তু দণ্ড বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে এবং পরে হইবে অবস্থা-ভেদে তাহার ন্যূনাধিক্য হইবে। লোভবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ১৫৸৵০ পনর টাকা দশ আনা দণ্ড লিখিত হইয়াছে, অত্যন্ত নির্ধন স্থলে উহার অল্প পরিমাণ এবং ধনাঢ্য স্থলে উহার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, অথবা চতুর্গুণ পর্য্যন্ত লইবে অর্থাৎ দেশ, কাল, পুরুষ এবং অপরাধানুসারে দণ্ড বিধান করিতে হইবে ॥৬॥ কারণ এই সংসারে অধর্ম্মপূর্ব্বক দণ্ড বিধান করিলে, পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠার এবং বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ও পরজন্মে ভবিতব্য কীর্ত্তির নাশ ও পরজন্মে দুঃখোৎপত্তি হয়, এইজন্য অধর্ম্মযুক্ত দণ্ড কাহারও উপর কখন বিধান করিবে না ॥৭॥ যে রাজা দণ্ডনীয়কে দণ্ড না দেন, এবং অদণ্ডনীয়কে দণ্ড দেন অর্থাৎ দণ্ডের উপযুক্ত লোককে ছাড়িয়া দেন এবং যাহাকে দণ্ড দেওয়া উচিত নহে, তাহাকেই দণ্ড দেন, তিনি জীবদ্দশায় অতিশয় নিন্দিত এবং মৃত্যুর পর দুঃখ প্রাপ্ত হন। এইজন্য যে অপরাধ করিবে তাহাকে সর্ব্বদা দণ্ড দিবে এবং অনপরাধীকে কখন দণ্ড দিবে না ॥৮॥ প্রথম বাক্য দ্বারা দণ্ড অর্থাৎ উহার "নিন্দা", দ্বিতীয় "ধিক্" শব্দ প্রয়োগ দ্বারা দণ্ড অর্থাৎ "তুমি এরূপ মন্দ কার্য্য করিয়াছ, অতএব তোমাকে ধিক্" এইরূপ বলিয়া দণ্ড, তৃতীয় উহার নিকট হইতে ধন গ্রহণ এবং চতুর্থ "বধ" দণ্ড অর্থাৎ যষ্টি বা বেত্রাঘাত অথবা শিরশ্ছেদ দ্বারা দণ্ড দিতে হইবে ॥৯॥

যেন যেন যথাঙ্গেন স্তেনো নৃষু বিচেষ্টতে।
তত্তদেব হরেদস্য প্রত্যাদেশায় পার্থিবঃ ॥১॥

পিতাচার্য্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্য্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি ॥২॥

কার্ষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতোজনঃ।
তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা ॥৩॥

অষ্টাপাদ্যন্তু শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষম্।
ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ ॥৪॥
ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপি শতং ভবেৎ।
দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্ঠিস্তদ্দোষগুণবিদ্ধি সঃ ॥৫॥
ঐন্দ্রং স্থানমভিপ্রেপ্সুর্যশশ্চাক্ষয়মব্যয়ম্।
নোপেক্ষেত ক্ষণমপি রাজা সাহসিকং নরম্ ॥৬॥
বাগ্‌দুষ্টাত্তস্করাচ্চৈব দণ্ডেনৈব চ হিংসতঃ।
সাহসস্য নরঃ কর্ত্তা বিজ্ঞেয়ঃ পাপকৃত্তমঃ ॥৭॥
সাহসে বর্ত্তমানন্তু যো মর্ষয়তি পার্থিবঃ।
স বিনাশং ব্রজত্যাশু বিদ্বেষং চাধিগচ্ছতি ॥৮॥
ন মিত্রকারণাদ্রাজা বিপুলাদ্বা ধনাগমাৎ।
সমুৎসৃজেৎ সাহসিকান্ সর্ব্বভূতভয়াবহান্ ॥৯॥
গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥১০॥
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাহ্প্রকাশং বা মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি ॥১১॥
যশ্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।
ন সাহসিকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্ ॥১২॥
মনুঃ অঃ ৮।৩৩৪-৩৩৮।৩৪৪-৩৪৭।৩৫০।৩৫১।৫৮-৬॥

চোর যে যে অঙ্গদ্বারা মনুষ্যের বিরুদ্ধ চেষ্টা করে রাজা সকল মনুষ্যের শিক্ষার জন্য সেই সকল অঙ্গ হরণ অর্থাৎ ছেদন করিবেন॥১॥ পিতা, আচার্য্য, মিত্র, মাতা, স্ত্রী, পুত্র অথবা পুরোহিত যেই হউক, উহারা স্বধর্ম্মে স্থিত না হইলে রাজার অদণ্ড্য হয় না অর্থাৎ রাজা ন্যায়াসনে বসিয়া কাহারও উপর পক্ষপাত না করিয়া যথোচিত দণ্ড বিধান করিবেন॥২॥ যে অপরাধে সাধারণ লোকের এক পয়সা দণ্ড হয় সেই অপরাধে রাজার সহস্র পয়সা দণ্ড হইবে অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্যাপেক্ষা রাজার সহস্র গুণ দণ্ড হওয়া আবশ্যক। মন্ত্রী অর্থাৎ রাজার "দেওয়ানের" আট শত গুণ, উহার নিম্নপদস্থের সাত শত গুণ, তাহার নিম্নপদস্থের ছয়শত গুণ এবং এইরূপ ক্রমশঃ অধিক নিম্নপদস্থের অল্প গুণ হইয়া অতি নীচপদস্থ ভৃত্যের অর্থাৎ "চাপ্‌রাসী" প্রভৃতির অন্ততঃ আট গুণ দণ্ডের কম হইবে না। কারণ প্রজাপুরুষ অপেক্ষা রাজপুরুষের অধিক দণ্ড না হইলে রাজপুরুষ প্রজাপুরুষ দিগকে বিনাশ করিবে। সিংহ যেরূপ অধিক দণ্ড

দ্বারা এবং ছাগ অল্প দণ্ড দ্বারা বশীভূত হয় তদ্রূপ রাজা হইতে অতি নীচপদস্থ ভৃত্য পর্য্যন্ত রাজপুরুষদিগের অপরাধ বিষয়ে প্রজাপুরুষ দিগের অপেক্ষা অধিক দণ্ড হওয়া উচিত ॥৩॥ কেহ ঈষৎ পরিমাণে বিবেকী হইয়াও চুরি করিলে, শূদ্রের আট গুণ, বৈশ্যের ষোল গুণ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাত্রিংশৎ গুণ ॥৪॥ এবং ব্রাহ্মণের চতুঃষষ্ঠি গুণ, একশত গুণ অথবা একশত অষ্টাবিংশতি গুণ দণ্ড হওয়া উচিত অর্থাৎ যাহার যতদূর জ্ঞান এবং প্রতিষ্ঠা হইবে তাহার ততোধিক দণ্ড হওয়া আবশ্যক ॥৫॥ রাজ্যাধিকারী রাজা ধর্ম্ম এবং ঐশ্বর্য্য ইচ্ছুক হইয়া বলপ্রয়োগী দস্যুদিগকে দণ্ড দিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবে না ॥৬॥ সাহসিক পুরুষের লক্ষণ—

যে দুষ্ট বচন প্রয়োগ করে, যে চুরি করে এবং যে বিনা অপরাধে কাহাকেও দণ্ডবিধান করে, তাহাদিগের অপেক্ষাও সাহসী অর্থাৎ বলাৎকারপূর্ব্বক কার্য্যকারী অতি দুষ্ট এবং পাপিষ্ঠ ॥৭॥ যে রাজা সাহসকারী পুরুষকে দণ্ডবিধান করে না, তাঁহার শীঘ্রই বিনাশ হয় এবং তাঁহার রাজ্যে দ্বেষ উৎপন্ন হয় ॥৮॥ মিত্রভাবশতঃ অথবা বিপুল ধনাগম-লুব্ধ হইয়া রাজা সকল প্রাণীর দুঃখদায়ক সাহসিক মনুষ্যের বন্ধন অথবা ছেদন না করিয়া কখন তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন না ॥৯॥ গুরুই হউন্, পুত্রাদি বালকই হউক্, পিতা অথবা বৃদ্ধই হউন, ব্রাহ্মণ অথবা বহুশাস্ত্রবিদ্‌ই হউন, কেহ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অধর্ম্মে বর্ত্তমান হইলে এবং বিনা অপরাধে অপরকে বিনাশ করিলে, উহাকে বিচার না করিয়া বিনাশ করিবে, অর্থাৎ বিনাশ করিয়া, পশ্চাৎ বিচার করা আবশ্যক ॥১০॥ দুষ্ট পুরুষকে প্রকাশ্যভাবেই হউক অথবা অপ্রকাশ্য-ভাবেই হউক হনন করিলে, নিহন্তার কোন পাপ হয় না, কারণ ক্রোধবশতঃ ক্রোধীকে বিনাশ করা ক্রোধের সহিত ক্রোধের যুদ্ধ বুঝিতে হইবে ॥১১॥ যে রাজার রাজ্যে, চোর, পরস্ত্রীগামী, দুর্বাক্যবাদী, সাহসকারী দস্যু এবং কৃতঘ্ন অর্থাৎ রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী নাই, সে রাজা অতি শ্রেষ্ঠ ॥১২॥

ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্‌যা স্ত্রী স্বজ্ঞাতিগুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে ॥১॥

পুমাংসং দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্ত আয়সে।
অভ্যাদধ্যুশ্চ কাষ্ঠানি তত্র দহ্যেত পাপকৃৎ ॥২॥

দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশে যথাকালস্করো ভবেৎ।
নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্ ॥৩॥

অহন্যহন্যবেক্ষেত কর্ম্মান্তান্ বাহনানি চ।
আয়ব্যয়ৌ চ নিয়তাবাকরান্ কোষমেব চ ॥৪॥

এবং সর্ব্বানিমান্‌রাজা ব্যবহারাদ্ সমাপয়ন্।
ব্যপোহ্য কিল্বিষং সর্ব্বং প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥৫॥

মনুঃ অঃ ৮।৩৭১।৩৭২।৪০৬।৪১৯।৪২০॥

যে স্ত্রী আপনার জাতি এবং গুণের দর্পবশতঃ পতিকে ত্যাগ করিয়া ব্যভিচার করে তাহাকে বহু স্ত্রী এবং পুরুষের সমক্ষে জীবিত অবস্থায় কুক্কুর দ্বারা খাদিত এবং বিনাশিত করিবে ॥১॥ তদ্রূপ

নিজস্ত্রী ত্যাগ করিয়া যে পাপিষ্ঠ পরস্ত্রী অথবা বেশ্যাগমন করে, তাহাকে উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহনির্ম্মিত খট্টায় শয়ান করিয়া জীবিত অবস্থায় বহুপুরুষের সমক্ষে ভস্মীভূত করিবে।

প্রশ্ন—যদি রাজা অথবা রাজ্ঞী, ন্যায়াধীশ অথবা তাহার স্ত্রী ব্যভিচারাদি কুকর্ম্ম করে, তবে উহাদিগের কিরূপ দণ্ড হইবে?

উত্তর—সভা দণ্ড দিবেন অর্থাৎ প্রজাপুরুষদিগের অপেক্ষাও উহাদিগের অধিক দণ্ড হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন—রাজা প্রভৃতি উহাদিগের নিকট কোন দণ্ড গ্রহণ করিবেন?

উত্তর—রাজাও একজন পুণ্যাত্মা ও ভাগ্যবান্ মনুষ্য। যদি তাঁহাকে দণ্ড না দেওয়া যায়, এবং তিনি যদি দণ্ড গ্রহণ না করেন, তবে অন্যে কেন দণ্ড স্বীকার করিবে? সমস্ত প্রজা, প্রধান রাজ্যাধিকারী এবং সভা ধার্ম্মিকতানুসারে দণ্ড বিধান করিতে ইচ্ছা করিলে একাকী রাজা কি করিতে পারেন? এরূপ ব্যবস্থা না হইলে রাজা, প্রধান পুরুষ এবং সমস্ত সমর্থ লোক অন্যায়-সাগরে নিমগ্ন হয় এবং ধর্ম্মকেও নিমগ্ন করে এবং সমস্ত প্রজার নাশ করতঃ আপনারাও বিনষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অর্থ মনে করিয়া লও যে ন্যায়যুক্ত দণ্ডেরই নাম রাজা এবং ধর্ম্ম। যে উহার লোপ করে, তত্তুল্য নীচ পুরুষ আর কেহ হইতে পারে না।

প্রশ্ন—এরূপ কঠিন দণ্ড দেওয়া উচিত নহে। কারণ মনুষ্য কোন অঙ্গের সৃষ্টিকর্ত্তা অথবা জীবনদাতা নহে। এইজন্য এরূপ দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

উত্তর—যদি ইহাকে কঠিন দণ্ড বিবেচনা কর, তবে রাজনীতি বুঝিতে পার নাই। কারণ একজনের এইরূপ দণ্ড হইলে সমস্ত লোক দুষ্কর্ম্ম হইতে পৃথক্ হইবে এবং দুষ্কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মমার্গে স্থির থাকিবে। সত্য জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক জানিতে হইবে যে এক সর্ষপ পরিমাণও দণ্ড কাহারও অংশে পড়িবে না। আর যদি সুগম (সামান্য) দণ্ডবিধান করা যায়, তাহা হইলে দুষ্কর্ম্ম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আর তুমি যাহাকে সামান্য দণ্ড কহিতেছ উহা সহস্র গুণ অধিক হইলে অবশ্যই সহস্র গুণ কঠিনও হইয়া পড়িবে। কারণ যখন অনেক লোক দুষ্কর্ম্ম করিতে থাকিবে, তখন অল্প অল্প দণ্ডও দিতে হইবে। অর্থাৎ যেমন একজনের এক মণ দণ্ড এবং অপরের এক পোয়া দণ্ড হইলে সর্ব্বশুদ্ধ এক মণ এক পোয়া দণ্ড হইল। সুতরাং প্রত্যেকের অংশে অর্দ্ধ মণ অর্দ্ধ পোয়া দণ্ড পড়িল। দুষ্ট লোকেরা এরূপ সামান্য দণ্ডকে কিরূপ বুঝিবে? যেমন একজনের এক মণ এবং অপর সহস্র জনের প্রত্যেকের এক এক পোয়া দণ্ড হইলে সর্ব্বশুদ্ধ ছয় মণ দশ সের দণ্ড মনুষ্যজাতির উপর হইল, সুতরাং অধিক এবং কঠিন দণ্ড হইল। সুতরাং একজনের এক মণ দণ্ড অপেক্ষাকৃত অল্প এবং সামান্য হইতেছে ॥২॥ সুদীর্ঘ পথে এবং উপসাগরের, ক্ষুদ্র নদীর অথবা দীর্ঘ নদীর দীর্ঘতানুসারে উপযুক্ত করস্থাপন করিবে। মহাসমুদ্রে অবশ্য নির্দ্ধারিত করস্থাপন সম্ভব নহে। যেরূপ সুবিধা বুঝিবে অর্থাৎ যাহাতে রাজা এবং বৃহৎ বৃহৎ নৌকাচালকগণ উভয়েই লাভবান্ হন তদ্রূপ ব্যবস্থা করিবে। পরন্তু ইহা জানা উচিত যেমন, কেহ কেহ বলেন "পূর্ব্বে জাহাজ চলিত না" এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

দেশ দেশান্তরে এবং দ্বীপ দ্বীপান্তরে নৌকা দ্বারা গমনাগমনকারী আপনার প্রজাস্থ পুরুষদিগকে সর্ব্বত্র রক্ষা করিবে এবং উহাদিগের কোন প্রকার কষ্ট হইতে দিবে না ॥৩॥ রাজা, প্রতিদিন, কার্য্যবিশেষের সমাপ্তি (সম্পাদন), হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি বাহন, দৈনিক আয় ও ব্যয়, রত্নাদির খনি এবং কোষ (ধনাগার) দেখিবেন ॥৪॥ এইরূপে যথাবৎ সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করতঃ রাজা সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পরমা গতি অর্থাৎ মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হন ॥৫॥

প্রশ্ন—সংস্কৃত শাস্ত্রে রাজনীতি সম্পূর্ণ আছে অথবা অসম্পূর্ণ ?

উত্তর—পূর্ণ আছে। কারণ পৃথিবীতে যত প্রকার রাজনীতি চলিত আছে এবং চলিবে উক্ত সমস্তই সংস্কৃতশাস্ত্র হইতে গৃহীত। যে সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ (স্পষ্ট) লেখা নাই তাহার জন্য :—

প্রত্যহং লোকদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ ॥ মনুঃ ৮।৩॥

যে যে নিয়ম রাজার এবং প্রজার সুখকারক এবং ধর্ম্মসঙ্গত বিবেচিত হইবে, পূর্ণ বিদ্বান্‌দিগের রাজসভা তাদৃশ সমস্ত নিয়ম নিবদ্ধ করিবেন। পরন্তু নিম্নলিখিত বিষয়ে নিত্য মনোযোগ রাখিতে হইবে। সাধ্যানুসারে বাল্যাবস্থায় বিবাহ করিতে দিবে না, যুবাবস্থায়ও প্রসন্নতা ব্যতিরেকে বিবাহ করিবে না এবং করিতে দিবে না, যথাবৎ ব্রহ্মচর্য্যের সেবা করিবে এবং ব্যভিচার ও বহুবিবাহ নিবারণ করিবে। ইহাতে শরীরে ও আত্মায় সর্ব্বদা পূর্ণ-বল থাকিবে। কারণ যদি কেবল আত্মারই বল অর্থাৎ বিদ্যা এবং জ্ঞানেরই বৃদ্ধি করা যায় এবং শরীরের বল বৃদ্ধি না হয়, তবে একজন জ্ঞানী বলবান্ পুরুষ অন্য শত শত বিদ্বান্‌দিগকে জয় করিতে সমর্থ হয়। আর যদি কেবল শরীরের বলেরই বৃদ্ধি হয় এবং আত্মার বলের বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে বিদ্যার অভাব বশতঃ রাজ্য পালনে উত্তম ব্যবস্থা কখন হইতে পারে না এবং ব্যবস্থা ব্যতিরেকে সকলেই পরস্পর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিরোধ, বিবাদ এবং যুদ্ধ করতঃ নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এইজন্য সর্ব্বদা শরীরের এবং আত্মার বল বৃদ্ধি করা আবশ্যক। ব্যভিচার এবং অতিবিষয়াশক্তি যেরূপ বল এবং বুদ্ধিনাশক হয়, এরূপ আর কিছুই নহে। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দৃঢ়াঙ্গ এবং বলিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। কারণ ক্ষত্রিয়ও বিষয়াসক্ত হইলে রাজ্য ও ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া পড়িবে। ইহাও জানিতে হইবে যে "যথা রাজা তথা প্রজা" রাজা যেরূপ হন প্রজাও সেইরূপ হইয়া থাকে। এইজন্য রাজা এবং রাজপুরুষদিগের কখন দুষ্টাচার না করিয়া প্রতিদিন ধর্ম্ম এবং ন্যায়ানুসারে কার্য্য করতঃ সকলের সংশোধনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা অতিশয় কর্ত্তব্য।

এ স্থলে সংক্ষেপতঃ রাজধর্ম্মের বর্ণন করা হইল। বেদ, মনুস্মৃতির সপ্তম, অষ্টম এবং নবম অধ্যায়, শুক্রনীতি, বিদুরপ্রজাগর, এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব্বস্থিত রাজধর্ম্ম এবং আপদ্ধর্ম্ম ইত্যাদি পুস্তকে বিশেষ দর্শন করিয়া পূর্ণ রাজনীতি অবগত হইয়া মাণ্ডলিক অর্থাৎ সার্ব্বভৌম এবং চক্রবর্ত্তী রাজা রাজ্য করিবেন এবং এইরূপ মনে করিবেন যে "বয়ং প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম"। (ইহা যজুর্ব্বেদের বচন) "আমি প্রজাপতি অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রজা এবং পরমাত্মা আমার রাজা। আমি তাঁহার কিঙ্কর এবং ভৃত্যতুল্য। তিনিই কৃপা দৃষ্টি করিয়া আপনার সৃষ্টিমধ্যে আমাকে

রাজ্যাধিকারী করিয়া আমার হস্ত দ্বারা সত্য ও ন্যায়ের প্রবৃত্তি করাইবেন।" ইহার পর ঈশ্বর এবং বেদ বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে রাজধর্ম্ম বিষয়ে
ষষ্ঠঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥৬॥

অথ সপ্তম সমুল্লাসারম্ভঃ।

অথেশ্বরবেদবিষয়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥১॥ ঋঃ মঃ ১॥ সূঃ ১৬৪। মং ৩৯॥

ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥২॥ যজুঃ। অঃ ৪০। মঃ ১॥

অহম্ভুবং বসুনঃ পূর্ব্ব্যস্পাতিরহং ধনানি সংজয়ামি শশ্বতঃ। মাং হবন্তে পিতরং ন জন্তবোঽহং দাশুষে বিভজামি ভোজনম্ ॥৩॥

অহমিন্দ্রো ন পরাজিগ্য ইদ্ধনং ন মৃত্যবেঽবতস্থে কদাচন। সোমমিন্মা-সুন্বন্তো যাচতা বসু ন মে পূরবঃ সখ্যে রিষাথন ॥৪॥ ঋঃ। মঃ ১০। সূঃ ৪৮। মং ১।৫॥

(ঋচো অক্ষরে) ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষাসময়ে এই মন্ত্রের অর্থ লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি সকল দিব্যগুণ, কর্ম্ম, স্বভাব ও বিদ্যা যুক্ত, যাহাতে পৃথিবী সূর্য্য আদি লোক সংস্থিত আছে, যিনি আকাশের তুল্য ব্যাপক এবং দেবতাগণেরও দেবতা, যে মনুষ্য সেই পরমেশ্বরকে জানে না এবং তাঁহার ধ্যান করে না সেই নাস্তিক মন্দমতি সর্ব্বদা দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়; এই জন্য সর্ব্বদা তাঁহাকে জানিলেই মনুষ্য সুখী হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—বেদে অনেক ঈশ্বরের নির্দ্দেশ আছে ইহা আপনি স্বীকার করেন কিনা?

উত্তর—স্বীকার করি না। কারণ, চারি বেদে এমন কোন স্থলেই লিখিত নাই যাহাতে অনেক ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে। বরং ইহাই লিখিত আছে যে ঈশ্বর একমাত্র।

প্রশ্ন—বেদে যে অনেক দেবতার বিষয় লিখিত আছে উহার অভিপ্রায় কি?

উত্তর—দেবতা অর্থে দিব্যগুণযুক্ত বুঝায়, যেরূপ পৃথিবী। পরন্তু কোন স্থলে ইহা ঈশ্বরের তুল্য উপাসনীয় বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। এই দেখ উপরোক্ত মন্ত্রে লিখিত আছে সমস্ত দেবতা তাঁহাতে স্থিত। ইহাতে দেখিবে যে ঐ সকল দেবতা জানিবার যোগ্য এবং ঈশ্বরই কেবলউপাসনার যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। দেবতা শব্দে ঈশ্বর গ্রহণ করিলে ভ্রম হইবে। পরমেশ্বর দেবতাদিগের দেবতা বলিয়া মহাদেব বলিয়া কথিত হন। এইজন্য কথিত হয় যে তিনিই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা, ন্যায়াধীশ এবং অধিষ্ঠাতা। বেদে যে "ত্রয়স্ত্রিংশত্রিশতাং" ইত্যাদি প্রমাণ আছে, শতপথ ব্রাহ্মণে উহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তেত্রিশ দেব, যথা—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্য এবং নক্ষত্রসকল, সৃষ্টির নিবাসস্থান বলিয়া ইহাদিগকে অষ্টাবসু কহে; প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকল, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এবং জীবাত্মা এই একাদশরুদ্র, শরীর ত্যাগের সময় ইহারা রোদন করায় বলিয়া ইহাদিগকে রুদ্র কহে; দ্বাদশ আদিত্য, সকলের আয়ুকে গ্রহণ করে বলিয়া সংবৎসরের দ্বাদশ মাসের নাম দ্বাদশ আদিত্য; ইন্দ্র, পরম ঐশ্বর্য্যের হেতু বলিয়া বিদ্যুৎকে ইন্দ্র বলা হয়; প্রজাপতি, যজ্ঞকে প্রজাপতি বলিবার কারণ যে ইহা হইতে বায়ু, বৃষ্টি, জল ও ওষধির বিশুদ্ধি, বিদ্বান্‌দিগের সৎকার এবং নানা প্রকারের শিল্পবিদ্যা অথবা প্রজাপালন হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহের যোগ বশতঃ এই তেত্রিশটীকে দেব কহা যায়। ইহাদিগের স্বামী এবং সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া পরমাত্মা চতুস্ত্রিংশ উপাস্য দেবতা—ইহা শতপথের চতুর্দ্দশ কাণ্ডে স্পষ্ট লিখিত আছে। তদ্রূপ অন্যত্রও লিখিত আছে। এই সকল শাস্ত্র দেখিলে বেদে অনেক ঈশ্বরের উল্লেখ আছে এরূপ ভ্রমজালে পতিত হইয়া লোকে বৃথা বাক্য প্রয়োগ করিবে না ॥১॥

হে মনুষ্য! যিনি এই সংসারে যতপ্রকার জগৎ আছে তাহাদের সকলে ব্যাপ্ত আছেন তিনিই ঈশ্বর। তাঁহাকে ভয় করিয়া তুমি অন্যায়রূপে কাহারও ধনাকাঙ্ক্ষা করিও না এবং তাদৃশ অন্যায়াচরণ ত্যাগ করিয়া ন্যায়াচরণ রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আধ্যাত্মিক আনন্দ ভোগ কর ॥২॥

ঈশ্বর সকলকে উপদেশ করিতেছেন যে "হে মনুষ্যগণ! আমি (ঈশ্বর) সকলের পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকিয়া সমস্ত জগতের পতিরূপে অবস্থান করি, আমিই সনাতন জগৎকারণ এবং সমস্ত ধনের বিজয়কর্ত্তা ও দাতা। সন্তান যেরূপ পিতাকে সম্বোধন করে তদ্রূপ সকল জীব আমাকে সম্বোধন করুক, আমিই সুখদাতা এবং জগতের জন্য নানাবিধ ভোজনদ্রব্যের বিভাগ কর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তা ॥৩॥

আমি পরমৈশ্বর্য্যবান্ সূর্য্যসদৃশ সমস্ত জগতের প্রকাশক, আমি কখন পরাজয় অথবা মৃত্যু প্রাপ্ত হই না, আমিই জগৎস্বরূপ ধনের নির্ম্মাতা। আমাকে সমস্ত জগতের উৎপত্তি-কর্ত্তা বলিয়া জানিবে। হে জীবগণ! তোমরা ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিতে যত্নবান্ হইয়া আমার নিকট বিজ্ঞানাদি ধনের জন্য প্রার্থনা কর এবং আমার প্রতি মৈত্রভাব দেখাইতে বিরত হইও না। হে মনুষ্যগণ! সত্য-ভাষণ দ্বারা স্তুতি করে এমন মনুষ্যদিগকে সনাতন জ্ঞানাদি ধন দান করিয়া থাকি, আমি ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ প্রকাশ করি এবং বেদ আমাকে যথাবৎ ব্যাখ্যা করে। আমি উহাদ্বারা সকলের জ্ঞান বৃদ্ধি করি, আমি সৎপুরুষদিগের প্রেরক এবং যজ্ঞকর্ত্তাদিগের ফলদাতা। আমিই এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে তৎসমস্ত কার্য্যের নির্ম্মাণকর্ত্তা এবং ধারণকর্ত্তা। এইজন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার স্থানে আর কাহারও পূজা করিও না, কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া জানিও না অথবা স্বীকার করিও না।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

যজুঃ। অঃ ১৩। মঃ ৪॥

ইহা যজুর্ব্বেদের মন্ত্র। হে মনুষ্যগণ! যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে সূর্য্যাদি সমস্ত তেজোবিশিষ্ট লোকের উৎপত্তিস্থান এবং আধার, যিনি যত কিছু পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে এবং হইবে তৎসমূহের স্বামী আছেন এবং হইবেন এবং যিনি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত সকলের সৃষ্টি করিয়া ধারণ করিয়া আছেন, উক্ত সুখস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি যেরূপ ভক্তি করি তোমরাও তাদৃশ ভক্তি কর।

প্রশ্ন—আপনি ঈশ্বর ঈশ্বর করিতেছেন পরন্তু কিরূপে উহার সিদ্ধি করিতে পারেন?

উত্তর—সমস্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা।

প্রশ্ন—ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ কোনরূপে ঘটিতে পারে না।

উত্তর—

ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্। ন্যায়ঃ। অঃ ১। সূঃ ৪॥

ইহা গৌতম মহর্ষি কৃত ন্যায় দর্শনের সূত্র। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ এবং মনের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সুখ, দুঃখ এবং সত্যাসত্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উহা নির্ভ্রম হইলে উহাকে প্রত্যক্ষ কহা যায়। এক্ষণে বিচার করা আবশ্যক যে ইন্দ্রিয় এবং মনের দ্বারা গুণেরই প্রত্যক্ষ হয় গুণীর হয় না। যেরূপ ত্বগাদি চারি ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ, রূপ, রস, এবং গন্ধ জ্ঞান হওয়াতে আত্মাযুক্ত মনদ্বারা গুণবিশিষ্ট পৃথিবীর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সমস্তের এবং সৃষ্টি বিষয়ের রচনা বিশেষ প্রভৃতি ও জ্ঞানাদি গুণের প্রত্যক্ষ দ্বারা পরমেশ্বরেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যখন আত্মা মনকে এবং মন ইন্দ্রিয়দিগকে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত করে অথবা চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্মের কিম্বা পরোপকারাদি সৎকার্য্যের যে সময়ে আরম্ভ করা হয়, তখন জীবের ইচ্ছা ও জ্ঞানাদি উক্ত ইষ্ট বিষয়ে আসক্ত হয়। সেই সময়ে আত্মার মধ্যে দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠানে ভয়, শঙ্কা ও লজ্জা এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য নির্ভীকতা, নিঃশঙ্কতা, আনন্দ এবং উৎসাহ উৎপন্ন হয়। ইহা জীবাত্মা হইতে হয় না, পরন্তু পরমাত্মা হইতেই হইয়া থাকে। যখন জীবাত্মা শুদ্ধ হইয়া পরমাত্মার চিন্তায় তৎপর হয়, তখন উভয়েরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যখন পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ হয়, তখন অনুমানাদি দ্বারা যে পরমেশ্বরের জ্ঞান হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? কারণ কার্য্য দেখিয়াই কারণের অনুমান হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—ঈশ্বর কি ব্যাপক অথবা কোন দেশ বিশেষে অবস্থান করেন?

উত্তর—তিনি ব্যাপক। কারণ একদেশে অবস্থান করিলে সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বস্রষ্টা, এবং সকলের ধর্ত্তা প্রলয়কর্ত্তা হইতে পারেন না। অপ্রাপ্ত দেশে কর্ত্তার ক্রিয়া হইতে পারে না।

প্রশ্ন—পরমেশ্বর দয়ালু এবং ন্যায়কারী কি না ?

উত্তর—হাঁ।

প্রশ্ন—এই দুই গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ। ন্যায় করিলে দয়া এবং দয়া করিলে ন্যায় হইতে পারে না। কর্ম্মানুসারে অধিকও নহে অথবা ন্যূনও নহে এরূপ সুখ অথবা দুঃখ বিতরণ করাকে ন্যায় করা কহে এবং দণ্ড না দিয়া অপরাধীকে মুক্ত করাকে দয়া কহে।

উত্তর—ন্যায় এবং দয়া ইহা কেবল নাম মাত্রে ভিন্ন। কারণ ন্যায় দ্বারা যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, দয়া বশতঃ দণ্ডদ্বারাও সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে মনুষ্য অপরাধ করতঃ বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত না হইতে পারে। পরের দুঃখ মোচন করাকেই দয়া কহে। তুমি দয়া এবং ন্যায়ের যে অর্থ করিয়াছ উহা প্রকৃত নহে। যে যত গুরুতর দুষ্কার্য্য করিবে উহাকে তাদৃশ দণ্ড দেওয়া আবশ্যক এবং উহাকেই ন্যায় কহে। অপরাধীকে দণ্ড না দিলে দয়ার নাশ হইয়া পড়ে। কারণ একজন অপরাধী দস্যুকে ছাড়িয়া দিলে সহস্র ধর্ম্মাত্মা পুরুষকে কষ্ট দেওয়া হয়। এককে ছাড়িয়া দিয়া সহস্র ধার্ম্মিকের কষ্ট প্রদান করিলে দয়া কিরূপে হইতে পারে ? উক্ত দস্যুকে কারাগারে রাখিয়া পাপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করিলে উক্ত দস্যুর উপর অথবা উক্ত দস্যুকে বিনাশ করিলে অন্য সহস্র মনুষ্যের উপর দয়া প্রকাশিত হয় এবং উহাকেই দয়া কহে।

প্রশ্ন—তবে দয়া এবং ন্যায় দুই শব্দ কেন হইল ? উক্ত উভয়ের যদি অর্থ একই হইল, তবে দুই শব্দ হওয়া ব্যর্থ, এক শব্দই থাকা উত্তম ছিল। ইহা দ্বারা ইহাই জানা যায় যে দয়া এবং ন্যায়ের প্রয়োজন এক নহে।

উত্তর—এক অর্থের কি অনেক নাম এবং এক নামের কি অনেক অর্থ হয় না ?

প্রশ্ন—হইয়া থাকে।

উত্তর—তবে তোমার শঙ্কা কেন হইল ?

প্রশ্ন—সংসারে শুনিয়া থাকি এইজন্য।

উত্তর—সংসারে সত্য এবং মিথ্যা দুই প্রকারই শুনা যায়, পরন্তু উহার বিচার দ্বারা নিশ্চয় করা নিজের কার্য্য। দেখ ঈশ্বরের পূর্ণ দয়া এই যে তিনি সকল জীবের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য জগতে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন করিয়া দান করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আর অধিক দয়া কি হইতে পারে ? ন্যায়ের ফলও প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে সুখ ও দুঃখের ব্যবস্থা দ্বারা অধিক এবং ন্যূনতানুসারে ফলের প্রকাশ করিতেছেন। এই উভয়ের এই মাত্র প্রভেদ যে মনে সমস্ত সুখোৎপত্তির এবং দুঃখনাশের ইচ্ছা এবং ক্রিয়াকে দয়া এবং বাহ্য চেষ্টা অর্থাৎ বন্ধন ছেদনাদি দণ্ডবিধানের নাম ন্যায় কহা যায়। সকলকে পাপ এবং দুঃখ হইতে পৃথক্ করা উভয়েরই একমাত্র প্রয়োজন।

প্রশ্ন—ঈশ্বর সাকার অথবা নিরাকার ?

উত্তর—নিরাকার, কারণ সাকার হইলে ব্যাপক হইতে পারে না এবং ব্যাপক না হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ থাকিতে পারে না। কারণ পরিমিত বস্তুর গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবও পরিমিত হইয়া থাকে এবং শীতোষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, দোষ, ছেদন ও ভেদনাদি হইতে পৃথক্ হইতে পারে

না। ঈশ্বর যে নিরাকার ইহা নিশ্চিত। সাকার হইলে তাঁহার নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষুরাদি অবয়ব-নির্ম্মাতা দ্বিতীয় থাকা আবশ্যক ; কারণ সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হইলে সংযোগকর্ত্তা কোন নিরাকার চেতন অবশ্য হওয়া উচিত। যদি কেহ বলেন ঈশ্বর আপনার ইচ্ছাতেই স্বয়ং আপনার শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা হইলেও ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে শরীর নির্ম্মাণের পূর্ব্বে তিনি নিরাকার ছিলেন। সুতরাং পরমেশ্বর কখনও শরীর ধারণ করেন না, পরন্তু নিরাকার হইয়া সমস্ত জগতের সূক্ষ্ম কারণ হইতে স্থূলাকার সৃষ্টি করেন।

প্রশ্ন—ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ কিনা ?

উত্তর—হাঁ, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ; কিন্তু তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের অর্থ যেরূপ জান তদ্রূপ নহে। সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের এই অর্থ যে তিনি আপনার কার্য্যে অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি এবং সকল জীবের পাপ পুণ্যের ব্যবস্থা করিতে কাহারও নিকট হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়তা গ্রহণ করেন না অর্থাৎ আপনার অনন্ত সামর্থ্য দ্বারা আপনার কার্য্য পূর্ণ করিয়া লন।

প্রশ্ন—আমি এইরূপ মনে করি যে ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করেন, কারণ তাঁহার উপর দ্বিতীয় কেহ নাই।

উত্তর—তিনি কি ইচ্ছা করেন ? যদি তুমি বল যে তিনি সকলই ইচ্ছা করেন এবং করিতে পারেন, তবে আমি জিজ্ঞাসা করি যে পরমেশ্বর কি আপনাকে বিনাশ করিতে, অনেক ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে, অবিদ্বান্ হইতে এবং চৌর্য্য ও ব্যভিচারাদি পাপকর্ম্ম করিয়া দুঃখিত হইতে পারেন ? এই সকল কার্য্য যেরূপ ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবের বিরুদ্ধ বলিয়া হইতে পারে না, তদ্রূপ তোমার কথিত যে ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারেন, ইহাও হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের আমি যে অর্থ করিয়াছি উহাই প্রকৃত অর্থ।

প্রশ্ন—ঈশ্বর আদি অথবা অনাদি ?

উত্তর—অনাদি। যাহার কোন আদি কারণ অথবা (পূর্ব্ব) সময় নাই তাহাকে অনাদি কহে। প্রথম সমুল্লাসে এই সকল অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই স্থলে দেখিবে।

প্রশ্ন—পরমেশ্বর কি ইচ্ছা করেন ?

উত্তর—সকলের জন্য কল্যাণ এবং সুখ ইচ্ছা করেন। পরন্তু উহা স্বতন্ত্রতার সহিত করিতে ইচ্ছা করেন, পাপ ব্যতিরেকে কাহাকেও পরাধীন করেন না।

প্রশ্ন—পরমেশ্বরকে স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করা উচিত অথবা নহে ?

উত্তর—করা উচিত।

প্রশ্ন—স্তুতি করিলে কি ঈশ্বর আপনার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া স্তুতি এবং প্রার্থনাকারীর পাপ মোচন করিবেন ?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—তবে স্তুতি অথবা প্রার্থনা কেন করিবে ?

উত্তর—উহা করিবার ফল অন্যরূপ।

প্রশ্ন—কিরূপ ?

উত্তর—স্তুতি হইতে ঈশ্বরে প্রীতি এবং তাঁহার গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব দ্বারা নিজের গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবের সংশোধন, প্রার্থনা হইতে নিরভিমানিতা, উৎসাহ এবং সাহায্য লাভ এবং উপাসনা হইতে পরব্রহ্মে ঐক্য এবং তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে !

প্রশ্ন—ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিন।

উত্তর—যেমন—

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরঙ্ং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছা-
শ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

যজুঃ। অঃ ৪০। মং ৮॥

(ঈশ্বরের স্তুতি) পরমাত্মা সকল বস্তুতে ব্যাপক, শীঘ্রকারী, অনন্ত বলবান্, শুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্যামী, সর্ব্বোপরি বিরাজমান, সনাতন এবং স্বয়ংসিদ্ধ এবং তিনি স্বয়ং জীবাদি সনাতন অনাদি প্রজাদিগকে আপনার সনাতন বিদ্যা দ্বারা বেদ প্রকাশকরতঃ অর্থবোধ করাইতেছেন ইত্যাদিকে সগুণস্তুতি কহে অর্থাৎ কোন গুণের সহিত পরমেশ্বরের স্তুতিকে সগুণস্তুতি কহে। (অকায়) অর্থাৎ তিনি কখন শরীর ধারণ বা জন্মগ্রহণ করেন না এবং তাঁহাতে ছিদ্র অথবা নাড়ী আদির বন্ধন নাই, তিনি পাপাচরণ করেন না, তাঁহাতে ক্লেশ, দুঃখ, অজ্ঞানতা নাই, ইত্যাদি রূপ রাগ দ্বেষাদি কোন গুণ হইতে তাঁহাকে পৃথক্ মনে করিয়া স্তুতি করাকে নিগুর্ণস্তুতি কহে। ইহা দ্বারা আপনার গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব স্থির করিতে হইবে। অর্থাৎ তিনি যেমন ন্যায়কারী নিজেও তাদৃশ ন্যায়কারী হইবে। অন্যথা কেবল "ভাটের" ন্যায় পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিতে থাকিবে অথচ নিজের চরিত্র সংশোধন হইবে না এরূপ স্থলে স্তুতি করা ব্যর্থ। প্রার্থনা—

যাং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে। তয়ামামদ্য মেধয়াঽগ্নে মেধাবিনং কুরু স্বাহা ॥১॥ যজুঃ অঃ ৩২। মঃ ১৪॥

তেজোঽসি তেজোময়ি ধেহি। বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি। মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহো-ঽসি সহো ময়ি ধেহি ॥২॥ যজুঃ। অঃ ১৯। মঃ ৯॥

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবন্তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকন্তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥৩॥

যেন কর্ম্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ। যদপূর্ব্বং যক্ষ-মন্তঃ প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥৪॥

যৎ প্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ যজ্ জ্যোতিরন্তরমৃতং প্রজাসু। যস্মান্নঋতে কিঞ্চন কর্ম্ম ক্রিয়তে, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥৫॥

যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্। যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥৬॥

যস্মিন্নৃচঃ সাম যজূꣳষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ। যস্মিꣳশ্চিত্তꣳ সর্ব্বমোতং প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥৭॥

সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেঽভীশুভির্বাজিনঽইব। হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥৮॥ যজুঃ। অঃ ৩৪। মঃ ১।২।৩।৪।৫।৬॥

হে অগ্নে! অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ পরমেশ্বর! বিদ্বান্, জ্ঞানী এবং যোগিগণ যে বুদ্ধির উপাসনা করেন, তুমি কৃপা করিয়া এখন আমাকে সেই বুদ্ধি দাও ॥১॥

তুমি প্রকাশস্বরূপ অতএব আমার উপর কৃপা করিয়া প্রকাশ বিস্তার কর। তুমি অনন্ত পরাক্রমযুক্ত অতএব কৃপা করিয়া আমার প্রতি পূর্ণ পরাক্রম বিধান কর। তুমি অনন্ত বলযুক্ত অতএব আমাকে বল প্রদান কর। তুমি অনন্ত সামর্থ্যযুক্ত অতএব আমাকে পূর্ণ সামর্থ্য প্রদান কর। তুমি দুষ্কর্ম্মের উপর এবং দুষ্কর্ম্মকারীদিগের উপর ক্রোধকারী; আমাকেও তদ্রূপ কর। তুমি নিন্দা, স্তুতি এবং স্বাপরাধীদিগকে ক্ষমা কর; কৃপা করিয়া আমাকেও তদ্রূপ কর ॥২॥

হে দয়ানিধে! তোমার কৃপা বশতঃ আমার মন জাগ্রৎ অবস্থায় দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করে এবং দিব্যগুণযুক্ত থাকে, এবং সুপ্তাবস্থায় সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয় অথবা স্বপ্নে দূর গমনের তুল্য ব্যবহার করে। সকল প্রকাশকের প্রকাশক! আমার মন শিব সঙ্কল্পকারী হউক অর্থাৎ নিজের এবং অপর প্রাণীদিগের কল্যাণে সঙ্কল্পকারী হউক এবং কাহারও হানি করিবার ইচ্ছাযুক্ত না হউক ॥৩॥

যাহা দ্বারা ক্রিয়ানিষ্ঠ ধৈর্য্যযুক্ত বিদ্বানেরা যজ্ঞ এবং যুদ্ধাদি কার্য্য করিয়া থাকেন সেই অপূর্ব্ব সামর্থ্যযুক্ত, পূজনীয় এবং প্রজাদিগের অন্তরাবস্থিত আমার মন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার এবং অধর্ম্ম ত্যাগ করিবার ইচ্ছাযুক্ত হউক ॥৪॥

যাহা উৎকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত, অপরের জ্ঞানদায়ী ও নিশ্চয়াত্মক বৃত্তিবিশিষ্ট, যাহা প্রজাদিগের অন্তরে প্রকাশযুক্ত ও নাশরহিত, এবং যাহা ব্যতীত কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না তাদৃশ আমার মন শুদ্ধ গুণের ইচ্ছা করিয়া দুষ্ট গুণ হইতে পৃথক্ থাকুক ॥৫॥

হে জগদীশ্বর! যাহা দ্বারা যোগিগণ সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ব্যবহার জানিতে পারেন, যাহা নাশরহিত জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিয়া সর্ব্বপ্রকারে ত্রিকালজ্ঞ করে, যাহা দ্বারা জ্ঞানক্রিয়া উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও আত্মা যুক্ত থাকে এবং যাহা যোগরূপ যজ্ঞের বৃদ্ধি সম্পাদন করে, তাদৃশ আমার মন যোগবিজ্ঞানযুক্ত হইয়া বিদ্যাদি ক্লেশ হইতে পৃথক্ থাকুক ॥৬॥

হে পরম বিদ্বান্ পরমেশ্বর! তোমার কৃপা বশতঃ রথনাভিতে আরা সংলগ্ন থাকার ন্যায় যাহাতে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ এবং অথর্ব্ববেদ প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যাহা দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপক, প্রজাদিগের সাক্ষী চিত্ত এবং চেতন বিদিত হয় তাদৃশ আমার মন অবিদ্যার অভাবযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা বিদ্যা প্রিয় রহুক ॥৭॥

হে সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর! রশ্মি দ্বারা অশ্ব অথবা অশ্বনিয়ন্তা সারথি কর্ত্তৃক অশ্ব যেরূপ চালিত হয় তদ্রূপ যাহা মনুষ্যদিগকে ইতঃস্ততঃ চালিত করিয়া থাকে এবং যাহা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত গতিমান এবং অত্যন্ত বেগবান্, আমার সেই মন ইন্দ্রিয়দিগকে অধর্ম্মাচরণ হইতে রোধ করতঃ সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে চালিত করুক; তুমি এইরূপ কৃপা কর ॥৮॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়েঽঅস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্ম-জ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম॥ যজুঃ। অঃ ৪০। মং ১৬॥

হে সুখদাতা স্বপ্রকাশস্বরূপ এবং সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মন্; তুমি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠমার্গ—পূর্ণ প্রজ্ঞা প্রাপ্ত করাইবে এবং আমাদিগের যে সকল কুটিল পাপাচরণরূপ মার্গ আছে উহা পৃথক্ করিবে বলিয়া আমরা নম্রভাবে তোমার অনেক স্তুতি করিতেছি। তুমি আমাদিগকে পবিত্র কর।

মা নো মহান্তমুত মা নোঽঅর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্। মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ॥

যজুঃ। অঃ ১৬। মঃ ১৫।

হে রুদ্র! দুষ্টদিগের দুঃখস্বরূপ পাপের ফল প্রদান করতঃ রোদন উৎপাদনকারী তুমি আমার জন্য মহৎ এবং নীচ জনকে সন্তান, পিতা, মাতা, প্রিয় বন্ধুবর্গ এবং শরীরকে বিনাশ করিবার জন্য প্রেরিত করিও না। যাহাতে আমি তোমার নিকট দণ্ডনীয় না হই, এরূপ মার্গে আমাকে চালিত কর॥

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি॥

শতপথ ব্রাং। ১৪।৩।১।৩০॥

হে পরমগুরু পরমেশ্বর! তুমি আমাকে অসৎ মার্গ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সন্মার্গে প্রবৃত্ত কর, অবিদ্যান্ধকার নিবারণ করিয়া বিদ্যারূপ সূর্য্যকে, এবং মৃত্যু ও রোগ হইতে পৃথক্ করিয়া মোক্ষানন্দরূপ অমৃতকে প্রাপ্ত করাও। যে যে দোষ অথবা দুর্গুণ হইতে পরমেশ্বরকে এবং আপনাকে পৃথক্ মনে করিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয় উহা বিধিনিষেধানুসারে সগুণ ও নির্গুণ প্রার্থনা। মনুষ্য যে বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিবে তাহা কার্য্যকরী করিবার প্রযত্ন করিতে হইবে। যদি সর্ব্বোত্তম বুদ্ধি প্রাপ্তির জন্য পরমেশ্বরকে প্রার্থনা করা যায়, তবে উহার জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন করিতে হইবে। আপনার পুরুষার্থের সঙ্গে প্রার্থনা করা উচিত। এরূপ প্রার্থনা কখন করিবে না এবং পরমেশ্বরও তাহা স্বীকার করিবেন না যেরূপ "হে পরমেশ্বর! তুমি আমার

শত্রু নাশ কর, আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কর, আমারই প্রতিষ্ঠা হউক এবং সকলে আমার অধীন হউক" ইত্যাদি। দুই শত্রুই পরস্পরের নাশের জন্য প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর কি উভয়েরই নাশ করিবেন? যদি কেহ বলেন যে যাহার প্রেম অধিক তাহারই প্রার্থনা সফল হয়, তাহা হইলে আমিও বলিতে পারি যে যাহার প্রেম ন্যূন হইবে উহার শত্রুরও ন্যূন নাশ হওয়া উচিত। এইরূপ মূর্খতা বশতঃ প্রার্থনা করিতে করিতে কেহ হয়ত এরূপ প্রার্থনাও করিয়া বসিবেন যে "হে পরমেশ্বর! তুমি আমার জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া ভোজন করাও, আমার গৃহের মার্জ্জনা কর, আমার বস্ত্র ধৌত কর এবং আমার চাষবাসও করিয়া দাও" ইত্যাদি। এইরূপে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া যে আলস্য বশতঃ নিশ্চেষ্ট থাকে সে মহামূর্খ। কারণ পুরুষার্থ করিবার জন্য পরমেশ্বরের যে আজ্ঞা আছে যে তাহা উল্লঙ্ঘন করে সে কখন সুখলাভ করিবে না॥ যেমন—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতꣳ সমাঃ॥ যজুঃ। অঃ ৪০। মঃ ২॥

পরমেশ্বর আজ্ঞা করিতেছেন যে মনুষ্য শত বর্ষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন কর্ম্মকরতঃ জীবনের ইচ্ছা করিবে, কখন আলস্য পরতন্ত্র হইবে না। দেখ, সৃষ্টি মধ্যে যত প্রাণী অথবা অপ্রাণী আছে উহারা আপনার আপনার কর্ম্মেও যত্ন করিয়াই অবস্থান করিতেছে। পিপীলিকা প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রযত্ন করে, পৃথিবী প্রভৃতি সর্ব্বদা চলিত থাকে এবং বৃক্ষাদি সর্ব্বদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যেরও এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পুরুষার্থকারী পুরুষেরা যেমন অপরকেও সাহায্য করিতে পারে, তদ্রূপ ঈশ্বরও ধর্ম্মানুসারে পুরুষার্থকারী পুরুষের সাহায্য করেন। যেমন কর্ম্মক্ষম পুরুষকেই ভৃত্য নিযুক্ত করা হয়, আলস্যপরতন্ত্রকে করা হয় না এবং দর্শনের ইচ্ছাযুক্ত নেত্রবান্ পুরুষকেই প্রদর্শন করা হয় ও অন্ধকে করা হয় না, তদ্রূপ পরমেশ্বরও উপকার করিবার প্রার্থনাতেই সাহায্য করেন ও হানিকারক কার্য্যে সহায়তা করেন না। যদি কেহ কেবলমাত্র বলেন যে গুড় মিষ্ট তাহা হইলে তাঁহার গুড় প্রাপ্তি অথবা তাহার স্বাদ লাভ কখন হয় না, কিন্তু যে প্রযত্ন করে তাঁহারই শীঘ্র অথবা বিলম্বে গুড় প্রাপ্তি হয়। এখন তৃতীয়তঃ উপাসনা—

সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ। ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা স্বয়ন্তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥

ইহা উপনিষদের বচন। যে পুরুষের সমাধিযোগবশতঃ অবিদ্যাদি মল নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যিনি আত্মস্থ হইয়া পরমাত্মবিষয়ে চিত্ত সংলগ্ন করিয়াছেন, পরমাত্মযোগ বশতঃ ইহাতে যে সুখ হয়, তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণন করা যায় না; কারণ জীবাত্মা স্বীয় অন্তঃকরণ দ্বারা উক্ত আনন্দ অনুভব করে। উপাসনা শব্দের অর্থ সমীপস্থ হওয়া। অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা পরমাত্মার সমীপস্থ হইতে এবং তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্য্যামীরূপে প্রত্যক্ষ করিতে যে যে কার্য্য করিতে হয় তৎসমস্ত করা আবশ্যক। অর্থাৎ :—

তত্রাঽহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহা যমাঃ॥

যোগশাস্ত্রে সাধনপাদে। সূঃ ৩০।

ইহা পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের সূত্র। যিনি উপাসনা আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রারম্ভে এইরূপ করিবেন যে কাহারও সহিত বৈর রাখিবেন না, সর্ব্বদা সকলের উপর প্রীতি প্রকাশ করিবেন, সত্য কহিবেন, মিথ্যা বলিবেন না, চৌর্য্য করিবেন না, সত্য ব্যবহার করিবেন, জিতেন্দ্রিয় হইবেন, লম্পট হইবেন না এবং নিরভিমানী থাকিবেন, কখন অভিমান করিবেন না। এই পঞ্চ প্রকার যম মিলিয়া উপাসনা যোগের প্রথম অঙ্গ হইয়া থাকে।

শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥

যোগশাস্ত্রে সাধনপাদে। সূঃ ৩২ ॥

রাগ দ্বেষ পরিহার করিয়া অন্তরে এবং জলাদি দ্বারা বাহিরে পবিত্র থাকিবে, ধর্ম্মানুসারে পুরুষার্থ করতঃ লাভে প্রসন্নতা অথবা হানিতে অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিবে না, প্রসন্ন হইয়া আলস্য ত্যাগ করতঃ পুরুষার্থ করিবে। সুখ ও দুঃখ সর্ব্বদা সহ্য করিবে। ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে ও অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। সর্ব্বদা সত্যশাস্ত্র পড়িবে এবং পড়াইবে, সৎ পুরুষের সঙ্গ করিবে। "ওঁ" এই পরমেশ্বরের নামের অর্থ চিন্তা করিবে, প্রতিদিন জপ করিবে এবং পরমেশ্বরের উপর তাঁহার আজ্ঞানুকূল হইয়া স্বীয় আত্মাকে সমর্পিত করিবে। এই পাঁচ প্রকার নিয়ম মিলিয়া উপাসনা যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ অভিহিত হয়। ইহার পর ছয় অঙ্গ বিষয়ে যোগশাস্ত্রে অথবা ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকায় (*) দেখিতে হইবে। উপাসনা করিবার প্রয়োজন হইলে নির্জ্জন শুদ্ধ স্থানে যাইয়া আসন করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে নিবৃত্ত করিবে এবং নাভিপ্রদেশে বা হৃদয়ে, কর্ণে, নেত্রে, শিখায়, অথবা পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থিত অস্থিতে মনকে স্থির করতঃ আপনার আত্মা ও পরমাত্মার চিন্তন করিয়া পরমাত্মায় মগ্ন হইয়া সংযমী হইবে। যখন মানুষ এই সাধন করে তখন তাহার আত্মা এবং অন্তঃকরণ পবিত্র হইয়া সত্যপূর্ণ হইয়া থাকে এবং প্রতিনিয়ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়া মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। যে অষ্ট প্রহরের মধ্যে এক ঘণ্টাও এইরূপ ধ্যান করে সে সর্ব্বদা উন্নতি প্রাপ্ত হয়। এস্থলে সর্ব্বজ্ঞাদি গুণের সহিত পরমেশ্বরের উপাসনাকে সগুণ এবং দ্বেষ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শাদি গুণ হইতে পৃথক্ মনে করিয়া অতি সূক্ষ্ম আত্মার ভিতরে এবং বাহিরে ব্যাপক পরমেশ্বরে দৃঢ়চিত্ত হওয়াকে নির্গুণ উপাসনা কহে। ইহার ফল এই যে শীতার্ত্ত পুরুষের যেরূপ অগ্নি সমীপে যাইবামাত্র শীত নিবৃত্তি হয় তদ্রূপ পরমেশ্বরের সমীপ প্রাপ্ত হইবা মাত্র মনুষ্যের সমস্ত দোষ ও দুঃখ নিবারিত হইয়া পরমেশ্বরের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের ন্যায় জীবাত্মার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব পবিত্র হইয়া যায়। এইজন্য পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার এইরূপে পৃথক্ ফল প্রাপ্তি হইবে, পরন্তু আত্মার বল এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে দুঃখ পাইলেও পর্ব্বতের সমান অবিচলিত ও অব্যাকুল হইবে এবং সকল সহ্য করিতে সমর্থ হইবে। ইহা কি সামান্য কথা? যে পরমেশ্বরকে স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করে না, সে কৃতঘ্ন এবং মহামূর্খ;

* ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকায় উপাসনা বিষয়ে ইহার বর্ণনা আছে।

কারণ যে পরমাত্মা এই জগতের সমস্ত পদার্থ জীবদিগের সুখের জন্য দিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার গুণ বিস্মৃত হওয়া অথবা ঈশ্বরকে স্বীকার না করা কৃতঘ্নতা এবং মূর্খতা মাত্র।

প্রশ্ন—যখন পরমেশ্বরের কর্ণ ও নেত্রাদি ইন্দ্রিয় নাই তখন তিনি উক্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কিরূপে করিতে পারেন?

উত্তর—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্। অঃ ৩। মঃ ১৯॥

ইহা উপনিষদের বচন। পরমেশ্বরের হস্ত নাই অথচ তিনি আপনার শক্তিরূপ হস্ত দ্বারা সকল রচনা করেন এবং সকল বস্তু গ্রহণ করেন, চরণ নাই অথচ তিনি ব্যাপক হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা বেগবান্, চক্ষুর্গোলক নাই অথচ সকল পদার্থই যথাবৎ দর্শন করেন। শ্রোত্র নাই অথচ সকল কথা শ্রবণ করেন এবং অন্তঃকরণ নাই অথচ সমস্ত জগৎ জানিতে পারেন। পূর্ণরূপে তাঁহাকে জানিতে পারে এমন কেহই নাই। তাঁহাকে সনাতন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণ পুরুষ বলা হয়। তিনি ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের কার্য্য নিজের সামর্থ্য দ্বারা করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন—অনেক লোকে তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় এবং নির্গুণ কহিয়া থাকেন।

উত্তর—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে নতৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্। অঃ ৬। মঃ ৮।

পরমেশ্বর হইতে কোন তদ্রূপ কার্য্য অথবা তাহার করণ অর্থাৎ সাধকতম দ্বিতীয় অপেক্ষিত নাই। তাঁহার তুল্য অথবা তাঁহার অধিক কেহ নাই। তাঁহার সর্ব্বোত্তম শক্তি অর্থাৎ যাহাতে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত বল এবং অনন্ত ক্রিয়া রহিয়াছে তাহাতে উহা স্বাভাবিক অর্থাৎ সহজ এইরূপ শুনা যায়। পরমেশ্বর নিষ্ক্রিয় হইলে তিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় করিতে পারেন না। এইজন্য তিনি বিভু এবং চেতন বলিয়া তাঁহাতে ক্রিয়াও আছে।

প্রশ্ন—তিনি যখন ক্রিয়া করেন, তখন সে ক্রিয়া অন্তবিশিষ্ট হইবে অথবা অনন্ত হইবে?

উত্তর—যে পরিমাণ দেশে এবং কালে ক্রিয়া করা উচিত মনে করেন, সেই পরিমাণ দেশে ও কালে ক্রিয়া করেন, তাহার অধিক অথবা ন্যূন করেন না, কারণ তিনি বিদ্বান্।

প্রশ্ন—পরমেশ্বর আপনার অন্ত জানেন অথবা জানেন না?

উত্তর—পরমাত্মা পূর্ণজ্ঞানী। জ্ঞান উহাকেই কহে যাহা দ্বারা যে যেমন তাহাকে তেমন জানা যায়, অর্থাৎ যে পদার্থ যে প্রকার তাহাকে সেই প্রকার জানার নাম জ্ঞান। পরমেশ্বর

অনন্ত; সুতরাং আপনাকে অনন্তরূপে জানাই জ্ঞান। তদ্বিরুদ্ধ হইলে অজ্ঞান অর্থাৎ অনন্তকে সান্ত এবং সান্তকে অনন্ত জানা ভ্রম। "যথার্থদর্শনং জ্ঞানমিতি" যাহার যেরূপ গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব, তৎ-পদার্থের তদ্রূপ জানা এবং মনে করাকেই জ্ঞান এবং বিজ্ঞান কহে এবং তদ্বিপরীতকে অজ্ঞান কহে। এইজন্য:—

ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।

যোগ সূঃ ॥ সমাধিপাদে সূঃ ২৪।

যিনি অবিদ্যাদি ক্লেশ, কুশল, অকুশল, ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্র ফলদায়ক কর্ম্মবাসনা হইতে পৃথক্, সেই জীব হইতে বিশিষ্ট পুরুষকে ঈশ্বর কহে।

প্রশ্ন—

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ সাংখ্য অঃ ১। সূঃ ১২ ॥

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥২॥ সাংখ্য অঃ ৫। সূঃ ১০ ॥

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্ ॥৩॥ সাংখ্য অঃ ৪। অঃ ৪। সূঃ ১১ ॥

প্রত্যক্ষসাধ্য নহে বলিয়া ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না ॥১॥

কারণ যখন প্রত্যক্ষ দ্বারা তাঁহার সিদ্ধ হয় না, তখন অনুমানাদি প্রমাণ সম্ভবে না ॥২॥

ব্যাপ্তি সম্বন্ধ হয় না বলিয়া অনুমান হইতে পারে না এবং প্রত্যক্ষানুমান হয় না বলিয়া শব্দ প্রমাণাদিও হইতে পারে না। এই সকল কারণবশতঃ ঈশ্বরসিদ্ধি হইতে পারে না।

উত্তর—এস্থলে ঈশ্বর সিদ্ধি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিষয়ক নহে এবং ঈশ্বরও জগতের উপাদান কারণ নহে। অন্য পুরুষ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ সর্ব্বত্র পূর্ণ বলিয়া পরমাত্মার নাম পুরুষ এবং শরীরে শয়ন করে বলিয়া জীবেরও নাম পুরুষ। কারণ, এই প্রকরণেই কথিত হইয়াছে যে—

প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ ॥১॥

সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যম্ ॥২॥

শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য ॥৩॥

সাংখ্য অঃ ৫। সূঃ ৮।৯।১২॥

পুরুষে প্রধান শক্তির যোগ হইলে পুরুষে সঙ্গাপত্তি হইয়া পড়ে অর্থাৎ প্রকৃতি যেরূপ সূক্ষ্মের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্যরূপে সঙ্গত রহিয়াছে. তদ্রূপ পরমেশ্বরও স্থূল হইয়া পড়ে। এইজন্য পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহে কিন্তু নিমিত্ত কারণ ॥১॥

চেতন হইতে জগতের উৎপত্তি হইলে, পরমেশ্বর যেরূপ সমগ্রৈশ্বর্য্যযুক্ত, সংসারেও তদ্রূপ সর্ব্বৈশ্বর্য্যের যোগ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এইজন্য পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহে কিন্তু নিমিত্ত কারণ ॥২॥

কারণ উপনিষদেও প্রধানকে জগতের উপাদান কারণ বলা হইয়াছে। যথা—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ ॥৩॥

ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ অঃ ৪। মং ৫॥ এর বচন।

জন্মরহিত, সত্ব, রজ এবং তমোরূপ প্রকৃতিই স্বরূপাকার দ্বারা বহুপ্রজারূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রকৃতি পরিণামিনী হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়॥ পুরুষ অপরিণামী হওয়াতে কখন অন্যরূপ হয় না এবং সর্ব্বদা কূটস্থ ও নির্বিকার থাকে। এইজন্য কপিলাচার্য্যকে যে অনীশ্বরবাদী কহে সে নিজেই অনীশ্বরবাদী, কপিলাচার্য্য নহে। মীমাংসা ধর্ম্মের ধর্ম্মী হইতে ঈশ্বর এবং বৈশেষিক ও ন্যায় আত্মা শব্দ হেতু অনীশ্বরবাদী নহে। কারণ যিনি সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত এবং "অততি সর্ব্বত্র ব্যাপ্নোতীত্যাত্মা" যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপক সর্ব্বজ্ঞত্বাদিধর্ম্মযুক্ত এবং সকল জীবের আত্মাস্বরূপ তাঁহাকে মীমাংসা, বৈশেষিক এবং ন্যায় ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করে।

প্রশ্ন—ঈশ্বর অবতার গ্রহণ করেন অথবা করেন না?

উত্তর—না। কারণ "অজ একপাৎ" "সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়ম" ইত্যাদি যজুর্ব্বেদের বচন হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন না।

প্রশ্ন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

ভঃ গীঃ। অঃ ৪। শ্লোঃ ৭॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন যে, যখন যখন ধর্ম্মের লোপ হয় তখন তখন আমি শরীর ধারণ করি।

উত্তর—এ বচন বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে না। ইহাও হইতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ধর্ম্মাত্মারূপে ধর্ম্মের রক্ষা ইচ্ছা করিয়া কহিতেছেন "আমি যুগে যুগে জন্ম লইয়া ধার্ম্মিকদিগকে রক্ষা এবং দুষ্টদিগকে বিনাশ করি।" ইহাতে কোন দোষ হয় না, কারণ "পরোপকায় সতাং বিভূতয়ঃ" সৎলোকের দেহ, মন এবং ধন পরোপকারের জন্য হইয়া থাকে। তথাপি ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর প্রমাণিত হইতে পারে না।

প্রশ্ন—যদি এরূপ হইল তবে সংসারে কেন ঈশ্বরের চতুর্ব্বিংশতি অবতার হয় এবং ইহাকে কেন অবতার বলিয়া স্বীকার করে?

উত্তর—বেদার্থ না জানা বশতঃ সম্প্রদায়ী লোকদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য এবং নিজে অবিদ্বান্ হওয়াতে ভ্রমজালে পতিত হইয়া এইরূপ অপ্রামাণিক কথা বলে এবং স্বয়ং বিশ্বাস করে।

প্রশ্ন—ঈশ্বর অবতার না হইলে কংস ও রাবণাদি দুষ্টদিগের কিরূপে নাশ হইতে পারে?

উত্তর—প্রথমতঃ যে জন্ম গ্রহণ করে সে অবশ্য মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ঈশ্বর অবতার শরীর ধারণ ব্যতিরেকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় করিতেছেন তাঁহার সমক্ষে কংস এবং

রাবণাদি এক কপর্দ্দকেরও তুল্য নহে। তিনি সর্ব্বব্যাপক হইয়া কংস ও রাবণাদির শরীরেও পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। যখনই তাঁহার ইচ্ছা হইবে তখনই মর্ম্মচ্ছেদন করিয়া নাশ করিতে পারেন। আত্মা, এই অনন্ত গুণ কর্ম্ম স্বভাবযুক্ত পরমাত্মাকে এক ক্ষুদ্র জীবের বিনাশের জন্য যে জন্ম ও মরণযুক্ত কহে মূর্খতা ভিন্ন তাহার আর কোন বিশেষ তুলনা কি দেওয়া যাইতে পারে? যদি কেহ বলেন যে তিনি ভক্তকে উদ্ধার করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন, তবে তাহাও সত্য নহে, কারণ যে ভক্ত ঈশ্বরের আজ্ঞানুকূল হইয়া চলে, তাহার উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বরের পূর্ণ সামর্থ্য আছে। ঈশ্বরের পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্যাদি জগৎ নির্ম্মাণ ধারণ প্রলয়রূপ কার্য্য অপেক্ষা কংস ও রাবণাদি বধ অথবা গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বত উত্থাপন কি গুরুতর কার্য্য? যদি কেহ এই সৃষ্টি বিষয়ে পরমেশ্বরের কার্য্য চিন্তা করে তাহা হইলে সে বুঝিবে যে "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি" ঈশ্বরের তুল্য কেহ নাই এবং হইবে না। যুক্তি দ্বারাও ঈশ্বরের জন্ম সিদ্ধ হয় না। যদি কেহ আকাশ সম্বন্ধে কহে যে আকাশ গর্ভস্থ হইল অথবা মুষ্টি দ্বারা ধৃত হইল তাহা হইলে সে কথা কখন সত্য হইতে পারে না; কারণ আকাশ অনন্ত এবং সর্ব্বব্যাপক। সুতরাং আকাশ বাহিরে আসিতে পারে না অথবা ভিতরে যাইতে পারে না। অনন্ত সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা তদ্রূপ বলিয়া তাঁহার আগমন অথবা প্রত্যাগমন কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। যে স্থলে বস্তু নাই সেই স্থলেই সে বস্তুর আগমন এবং প্রত্যাগমন হইতে পারে। পরমেশ্বর কি গর্ভে নাই যে অন্যত্র হইতে সেই স্থলে আসিবেন? তিনি কি বাহিরে ছিলেন না যে এক্ষণে ভিতর হইতে নিষ্ক্রমণ করিবেন? ঈশ্বর বিষয়ে এরূপ বলা এবং বিশ্বাস করা বিদ্যাহীন ব্যতিরেকে কেহই পারে না। এই জন্য পরমেশ্বরের আগমন প্রত্যাগমন ও জন্ম মরণ কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং যীশুখৃষ্ট প্রভৃতিও ঈশ্বরের অবতার নহেন এরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ তাঁহার রাগ, দ্বেষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক, সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মরণাদি গুণযুক্ত থাকাতে মনুষ্যই ছিলেন।

প্রশ্ন—ঈশ্বর আপনার ভক্তদিগের কি পাপ ক্ষমা করেন অথবা করেন না?

উত্তর—না। কারণ পাপ ক্ষমা করিলে তাঁহার "ন্যায়কারিতা" বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সকল মনুষ্য মহাপাপী হইয়া পড়ে। কারণ ক্ষমার কথা শুনিয়াই উহাদিগের পাপ বিষয়ে নির্ভীকতা এবং উৎসাহ হইবে। রাজা যদি অপরাধ ক্ষমা করেন তাহা হইলে লোকে উৎসাহ পূর্ব্বক অধিক এবং গুরুতর পাপ করিতে থাকে; কারণ রাজা স্বয়ং অপরাধ ক্ষমা করিলে লোকে মনে করিবে যে আমরা কৃতাঞ্জলি প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা নিজের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া লইব। এইরূপে যে অপরাধ করে না সেও অপরাধ করিতে ভয় না পাইয়া পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। এইজন্য সকল কার্য্যের যথোচিত ফল দেওয়াই ঈশ্বরের কার্য্য, ক্ষমা করা তাঁহার কার্য্য নহে।

প্রশ্ন—জীব স্বতন্ত্র না পরতন্ত্র?

উত্তর—আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়ে স্বতন্ত্র এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাবিষয়ে পরতন্ত্র। "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" ইহা পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র; যে স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন সেই কর্ত্তা।

প্রশ্ন—স্বতন্ত্র কাহাকে কহা যায়?

উত্তর—শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকণাদি যাহার অধীন। স্বতন্ত্র না হইলে কাহারও পাপ ও পুণ্যের ফল প্রাপ্তি হইতে পারে না। কারণ যেরূপ স্বামী অথবা সেনাধ্যক্ষের আজ্ঞা অথবা প্রেরণাবশতঃ ভৃত্য যুদ্ধে বহু পুরুষকে বিনাশ করিয়া অপরাধী হয় না তদ্রূপ পরমেশ্বরেরই প্রেরণা অথবা অধীনতাবশতঃ কার্য্য সিদ্ধ হইলে জীবের পাপ ও পুণ্য ঘটে না। উহার ফলেরও প্রেরক পরমেশ্বর হইবেন এবং স্বর্গ ও নরক অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তিও পরমেশ্বরের হইবে। যদি কোন মনুষ্য শস্ত্র দ্বারা কাহাকেও বিনাশ করে, তাহা হইলে বিনাশকর্ত্তাই ধৃত হয় এবং দণ্ড পায় এবং শস্ত্রের কিছু হয় না। তদ্রূপ পরাধীন জীব পাপ পুণ্যের ভাগী হইতে পারে না। এইজন্য আপনার সামর্থ্যানুকূল কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ে জীব স্বতন্ত্র। কিন্তু পাপ অনুষ্ঠিত হইলেই ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে পরাধীন হইয়া পাপের ফলভোগ করে। এইরূপ কর্ম্ম বিষয়ে জীব স্বতন্ত্র এবং পাপের দুঃখ রূপ ফলভোগ বিষয়ে পরতন্ত্র হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—পরমেশ্বর জীবকে সৃষ্টি না করিলে এবং সামর্থ্য না দিলে জীব কিছু করিতে পারিত না, সুতরাং পরমেশ্বরেরই প্রেরণাবশতঃ জীব কর্ম্ম করিয়া থাকে।

উত্তর—জীব কখন উৎপন্ন হয় নাই, ঈশ্বর এবং জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ যেরূপ অনাদি উহাও সেইরূপ অনাদি। জীবের শরীর এবং ইন্দ্রিয়গোলক ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন বটে কিন্তু এ সমস্ত জীবের অধীন। কেহ কর্ম্ম, মন অথবা বাক্য দ্বারা পাপ করিলে সেই ভোগ করে, ঈশ্বর করেন না। কেহ পর্ব্বত হইতে লৌহ বাহির করিল, উহা ব্যবসায়ী লইল, তাহার দোকান হইতে কর্ম্মকার লইয়া তরবারি প্রস্তুত করিল এবং অবশেষে একজন সিপাহী উহা গ্রহণ করিয়া একজনকে বিনাশ করিল। এরূপ স্থলে লৌহের উৎপত্তিকর্ত্তা, উহার গ্রাহক, তরবারি নির্ম্মাতা অথবা তরবারিকে ধৃত করিয়া রাজা দণ্ড দেন না, কিন্তু যে তরবারি দ্বারা বিনাশ করিয়াছে সে যেরূপ দণ্ড পায়, তদ্রূপ শরীরাদির উৎপত্তিকর্ত্তা পরমেশ্বর উক্ত কর্ম্মের ভোক্তা নহেন কিন্তু জীবকেই ভোগ করান। পরমেশ্বর কর্ম্ম করিলে জীব পাপ করিতে পারিত না; কারণ পরমেশ্বর পবিত্র এবং ধার্ম্মিক হওয়াতে কোন জীবকে পাপ করিতে প্রেরণা করিতেন না। এইজন্য জীব আপনার কার্য্য করিতে স্বতন্ত্র। জীব যেরূপ নিজ কার্য্য করিতে স্বতন্ত্র পরমেশ্বরও তদ্রূপ নিজ কার্য্য করিতে স্বতন্ত্র।

প্রশ্ন—জীব এবং ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব কীদৃশ?

উত্তর—উভয়েই চেতন স্বরূপ, উভয়েরই স্বভাব পবিত্র, অবিনাশী এবং ধার্ম্মিকতাদি বিশিষ্ট। পরন্তু সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, সকলকে নিয়মে রক্ষা করা এবং জীবের পাপ পুণ্যের ফল প্রদান করা প্রভৃতি ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরের। সন্তানোৎপত্তি, সন্তান পালন এবং শিল্প বিদ্যা প্রভৃতি জীবের (ভাল মন্দ) কর্ম্ম। নিত্যজ্ঞান, আনন্দ ও অনন্তবলাদি ঈশ্বরের গুণ। জীবের :—

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি ॥

ন্যায় দঃ। অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ১০॥

প্রাণাপাননিমেষোন্মেষমনোগতীন্দ্রিয়ান্তরবিকারাঃ
সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি ॥

বৈশেষিক দঃ। অঃ ৩। আঃ ২। সূঃ ৪ ॥

(ইচ্ছা) পদার্থপ্রাপ্তির অভিলাষ, (দ্বেষ) দুঃখাদির অনিচ্ছা অর্থাৎ বৈর, (প্রযত্ন) পুরুষার্থ ও বল, (সুখ) আনন্দ, (দুঃখ) বিলাপ ও অপ্রসন্নতা, এবং (জ্ঞান) বিবেক এই কয়টা আত্মার ধর্ম্ম উভয় দর্শনে (ন্যায় ও বৈশেষিকে) তুল্য। পরন্তু বৈশেষি দর্শনে (প্রাণ) প্রাণবায়ুকে ভিতরে আকর্ষণ করা, (অপান) প্রাণবায়ুকে বহির্নিষ্ক্রামণ, (নিমেষ) পলকপাত, (উন্মেষ) চক্ষুঃ উন্মুক্ত করা, (মন) নিশ্চয় স্মরণ এবং অহঙ্কার, (গতি) গমন, (ইন্দ্রিয়) সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি, (অন্তর্বিকার) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হর্ষ এবং শোকাদিযুক্ত হওয়া জীবাত্মার গুণ কথিত আছে এজন্য জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। ইহাদিগের দ্বারাই আত্মার প্রতীতি হয়, কারণ উহা স্থূল নহে। যতক্ষণ দেহে আত্মা থাকে, ততক্ষণই এইসকল গুণ প্রকাশিত থাকে এবং যখন দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তখন এসকল গুণ দেহে থাকে না। যাহা থাকিলে যাহা হয় এবং যাহা না থাকিলে যাহা হয় না তাহাই তাহার গুণ। যেমন দীপ ও সূর্য্যাদি থাকিলেই প্রকাশাদি হয় এবং না থাকিলে হয় না এইরূপেই জীব এবং পরমাত্মার বিশেষ জ্ঞান, গুণ দ্বারাই হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—পরমেশ্বর ত্রিকালদর্শী, অতএব তিনি ভবিষ্যতের ঘটনা জানেন। তিনি যেরূপ নিশ্চয় করিবেন, জীব সেইরূপ করিবে। সুতরাং জীব স্বতন্ত্র নহে এবং ঈশ্বর জীবকে দণ্ড দিতে পারেন না, কারণ ঈশ্বর আপনার জ্ঞান দ্বারা যেরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন, জীব তাহাই করিয়া থাকে।

উত্তর—ঈশ্বরকে ত্রিকালদর্শী বলা মূর্খতার কার্য্য, কারণ যাহা অতীত হইয়া উপস্থিত থাকে না, তাহাকে অতীত এবং যাহা হয় নাই অথচ হইবে তাহাকে ভবিষ্যৎকাল কহে। ঈশ্বরের কি কোন জ্ঞান হইয়া পরে থাকে না অথবা হয় নাই অথচ পরে হইবে? এইজন্য পরমেশ্বরের জ্ঞান সদা একরস অখণ্ডিত এবং বর্ত্তমান থাকে। ভূত এবং ভবিষ্যৎ জীবের জন্য। তবে জীবের কর্ম্মাপেক্ষা হইতে ত্রিকালজ্ঞতা ঈশ্বরে আছে, স্বতঃ নয়। যেরূপ স্বতন্ত্রতা দ্বারা জীব কার্য্য করে, সর্ব্বজ্ঞতা দ্বারা ঈশ্বরও তদ্রূপ জানেন, এবং ঈশ্বর যেরূপ জানেন জীবও সেইরূপ করে অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানের জ্ঞান এবং ফলদান বিষয়ে ঈশ্বর স্বতন্ত্র। জীব কেবল কিঞ্চিৎ বর্ত্তমান এবং কার্য্যানুষ্ঠানে স্বতন্ত্র। ঈশ্বরের অনাদি জ্ঞান বলিয়া কর্ম্মজ্ঞান যেরূপ অনাদি, দণ্ডদান জ্ঞানও তদ্রূপ অনাদি, এই উভয় জ্ঞানই তাঁহার সত্য। কর্ম্মজ্ঞান সত্য এবং দণ্ডজ্ঞান মিথ্যা ইহা কি কখন হইতে পারে? সুতরাং এ বিষয়ে কোন দোষ আসিতেছে না।

প্রশ্ন—জীব শরীরে ভিন্ন বিভু অথবা পরিচ্ছিন্ন?

উত্তর—বিভু হইলে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মরণ, জন্ম, সংযোগ, বিয়োগ, আগমন এবং প্রত্যাগমন কখন হইতে পারে না। এইজন্য জীবের স্বরূপ অল্পজ্ঞ। অল্প অর্থাৎ সূক্ষ্ম। পরমেশ্বর অতীব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতর, অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ, এবং সর্ব্বব্যাপক স্বরূপ। এইজন্য জীব এবং পরমেশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্য ও ব্যাপক সম্বন্ধ আছে।

প্রশ্ন—যে স্থানে এক বস্তু থাকে, সে স্থানে অন্য বস্তু থাকিতে পারে না, এইজন্য জীব এবং ঈশ্বরের সংযোগ সম্বন্ধ হইতে পারে, ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ হইতে পারে না।

উত্তর—তুল্যাকারবিশিষ্ট পদার্থ পক্ষে এই নিয়ম হইতে পারে, অসমানাকৃতির পক্ষে নহে। যেমন লৌহ স্থূল এবং অগ্নি সূক্ষ্ম বলিয়া লৌহে বিদ্যুদগ্নি ব্যাপক হইয়া একই স্থানে দুই বস্তু থাকে। তদ্রূপ জীব পরমেশ্বর অপেক্ষা স্থূল এবং পরমেশ্বর জীবাপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া পরমেশ্বর ব্যাপক এবং জীব ব্যাপ্য। জীব ও ঈশ্বর মধ্যে যেরূপ ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ তদ্রূপ সেব্য সেবক, আধারাধেয়, স্বামী ও ভৃত্য, রাজা ও প্রজা এবং পিতা ও পুত্র প্রভৃতি সম্বন্ধও আছে।

প্রশ্ন—যদি পৃথক্ হইল তবে :—

প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ।১। অহং ব্রহ্মাস্মি ।২। তত্ত্বমসি ।৩। অয়মাত্মা ব্রহ্ম ॥৪॥

বেদের এই সকল মহাবাক্যের অর্থ কি হইবে ?

উত্তর—ইহা বেদবাক্য নহে কিন্তু ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বচন। কোন সত্য শাস্ত্রে ইহাদিগের নাম "মহাবাক্য" এরূপ লিখিত নাই ; অর্থাৎ (অহম্) আমি (ব্রহ্ম) অর্থাৎ ব্রহ্মস্থ (অস্মি) আছি। এস্থলে তাৎস্থ্যোপাধি রহিয়াছে। যেমন "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি" মঞ্চ সকল চীৎকার করিতেছে। মঞ্চ সকল জড়, সুতরাং উহাদিগের চীৎকার করিবার সামর্থ্য নাই, এইজন্য মঞ্চস্থ পুরুষ চীৎকার করিতেছে এইরূপ জানিতে হইবে। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে "সকল পদার্থই ব্রহ্মস্থ, সুতরাং জীবকে ব্রহ্মস্থ বলিবার বিশেষ প্রয়োজন কি ?" তাহার উত্তর "সকল পদার্থ ব্রহ্মস্থ বটে কিন্তু জীব যেরূপ সাধর্ম্ম্যযুক্ত ও নিকটস্থ এরূপ অন্য নহে। জীবের ব্রহ্মজ্ঞান হয় এবং মুক্তি হইলে জীব ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে থাকে এইজন্য জীবের ব্রহ্মের সহিত তাৎস্থ্য অর্থাৎ তৎসহচরিতোপাধি আছে অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের সহচারী। সুতরাং জীব এবং ব্রহ্ম এক নহে"। যদি কেহ বলে যে "আমি এবং এই ব্যক্তি এক" তাহা হইলে তাহার অর্থ অবিরোধি বুঝিতে হইবে। তদ্রূপ জীব পরমেশ্বরে প্রেমবদ্ধ হইয়া নিমগ্ন হয় তবে বলিতে পারে যে "আমি এবং ব্রহ্ম এক" অর্থাৎ অবিরোধী এবং এক অবকাশস্থ যে জীব পরমেশ্বরের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের অনুকূল আপনার গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব করে, সেই স্বাধর্ম্ম্য বশতঃ ব্রহ্মের সহিত একতা কহিতে পারে।

প্রশ্ন—আচ্ছা, ইহার অর্থ কিরূপ হইবে ? (তৎ) ব্রহ্ম (ত্বং) তুমি জীব (অসি) হও। হে জীব ! (ত্বম্) তুমি (তৎ) সেই ব্রহ্ম (অসি) হও।

উত্তর—তুমি "তৎ" শব্দে কি গ্রহণ করিতেছ ? (যদি বল) "ব্রহ্ম" তাহা হইলে কোথা হইতে ব্রহ্ম পদের অনুবৃত্তি আনিলে ?

প্রশ্ন—

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।

এই পূর্ব্ববাক্য হইতে।

উত্তর—তুমি এই ছান্দোগ্য উপনিষদ্ কখন দর্শন কর নাই। যদি দেখিয়া থাক তবে জানিবে উক্ত স্থলে ব্রহ্ম শব্দের পাঠ নাই। তুমি কেন মিথ্যা কথা কহিতেছ ? ছান্দোগ্যে—

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।

ছান্দোগ্য প্রপাঠক ৬। খঃ ২। মঃ ১॥

এইরূপ পাঠ আছে। উক্ত স্থলে ব্রহ্ম শব্দ নাই।

প্রশ্ন—তাহা হইলে আপনি "তৎ" শব্দে কি গ্রহণ করেন?

স য এষোণিমা। ঐতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং তৎসত্যꣳ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি॥ ছান্দোঃ। প্রঃ ৬। খঃ ৮। মঃ ৬।৭॥

উক্ত পরমাত্মা জানিবার যোগ্য; তিনি অতি সূক্ষ্ম এবং এই সমস্ত জগৎ এবং জীবের আত্মা। তিনিই সত্য স্বরূপ এবং নিজেই নিজের আত্মা। হে শ্বেতকেতো! প্রিয় পুত্র!

তদাত্মকস্তদন্তর্যামী ত্বমসি॥

তুমি সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার সহিত যুক্ত। এই অর্থ উপনিষদ্ হইতে অবিরুদ্ধ। কারণ—

য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোন্তরোয়মাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরম্। আত্মনোন্তরোযময়তি স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ॥

ইহা বৃহদারণ্যকের বচন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আপনার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে কহিতেছেন, হে মৈত্রেয়ী! পরমেশ্বর আত্মা অর্থাৎ জীবে স্থির এবং জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। মূঢ় জীবাত্মা জানিতে পারে না যে পরমাত্মা আমার আত্মায় ব্যাপক আছে। পরমেশ্বরের জীবাত্মা শরীর অর্থাৎ শরীরে যেরূপ জীব রহে তদ্রূপ জীবে পরমেশ্বর ব্যাপক থাকেন। তিনি জীবাত্মা হইতে ভিন্ন থাকিয়া জীবের পাপ পুণ্যের সাক্ষী হইয়া জীবদিগকে তাহার ফল প্রদান করতঃ নিয়মে রক্ষা করেন। তিনিই অবিনাশী স্বরূপ, তোমারও অন্তর্য্যামী আত্মা অর্থাৎ তোমার ভিতর ব্যাপক আছেন, ইহা তুমি জান। কেহ কি এই সকল বচনের অর্থ অন্যরূপ করিতে পারে? "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" অর্থাৎ সমাধি দশায় যখন যোগীর পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হয়, তখন সে কহে যে "যিনি আমার আত্মায় ব্যাপক তিনিই সর্ব্বত্র ব্যাপক।" এইজন্য আজকালকার যে বেদান্তী জীব ও ব্রহ্মের একতা কহে সে বেদান্ত শাস্ত্র জানে না।

প্রশ্ন—

অনেন আত্মনা জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।

ছাঃ প্রঃ ৬। খঃ ৩। মঃ ২॥

তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তৈত্তিরীয় ব্রহ্মাণং অনু ৬॥

পরমেশ্বর কহিতেছেন যে আমি জগৎ এবং শরীর রচনা করিয়া জগতে ব্যাপক এবং জীব রূপ হইয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম এবং রূপের ব্যাখ্যা করি। পরমেশ্বর উক্ত জগৎ এবং শরীর সৃষ্টি করিয়া উহারই মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ইত্যাদি শ্রুতির অন্য অর্থ কিরূপে করিতে পারিবে?

উত্তর—যদি তুমি পদ, পদার্থ এবং বাক্যার্থ জানিতে, তাহা হইলে কখন এরূপ অনর্থ করিতে না। এস্থলে এরূপ বুঝিতে হইবে যে এক প্রবেশ এবং দ্বিতীয় অনুপ্রবেশ অর্থাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ। শরীরে প্রবিষ্ট জীবের সহিত পরমেশ্বর অনুপ্রবিষ্টের তুল্য হইয়া বেদ দ্বারা সমস্ত নাম এবং রূপাদির বিদ্যা প্রকটিত করেন এবং শরীরে জীবকে প্রবেশ করাইয়া স্বয়ং জীবের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তুমি যদি অনু শব্দের অর্থ জানিতে, তাহা হইলে এরূপ বিপরীত অর্থ কখনও করিতে না।

প্রশ্ন—

"সোঽয়ং দেবদত্তো য উষ্ণকালে কাশ্যাং দৃষ্টঃ স ইদানীং প্রাবৃট্‌সময়ে মথুরায়াং দৃশ্যতে।" অর্থাৎ যে দেবদত্তকে আমি গ্রীষ্মকালে কাশীতে দেখিয়াছি, উহাকে বর্ষা সময়ে মথুরায় দেখিতেছি। এস্থলে কাশীদেশ ও উষ্ণকাল ত্যাগ করিয়া কেবল শরীর মাত্র লক্ষ্য করতঃ দেবদত্ত লক্ষিত হইতেছে। তদ্রূপ ভাগত্যাগ লক্ষণা দ্বারা ঈশ্বরের পরোক্ষ দেশ, কাল, মায়া, উপাধি এবং জীবের এই দেশ, কাল, অবিদ্যা এবং অল্পজ্ঞতা উপাধি ত্যাগ করিয়া কেবল চেতন মাত্র লক্ষ্য করিলে একই ব্রহ্ম বস্তু উভয়ে লক্ষিত হইয়া থাকে। এই ভাগত্যাগ লক্ষণা দ্বারা অর্থাৎ কিছু গ্রহণ ও কিছু ত্যাগ দ্বারা যেমন ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বাচ্যার্থ এবং জীবের অল্পজ্ঞত্বাদি বাচ্যার্থ ত্যাগ করিলে এবং কেবল চেতন মাত্র লক্ষ্যার্থের গ্রহণ করিলে অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে। এ বিষয়ে আপনি কি বলিতে পারেন?

উত্তর—প্রথমতঃ তুমি জীব এবং ঈশ্বরকে নিত্য মনে কর অথবা অনিত্য মনে কর?

প্রশ্ন—এই উভয়কে উপাধি-জন্য কল্পিত বলিয়া অনিত্য মনে করি।

উত্তর—উক্ত উপাধি নিত্য অথবা অনিত্য?

প্রশ্ন—আমার মত এই যে—

জীবেশৌ চ বিশুদ্ধাচিদ্বিভেদস্তু তয়োর্দ্বয়োঃ।
অবিদ্যা তচ্চিতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ ॥১
কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ।
কার্য্যকারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোঽবশিষ্যতে ॥২

ইহা "সংক্ষেপ শারীরিক" এবং "শারীরিক ভাষ্যের" কারিকা। আমরা বেদান্তী, ছয় পদার্থ অর্থাৎ এক জীব, দ্বিতীয় ঈশ্বর, তৃতীয় ব্রহ্ম, চতুর্থ জীব ও ঈশ্বরের বিশেষ ভেদ, পঞ্চম অবিদ্যা ও অজ্ঞান এবং ষষ্ঠ অবিদ্যা এবং চেতনের যোগ ইহাদিগকে অনাদি স্বীকার করি। পরন্তু এক ব্রহ্ম অনাদি এবং অনন্ত এবং অন্য পাঁচটী অনাদি ও সান্ত। প্রাগ্‌ভাবের ন্যায় যতদিন অজ্ঞান রহে ততদিন এই পাঁচটী থাকে। এই পাঁচটীর আদি বিদিত হয় না এইজন্য উহাদিগকে অনাদি এবং জ্ঞান হইলে পরে নষ্ট হইয়া যায় এইজন্য উহাদিগকে সান্ত অর্থাৎ নাশবিশিষ্ট কহা যায়।

উত্তর—এস্থলে তোমার এই দুই শ্লোকই অশুদ্ধ। কারণ তোমার মতানুসারে অবিদ্যাযোগ ব্যতিরেকে জীব এবং মায়া যোগ ব্যতিরেকে ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্য "তচ্চিতোর্যোগঃ" এই ষষ্ঠ পদার্থ তুমি গণনা করিয়াছ। কিন্তু উহা থাকে না। কারণ উক্ত অবিদ্যা বা মায়া জীব ও

ঈশ্বরে চরিতার্থ হইতেছে। পুনরায় ব্রহ্ম এবং মায়া বা অবিদ্যার যোগ ব্যতিরেকে ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং ঈশ্বরকে অবিদ্যা এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক গণনা ব্যর্থ। এইজন্য তোমার মতানুসারে দুই পদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং অবিদ্যা সিদ্ধ হইতে পারে, ছয় নহে। যদি অনন্ত, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব ও সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মে অজ্ঞানসিদ্ধ কর তাহা হইলেই তোমার প্রথম কার্য্যোপাধি এবং কারণোপাধি হইতে জীব এবং ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে পার, কিন্তু তাঁহার একদেশে স্বাশ্রয় এবং স্ববিষয়ক অজ্ঞান যদি সর্ব্বত্র অনাদি স্বীকার কর তাহা হইলে সমস্ত ব্রহ্ম শুদ্ধ হইতে পারে না। যদি অজ্ঞান একদেশে স্থিত স্বীকার কর, তাহা হইলে উহা পরিচ্ছিন্ন হওয়াতে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে থাকিবে। যে স্থানে যাইবে সেই স্থানের ব্রহ্ম অজ্ঞানী এবং যে স্থান ত্যাগ করিবে সেই স্থানের ব্রহ্ম জ্ঞানী হইতে থাকিবে। সুতরাং কোন স্থানের ব্রহ্মকে অনাদি শুদ্ধ ও জ্ঞানযুক্ত কহিতে পারিবে না। যদি অজ্ঞানের সীমাস্থিত ব্রহ্ম অজ্ঞান জানিতে পারে এরূপ বল তাহা বাহিরের এবং ভিতরের ব্রহ্ম খণ্ডিত হইয়া যাইবে। যদি বল "খণ্ডিত হইলে ব্রহ্মের হানি কি?" তাহা হইলে অখণ্ড রহিল না। আর যদি অখণ্ড হয় তবে অজ্ঞানী হইল না। জ্ঞানের অভাব অথবা বিপরীত জ্ঞানও যদি গুণ হয় তাহা হইলে উহা কোন দ্রব্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকিবে। যদি এরূপ হয় তবে সমবায় সম্বন্ধ হইলে উহা কখনও অনিত্য হইতে পারে না। যেরূপ শরীরের একদেশে বিস্ফোটক হইলে সর্ব্বত্র দুঃখ বিস্তৃত হইয়া থাকে তদ্রূপ একদেশে অজ্ঞান অথবা সুখ দুঃখ ও ক্লেশের উপলব্ধি বশতঃ সমস্ত ব্রহ্ম দুঃখাদি অনুভব করিবে। যদি কার্য্যোপাধি অর্থাৎ অন্তঃকরণের উপাধিযোগ বশতঃ ব্রহ্মকে জীব বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি—ব্রহ্ম কি ব্যাপক অথবা পরিচ্ছিন্ন? যদি বল ব্যাপক ও উপাধি পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ একদেশী এবং পৃথক্ পৃথক্, তাহা হইলে অন্তঃকরণ চলে ফিরে কিনা?

উত্তর—চলে ফিরে।

প্রশ্ন—অন্তঃকরণের সহিত ব্রহ্মও চলে ফিরে অথবা স্থির থাকেন?

উত্তর—স্থির থাকেন।

প্রশ্ন—অন্তঃকরণ যে যে দেশত্যাগ করিবে সেই সেই দেশের ব্রহ্ম অজ্ঞান রহিত এবং যে যে দেশ প্রাপ্ত হইবে তত্তৎস্থানের শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞানী হইতে থাকিবে। এইরূপ ক্ষণে ব্রহ্ম জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী হইতে থাকিবে, এইরূপে মোক্ষ এবং বন্ধনও ক্ষণভঙ্গ হইয়া পড়িবে। যেরূপ একের দৃষ্ট বস্তুর অন্যে স্মরণ করিতে পারে না তদ্রূপ গতকল্য দৃষ্ট বা শ্রুত বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান থাকিতে পারে না; কারণ যে সময়ে বা দেশে দর্শন বা শ্রবণ হইয়াছিল উহা ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন সময় এবং যে সময় বা দেশে স্মরণ হইতেছে উহা ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন কাল। যদি বল ব্রহ্ম এক্, তাহা হইলে কেন সর্ব্বজ্ঞ নহে? আর যদি বল যে অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন তবে উহাও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। তাহা হইলে উহা জড় হইল এবং উহাতে জ্ঞান সম্ভবে না। যদি বল কেবল ব্রহ্মের অথবা কেবল অন্তঃকরণের জ্ঞান হয় না, পরন্তু অন্তঃকরণস্থ চিদাভাসের জ্ঞান হইয়া থাকে তাহা হইলেও চেতনেরই অন্তঃকরণ দ্বারা জ্ঞান হইল। তবে উহা নেত্রদ্বারা অল্প ও অল্পজ্ঞ কেন হইল? এইজন্য কারণোপাধি এবং কার্য্যোপাধির যোগ বশতঃ ব্রহ্ম, জীব এবং ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে পারিবে না। কিন্তু ঈশ্বরের নাম ব্রহ্ম

এবং ব্রহ্ম ভিন্ন অনাদি অনুৎপন্ন এবং অমৃতস্বরূপ জীবের নাম জীব। যদি বল যে চিদাভাসের নাম জীব; তাহা হইলে উহা ক্ষণভঙ্গ বলিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে তবে মোক্ষসুখ কে ভোগ করিবে? এইজন্য ব্রহ্ম জীব বা জীব ব্রহ্ম কখনও হইতে পারে না, হয় না এবং হইবে না।

প্রশ্ন—তাহা হইলে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অনুসারে কিরূপে অদ্বৈতসিদ্ধি হইবে? আমার মতানুসারে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন সজাতীয় অথবা বিজাতীয় এবং স্বগত অবয়ব সমূহের ভেদ না থাকাতে এক ব্রহ্ম সিদ্ধ হয়। যদি জীব দ্বিতীয় হইল তাহা হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে?

উত্তর—এই ভ্রমে পতিত হইয়া কেন ভীত হইতেছ? বিশেষ্য ও বিশেষণ বিদ্যার জ্ঞান করিয়া উহার ফল কি হয় তাহা বুঝিয়া লও। যদি বল যে "ব্যাবর্ত্তকং বিশেষণং ভবতীতি" বিশেষণ ভেদকারক হয়, তাহা হইলে ইহাও মনে কর যে "প্রবর্ত্তকং প্রকাশকমপি বিশেষণং ভবতীতি" বিশেষণ প্রবর্ত্তক এবং প্রকাশকও হইয়া থাকে। এরূপ হইলে বুঝিবে যে অদ্বৈত ব্রহ্মের বিশেষণ। উহার ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম এই যে অর্থাৎ অদ্বৈতবস্তু যে অনেক জীব এবং তত্ত্ব আছে উহা হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিতেছে এবং বিশেষণের প্রকাশক ধর্ম্ম এরূপ যে ব্রহ্মকে এক হইবার প্রবৃত্তি করিতেছে। যেরূপ "অস্মিন্নগরেঽদ্বিতীয়ো ধনাঢ্যো দেবদত্তঃ। অস্যাং সেনায়ামদ্বিতীয়ঃ শূরবীরো বিক্রমসিংহঃ" অর্থাৎ কেহ কাহাকেও কহিল যে এই নগরে অদ্বিতীয় ধনাঢ্য দেবদত্ত এবং সেনাদের মধ্যে অদ্বিতীয় শূরবীর বিক্রমসিংহ। ইহাদ্বারা এই সিদ্ধ হইতেছে যে দেবদত্তের সদৃশ এই নগরে দ্বিতীয় ধনাঢ্য এবং সেনামধ্যে বিক্রমসিংহের তুল্য শূরবীর দ্বিতীয় কেহ নাই; ন্যূন নিশ্চয়ই আছে। পৃথিবী আদি জড় পদার্থ পশ্বাদি প্রাণী এবং বৃক্ষাদি যাহা বিদ্যমান আছে তাহার নিষেধ হইতে পারে না। তদ্রূপ ব্রহ্মের সদৃশ জীব অথবা প্রকৃতি নাই কিন্তু ন্যূন অবশ্য আছে। অতএব এই সিদ্ধ হইতেছে যে ব্রহ্ম সর্ব্বদা এক এবং জীব ও প্রকৃতিস্থ সত্ত্ব অনেক আছে এবং উহা হইতে ভিন্ন করিয়া অদ্বৈত বা অদ্বিতীয় বিশেষণ ব্রহ্মের একত্ব সিদ্ধ করিতেছে। ইহা হইতে জীব অথবা প্রকৃতি এবং কার্য্যরূপ জগতের অভাব এবং নিষেধ হইতে পারে না। এ সকলই আছে পরন্তু ব্রহ্মের তুল্য নহে। এইরূপে অদ্বৈত সিদ্ধির অথবা দ্বৈতসিদ্ধির হানি হইতেছে না। ব্যাকুল না হইয়া চিন্তা কর এবং বুঝিয়া লও।

প্রশ্ন—ব্রহ্মের সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এবং জীবের অস্তি, ভাতি এবং প্রিয়রূপ হইতে একতা হইতে পারে। তবে কেন খণ্ডন করিতেছ।

উত্তর—কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যের ঐক্য হইলে এক হইতে পারে না। যেমন পৃথিবী জড় এবং দৃশ্যমান, তদ্রূপ জল ও অগ্নি আদিও জড় এবং দৃশ্যমান বলিয়া ইহাতে একতা হইতে পারে না। ইহার বৈধর্ম্ম্য ভেদকারক অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম যেরূপ গন্ধ, রুক্ষতা, ও কাঠিন্য প্রভৃতি পৃথিবীর গুণ, রস দ্রবত্ব ও কোমলত্বাদি জলের গুণ এবং রূপ ও দাহকত্বাদি অগ্নির গুণ ইহাতে পরস্পর ভিন্ন হইতেছে অর্থাৎ এক হইতেছে না। যেরূপ মনুষ্য এবং কীট উভয়েই চক্ষু দ্বারা দেখে, মুখদ্বারা আহার করে এবং পদদ্বারা গমন করে, তথাপি মনুষ্যের আকৃতিতে দুই পদ এবং কীটের আকৃতিতে অনেক পদ ইত্যাদি ভেদবশতঃ একতা হইতে পারে না, তদ্রূপ পরমেশ্বরের

অনন্ত জ্ঞান, আনন্দ, বল, ক্রিয়া, নির্ভ্রান্তিত্ব এবং ব্যাপকতা জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া এবং জীবের অল্পজ্ঞান, অল্পবল, অল্পস্বরূপ, পূর্ণভ্রান্তি এবং পরিচ্ছিন্নতাদি গুণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া জীব এবং পরমেশ্বর এক নহে। কারণ ইহাদিগের স্বরূপ ও (পরমেশ্বর অতি সূক্ষ্ম এবং জীব অপেক্ষাকৃত স্থূল বলিয়া) ভিন্ন।

প্রশ্ন—

অথোদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি ॥

ইহা বৃহদারণ্যকের বচন। যে ব্রহ্ম এবং জীবের মধ্যে অল্পমাত্রও ভেদ করে তাহার ভয়প্রাপ্তি হয়, কারণ ভয় দ্বিতীয় হইতেই হয়।

উত্তর—উহার অর্থ ইহা নহে। যে জীব পরমেশ্বরের নিষেধ অথবা পরমাত্মাকে কোন একদেশে বা কালে পরিচ্ছিন্ন মনে করে বা উহার আজ্ঞা ও গুণ কর্ম্ম স্বভাবের বিরুদ্ধ হয়; কিম্বা কোন অন্য মনুষ্যের সহিত বৈর করে, তাহারই ভয়প্রাপ্তি হয়। কারণ দ্বিতীয় বুদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই এইরূপ বুদ্ধি হইলে, অথবা কোন মনুষ্যকে এইরূপ বলিলে যে তোমাকে আমি কিছুই মনে করি না এবং তুমি আমার কিছু করিতে পারিবে না; অথবা কাহারও হানি করিলে এবং দুঃখ দিতে থাকিলে, তাহারই অন্য হইতে ভয় উপস্থিত হয়; এবং সর্ব্বপ্রকারে অবিরোধ হইলেই এক। যেমন সংসারে বলা হয় যে দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত এবং বিষ্ণুমিত্র এক অর্থাৎ অবিরুদ্ধ। বিরোধ না থাকিলে সুখ এবং বিরোধ হইতে দুঃখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—ব্রহ্ম এবং জীবের কি সর্ব্বদাই একতা এবং অনেকতা থাকে অথবা কখন উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায় অথবা যায় না?

উত্তর—এখনই ইহার পূর্ব্বে কিয়ৎপরিমাণে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু সাধর্ম্ম্য ও অন্বয়ভাব হইতে একতা হইয়া থাকে। যেমন মূর্ত্তদ্রব্য জড় বলিয়া এবং পৃথক্ থাকেনা বলিয়া একতা এবং আকাশের বিভুত্ব, সূক্ষ্মত্ব অরূপত্ব, অনন্তত্ব প্রভৃতি গুণ ও মূর্ত্তদ্রব্যের পরিচ্ছিন্নত্ব ও দৃশ্যত্বাদি বৈধর্ম্ম্য আছে বলিয়া আকাশ হইতে ভিন্ন হয়, অর্থাৎ যেমন পৃথিব্যাদি দ্রব্য কখনও আকাশ হইতে ভিন্ন থাকে না কারণ অন্বয় অর্থাৎ আকাশে অবস্থান ব্যতীত মূর্ত্তদ্রব্য কখন থাকিতে পারে না এবং ব্যতিরেক অর্থাৎ স্বরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া পৃথক্, তদ্রূপ ব্রহ্ম ব্যাপক বলিয়া জীব এবং পৃথিব্যাদি দ্রব্য উহা হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না এবং স্বরূপবশতঃ একও হইতে পারে না। যেমন গৃহনির্ম্মাণের পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মৃত্তিকা, কাষ্ঠ এবং লৌহ প্রভৃতি পদার্থ আকাশে থাকে, গৃহনির্ম্মাণের পরও আকাশে থাকে এবং যখন গৃহ নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ উক্ত গৃহের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ স্বতন্ত্র হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ প্রাপ্ত হয়, তখনও আকাশেই থাকে; অর্থাৎ তিন কালেই আকাশ হইতে ভিন্ন থাকিতে পারে না এবং স্বরূপতঃ ভিন্ন বলিয়া কখন এক ছিল না, হয় না এবং হইবে না, তদ্রূপ জীব এবং সমস্ত সংসারের পদার্থ পরমেশ্বরে ব্যাপ্য বলিয়া পরমেশ্বর হইতে তিন কালেই ভিন্ন হইতে পারে না এবং স্বরূপ ভিন্ন বলিয়া কখনও এক হইতে পারে না। আধুনিক

বেদান্তীদিগের দৃষ্টি একচক্ষুর দৃষ্টির ন্যায় কেবল অন্বয়ের দিকে পড়িয়া এবং ব্যতিরেক ভাব ত্যাগ করিয়া বিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এমন কোন দ্রব্যই নাই যাহার সগুণতা, নির্গুণতা, অন্বয়, ব্যতিরেক, সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য, এবং বিশেষণভাব নাই।

প্রশ্ন—আচ্ছা এক গৃহে দুই তরবারি থাকিতে পারে, কিন্তু এক পদার্থে সগুণতা এবং নির্গুণতা কিরূপে থাকিতে পারে?

উত্তর—যেমন জড়ের গুণ রূপাদি এবং উহাতে চেতনের জ্ঞানাদি গুণ নাই, তদ্রূপ চেতনের ইচ্ছাদি গুণ এবং উহাতে জড়ের রূপাদি গুণ নাই। এইজন্য "যদ্‌গুণৈঃ সহ বর্ত্তমানং তৎ সগুণম্", "গুণেভ্যো যন্নির্গতং পৃথগ্‌ভূতং তন্নির্গুণম্", যাহা গুণের সহিত বর্ত্তমান উহাকে সগুণ এবং যাহা গুণরহিত উহাকে নির্গুণ কহে। নিজের নিজের স্বাভাবিক গুণের সহিত যুক্ত হওয়াতে এবং অপর বিরোধীয় গুণরহিত হওয়াতে সকল পদার্থই সগুণ এবং নির্গুণ। কোন পদার্থই এরূপ নাই যাহাতে শুধু নির্গুণতা বা সগুণতা থাকে কিন্তু একেই সগুণতা এবং নির্গুণতা সর্ব্বদা থাকে। তদ্রূপ পরমেশ্বর আপনার অনন্ত জ্ঞান ও বলাদি গুণ সহিত হওয়াতে সগুণ এবং জড়ের রূপাদি ও জীবের দ্বেষাদি গুণ হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্গুণ কথিত হন।

প্রশ্ন—সংসারে নিরাকারকে নির্গুণ এবং সাকারকে সগুণ কহিয়া থাকে অর্থাৎ যখন পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন না তখন নির্গুণ এবং যখন অবতার গ্রহণ করেন তখন সগুণ কহা যায়।

উত্তর—অজ্ঞানী এবং অবিদ্বান্‌দিগেরই কেবল এইরূপ কল্পনা হইয়া থাকে। যাহার বিদ্যা নাই সে পশুর সমান যেখানে সেখানে বক্‌বক করে। সন্নিপাত জ্বরযুক্ত মনুষ্য যেরূপ নিরর্থক প্রলাপ করে, তদ্রূপ অবিদ্বানের কথা ও লেখা ব্যর্থ বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন—পরমেশ্বর আসক্ত অথবা বিরক্ত?

উত্তর—দুইই নহেন। কারণ স্বভিন্ন উত্তম পদার্থেই অনুরাগ হইয়া থাকে। পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ এবং উত্তম কোন পদার্থ নাই; সুতরাং রাগ তাঁহাতে সম্ভবে না। প্রাপ্তবস্তুর ত্যাগেচ্ছার নাম বিরক্তি কহে। ঈশ্বর ব্যাপক বলিয়া কোন পদার্থ ত্যাগ করিতে পারেন না; সুতরাং তিনি বিরক্তও নহেন।

প্রশ্ন—ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে বা নাই?

উত্তর—এরূপ ইচ্ছা নাই। কারণ ইচ্ছাও সেই বস্তুর জন্য হয় যাহা অপ্রাপ্ত ও উত্তম এবং যাহার প্রাপ্তি হেতু সুখ বিশেষ হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ সম্ভব হইলে, তাঁহার ইচ্ছা হইতে পারিত। কিন্তু তাঁহার কোন পদার্থ অপ্রাপ্ত নাই, কোন পদার্থ তদপেক্ষা উত্তম নাই এবং তাঁহার পূর্ণ সুখী হইবার অভিলাষও নাই। সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্ভবে না। কিন্তু তাঁহার ঈক্ষণ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাদর্শন এবং সৃষ্টিবিধান আছে। সজ্জনগণ এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিষয় হইতে বহু বিস্তার করিয়া লইবেন।

এস্থলে সংক্ষেপে ঈশ্বরের বিষয় লিখিয়া বেদ বিষয় লিখিত হইতেছে।

যস্মাদৃচো অপাতক্ষন্ যজুর্যস্মাদপাকষন্। সামানি যস্য লোমান্যথর্ব্বাঙ্গিরসো মুখম্। স্কম্ভন্তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ। অথর্ব্ব। কা ১০। প্রপাঃ ২৩ অনুঃ ৪। মং ২০॥

যে পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ প্রকাশিত হইয়াছে তিনি কোন্ দেবতা ? ইহার উত্তর—যিনি সকল উৎপন্ন করিয়া ধারণ করিতেছেন সেই পরমাত্মা।

স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

যজুঃ। অঃ ৪০। মঃ ৮॥

যিনি স্বয়ম্ভূ, সর্ব্বব্যাপক, শুদ্ধ, সনাতন এবং নিরাকার পরমেশ্বর, তিনি সনাতন জীবরূপ প্রজাদিগের কল্যাণার্থ বেদ দ্বারা রীতিপূর্ব্বক সমস্ত বিদ্যার উপদেশ করেন।

প্রশ্ন—আপনি পরমেশ্বরকে নিরাকার অথবা সাকার স্বীকার করেন ?

উত্তর—নিরাকার মনে করি।

প্রশ্ন—যদি নিরাকার হইলেন তবে মুখের বর্ণোচ্চারণ ব্যতিরেকে কিরূপে বেদবিদ্যার উপদেশ করিতে পারিয়াছিলেন ? কারণ বর্ণাদি উচ্চারণ করিতে তাল্বাদি স্থানের এবং জিহ্বার প্রযত্ন হওয়া আবশ্যক।

উত্তর—পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বব্যাপক বলিয়া জীবদিগের উপর আপনার ব্যাপ্তি-বশতঃ তাঁহার বেদবিদ্যার উপদেশ করিতে মুখাদির কোন অপেক্ষা থাকে না। কারণ মুখ ও জিহ্বা দ্বারা বর্ণোচ্চারণ কেবল নিজের ছাড়া অপরের বোধের জন্য করা হয় এবং আপনার জন্য কিছুমাত্র নহে। কারণ মুখ ও জিহ্বার ব্যাপার ব্যতিরেকেও মনে অনেক ব্যবহারের বিচার এবং শব্দোচ্চারণ হইয়া থাকে। কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া দেখিতে পাইবে যে শ্রবণ ব্যতিরেকেও মুখ, জিহ্বা এবং তাল্বাদি স্থানের কিরূপ কিরূপ শব্দ হইতেছে। এইরূপে অন্তর্য্যামীরূপে জীবদিগকে উপদেশ করা হইয়াছে। পরন্তু কেবল অপরকে বুঝাইবার জন্য উচ্চারণের আবশ্যকতা হয়। পরমেশ্বর নিরাকার এবং সর্ব্ব-ব্যাপক হওয়াতে জীবস্থস্বরূপ দ্বারা জীবাত্মায় স্বীয় অখিল বেদবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন। পুনরায় উক্ত মনুষ্য অপরকে বুঝাইবার জন্য মুখ দ্বারা উচ্চারণ করতঃ অপরকে শ্রবণ করায়। এইজন্য ইহাতে ঈশ্বরের দোষ আসিতে পারে না।

প্রশ্ন—কখন কাহার আত্মায় বেদপ্রকাশ করিয়াছেন ?

উত্তর—

অগ্নেঋর্গ্বেদো বায়োর্যজুর্বেদঃ সূর্য্যাৎ সামবেদঃ।

শতঃ। ১১॥৪।২।৩॥

প্রথমে সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা এই সব ঋষির আত্মায় এক এক বেদ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রশ্ন—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ॥

শ্বেতাশ্বঃ। অঃ ৬। মঃ ১৮॥

এই বচনে কথিত হইতেছে যে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদের উপদেশ করিয়াছেন; তবে কেন পুনরায় অগ্ন্যাদি ঋষির আত্মায় কহিতেছেন?

উত্তর—অগ্নি আদি দ্বারা ব্রহ্মার আত্মায় বেদ স্থাপিত করা হইয়াছে। দেখ মনুতে কি লিখিত আছে।

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণম্॥

মনুঃ ১।২৩॥

পরমাত্মা আদি সৃষ্টি সময়ে মনুষ্যদিগকে উৎপন্ন করিয়া অগ্নি আদি চারি মহর্ষি দ্বারা ব্রহ্মাকে চারিবেদ প্রাপ্ত করাইয়াছেন এবং উক্ত ব্রহ্মা অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা হইতে ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব বেদের গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রশ্ন—উক্ত চারিজনকেই বেদপ্রকাশক করিয়াছেন, অন্যকে করেন নাই, সুতরাং তিনি পক্ষপাতী হইয়াছেন।

উত্তর—এই চারিজনই সমস্ত জীব অপেক্ষা অধিক পবিত্রাত্মা ছিলেন, অন্য কেহ উহাদিগের সদৃশ ছিল না, এইজন্য উহাদিগকেই পবিত্র বিদ্যার প্রকাশক করিয়াছেন।

প্রশ্ন—কোন দেশের ভাষায় বেদ প্রকাশ না করিয়া কেন সংস্কৃত ভাষায় করিয়াছেন?

উত্তর—অন্য কোন ভাষাতে প্রকাশ করিলে ঈশ্বর পক্ষপাতী হইতেন। কারণ যে দেশের ভাষাতে প্রকাশ করিতেন তদ্দেশীয়দিগের পক্ষে বেদের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন বিষয়ে সুগমতা এবং বিদেশীয়ের পক্ষে কঠিনতা হইত। এইজন্য সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা কোন দেশের ভাষা নহে এবং বেদভাষা অন্য সমস্ত ভাষার কারণ বলিয়া উহাতেই বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। যেরূপ ঈশ্বরের পৃথিবী আদি সৃষ্টি সকল দেশ এবং দেশবাসীর জন্য এক এবং সমস্ত শিল্পবিদ্যার কারণ, তদ্রূপ পরমেশ্বরের বিদ্যার ভাষাও এক হওয়া উচিত। কারণ সমস্ত দেশ জবং দেশবাসীর পক্ষে তুল্য পরিশ্রম হওয়াতে ঈশ্বর পক্ষপাতী হন না এবং এই ভাষা অন্য সকল ভাষার কারণও হইয়াছে।

প্রশ্ন—বেদ ঈশ্বরের কৃত, অন্যের কৃত নহে এবিষয়ে প্রমাণ কি?

উত্তর—পরমেশ্বর যেরূপ পবিত্র সর্ব্ববিদ্যাবিৎ, শুদ্ধগুণকর্ম্মস্বভাব, ন্যায়কারী এবং দয়াদিগুণবিশিষ্ট, যে পুস্তকে তদ্রূপ ঈশ্বরের গুণকর্ম্ম ও স্বভাবের অনুকূল কথন আছে, উহা ঈশ্বরকৃত, অন্যকৃত নহে। যাহাতে সৃষ্টিক্রম, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, আপ্তদিগের ও পবিত্রাত্মাদিগের ব্যববহারের বিরুদ্ধ কথন নাই, তাহা ঈশ্বরোক্ত। ঈশ্বরের জ্ঞান যেরূপ নির্ভ্রম, যে পুস্তকে সেইরূপ ভ্রান্তিরহিত জ্ঞানের প্রতিপাদন আছে, উহা ঈশ্বরোক্ত। পরমেশ্বর যেরূপ এবং সৃষ্টিক্রম যেরূপে রক্ষিত হইয়াছে, তদ্রূপ ঈশ্বর, সৃষ্টিক্রম, কারণ এবং জীবের প্রতিপাদন যে পুস্তকে থাকিবে উহা পরমেশ্বরোক্ত পুস্তক হইয়া থাকে। বেদ যেরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিষয়ের এবং শুদ্ধাত্মার স্বভাবের অবিরুদ্ধ, বাইবল, কোরাণাদি অন্য পুস্তক তদ্রূপ নহে। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে বাইবেল এবং কোরাণ প্রকরণে ইহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা যাইবে।

প্রশ্ন—বেদ ঈশ্বর হইতে প্রকাশিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ মনুষ্যগণ ক্রমশঃ জ্ঞানের বৃদ্ধি করতঃ পুস্তক রচনা করিয়া লইতে পারে।

উত্তর—কখনও রচনা করিতে পারে না। যেহেতু কারণ বিনা কার্য্যোৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। যেরূপ বন্য-মনুষ্য সৃষ্টি দেখিয়া বিদ্বান্ হয় না পরন্তু কোন শিক্ষক পাইলেই বিদ্বান্ হয় এবং এক্ষণেও পাঠ ব্যতিরেকে কেহ বিদ্বান্ হইতে পারে না। এইরূপে উক্ত আদি সৃষ্টি সময়ে পরমাত্মা যদি ঋষিদিগকে বেদবিদ্যা না অধ্যাপন করিতেন এবং ইহারা যদি অন্যকে অধ্যাপন না করিতেন, তাহা হইলে সকল লোক অবিদ্বান্ থাকিয়া যাইত। কোন বালককে জন্ম হইতে নির্জ্জন স্থানে অথবা অবিদ্বান্দিগের বা পশুদিগের সঙ্গে রাখিলে সে যেমন তাহার সঙ্গী তেমন হইয়া থাকে। বন্য "ভীল" আদি ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যতদিন আর্য্যাবর্ত্ত দেশ হইতে শিক্ষা বিস্তৃত হয় নাই ততদিন মিসর, গ্রীস ও য়ুরোপ আদি দেশস্থ মনুষ্যদিগের কোন বিদ্যা হয় নাই এবং ইংলণ্ড হইতে কলম্বস্ আদি ব্যক্তি যতদিন পর্য্যন্ত আমেরিকায় যায় নাই ততদিন সহস্র, লক্ষ অথবা কোটি বর্ষ হইতে তদ্দেশস্থ অধিবাসিগণ মূর্খ অর্থাৎ বিদ্যাহীন ছিল, পুনরায় শিক্ষা পাওয়াতে তাহারা বিদ্বান্ হইয়াছে। এইরূপে পরমাত্মা হইতে সৃষ্টির আদি সময়ে বিদ্যাশিক্ষা প্রাপ্তি হওয়াতে উত্তরোত্তর মনুষ্য বিদ্বান্ হইয়া আসিতেছে।

স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥

যোগসূঃ সমাধিপাদে সূঃ ২৬ ॥

বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ আমরা অধ্যাপকদিগের নিকট পাঠ করিয়া বিদ্বান্ হইয়া থাকি, পরমেশ্বরও সেইরূপ সৃষ্টির আরম্ভে উৎপন্ন অগ্নি আদি ঋষিদিগের গুরু অর্থাৎ অধ্যাপক হইয়াছিলেন। যেরূপ জীব সুষুপ্তি এবং প্রলয়কালে জ্ঞানরহিত হইয়া যায় পরমেশ্বর সেরূপ হন না। তাঁহার জ্ঞান নিত্য বলিয়া ইহা নিশ্চিত জানিতে হইবে যে নিমিত্ত ব্যতিরেকে কখন নৈমিত্তিক অর্থ সিদ্ধ হয় না।

প্রশ্ন—বেদ সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু অগ্নি আদি ঋষি উক্ত ভাষা জানিতেন না। তবে বেদের অর্থ তাঁহারা কিরূপে জানিলেন ?

উত্তর—পরমেশ্বর জানাইয়াছেন এবং ধর্ম্মাত্মা ঋষিগণ যখন যখন যে যে অর্থ জানিবার ইচ্ছা করতঃ ধ্যানাবস্থিত পরমেশ্বরের স্বরূপে সমাধিস্থ হইয়াছেন, তখন তখন পরমেশ্বর অভীষ্টমন্ত্রের অর্থ বিদিত করিয়াছিলেন। যখন অনেকের আত্মায় বেদপ্রকাশ হইল, তখন ঋষি ও মুনিগণ উহার অর্থ প্রকাশ করিয়া এবং ঋষি ও মুনিদিগের ইতিহাস লিখিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন ; উহার নাম ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের ব্যাখ্যান গ্রন্থ বলিয়া উহার নাম ব্রাহ্মণ হইয়াছে।

ঋষয়ো মন্ত্রদৃষ্টয়ঃ মন্ত্রান্ সম্প্রাদদুঃ ॥ নিরুঃ ১।২০ ॥

যে যে ঋষির প্রথমে যে যে মন্ত্রার্থের দর্শন হইয়াছে, পূর্ব্বে কেহ উক্ত মন্ত্রার্থ প্রকাশিত করে নাই এবং অন্য কাহাকেও অধ্যাপন করে নাই বলিয়া অদ্যাবধি তত্তৎ মন্ত্রের সহিত তত্তৎ ঋষির নাম স্মরণার্থ লিখিত হইয়া আসিতেছে। যদি কেহ ঋষিদিগকে মন্ত্রকর্ত্তা বলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বুঝিতে হইবে, কারণ তাঁহারা মন্ত্রের অর্থ প্রকাশক।

প্রশ্ন—কোন্ গ্রন্থের নাম বেদ ?

উত্তর—ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব বেদের মন্ত্রসংহিতার নাম বেদ, অন্যের নাম নহে।

প্রশ্ন—

মন্ত্রব্রাহ্মণয়ো র্বেদনামধেয়ম্ ॥

ইত্যাদি কাত্যায়নাদিকৃত প্রতিজ্ঞাদি সূত্রের কি অর্থ করিবেন ?

উত্তর—দেখ সংহিতা পুস্তকের আরম্ভে এবং অধ্যায়সমাপ্তিতে "বেদ" এই সনাতন শব্দ লিখিত হইয়া আসিতেছে ; এবং ব্রাহ্মণ পুস্তকের আরম্ভে অথবা অধ্যায়সমাপ্তিতে কুত্রাপি তাহা লিখিত নাই। অথচ নিরুক্তে :—

ইত্যপি নিগমো ভবতি। ইতি ব্রাহ্মণম্।

নিঃ অঃ।৫।খঃ ৩।৪।

ছন্দো ব্রাহ্মণানি চ তদ্বিষয়াণি ॥

অষ্টাধ্যায়ী ৪।২।৬৬ ॥

ইহা হইতেও স্পষ্ট বিদিত হওয়া যায় যে বেদ মন্ত্রভাগ, এবং ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যাভাগ। এ বিষয়ে বিশেষ ইচ্ছা হইলে আমার রচিত "ঋগ্বেদ ভাষ্যভূমিকা"য় দেখিতে হইবে। তংস্থলে অনেকরূপে প্রমাণের বিরুদ্ধ হওয়াতে কাত্যায়নের বচন সিদ্ধ বা প্রমাণ হইতে পারে না এইরূপ সিদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ উহা মানিলে বেদ কখন সনাতন হইতে পারে না ; কারণ ব্রাহ্মণ পুস্তকে অনেক ঋষি, মহর্ষি এবং রাজাদিগের ইতিহাস লিখিত আছে। যাহার ইতিহাস তাহার জন্মের পশ্চাৎ উহা লিখিত হইয়া থাকে ; সুতরাং তদ্ গ্রন্থও তাহার জন্মের পশ্চাৎ রচিত হয়। বেদে কাহারও ইতিহাস নাই ; কিন্তু উহাতে যে যে শব্দ দ্বারা বিশেষ বিদ্যা বোধ হয়, তত্তৎ শব্দেরই প্রয়োগ করা আছে। বেদে কোন মনুষ্যের সংজ্ঞা বা বিশেষ কথার প্রসঙ্গ নাই।

প্রশ্ন—বেদের কত শাখা আছে ?

উত্তর—এক হাজার একশত সপ্ত-বিংশতি।

প্রশ্ন—শাখা কাহাকে কহে ?

উত্তর—ব্যাখ্যানকে শাখা কহে।

প্রশ্ন—সংসারে বিদ্বান্ পুরুষ বেদের অবয়বভূত বিভাগকে শাখা মনে করেন।

উত্তর—একটু বিচার করিলে দেখিবে উহা সত্য। কারণ যাবতীয় শাখা আছে তাহা আশ্বলায়নাদি ঋষিদিগের নামে প্রসিদ্ধ এবং মন্ত্রসংহিতা পরমেশ্বরের নামে প্রসিদ্ধ। চারিবেদ যেরূপ পরমেশ্বরকৃত মানা হয়, তদ্রূপ আশ্বলায়নী আদি শাখা সকল তত্তৎ ঋষিকৃত স্বীকার করিতে হয় এবং সকল শাখাতে মন্ত্র সকল প্রতীকভাবে ব্যাখ্যাত হয়। যেমন তৈত্তিরীয় শাখায় "ইষেত্বোর্জ্জেত্বেতি" ইত্যাদি প্রতীকভাবে ধরিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কিন্তু বেদসংহিতাতে কোন মন্ত্র প্রতীকভাবে ধৃত হয় নাই। এইজন্য পরমেশ্বরকৃত চারিবেদ মূল বৃক্ষ এবং আশ্বলায়নী আদি সমস্ত শাখা। উহা ঋষি ও মুনিকৃত

পরমেশ্বরকৃত নহে। এই বিষয়ে বিশেষ ব্যাখ্যা দেখিতে ইচ্ছা হইলে "ঋগ্বেদভাষ্য ভূমিকায়" দেখিবে। মাতা ও পিতা যেরূপ আপনার সন্তানদিগের উপর কৃপাদৃষ্টি করতঃ উহাদিগের উন্নতি অভিলাষ করেন, তদ্রূপ পরমেশ্বর সকল মনুষ্যের উপর কৃপা করিয়া বেদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা হইতে মনুষ্যগণ অবিদ্যান্ধকার ও ভ্রমজাল পরিহার করতঃ বিদ্যা ও বিজ্ঞান রূপ সূর্য্য প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দে অবস্থান করিবে এবং বিদ্যা ও সুখের বৃদ্ধি করিতে থাকিবে।

প্রশ্ন—বেদ নিত্য অথবা অনিত্য ?

উত্তর—নিত্য। কারণ পরমেশ্বর নিত্য বলিয়া তাঁহার জ্ঞানাদি গুণও নিত্য। যাহা নিত্য পদার্থ তাহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব নিত্য, এবং অনিত্য দ্রব্যের অনিত্য হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—উক্ত পুস্তকও কি নিত্য ?

উত্তর—না। কারণ পুস্তক পত্রে এবং মসীতে প্রস্তুত হয়; উহা কিরূপে নিত্য হইতে পারে ? কিন্তু যে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ আছে উহা নিত্য।

প্রশ্ন—ইহাও হইতে পারে যে ঈশ্বর উক্ত ঋষিদিগকে জ্ঞান দিয়া থাকিবেন এবং তাঁহার উক্ত জ্ঞান হইতে বেদ রচনা করিয়া লইয়াছেন।

উত্তর—জ্ঞেয় ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না। গায়ত্র্যাদি ছন্দ ষড্‌জাদি ও উদাত্তানুদাত্তাদি স্বরের জ্ঞান পূর্ব্বক গায়ত্র্যাদি ছন্দের রচনা করিতে সর্ব্বজ্ঞ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও সামর্থ্য নাই; কেহই এই প্রকার সর্ব্বজ্ঞানযুক্ত শাস্ত্র রচনা করিতে পারেনা। অবশ্য, বেদপাঠের পর মুনিগণ ব্যাকরণ, নিরুক্ত এবং ছন্দ আদি গ্রন্থ বিদ্যাপ্রকাশার্থ রচনা করিয়াছেন। পরমাত্মা বেদ প্রকাশ না করিলে, কেহই কিছু রচনা করিতে পারিত না। এইজন্য বেদ পরমেশ্বরোক্ত। এই অনুসারেই সকলের চলা উচিত। যদি কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, "তোমার মত কি ?" তাহা হইলে সে উত্তর দিবে যে "আমার মত বেদ" অর্থাৎ বেদে যাহা কিছু কথিত আছে উহাই আমি স্বীকার করি। ইহার পরে সৃষ্টি বিষয় লিখিত হইবে। এস্থলে সংক্ষেপে ঈশ্বর এবং বেদ বিষয়ের ব্যাখ্যা লিখিত হইল।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে ঈশ্বরবেদ বিষয়ে
সপ্তমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥৭॥

অথাষ্টম সমুল্লাসারম্ভঃ ।

অথ সৃষ্ট্যুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়বিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আ বভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষ্যঃ পরমে ব্যোমন্ৎসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥১॥

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্। তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্ ॥২॥ ঋঃ। মঃ ১০। সূঃ ১২৯। মং ৭।৩॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৩॥ ঋঃ। মঃ ১০। সূঃ ১২১। মঃ ১॥

পুরুষ এবেদꣳ সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥৪॥ যজুঃ। অঃ ৩১। মঃ ২॥

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম ॥৫॥ তৈত্তিরীয়োপনিঃ ভৃগুবল্লীঃ। অনুঃ ১॥

হে (অঙ্গ) মনুষ্য! যাঁহা হইতে বিবিধ সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি ধারণ এবং প্রলয় করেন, যিনি এই জগতের স্বামী, যিনি ব্যাপক বলিয়া যাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় প্রাপ্ত হয়, তিনিই পরমাত্মা এবং তাঁহাকে তুমি জান এবং অপরের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিও না ॥১॥

এই সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমস্ত জগৎ অন্ধকারাবৃত রাত্রিকালে অজ্ঞেয় আকাশের ন্যায় তুচ্ছ অর্থাৎ অনন্ত পরমেশ্বরের সম্মুখে একদেশস্থ হইয়া আচ্ছাদিত ছিল। পশ্চাৎ পরমেশ্বর আপনার সামর্থ্য দ্বারা কারণরূপ হইতে কার্য্যরূপ করিয়াছেন ॥২॥

হে মনুষ্যগণ! যিনি সমস্ত সূর্য্যাদি তেজস্বী পদার্থের আধার, যিনি ভূত এবং ভবিষ্যৎ জগতের এক অদ্বিতীয় পতি, যিনি জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান্ ছিলেন এবং যিনি এই পৃথিবী হইতে সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন সেই পরমাত্মদেবকে প্রেমপূর্ব্বক ভক্তি প্রদর্শন কর ॥৩॥

হে মনুষ্যগণ! যিনি সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণপুরুষ, যিনি নাশরহিত কারণ, যিনি জীবের স্বামী এবং যিনি পৃথিব্যাদি জড় হইতে এবং জীব হইতে অতিরিক্ত সেই পুরুষই এই সকল ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান জগৎ রচনা করিয়াছেন ॥৪॥

যে পরমাত্মার রচনাবশতঃ এই সমস্ত পৃথিব্যাদি ভূত উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহাতে অবস্থিত থাকে এবং যাঁহাতে প্রলয় প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকেই জানিবার ইচ্ছা কর ॥৫॥

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ শারীরিক সূঃ অঃ ১। পাঃ ১। সূঃ ২॥

যাঁহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় হয়, সেই ব্রহ্মই জানিবার যোগ্য।

প্রশ্ন—এই জগৎ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বা অন্য হইতে?

উত্তর—নিমিত্ত কারণ স্বরূপ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু ইহার উপাদান কারণ প্রকৃতি।

প্রশ্ন—পরমেশ্বর কি প্রকৃতিকে উৎপন্ন করেন নাই?

উত্তর—না। উহা অনাদি।

প্রশ্ন—অনাদি কাহাকে বলা যায় এবং কত সংখ্যক পদার্থ অনাদি?

উত্তর—ঈশ্বর, জীব এবং জগতের কারণ এই তিন অনাদি।

প্রশ্ন—ইহার প্রমাণ কি?

উত্তর—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি ॥১

ঋঃ মঃ ১। সূ ১৬৪। মঃ ২০॥

শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥২॥ যজুঃ অঃ ৪০। মঃ ৮॥

(দ্বা) ব্রহ্ম এবং জীব এই উভয় (সুপর্ণা) চেতনতা এবং পালনাদি গুণ বশতঃ সদৃশ (সযুজা) ব্যাপ্য ব্যাপকভাব হইতে সংযুক্ত এবং (সখায়া) পরস্পর মিত্রতাযুক্ত হইয়া যেরূপ সনাতন ও অনাদি এবং (সমানম্) তদ্রূপ (বৃক্ষম্) অনাদি মূল রূপ কারণ এবং শাখারূপ কার্য্যযুক্ত বৃক্ষ অর্থাৎ যাহা স্থূল হইয়া প্রলয়কালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় উহাও তৃতীয় অনাদি পদার্থ। এই তিনের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবও অনাদি। জীব ও ব্রহ্ম এই উভয়ের মধ্যে জীব এই বৃক্ষরূপ সংসারে পাপ-পুণ্যরূপ ফল (স্বাদ্বত্তি) উত্তমরূপে ভোগ করে এবং দ্বিতীয় পরমাত্মা কর্ম্মফল (অনশ্নন্) ভোগ না করিয়া চারিদিকে অর্থাৎ ভিতরে বাহিরে এবং সর্ব্বত্র প্রকাশমান হইয়া আছেন। জীব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে জীব, উভয় হইতে প্রকৃতি ভিন্নস্বরূপ এবং এই তিনই অনাদি ॥১॥

(শাশ্বতীঃ) অর্থাৎ পরমাত্মা অনাদি সনাতন জীবরূপ প্রজাদিগের জন্য বেদদ্বারা বিদ্যার বোধ করিয়াছেন ॥২॥

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।
অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি। অঃ ৪। মঃ ৫।

প্রকৃতি, জীব এবং পরমাত্মা এই তিনই অজ অর্থাৎ ইহাদিগের কখন জন্ম হয় না এবং ইহারা জন্মগ্রহণ করে না। অর্থাৎ এই তিনই সমস্ত জগতের কারণ এবং ইহাদিগের কোন কারণ নাই। অনাদি জীব এই অনাদি প্রকৃতির ভোগ করতঃ আসক্ত হয়, কিন্তু উক্ত পরমাত্মা ইহার ভোগও করেন না এবং ইহাতে আসক্তও হন না। ঈশ্বর বিষয়ে ঈশ্বর এবং জীবের বিষয় কথিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃতির লক্ষণ লিখিত হইতেছে :—

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ ॥ সাঙ্খ্য সূঃ ॥ অঃ ১। সূঃ ৬১॥

(সত্ত্ব) শুদ্ধ (রজঃ) মধ্য (তমঃ) জাড্য অর্থাৎ জড়তা এই তিন বস্তু মিলিত হইয়া যে সংঘাত হয়, উহার নাম প্রকৃতি। উহা হইতে মহত্তত্ত্ব বুদ্ধি, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে পঞ্চ তন্মাত্র সূক্ষ্মভূত, দশ ইন্দ্রিয় এবং একাদশ মন, পঞ্চতন্মাত্র হইতে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে এবং পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব পুরুষ অর্থাৎ জীব এবং পরমেশ্বর। ইহার মধ্যে প্রকৃতি অবিকারিণী। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চ সূক্ষ্মভূত ইহারা প্রকৃতির কার্য্য এবং ইন্দ্রিয়দিগের, মনের ও স্থূলভূতের কারণ। পুরুষ কাহারও প্রকৃতি, উপাদান কারণ অথবা কার্য্য নহে।

প্রশ্ন—

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ ॥১॥ ছান্দোঃ প্রঃ ৬। খঃ ২॥
অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ॥২॥ তৈত্তিরীয়োপনিঃ। ব্রহ্মানন্দবঃ। অনুঃ ৭ ॥
আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ ॥৩॥ বৃহঃ। অঃ ১। ব্রঃ ৪॥ মঃ ১॥
ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ ॥৪॥ শতঃ ১১।১।১১।১॥

হে শ্বেতকেতো! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎ (১) অসৎ (২) আত্মা (৩) এবং ব্রহ্মরূপ (৪) ছিল। পশ্চাৎ—

তদৈক্ষত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি।
সোঽকাময়ত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥
তৈত্তিরীয়োপনিঃ। ব্রহ্মানন্দবল্লী। অনুঃ ৬॥

উক্ত পরমাত্মা আপনার ইচ্ছা বশতঃ বহুরূপ হইয়াছেন।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥

ইহাও উপনিষদের বচন। এই যে সমস্ত জগৎ আছে উহা সব নিশ্চিতরূপে ব্রহ্ম। উহাতে দ্বিতীয় নানাপ্রকারের কোন পদার্থ নাই, পরন্তু উহা সমস্তই ব্রহ্ম।

উত্তর—কেন এই সকল বচনের কদর্থ করিতেছ? কারণ উক্ত উপনিষদ্ সকলেও—

(এবমেব খলু) সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ছান্দোঃ প্রঃ ৬। খঃ ৮। মঃ ৪॥

হে শ্বেতকেতো! তুমি অন্নরূপ পৃথিবী কার্য্য হইতে জলরূপ মূলকারণ জানিবে। কার্য্যরূপ জল হইতে তেজোরূপ মূল এবং তেজোরূপ কার্য্য হইতে সদ্রূপ কারণ নিত্য প্রকৃতিকে জানিবে। উক্ত সত্যস্বরূপ প্রকৃতি সমস্ত জগতের মূলগৃহ এবং স্থিতির স্থান। এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসতের সদৃশ হইয়া জীবাত্মা, ব্রহ্ম এবং প্রকৃতিতে লীন থাকিয়া বর্ত্তমান ছিল এবং ইহার অভাব ছিল না। (সর্ব্বংখলু) ইত্যাদি বচন সেইরূপ, যেমন ভানুমতীর খেলায় বলে যে "কোথা থেকে ইট, কোথা থেকে ডেলা, ভানুমতী ঘর করে (অদ্ভুত) খেলা" তদ্রূপ একপ্রকার ক্রীড়া, কারণ—

সর্ব্বং খল্বিদম্ ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসাত ॥

ছান্দোঃ প্রঃ ৩। খ ১৪। মঃ ১।

এবং "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" কঠোপনিষদ্। অঃ ২। বল্লীঃ ৪। মঃ ১১॥

যেরূপ শরীরের অঙ্গ যতক্ষণ শরীরের সহিত থাকে ততক্ষণ কার্য্যকর হয় এবং পৃথক্ হইলে অকর্ম্মণ্য হয়, তদ্রূপ প্রকরণস্থ হইলে বাক্য সার্থক থাকে এবং প্রকরণ হইতে স্বতন্ত্র করিলে অথবা অন্য বাক্যের সহিত সংযুক্ত করিলে উহা অনর্থক হইয়া যায়। ইহা হইতে কি অর্থ হইল শ্রবণ কর। হে জীব! তুমি ব্রহ্মের উপাসনা কর, যে ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং জীবন এবং যাঁহার নির্ম্মাণ এবং ধারণ বশতঃ জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে অথবা ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপরের উপাসনা করিবে না। উক্ত চেতনমাত্র অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মরূপ নানা বস্তুর সমষ্টি নহে। কিন্তু সমস্ত বস্তু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরমেশ্বর রূপ আধারে অবস্থিত।

প্রশ্ন—জগতের কারণ কত?

উত্তর—তিন কারণ। প্রথম নিমিত্ত কারণ, দ্বিতীয় উপাদান কারণ এবং তৃতীয় সাধারণ কারণ। যাহার নির্ম্মাণবশতঃ কোন বস্তু নির্ম্মিত হয়, নির্ম্মাণ না করিলে নির্ম্মিত হয় না এবং স্বয়ং নির্ম্মিত হয় না কিন্তু অপরকে প্রকারান্তর নির্ম্মাণ করে, তাহাকে নিমিত্ত কারণ কহে। যাহা ব্যতিরেকে কিছু নির্ম্মিত হয় না, যাহা অবস্থান্তররূপ হইয়া নির্ম্মিত হয় এবং বিকৃতও হয়, তাহাকে উপাদান কারণ কহে। যাহা নির্ম্মাণ বিষয়ে সাধন এবং সাধারণ হেতু তাহাকে সাধারণ কারণ কহে।

নিমিত্ত কারণ দুই প্রকার হয়। প্রথম, কারণ হইতে সকল সৃষ্টির নির্ম্মাণ, ধারণ এবং প্রলয়কর্ত্তা ও সকলের ব্যবস্থাকর্ত্তা মুখ্য নিমিত্তকারণ পরমাত্মা। দ্বিতীয়—পরমেশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে নানা পদার্থ লইয়া নানিবিধ কার্য্যান্তর নির্ম্মাণকর্ত্তা সাধারণ নিমিত্ত কারণ জীব। উপাদান কারণ প্রকৃতি—পরমাণু, উহাদিগকে সংসার রচনার সামগ্রী কহে। উহা জড় বলিয়া স্বয়ং নির্ম্মিত বা বিকৃত হইতে পারে না কিন্তু অপরে নির্ম্মাণ করিলে এবং বিকৃত করিলে নির্ম্মিত এবং বিকৃত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে জড়রূপ নিমিত্ত হইতে জড়ও নির্ম্মিত এবং বিকৃত হয়। যেমন পরমেশ্বরের রচিত বীজ ভূমিতে পতিত হইলে এবং জল পাইলে বৃক্ষাকার হইয়া থাকে, এবং অগ্নিআদি জড়ের সংযোগে বিকৃতও হয়; পরন্তু নিয়মপূর্ব্বক উহাদিগের নির্ম্মিত হওয়া এবং বিকৃত হওয়া পরমেশ্বর এবং জীবের অধীন। যখন কোন বস্তু নির্ম্মিত হয়, তখন যে যে সাধন হইতে নির্ম্মিত হয় অর্থাৎ জ্ঞান, দর্শন, বল, হস্ত এবং অন্যান্য নানাবিধ সাধন এবং দিক্, কাল, আকাশ, উহারা সাধারণ কারণ। যেমন ঘট নির্ম্মাণ বিষয়ে কুম্ভকার নিমিত্ত কারণ, মৃত্তিকা উপাদান কারণ এবং দণ্ড চক্র আদি সামান্য হেতু, দিক্, কাল, আকাশ, প্রকাশ, চক্ষু, হস্ত, জ্ঞান ও ক্রিয়া আদি নিমিত্তসাধারণ এবং নিমিত্তকারণও হইয়া থাকে। এই তিন কারণ ব্যতিরেকে কোন বস্তু নির্ম্মিত অথবা বিকৃত হইতে পারে না।

প্রশ্ন—নবীন বেদান্তী লোক কেবল পরমেশ্বরকেই জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ স্বীকার করেন।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ। মুণ্ডকোপনিঃ। মুঃ ১। খঃ ১। মঃ ৭॥

ইহা উপনিষদের বচন। (ঊর্ণনাভ) মাকড়সা যেরূপ বাহির হইতে কোন পদার্থ গ্রহণ করেনা, কিন্তু নিজের অবয়ব হইতে তন্তু নির্গত করিয়া জাল নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ংই উহাতে ক্রীড়া করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম আপনা হইতে জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া নিজে জগদাকার হইয়া স্বয়ংই ক্রীড়া করিতেছেন। উক্ত ব্রহ্ম ইচ্ছা এবং কামনা করিলেন যে আমি বহুরূপ অর্থাৎ জগদাকার হইব, এবং তাদৃশ সঙ্কল্প মাত্র হইতেই সমস্ত জগদ্রূপ রচিত হইল। কারণ—

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা॥

গৌড়পাদীয় কারিকা শ্লোক ৩১॥

ইহা মাণ্ডুক্যোপনিষদের উপর কারিকা। যাহা প্রথমে ছিল না এবং অন্তে থাকিবে না উহা বর্ত্তমানেও নাই। অতএব যখন সৃষ্টির আদিতে জগৎ ছিল না এবং অন্তে যখন সংসার থাকিবে না, তখন বর্ত্তমানে সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম কেন নহে?

উত্তর—তোমার কথানুসারে যদি ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইয়া যায় তাহা হইলে তিনি বিকারী, পরিণামী এবং অবস্থান্তরযুক্ত হইয়া পড়িবেন এবং কার্য্যে উপাদান কারণের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব আসিয়া পড়িবে।

কারণগুণপূর্ব্বকঃ কার্য্যগুণো দৃষ্টঃ॥

বৈশেষিকঃ। অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ৪॥

উপাদান কারণের সদৃশ কার্য্যে গুণ হইয়া থাকে। তাহা হইলে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম জগৎ কার্য্যরূপ হইতে অসৎ, জড় এবং আনন্দরহিত হইয়া যায়। ব্রহ্ম অজ এবং জগৎ উৎপত্তিশীল, ব্রহ্ম অদৃশ্য এবং জগৎ দৃশ্য, ব্রহ্ম অখণ্ড ও জগৎ খণ্ডরূপ। যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথিব্যাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পৃথিব্যাদি কার্য্যের জড়ত্বাদি গুণ ব্রহ্মেও হইবে অর্থাৎ পৃথিব্যাদি যেরূপ জড় পরমেশ্বরও তদ্রূপ জড় হইয়া পড়েন এবং পরমেশ্বরও যেরূপ চেতন তদ্রূপ পৃথিব্যাদি কার্য্যও চেতন হওয়া উচিত। উর্ণনাভের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছ, উহাও তোমার মতের সাধক নহে বরং বাধক। উহার জড়রূপ শরীর তন্তুর উপাদান কারণ, ও জীবাত্মা নিমিত্তকারণ, এবং উহাও পরমাত্মার অদ্ভুত রচনার প্রভাব, কারণ অন্য জন্তুর শরীর হইতে জীব উক্ত তন্তু নির্গত করিতে পারে না। তদ্রূপ ব্যাপক ব্রহ্ম আপনার ভিতর ব্যাপ্য প্রকৃতি এবং পরমাণু কারণ হইতে স্থূল জগৎ নির্ম্মাণ করতঃ বাহিরের স্থূলরূপ করিয়া এবং উহাতে স্বয়ং ব্যাপক থাকিয়া সাক্ষীভূত ও আনন্দময় হইয়া আছেন। পরমাত্মা ঈক্ষণ অর্থাৎ দর্শন বিচার এবং কামনা করিয়াছিলেন যে আমি সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া প্রসিদ্ধ হইব অর্থাৎ সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতেই জীবদিগের বিচার, জ্ঞান, ধ্যান, উপদেশ এবং শ্রবণ হওয়াতে পরমেশ্বর প্রসিদ্ধ এবং ননাবিধ স্থূল পদার্থের সহিত বর্ত্তমান হইয়া থাকেন। যখন প্রলয় হয় তখন পরমেশ্বর এবং মুক্ত জীব ব্যাতিরেকে উহাকে কেহ জানিতে পারে না। যে কারিকা উক্ত হইয়াছে উহা ভ্রমমূলক। কারণ প্রলয়কালে জগৎ প্রসিদ্ধ ছিল না এবং সৃষ্টির অন্তে অর্থাৎ প্রলয়ের আরম্ভ হইতে যতকাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয়বার সৃষ্টি না হইবে, ততকাল জগতের কারণ সূক্ষ্ম থাকাতে অপ্রসিদ্ধ থাকে। কারণ :—

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে ॥ ঋঃ। মঃ১০। সূঃ১২৯। মঃ৩ ॥

ইহা ঋগ্বেদের বচন।

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥ মনুঃ১। ৫ ॥

এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়কালে অন্ধকারে আবৃত ও আচ্ছাদিত ছিল এবং প্রলয়ারম্ভের পরও তদ্রূপ থাকে। তৎকালে উহা জানিবার, তর্ক দ্বারা নির্ণয় করিবার এবং প্রসিদ্ধ চিহ্ন দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগের উপলব্ধি করিবার যোগ্য ছিল না এবং হইবে না, কিন্তু বর্ত্তমানকালে জানিবার এবং প্রসিদ্ধ চিহ্নযুক্ত বলিয়া জ্ঞাত হইবার যোগ্য হয় এবং যথাবৎ উপলব্ধি হইয়া থাকে। অপরন্তু উক্ত কারিকাকার বর্ত্তমানেও জগতের অভাব লিখিয়াছেন। উহা সম্পূর্ণ অপ্রমাণ। কারণ প্রমাতা যাহাকে প্রমাণ দ্বারা জানেন এবং প্রাপ্ত হন, তাহা কখন অন্যথা হইতে পারে না।

প্রশ্ন—পরমেশ্বরের জগৎ নির্ম্মাণের প্রয়োজন কি?

উত্তর—নির্ম্মাণ না করিবার প্রয়োজন কি?

প্রশ্ন—না নির্ম্মাণ করিলে আনন্দে স্থির থাকিতেন এবং জীবগণও সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হইত না।

উত্তর—উহা অলস এবং দরিদ্রদিগের কথা পুরুষার্থীর নহে। তদ্ব্যতীত জীবদিগের প্রলয়-কালে সুখ এবং দুঃখ কোথায়? সৃষ্টির সুখ এবং দুঃখ যদি তুলনা করা যায়, তাহা হইলে সুখ কত গুণ অধিক হইয়া থাকে এবং অনেক পবিত্রাত্মা জীব মুক্তির সাধন করতঃ মোক্ষানন্দও প্রাপ্ত হন, এবং প্রলয়কালে কর্ম্মহীন হইয়া সুষুপ্তিস্থিতের ন্যায় অবস্থান করে। প্রলয়ের পূর্ব্বে সৃষ্টিকালে জীবগণ কৃত পাপপুণ্যের কর্ম্মফল ঈশ্বর কিরূপে দিতে পারেন এবং জীবই বা কিরূপে ভোগ করিতে পারে? যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে চক্ষুর প্রয়োজন কি, তাহা হইলে তুমি ইহাই কহিবে যে দর্শন। তদ্রূপ জগতের উৎপাদন ব্যতিরেকে ঈশ্বরের যে জগৎ রচনা করিবার বিজ্ঞান বল এবং ক্রিয়া আছে তাহার কি প্রয়োজন? আর কিছুই বলিতে পারিবে না। জগতের উৎপত্তি হইতেই পরমাত্মার ন্যায়শীলতা ধারণা ও দয়া আদি গুণ সার্থক হইতে পারে এবং জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় এবং ব্যবস্থা করাতেই তাঁহার অনন্ত সামর্থ্য সফল হইয়া থাকে। দর্শন যেমন নেত্রের স্বাভাবিক গুণ তদ্রূপ জগতের উৎপত্তি করিয়া সকল জীবকে অসংখ্য পদার্থ দান করতঃ পরোপকার করা পরমেশ্বরের স্বাভাবিক গুণ।

প্রশ্ন—বীজ প্রথম অথবা বৃক্ষ প্রথম?

উত্তর—বীজ। কারণ বীজ, হেতু, নিদান, নিমিত্ত এবং কারণ ইত্যাদি শব্দ একার্থবাচক। কারণের নাম বীজ বলিয়া কার্য্যের প্রথম হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—পরমেশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান হন তাহা হইলে তিনি উক্ত কারণ এবং জীবকে উৎপন্ন করিতে পারেন এবং যদি না পারেন তাহা হইলে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ থাকিতে পারেন না।

উত্তর—সর্ব্বশক্তিমান শব্দের অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান্ কি তাহাকে বলে, যে অসম্ভব ঘটনাও করিতে পারে? যদি কেহ অসম্ভব ঘটনা যেমন কারণ বিনা কার্য্য প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে ঈশ্বর কারণ ব্যতিরেকে দ্বিতীয় ঈশ্বরের উৎপত্তি করতঃ স্বয়ং মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে এবং জড়, দুঃখী, অন্যায়কারী, অপবিত্র ও দুষ্কর্ম্মাও হইতে পারেন কি? যেরূপ স্বাভাবিক নিয়ম আছে, যেমন অগ্নি উষ্ণ ও জল শীতল, তদনুসারে ঈশ্বরও পৃথিব্যাদি জড়কে বিপরীত গুণবিশিষ্ট করিতে পারেন না এবং ঈশ্বরের নিয়ম সত্য এবং সম্পূর্ণ বলিয়া উহার পরিবর্ত্তনও করিতে পারেন না। এই জন্য সর্ব্বশক্তিমান শব্দের এই পর্য্যন্ত অর্থ যে পরমাত্মা কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে আপনার কার্য্য পূর্ণ করিতে পারেন।

প্রশ্ন—ঈশ্বর সাকার অথবা নিরাকার? নিরাকার হইলে হস্তাদি সাধন ব্যতিরেকে জগৎ নির্ম্মাণ করিতে পারেন না এবং সাকার হইলে কোন দোষ আসে না।

উত্তর—ঈশ্বর নিরাকার। সাকার অর্থাৎ শরীরযুক্ত হইলে ঈশ্বর হইতে পারে না। কারণ উহা পরিমিতশক্তিযুক্ত, দেশ কাল এবং বস্তু সম্বন্ধে পরিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ছেদন, ভেদন, শীতোষ্ণ ও জ্বরপীড়াদিযুক্ত হইবে এবং উহাতে জীব ব্যতীত ঈশ্বরের গুণ কখন ঘটিতে পারে না। তুমি এবং আমি যেরূপ সাকার অর্থাৎ শরীরধারী হওয়াতে ইহা দ্বারা ত্রসরেণু, অণু, পরমাণু এবং প্রকৃতিকে বশে আনিতে পারি না তদ্রূপ স্থূল দেহধারী পরমেশ্বরও উক্ত সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে স্থূল জগৎ নির্ম্মাণ করিতে পারেন না। পরমেশ্বর ভৌতিক ইন্দ্রিয় গোলক, ও হস্তপাদাদি অবয়বরহিত হইলেও তাঁহার

অনন্তশক্তি, বল ও পরাক্রম দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকেন; তাদৃশ, সমস্ত জীব এবং প্রকৃতি হইতে কখন সম্পন্ন হইতে পারে না। তিনি প্রকৃতি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বলিয়া এবং উহাতে ব্যাপক হইয়াও উহাকে ধারণ করিয়া জগদাকার করিয়া দেন।

প্রশ্ন—মনুষ্যাদির মাতা ও পিতা সাকার হওয়াতে যেরূপ উহাদিগের সন্তানও সাকার হয় এবং উহারা নিরাকার হইলে উহাদিগের সন্তানও নিরাকার হইত, তদ্রূপ পরমেশ্বর নিরাকার হইলে তন্নির্ম্মিত জগতেরও নিরাকার হওয়া উচিত।

উত্তর—তোমার এ প্রশ্ন বালকের তুল্য। কারণ আমি এইমাত্র কহিয়াছি যে পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন কিন্তু তিনি নিমিত্তকারণ। প্রকৃতি এবং পরমাণু স্থূল বলিয়া উহারা জগতের উপাদান কারণ। ইহারা সম্পূর্ণ নিরাকার নহে কিন্তু পরমেশ্বরের তুলনায় স্থূল এবং অন্য কার্য্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম আকার বিশিষ্ট।

প্রশ্ন—পরমেশ্বর কি কারণ ব্যাতিরেকে কার্য্য করিতে পারেন না?

উত্তর—না। কারণ, যাহার অভাব আছ অর্থাৎ যাহা বর্ত্তমান নহে উহার ভাব হওয়া অর্থাৎ উহা বর্ত্তমান হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। যেরূপ কেহ যদি গল্প করিয়া বলে যে আমি বন্ধ্যার পুত্রের এবং পুত্রীর বিবাহ দেখিয়াছি, উহারা নরশৃঙ্গ নির্ম্মিত ধনুঃ এবং আকাশকুসুমের মালা পরিয়াছিল, মৃগতৃষ্ণিকার জলে স্নান করিত এবং গন্ধর্ব্বনগরে বাস করিত অথবা বলে যে মেঘ ব্যতিরেকে বৃষ্টি এবং পৃথিবী ব্যতিরেকে অন্নাদির উৎপত্তি হইত ইত্যাদি; এখানে কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। যেরূপ কেহ বলে যে "মম মাতাপিতরৌ নস্তোঽহমেবমেব জাতঃ। মম মুখে জিহ্বা নাস্তি বদামি চ।" অর্থাৎ আমার মাতা ও পিতা ছিল না, অথচ আমি স্বয়ংই উৎপন্ন হইয়াছি, আমার মুখে জিহ্বা নাই কিন্তু আমি কথা কহিয়া থাকি; গর্ত্তে সর্প ছিল না অথচ এক্ষণে নির্গত হইয়াছে, আমি কোনও স্থানেও ছিলাম না, ইহাও কোথাও ছিল না এবং আমি সমস্ত জানিয়াছি ইত্যাদি সমস্ত অসম্ভব বাক্য প্রমত্তগীত অথাৎ উন্মত্ত লোকদিগের প্রলাপ ব্যাতীত আর কিছুই নহে।

প্রশ্ন—যদি কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য না হয়, তবে কারণের কারণ কি হইবে।

উত্তর—যাহা কেবল কারণ, তাহা কাহারও কার্য্য হয় না। যাহা কাহারও কারণ এবং কাহারও কার্য্য, উহা স্বতন্ত্র পদার্থ, যেমন পৃথিবী গৃহাদির কারণ এবং জলাদির কার্য্য হইয়া থাকে। পরন্তু আদি কারণ প্রকৃতি অনাদি।

মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্ ॥

সাংখ্যদর্শন অঃ ১। সূঃ ৬৭ ॥

মূলের মূল অর্থাৎ কারণের কারণ হইতে পারে না। এইজন্য সমস্ত কার্য্যের কারণ অকারণ হয়। কেননা কোন কার্য্যের আরম্ভের পূর্ব্বে তিন কারণ অবশ্য থাকিবে। যেমন বস্ত্র নির্ম্মাণের পূর্ব্বে তন্তুবায়, তুলাসূত্র এবং নলিকাদি পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকাতে বস্ত্রনির্ম্মাণ হয়, তদ্রূপ জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে পরমেশ্বর, প্রকৃতি, কাল, আকাশ থাকাতে এবং জীবগণ অনাদি বলিয়া এই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যদি ইহাদিগের একটী না থাকিত তাহা হইলে জগৎও থাকিত না।

অত্র নাস্তিকা আহুঃ—শূন্যং তত্ত্বং ভাবো বিনশ্যতি
বস্তুধর্ম্মত্বাদ্বিনাশস্য ॥ ১। সাংখ্য দঃ অঃ১॥ সূঃ ৪৪ ॥

অভাবাৎ ভাবোৎপত্তি র্নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ ॥ ২ ॥

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনাৎ ॥ ৪ ॥

সর্ব্বমনিত্যমুৎপত্তিবিনাশধর্ম্মকত্বাৎ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বং নিত্যং পঞ্চভূতনিত্যত্বাৎ ॥ ৬ ॥

সর্ব্বং পৃথক্ ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাৎ ॥ ৭ ॥

সর্ব্বমভাবো ভাবেষ্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ ॥ ৮ ॥

ন্যায় সূঃ। অঃ ৪। আঃ ১ ॥

এস্থলে নাস্তিকেরা বলে শূন্যই এক পদার্থ আছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে শূন্য ছিল এবং অন্তেও শূন্য হইবে। কারণ ভাব অর্থাৎ বর্ত্তমান পদার্থ যাহা আছে উহার অভাব হইয়া যাইবে।

উত্তর—আকাশ, অদৃশ্য, অবকাশ, এবং বিন্দুকেও শূন্য কহে। শূন্য জড় পদার্থ বলিয়া সকল পদার্থ এই শূন্যে অদৃশ্যভাবে থাকে। যেমন এক বিন্দু হইতে রেখা এবং রেখা সকল হইতে বর্ত্তুলাকার হয় তদ্রূপ ঈশ্বরের রচনানুসারে ভূমি পর্ব্বতাদি রচিত হয়। অপরন্তু শূন্যের জ্ঞাতা শূন্য হয় না।

(দ্বিতীয় নাস্তিক)—অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়। যেমন বীজের মর্দ্দন না করিলে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, এবং বীজকে ভাঙ্গিয়া দেখিবে যে অঙ্কুরের অভাব আছে। প্রথমে যখন অঙ্কুর দেখা যায় না তখন বলিতে হইবে যে উহা অভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

উত্তর—যাহা বীজের উপমর্দ্দন করিতেছে, উহা প্রথমেই বীজে ছিল অন্যথা কে উপমর্দ্দন করিল? এবং উৎপন্ন কখন হইত না।

(তৃতীয় নাস্তিক)—পুরুষের কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে কর্ম্মফল প্রাপ্তি হয় না। কত কর্ম্ম নিষ্ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য অনুমান করা যায় যে কর্ম্মফল প্রাপ্ত হওয়া ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বর যে কর্ম্মফল দিতে ইচ্ছা করেন সেই কর্ম্মের ফল দেন এবং ইচ্ছা না করিলে ফল দেন না। সুতরাং এইরূপে কর্ম্মফল ঈশ্বরাধীন হইতেছে।

উত্তর—কর্ম্মফল ঈশ্বরের অধীন হইলে কর্ম্ম না করিলেও তিনি কেন দেন না? এইজন্য মনুষ্য যেরূপ কর্ম্ম করে, ঈশ্বর তদ্রূপই ফল দেন। এইজন্য ঈশ্বর স্বতন্ত্র (উদাসীন) পুরুষকে কর্ম্ম-ফল দিতে পারেন না, জীব যেরূপ কর্ম্ম করে, তদ্রূপই ঈশ্বর ফল দেন।

(চতুর্থ নাস্তিক)—নিমিত্ত ব্যতিরেকেও পদার্থ উৎপন্ন হয়। যেমন বাবলা আদি বৃক্ষের কণ্টক তীক্ষ্ণ অগ্রভাগবিশিষ্ট দৃষ্ট হয় তেমন ইহা জানা যায় যে সৃষ্টির যখন যখন আরম্ভ হয় তখন তখন শরীরাদি পদার্থ নিমিত্ত ব্যতিরেকেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উত্তর—যাহা হইতে পদার্থ উৎপন্ন হয়, উহাই উহার নিমিত্ত। কণ্টকীবৃক্ষ ব্যতিরেকে কণ্টক অন্য কুত্রাপি উৎপন্ন কেন হয় না?

পঞ্চম নাস্তিক—সকল পদার্থ ই উৎপত্তি এবং বিনাশশীল। সুতরাং সমস্ত অনিত্য।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

ইহা কোনও গ্রন্থের শ্লোক। নবীন বেদান্তিগণও পঞ্চম নাস্তিকের সীমায় অবস্থিত। কারণ ইহারা এইরূপ কহেন যে কোটি গ্রন্থের এই সিদ্ধান্ত যে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহে।

উত্তর—যখন সকলের নিত্যতা নিত্য, তখন সমস্ত অনিত্যত্ব হইতে পারে না।

প্রশ্ন—সকলের নিত্যতাও অনিত্য, যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে নষ্ট করতঃ স্বয়ং নষ্ট হইয়া যায়।

উত্তর—যাহা যথাবৎ উপলব্ধ হয় উহার বর্ত্তমানে অনিত্য এবং পরম সূক্ষ্ম কারণকে কখন অনিত্য কহা যাইতে পারে না। যখন বেদান্তিগণ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তখন ব্রহ্ম সত্য বলিয়া তাঁহার কার্য্য কখন অসত্য হইতে পারে না। যদি স্বপ্নও রজ্জুসর্পাদিবৎ কল্পিত কহে তাহা হইলেও সম্ভবে না। কারণ কল্পনা একটি গুণ। গুণ হইতে দ্রব্য এবং দ্রব্য হইতে গুণ পৃথক থাকিতে পারে না। কল্পনার কর্ত্তা নিত্য হইলে, তাহার কল্পনাও নিত্য হওয়া আবশ্যক, অন্যথা উহাকেও অনিত্য বলিয়া স্বীকার কর। দর্শন ও শ্রবণ ব্যতিরেকে যেরূপ স্বপ্ন হয় না, জাগ্রত অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সত্য পদার্থ আছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি দ্বারা উহার জ্ঞান হইলে পরে উহার সংস্কার অর্থাৎ বাসনা জন্য জ্ঞান আত্মায় স্থিত হয় এবং স্বপ্নে উহাকেই প্রত্যক্ষ দেখা যায়। যেমন সুষুপ্তি হইলে বাহ্য পদার্থের জ্ঞানের অভাব হইলেও বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ প্রলয়েও কারণদ্রব্য বর্ত্তমান থাকে। সংস্কার ব্যতিরেকেও যদি স্বপ্ন হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে জন্মান্ধেরও রূপের স্বপ্ন হইতে পারে। এইজন্য উক্ত স্থলে উহার জ্ঞানমাত্র হয় এবং বাহিরে সকল পদার্থ বর্ত্তমান থাকে।

প্রশ্ন—যেমন জাগরিতের পদার্থ স্বপ্নকালে এবং উভয়ের সুষুপ্তির সময়ে অনিত্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ জাগরিতের পদার্থকেও স্বপ্নতুল্য মনে করা উচিত।

উত্তর—এরূপ কখন মনে করা যাইতে পারে না। কারণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির সময় বাহ্যপদার্থের অজ্ঞানমাত্র হয়, অভাব হয় না। যেমন কাহারও পশ্চাৎভাগের এবং অন্যান্য অনেক পদার্থ অদৃষ্ট থাকিলেও উহাদিগের অভাব হয় না, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বিষয়েও তদ্রূপ জানিবে। সুতরাং পূর্ব্বে যাহা কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম জীব এবং জগতের কারণ অনাদি এবং নিত্য উহাই সত্য।

ষষ্ঠ নাস্তিক—পঞ্চভূত নিত্য বলিয়া এসমস্ত জগৎ নিত্য।

উত্তর—একথা সত্য নহে, কারণ যে পদার্থের উৎপত্তি এবং বিনাশের কারণ দৃষ্টিগোচর হয় উহা নিত্য নহে। সমস্ত স্থূল জগৎ শরীর এবং ঘটপটাদি পদার্থকে উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। সুতরাং কার্য্যকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

সপ্তম নাস্তিক—সমস্তই পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে এবং কোন এক পদার্থ নয়। আমরা যে যে পদার্থ দেখি উহাতে অন্য কোন দ্বিতীয় পদার্থ দেখা যায় না।

উত্তর—অবয়ব সমূহে অবয়বী, বর্ত্তমানকাল, আকাশ, পরমাত্মা এবং জাতি এই সকল পৃথক্ পৃথক্ পদার্থে একই আছে। উহা হইতে কোন পদার্থ পৃথক্ থাকিতে পারে না। এইজন্য সমস্ত পদার্থ পৃথক্ নহে কিন্তু স্বরূপবশতঃ পৃথক্ এবং পৃথক্ পৃথক্ পদার্থে এক পদার্থও আছে।

অষ্টম নাস্তিক—সকল পদার্থে ইতরেতরের অভাব সিদ্ধি হয় বলিয়া সমস্তই অভাবরূপ। যেমন "অনশ্বো গৌঃ। অগৌরশ্বঃ" গো অশ্ব নহে এবং অশ্ব গো নহে। সুতরাং সমস্তই অভাবরূপ স্বীকার করা উচিত।

উত্তর—সকল পদার্থে ইতরেতরাভাবের যোগ আছে সত্য, কিন্তু "গবি গৌরশ্বেঽশ্বো ভাবরূপো বর্ত্তত এব" গোতে গো এবং অশ্বে অশ্ব এইরূপ ভাবও আছে এবং কখনও অভাব হইতে পারে না। পদার্থের ভাব না থাকিলে কাহার ইতরেতরাভাব কথিত হইবে?

নবম নাস্তিক—স্বভাব হইতে জগতের উৎপত্তি হয়। যেমন জল ও অগ্নি একত্রে থাকিয়া বিকৃত হইলে কৃমি উৎপন্ন হয়, যেমন বীজ, পৃথিবী ও জল একত্র মিলিত হইলে ঘাস, বৃক্ষাদি এবং পাষাণাদি উৎপন্ন হয়, যেমন সমুদ্র ও বায়ুর যোগবশতঃ তরঙ্গ এবং তরঙ্গসমূহ হইতে সমুদ্রফেন এবং যেমন হরিদ্রা, চূণ এবং লেবুর রস মিলিত হইলে তিলক মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ সমস্তই জগৎ-তত্ত্বের স্বভাব গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহাদিগের নির্ম্মাতা কেহই নাই।

উত্তর—স্বভাব হইতে জগতের উৎপত্তি হইলে, কখন ইহার বিনাশ হইত না। যদি বিনাশও স্বভাব হইতে হয় ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে কখন উৎপত্তি হইতে পারে না। যদি এই দুইই যুগপৎ দ্রব্য সম্বন্ধে স্বীকার কর, তাহা হইলে উৎপত্তি ও বিনাশের ব্যবস্থা হইতে পারে না। যদি নিমিত্ত বশতঃ উৎপত্তি এবং নাশ স্বীকার কর, তবে নিমিত্ত উৎপন্ন এবং বিনাশশীল হওয়াতে দ্রব্য-সমূহ হইতে পৃথক্ স্বীকার করিতে হইবে। যদি স্বভাব হইতেই উৎপত্তি এবং বিনাশ হয় তাহা হইলে উপযুক্ত সময়েই বিনাশ এবং উৎপত্তি হওয়া সম্ভবে না। যদি স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হইল, তাহা হইলে এই ভূগোলের নিকট অন্য ভূগোল চন্দ্রসূর্য্যাদি কেন উৎপন্ন হইল না? যাহার যাহার যোগবশতঃ যাহা যাহা উৎপন্ন হয়, তত্তৎ সমস্ত ঈশ্বর কর্ত্তৃক উৎপন্ন। বীজ, অন্ন ও জলাদির যোগবশতঃ ঘাস বৃক্ষ এবং কৃমি আদি উৎপন্ন হয় এবং উহা ব্যতিরেকে হয় না। যেমন হরিদ্রা, চূণ এবং লেবুর রস দূর দূর দেশ হইতে আসিয়া স্বয়ং মিলিত হয় না, কিন্তু কেহ মিলাইলে মিলিত হয় সেখানেই যথাযোগ্য ভাবে মিলাইলেই তিলকমৃত্তিকা প্রস্তুত হয়, এবং অধিক অথবা ন্যূন মিলাইলে হয় না, তদ্রূপ প্রকৃতি এবং পরমাণুকে জ্ঞান ও যুক্তিদ্বারা পরমেশ্বর না মিলাইলে জড় পদার্থ স্বয়ং কোন কার্য্যসিদ্ধির উপযোগী কোন পদার্থ বিশেষ হইয়া নির্ম্মিত হইতে পারে না। এইজন্য স্বভাবাদি হইতে সৃষ্টি হয় না, পরন্তু পরমেশ্বরের রচনা বশতঃই হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—এই জগতের কর্তা ছিল না, নাই এবং হইবে না। কিন্তু অনাদিকাল হইতে ইহা যেরূপ তদ্রূপই নির্ম্মিত আছে। ইহার কখন উৎপত্তি হয় নাই এবং কখন বিনাশ হইবে না।

উত্তর—কর্ত্তা ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়া বা ক্রিয়াজন্য পদার্থ নির্ম্মিত হইতে পারে না। পৃথিবী আদি পদার্থে সংযোগ বিশেষ হইতে যে সকল রচনা দৃষ্ট হয়, উহা কখন অনাদি হইতে পারে না। যাহা সংযোগবশতঃ নির্ম্মিত হয় উহা সংযোগের পূর্ব্বে থাকে না এবং বিয়োগের অন্তেও থাকে না। যদি তুমি ইহা না স্বীকার কর তবে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রস্তর, হীরক, অথবা ইস্পাত আদি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করতঃ ভস্ম করিয়া দেখ যে উহাতে পরমাণু পৃথক্ পৃথক্ মিলিত আছে কিনা? যদি মিলিত থাকে তাহা হইলে ইহারা যথাসময়ে অবশ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—অনাদি ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই, কিন্তু যে যোগাভ্যাসদ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞাদি গুণযুক্ত মাত্র জ্ঞানী হয়, সেই জীবকেই পরমেশ্বর কহা যায়।

উত্তর—যদি অনাদি ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা না হইলেন তবে সাধনের দ্বারা সিদ্ধিকারী জীবদিগের আধার এবং জীবনরূপ জগৎ শরীর এবং ইন্দ্রিয়গোলক কিরূপে নির্ম্মিত হইল? এই সকল ব্যতিরেকে জীব সাধন করিতে পারিত না এবং সাধন না হইলে সিদ্ধি কিরূপে হইবে? জীব যেরূপ ইচ্ছা করিবে তদ্রূপ সাধন করিলে অবশ্য সিদ্ধি হইবে তথাপি ঈশ্বরের যে স্বয়ং সনাতন অনাদি সিদ্ধি আছে এবং যাঁহার অনন্ত সিদ্ধি রহিয়াছে, কোনও জীব তাঁহার তুল্য হইতে পারে না। কারণ জীবের পরম সীমা পর্য্যন্ত যদি জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলেও জীব পরিমিত জ্ঞান ও পরিমিত সামর্থ্য বিশিষ্ট হইবে, অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত সামর্থ্য বিশিষ্ট কখনও হইতে পারে না। দেখ অদ্যাবধি কেহই ঈশ্বরকৃত সৃষ্টিক্রমের পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই এবং পারিবে না। অনাদি সিদ্ধ পরমেশ্বর নেত্রদ্বারা দর্শন এবং কর্ণদ্বারা শ্রবণের নিয়ম করিয়াছেন কোনও যোগী ইহার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। সুতরাং জীব কখন ঈশ্বর হইতে পারে না।

প্রশ্ন—কল্প ও কল্পান্তরে ঈশ্বর সৃষ্টির ভিন্নরূপ করেন অথবা একরূপ করেন?

উত্তর—যেরূপ এক্ষণে আছে এইরূপ পূর্ব্বে ছিল এবং পরেও হইবে। তিনি ভেদ করেন না।

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতার্যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।

দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥

ঋঃ। মঃ১০। সূঃ১৯০। মঃ৩॥

(ধাতা) পরমেশ্বর যেরূপ পূর্ব্ব কল্পে সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এক্ষণেও তদ্রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও তদ্রূপ নির্ম্মাণ করিবেন। এইজন্য পরমেশ্বরের কার্য্য ভ্রম ও প্রমাদ শূন্য হওয়াতে সর্ব্বদা একরূপই হইয়া থাকে। যে অল্পজ্ঞ এবং যাহার জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং ক্ষয় হয়, তাহারই কার্য্যে ভ্রম ও প্রমাদ হয়, পরমেশ্বরের কার্য্যে হয় না।

প্রশ্ন—সৃষ্টি বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রের অবিরোধ না বিরোধ আছে?

উত্তর—অবিরোধই আছে।

প্রশ্ন—যদি অবিরোধ থাকে তবে :—

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।
আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ।
অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ।
ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ।
স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। ব্রহ্মানন্দবঃ। অনুঃ ১॥

উক্ত পরমেশ্বর এবং প্রকৃতি হইতে আকাশ হইয়াছে। আকাশ বা অবকাশ অর্থাৎ যে কারণরূপ দ্রব্য সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল উহা একত্র করাতে অবকাশ উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ আকাশের উৎপত্তি হয় না, কারণ আকাশ ব্যতিরেকে প্রকৃতি এবং পরমাণু কোথায় অবস্থান করিবে? আকাশের পরে বায়ু, বায়ুর পরে অগ্নি, অগ্নির পরে জল, জলের পরে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি সকল হইতে অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য্য এবং বীর্য্য হইতে পুরুষ অর্থাৎ শরীর উৎপন্ন হয়। এই স্থলে আকাশাদি ক্রমানুসারে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে অগ্ন্যাদি ক্রমানুসারে ও ঐতরেয় উপনিষদে জলাদি ক্রমানুসারে সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। বেদের কোন স্থলে পুরুষ এবং কোন স্থলে হিরণ্যগর্ভ আদি হইতে, মীমাংসায় কর্ম্ম হইতে, বৈশেষিকে কাল হইতে, ন্যায়ে পরমাণু হইতে, যোগে পুরুষার্থ হইতে, সাংখ্যে প্রকৃতি হইতে এবং বেদান্তে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি স্বীকার করে। এক্ষণে কাহাকে সত্য ও কাহাকে মিথ্যা মনে করা যাইবে?

উত্তর—এবিষয়ে সকল মতই সত্য, কেহই মিথ্যা নহে। যে বিপরীত মনে করে ও বুঝে সেই মিথ্যাসক্ত। কারণ পরমেশ্বর নিমিত্ত কারণ এবং প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ। যখন মহাপ্রলয় হয় তাহার পর আকাশাদি ক্রমে সৃষ্টি হয়। যখন আকাশ এবং বায়ুর প্রলয় হয় না এবং অগ্ন্যাদির প্রলয় হয় তখন অগ্ন্যাদি ক্রমানুসারে এবং যখন বিদ্যুৎ ও অগ্নির নাশ হয় না তখন জলাদি ক্রমে সৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে যে প্রলয়ে যে যে পর্য্যন্ত প্রলয় হয়, সেই সেই পদার্থ হইতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। পুরুষ এবং হিরণ্যগর্ভাদি সম্বন্ধে প্রথম সমুল্লাসে লিখিত হইয়াছে। এ সকল পরমেশ্বরের নাম। পরন্তু এক কার্য্য সম্বন্ধে এক বিষয়ে বিরুদ্ধবাদ হইলে তাহাকেই বিরোধ কহে। ছয় শাস্ত্র বিষয়ে এইরূপে অবিরোধ দেখিবে। মীমাংসায় "জগতে এমন কোনও কার্য্য হইতে পারে না যাহার বিধান বিষয়ে কর্ম্ম চেষ্টা করা যায় না"; বৈশেষিকে "সময় ব্যতিরেকে নির্ম্মাণ হয় না"; ন্যায়ে "উপাদান কারণ ব্যতিরেকে কিছুই নির্ম্মাণ হইতে পারে না"; যোগে "বিদ্যা, জ্ঞান এবং বিচার না করিলে, নির্ম্মাণ হইতে পারে না"; সাংখ্যে "তত্ত্বসমূহের সমবায় না হইলে নির্ম্মাণ হয় না" এবং বেদান্তে "নির্ম্মাণকর্ত্তা নির্ম্মাণ না করিলে কোনও পদার্থ উৎপন্ন হয় না" এইরূপ লিখিত হইয়াছে। অতএব ছয় কারণ হইতে সৃষ্টি রচিত হয়। এক এক শাস্ত্রে ঐ ছয় কারণের এক একটীর ব্যাখ্যা আছে।

সুতরাং উহাদিগের কিছুই বিরোধ নাই। যেমন ছয়জন লোকে এক চাল উঠাইয়া এক দেওয়ালের উপর স্থাপন করে, তদ্রূপ ছয় শাস্ত্রকার মিলিয়া সৃষ্টিরূপ কার্য্যের পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন পাঁচ জন অন্ধকে এবং একজন মন্দদৃষ্টিকে কেহ হস্তীর এক এক দেশ ব্যাখ্যা করিয়া পরে সে উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে, হস্তী কিরূপ? উহার মধ্যে একজন উত্তর করিল যে স্তম্ভের ন্যায়, দ্বিতীয় কহিল (কুলার) সূর্পের ন্যায় তৃতীয় বলিল মূষলের ন্যায়, চতুর্থ কহিল (ঝাঁটার) সম্মার্জ্জনীর ন্যায়, পঞ্চম উত্তর দিল যে বেদির ন্যায় এবং ষষ্ঠ কহিল যে কৃষ্ণবর্ণ চারি স্তম্ভের উপর মহিষের আকার-বিশিষ্ঠ। তদ্রূপ ইদানিন্তন অনার্ষ নবীন গ্রন্থ পাঠ প্রচলিত থাকাতে প্রাকৃতভাষাজ্ঞ লোকেরা ঋষি প্রণীত গ্রন্থ না পড়িয়া এবং নবীন ও ক্ষুদ্রবুদ্ধিকল্পিত সংস্কৃত এবং ভাষাগ্রন্থ পাঠ করতঃ পরস্পরে পরস্পরের নিন্দায় তৎপর হইয়া বৃথা বিবাদ উত্থাপন করিয়াছে। বুদ্ধিমান্‌দিগের অথবা অন্যের এই সকল বাক্য গ্রাহ্য করা উচিত নহে। কারণ অন্ধের পশ্চাৎ অন্ধ যদি চলে তবে কেন না কষ্ট পাইবে? তদ্রূপ ইদানীন্তন অল্পবিদ্যাযুক্ত স্বার্থপর এবং ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী পুরুষদিগের লীলাই সংসারের নাশ করিতেছে।

প্রশ্ন—যদি কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য না হয়, তবে কারণের কেন কারণ নাই?

উত্তর—অহে সরলবুদ্ধি! তোমার বুদ্ধি কিছুমাত্র কার্য্যে লাগাইতেছ না কেন? দেখ সংসারে দুই পদার্থ—এক কারণ এবং দ্বিতীয় কার্য্য। যাহা কারণ তাহা কার্য্য নহে এবং যাহা কার্য্য তাহা কারণ নহে। যতক্ষণ মনুষ্য সৃষ্টিকে যথাবৎ বুঝিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার যথাবৎ জ্ঞান প্রাপ্তি হয় না।

নিত্যায়াঃ সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থায়াঃ প্রকৃতেরুৎপন্নানাং পরমসূক্ষ্মাণাং পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তমানানাং তত্ত্বপরমাণূনাং প্রথমঃ সংযোগারম্ভঃ সংযোগবিশেষাদবস্থান্তরস্য স্থূলাকারপ্রাপ্তিঃ সৃষ্টিরুচ্যতে॥

অনাদি নিত্যস্বরূপ সত্ত্ব, রজস্ এবং তমোগুণের একাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন যে সকল পরম সূক্ষ্ম তত্ত্বাবয়ব পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যমান আছে, উহাদিগের প্রথম সংযোগারম্ভ হয় এবং সংযোগ-বিশেষ হইতে অবস্থান্তরকে অর্থাৎ দ্বিতীয় অবস্থাকে সূক্ষ্মও ক্রমশঃ স্থূল নির্ম্মাণ করিতে করিতে বিচিত্ররূপ নির্ম্মিত হইয়াছে; এইরূপে উক্তবিধ সংসর্গ হওয়াকে সৃষ্টি বলা যায়। সংযোগের প্রথমে মিলিত হইবার উপযুক্ত এবং মিলিত করিবার কর্ত্তারূপ পদার্থ আছে অর্থাৎ যাহা সংযোগের আদি এবং বিয়োগের অন্ত, অর্থাৎ যাহার বিভাগ হইতে পারে না উহাকে কারণ কহে এবং যাহা সংযোগের পশ্চাৎ নির্ম্মিত বা প্রস্তুত হয় এবং বিয়োগের পর আর তদ্রূপ থাকে না উহাকে কার্য্য কহে। যে উক্ত কারনের কারন, কার্য্যের কার্য্য, কর্ত্তার কর্ত্তা সাধনের সাধন এবং সাধ্যের সাধ্য ইত্যাদি কহে সে দেখিয়াও অন্ধ, শুনিয়াও বধির এবং জানিয়াও মূঢ়। কারণ চক্ষুর কি চক্ষু, দীপকের কি দীপক এবং সূর্য্যের কি সূর্য্য কখন হইতে পারে? যাহা হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় উহাকে কারণ; যাহা উৎপন্ন হয় উহাকে কার্য্য এবং যে করণকে কার্য্যরূপে গঠিত করে তাহাকে কর্ত্তা কহা যায়।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥
ভগবদ্গীতা। অঃ ২। ১৬ ॥

কখন অসতের ভাব অর্থাৎ বর্ত্তমানতা হয় না এবং সতের অভাব অর্থাৎ অবর্ত্তমানতা হয় না। তত্ত্বদর্শী লোকেরা এই উভয়ের নির্ণয় করিয়াছেন। অন্য পক্ষপাতী আগ্রহী এবং মলিনাত্মা অবিদ্বান্‌গণ সহজে এই বিষয় কিরূপে জানিতে পারে? কারণ যে সকল লোক বিদ্বান্ এবং সৎসঙ্গী হইয়া পূর্ণ বিচার করেন না তাঁহারা সর্ব্বদা ভ্রমজালে পতিত থাকেন। যিনি সকল বিদ্যার সিদ্ধান্ত জানেন এবং জানিবার জন্য পরিশ্রম করেন ও জানিয়া নিষ্কপটভাবে অন্যকে বুঝাইয়া দেন তিনিই ধন্য পুরুষ। কারণ ব্যতিরেকে যে সৃষ্টি স্বীকার করে, সে কিছুই জানে না। সৃষ্টির সময় আসিলে পরমাত্মা উক্ত সমস্ত পরম সূক্ষ্ম পদার্থ একত্র করেন। উহার প্রথম অবস্থায় পরম সূক্ষ্মরূপ প্রকৃতিরূপ কারণ হইতে যাহা অপেক্ষাকৃত স্থূল হয় উহার নাম মহত্তত্ব এবং তাহা হইতে যাহা অপেক্ষাকৃত স্থূল হয় তাহার নাম অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ সূক্ষ্মভূত শ্রোত্র, ত্বক, নেত্র জিহ্বা এবং ঘ্রাণ এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্, হস্ত, পাদ, উপস্থ, ও মলদ্বার, এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং একাদশ মন কিঞ্চিৎ স্থূল হইয়া উৎপন্ন হয়। উক্ত পঞ্চতন্মাত্র হইতে অনেক স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমানুসারে পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হয় এবং উহাদিগকেই আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকি। উহা হইতে নানাবিধ ওষধি ও বৃক্ষাদি তাহা হইতে অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য্য এবং বীর্য্য হইতে শরীর উৎপন্ন হয়। পরন্তু আদি সৃষ্টি মৈথুনীসৃষ্টি হইতে হয় না : কারণ পরমাত্মা যখন স্ত্রী ও পুরুষের শরীর সৃষ্টি করিয়া জীবের সংযোগ করেন, তাহার পর মৈথুনজাত সৃষ্টি আরম্ভ হয়। দেখ শরীরে কিরূপ জ্ঞানপূর্ব্বক সৃষ্টি রচিত হইয়াছে। ইহা দেখিলে বিদ্বান্‌গণ আশ্চর্য্যান্বিত হন, ভিতরে অস্থিযোজনা, নাড়ীবন্ধন মাংসলেপন, চর্ম্মাচ্ছাদন, প্লীহা, যকৃত, ফুস্ফুসের ও ক্ষুদ্র ব্যজনবৎ রচনা ; জীবসংযোজন, শিরোরূপ মূল রচনা, লোম নখাদি স্থাপন, চক্ষুর অতি সূক্ষ্ম শিরা সকলের তারের ন্যায় রচনা, ইন্দ্রিয়মার্গ প্রকাশন, জীবদিগের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থাভোগের জন্য স্থানবিশেষের নির্ম্মাণ, সকল ধাতু বিভাগ, কলা ও কৌশল স্থাপনাদি অদ্ভুত সৃষ্টি, পরমেশ্বর ব্যতিরেকে কে করিতে পারে? এতদ্ভিন্ন নানা রত্ন ও ধাতুপূর্ণ ভূমি, বিবিধ প্রকার বটবৃক্ষাদির বীজ মধ্যে অতি সূক্ষ্ম রচনা, অসংখ্য হরিত, শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, চিত্র মধ্যরূপে যুক্ত পত্র, পুষ্প, ফল, মূল নির্ম্মাণ, মিষ্ট, ক্ষার, কটু, কষায় তিক্ত ও অম্লাদি বিবিধ রস সুগন্ধাদিযুক্ত পত্র, পুষ্প, ফল অন্ন ও কন্দমূলাদি রচনা, অনেকানেক কোটি কোটি ভূগোল ও চন্দ্র সূর্য্যাদিলোক নির্ম্মাণ, ধারণ এবং ভ্রামণ ও সকলকে নিয়মে রক্ষণ ইত্যাদি পরমেশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহই করিতে পারে না। যখন কেহ কোন পদার্থ দেখেন—তখন তাঁহার দুইপ্রকারের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রথম যেরূপ পদার্থ তদ্রূপ জ্ঞান ও দ্বিতীয় উহার রচনা দেখিয়া উহার নির্ম্মাতার জ্ঞান হয়। যেমন কোন পুরুষ বনে কোন সুন্দর অলঙ্কার পাইলে, উহা দেখিয়া উহার জ্ঞান হয় যে ইহা সুবর্ণনির্ম্মিত এবং কোন সুচতুর শিল্পকার ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে। এইরূপ নানাপ্রকার সৃষ্টি মধ্যে বিবিধ রচনাদ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের সিদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—মনুষ্য সৃষ্টিই প্রথম না পৃথিব্যাদির ?

উত্তর—পৃথিবী আদির। কারণ পৃথিব্যাদি ব্যতিরেকে মনুষ্যের স্থিতি এবং পালন হইতে পারে না।

প্রশ্ন—সৃষ্টির আদিতে এক অথবা অনেক মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, অথবা অন্য কোনরূপ ?

উত্তর—অনেক। কারণ যে সকল জীবের কর্ম্ম ঐশ্বরীয় সৃষ্টিতে উৎপন্ন হইবার উপযোগী ছিল, ঈশ্বর আদি সৃষ্টির সময় উহাদিগের জন্ম প্রদান করেন। কেননা "মনুষ্যা ঋষয়শ্চ যে। ততোমনুষ্যা অজায়ন্ত" ইহা যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে। এই প্রমাণ হইতে এইরূপে নিশ্চয় হইতেছে যে আদিকালে অনেক অর্থাৎ শত সহস্র মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সৃষ্টি দর্শনেও ইহা নিশ্চিত হয় যে মনুষ্য অনেক মাতা এবং পিতার সন্তান।

প্রশ্ন—আদি সৃষ্টি সময়ে মনুষ্যাদি কি কেবল বাল্য, যুবা অথবা বৃদ্ধাবস্থায় সৃষ্ট হইয়াছিল অথবা তিন অবস্থায়ই সৃষ্টি হইয়াছিল ?

উত্তর—যুবাবস্থায় ; কারণ বালক উৎপন্ন করিলে উহাদিগের পালনের জন্য অন্য মনুষ্য আবশ্যক হইত এবং বৃদ্ধাবস্থায় সৃষ্টি হইলে মৈথুনী সৃষ্টি হইতে পারিত না। অতএব যুবাবস্থায়ই সৃষ্টি হইয়াছিল।

প্রশ্ন—সৃষ্টির কখন কি প্রারম্ভ আছে অথবা নাই ?

উত্তর—নাই। যেমন দিনের পূর্ব্বে রাত্রি ও রাত্রির পূর্ব্বে দিন এবং দিনের পরে রাত্রি ও রাত্রির পরে দিন এইরূপ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে ; তদ্রূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয় ও প্রলয়ের পূর্ব্বে সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পরে প্রলয় ও প্রলয়ের পরে সৃষ্টি অনাদিকাল হইতে চক্রবৎ চলিয়া আসিতেছে। ইহার আদি বা অন্ত নাই। কিন্তু যেরূপ দিন এবং রাত্রির আরম্ভ ও অন্ত দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ সৃষ্টি এবং প্রলয়েরও আদি এবং অন্ত হইয়া থাকে। পরমাত্মা, জীব এবং জগতের কারণ, এই তিন যেমন স্বরূপ বশতঃ অনাদি, তদ্রূপ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বর্ত্তমান প্রবাহানুসারে অনাদি। নদীর প্রবাহ যেরূপ দেখা যায় যে কখন শুষ্ক হয় ও কখন একবারে দৃষ্ট হয় না, পুনরায় বর্ষাকালে দৃষ্ট হয় এবং উষ্ণকালে দৃষ্ট হয় না তদ্রূপ জগতের অবস্থা ও প্রবাহ তুল্য জানিতে হইবে। পরমেশ্বরের গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব যেরূপ অনাদি, তাঁহার জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কালও তদ্রূপ অনাদি। ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবের যেমন কখন আরম্ভ অথবা অন্ত নাই, তদ্রূপ তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মেরও আরম্ভ অথবা অন্ত নাই।

প্রশ্ন—ঈশ্বর কোন জীবকে মনুষ্যজন্ম, কাহাকেও সিংহাদি ক্রূর জন্ম, কাহাকেও হরিণ, গো প্রভৃতি পশুজন্ম এবং কাহাকেও বৃক্ষাদি কৃমি, কীট ও পতঙ্গাদি জন্ম দিয়াছেন। অতএব পরমেশ্বরে পক্ষপাতীত্ব দোষ আসিতেছে।

উত্তর—পক্ষপাত হয় নাই। কারণ উক্ত জীবদিগের পূর্ব্ব সৃষ্টি কালে অনুষ্ঠিত কর্ম্মানুসারে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কর্ম্ম ব্যতিরেকে ঐরূপ জন্ম দিলেই পক্ষপাত আসিতে পারে।

প্রশ্ন—কোন্ দেশে মনুষ্যের আদি সৃষ্টি হইয়াছিল ?

উত্তর—ত্রিবিষ্টপে অর্থাৎ যাহাকে "তিব্বত" কহা যায়।

প্রশ্ন—আদি সৃষ্টি সময়ে এক জাতি ছিল অথবা অনেক জাতি ছিল ?

উত্তর—এক মনুষ্য জাতি ছিল, পশ্চাৎ "বিজানীহ্যার্য্যান্যে চ দস্যবঃ" হইল। ইহা ঋগ্বেদের বচন। শ্রেষ্ঠের নাম আর্য্য, বিদ্বান্ ও দেব, দুষ্টের নাম দস্যু অর্থাৎ লুণ্ঠনকারী ও মূর্খ এজন্য আর্য্য এবং দস্যু এই দুই নাম হইল। "উত শূদ্রে উতার্যে" ইহা অথর্ব্ব বেদের বচন। আর্য্যদিগের মধ্য হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি ভেদ হইল। বিদ্বান্ দ্বিজদিগের নাম আর্য্য এবং মূর্খদিগের নাম শূদ্র ও অনার্য্য অর্থাৎ "আনাড়ী" হইল।

প্রশ্ন—তবে তাহারা এখানে কিরূপে আসিল ?

উত্তর—যখন আর্য্য এবং দস্যুদিগের মধ্যে অর্থাৎ বিদ্বান্ বা দেব এবং অবিদ্বান্ বা অসুর-দিগের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ এবং অনেক উপদ্রব হইতে লাগিল, তখন আর্য্যগণ ভূগোলের মধ্যে এই ভূমিখণ্ড উত্তম জানিয়া এস্থলে আসিয়া বাস করিল। এইজন্য ইহার নাম "আর্য্যাবর্ত্ত" হইয়াছে।

প্রশ্ন—আর্য্যাবর্ত্তের সীমা কতদূর পর্য্যন্ত ?

উত্তর—

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥

সরস্বতীদৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশমার্য্যাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥

মনুঃ ২। ২২। ১৭ ॥

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এবং পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র এবং সরস্বতী। পশ্চিমে অটক নদী। পূর্ব্বে দৃষদ্বতী নেপালের পূর্ব্ব ভাগের পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া বঙ্গ ও আসামের পূর্ব্বে ও ব্রহ্ম দেশের পশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। উহাকে ব্রহ্মপুত্র কহে। অটক উত্তর পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণের সমুদ্রোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। হিমালয়ের মধ্য রেখার দক্ষিণে পর্ব্বত মধ্যস্থিত এবং রামেশ্বর পর্য্যন্ত বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী যে সব দেশ আছে তৎসমুদয়কে আর্য্যাবর্ত্ত বলে। এইজন্য বলে যে এই আর্য্যাবর্ত্তে দেব অর্থাৎ বিদ্বান্‌গণ নির্ম্মাণ অর্থাৎ বাস করিয়াছিলেন এবং ইহা আর্য্যজনের নিবাস বলিয়া আর্য্যাবর্ত্ত কথিত হইয়াছে।

প্রশ্ন—প্রথমে এই দেশের কি নাম ছিল এবং ইহাতে কাহারা বাস করিত ?

উত্তর—ইহার পূর্ব্বে এই দেশের কোন নাম ছিল না এবং আর্য্যদিগের পূর্ব্বে এই দেশে কেহই বাস করিত না। কারণ সৃষ্টির আদিতে আর্য্যগণ কিছু কালের পর তিব্বত হইতে একেবারে এই দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন—কেহ বলেন যে ইঁহারা ইরাণ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাদিগের নাম আর্য্য হইয়াছে। ইঁহাদিগের পূর্ব্বে এই দেশে বন্য জাতি বাস করিত। উহাদিগকে অসুর অথবা রাক্ষস বলা হইত এবং অর্য্যগণ আপনাদিগকে দেবতা বলিতেন। যখন উহাদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল তখন উক্ত সংগ্রামের নাম দেবাসুর সংগ্রাম বলিয়া লিখিত হইয়াছিল।

উত্তর—এসকল কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ :—

বিজানীহ্যার্য্যান্যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্

ঋ০। মং ১। সূ ৫১। মং ৮॥

উত শূদ্রে উতার্য্যে। অথর্ব্বঃ কাঃ ১৯। বঃ ৬২॥

ইহাও ঋগ্বেদের প্রমাণ। ইহাও লিখিত হইয়াছে যে ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ এবং আপ্ত পুরুষদিগের নাম আর্য্য এবং উহার বিপরীত মনুষ্যদিগের অর্থাৎ তস্কর, দুষ্ট, অধার্ম্মিক এবং অবিদ্বান্দিগের নাম দস্যু। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজদিগের নাম আর্য্য এবং শূদ্রের নাম অনার্য্য অর্থাৎ অকুশল। যখন বেদে এইরূপ কথিত হইতেছে তখন বুদ্ধিমান্ লোক বিদেশীয়দিগের কপোল কল্পনা কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। হিমালয় পর্ব্বতের নিকট আর্য্য এবং দস্যু অর্থাৎ ম্লেচ্ছ ও অসুরদিগের যে যুদ্ধ হইত তাহা দেবাসুর সংগ্রাম। উহাতে আর্য্যাবর্ত্তীয় অর্জ্জুন এবং মহারাজ দশরথ আদি নৃপতিগণ দেব অর্থাৎ আর্য্যদিগের রক্ষা করিবার জন্য এবং অসুরদিগের পরাজয় করিবার জন্য সহায়তা করিতেন। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে চারিদিকে অর্থাৎ হিমালয়ের পূর্ব্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে এবং আগ্নেয়, নৈর্ঋত্য, বায়ব্য ও ঈশান কোণে যে সকল মনুষ্য বাস করিত, উহাদিগের নামই অসুর সিদ্ধ হইতেছে। কারণ যখনই হিমালয় প্রদেশস্থ আর্য্যদিগের উপর যুদ্ধার্থ আক্রমণ হইত, তখনই এতদ্দেশীয় রাজা ও মহারাজগণ উক্ত উত্তরাদি দেশসমূহে আর্য্যদিগের সহায়তা করিতেন। শ্রীরামচন্দ্র যে দক্ষিণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন উহার নাম দেবাসুর সংগ্রাম নহে কিন্তু উহাকে রাম রাবণ অথবা আর্য্য এবং রাক্ষসদিগের যুদ্ধ বলে। কোন সংস্কৃত গ্রন্থে বা ইতিহাসে এরূপ লিখিত নাই যে আর্য্যগণ ইরাণ হইতে আসিয়াছে এবং এখানে বন্যজাতির সহিত যুদ্ধ করতঃ জয়ী হইয়া উহাদিগকে তাড়াইয়া এই দেশের রাজা হইয়াছে। এ অবস্থায় বিদেশীয়দিগের লেখা কিরূপে মাননীয় হইতে পারে? এবং :—

ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥১॥

মনুঃ ১০। ৪৫॥

ম্লেচ্ছ দেশস্ত্বতঃ পরঃ ॥ ২ ॥ মনুঃ ২৩।

যে দেশ আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন, উহাকে দস্যু দেশ এবং ম্লেচ্ছ দেশ কহে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন পূর্ব্বদেশবাসী এবং ঈশান, উত্তর, বায়ব্য ও পশ্চিম দেশের নিবাসী লোকদিগের নাম দস্যু, ম্লেচ্ছ এবং অসুর এবং নৈঋর্ত্য, দক্ষিণ এবং আগ্নেয় দিকে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ভিন্ন স্থানের নিবাসী মনুষ্যদিগের নাম রাক্ষস ছিল। এক্ষণেও দেখা যায় যে আবিসিনীয়া প্রভৃতি আফ্রিকা প্রদেশের অধিবাসিগণের স্বরূপ, রাক্ষসদিগের যেরূপ বর্ণনা আছে, সেইরূপ ভয়ঙ্কর দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর্য্যাবর্ত্তের ঠিক নিম্ন দেশের অধিবাসিগণের নাম নাগ ও উক্ত দেশের নাম এই জন্য পাতাল হইয়াছিল যে উক্ত দেশ আর্য্যাবর্ত্তীয় মনুষ্যদিগের পদ অর্থাৎ চরণের তলে অবস্থিত। সেখানের নাগ বংশীয় অর্থাৎ নাগ নামা পুরুষদিগের বংশ রাজা থাকিত। উহাদিগেরই রাজকন্যা উলূপীর সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হইয়াছিল। ইক্ষ্বাকু হইতে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সময় পর্য্যন্ত সমস্ত ভূগোলে আর্য্যদিগের রাজত্ব ছিল এবং আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন অন্যান্য দেশেও চারিবেদের অল্প অল্প প্রচার ছিল। এ বিষয়ে ইহা প্রমাণিত হয় যে ব্রহ্মার পুত্র বিরাট, বিরাটের পুত্র মনু, মনুর মরিচ্যাদি দশ পুত্রের মধ্যে স্বায়ম্ভুবাদি সাত রাজা ছিলেন, এবং উহাদিগের সন্তান ইক্ষ্বাকু আদি রাজা ছিলেন। তিনিই আর্য্যাবর্ত্তের প্রথম রাজা ছিলেন এবং তাহা হইতেই আর্য্যাবর্ত্তে বাস আরম্ভ হয়। এক্ষণে দুর্ভাগ্য বশতঃ এবং আর্য্যদিগের আলস্য, প্রমাদ এবং পরস্পর বিরোধ বশতঃ অন্য দেশের রাজ্য করিবার তো কথাই নাই, আর্য্যাবর্ত্তেও আর্য্যদিগের অখণ্ড, স্বতন্ত্র, স্বাধীন এবং নির্ভয় রাজ্য এ সময়ে নাই। যাহা কিছু আছে তাহাও বিদেশীয়দিগের পদাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক রাজাই স্বতন্ত্র আছেন। যখন দুর্দ্দিন আসে, তখন দেশবাসীদিগের অনেক প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যে যতই করুক, স্বদেশীয় রাজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিদেশীয়দিগের রাজ্য, যদি ভিন্ন ভিন্ন মতে আগ্রহ রহিত পক্ষপাত শূন্য ভাবে প্রজাদিগের উপর পিতা মাতার তুল্য কৃপা প্রদর্শন করে এবং ন্যায় ও দয়া অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি উহা পূর্ণ সুখদায়ক নহে। পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাষা পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষা এবং বিভিন্ন ব্যবহার বিরোধ ত্যাগ করা অতি দুষ্কর। ইহার খণ্ডন ব্যতিরেকেও পরস্পরের পূর্ণ উপকার এবং অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া অতি কঠিন। এই জন্য বেদাদিশাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে এবং ইতিহাসে যাহা উল্লিখিত আছে, সকল ভদ্রলোকদিগের তাহা মানা উচিত।

প্রশ্ন—জগতের উৎপত্তির কত সময় অতীত হইয়াছে ?

উত্তর—জগতের উৎপত্তি এবং বেদ প্রকাশের জন্য এক অর্ব্বুদ ৯৬ কোটি কয়েক লক্ষ এবং কয়েক সহস্র বৎসর গিয়াছে। মদ্রচিত ভূমিকাতে * ইহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে, উক্ত স্থান দ্রষ্টব্য। সৃষ্টির উৎপত্তি এবং নির্ম্মাণ বিষয়ে এই প্রকার জানিতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম খণ্ড অর্থাৎ যাহাকে আর খণ্ড করা যায় না তাহার নাম পরমাণু; তদ্রূপ ৬০ পরমাণু মিলিয়া এক অণু হয়; দুই অণু হইলে দ্ব্যণুক হয় এবং উহা হইতে স্থূল বায়ু হয়; তিন দ্ব্যণুক হইতে অগ্নি

* ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকায় বেদোৎপত্তির বিষয় দেখ।

এবং চারি দ্ব্যণুক হইতে জল হয়; পাঁচ দ্ব্যণুক হইতে পৃথিবী অর্থাৎ তিন দ্ব্যণুকে ত্রসরেণু হয় এবং দুই ত্রসরেণু হইতে পৃথিবী আদি দৃশ্য পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রমানুসারে অণু মিলিত করিয়া পরমাত্মা ভূগোলাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

প্রশ্ন—কে ইহাকে ধারণ করে? কেহ বলে শেষ অর্থাৎ সহস্রফণা বিশিষ্ট সর্পের মস্তকে পৃথিবী অবস্থিত, কেহ বলে বৃষের শৃঙ্গের উপর, তৃতীয়তঃ কেহ কহে যে কাহারও উপর নহে, চতুর্থতঃ কেহ কহে যে ইহা বায়ুরূপ আধারবিশিষ্ট, পঞ্চমতঃ কেহ কহে যে সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ইহা আপনার স্থানে অবস্থিত এবং ষষ্ঠতঃ কেহ কহে যে পৃথিবী গুরুত্বপ্রযুক্ত নিম্নে আকাশে চলিয়া যাইতেছে। এসব কথার মধ্যে কোন্‌টী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব?

উত্তর—যে বলে যে পৃথিবী শেষ সর্পের এবং বৃষের শৃঙ্গের উপর অবস্থিত, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে উক্ত সর্প এবং বৃষের মাতা পিতার জন্ম সময়ে পৃথিবী কাহার উপরে ছিল এবং সর্প ও বৃষাদি কাহার উপর আছে? বৃষপক্ষ সমর্থক মুসলমান নিশ্চয়ই নির্ব্বাক্ হইবে। সর্প-পক্ষাবলম্বী কহিবে যে সর্প কূর্ম্মের উপর, কূর্ম্ম জলের উপর জল অগ্নির উপর, অগ্নি বায়ুর উপর এবং বায়ু আকাশে অবস্থিত আছে। উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, সব কাহার উপর আছে? তাহা হইলে সে অবশ্য বলিবে যে, পরমেশ্বরের উপর অবস্থিত আছে। যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবে যে শেষ এবং বৃষ কাহার সন্তান? তখন সে উত্তর দিবে যে শেষ কশ্যপ ও কদ্রুর সন্তান এবং বৃষ গাভীর সন্তান। এক্ষণে কশ্যপ মরীচির পুত্র, মরীচি মনুর পুত্র, মনু বিরাটের পুত্র, বিরাট ব্রহ্মার পুত্র এবং ব্রহ্মা আদি সৃষ্টির। সুতরাং শেষের জন্ম হইবার পূর্ব্বে পাঁচ পুরুষ হইয়াছিল। তখন পৃথিবীকে কে ধারণ করিয়াছিল? অর্থাৎ যদি এইরূপ জিজ্ঞাসা করা যায় যে কশ্যপের জন্মের সময় পৃথিবী কাহার উপর ছিল তাহা হইলে "তুমিও অবাক্ আমিও অবাক্" এইরূপ হইয়া উভয়ে হস্তাহস্তি বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া যাইবে। এক্ষণে ইহার যথার্থ অভিপ্রায় এই যে, যাহা অবশিষ্ট থাকে উহাকে শেষ কহে। কোন কবি "শেষাধারা পৃথিবীত্যুক্তম্" অর্থাৎ শেষই পৃথিবীর আধার এইরূপ কহিয়াছেন। অপরে উহার মর্ম্ম না বুঝিতে পারিয়া মিথ্যা সর্পের কল্পনা করিয়াছে। পরন্তু পরমেশ্বর উৎপত্তি এবং প্রলয় হইতে বাকী অর্থাৎ পৃথক্ থাকেন বলিয়া তাঁহাকে "শেষ" কহে এবং তিনিই পৃথিবীর আধার।

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ ॥ অথর্ব্বঃ কাঃ ১৪। বঃ ১। মঃ ১ ॥

(সত্য) অর্থাৎ যিনি ত্রৈকাল্যাবধ্যে, যাঁহার কখনও নাশ হয় না, সেই পরমেশ্বর ভূমি, আদিত্য এবং সমস্ত লোক ধারণ করিয়া আছেন।

উক্ষা দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্ ॥

ইহা ঋগ্বেদের বচন। এস্থলে (উক্ষা) শব্দ দেখিয়া কেহ বৃষ বুঝিয়া লইয়াছে; কারণ বৃষের নামও উক্ষা। পরন্তু উক্ত মূঢ় এরূপ বুঝিল না যে বৃষের এতাদৃশ বৃহৎ ভূগোল ধারণ

করিবার শক্তি কোথা হইতে আসিবে? বর্ষাদ্বারা ভূগোলের সেচন করে বলিয়া সূর্য্যের নাম উক্ষা হইয়াছে। উক্ত সূর্য্য আপনার আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে, পরন্তু সূর্য্যাদির ধারণকর্ত্তা পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহই নহে।

প্রশ্ন—এতাদৃশ বৃহৎ ভূগোল পরমেশ্বর কিরূপে ধারণ করিতে পারেন?

উত্তর—অনন্ত আকাশের পক্ষে বৃহৎ বৃহৎ ভূগোল যেমন কিছুই নহে অর্থাৎ সমুদ্রের নিকট ক্ষুদ্র জলকণার তুল্য নহে তদ্রূপ অনন্ত পরমেশ্বরের পক্ষে অসংখ্য লোক এক পরমাণুর তুল্যও কহিতে পারা যায় না। তিনি বাহিরে এবং ভিতরে সর্ব্বত্র ব্যাপক। "বিভুঃ প্রজাসু" ইহা যজুর্ব্বেদের বচন। উক্ত পরমাত্মা সকল প্রজার মধ্যে ব্যাপক হইয়া ধারণ করিয়া আছেন। খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান এবং পুরাণ ব্যবসায়ীদিগের কথানুসারে যদি তিনি বিভু না হইতেন, তাহা হইলে তিনি এই সকল সৃষ্টি কখনও ধারণ করিতে পারিতেন না; কারণ প্রাপ্তি ব্যতিরেকে কেহ কাহাকেও ধারণ করিতে পারে না। যদি কেহ বলে যে যখন সকল লোক পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা ধৃত (সংস্থিত) হইতে পারে তখন পরমেশ্বরের ধারণ করিবার দায়িত্ব কি? তাহা-দিগকে উত্তর দিতে হইলে (জিজ্ঞাসা করিবে) যে এই সৃষ্টি অনন্ত অথবা সান্ত? যদি অনন্ত বলে তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আকার বিশিষ্ট বস্তু কখনও অনন্ত হইতে পারে না। যদি সান্ত কহে তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে যাহার পর আর ভাগ অথবা সীমা অর্থাৎ আর কোন অপর লোক নাই সে স্থলে আকর্ষণের দ্বারা কিরূপে ধারণ হইতে পারে? যেমন সমষ্টি এবং ব্যষ্টি যখন সমুদায়ের নাম রক্ষিত হয় তখন সমষ্টি কহে এবং এক এক বৃক্ষাদির ভিন্ন ভিন্ন গণনা করিলে ব্যষ্টি বলা যায়; তদ্রূপ সমস্ত ভূগোলের সমষ্টি গণনা করিয়া জগৎ বলা যায়। অতএব সমস্ত জগতের ধারণ এবং আকর্ষণ কর্ত্তা পরমেশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহই নয়। এইজন্য যিনি সকল জগতের রচনা করেন তিনিই পরমেশ্বর।

স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্ ॥ যজুঃ। সঃ ১৩। মং ৪ ॥

পরমাত্মা প্রকাশরহিত পৃথিব্যাদি লোকলোকান্তরের ও পদার্থের এবং সূর্য্যাদি প্রকাশযুক্ত লোকের ও পদার্থের ধারণা ও রচনা করিতেছেন। যিনি সকল দ্রব্যে ব্যাপক হইয়া আছেন, তিনিই সমস্ত জগতের কর্ত্তা ও ধর্ত্তা।

প্রশ্ন—পৃথিব্যাদি লোক ঘূর্ণায়মান অথবা স্থির আছে?

উত্তর—ঘূর্ণায়মান।

প্রশ্ন—কেহ কেহ বলে যে সূর্য্য ঘুরিতেছে এবং পৃথিবী স্থির আছে; এবং অপরে বলে যে পৃথিবী ঘুরিতেছে এবং সূর্য্য স্থির আছে; ইহার মধ্যে কোন্‌টি সত্য বলিয়া মানা যাইবে?

উত্তর—উভয় মতেই অর্দ্ধেক মিথ্যা আছে; কারণ বেদে লিখিত আছে, যে :—

আয়ঙ্গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরং পুরঃ।

পিতরং চ প্রযন্ত্স্বঃ ॥ যজুঃ অঃ ৩। মঃ ৬ ॥

অর্থাৎ জলের সহিত পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। সুতরাং ভূমি ঘুরিয়া থাকে।

আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥
যজুঃ। অঃ ৩৩। মঃ ৪৩ ॥

বর্ষাদির কর্ত্তা, প্রকাশস্বরূপ, তেজোময় এবং রমণীয় স্বরূপ বিশিষ্ট সবিতা অর্থাৎ সূর্য্য সকল প্রাণী ও অপ্রাণীদিগের মধ্যে অমৃতরূপ বৃষ্টি বা কিরণ দ্বারা অমৃতের প্রবেশ করাইয়া সকল মূর্ত্তিমান্ দ্রব্য প্রদর্শন করিতেছে এবং সমস্ত লোকের সহিত আকর্ষণ গুণবিশিষ্ট হইয়া আপনার পরিধিতে ঘুরিতেছে, কিন্তু কোন অন্য লোকের চারিদিকে ঘুরে না। এইরূপ এক এক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক সূর্য্য প্রকাশক এবং অন্য সমস্ত লোক ও লোকান্তর প্রকাশ্য। যেমন—

"দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ" ॥ অথর্ব্বঃ কাঃ ১৪। অনুঃ ১। মঃ ১ ॥

চন্দ্রলোক যেরূপ সূর্য্য হইতে আলোকিত হয়, পৃথিব্যাদি লোকও তদ্রূপ সূর্য্য কিরণ দ্বারা আলোকিত হয়। পরন্তু রাত্রি এবং দিবা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। কারণ পৃথিব্যাদি লোকের ভ্রমণ বশতঃ যে অংশ সূর্যের সম্মুখে আইসে, সে অংশে দিনমান এবং যে অংশ পৃষ্ঠভাগে অর্থাৎ ব্যবহিত হয় সে অংশে রাত্রি হয়। অর্থাৎ উদয়, অস্ত, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন, মধ্যরাত্রি প্রভৃতি যাবতীয় কালাবয়ব আছে উহা দেশ দেশান্তরে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ যখন আর্য্যাবর্ত্তে সূর্যোদয় হয়, তখন পাতালে অর্থাৎ আমেরিকায় অস্ত হয় এবং যখন আর্য্যাবর্ত্তে অস্ত হয়, তখন পাতাল দেশে উদয় হইয়া থাকে। যখন আর্য্যাবর্ত্তে মধ্যদিন অথবা মধ্য রাত্রি তখন পাতালদেশে মধ্যরাত্রি অথবা মধ্যদিন থাকে। যে সকল লোক বলে যে সূর্য্য ঘুরিতেছে এবং পৃথিবী স্থির আছে তাহারা অজ্ঞ। কারণ যদি তাহা হইত তাহা হইলে প্রায় সহস্র বর্ষ পরিমিত দিন এবং রাত্রি হইত। সূর্য্যের নাম (ব্রধ্ন), ইহা পৃথিবী অপেক্ষা লক্ষ লক্ষগুণ বৃহৎ এবং কোটি কোটি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সর্ষপের সম্মুখে পর্ব্বত ঘুরিলে যেরূপ অনেক বিলম্ব লাগে কিন্তু রাই ঘুরিলে অধিক সময় লাগে না উহাও তদ্রূপ। পৃথিবীর ভ্রমণ বশতঃ যথাযোগ্য রাত্রি ও দিন হইয়া থাকে কিন্তু সূর্য্য ঘুরিলে তদ্রূপ হইতে পারে না। যাহারা সূর্য্যকে স্থির কহে উহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিদ্ নহে; কারণ যদি সূর্য্য না ঘুরিত তাহা হইলে ইহা একরাশি স্থান হইতে অপর রাশি অর্থাৎ স্থান প্রাপ্ত হইত না। অধিকন্তু গুরু পদার্থ না ঘুরিলে আকাশে নিয়ত স্থানে কখনও থাকিতে পারে না। জৈনগণ বলেন যে পৃথিবী ঘুরে না কিন্তু কেবল নীচে চলিয়া যাইতেছে এবং জম্বুদ্বীপে দুই সূর্য্য ও দুই চন্দ্র আছে ইত্যাদি। নিশ্চয়ই জানিবে যে তাঁহারা গভীর ভাঙ্গের নেশায় নিমগ্ন হইয়া এরূপ বলেন। যদি ক্রমশঃ নীচে পৃথিবী চলিয়া যাইত তাহা হইলে চারিদিকে বায়ুচক্র রচিত থাকিতে পারিত না এবং পৃথিবী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত; নিম্ন স্থলের অধিবাসীদিগের অধিক বায়ু স্পর্শ হইত না এবং নীচের লোকদিগের অধিক হইত এবং বায়ুর গতি একরূপই হইত। দুই সূর্য্য

এবং দুই চন্দ্র হইলে রাত্রি হওয়া এবং কৃষ্ণপক্ষ হওয়াও ঘটিত না। সুতরাং এক ভূমির নিকট চন্দ্র এবং অনেক ভূমির মধ্যে এক সূর্য্য অবস্থিত থাকে।

প্রশ্ন—সূর্য্য, চন্দ্র এবং তারা ইহারা কি বস্তু এবং উহাতে মনুষ্যাদির সৃষ্টি আছে অথবা নাই ?

উত্তর—এ সব ভূগোল লোক এবং ইহাতে মনুষ্যাদি প্রজাও অবস্থান করে। কারণ :—

এতেষু হীদꣳ সর্ব্বং বসু হিতমেতে হীদꣳ সর্ব্বং বাসয়ন্তে তদ্যদিদꣳ সর্ব্বং বাসয়ন্তে তস্মাদ্বসব ইতি ॥ শতঃ। কাঃ ১৪। প্রঃ ৬ ব্রঃ ৭। কঃ ৪ ॥

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং সূর্য্য ইহাদিগের নাম বসু ; কারণ ইহাতে সকল পদার্থ আছে এবং প্রজা বাস করে। ইহারা বাস করায় বলিয়া এবং নিবাসের উপযোগি গৃহতুল্য হওয়াতে ইহাদিগের নাম বসু হইয়াছে। যখন সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রও পৃথিবীর তুল্য বসু, তখন উহাতে যে এইরূপ প্রজা আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি ? অধিকন্তু যখন পরমেশ্বরের এই ক্ষুদ্র লোকও মনুষ্যাদি সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ, তখন এই সকল লোক কি শূন্য হইতে পারে ? পরমেশ্বরের কোন কার্য্যই নিষ্প্রয়োজন হয় না। তবে এই সকল অসংখ্য লোকে মনুষ্যাদি সৃষ্টি না থাকিলে, ইহারা কি সফল হইতে পারে ? সুতরাং সর্ব্বত্রই মনুষ্যাদির সৃষ্টি আছে।

প্রশ্ন—এই দেশে মনুষ্যাদি সৃষ্টির আকৃতি এবং অবয়ব যেরূপ, অন্য জগতেও কি তদ্রূপ হইবে অথবা তাহার বিপরীত হইবে ?

উত্তর—কোন কোন আকৃতি বিষয়ে ভেদ হইবার সম্ভাবনা আছে। যেমন এদেশ হইতে চীনে, আফ্রিকায়, অর্য্যাবর্ত্ত ও ইউরোপে অবয়ব, বর্ণ, রূপ ও আকৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু ভেদ হইয়া থাকে। এইরূপ লোক লোকান্তরেও পার্থক্য হয় পরন্তু এদেশে যে জাতির যেরূপ সৃষ্টি আছে অন্য লোকেও উক্ত জাতির তদ্রূপ সৃষ্টি আছে। এদেশে শরীরের যে যে প্রদেশে নেত্রাদি অঙ্গ সন্নিবেশিত আছে, লেকান্তরেও উক্ত জাতির অবয়ব তদ্রূপই আছে কারণ :—

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥

ঋঃ। মঃ ১০। সূঃ ১৯০ ॥

(ধাতা) পরমাত্মা পূর্ব্ব কল্পে যেরূপ সূর্য্য, চন্দ্র, দ্যৌ, ভূমি, অন্তরীক্ষ এবং সেখানের সুখ বিশেষ পদার্থ রচনা করিয়াছেন, এই কল্পেও অর্থাৎ এই সৃষ্টিতেও তদ্রূপ রচনা করিয়া সমস্তলোক ও লোকান্তর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদ করেন নাই।

প্রশ্ন—এই লোকে যে বেদের প্রকাশ আছে উক্ত সকল লোকে সেই বেদেরই প্রকাশ আছে অথবা নাই ?

উত্তর—সেই বেদেরই প্রকাশ আছে। যেমন এক রাজার রাজ্যব্যবস্থা এবং নীতি সকল দেশেই সমান হয় তদ্রূপ রাজরাজেশ্বর পরমাত্মার বেদোক্ত নীতি আপনার সৃষ্টিরূপ সকল রাজ্যেই একরূপ আছে।

প্রশ্ন—যখন এই জীব এবং প্রকৃতিস্থ তত্ত্ব অনাদি এবং ঈশ্বর নির্ম্মিত নহে, তখন ইহাদিগের উপর ঈশ্বরের অধিকার হওয়া উচিত নহে ; কারণ সকলেই স্বতন্ত্র রহিয়াছে।

উত্তর—যেমন রাজা এবং প্রজা সমকালেই হয় এবং রাজার অধীন প্রজা থাকে তদ্রূপ পরমেশ্বরের অধীন জীব এবং জড়পদার্থ থাকে। যখন পরমেশ্বর সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, জীবদিগের কর্ম্মফলদাতা, সকলের যথাবৎ রক্ষক এবং অনন্ত সামর্থ্যবিশিষ্ট, তখন অল্প সামর্থ্য এবং জড়পদার্থ কেন তাঁহার অধীন হইবে না? এইজন্য কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে জীব স্বাধীন কিন্তু ফলভোগ বিষয়ে ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধীন। এইরূপে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি, সংহার এবং পালন করিয়া থাকেন।

ইহার পর বিদ্যা, অবিদ্যা, বন্ধ এবং মোক্ষ বিষয়ে লিখিত হইবে। এস্থলে অষ্টম সমুল্লাস পূর্ণ হইল।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে সৃষ্ট্যুৎপত্তিস্থিতি প্রলয় বিষয়ে
অষ্টম সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥৮॥

অথ নবম সমুল্লাসারম্ভঃ।

অথ বিদ্যাঽবিদ্যাবন্ধমোক্ষবিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বিদ্যাং চাঽবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ꣳ সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥

যজুঃ। অঃ ৪০। মঃ ১৪ ॥

যে মনুষ্য স্বরূপকে বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে একসঙ্গে জানিতে পারে সে অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্মোপাসনা দ্বারা মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাইয়া বিদ্যা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যার লক্ষণ :—

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥

পাতং দং সাধনপাদে সূঃ ৫ ॥

ইহা যোগসূত্রের বচন। অনিত্য সংসারে এবং দেহাদি বিষয়ে নিত্যবুদ্ধি অর্থাৎ যে কার্য্য-জগৎ দৃষ্ট ও শ্রুত হয় উহা চিরকাল আছে এবং থাকিবে এবং যোগবলদ্বারা এই দেবশরীর সর্ব্বদা থাকে এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি হওয়া অবিদ্যার প্রথম অবস্থা। অশুচি অর্থাৎ মলময় স্ত্র্যাদি বিষয়ে এবং মিথ্যা-ভাষণ ও চৌর্য্যাদি অপবিত্র কার্য্যে পবিত্র বুদ্ধি দ্বিতীয় অবস্থা। অত্যন্ত বিষয় সেবনরূপ দুঃখে সুখবুদ্ধি তৃতীয় অবস্থা। অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি করা অবিদ্যার চতুর্থ অবস্থা। এই চারি প্রকার বিপরীত জ্ঞানকে অবিদ্যা কহে। ইহার বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ অনিত্যে অনিত্যবুদ্ধি, নিত্যে নিত্যবুদ্ধি, অপবিত্রে অপবিত্রবুদ্ধি, পবিত্রে পবিত্রবুদ্ধি, দুঃখে দুঃখবুদ্ধি, অনাত্মায় অনাত্মবুদ্ধি ও আত্মায় আত্মবুদ্ধি হওয়াকে বিদ্যা কহে। অর্থাৎ "বেত্তি যথাবত্তত্ত্বপদার্থস্বরূপং যয়া সা বিদ্যা+যয়া তত্ত্বস্বরূপং ন জানাতি ভ্রমাদন্যস্মিন্নন্যন্নিশ্চিনোতি যয়া সা অবিদ্যা" যাহা দ্বারা পদার্থের যথাবৎ স্বরূপ বোধ হয় তাহাই বিদ্যা

এবং যাহা হইতে তত্ত্বস্বরূপ জানা যায় না এবং অন্যে অন্যবুদ্ধি হয় তাহাকে অবিদ্যা কহে। কর্ম্মোপাসনাকে এইজন্য অবিদ্যা বলে যে ইহা বাহ্য এবং অন্তর ক্রিয়াবিশেষের নাম এবং ইহা জ্ঞান-বিশেষের নহে। এইজন্য মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে শুদ্ধকর্ম্ম এবং পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতিরেকে কেহ মৃত্যু ও দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। অর্থাৎ পবিত্রকর্ম্ম, পবিত্রোপাসনা এবং পবিত্রজ্ঞান হইতেই মুক্তি এবং মিথ্যাভাষণাদি কর্ম্ম, পাষাণমূর্ত্ত্যাদির উপাসনা এবং মিথ্যাজ্ঞান হইতেই বন্ধনপ্রাপ্তি হয়। কোন মনুষ্যই ক্ষণমাত্রের জন্যও কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান রহিত হয় না; এইজন্য ধর্ম্মযুক্ত সত্যভাষণাদি কর্ম্মানুষ্ঠান এবং মিথ্যাভাষণাদি অধর্ম্ম ত্যাগ করাই মুক্তির সাধন।

প্রশ্ন—কাহার মুক্তি লাভ হয় না?

উত্তর—বদ্ধের।

প্রশ্ন—বদ্ধ কে?

উত্তর—অধর্ম্ম এবং অজ্ঞানে আসক্ত জীব।

প্রশ্ন—বন্ধ এবং মোক্ষ কি স্বভাব হইতে হয় অথবা নিমিত্ত হইতে?

উত্তর—নিমিত্ত হইতে হয়। কারণ স্বভাব হইতে হইলে বন্ধ ও মোক্ষের কখন নিবৃত্তি হইত না।

প্রশ্ন :—

> ন বিরোধো নচোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
> ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥
>
> গৌড়পাদীয় কারিকা। প্রঃ ২। কাঃ ৩২॥

ইহা মাণ্ডূক্যোপনিষদের সম্বন্ধে শ্লোক। জীব ব্রহ্ম বলিয়া বস্তুতঃ জীবের নিরোধ নাই অর্থাৎ কখন আবরণে আসে না, কখন জন্মগ্রহণ করে না এবং বন্ধ প্রাপ্ত হয় না। সাধক নাই অর্থাৎ সাধনকারী কেহ নাই, মুক্তি পাইবার অভিলাষী কেহ নাই এবং কখন মুক্তিও নাই। কারণ যখন পরমার্থের সহিত বন্ধনই হইল না তখন মুক্তি কি?

উত্তর—নবীন বেদান্তীর এ বাক্য সত্য নহে। কারণ জীবের স্বরূপ অল্প বলিয়া উহা আবরণে আসে, শরীরের সহিত প্রকাশিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে; পাপরূপ কর্ম্মের ফলভোগস্বরূপ বন্ধনে বদ্ধ হয়, উক্ত বন্ধোনমোচনের জন্য সাধন করে, দুঃখ খণ্ডনের ইচ্ছা করে এবং দুঃখ হইতে উন্মুক্ত হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিও ভোগ করে।

প্রশ্ন—এসকল দেহ ও অন্তঃকরণের ধর্ম্ম জীবের নহে কারণ জীব পাপপুণ্যরহিত ও সাক্ষীমাত্র এবং শীতোষ্ণাদি শরীরাদির ধর্ম্ম; আত্মা নির্লেপ।

উত্তর—দেহ এবং অন্তঃকরণ জড়, সুতরাং উহাদিগের শীতোষ্ণ প্রাপ্তি এবং ভোগ হয় না। চেতন মনুষ্যাদি প্রাণীই উহা স্পর্শ করে এবং উহাদিগেরই শীতোষ্ণের জ্ঞান এবং ভোগ হয়, তদ্রূপ প্রাণও জড়

এবং উহার ক্ষুধা ও পিপাসা নাই, কিন্তু প্রাণবান জীবেরই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব হয়। এইরূপ মনও জড়, সুতরাং উহার হর্ষ ও শোক হইতে পারে না, কিন্তু জীবই মন দ্বারা হর্ষ, শোক, দুঃখ ও সুখ ভোগ করে। যেমন বহিরিন্দ্রিয় কর্ণাদি দ্বারা উত্তম ও অধম শব্দ গ্রহণ করতঃ জীব সুখী এবং দুঃখী হয় তদ্রূপই অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার দ্বারা সংকল্প, বিকল্প, নিশ্চয়, স্মরণ এবং অভিমান কর্ত্তাই দণ্ড ও সম্মান ভাগী হইয়া থাকে। যেমন তরবারি দ্বারা প্রহর্ত্তাই দণ্ডনীয় হয়, তরবারি দণ্ডনীয় হয় না, তদ্রূপ দেহেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ এবং প্রাণরূপ সাধন দ্বারা উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট কর্ম্মের কর্ত্তা জীবই সুখ ও দুঃখের ভোক্তা হয়। জীব কর্ম্মের সাক্ষী নহে, কর্ত্তা ও ভোক্তা। কর্ম্মের সাক্ষী কেবল এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। কর্ম্মকর্ত্তা জীবই কর্ম্মে লিপ্ত হয়। জীব ঈশ্বর নহে এবং সাক্ষীও নহে।

প্রশ্ন—জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। যেমন দর্পণ ছিন্ন ভিন্ন হইলেও বিম্বের কোন হানি হয় না তদ্রূপ যতদিন অন্তঃকরণোপাধি থাকে ততদিন জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব থাকে। অন্তঃকরণ নষ্ট হইলে জীব মুক্ত হয়।

উত্তর—ইহা বালকের বাক্য। কারণ সাকারের প্রতিবিম্ব সাকারে হইয়া থাকে। যেমন মুখ ও দর্পণ সাকার এবং পৃথক্। পৃথক্ না হইলে প্রতিবিম্ব হইতে পারে না, ব্রহ্ম নিরাকার এবং সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাঁহার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না।

প্রশ্ন—দেখ গভীর স্বচ্ছ জলে নিরাকার এবং ব্যাপক আকাশের আভাস পতিত হয়, তদ্রূপ স্বচ্ছ অন্তঃকরণে পরমাত্মার আভাস হইয়া থাকে এবং ইহাকে চিদাভাস কহিয়া থাকে।

উত্তর—ইহাও বালবুদ্ধির মিথ্যা প্রলাপ। কারণ আকাশ দৃশ্য না হইলে লোকে চক্ষুর দ্বারা কিরূপে উহাকে দেখিতে সমর্থ হয়?

প্রশ্ন—যাহা উপরে রহিয়াছে এবং ধূমাকার দৃষ্ট হয় উহা নীলাকাশ কি না?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—তবে উহা কি?

উত্তর—পৃথিবী, জল এবং অগ্নির পৃথক পৃথক ত্রসরেণু দৃষ্ট হয়। যাহা নীল বর্ণ দৃষ্ট হয় উহা জল এবং যাহা ঘণ জলে বর্ষিত হয় তাহা নীল। যাহা ধূমাকার দৃষ্ট হয় উহা পৃথিবীর ধূলি উত্থিত হইয়া বায়ুতে ঘুরিতেছে। উহাদেরই প্রতিবিম্ব জলে অথবা দর্পণে দৃষ্ট হয়, আকাশের কখনও প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় না।

প্রশ্ন—যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ, মেঘাকাশ এবং মহদাকাশের ব্যবহার গত ভেদ হইয়া থাকে তদ্রূপ ব্রহ্মের ব্রহ্মাণ্ড ও অন্তঃকরণের উপাধিগত ভেদ বশতঃ ঈশ্বর এবং জীব নাম হয়। যখন ঘটাদি নষ্ট হয়, তখন কেবল মহদাকাশই কথিত হয়।

উত্তর—ইহাও অবিদ্বানের কথা, কারণ আকাশ কখন ছিন্ন ভিন্ন হয় না। ব্যবহারেও "ঘট আনয়ন কর" ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে। কেহ বলে না যে "ঘটের আকাশ আনয়ন কর"। সুতরাং উক্ত বাক্য সঙ্গত নহে।

প্রশ্ন—সমুদ্র মধ্যে যেমন মৎস্য, কীট একং আকাশ মধ্যে পক্ষী প্রভৃতি বিচরণ করে তদ্রূপ সমস্ত অন্তঃকরণ চিদাকাশ ব্রহ্মে বিচরণ করে। ইহারা স্বয়ং জড় হইলেও সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার সত্তাবশতঃ অগ্নি সংযোগে লৌহের ন্যায় চেতন এবং বিচরণশীল। আকাশ এবং ব্রহ্ম নিশ্চল। এইরূপে জীবকে ব্রহ্ম স্বীকার করিলে কোন দোষ আসে না।

উত্তর—তোমার এ দৃষ্টান্তও সত্য নহে। কারণ যদি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম অন্তঃকরণে প্রকাশমান হইয়া জীব হয় তাহা হইলে উহাতে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ হয় কি না? যদি বল যে আবরণবশতঃ সর্ব্বজ্ঞতা হয় না তাহা হইল জিজ্ঞাসা করি বল ব্রহ্ম আবৃত, খণ্ডিত অথবা অখণ্ডিত? যদি বল যে অখণ্ডিত, তাহা হইলে মধ্যে আবরণ পড়িতে পারে না এবং আবরণ না হইলে সর্ব্বজ্ঞতা কেন হইল না? যদি বল যে আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অন্তঃকরণের সহিত বিচরণ করে, স্বরূপতঃ নহে তাহা হইলে অর্থাৎ স্বয়ং চলমান না হইলে অন্তঃকরণ যে যে পূর্ব্বপ্রাপ্ত দেশ ত্যাগ করিতে থাকিবে এবং যে যে স্থানে চলমান হইবে সেই সেই স্থলের ব্রহ্ম ভ্রান্ত ও অজ্ঞানী হইতে থাকিবে এবং যে যে দেশ ছাড়িয়া যাইবে সেই সেই দেশে ব্রহ্ম জ্ঞানী. পবিত্র এবং মুক্ত হইতে থাকিবে। এইরূপে অন্তঃকরণ সৃষ্টির সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে বিকৃত করিবে এবং বন্ধ ও মুক্তিও ক্ষণে ক্ষণে হইতে থাকিবে। তোমার কথার প্রমাণ বশতঃ যদি এইরূপ হইত তাহা হইলে জীবের পূর্ব্ব দৃষ্ট এবং শ্রুত বস্তুর স্মরণ হইত না, কারণ যে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছে সে ব্রহ্ম আর থাকে না। সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম ও জীব কখনও এক নহে. পরন্তু সদা পৃথক্ পৃথক্ থাকে।

প্রশ্ন—এ সকল অধ্যারোপ মাত্র। যেমন এক বস্তুতে অন্যবস্তুর স্থাপন করাকে অধ্যারোপ কহে তদ্রূপ ব্রহ্ম বস্তুতে সমস্ত জগতের এবং ইহার ব্যবহারের অধ্যারোপ করিয়া জিজ্ঞাসুকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। বস্তুতঃ সকলই ব্রহ্ম।

উত্তর—অধ্যারোপ কর্ত্তা কে?

প্রশ্ন—জীব।

উত্তর—জীব কাহাকে বলে?

প্রশ্ন—অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চেতনকে।

উত্তর—অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চেতন কি দ্বিতীয় পদার্থ অথবা উহাই ব্রহ্ম?

প্রশ্ন—উহাই ব্রহ্ম।

উত্তর—তবে কি ব্রহ্মই স্বয়ং জগৎকে মিথ্যা কল্পনা করিলেন?

প্রশ্ন—হাঁ ব্রহ্মই করিলেন. তাহাতে হানি কি?

উত্তর—যে মিথ্যা কল্পনা করে, সে কি মিথ্যারত হয় না?

প্রশ্ন—না। কারণ মন ও বাক্য দ্বারা যাহা কল্পিত এবং কথিত হয় উহাই সমস্ত মিথ্যা

উত্তর—তবে মন ও বাক্যদ্বারা মিথ্যাকল্পনাকারী এবং মিথ্যাবাদী ব্রহ্ম কল্পিত ও মিথ্যাবাদী হইল কি না?

প্রশ্ন—আচ্ছা হইল। আমার তাহাতে ইষ্টাপত্তি আছে।

উত্তর—বাহবা! মিথ্যাবাদী বেদান্তী তোমরা সত্যস্বরূপ, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প পরমাত্মাকে মিথ্যাচারী করিয়া দিলে! ইহা কি তোমাদের দুর্গতির কারণ নহে? কোন্ উপনিষদ্ সূত্রে অথবা বেদে এরূপ লিখিত আছে যে পরমেশ্বর এরূপ মিথ্যাসঙ্কল্পকারী এবং মিথ্যাবাদী? ইহা চোর কর্তৃক দারগাকে দণ্ড দেওয়ার ন্যায় হইল, "উল্টে চোরে দণ্ড দেয় দারগাকে ধরি"—তোমার কথাও এইরূপ হইল। ইহাই উচিত যে দারগা চোরকে দণ্ড দিবে কিন্তু চোর দারগাকে দণ্ড দিলে উহা বিপরীত হয়। তুমিও তদ্রূপ স্বয়ং মিথ্যাসঙ্কল্পকারী এবং মিথ্যাবাদী হইয়া আপনার দোষ ব্রহ্মে বৃথা আরোপ করিতেছ। যদি ব্রহ্ম মিথ্যাজ্ঞানী, মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাচারী হন, তাহা হইলে অনন্ত ব্রহ্মই তদ্রূপ হইয়া পড়েন। কারণ তিনি একরস হইয়া সত্যস্বরূপ, সত্যমানী, সত্যবাদী এবং সত্যকারী হন। পূর্ব্বোক্ত দোষ কেবল তোমারই, ব্রহ্মের নহে। তুমি যাহাকে বিদ্যা কহিতেছ উহাই অবিদ্যা এবং তোমার অধ্যারোপও মিথ্যা। কারণ আপনি ব্রহ্ম না হইয়া আপনাকে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মকে জীব জ্ঞান করা মিথ্যা জ্ঞান নহে ত কি হইতে পারে? তিনি সর্ব্বব্যাপক, তিনি কখন পরিচ্ছিন্ন বা অজ্ঞানে এবং বন্ধে পতিত হন না, কারণ জীবই অজ্ঞান, পরিচ্ছিন্ন, একদেশী, অল্প এবং অল্পজ্ঞ হইয়া থাকে কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তাদৃশ নহেন।

এক্ষণে মুক্তি ও বন্ধের বিষয় বর্ণন করা যাইতেছে ঃ—

প্রশ্ন—মুক্তি কাহাকে বলেন?

উত্তর—"মুঞ্চন্তি পৃথগ্ ভবন্তি জনা যস্যাং সা মুক্তিঃ" যাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহার নাম মুক্তি।

প্রশ্ন—কাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায়?

উত্তর—সকল জীব যাহা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করে।

প্রশ্ন—কাহা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা হয়?

উত্তর—দুঃখ হইতে।

প্রশ্ন—মুক্ত হইয়া কি প্রাপ্ত হয় এবং কোথায় থাকে?

উত্তর—সুখ প্রাপ্তি হয় এবং ব্রহ্মে অবস্থান করে।

প্রশ্ন—কিরূপ করিলে মুক্ত এবং বদ্ধ হইয়া থাকে?

উত্তর—পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করা, অধর্ম্ম, অবিদ্যা, কুসঙ্গ, কুসংস্কার এই দুষ্টব্যসন হইতে পৃথক্ হওয়া; সত্যভাষণ, পরোপকার এবং বিদ্যা, পক্ষপাতরহিত ন্যায় ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি করা; পূর্ব্বোক্ত প্রকার পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা অর্থাৎ যোগাভ্যাস করা; বিদ্যার অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন ও ধর্ম্মানুসারে পুরুষার্থের অনুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানের উন্নতি করা; সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনের অনুষ্ঠান করা; এবং যাহা কিছু করিতে হইবে তৎসমুদায়ই পক্ষপাতরহিত হইয়া ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে করা

ইত্যাদি সাধন দ্বারা মুক্তি এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ ঈশ্বরাজ্ঞাভঙ্গাদি কার্য্য করিলে বন্ধন হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—মুক্তি হইলে জীবের কি লয় হয়, না জীব বিদ্যমান থাকে?

উত্তর—বিদ্যমান থাকে।

প্রশ্ন—কোথায় থাকে?

উত্তর—ব্রহ্মে।

প্রশ্ন—ব্রহ্ম কোথায় এবং উক্ত মুক্ত জীব কি এক স্থানে থাকে অথবা স্বেচ্ছাচারী হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করে?

উত্তর—ব্রহ্ম সর্ব্বত্র পূর্ণ এবং উহাতেই মুক্তজীব অব্যাহতগতি হইয়া অর্থাৎ সর্ব্বত্র অপ্রতিহত-গতি হইয়া বিজ্ঞান ও আনন্দপূর্ণ হইয়া স্বতন্ত্র বিচরণ করে।

প্রশ্ন—মুক্তজীবের স্থূল শরীর হয় কি না?

উত্তর—স্থূল শরীর থাকে না।

প্রশ্ন—তবে সুখ এবং আনন্দ কিরূপে ভোগ করিতে পারে?

উত্তর—উহার সত্য সঙ্কল্পাদি স্বাভাবিক গুণ এবং সামর্থ্য সমস্তই থাকে, কিন্তু ভৌতিক সঙ্গ (আসক্তি) থাকে না। যথা:—

শৃণ্বন্ শ্রোত্রং ভবতি, স্পর্শয়ন্ ত্বগ্‌ভবতি, পশ্যন্ চক্ষুর্ভবতি, রসয়ন্ রসনা ভবতি, জিঘ্রন্ ঘ্রাণং ভবতি, মন্বানো মনোভবতি, বোধয়ন্ বুদ্ধির্ভবতি। চেতয়ং-শ্চিত্তম্ভবত্যহংকুর্ব্বাণোঽহঙ্কারো ভবতি॥ শতপথঃ, কাঃ ॥ ১৪ ॥

মোক্ষাবস্থায় জীবাত্মার ভৌতিক শরীর অথবা ইন্দ্রিয় গোলক থাকে না কিন্তু আপনার স্বাভাবিক শুদ্ধ গুণ থাকে। মুক্তির অবস্থায় জীবাত্মার স্বশক্তিদ্বারা শুনিতে চাহিলে শ্রোত্র, স্পর্শ করিতে চাহিলে ত্বক্, দেখিবার ইচ্ছা হইলে চক্ষু, স্বাদের ইচ্ছায় রসনা, গন্ধের জন্য ঘ্রাণ, সঙ্কল্প ও বিকল্পের সময় মন, নিশ্চয় করিবার জন্য বুদ্ধি, স্মরণের জন্য চিত্ত এবং অহংবুদ্ধির জন্য অহঙ্কার হইয়া থাকে এবং সঙ্কল্পমাত্রেই শরীর হয়। জীব শরীরের আধার হইয়া ইন্দ্রিয়গোলকদ্বারা যেরূপ স্বকার্য্য সাধন করে তদ্রূপ মুক্তির অবস্থায় আপনার শক্তি দ্বারা সমস্ত আনন্দ ভোগ করে।

প্রশ্ন—উহার শক্তি কত এবং কয় প্রকার?

উত্তর—মুখ্য শক্তি এক প্রকার, পরন্তু বল, পরাক্রম, আকর্ষণ, প্রেরণা, গতি, ভীষণ, বিবেচন, ক্রিয়া, উৎসাহ, স্মরণ, নিশ্চয়, ইচ্ছা, প্রেম, দ্বেষ, সংযোগ, বিভাগ, সংযোজক, বিভাজক, শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, স্বাদন এবং গন্ধগ্রহণ ও জ্ঞান, জীব এই চতুর্বিংশতি প্রকার সামর্থ্যযুক্ত। ইহা দ্বারা মুক্তির অবস্থাতেও আনন্দভোগ করে। যদি মুক্তি হইলে জীবের লয় হইত তাহা হইলে

মুক্তির সুখ কে ভোগ করিত? অধিকন্তু জীবের নাশকেই মুক্তি মনে করা মহা মূর্খের কার্য্য। কারণ দুঃখের খণ্ডন হইলে আনন্দস্বরূপ সর্ব্বব্যাপক অনন্ত পরমেশ্বরে আনন্দে অবস্থান করাই জীবের মুক্তি। বেদান্ত শারীরক সূত্রে দেখা যায়ঃ—

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥ বেদান্ত দঃ। ৪। ৪। ১০ ॥

মহাত্মা ব্যাসের পিতার নাম বাদরি। তিনি মুক্তির অবস্থায় জীবের এবং তাহার সহিত মনের বিদ্যমানতা স্বীকার করেন অর্থাৎ পরাশর জীবের এবং মনের লয় স্বীকার করেন না। তদ্রূপঃ—

ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥ বেদান্ত দঃ ৪। ৪। ১১ ॥

আচার্য্য জৈমিনি মুক্ত পুরুষের মনের তুল্য সূক্ষ্ম শরীর, ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণাদিরও বিদ্যমানতা স্বীকার করেন এবং অভাব স্বীকার করেন না।

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥ বেদান্ত দঃ ৪। ৪। ১২ ॥

ব্যাসমুনি মুক্তির অবস্থায় ভাব এবং অভাব দুইই স্বীকার করেন অর্থাৎ মুক্তি হইলে জীব শুদ্ধ সামর্থ্যযুক্ত বিদ্যমান থাকে এবং অপবিত্রতা, পাপাচরণ, দুঃখ ও অজ্ঞানাদির অভাব হয় ইহা স্বীকার করেন।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥
কঠোঃ। অঃ ২। ব ৬ মঃ ১০ ॥

যখন জীবের সহিত শুদ্ধ মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকে এবং বুদ্ধির স্থির নিশ্চয় হয় তখন উহাকে পরমা গতি অর্থাৎ মোক্ষ কহে।

য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি। ছান্দোঃ প্রঃ ৮। খঃ ৭। মঃ১॥

স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে। য এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মাত্তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি ॥ ছান্দোঃ। প্রঃ৮। খঃ১২। মঃ৫।৬ ॥

মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদংশরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যাঽমৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোধিষ্ঠান-মাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্য-শরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥ ছান্দোঃ প্রঃ৮। খ১২। মঃ ১ ॥

যে পরমাত্মা অপহতপাপ্মা অর্থাৎ সর্ব্বপাপরহিত এবং জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা পিপাসাশূন্য সত্যকাম, সত্যসংকল্প তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবার এবং জানিবার ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য। সেই পরমাত্মার সম্বন্ধ বশতঃ মুক্তজীব সমস্ত লোক এবং যাবতীয় কাম প্রাপ্ত হন সেই পরমাত্মাকে জানিয়াই মোক্ষ সাধন করিতে এবং আপনাকে শুদ্ধ করিতে হয় ইহা জানে। উক্ত মুক্তি-প্রাপ্ত জীব শুদ্ধ ও দিব্যনেত্র দ্বারা এবং শুদ্ধ মন দ্বারা কামনা সকল দর্শন করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া রমণ করে। যিনি এই ব্রহ্মলোক অর্থাৎ দর্শনীয় পরমাত্মায় স্থিত হইয়া মোক্ষসুখ ভোগ করে এবং মুক্তি প্রাপ্তির জন্য সকলের অন্তর্য্যামী আত্মাস্বরূপ সেই পরমাত্মারই উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের মধ্যে যে সব বিদ্বান্ সর্ব্বলোক এবং সর্ব্বকাম প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ তাঁহারা যেরূপ সংকল্প করেন তদ্রূপ লোক এবং কাম প্রাপ্ত হন। মুক্তজীব স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া সঙ্কল্পময় শরীর দ্বারা আকাশে পরমেশ্বরে অবস্থিত হইয়া বিচরণ করে। কারণ শরীরবিশিষ্ট হইলে সাংসারিক দুঃখ রহিত হইতে পারে না। যেমন প্রজাপতি ইন্দ্রকে কহিয়াছিলেন যে, হে পরমপূজিত ধনযুক্ত পুরুষ! এই স্থূল শরীর মরণধর্ম্ম বিশিষ্ট। সিংহ মুখে ছাগের ন্যায় শরীর মৃত্যুমুখের মধ্যে অবস্থিত। এই শরীর মৃত্যুরহিত ও দেহরহিত জীবাত্মার নিবাসস্থান। এই জন্য জীব সর্ব্বদা সুখ ও দুঃখগ্রস্ত হয়। কারণ শরীরের সহিত জীবের সাংসারিক প্রসন্নতার নিবৃত্তি হয় এবং জীবাত্মা মুক্ত হইলে শরীররহিত হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করে। তখন উহাকে সাংসারিক সুখ অথবা দুঃখ স্পর্শও করে না; পরন্তু উহা সর্ব্বদা আনন্দে অবস্থান করে।

প্রশ্ন—জীব মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় জন্মমরণরূপ দুঃখে কখন পতিত হয় কি না? কারণ:—

নচ পুনরাবর্ত্ততে নচ পুনরাবর্ত্তত ইতি। ছান্দোঃ প্রঃ ৮। খঃ ১৫ ॥

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। বেদান্ত দঃ অঃ৪। পাঃ৪।সূঃ৩৩॥

যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ভগবদ্গীঃ ॥

ইত্যাদি বচন হইতে বিদিত হওয়া যায় যে মুক্তি তাহাকেই কহে যাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া জীব আর কখনও সংসারে আসে না।

উত্তর—এ কথা সত্য নহে; কারণ বেদে এই বাক্যের নিষেধ করা হইয়াছে:—

কস্যনূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।
কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥১॥

অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।
স নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥২॥

ঋঃ। মঃ ১। সূঃ ২৪। মঃ ১। ২ ॥

ইদানীমিব সর্ব্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ ॥৩॥

সাংখ্যঃ অ ১। সূঃ ১৫৯ ॥

প্রশ্ন—আমরা কাহার নাম পবিত্র বলিয়া জানিব? নাশরহিত পদার্থ মধ্যে কোনদেব সর্ব্বদা প্রকাশস্বরূপ ও বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে মুক্তিসুখ ভোগ করাইয়া পুনরায় এই সংসারে জন্ম প্রদান করেন এবং মাতা ও পিতার সহিত দর্শন করান? ১।

উত্তর—আমরা উক্ত স্বপ্রকাশস্বরূপ, অনাদি, সদামুক্ত পরমাত্মার নাম পবিত্র বলিয়া জানিব, যিনি আমাদিগকে মুক্তির অবস্থায় আনন্দ ভোগ করাইয়া পৃথিবীতে পুনরায় মাতা ও পিতার সম্বন্ধ দ্বারা জন্ম প্রদান করতঃ মাতা পিতার দর্শন করান। সেই পরমাত্মা মুক্তির ব্যবস্থা করেন এবং সকলের স্বামী। ২।

এ সময়ে জীব যেরূপ বদ্ধ ও মুক্ত থাকে, তেমন সর্ব্বদাই থাকে। কখন অত্যন্ত বিচ্ছেদ, বন্ধন অথবা মুক্তি হয় না। পরন্তু বন্ধন এবং মুক্তি সর্ব্বদা একরূপ থাকে না।

প্রশ্ন—

তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ।

দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।

ন্যায় দঃ অঃ ১। সূঃ ২ ॥

দুঃখের অত্যন্ত বিচ্ছেদের নাম মুক্তি। কারণ মিথ্যা জ্ঞান, অবিদ্যা লোভাদি দোষ, বিষয় ও দুষ্ট ব্যসনে প্রবৃত্তি, জন্ম এবং দুঃখের উত্তরোত্তর খণ্ডন হইলে পূর্ব্বপূর্ব্বের নিবৃত্তি হওয়াতেই মোক্ষ হয় এবং উহা সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে।

উত্তর—ইহা আবশ্যক নহে যে অত্যন্ত শব্দ অত্যন্তাভাবের অর্থে ব্যবহৃত হইবে। যেমন "অত্যন্তং দুঃখমত্যন্তং সুখং চাস্য বর্ত্ততে" এই মনুষ্যের অত্যন্ত দুঃখ অথবা অত্যন্ত সুখ হইয়াছে, তদ্রূপ জানিতে হইবে যে অত্যন্ত শব্দের এ স্থলেও এই অর্থ গ্রহণীয়।

প্রশ্ন—যদি মুক্তি হইতে জীব পুনরায় আগমন করে, তাহা হইলে কত দিন মুক্তি বিদ্যমান থাকে?

উত্তর—

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥

মুণ্ডকঃ ৩। খঃ ২। মঃ ৬ ॥

এই মুক্তজীব মুক্তি লাভ করিয়া তৎকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মে আনন্দভোগ করিয়া পুনরায় মহাকল্পের পর মুক্তিসুখ ত্যাগ করতঃ সংসারে আগমন করে। ইহার সংখ্যা এইরূপ :—৪৩২০০০০ তেতাল্লিশ লক্ষ ও বিংশতি সহস্র বৎসরে এক চতুর্যুগী হয় ; দুই সহস্র চতুর্যুগীতে এক অহোরাত্র হয় এবং ত্রিংশৎ অহোরাত্রে এক মাস হয়। তাদৃশ দ্বাদশ মাসে এক বৎসর এবং তদ্রূপ শত বর্ষে এক পরান্তকাল হয়। গণিতের রীতি অনুসারে উহা যথাবৎ বুঝিতে হইবে। মুক্তির সুখভোগের জন্য এই সময়।

প্রশ্ন —সমস্ত সংসারের এবং গ্রন্থকারের এই মত যে উহা হইতে কখন জন্ম ও মরণে আসে না।

উত্তর—একথা কখনও হইতে পারে না। কাণ প্রথমতঃ জীবের সামর্থ্য ও শরীরাদি পদার্থ এবং সাধন পরিমিত ; সুতরাং উহার ফল কিরূপে অনন্ত হইতে পারে ? জীবের অনন্ত আনন্দভোগের উপযুক্ত অসীম সামর্থ্য, কর্ম্ম এবং সাধন নাই ; সুতরাং অনন্ত সুখভোগ করিতে পারে না। যাহার সাধন অনিত্য তাহার ফল নিত্য হইতে পারে না। অধিকন্তু যদি মুক্তি হইতে পুনরায় কেহই প্রত্যাগমন করিতে না পারে তাহা হইলে সংসার উচ্ছেদ হওয়া অর্থাৎ জীব নিঃশেষ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্ন—যত সংখ্যক জীব মুক্ত হয়, ঈশ্বর তত সংখ্যক নূতন উৎপন্ন করিয়া সংসারে রাখেন এজন্য নিঃশেষ হয় না।

উত্তর—তদ্রূপ হইলে জীব অনিত্য হয় ; কারণ যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার নাশও অবশ্য হইয়া থাকে। আর তোমার মতানুসারে মুক্তি পাইয়াও বিনষ্ট হইলে মুক্তিও অনিত্য হয় এবং মুক্তিস্থানে অত্যন্ত জনতা ও গোলমাল হইয়া পড়ে কারণ উক্তস্থলে আয় অধিক হইবে অথচ ব্যয় কিছুই না হইলে বৃদ্ধির অন্ত থাকিবে না। অপরন্তু দুঃখের অনুভব ব্যতিরেকে সুখ কিছুই হইতে পারে না, কটু না থাকিলে কাহাকে মধুর এবং মধুর না থাকিলে কাহাকে কটু বলা যাইবে ? কারণ এক স্বাদের ও এক রসের বিরুদ্ধ হইলেই উভয়ের পরীক্ষা হইতে পারে। যদি কোন মনুষ্য কেবল মিষ্ট দ্রব্যই পান ও ভোজন করে, তবে যে নানাবিধ রসের ভোগ করে, তাহার ন্যায় উহার সুখ হয় না। অপরন্তু যদি যদি ঈশ্বর অন্তকালে কর্ম্মের অনন্ত ফল দেন তাহা হইলে তাঁহার ন্যায়শীলতা নষ্ট হইয়া যায়। যে যত পরিমাণে ভার তুলিতে পারে তাহাকে তত পরিমাণে ভার দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যেমন একমণ ভার তুলিবার ক্ষমতা বিশিষ্ট লোকের মস্তকে দশমণ ভার অর্পণ করিলে, অর্পয়িতার নিন্দা হয়, তদ্রূপ অল্পজ্ঞ ও অল্পসামর্থ্য বিশিষ্ট জীবের উপর অনন্ত সুখের ভার অর্পণ করা ঈশ্বরের উচিত নহে। আর যদি পরমেশ্বর নূতন জীব উৎপন্ন করিতেন তাহা হইলে যে কারণ হইতে উৎপন্ন হইবে উহার শেষ হইয়া পড়িত। কারণ, যতই বৃহৎ ধনকোষ হউক না কেন যদি উহার কেবল ব্যয় থাকে এবং আয় না থাকে তাহা হইলে কখনও না কখন উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। সুতরাং মুক্তিতে প্রবেশ করা এবং উহা হইতে পুনরায় আগমন করাই উত্তম এবং এই ব্যবস্থাই সঙ্গত। কেহ কি অল্প সময়ের কারাগার অপেক্ষা আজন্ম কারাগার অথবা ফাঁসির দণ্ড প্রাণীর পক্ষে ভাল বলিয়া মনে করে ? যদি সেখান (মুক্তিস্থল)

হইতে আসা না গেল তবে আজন্ম কারাগারের সহিত এইমাত্র প্রভেদ হইল যে সেস্থলে পরিশ্রম করিতে হয় না। আর ব্রহ্মে লয় হওয়া যেন এক প্রকার সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হওয়া।

প্রশ্ন—পরমেশ্বর যেরূপ নিত্যমুক্ত এবং পূর্ণসুখী. জীবও তদ্রূপ নিত্যমুক্ত ও সুখী থাকিলে ইহাতে কোন দোষ আসে না।

উত্তর—পরমেশ্বর অনন্ত স্বরূপ, সামর্থ্য, গুণ এবং কর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া কখন অবিদ্যায় এবং দুঃখ বন্ধনে পতিত হন না কিন্তু জীব মুক্ত হইয়া শুদ্ধস্বরূপ হইয়া অল্পজ্ঞ এবং পরিমিত গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব বিশিষ্ট হয় এবং কখন পরমেশ্বরের তুল্য হয় না।

প্রশ্ন—যদি এরূপ হইল তবে মুক্তিও জন্ম মরণের তুল্য হইল। সুতরাং ইহার জন্য শ্রম করা বৃথা।

উত্তর—মুক্তি জন্মমরণের সদৃশ নহে। কারণ ৩৬০০০ ছত্রিশ হাজার বার উৎপত্তি এবং প্রলয় হইতে যত সময় লাগে ততকাল পর্য্যন্ত জীবদিগের মুক্তির আনন্দে অবস্থান করা এবং দুঃখ-ভোগ না করা কি অল্প কথা? যখন অদ্য পান ভোজন করিয়াও কল্য ক্ষুধার অনুভব করিতে হয় এজন্য উহার ব্যবস্থা কেন করা হয়? যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা. ক্ষুদ্রধন, রাজ্য. প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী এবং সন্তানাদির জন্য ব্যবস্থা করা আবশ্যক বোধ হয় তখন মুক্তির জন্য কেন না হইবে? যেরূপ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইলেও জীবনের উপায় করা যায়, তদ্রূপ মুক্তি হইতে প্রত্যাগমন করতঃ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিলেও উহার জন্য উপায় করা অতিশয় আবশ্যক।

প্রশ্ন— মুক্তির সাধন কি?

উত্তর—কোন কোন সাধন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, পরন্তু বিশেষ উপায় এই যে মুক্তির প্রার্থনা করিলে অর্থাৎ জীব মুক্ত হইতে চাহিলে যে সকল মিথ্যা ভাষণাদি পাপ কর্ম্মের ফল দুঃখ, উহা ত্যাগ করতঃ সুখরূপ ফলদায়ক সত্যভাষণাদি ধর্ম্মাচরণ অবশ্যই করিবে এবং দুঃখ খণ্ডন ও সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছা করিলে অধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। কারণ দুঃখের পাপাচরণ এবং সুখের ধর্ম্মাচরণই মূল কারণ। সৎপুরুষের সহবাসে বিবেক লাভ করিবে অর্থাৎ সত্যাসত্য. ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ অবশ্যই নিশ্চয় করিবে ও পৃথক্ পৃথক্ বুঝিবে এবং শরীরের অর্থাৎ জীবের পঞ্চ কোষের বিচার করিবে। প্রথম "অন্নময়"; ইহা ত্বক্ হইতে অস্থি পর্য্যন্ত সমুদয় পৃথিবীময়। দ্বিতীয় "প্রাণময়" অর্থাৎ যাহা হইতে "প্রাণ" বায়ু ভিতর হইতে বহির্গত হয়; "অপান" যাহা বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করে; "সমান" যাহা নাভিস্থ হওয়াতে সমস্ত শরীরে রস সঞ্চার হয়; "উদান" যাহা দ্বারা কণ্ঠস্থ অন্ন ও জল আকৃষ্ট হয় এবং বল ও পরাক্রম জন্মে; এবং "ব্যান" যাহা দ্বারা জীব সমস্ত শরীরের চেষ্টা আদি কার্য্য করে। তৃতীয় "মনোময়"; ইহাতে মনের সহিত অহঙ্কার, বাক্, পাদ, পাণি, পায়ু এবং উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে। চতুর্থ "বিজ্ঞানময়" ইহাতে বুদ্ধি, চিত্ত, শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে এবং ইহা দ্বারা জীব জ্ঞানাদি ব্যবহার করে। পঞ্চম "আনন্দময় কোষ; ইহাতে প্রীতি, প্রসন্নতা, অল্পানন্দ, অধিকানন্দ,

আনন্দ এবং আধার কারণস্বরূপ প্রকৃতি আছে। ইহাদিগকে পঞ্চকোষ কহা যায় এবং ইহার দ্বারাই জীব সকল প্রকারে কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। অবস্থা তিন প্রকার। প্রথম "জাগ্রত"; দ্বিতীয় "স্বপ্ন" এবং তৃতীয় "সুষুপ্তি"। তিন শরীর আছে। প্রথম "স্থূল" শরীর যাহা দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় "সূক্ষ্মশরীর" ইহা পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, মন এবং বুদ্ধি এই সপ্তদশ তত্ত্বের সমষ্টি। জন্ম মরণেও এই সূক্ষ্ম শরীর জীবের সহিত থাকে। ইহার দুই ভেদ —প্রথম ভৌতিক অর্থাৎ যাহা সূক্ষ্মভূতের অংশ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং দ্বিতীয় স্বাভাবিক অর্থাৎ যাহা জীবের স্বাভাবিক গুণস্বরূপ। এই দ্বিতীয় এবং ভৌতিক শরীর মুক্তি সময়েও থাকে এবং উহা দ্বারাই জীব মুক্তিসুখ ভোগ করে। তৃতীয় কারণ শরীর, যাহাতে সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা হয়। উহা প্রকৃতিরূপ বলিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপক এবং সকল জীবের পক্ষে এক। চতুর্থ শরীরকে তুরীয়শরীর কহে; ইহাতে জীব সমাধিদ্বারা পরমাত্মার আনন্দ স্বরূপে মগ্ন হয়। এই সমাধি সংস্কারজন্য শুদ্ধ শরীরের পরাক্রম মুক্তির সময়েও যথাযোগ্য সাহায্য করে। জীব এই সকল কোষ এবং অবস্থা হইতে পৃথক্। অবস্থা সকল হইতে জীব যে পৃথক্ ইহা সকলেরই বিদিত আছে। কারণ মৃত্যু হইলে সকলেই বলে যে জীব বহির্গত হইয়া গেল। এই জীবকেই সকলের প্রেরক ও সকলের ধর্ত্তা, সাক্ষী, কর্ত্তা এবং ভোক্তা কহা যায়। যদি কেহ এরূপ বলে যে জীব কর্ত্তা এবং ভোক্তা নহে, তাহা হইলে তাহাকে অজ্ঞানী এবং অবিবেকী বলিয়া জানিবে, কারণ জীব ব্যতিরেকে এ সমস্তই জড় পদার্থ এবং ইহাদিগের সুখ দুঃখভোগ অথবা পাপ পুণ্যের কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। জীব ইহাদিগের সম্বন্ধবশতঃ পাপ পুণ্যের কর্ত্তা এবং সুখদুঃখের ভোক্তা হইয়া থাকে। যখন ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ে মন ইন্দ্রিয়গণের সহিত এবং আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাণকে প্রেরণা করতঃ উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, তখনই উহা বহির্মুখ হইয়া পড়ে এবং সেই সময়েই ভিতর হইতে আনন্দ, উৎসাহ এবং নির্ভয়তা এবং মন্দ কার্য্য বিষয়ে ভয়, লজ্জা এবং শঙ্কা উৎপন্ন হয় ইহা অন্তর্যামী পরমাত্মার শিক্ষা। যে কেহ এই শিক্ষার অনুকূল কার্য্য করে সেই মুক্তির জন্য সুখপ্রাপ্ত হয় এবং উহার বিপরীতাচরণ করিলে বন্ধন জন্য দুঃখভোগ করে। দ্বিতীয় সাধন বৈরাগ্য অর্থাৎ বিবেক, বিবেচনা পূর্ব্বক সত্যাসত্য বুঝিয়া তাহার মধ্য হইতে সত্যাচরণের গ্রহণ এবং অসত্যাচরণের ত্যাগ করাই বিবেক। পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত পদার্থের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব জানিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা এবং উপাসনায় তৎপর হওয়া, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ না করা এবং সৃষ্টি হইতে উপকার গ্রহণ করাকেই বিবেক কহে। ইহার পর তৃতীয় সাধন "ষট্‌ক সম্পত্তি" অর্থাৎ ছয় প্রকারের কর্ম্মানুষ্ঠান। প্রথম "শম"; অর্থাৎ আপনার আত্মা ও অন্তঃকরণকে অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সদা ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত রাখা। দ্বিতীয় "দম"; অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দিগকে এবং শরীরকে ব্যভিচারাদি মন্দ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া জিতেন্দ্রিয়ত্বাদি শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত রাখা। তৃতীয় "উপরতি" অর্থাৎ দুষ্কর্ম্মকারী পুরুষদিগের হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকা। চতুর্থ "তিতিক্ষা"; অর্থাৎ নিন্দা, স্তুতি, হানি, অথবা লাভ যতই হউক না কেন, হর্ষ ও শোক ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা মুক্তি সাধনে প্রবৃত্ত থাকা। পঞ্চম "শ্রদ্ধা"; অর্থাৎ বেদাদি সত্য শাস্ত্রে এবং এই সকল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী, বিদ্বান্, আপ্ত এবং সত্যোপদেষ্টা মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করা। ষষ্ঠ "সমাধান"; অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা। এই ছয়

মিলিয়া এক তৃতীয় "সাধন" কহা যায়। চতুর্থ "মুমুক্ষুত্ব"; যেমন ক্ষুধাতুর এবং তৃষ্ণাতুরের অন্ন ও জল ব্যতিরেকে অন্য কিছুই ভাল লাগে না, তদ্রূপ মুক্তি সাধন ব্যতিরেকে অন্য কিছুতেই প্রীতিলাভ না হওয়াকে মুমুক্ষুত্ব কহে। এই চারি সাধনের পর চারি অনুবন্ধ হয়। অর্থাৎ সমস্ত সাধনের পর কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। ইহার মধ্যে প্রথমতঃ এই চারি সাধনযুক্ত হইলে পুরুষ মোক্ষের অধিকারী হয়। দ্বিতীয় "সম্বন্ধ; অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি প্রতিপাদ্য এবং বেদাদি শাস্ত্র প্রতিপাদক; এই উভয়কে যথাবৎ বুঝিয়া পরস্পর অন্বিত করা। তৃতীয় "বিষয়ী"; অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্র প্রতি-পাদনের জন্য বিষয়স্বরূপ ব্রহ্মে প্রীতিরূপ বিষয় বিশিষ্ট পুরুষকে "বিষয়ী" কহে। চতুর্থ "প্রয়োজন"; সমস্ত দুঃখের উপশমান্তে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিসুখ লাভ করা। এই চারিকে অনুবন্ধ কহে। তদনন্তর শ্রবণ চতুষ্টয় হয়। প্রথম "শ্রবণ"; অর্থাৎ যখন কোন বিদ্বান্ উপদেশ প্রদান করিবেন তখন শান্তভাবে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করা। বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণে বিশেষ একাগ্রতা আবশ্যক, কারণ সমস্ত বিদ্যার মধ্যে ইহা সূক্ষ্ম বিদ্যা। শ্রবণের পর দ্বিতীয় "মনন"; অর্থাৎ একান্ত নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করতঃ শ্রুত উপদেশের বিচার করা। যে সকল বিষয়ে সন্দেহ হইবে উহা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবে এবং শ্রবণের সময়ও উচিত বোধ হইলে বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সমাধান করিবে। তৃতীয় "নিদিধ্যাসন"; অর্থাৎ শ্রবণের ও মননের বিষয় যখন নিঃসন্দেহ হইবে তখন সমাধিস্থ হইয়া উক্ত বিষয় দর্শন করিবে এবং বুঝিবে যে যাহা শ্রুত এবং বিচারিত হইয়াছে উহা তদ্রূপ কি না? চতুর্থ "সাক্ষাৎকার"; অর্থাৎ ধ্যানযোগে দর্শন করা। পদার্থের যেরূপ স্বরূপ, গুণ ও স্বভাব তদ্রূপ যথাবৎ জানাকেই শ্রবণ চতুষ্টয় কহে। তমোগুণ অর্থাৎ ক্রোধ, মলিনতা, আলস্য এবং প্রমাদাদি এবং রজোগুণ অর্থাৎ ঈর্ষা, দ্বেষ, কাম, অভিমান এবং বিক্ষেপাদি দোষ হইতে পৃথক্ হইয়া সত্ত্বগুণ অর্থাৎ শান্ত প্রকৃতি, পবিত্রতা, বিদ্যা এবং বিচারাদি গুণ ধারণ করিবে। (মৈত্রী) সুখীজনের উপর মিত্রতা করিবে, (করুণা) দুঃখী জনের উপর দয়া করিবে, (মুদিতা) পুণ্যাত্মা দর্শনে হর্ষিত হইবে এবং (উপেক্ষা) দুষ্টাত্মাদিগের উপর প্রীতিভাব অথবা বৈরভাব প্রদর্শন করিবে না। প্রতিদিন যেরূপে আন্তরিক মন আদি পদার্থের সাক্ষাৎকার হয় তদ্রূপে ন্যূনপক্ষে অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল মুমুক্ষু অবশ্যই ধ্যান করিবে। দেখ জীব চেতন স্বরূপ হওয়াতে উহা জ্ঞান স্বরূপ এবং মনের সাক্ষী হয়। কারণ যখন মন শান্ত বা চঞ্চল, আনন্দিত বা বিষণ্ণ হয় তখন উহাকে যথাবৎ দর্শন করে। তদ্রূপ উহা ইন্দ্রিয়দিগের ও প্রাণাদির জ্ঞাতা, পূর্ব্ব-দৃষ্টের স্মরণকর্ত্তা, এককালে অনেক পদার্থের বেত্তা, ধারণ ও আকর্ষণকর্ত্তা অথচ সকল হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত। পৃথক্ না হইলে স্বতন্ত্রভাবে কর্ত্তা হইয়া ইহাদিগের প্রেরক এবং অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না।

অবিদ্যাঽস্মিতা রাগ দ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।

যোগশাস্ত্রে পাদে ২। সূঃ ৩॥

ইহার মধ্যে অবিদ্যার স্বরূপ কথিত হইয়াছে। পৃথক্ বর্ত্তমান বুদ্ধিকে আত্মা হইতে ভিন্ন জ্ঞান না করাকে অস্মিতা; সুখ বিষয়ে প্রীতিকে রাগ; এবং দুঃখে অপ্রীতিকে দ্বেষ কহে। সকল প্রাণীরই

এইরূপ ইচ্ছা হয় যে আমি সর্ব্বদা শরীরযুক্ত থাকিব এবং কখনও মৃত্যুপ্রাপ্ত হইব না। এইরূপ মৃত্যুদুঃখ হইতে যে ত্রাস হয় তাহাকে অভিনিবেশ কহে। যোগাভ্যাস এবং বিজ্ঞান দ্বারা এই পঞ্চ ক্লেশের খণ্ডন করতঃ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তির পরমানন্দ ভোগ করা আবশ্যক।

প্রশ্ন—আপনি যেরূপ মুক্তি স্বীকার করেন এরূপ আর কেহ স্বীকার করে না। দেখুন, জৈনগণ মোক্ষশিলায় অর্থাৎ শিবপুরে যাইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করাকে, খৃষ্টিয়ানগণ চতুর্থ স্বর্গে বিবাহ, যুদ্ধ এবং গীতবাদ্যাদিও বস্ত্রাদি ধারণ হইতে আনন্দভোগ করাকে, মুসলমানগণ সপ্তম স্বর্গকে, বামমার্গী শ্রীপুরকে, শৈবগণ কৈলাসকে, বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠকে এবং গোকুলস্থ গোসাঁইগণ গোলোকে গমণ করতঃ উত্তম স্ত্রী, অন্ন, পান, বস্ত্র ও স্থানাদি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অবস্থান করাকে মুক্তি মনে করিয়া থাকে। পৌরাণিকগণ (সালোক্য) ঈশ্বরের লোকে নিবাস, (সানুজ্য) কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ঈশ্বরের সহিত অবস্থান করা, (সারূপ্য) উপাসনীয় দেবতার আকৃতি সদৃশ আকারে পরিণত হওয়া, (সামীপ্য) সেবকের সদৃশ ঈশ্বরের সমীপে থাকা এবং (সাযুজ্য) ঈশ্বরে সংযুক্ত হইয়া যাওয়া এই চারি প্রকার মুক্তি স্বীকার করেন। বেদান্তীরা ব্রহ্মে লয় হওয়াকে মোক্ষ বুঝিয়া থাকেন।

উত্তর—দ্বাদশ সমুল্লাসে জৈনদিগের, ত্রয়োদশে খ্রীষ্টিয়ানদিগের এবং চতুর্দ্দশে মুসলমানদিগের মুক্তি বিষয়ে বিশেষ করিয়া লিখিত হইবে। বামমার্গীরা যে শ্রীপুরে যাইয়া লক্ষ্মীসদৃশ স্ত্রী সম্ভোগ মদ্য ও মাংসাদি পান ও ভোজন এবং রঙ্গরাগাদি করা স্বীকার করেন, উহাতে ইহলোকের অপেক্ষা কিছুই বিশেষ নাই। মহাদেব এবং বিষ্ণু সদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট পুরুষ এবং পার্ব্বতী ও লক্ষ্মী সদৃশ স্ত্রীযুক্ত হইয়া আনন্দভোগ করার কথাও এইরূপ। তবে এখানকার ধনাঢ্য রাজাদিগের অপেক্ষা উহাতে এইমাত্র ভেদ লিখিত আছে যে, সে স্থলে রোগ হইবে না এবং যৌবনাবস্থা সর্ব্বদা থাকিবে। উহাদিগের একথা মিথ্যা জানিতে হইবে কারণ যে স্থানেই ভোগ আছে সেই স্থানেই রোগ আছে এবং যে স্থানে রোগ আছে সে স্থানেই বৃদ্ধাবস্থা থাকে। পৌরাণিকদিগকে জিজ্ঞাস। করিতে হইবে যে তাহাদিগের যে চারি প্রকার মুক্তি আছে উহা কৃমি, কীট, পতঙ্গ ও পশ্বাদি সকল স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ যাবতীয় লোক ঈশ্বরের এবং সমস্ত জীবই ঈশ্বরে অবস্থিত; সুতরাং "সালোক্য" মুক্তি অনায়াসেই লব্ধ রহিয়াছে। "সামীপ্য" বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত বলিয়া—সকলেই তাঁহার সমীপস্থ; সুতরাং "সামীপ্য" মুক্তিও স্বতঃসিদ্ধ। "সানুজ্য" বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে জীব ঈশ্বর অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে ক্ষুদ্রতর এবং চেতন বলিয়া স্বভাবতঃই তাঁহার বন্ধুবৎ; সুতরাং "সানুজ্য" মুক্তিও প্রযত্ন ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয়। জীব সকল সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার ব্যাপ্য বলিয়া তাঁহার সহিত সংযুক্তই আছে; সুতরাং সাযুজ্য মুক্তিও স্বতঃসিদ্ধ। অপরন্তু যে অন্য সাধারণ নাস্তিকগণ মৃত্যুর পর তত্ত্বের সহিত তত্ত্বের মিলন হওয়াকে পরম মুক্তি মনে করে, উহা কুক্কুর এবং গর্দ্দভগণও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ সকল মুক্তি নহে, বরং একপ্রকার বন্ধন। কারণ ইহারা শিবপুরের মোক্ষশিলার, সপ্তম স্বর্গের, শ্রীপুরের কৈলাসের, বৈকুণ্ঠের এবং গোলোকের এক দেশের স্থান বিশেষকে (মুক্তিস্থান) মনে করেন এবং তত্তৎস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মুক্তিচ্ছেদ হয়। অতএব যেমন দ্বাদশ প্রস্তরের গৃহের মধ্যে দৃষ্টি বদ্ধ হয় তদ্রূপ ইহাও এক প্রকার বন্ধন হইল।

মুক্তি তাহাকেই বলা যায় যে অবস্থায় ইচ্ছানুসারে যে সে স্থানে বিচরণ করিতে পারে, কোথায়ও প্রতিবন্ধ হয় না, এবং ভয়, শঙ্কা অথবা দুঃখ হয় না। জন্মকে উৎপত্তি এবং মৃত্যুকে প্রলয় কহে। যথাসময়ে জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—জন্ম কি এক অথবা অনেক?

উত্তর—অনেক।

প্রশ্ন—যদি অনেক হইল তবে পূর্ব্বজন্ম এবং মৃত্যুর বিষয় কেন স্মরণ হয় না?

উত্তর—জীব অল্পজ্ঞ বলিয়া এবং ত্রিকালদর্শী নহে বলিয়া স্মরণ থাকে না এবং যে মনের দ্বারা জ্ঞানোদয় হয় উহাও এক সময়ে দুই জ্ঞান করিতে পারে না। পূর্ব্বজন্মের কথা তো দূরের কথা, এই দেহেও যখন জীব গর্ভে ছিল, শরীর নির্ম্মিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা হইয়াছিল তাহা কেন স্মরণে আসে না? জাগ্রত এবং স্বপ্ন অবস্থায় অনেক ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া যখন সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা হয়, তখন কেন জাগ্রতাদি ব্যবহার স্মরণ করিতে পারা যায় না? আর যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে ত্রয়োদশ বৎসরের পঞ্চম মাসের নবম দিনে দশ ঘটিকার প্রথম মিনিটে তুমি কি করিয়াছিলে? তোমার মুখ, হস্ত, কর্ণ, নেত্র ও শরীর কোন্ দিকে এবং কিরূপে ছিল? এবং মনে কিরূপ বিচার করিতেছিলে? তখন তুমি নিরুত্তর হইবে। যখন এই শরীরেই এই অবস্থা, তখন পূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ সম্বন্ধে আশা করা কেবল কালকত্ব মাত্র। অধিকন্তু উহা স্মরণ হয় না বলিয়াই জীব সুখী রহিয়াছে, নচেৎ সকল জন্মের দুঃখ স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইয়া মরিয়া যাইত। কেহ পূর্ব্ব এবং ভবিষ্যৎ জন্মের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলেও জানিতে পারে না; কারণ জীবের জ্ঞান এবং স্বরূপ অল্প। এ সমস্ত ঈশ্বরের জানিবার উপযুক্ত, জীবের নহে।

প্রশ্ন—যখন জীবের পূর্ব্ব জ্ঞান হয় না এবং ঈশ্বর তাহাকে দণ্ড দেন, তখন জীবের সংশোধন হইতে পারে না; কারণ যদি উহার এরূপ জ্ঞান হইত যে আমি এতাদৃশ কার্য্য করিয়াছি এবং তাহার এই ফল হইতেছে, তাহা হইলেই জীব পাপকর্ম্ম হইতে রক্ষা পাইত.

উত্তর—তুমি কয় প্রকার জ্ঞান স্বীকার কর?

প্রশ্ন—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা আট প্রকার।

উত্তর—তাহা হইলে তুমি জন্ম হইতে সময়ে সময়ে রাজ্য, ধন, বুদ্ধি, বিদ্যা, দারিদ্র্য, নির্বুদ্ধি এবং মূর্খতা আদি দেখিয়া কেন পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান করিতেছ না? যেরূপ একজন বৈদ্য ও একজন অবৈদ্য এই উভয়ের মধ্যে বৈদ্য কোন রোগ হইলে তাহার নিদান অর্থাৎ কারণ বুঝিতে পারে, অবিদ্বানে তাহা পারে না। বৈদ্য বৈদ্যকবিদ্যা পড়িয়াছে এবং অন্যে তাহা পড়ে নাই। পরন্তু জ্বরাদিরোগ হইলে অবৈদ্যও এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে যে তাহাদ্বারা কোন অপথ্য করা হইয়াছে এবং সেই জন্য এই রোগ হইয়াছে। তদ্রূপ এই জগতের মধ্যে বিচিত্র সুখ ও দুঃখের হ্রাস বৃদ্ধি দেখিয়া কেন পূর্ব্বজন্মের অনুমানদ্বারা জ্ঞান করিতে পার না? পূর্ব্বজন্ম না মানিলে পরমেশ্বর পক্ষপাতী

হইয়া পড়েন, কারণ পাপ ব্যতিরেকে দারিদ্র্যাদি দুঃখ এবং পূর্ব্ব পুণ্য ব্যতিরেকে রাজ্য, ধনাঢ্যতা এবং সুবুদ্ধিতা (মনুষ্যকে) কেন দিলেন? পূর্ব্বজন্মের পাপ ও পুণ্যানুসারে দুঃখ ও সুখ প্রদান করেন এরূপ হইলে পরমেশ্বর যথোক্তরূপ ন্যায়কারী হইয়া থাকেন।

প্রশ্ন—এক জন্ম হইলেও পরমেশ্বর ন্যায়কারী হইতে পারেন। যেরূপ সর্ব্বোপরিস্থ রাজা যাহা করেন তাহাই ন্যায়। যেরূপ উদ্যানপালক আপনার উদ্যানে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ বৃক্ষ রোপণ করে, কোনও বৃক্ষ কর্ত্তন করে, কোনও বৃক্ষ উন্মূলিত করে এবং কোনও বৃক্ষ রক্ষা ও বর্দ্ধন করে, তদ্রূপ তিনি ইচ্ছানুসারে যাহার যে বস্তু তাহার জন্য সেই বস্তুই রাখিয়া দেন: তাঁহার উপর কেহই অন্য ন্যায়কারী নাই যে তাঁহাকে দণ্ড দিতে সমর্থ হয় এবং তিনি কাহার ও নিকট ভীত হন না।

উত্তর—পরমেশ্বর ন্যায় করিতে ইচ্ছা করেন ও তদনুসারে অনুষ্ঠান করেন এবং কখনও অন্যায় করেন না বলিয়াই তিনি পূজনীয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে ন্যায়বিরুদ্ধকার্য্যকারী সে ঈশ্বর হইতে পারে না। উদ্যানপালক যেরূপ যুক্তি ব্যতিরেকে রাস্তা করিলে অথবা অনুপযুক্তস্থানে বৃক্ষ রোপণ করিলে, কর্ত্তনের অনুপযুক্ত বৃক্ষ কর্ত্তন করিলে, অযোগের বর্দ্ধন বা যোগ্যের অবর্দ্ধন করিলে দোষী হয়, তদ্রূপ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য করিলে ঈশ্বরে দোষ আসে। পরমেশ্বরের পক্ষে ন্যায়যুক্ত কার্য্যই অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ তিনি স্বভাবতঃ পবিত্র এবং ন্যায়কারী। উন্মত্তের তুল্য কার্য্য করিলে (তিনি) জগতের শ্রেষ্ঠ ন্যায়াধীশ অপেক্ষাও ন্যূন এবং অনুপযুক্ত হন। এ জগতেও যোগ্যতানুসারে উত্তম কার্য্য না করিলে ও প্রতিষ্ঠাদান করিলে এবং দুষ্কার্য্য না করিলেও দণ্ড প্রদান করিলে প্রতিষ্ঠা ও দণ্ডদাতা কি অপ্রতিষ্ঠিত ও নিন্দিত হন না? এইজন্য ঈশ্বর অন্যায় করেন না এবং এইজন্য কিছু হইতেই ভীত হন না।

প্রশ্ন—পরমাত্মা প্রথমেই যাহাকে যাহা দেওয়া মনে করিয়াছেন তাহা দান করেন এবং যাহা করা উচিত বিবেচনা করিয়াছেন তাহাই করেন।

উত্তর—তাঁহার বিচার জীবদিগের কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে অন্যরূপ হয় না। অন্যথা হইলে তিনি অপরাধী এবং অন্যায়কারী হন।

প্রশ্ন—ছোট এবং বড়লোকের সুখ ও দুঃখ একরূপ; বড়লোকের বড় চিন্তা, ছোট লোকের ছোট চিন্তা। যেরূপ কোন ধনীর লক্ষ টাকার জন্য রাজদ্বারে বিবাদ হইলে তিনি গৃহ হইতে পাল্কীর ভিতর বসিয়া গ্রীষ্মকালে আদালতে গমন করেন। বাজারে তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া অজ্ঞানী লোকে বলে যে পাপ ও পুণ্যের ফল দেখ, কেহ পাল্কীর ভিতর আনন্দে বসিয়া আছে আর কেহ জুতা না পরিয়া উপর হইতে এবং নীচ হইতে উত্তপ্ত হইয়া পাল্কী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। পরন্তু বুদ্ধিমান্ লোক বুঝিতে পারেন যে আদালত যত নিকটবর্ত্তী হয় ধনীরও তত অধিক শোক এবং সন্দেহ বৃদ্ধি হইতে থাকে কিন্তু বাহকদিগের আনন্দ বৃদ্ধি হইতে থাকে। আদালতে উপস্থিত হইয়া ধনী মহাশয় ইতস্ততঃ যাইবার চিন্তা করিতে থাকেন। কখনও মনে করেন যে প্রাড়্বিবাকের (উকীলের) কাছে যাইব, কখনও বা মনে করেন যে সেরেস্তাদারের নিকট যাইব, অদ্য হারিয়াছি বা জিতিয়াছি

ইত্যাদি সন্দেহে ক্লিষ্ট হন। এদিকে বাহকগণ তামাকু সেবন করতঃ পরস্পর কথোপকথন করিয়া প্রসন্ন হইয়া অবশেষে আনন্দে নিদ্রা অনুভব করে। জয় হইতে কিছু সুখ হয় বটে কিন্তু পরাজয় হইলে ধনী মহাশয় দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়েন কিন্তু বাহকগণ যেরূপ ছিল তদ্রূপই থাকে। এইরূপ রাজা সুন্দর ও কোমল শয্যায় শয়ন করিলেও শীঘ্র নিদ্রানুভব হয় না কিন্তু শ্রমজীবীরা লোষ্ট্র, প্রস্তর ও মৃত্তিকাময় উচ্চ ও নীচ স্থলে শয়ন করে এবং শীঘ্রই নিদ্রানুভব করে। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে।

উত্তর—ইহা অজ্ঞানীর কথা বুঝিতে হইবে। কোন ধনীকে বাহকের কার্য্য করিতে বলিলে সে কখনও বাহক হইতে ইচ্ছা করে না কিন্তু বাহক ধনী হইতে ইচ্ছা করে। সুখ এবং দুঃখ সমান হইলে, নিজের নিজের অবস্থা ত্যাগ করিয়া নীচ এবং উচ্চ হইতে কেহই ইচ্ছা করে না। দেখা যায় একজন বিদ্বান্, পুণ্যাত্মা এবং ঐশ্বর্য্যবান রাজা হইয়া রাজমহিষীর গর্ভে আগমন করে এবং আর একজন মহাদরিদ্র ঘাসকর্ত্তকের স্ত্রীর গর্ভে আসে। একের গর্ভ হইতে সর্ব্বপ্রকারে সুখ হয় এবং অপর হইতে সর্ব্বপ্রকারে দুঃখ হইয়া থাকে। একজন যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন সুগন্ধ জলে স্নান, ব্যবস্থা পূর্ব্বক নাড়ীচ্ছেদন এবং দুগ্ধপানাদি প্রাপ্ত হয় এবং যখন দুগ্ধপান ইচ্ছা করে তখন মিস্রী প্রভৃতিকে মিশ্রিত দুগ্ধ যথেষ্ট পায়। উহাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য সেবক, ভৃত্য, ক্রীড়নক এবং শকটাদি রাখা হয় এবং উত্তম স্থানে রাখিয়া আদর করাতে উহার আনন্দ হইয়া থাকে। অপরের জন্ম বনে হয়, উহার স্নানের জন্য জলও মিলে না এবং সে যখন দুগ্ধ পান করিতে চাহে তখন দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মুষ্ট্যাঘাত ও চপেটাঘাত দ্বারা প্রহার করা হয় আর সে অত্যন্ত আর্ত্তস্বরে রোদন করে, অথচ কেহ জিজ্ঞাসাও করে না ইত্যাদি। জীবদিগের পাপপুণ্য ব্যতিরেকে সুখ এবং দুঃখ হইলে পরমেশ্বরের উপর দোষ আসে। অধিকন্তু যদি কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তি হয় তাহা হইলে পরে স্বর্গ ও নরক হওয়া সম্ভবে না। কারণ পরমেশ্বর যেরূপ এক্ষণে কর্ম্মব্যতিরেকে সুখ ও দুঃখ দিয়াছেন মৃত্যুর পরও তদ্রূপ যাহাকে ইচ্ছা স্বর্গে অথবা নরকে প্রেরণ করিবেন। এরূপ হইলে সকল জীব অধর্ম্মযুক্ত হইয়া পড়িবে। তাহারা ধর্ম্ম কেন করিবে? কারণ ধর্ম্মের ফললাভ সম্বন্ধে সন্দেহ হইবে। "সমস্ত পরমেশ্বরের আয়ত্ত, তাঁহার যেরূপ প্রসন্নতা হইবে তিনি সেইরূপ করিবেন" এরূপ হইলে পাপ কর্ম্মে ভয় হইবে না এবং সংসারে পাপের বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের ক্ষয় হইয়া যাইবে। এই সকল হেতু বশতঃ পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য ও পাপ অনুসারে বর্ত্তমান ও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে ভবিষ্যৎ জন্ম হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—মনুষ্য এবং অন্য পশ্বাদির পরীরে জীব কি একরূপ অথবা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়?

উত্তর—জীব একরূপই; পরন্তু পাপ ও পুণ্যের যোগানুসারে মলিন এবং পবিত্রতা হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—মনুষ্যের জীব পশ্বাদির শরীরে, পশ্বাদি জীব মনুষ্যাদি শরীরে, স্ত্রীর জীব পুরুষের শরীরে এবং পুরুষের জীব স্ত্রীর শরীরে আসে এবং তাহা হইতে যায় কিনা?

উত্তর—হাঁ, আসে এবং যায়। কারণ, যখন পাপের বৃদ্ধি হয় এবং পুণ্যের হ্রাস হয়, তখন মনুষ্যের জীব পশ্বাদি নীচ শরীর প্রপ্ত হয়; যখন ধর্ম্ম অধিক হয় ও অধর্ম্ম ন্যূন হয় তখন দেব অর্থাৎ

বিদ্বান্ শরীর লাভ হয় এবং যখন পুণ্য পাপ সমান হয় তখন সাধারণ মনুষ্য জন্ম হইয়া থাকে। ইহার মধ্যেও পাপ পুণ্য উত্তম, মধ্যম অথবা নিকৃষ্ট হইলে মনুষ্যাদির মধ্যেও উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট শরীরাদি সামগ্রী বিশিষ্ট হইয়া থাকে। অধিক পাপের ফল পশ্বাদির শরীরে ভোগ হইয়া যখন পুনরায় পাপ পুণ্য তুল্য হয় তখন মনুষ্য শরীরে আসে এবং পুণ্যের ফল ভোগ করতঃ পুনর্ব্বার মধ্যস্থ মনুষ্য শরীরে আসে। শরীর হইতে নির্গত হওয়ার নাম "মৃত্যু" এবং শরীরের সহিত সংযোগ হওয়ার নাম "জন্ম"। যখন শরীর ত্যাগ করে তখন যমালয় অর্থাৎ আকাশস্থ বায়ু মধ্যে অবস্থান করে। কারণ বেদে "যমেন বায়ুনা" এই লিখিত আছে; সুতরাং যম বায়ুর একটি নাম এবং গরুড় পুরাণের কল্পিত যম নহে। ইহার বিশেষ খণ্ডন ও মণ্ডন একাদশ সমুল্লাসে লিখিত হইবে। তৎপশ্চাৎ ধর্ম্মরাজ অর্থাৎ পরমেশ্বর উক্ত জীবকে পাপপুণ্যানুসারে জন্ম দেন। উহা বায়ু, অন্ন, জল অথবা শরীরের ছিদ্রদ্বারা ঈশ্বরের প্রেরণা বশতঃ অপরের শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বীর্য্যে গমন করে, গর্ভে অবস্থান করে এবং শরীর ধারণ করিয়া বহির্গত হয়। কর্ম্ম যদি স্ত্রীশরীর ধারণ করিবার যোগ্য হয় তবে স্ত্রীশরীরে এবং পুরুষশরীর ধারণ করিকার যোগ্য হইলে পুরুষশরীরে প্রবেশ করে। গর্ভস্থিতি সময়ে স্ত্রী-পুরুষের শরীর সম্বন্ধের পর রজোবীর্য্য তুল্য হইলে নপুংসক হয়। জীব এইরূপ নানাবিধ জন্ম ও মরণে তৎকাল পর্য্যন্ত পতিত থাকে যাবৎ উত্তম কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান সাধন করতঃ মুক্তি প্রাপ্তি না হয়। কারণ উত্তম কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে মনুষ্যমধ্যে উত্তম জন্ম হয় এবং মুক্তি হইলে মহাকল্প পর্য্যন্ত জন্ম ও মৃত্যুদুঃখ রহিত হইয়া সানন্দে অবস্থান করে।

প্রশ্ন—এক জন্মে অথবা অনেক জন্মে মুক্তি হয়?

উত্তর—অনেক জন্মে। কারণ ঃ—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাহ্বরে ॥

মুণ্ডক ২। খঃ ২॥ মঃ ৮।

যখন জীবের হৃদয়স্থ অবিদ্যা ও অজ্ঞানরূপ গ্রন্থি ছিন্ন হয়, যখন সকল সংশয়ের খণ্ডন হয় এবং দুষ্কর্ম্মের ক্ষয় হয়। তখনই জীব সেই পরমাত্মায় অর্থাৎ যিনি আপনার আত্মার ভিতরে এবং বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন তাঁহাতে নিবাস করে।

প্রশ্ন—মুক্তির অবস্থায় জীব কি পরমেশ্বরে মিলিত হয় অথবা পৃথক থাকে?

উত্তর—পৃথক থাকে। কারণ মিলিত হইলে কে মুক্তিসুখ ভোগ করিবে? এবং মুক্তির যাবতীয় সাধন নিষ্ফল হইয়া যাইবে। উক্ত ঘটনাকে মুক্তি বলা যাইতে পারে না, কিন্তু উহা জীবের প্রলয় এইরূপ বুঝিতে হইবে। যে জীব পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন উত্তম কর্ম্মানুষ্ঠান, সৎসঙ্গ, যোগাভ্যাস এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সাধন করে সেই মুক্তিলাভ করে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমেব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥ তৈত্তিরীঃ আনন্দবঃ। অনুঃ ১॥

যে জীবাত্মা আপনার বুদ্ধিতে এবং আত্মাতে স্থিত সত্যজ্ঞান ও অনন্ত আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে জানে সেই উক্ত ব্যাপকরূপ ব্রহ্মে স্থিত হইয়া উক্ত "বিপশ্চিৎ" অর্থাৎ অনন্ত বিদ্যাযুক্ত ব্রহ্মে স্থিত হইয়া সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে যে আনন্দ কামনা করে সেই সেই আনন্দ প্রাপ্ত হয় এবং ইহাকেই মুক্তি কহে।

প্রশ্ন—শরীর ব্যতীরেকে যেরূপ সাংসারিক সুখভোগ হইতে পারে না তদ্রূপ মুক্তির অবস্থায়ও শরীর ব্যতিরেকে কিরূপে আনন্দভোগ হইতে পারে?

উত্তর—ইহার মীমাংসা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে আরও শ্রবণ কর। জীবাত্মা যেমন শরীরের আধারে সংসারিক সুখভোগ করে, তদ্রূপ পরমেশ্বরের আধারে মুক্তির আনন্দভোগ করে। উক্ত মুক্ত জীব অনন্তব্যাপক ব্রহ্মে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, শুদ্ধ জ্ঞানদ্বারা সমস্ত সৃষ্টি দর্শন করে, অন্য মুক্ত জীবের সহিত মিলিত হয়, সৃষ্টিবিদ্যার ক্রমানুসারে দর্শন করতঃ সমস্ত লোক ও লোকান্তরে অর্থাৎ যাহা মনুষ্য দেখিতে পায় এবং যাহা পায় না তৎসমুদয়ে বিচরণ করে এবং উহাদিগের জ্ঞানের অভিমুখীন সমস্ত পদার্থই দর্শন করে। জ্ঞান যতই অধিক হইবে উহার ততই অধিক আনন্দ হইয়া থাকে। মুক্তির অবস্থায় জীবাত্মা নির্ম্মল এবং পূর্ণজ্ঞানী হওয়াতে উহার সমস্ত সন্নিহিত পদার্থের যথাবৎ জ্ঞান (লাভ) হয় এবং উক্ত সুখবিশেষের নাম স্বর্গ; ও বিষয় তৃষ্ণায় আসক্ত হইয়া দুঃখবিশেষ ভোগ করাকে নরক কহে। "স্বঃ" ইহা সুখের নাম; "স্বঃ সুখং গচ্ছতি যস্মিন্ স স্বর্গঃ," "অতো বিপরীতো দুঃখভোগো নরক ইতি"; সাংসারিক সুখকে সামান্য স্বর্গ এবং পরমেশ্বর প্রাপ্তি নিবন্ধন আনন্দকে স্বর্গ কহে। সকল জীব স্বভাবতঃ সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছা করে এবং দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবার কামনা করে; পরন্তু যতকাল ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিবে এবং পাপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত না হইবে সে পর্য্যন্ত উহাদিগের সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখ খণ্ডন হইবে না। কারণ যাহার কারণ অর্থাৎ মূল থাকে তাহা কখনই নষ্ট হয় না। যেমন—

ছিন্নে মূলে বৃক্ষো নশ্যতি তথা পাপে ক্ষীণে দুঃখং নশ্যতি॥

মূল ছিন্ন হইলে যেরূপ বৃক্ষ নষ্ট হয়, তদ্রূপ পাপের খণ্ডন হইলে দুঃখ নষ্ট হয়। দেখ মনুস্মৃতিতে পাপ ও পুণ্যের বহুপ্রকার গতি লিখত আছে—

মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্‌ক্তে শুভাঽশুভম্।
বাচা বাচাকৃতং কর্ম্ম কায়েনৈব চ কায়িকম্॥১॥
শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥২॥

যো যদৈষাং গুণোদেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্‌গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্ ॥৩॥

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্।
এতদ্ ব্যাপ্তিমদেতেষাম্ সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ ॥৪॥

তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ ॥৫॥

যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
তদ্রজোঽপ্রতিপং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাম্ ॥৬॥

যত্তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥৭॥

ত্রয়াণামপি চৈতেষাং গুণানাং যঃ ফলোদয়ঃ।
অগ্র্যো মধ্যো জঘন্যশ্চ তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥৮॥

বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্ ॥৯॥

আরম্ভরুচিতাঽধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্ ॥১০॥

লোভঃ স্বপ্নোধৃতিঃক্রৌর্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা।
যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্ ॥১১॥

যৎ কর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণলক্ষণম্ ॥১২॥

যেনাস্মিন্ কর্ম্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাম্।
ন চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ং তু রাজসম্ ॥১৩॥

যৎ সর্ব্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্।
যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎ সত্ত্বগুণলক্ষণম্ ॥১৪॥
তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্ ॥১৫॥

মনুঃ। অঃ ১২ ॥ শ্লোঃ ৮। ৯।২৫—৩৩।৩৫—৩৮ ॥

অর্থাৎ মনুষ্য এইরূপে আপনি শ্রেষ্ঠ, মধ্য ও নিকৃষ্ট স্বভাব জানিয়া উত্তম স্বভাব গ্রহণ ও নিকৃষ্ট স্বভাব ত্যাগ করিবে। ইহাও নিশ্চয় জানিবে যে জীব মনদ্বারা অশুভ কার্য্য করিলে তাহার মনদ্বারা, বাক্যদ্বারা করিলে বাকশক্তিদ্বারা এবং শরীরদ্বারা করিলে শরীরদ্বারা ভোগ করে অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। ১।

যে লোক শরীরদ্বারা চৌর্য্য, পরদার গমন এবং শ্রেষ্ঠ লোকদিগের বিনাশ প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম করে, তাহার বৃক্ষাদি স্থাবর জন্ম হয়, বাক্যদ্বারা পাপকর্ম্ম করিলে পক্ষী ও মৃগাদি জন্ম হয় এবং মনদ্বারা দুষ্কর্ম্ম করিলে চাণ্ডালাদি শরীর লাভ করে। ২।

যে গুণ যে জীবের দেহে অধিকভাবে বিদ্যমান থাকে সেই গুণ ইহাকে আপন সদৃশ করিয়া দেয়। ৩।

আত্মার জ্ঞান হইলে সত্ত্বগুণ, অজ্ঞান হইলে তমোগুণ এবং রাগ দ্বেষ হইলে রজোগুণ জানিতে হইবে। প্রকৃতির এই তিন গুণ সমস্ত সাংসারিক পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ৪।

এ বিষয়ে এইরূপ বিবেচনা করা আবশ্যক যে যখন আত্মার প্রসন্নতা থাকে এবং মন প্রসন্ন ও প্রশান্তের ন্যায় শুদ্ধ জ্ঞানযুক্ত হয় তখন বুঝিতে হইবে যে সত্ত্বগুণ প্রধান রহিয়াছে এবং রজোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে। ৫।

যখন আত্মা এবং মন দুঃখ সংযুক্ত ও প্রসন্নতাশূন্য হইয়া বিষয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে রত রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে রজোগুণ প্রধান রহিয়াছে এবং সত্ত্ব ও তমোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে। ৬।

যখন আত্মা এবং মন সাংসারিক পদার্থে আসক্ত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে, উহাতে কোন বিবেক হইতেছে না এবং বিষয়ে আসক্ত হইয়া উহা তর্ক বিতর্ক এবং জ্ঞানের যোগ্য না থাকে তখন নিশ্চয় জানিতে হইবে যে তমোগুণই প্রধান রহিয়াছে এবং সত্ত্ব ও রজোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে। ৭।

এই তিন গুণের উত্তম, মধ্যম এবং অধম ফলোদয় হইলে উহাকে পূর্ণভাব কথিত হয়। ৮।

বেদের অভ্যাস, ধর্ম্মানুষ্ঠান, জ্ঞানবৃদ্ধি, পবিত্রতার ইচ্ছা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধর্ম্মক্রিয়া এবং আত্মচিন্তন হইলে উহাতে সত্ত্বগুণের লক্ষণ হইয়া থাকে। ৯।

যখন রজোগুণের উদয় এবং সত্ত্ব ও তমোগুণের অন্তর্ভাব হয় তখন কার্য্যানুষ্ঠানে ইচ্ছা, ধৈর্য্য-ত্যাগ, অসৎ কর্ম্মগ্রহণ এবং নিরন্তর বিষয় সেবায় প্রীতি হইয়া থাকে এবং তখনই বুঝিতে হইবে যে রজোগুণ প্রধানভাবে আত্মায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ১০।

যখন তমোগুণের উদয় হয় এবং অপর দুই গুণের তিরোভাব হয় তখন সকল পাপের মূল লোভ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, অত্যন্ত আলস্য ও নিদ্রা, ধৈর্য্যনাশ, ক্রূরভাব, নাস্তিক্য অর্থাৎ বেদে এবং ঈশ্বরে শ্রদ্ধার অভাব, অন্তঃকরণের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও একাগ্রতার অভাব এবং কোনও ব্যসন-বিশেষে আসক্তি হয় এবং ইহাই বিদ্বান্‌গণ তমোগুণের লক্ষণ জানিবেন। ১১।

যখন আপনার আত্মা কোন কর্ম্ম করিতে, করিয়া অথবা করিবার ইচ্ছায় লজ্জা, শঙ্কা অথবা ভয় প্রাপ্ত হয় তখন বুঝিতে হইবে যে আত্মায় তমোগুণ প্রবল রহিয়াছে। ১২।

যখন জীবাত্মা এই জগতে কর্ম্মদ্বারা অত্যন্ত যশের অভিলাষ করে এবং দরিদ্রতা সত্ত্বেও বৈতালিক এবং "ভাট" আদিকে দান করিতে বিরত হয় না, তখন বুঝিতে হইবে যে আত্মায় রজোগুণ প্রবল রহিয়াছে। ১৩।

যখন মনুষ্যের আত্মা সকল বিষয় হইতে জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করে, গুণ গ্রহণ করিতে থাকে, সৎকর্ম্মে কুণ্ঠিত হয় না এবং কর্ম্মবিশেষ দ্বারা আত্মা প্রসন্ন হয় অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে আত্মায় সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়াছে। ১৪।

তমোগুণের লক্ষণ কাম, রজোগুণের লক্ষণ অর্থ সংগ্রহের ইচ্ছা এবং সত্ত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম্ম সেবা করা। পরন্তু তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণ এবং রজোগুণ অপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ। ১৫।

এক্ষণে যে যে গুণ হইতে জীব যে যে গতি প্রাপ্ত হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্যক্‌ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ ॥১॥

স্থাবরাঃ কৃমিকীটাশ্চ মৎস্যাঃ সর্পাশ্চ কচ্ছপাঃ।
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব জঘন্যা তামসী গতিঃ ॥২॥

হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্হিতাঃ।
সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ ॥৩॥

চারণাশ্চ সুপর্ণাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দাম্ভিকাঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীষূত্তমা গতিঃ ॥৪॥

ঝল্লা মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ।
দ্যূতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ ॥৫॥

রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাজ্ঞাং চৈব পুরোহিতাঃ।

বাদযুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যমা রাক্ষসী গতিঃ ॥৬॥

গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ যে।

তথৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বা রাজসীষূত্তমা গতিঃ ॥৭॥

তাপসা যতয়ো বিপ্রা যে চ বৈমানিকা গণাঃ।

নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ ॥৮॥

যজ্বান ঋষয়ো বেদা দেবা জ্যোতীংষি বৎসরাঃ।

পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতিঃ ॥৯॥

ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ।

উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥১০॥

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন ধর্ম্মস্যাসেবনেন চ।

পাপান্সংযান্তি সংসারানবিদ্বাংসো নরাধমাঃ ॥১১॥

মনুঃ। অঃ ১২। শ্লোঃ ৪০। ৪২—৫০। ৫২ ॥

মনুষ্য সাত্ত্বিক হইলে দেব অর্থাৎ বিদ্বান্, রজোগুণী হইলে মধ্যম মনুষ্য এবং তমোগুণযুক্ত হইলে নীচগতি প্রাপ্ত হয়। ১।

যে অত্যন্ত (নিকৃষ্ট) তমোগুণবিশিষ্ট হয় সে স্থাবর বৃক্ষাদি, কৃমি, কীট, মৎস্য, সর্প, কচ্ছপ, পশু এবং মৃগের জন্ম প্রাপ্ত হয়। ২।

যে অপেক্ষাকৃত মধ্যম তমোগুণবিশিষ্ট হয় সে হস্তী, অশ্ব, শূদ্র ও ম্লেচ্ছ এবং অতিনিন্দিত কর্ম্মকারী হইলে সিংহ, ব্যাঘ্র এবং বরাহ অর্থাৎ শূকর জন্ম প্রাপ্ত হয়। ৩।

যে অপেক্ষাকৃত উত্তম তমোগুণযুক্ত হয় সে চারণ (যাহারা কবিতা ও শ্লোক রচনা করিয়া মনুষ্যের প্রশংসা করিয়া থাকে), সুন্দর পক্ষী, দাম্ভিক অর্থাৎ আপনার সুখের জন্য আপনারই প্রশংসা করে এমন পুরুষ, রাক্ষস অর্থাৎ হিংস্র এবং পিশাচ অর্থাৎ যাহারা অনাচারী হইয়া মদ্যাদি পান করে এবং সর্ব্বদা অপবিত্র থাকে এরূপ পুরুষ হয় এবং ইহাই উত্তম তমোগুণের ফল। ৪।

যে নিকৃষ্ট রজোগুণযুক্ত হয় সে ভল্লিক অর্থাৎ তরবারি আদি দ্বারা প্রহারকর্ত্তা এবং কুদ্দাল আদি দ্বারা খোদন কর্ত্তা, মল্ল অর্থাৎ নৌকাদি বাহক, নট অর্থাৎ যাহারা বংশের উপর নৃত্যাদি ও ক্রীড়া করে, শস্ত্রধারী ভৃত্য এবং মদ্যপানাসক্ত পুরুষ হয়; নীচ রজোগুণের ফলরূপ ঈদৃশ জন্ম হয়। ৫।

যে অপেক্ষাকৃত মধ্যম রজোগুণযুক্ত হয় সে রাজা, ক্ষত্রিয়বর্ণস্থ পুরুষ, রাজপুরোহিত, বাদবিবাদ-কারী পুরুষ, দূত, প্রাড়্বিবাক (উকিল বা ব্যারিষ্টার) এবং যুদ্ধ বিভাগের অধ্যক্ষ পুরুষ হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। ৬।

যে অপেক্ষাকৃত উত্তম রজোগুণবিশিষ্ট হয় সে গন্ধর্ব্ব (গায়ক), গুহ্যক (বাদ্যকারী), যক্ষ (ধনাঢ্য), বিদ্বান্‌দিগের সেবক এবং অপ্সরা অর্থাৎ উত্তমরূপবতী স্ত্রীর জন্ম প্রাপ্ত হয়। ৭।

তপস্বী, যতি, সন্ন্যাসী, বেদপাঠী, বিমানচালয়িতা, জ্যোতির্ব্বিদ্ এবং দৈত্য অর্থাৎ দেহপোষক মনুষ্যগণের জন্ম প্রথম সত্ত্বগুণের কর্ম্মফল জানিতে হইবে। ৮।

অপেক্ষাকৃত মধ্যম সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া যে কার্য্য করে সে যজ্ঞকর্ত্তা, বেদার্থবিদ্ বিদ্বান্, বেদ, বিদ্যুৎ ও কাল-বিদ্যার জ্ঞাতা, রক্ষক, জ্ঞানী এবং (সাধ্য) কার্য্যসিদ্ধির জন্য সেবনীয় অধ্যাপক ইহাদের জন্ম প্রাপ্ত হয়। ৯।

উত্তম সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া যে উত্তম কর্ম্ম করে সে ব্রহ্মা, সর্ব্ববেদবিদ্, বিশ্বসৃক্, সকল সৃষ্টির ক্রমবিদ্যা জ্ঞাত হইয়া বিবিধ বিমানাদি যান রচয়িতা, ধার্ম্মিক, সর্ব্বোত্তম বুদ্ধিযুক্ত এবং অব্যক্তের জন্মলাভ করে এবং প্রকৃতিবশিত্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০।

যে সকল লোক ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া ও বিষয়ী হইয়া ধর্ম্ম ত্যাগকরতঃ অধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ও অবিদ্বান্ হয় তাহাদিগের নীচ জন্ম ও অত্যন্ত অসৎ ও দুঃখরূপ জন্ম হইয়া থাকে। ১১।

এইরূপে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের বলানুসারে যে যেরূপ কার্য্য করে তাহার তদ্রূপ ফল লাভ হয়। যে মুক্ত হয় সে গুণাতীত হয় অর্থাৎ সমস্ত গুণের স্বভাবে আসক্ত না হইয়া মহাযোগী হইয়া মুক্তির সাধন করে। কারণ :—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥১॥ পাঃ ১।২ ॥

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥ ২ ॥ পাঃ ১।৩ ॥

ইহা পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রের সূত্র। মনুষ্য রজোগুণযুক্ত এবং তমোগুণযুক্ত কর্ম্ম হইতে মনকে নিরস্ত করিয়া এবং পরে শুদ্ধসত্ত্বগুণযুক্ত কর্ম্ম হইতেও মনকে নিবৃত্ত করিয়া অর্থাৎ প্রথমে শুদ্ধসত্ত্বগুণযুক্ত হইবে পশ্চাৎ সত্ত্বগুণকেও নিবৃত্ত করিয়া একাগ্রে অর্থাৎ এক পরমাত্মায় এবং ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্মের অগ্র-ভাগে চিত্ত স্থির করিয়া রক্ষা করিবার নাম নিরোধ অর্থাৎ সকল দিক হইতে মনের বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিবে। ১।

যখন চিত্ত একাগ্র এবং নিরুদ্ধ হয় তখন সর্ব্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের স্বরূপে জীবাত্মার স্থিতি হইয়া থাকে। ২।

মুক্তির জন্য এইরূপ সাধন করিবে। তৎপরে :—

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ॥

সাংখ্যে। অঃ ১। সূঃ ১ ॥

আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধীয় পীড়াদি, আধিভৌতিক অর্থাৎ অপর প্রাণী সকল হইতে দুঃখিত হওয়া এবং আধিদৈবিক অর্থাৎ অতি বৃষ্টি, অতি তাপ এবং অতি শীতাদি যাহা মন ও ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতাবশতঃ হইয়া থাকে তাদৃশ ত্রিবিধ দুঃখের খণ্ডনানন্তর মুক্তিলাভ করাই অত্যন্ত পুরুষার্থ। ইহার পর আচার, অনাচার এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে

সুভাষাবিভূষিতে বিদ্যাবিদ্যাবন্ধমোক্ষ বিষয়ে

নবম সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥৯॥

অথ দশম সমুল্লাসারম্ভঃ।

অথাচারানাচার ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ।

এক্ষণে আচার, অনাচার এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে। ধর্ম্মযুক্ত কার্য্যানুষ্ঠান, সুশীলতা, সৎপুরুষের সঙ্গ এবং সদ্বিদ্যার গ্রহণাদিতে অনুরাগ ইত্যাদিতে আচার এবং ইহার বিপরীতকে অনাচার কহা যায়। এক্ষণে উক্ত বিষয় কথিত হইতেছে:—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধত ॥ ১ ॥

কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।
কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ ॥২॥

সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংঙ্কল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতা নিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সংঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ ॥৩॥

অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্ ॥৪॥

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥৫॥

সর্ব্বস্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতি প্রামাণ্যতো বিদ্বান্ সধর্ম্মে নিবিশেত বৈ ॥৬॥

শ্রুতি স্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্ ॥৭॥

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥৮॥

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥৯॥

অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥১০॥

বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ ॥১১॥

কেশান্তঃ ষোড়শে বর্ষে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
রাজন্যবন্ধোর্দ্বাবিংশে বৈশ্যস্য দ্ব্যধিকে ততঃ ॥১২॥

মনুঃ। অঃ২। শ্লোঃ ১—৪।৬।৮।১১—১৩।২৬।৬৫॥

সকল মনুষ্যকেই ইহা মনে রাখিতে হইবে যে রাগদ্বেষ রহিত বিদ্বানেরা যাহা নিত্য সেবন করেন এবং যাহা হৃদয়ের দ্বারা অর্থাৎ আত্মাদ্বারা সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবেন সেই ধর্ম্মই মাননীয় এবং আচরণীয়। ১।

কারণ এই সংসারে অত্যন্ত নিষ্কামতা অথবা কামাত্মতা শ্রেষ্ঠ নহে। কামনা হইতেই বেদার্থ-জ্ঞান এবং বেদোক্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। ২।

কেহ নিরিচ্ছ অথবা নিষ্কাম হইয়াছি অথবা হইব এরূপ কহিলেও সে তদ্রূপ হইতে পারে না। কারণ সকল কার্য্য অর্থাৎ যজ্ঞ, সত্য ভাষণাদি ব্রত, যম ও নিয়মরূপী ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই সঙ্কল্প হইতে হইয়া থাকে। ৩।

কারণ হস্ত, পাদ, নেত্র ও মন আদি যাহা চালিত হয় তৎসমস্তই কামনা হইতে চালিত হয়। ইচ্ছা না হইলে চক্ষুর মেলন এবং উন্মোচনও হইতে পারে না। ৪।

এইজন্য সম্পূর্ণ বেদ, মনুস্মৃতি, ঋষি প্রণীত শাস্ত্র, সৎপুরুষদিগের আচার এবং যে যে কর্ম্মে আপনার আত্মা প্রসন্ন থাকে অর্থাৎ যাহাতে ভয়, শঙ্কা ও লজ্জা উৎপন্ন হয় না উক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। দেখা যায় যখন কেহ মিথ্যাভাষণ ও চৌর্য্যাদি ইচ্ছা করে তখনই তাহার আত্মায় ভয়, শঙ্কা এবং লজ্জা অবশ্যই উৎপন্ন হয়; সুতরাং সে সকল কার্য্য অনুষ্ঠানের যোগ্য নহে। ৫।

সম্পূর্ণ শাস্ত্র, বেদ এবং সৎপুরুষদিগের আচার আপনার আত্মার অবিরুদ্ধ হইলে উত্তমরূপে বিচার করতঃ মনুষ্য জ্ঞাননেত্র দ্বারা শ্রুতি প্রমাণ অনুসারে আপনার আত্মার অনুকূল ধর্ম্মে প্রবেশ করিবে। ৬।

কারণ যে মনুষ্য বেদোক্ত ধর্ম্ম এবং বেদের অবিরুদ্ধ স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি এবং মৃত্যুর পর সর্ব্বোত্তম সুখ প্রাপ্ত হন। ৭।

শ্রুতি, বেদ এবং স্মৃতিকে ধর্ম্মশাস্ত্র কহে। ইহাদ্বারা সমস্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিশ্চয় করিতে হইবে। যে কোন মনুষ্য বেদ এবং বেদানুকূল আপ্ত গ্রন্থের অপমান করিলে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা তাহাকে জাতি হইতে বহিষ্কৃত করিবে; কারণ যে বেদনিন্দা করে তাহাকেই নাস্তিক বলে। ৮।

এইজন্য বেদ, স্মৃতি, সৎপুরুষদিগের আচার এবং আপনার আত্মার অবিরুদ্ধ প্রিয়াচরণ—ধর্ম্মের এই চারি লক্ষণ অর্থাৎ ইহাদ্বারাই ধর্ম্ম লক্ষিত হইয়া থাকে। ৯।

পরন্তু যিনি দ্রব্য বিষয়ের লোভে এবং কামে অর্থাৎ বিষয় সেবায় আসক্ত হয় না তাহারই ধর্ম্মজ্ঞান হইয়া থাকে এবং যে ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা করে তাহার পক্ষে বেদই পরম প্রমান। ১০।

ইহজন্মে এবং পরজন্মে পবিত্রতা সাধনের ইচ্ছা করিলে ইহা হইতে অর্থাৎ বেদোক্ত পুণ্যরূপ কর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ আপনার আপনার সন্তানদিগের নিষেকাদি সংস্কার করিবে এবং ইহাই সকল মনুষ্যের কর্ত্তব্য। ১১।

ব্রাহ্মণের ষোড়শ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ এবং বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষে কেশান্ত কর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষৌর মুণ্ডন হওয়া উচিত। অর্থাৎ এই বিধির পশ্চাৎ কেবল শিখা রাখিয়া অন্য কেশ অর্থাৎ শ্মশ্রু গুম্ফ এবং মস্তকের কেশ সর্ব্বদা মুণ্ডন করিবে অর্থাৎ আর কখন উহা রাখিবে না। শীত প্রধান দেশ হইলে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবে অর্থাৎ ইচ্ছামত কেশ রাখিবে এবং উষ্ণপ্রধান দেশ হইলে সমস্ত শিখা সহিত ছেদন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কারণ মস্তকে কেশ থাকিলে উষ্ণতা অধিক হয় এবং তাহাতে বুদ্ধির হ্রাস হইয়া যায়। শ্মশ্রু ও গুম্ফ রাখিলে পান ও ভোজন উত্তমরূপ হয় না এবং কেশে উচ্ছিষ্ট সকল রহিয়া যায়। ১২।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্ ॥১॥
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥২॥

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥৩॥

বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ ॥৪॥

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানাক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্ ॥৫॥

শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬॥

নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ব্রূয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ ॥৭॥

বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়োযদ্যদুত্তরম্ ॥৮॥

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্ ॥৯॥

ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্ ॥১০॥

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥১১॥

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ান স্তং দেবঃস্থবিরং বিদুঃ ॥১২॥

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ান স্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি ॥১৩॥

অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্ ।
বাক্ চৈব মধুরাশ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা ॥১৪॥

মনুঃ। অঃ২। শ্লোঃ৮৮।৯৩।৯৪।৯৭।৯৮।১০০।১১০।
১৩৬।১৫৩—১৫৭।১৫৯ ॥

চিত্তহরণকারী এবং বিষয়প্রবৃত্তিকারী ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করিতে প্রযত্ন করাই মনুষ্যদিগের মুখ্য আচার। সারথি যেরূপ অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শুদ্ধমার্গে চালিত করে তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণকে আপনার বশীভূত করিয়া অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবে এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মমার্গে চালিত করিবে। ১।

কারণ উহাদিগকে বিষয় সেবায় এবং অধর্ম্মে চালিত করিলে মনুষ্য নিশ্চিতই দোষ প্রাপ্ত হয় এবং যখন উহাদিগকে জয় করিয়া ধর্ম্মে চালিত করা হয় তখনই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। ২।

ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে ইন্ধন এবং ঘৃত নিক্ষেপ করিলে যেরূপ অগ্নির বৃদ্ধি হয় তদ্রূপ উপভোগ হইতে কামের কখন উপশম হয় না বরং কেবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইজন্য মনুষ্যের কখন বিষয়াসক্ত হওয়া উচিত নহে। ৩।

অজিতেন্দ্রিয় পুরুষকে বিপ্রদুষ্ট কহা যায়। উহার কার্য্যে বেদজ্ঞান, ত্যাগ, যজ্ঞ, নিয়ম অথবা ধর্ম্মাচরণের সিদ্ধিলাভ হয় না ; এই সকল জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক পুরুষের সিদ্ধ হয়। ৪।

এইজন্য পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং একাদশ মনকে আপনার বশীভূত করিয়া যুক্ত আহার বিহার এবং যোগদ্বারা শরীর রক্ষা করতঃ সকল অর্থের সিদ্ধি করিবে। ৫।

জিতেন্দ্রিয় তাহাকে বলা যায় যে স্তুতি শ্রবণে হর্ষ, নিন্দা শ্রবণে শোক, উত্তম স্পর্শে সুখ, দুষ্ট স্পর্শে দুঃখ, সুন্দর রূপ দর্শনে প্রসন্নতা, দুষ্ট রূপ দর্শনে অপ্রসন্নতা, উত্তম ভোজনে আনন্দ, নিকৃষ্ট ভোজনে দুঃখিত ভাব, সুগন্ধে রুচি এবং দুর্গন্ধে অরুচি প্রকাশ না করে। ৬।

জিজ্ঞাসিত না হইয়া অথবা অন্যায়রূপে জিজ্ঞাসুকে অর্থাৎ কপটভাবে যে জিজ্ঞাসা করে তাহাকে উত্তর দিবে না এবং উহার সমক্ষে জড়ের তুল্য অবস্থান করিবে। তবে নিষ্কপট জিজ্ঞাসু হইলে উহাকে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও উপদেশ করিবে। ৭।

প্রথম ধন, দ্বিতীয় বন্ধু ও কুটুম্ব, তৃতীয় অবস্থা, চতুর্থ উত্তম কর্ম্ম এবং পঞ্চম শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এই পাঁচ সম্মানের স্থান। ইহার মধ্যে কর্ম্ম অপেক্ষা পবিত্র বিদ্যা, ইত্যাদিরূপ উত্তরোত্তর অধিক মাননীয় হয়। ৮।

কারণ শতবর্ষ বয়স্ক হইলেও বিদ্যা এবং বিজ্ঞান রহিত হইলে সে বালকের সমান এবং বিদ্যা বিজ্ঞানদাতা বালক হইলেও বৃদ্ধ মনে করিতে হইবে। কারণ সর্ব্বশাস্ত্রে অপ্রাপ্তবিদ্য অজ্ঞানীকে বালক এবং জ্ঞানীকে পিতা কহা যায়। ৯।

অনেক বর্ষ বয়স অতীত হইলে, শ্বেতকেশ বিশিষ্ট হইলে, অধিক ধন হইলে অথবা শ্রেষ্ঠ কুটুম্ব হইলেও মনুষ্য বৃদ্ধ হয় না কিন্তু ঋষি ও মহাত্মাদিগের এই নিশ্চয় যে, মনুষ্য মধ্যে যে বিদ্যায় এবং বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, সেই বৃদ্ধপুরুষ পরিগণিত হয়। ১০।

ব্রাহ্মণ জ্ঞান হইতে, ক্ষত্রিয় বল হইতে, বৈশ্য ধন ও ধান্য হইতে এবং শূদ্র জন্ম অর্থাৎ অধিক আয়ু হইতে বৃদ্ধ হইয়া থাকে। ১১।

শরীরের কেশ শ্বেত হইলে বৃদ্ধ হয় না কিন্তু যে যুবা হইয়াও বিদ্যা পাঠ করিয়াছে তাহাকেই বিদ্বান্‌গণ জ্যেষ্ঠ গণনা করেন। ১২।

যে বিদ্যা পাঠ করে নাই সে কাষ্ঠের হস্তীর ন্যায় এবং চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগের ন্যায় হইয়া থাকে এবং এইরূপে জগতে অবিদ্বান্ মনুষ্য নাম মাত্রে মনুষ্য কথিত হয়। ১৩।

এই জন্য বিদ্যাপাঠ করতঃ বিদ্বান্ এবং ধর্ম্মাত্মা হইয়া নির্ব্বৈরভাবে সকল প্রাণীর কল্যাণার্থ উপদেশ করিবে এবং উপদেশকালে মধুর এবং কোমল বাক্য প্রয়োগ করিবে। যে সত্যোপদেশ দ্বারা ধর্ম্মের বৃদ্ধি এবং অধর্ম্মের নাশ করে সেই পুরুষই ধন্য। ১৪।

স্নান, বস্ত্র, অন্ন, পান এবং স্থান সমস্ত নিত্য শুদ্ধ রাখিবে কারণ এই সকল শুদ্ধ হইলে চিত্তশুদ্ধি এবং আরোগ্যতা লাভ হইয়া পুরুষার্থের বৃদ্ধি হয়। যাবৎ মল এবং দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত শুদ্ধি করা কর্ত্তব্য।

আচারঃ প্রথমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্তএব চ ॥ মনুঃ অঃ ১। ১০৮ ॥

সত্য ভাষণাদি কর্ম্মের আচরণ করাই বেদোক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত আচার।

মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরম্। যজুঃ অঃ ১৬। মং ১৫ ॥

আচার্য্যো ব্রহ্মচর্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে। অথর্ব্বঃ কাং ১১।
বঃ ১৫। মং ১৭ ॥

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। তৈত্তিরীয়ারণ্যকে। প্রঃ ৭। অনুঃ ১১ ॥

মাতা, পিতা, এবং অথিতির সেবা করাকে পূজা কহা যায়। যে যে কর্ম্মদ্বারা জগতের উপকার হয় তত্তৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং হানিকারক কার্য্য ত্যাগ করাই মনুষ্যের মুখ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নাস্তিক, লম্পট, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, কপটী এবং ছলবিশিষ্ট দুষ্ট লোকের কখন সঙ্গ করিবে না এবং যে সকল আপ্ত, সত্যবাদী, ধর্ম্মাত্মা এবং পরোপকারপ্রিয় লোক আছেন তাঁহাদেরই সঙ্গ করিবে; ইহারই নাম শ্রেষ্ঠাচার।

প্রশ্ন—আর্য্যাবর্ত্ত দেশবাসীদিগের আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন অন্য দেশে গমন করিলে আচার নষ্ট হইয়া যায় কিনা?

উত্তর—এ কথা মিথ্যা। কারণ সত্যভাষণাদি অচরণ করিলেই বাহ্য এবং আন্তরিক পবিত্রতা সাধন করা হয়। যে কোন স্থলে উহার অনুষ্ঠান করিলে, আচার এবং ধর্ম্ম কখনই নষ্ট হইবে না। যদি আর্য্যাবর্ত্তে থাকিয়াও দুষ্টাচার করিলে লোককে ধর্ম্ম এবং আচারভ্রষ্ট কথিত হইবে। যদি তোমার কথিতরূপ হইত তাহা হইলে বক্ষ্যমাণরূপ হইত না।

মেরোর্হরেশ্চ দ্বেবর্ষে বর্ষং হৈমবতং ততঃ।

ক্রমেণৈব ব্যতিক্রম্য ভারতং বর্ষমাসদৎ॥

স দেশান্ বিবিধান্ পশ্যংশ্চীনহূণনিষেবিতান্॥

মহাভারত শান্তিঃ মোক্ষধঃ। অঃ ৩২৭॥

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্ম বিষয়ে ব্যাস ও শুকসংবাদে এই শ্লোক আছে অর্থাৎ এক সময়ে মহাত্মা ব্যাস আপনার পুত্র শুক এবং শিষ্যের সহিত পাতালে অর্থাৎ যাহাকে এক্ষণে "আমেরিকা" কহা যায় সেই স্থলে নিবাস করিতেন। শুকাচার্য্য পিতাকে এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন যে আত্ম-বিদ্যা কি এইরূপ অথবা অধিক? মহাত্মা ব্যাস জানিয়াও উক্ত বিষয়ে প্রত্যুত্তর দিলেন না। কারণ পূর্ব্বে তিনি এই বিষয়ে উপদেশ করিয়াছিলেন। অপরকে সাক্ষী করিবার জন্য আপনার পুত্র শুককে কহিলেন হে পুত্র! তুমি মিথিলা নগরে যাইয়া জনক রাজাকে এই প্রশ্ন কর, তিনিই ইহার যথাযোগ্য উত্তর দিবেন। পিতার বচন শুনিয়া শুকাচার্য্য পাতাল হইতে মিথিলা নগরের অভিমুখে চলিলেন। প্রথমে মেরু অর্থাৎ হিমালয়ের ঈশান, উত্তর এবং বায়ব্য কোণে যে দেশ ছিল, তাহার নাম হরিবর্ষ ছিল; হরি কপিগণের নাম। উক্ত দেশের মনুষ্য এক্ষণেও রক্তমুখ অর্থাৎ কপির ন্যায় পিঙ্গল নেত্র বিশিষ্ট হইয়া থাকে। যে দেশের নাম এক্ষণে "ইউরোপ" হইয়াছে। সংস্কৃতে উহাকে "হরিবর্ষ" কথিত হইত। উহা দর্শন করতঃ এবং যাহাকে হূন অর্থাৎ "য়ুহুদী"ও কহা যায় সেই দেশও দেখিয়া চীনে আসিলেন; চীন হইতে হিমালয় এবং হিমালয় হইতে মিথিলাপুরী আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন অশ্বতরী অর্থাৎ যাহাকে অগ্নিযান নৌকা কহা যায় তাহার উপর উপবেশন করতঃ পাতালে গমন করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের উদ্দালক ঋষিকে আনিয়া ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ গান্ধারের অর্থাৎ যাহাকে "কান্দাহার" বলা যায় সেইস্থানের রাজপুত্রীর সহিত হইয়াছিল। পাণ্ডুর স্ত্রী মাদ্রী "ইরান"এর রাজার কন্যা ছিলেন। পাতালের অর্থাৎ যাহাকে "আমেরিকা" কহা যায় সেই স্থানের রাজার কন্যা উলোপীর সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হইয়াছিল। যদি দেশ দেশান্তরে এবং দ্বীপ দ্বীপান্তরে গমনাগমন না থাকিত তাহা হইলে এ সকল কিরূপে হইত? মনুস্মৃতিতে যে সমুদ্রে যাইবার জন্য নৌকায় আরোহণ করার বিষয় লিখিত আছে উহাও আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দ্বীপান্তরে যাইবার বিষয় লিখিত হইয়াছে জানিতে হইবে। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন সমস্ত পৃথিবীর রাজাদিগকে আহ্বানার্থ নিমন্ত্রণ পত্র দিবার জন্য ভীম, অর্জ্জুন,

নকুল এবং সহদেব চারিদিকে গমণ করিয়াছিলেন। দোষ মনে করিলে তাঁহারা কখনই যাইতেন না। প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তদেশীয় লোকসকল ব্যবসা, রাজকার্য্য এবং ভ্রমণের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে ভ্রমণ করিত। ইদানীন্তন যে সকল দোষস্পর্শ এবং ধর্ম্মনাশের শঙ্কা প্রদর্শন করা হয়, উহা কেবল মূর্খদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য এবং অজ্ঞান বৃদ্ধির কারণে হইয়া থাকে। যে লোক দেশদেশান্তরে ও দ্বীপদ্বীপান্তরে গমন বিষয়ে শঙ্কা না করে, সে দেশদেশান্তরের বহুবিধ মনুষ্যের সমাগম বশতঃ নানা রীতি ও নীতি দর্শন করিয়া আপনার দেশের এবং ব্যবহারের উন্নতি সাধন করতঃ নির্ভয় এবং শূর ও বীর হইয়া থাকে এবং উত্তম ব্যবহার গ্রহণ ও মন্দ কার্য্য ত্যাগ করতঃ অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী হয়। ইহা আশ্চর্য্য যে মহাভ্রষ্ট ও ম্লেচ্ছকুলোৎপন্ন বেশ্যাদির সমাগম হইতেও আচারভ্রষ্ট এবং ধর্ম্মহীন না মনে করিয়া দেশ-দেশান্তরের উত্তম পুরুষের সহিত সমাগম অপবিত্রতা এবং দোষ মনে করা হয়। ইহা মূর্খতা না হইয়া আর কি হইতে পারে? তবে এই মাত্র কারণ হইতে পারে যে যে সকল লোক মাংস ভক্ষণ এবং মদ্যপান করে উহাদিগের শরীর এবং বীর্য্যাদি ধাতুও দুর্গন্ধাদির দ্বারা দূষিত, সুতরাং উহাদিগের সঙ্গ করিলে আর্য্যদিগেরও উক্ত সমস্ত কুলক্ষণ ঘটিতে পারে। ইহা সত্য বটে কিন্তু উহাদিগের সহিত ব্যবহার এবং উহাদিগের গুণ গ্রহণ করিলে কিছুই পাপ অথবা দোষ হয় না। উহাদিগের মদ্যপানাদি দোষ ত্যাগ করিয়া গুণাংশ গ্রহণ করিতে কিছুই হানি নাই। মূর্খলোক উহাদিগকে স্পর্শ অথবা দর্শন করিলে পাপ হয় মনে করে বলিয়া, উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে না; কারণ যুদ্ধ করিতে হইলে দর্শন ও স্পর্শন অবশ্যই করিতে হইবে। রাগ, দ্বেষ, অন্যায় এবং মিথ্যাভাষণাদি দোষ ত্যাগ করিয়া নির্বৈরভাব, প্রীতি, পরোপকার ও সজ্জনতাদির প্রদর্শন করাই সজ্জন লোকের উত্তম আচার। ইহাও বুঝিতে হইবে যে ধর্ম্ম লোকের আত্মায় এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত থাকে; যদি লোকে সৎকর্ম্ম করে তাহা হইলে দেশদেশান্তরে অথবা দ্বীপদ্বীপান্তরে যাইলেও কোন দোষ আসে না; দোষ কেবল পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই হইয়া থাকে। তবে এই পর্য্যন্ত আবশ্যক, যে বেদোক্ত ধর্ম্মের নিশ্চয় এবং পাষণ্ড মতের খণ্ডন করা অবশ্যই শিক্ষা করিয়া লইবে, তাহা হইলে কেহ মিথ্যা বুঝাইয়া দিতে পারিবে না। দেশদেশান্তরে এবং দ্বীপদ্বীপান্তরে রাজ্য অথবা ব্যবসায় না করিলে কি কখন স্বদেশের উন্নতি হইতে পারে? যখন স্বদেশস্থ লোক কেবল স্বদেশেই ব্যবসায়াদি করে এবং বিদেশীয়গণ সেই দেশে আসিয়া ব্যবসা অথবা রাজ্য করে, তখন দারিদ্র্য এবং দুঃখ ব্যতিরেকে আর কোন ফলই হইতে পারে না। পাষণ্ড লোক এইরূপ বুঝে যে আমরা লোকদিগকে বিদ্যাপাঠ করাইয়া যদি দেশদেশান্তরে যাইতে অনুমতি করি তাহা হইলে উহারা বুদ্ধিমান্ হইয়া আমাদিগের পাষণ্ডজালে পতিত হইবে না; সুতরাং আমাদিগের প্রতিষ্ঠা এবং জীবিকা নষ্ট হইবে। এইজন্য উহারা ভোজনাচ্ছাদন বিষয়ে এরূপ গোলযোগ বাঁধায় যে লোকে অন্য দেশে যাইতে পারে না। তবে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য যে ভ্রমক্রমেও মদ্য ও মাংস গ্রহণ করিবে না। রাজপুরুষদিগের মধ্যে যুদ্ধ সময়েও পাকস্থান প্রস্তুত করিয়া পাক করতঃ ভোজন করা অবশ্যই পরাজয়ের হেতু, ইহা কি সমস্ত বুদ্ধিমান্ লোক নিশ্চয় করিয়া রাখে নাই? কিন্তু ক্ষত্রিয় লোকদিগের যুদ্ধ সম্বন্ধে এই রীতি যে এক হস্তে রুটী খাইতে থাকেন ও জল পান করিতে থাকেন এবং অপর হস্ত দ্বারা রথে আরোহন করিয়াই হউক অথবা পদব্রজেই হউক, শত্রুর হস্তী এবং অশ্ব বিনাশ করিতে থাকেন।

এইরূপ আচারেই বিজয় হয় এবং কখন পরাজয় হয় না। পূর্বোক্তরূপ মূঢ়তা বশতঃ ঐ সকল লোক কেবল ভোজন বিষয়ে বড় থাকিয়া এবং বিরোধ করিয়া ও বাঁধাইয়া স্বাতন্ত্র্য, আনন্দ, ধন, রাজ্য, বিদ্যা এবং পুরুষার্থ এ সমস্তই ভোজনাদিকারে পরিণত করিয়া ও হস্তের উপর হস্ত দিয়া বসিয়া আছে এবং ইচ্ছা করিতেছে যে আরও যদি কিছু পদার্থ পাওয়া যায় তাহাও পাক করিয়া ভোজন করি। পরন্তু পূর্বোক্তরূপ (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগের মত) না হওয়াতেই জানিবে যে সমুদয় আর্য্যাবর্ত্ত দেশ "পাকস্থান" "পাকস্থান" করিয়া সর্ব্বপ্রকারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে যে স্থানে ভোজন করিবে উক্ত স্থান ধৌত ও লিপ্ত করিবে এবং সম্মার্জ্জনীদ্বারা ধূলা ও লোষ্ট্র প্রভৃতি দূরীকৃত করিতে অবশ্য প্রযত্ন করিবে এবং মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদিগের ন্যায় ভ্রষ্ট পাকশালা করিবে না।

প্রশ্ন—উচ্ছিষ্ট এবং অনুচ্ছিষ্ট কি বস্তু ?

উত্তর—জলাদির দ্বারা অন্ন পাক করিলে উহা উচ্ছিষ্ট এবং ঘৃত ও দুগ্ধদ্বারা পাক করিলে উহা অনুচ্ছিষ্ট অর্থাৎ শুদ্ধ। ইহাও উক্ত ধূর্ত্তদিগের প্রবর্ত্তিত প্রতারণা মাত্র। কারণ ইহা দ্বারা অধিক ঘৃত ও দুগ্ধপক্ক বস্তু ভোজন করিতে অধিক সুস্বাদ হইবে এবং ঘৃতাক্ত পদার্থ অধিক উদরে যাইবে বলিয়া এই কৌশল রচনা করা হইয়াছে। ইহা না হইলে যাহা অগ্নিতে অথবা কালক্রমে পরিপক্ক হয় উক্ত পদার্থ-ই পক্ক এবং যাহা পক্ক না হয় উহাই কাঁচা অথবা অপক্ক। পক্কই ভোজনীয় এবং অপক্ক ভোজনীয় নহে ইহা সর্ব্বস্থলে সত্য নহে, কারণ "ছোলা" ইত্যাদি অপক্কও ভোজন করা হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—দ্বিজ কি স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করিবে অথবা শূদ্রের হস্তে পাক করাইয়া ভোজন করিবে ?

উত্তর—শূদ্রের হস্তেই পাক করাইয়া ভোজন করিবে; কারণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণস্থ স্ত্রী এবং পুরুষ বিদ্যাপাঠে, রাজ্য পালনে এবং পশুপালন, ক্ষেত্রকার্য্য ও ব্যবসায়াদি কার্য্যে তৎপর থাকিবে। শূদ্রের পাত্রে এবং উহার গৃহে পক্ক অন্ন আপৎকাল ব্যতিরেকে ভোজন করিবে না। প্রমাণ শ্রবণ কর :—

আর্য্যাধিষ্ঠিতা বা শূদ্রাঃ সংস্কর্ত্তারঃ স্যুঃ ॥

আপস্তম্বসূত্র। প্রঃ ২। পটঃ ২। খণ্ড ২। সূত্র ৪ ॥

আর্য্যদিগের গৃহে শূদ্র অর্থাৎ মূর্খ স্ত্রী এবং পুরুষ পাকাদি সেবা করিবে কিন্তু ইহারা শরীর এবং বস্ত্রাদি সম্বন্ধে পবিত্র থাকিবে। যখন আর্য্যদিগের গৃহে পাকাদি প্রস্তুত করিবে তখন উহার মুখ বস্ত্রে আবৃত করিয়া পাক করাইবে, কারণ উহার মুখ হইতে নিঃসৃত উচ্ছিষ্ট এবং নির্গত নিঃশ্বাসও অন্নে পতিত না হইতে পারে। প্রতি অষ্টম দিনে উহাকে ক্ষৌরকর্ম্ম এবং নখচ্ছেদন করাইতে হইবে। উহারা স্নান করিয়া পাক করিবে এবং আর্য্যদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে।

প্রশ্ন—শূদ্রকর্তৃক স্পৃষ্ট ও পক্ব অন্নে যখন দোষ আসে, তখন উহার হস্তে প্রস্তুত অন্ন কিরূপে ভোজন করিতে পারা যায়?

উত্তর—একথা কপোল কল্পিত এবং মিথ্যা। কারণ যে ব্যক্তি গুড়, চিনি, ঘৃত, দুগ্ধ, ময়দা, শাক, ফল এবং মূল ভোজন করিয়াছে, তাহার জানা উচিত যে, সে সমস্ত জগতের লোকের হস্তে প্রস্তুত এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছে। করণ যখন শূদ্র, চামার, মেথর, মুসলমান এবং খৃষ্টিয়ানাদি লোকে ইক্ষু কর্ত্তন করে, এবং পেষণ করতঃ রস নির্গত করে তখন মলমূত্রোৎসর্গ করিয়া হস্ত ধৌত নাকরিয়া উহা স্পর্শ করে, উত্থাপন করে, ধারণ করে এবং অর্দ্ধেক পান করিয়া অর্দ্ধেক উহাতে প্রক্ষেপ করে এবং রস প্রস্তুত করিবার সময় উহাতে রুটীও প্রস্তুত করিয়া ভোজন করে। যখন চিনি প্রস্তুত হয় তখন পুরাণ জুতার দ্বারা তাহা ঘর্ষণ করে। ইহার তলায় বিষ্ঠা, গোময়, মূত্র, ও ধূলি লগ্ন থাকে। দুগ্ধে আপনার গৃহের উচ্ছিষ্ট পাত্রের জল দেয় এবং উহাতেই ঘৃত রাখে, আটা পিষিবার সময়ও উচ্ছিষ্ট হস্তে উঠায় এবং ঘর্ম্মজলও আটার উপর বিন্দু বিন্দু পতিত হয় ইত্যাদি। ফল, মূল এবং কন্দেও এরূপ বিচিত্র ব্যপার হইয়া থাকে, যে এইসকল পদার্থ একবার খাইয়াছে সে সকলের হস্ত হইতেই ভোজন করিয়াছে।

প্রশ্ন—ফল, মূল, কন্দ এবং রস ইত্যাদি অদৃষ্টবিষয়ে দোষ মানেন্?

উত্তর—বাহবা! ইহা সত্য কথা যে যদি এরূপ উত্তর না দিতে তাহা হইলে কি ধূলি এবং ভস্ম ভোজন করিতে? গুড়, চিনি, মিষ্ট লাগে এবং ঘৃত ও দুগ্ধ পুষ্টিকর হয় বলিয়াই এরূপ স্বার্থসাধক চাতুরী প্রকাশ করা হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভাল যদি অদৃষ্ট বিষয়ে দোষ না থাকে তবে মেথর অথবা মুসলমান স্বহস্তে অন্য স্থানে প্রস্তুত করিয়া তোমাকে আনিয়া দিলে তুমি খাইবে কিনা? যদি বল যে "না" তাহা হইলে অদৃষ্ট পদার্থেও দোষ হইল। তবে ইহা সত্য বটে যে মুসলমান এবং খৃষ্টিয়ান আদি মদ্যপায়ী এবং মাংসভোজীদিগের হস্তে ভোজন করিলে আর্য্যদিগেরও পশ্চাৎ মদ্য ও মাংস পান-ভোজনের অপরাধ আসিয়া পড়ে। পরন্তু আর্য্যদিগের মধ্যে পরস্পর এক ভোজন হইলে কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। যতদিন এক মত, এক হানি ও লাভ এবং এক সুখ ও দুঃখ পরস্পরের বোধ না হইবে ততদিন উন্নতি হওয়া অতিশয় কঠিন। পরন্তু কেবল পান ভোজনই এক হইলে সংশোধন হইতে পারে না। যতদিন মন্দকার্য্য ত্যাগ না করিবে এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান না করিবে ততদিন বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে হানি হইতে থাকিবে। পরস্পর বিচ্ছেদ, মতভেদ, ব্রহ্মচর্য্যের সেবন না করা, বিদ্যার পাঠ এবং পাঠনা না করা, বাল্যাবস্থায় অস্বয়ম্বর বিবাহ, বিষয়াশক্তি, মিথ্যা ভাষণাদি কুলক্ষণ এবং বেদবিদ্যাদির অপ্রচার প্রভৃতি কুকর্ম্মই আর্য্যাবর্ত্তে বিদেশীয়দিগের রাজ্য প্রচারের কারণ। যখন ভাই ভাই পরস্পর যুদ্ধ করিতে থাকে তখনই তৃতীয় বিদেশীয় আসিয়া মীমাংসক হইয়া বসে। মহাভারতের ব্যাপার যাহা পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল তাহা কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ? দেখ মহাভারতের যুদ্ধের সময় সকল লোক যুদ্ধকালে বাহনের উপর থাকিয়াই পান ভোজন করিত। পরস্পর বিচ্ছেদ হওয়াতে কৌরব, পাণ্ডব ও যাদবদিগের সকলেরই সর্ব্বনাশ হইল। উহা ত অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক্ষণেও সেই পীড়া (দোষ) পশ্চাতে লাগিয়া

রহিয়াছে। বলা যায় না যে এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসী পীড়া কখন চলিয়া যাইবে কি না অথবা আর্য্যদিগকে সমস্ত সুখ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করতঃ বিনষ্ট করিবে কিনা? সেই গোত্রবিঘাতক, স্বদেশবিনাশক নীচ দুষ্ট দুর্য্যোধনের দুষ্টমার্গে আর্য্যগণ অদ্যাপিও চলিতেছে এবং দুখের বৃদ্ধি করিতেছে। পরমেশ্বর কৃপা করুন যেন এই রাজরোগ (মহাদোষ) আমাদিগের আর্য্যগণের নিকট হইতে প্রনষ্ট হইয়া যায। অভক্ষ্য ও ভক্ষ্য দুই প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত এবং দ্বিতীয় বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত। ধর্ম্মশাস্ত্র যেরূপ :—

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবাণি চ ॥ মনুঃ ৫। ৫ ॥

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগের পক্ষে মলিন এবং বিষ্ঠা ও মূত্রাদির সংসর্গোৎপন্ন শাক ও ফলমূলাদি ভোজনীয় নহে।

বর্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ। মনুঃ ২। ১৭৭

মদ্য, গাজা, সিদ্ধি এবং অহিফেন ইত্যাদি অনেক প্রকারের মদ্যও অসেবনীয় : —

বুদ্ধিং লুম্পতি যদ্দ্রব্যং মদকারি তদুচ্যতে ॥

শার্ঙ্গধর। অঃ ৪। শ্লোঃ ২১ ॥

যে সকল পদার্থ বুদ্ধিনাশক তাহা কখন সেবন করিবে না। যে সকল অন্ন দূষিত এবং বিকৃত দুর্গন্ধাদিপূর্ণ এবং সুপক্ক নহে উহা ভোজন করিবে না। মদ্য-মাংসাহারী ম্লেচ্ছদিগের এবং যাহাদিগের শরীর মদ্য ও মাংসের পরমাণুদ্বারা পূর্ণ তাহাদিগের হস্তে ভোজন বিধেয় নহে। যাহাতে উপকারক প্রাণীর হিংসা হয় অর্থাৎ যেমন একটি গাভীর শরীর হইতে দুগ্ধ, ঘৃত, বলদ এবং অন্য গাভী উৎপন্ন এবং এক পুরুষে চারি লক্ষ পঞ্চসপ্ততিসহস্র ও শত মনুষ্যের প্রীতি উৎপন্ন হয় তদ্রূপ উপকারী পশুকে মারিবে না এবং মারিতে দিবে না। এক গাভী যদি ২০ সের দুগ্ধ এবং আর একটি যদি ২ সের দুগ্ধ দেয়, তবে গড়ে প্রত্যেক হইতে ১১ সের দুগ্ধ হইয়া থাকে। কোন গাভী ১৮ এবং কোন গাভী ছয় মাস যাবৎ দুগ্ধ দেয়। সুতরাং গড়পড়তায় ১২ মাস করিয়া দুগ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রত্যেক গাভীর পূর্ণজীবন পর্য্যন্ত দুধ হইতে ২৪৯৬০ (২৪ সহস্র ৯ শত ৬০) মনুষ্য একবার তৃপ্ত হইতে পারে। এক গাভীর ছয় বৎসর এবং ছয় বৎসতরী হইয়া থাকে। যদি প্রত্যেকের ২টী করিয়া মরিয়া যায় তাহা হইলেও দশটী অবশিষ্ট রহিল পাঁচটী ধেনু হইতে পূর্ণজীবন পর্য্যন্ত দুগ্ধ লাভ হইলে ১২৪৮০০ (এক লক্ষ ২৪ সহস্র ৮ শত) মনুষ্য তৃপ্ত হইতে পারে। অবশিষ্ট পাঁচটী বলদ পূর্ণজীবন সময়ে ৫০০০ (পাঁচ সহস্র) মণ অন্ন ন্যূন পক্ষে উৎপন্ন করিতে পারে। উক্ত অন্ন হইতে প্রত্যেক মনুষ্য যদি ৩ পোয়া করিয়া ভোজন করে তাহা হইলে দুই লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র মনুষ্যের তৃপ্তি হইয়া থাকে। দুগ্ধ এবং অন্ন একত্র করিয়া ৩৭৪৮০০ তিন লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আটশত মনুষ্য তৃপ্ত হইয়া থাকে। উভয় সংখ্যা একত্র করিলে এক গাভীর একপুরুষের মধ্যে ৪৭৫৬০০ চারি লক্ষ পাঁচাত্তর হাজার ছয় শত মনুষ্য একবার পালিত হয়। বংশ

বৃদ্ধি করতঃ গণনা করিলে অসংখ্যক মনুষ্যের পালন হইয়া থাকে, ইহা বুঝা যায়। এতদ্ভিন্ন বলদ শকটাকর্ষণ, বাহনের কার্য্য এবং ভার উত্তোলনাদি কর্ম্মদ্বারা মনুষ্যের অত্যন্ত উপকারে আসে। গোদুগ্ধ হইতে অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে। বলদ যেরূপ উপকারী মহিষও তদ্রূপ উপকারী। গোদুগ্ধে যত পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি লাভ হয়, তদ্রূপ কিন্তু মহিষের দুগ্ধ হইতে হয় না। এই জন্য আর্য্যগণ গোকে মুখ্যোপকারক গণনা করেন। যে কেহ বিদ্বান্ হইবে সেও এইরূপ বুঝিবে। ছাগদুগ্ধ হইতে ২৫৯২০ (পঁচিশ হাজার নয় শত কুড়ি) মনুষ্যের পালন হয়। তদ্রূপ হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, মেষ এবং গর্দ্দভাদি হইতেও অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে। * এই পশুদিগকে যাহারা বিনাশ করে তাহাদিগকে সমস্ত মনুষ্য বিনাশক বুঝিতে হইবে। দেখ যখন আর্য্যদিগের রাজত্ব ছিল তখন এ সকল গো প্রভৃতি মহোপকারক পশু ব্যাপাদিত হইত না। তখন আর্য্যাবর্ত্তে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মনুষ্যাদি প্রাণী অত্যন্ত আনন্দে অবস্থান করিত। কারণ দুগ্ধ, ঘৃত এবং বলদাদি পশু অধিক পরিমাণে জন্মিলে অন্নরস প্রচুর প্রপ্ত হইত। যখন বিদেশীয় মাংসাহারিগণ এদেশে আসিয়া গো আদি পশু হত্যা করিতে লাগিল এবং মদ্যপায়িগণ রাজ্যাধিকারী হইল সেই সময় হইতে আর্য্যদিগের দুঃখ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কারণ :

নষ্টে মূলে নৈব ফলং ন পুষ্পম্। বৃদ্ধচাণক্যঃ অঃ ১০। ১৩॥

বৃক্ষের মূল কর্ত্তন করিলে ফল এবং পুষ্প কোথা হইতে আসিবে ?

প্রশ্ন—যদি সকলে অহিংসক হইয়াযায় তাহা হইলে ব্যাঘ্রাদি পশু এতাদৃশ বৃদ্ধি পায় যে তাহারা সমস্ত গো আদি পশুকে হত্যা করিয়া ভোজন করিবে এবং লোকের পুরুষার্থও ব্যর্থ হইয়া যাইবে ?

উত্তর—উহা রাজপুরুষদিগের কার্য্য অর্থাৎ তাহারা হানি কারক পশু এবং মনুষ্যদিগকে দণ্ড দিবে এবং আবশ্যক হইলে প্রাণ হইতেও বিযুক্ত করিবে।

প্রশ্ন—তাহা হইলে কি উহাদিগের মাংস পরিত্যাগ করিবে ?

উত্তর—ইচ্ছা হয় পরিত্যাগ করিবে বা কুক্কুরাদি মাংসাহারী পশুদিগকে ভোজন করাইবে অথবা জ্বালাইয়া দিবে কিম্বা অন্য কোন মাংসাহারী ভোজন করিবে তাহাতে সংসারের কিছুই হানি হইবে না। কিন্তু তাদৃশ মনুষ্য মাংসাহারী হওয়াতে তাহার স্বভাবও হিংস্রক হইতে পারে। হিংসা, চৌর্য্য, বিশ্বাস ঘাতকতা, ছল এবং কপটাদি দ্বারা যে সকলপদার্থ লব্ধ হইয়া ভোগের উপযোগী হয় তৎ সমস্তই অভক্ষ্য এবং অহিংসা ধর্ম্মাদি কার্য্য দ্বারা লব্ধ ভোজনের উপযোগী পদার্থ-ই ভক্ষ্য। যে সকল পদার্থ দ্বারা স্বাস্থ্য, রোগনাশ, বুদ্ধিবল ও পরাক্রমের বৃদ্ধি এবং আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাদৃশ তণ্ডুলাদি, গোধূম, ফল, মূল, কণ্ড, দুগ্ধ, ঘৃত এবং মিষ্টাদি পদার্থ সেবন করিবে এবং যথাযোগ্য পাক ও মিশ্রিত করিয়া যথাকালে পরিমিত ভোজন করিবে ; এই সমস্তকেই ভক্ষ্য কহিয়া থাকে। যে সকল পদার্থ স্বভাবতঃ বিরুদ্ধ এবং বিকৃতির উৎপাদক উহা সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে এবং যে যে পদার্থ যাহার যাহার পক্ষে উপযুক্ত উহাই গ্রহণ করিবে ; ইহাও ভক্ষ্য মধ্যে পরিগণিত।

* ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা "গোকরুণা নিধি" নামক গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রশ্ন—এক সঙ্গে ভোজনে কি কোন দোষ আছে অথবা নাই ?

উত্তর—দোষ আছে। কারণ একের সহিত অন্যের স্বভাব এবং প্রকৃতির মিল হয় না। যেমন কুষ্ঠ রোগগ্রস্থের সহিত ভোজন করিলে সুস্থ লোকেরও শোণিত বিকৃত হয়, তদ্রূপ অন্যের সহিত ভোজন করিলে কিছু না কিছু বিকৃত হয় এবং উপকার হয় না। এইজন্য :—

নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
ন চৈবাত্যশনং কুর্য্যান্ন চোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্ব্রজেৎ ॥

মনুঃ ২। ৫৬ ॥

কাহাকেও আপনার উচ্ছিষ্ট দান করিবে না, কাহারও ভোজনের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে না, অধিক ভোজন করিবে না এবং ভোজনের পশ্চাৎ হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন না করিয়া ইতস্ততঃ কোথাও যাইবে না

প্রশ্ন—"গুরোরুচ্ছিষ্ট ভোজনম্" এই বাক্যের কি অর্থ হইবে ?

উত্তর—ইহার অর্থ এই যে গুরুর ভোজনের পশ্চাৎ পৃথক্স্থিত শুদ্ধ অন্ন ভোজন করিবে অর্থাৎ গুরুর ভোজনান্তর শিষ্যের ভোজন করা উচিত।

প্রশ্ন—যদি উচ্ছিষ্ট মাত্রের নিষেধ হইল, তাহা হইলে মধু মক্ষিকার উচ্ছিষ্ট, দুগ্ধ গোবৎসের উচ্ছিষ্ট এবংঅন্নও একগ্রাস ভোজনের পর আপনার উচ্ছিষ্ট, হয় এবং উহাও ভোজন করা উচিত নহে ?

উত্তর—মধু কেবল নামে মাত্রই উচ্ছিষ্ট পরন্তু উহা অনেক ওষধির সার হইতে গৃহীত হয়। গোবৎস আপনার মাতা কর্ত্তৃক নিঃসারিত দুগ্ধ পান করে, ভিতরের দুগ্ধ পান করিতে পারে না, সুতরাং উহা উচ্ছিষ্ট হয় না। পরন্তু গোবৎসের পানের পশ্চাৎ জলদ্বারা গাভীর স্তন প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধপাত্রে দোহন করা উচিত। আর আপনার উচ্ছিষ্ট আপনার বিকৃতি উৎপাদন করিতে পারে না। দেখ ইহা স্বভাবসিদ্ধ যে কেহ কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না। আপনার মুখ, নাক, চক্ষু, উপস্থ এবং গুহ্যেন্দ্রিয়ের মলমূত্রাদি স্পর্শে ঘৃণা হয় না কিন্তু অপরের মলমূত্রের স্পর্শে ঘৃণা হইয়া থাকে। ইহা হইতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে এই ব্যবহার দৃষ্টিক্রম হইতে বিপরীত নহে, অতএব মনুষ্যমাত্রেরই উচিত যে কাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন না করা।

প্রশ্ন—আচ্ছা, স্ত্রীপুরুষও পরস্পর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না ?

উত্তর—না। কারণ তাহাদিগেরও শরীরের স্বভাব পরস্পর বিভিন্ন।

প্রশ্ন—মনুষ্য মাত্রের হস্তে পক্ক বস্তু ভোজনে কি দোষ আছে ? কারণ ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেরই শরীর অস্থি, মাংস এবং চর্ম্মনির্ম্মিত এবং যেরূপ শোণিত ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবাহিত তদ্রূপ চণ্ডালাদি সকলেরই শরীরে আছে। তবে মনুষ্যমাত্রের হস্তে প্রস্তুত এবং পক্ক অন্ন ভোজনে দোষ কি ?

উত্তর—দোষ আছে। কারণ উত্তম পদার্থের ভোজন ও পান বশতঃ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর শরীরে দুর্গন্ধাদি দোষ রহিত যে রজোবীর্য্য উৎপন্ন হয়, চণ্ডাল এবং চণ্ডালীর শরীরে তদ্রূপ হয় না। চণ্ডালের শরীর দুর্গন্ধের পরমাণুতে পূর্ণ হইয়া থাকে কিন্তু ব্রাহ্মণাদি বর্ণের তদ্রূপ হয় না। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি উত্তম বর্ণের হস্তেই ভোজন করিবে এবং চণ্ডাল, মেথর ও চামার আদি নীচের হস্তে ভোজন করিবে না। আচ্ছা, যদি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে যখন মাতা, শ্বশ্রূ, কন্যা, ভগ্নী ও পুত্রবধূ প্রভৃতির যেমন চর্ম্মের শরীর, নিজ পত্নীরও তদ্রূপ, তখন তুমি আপনার স্ত্রীর সহিত যেরূপ ব্যবহার কর তদ্রূপ কি তাহাদের সহিত করিবে? তাহা হইলে তোমাকে সঙ্কুচিত হইয়া নিঃস্তব্ধ থাকিতে হইবে। উত্তম অন্ন যেরূপ হস্তে গ্রহণ ও মুখদ্বারা ভোজন করা যায়, তদ্রূপ কি দুর্গন্ধ অন্নও ভোজন করা যায়? তাহা হইলে কি মলাদিও খাইতে হইবে? এরূপ কি হইতে পারে?

প্রশ্ন—যদি গো-পুরীষে ভোজন স্থানের প্রলেপ হইতে পারে তখন আপনার পুরীষে কেন তাহার লেপ হইতে পারে না? গোময়ের লেপ হইতে পাকস্থান কেন অশুদ্ধ হয় না?

উত্তর—মনুষ্য-পুরীষে যেরূপ দুর্গন্ধ হয়, গোময়ে তদ্রূপ দুর্গন্ধ হয় না। গোময় চিক্কন বলিয়া শীঘ্র উঠিয়া যায় না, বস্ত্র বিকৃত ও মলিন হয় না। মৃত্তিকার সহিত গোময়ের যেরূপ ঐক্য হয় শুষ্ক গোময়ের সহিত তাদৃশ হয় না। মৃত্তিকা এবং গোময়ের দ্বারা যে স্থান লিপ্ত হয় উহা দেখিতে অতি সুন্দর হয়। পাকস্থানে ভোজনাদি করাতে ঘৃত, মিষ্ট এবং উচ্ছিষ্ট পতিত হয় এবং সেই জন্য মক্ষিকা ও কীটাদি অনেক জীব মলিন স্থান হইতে আসে। সুতরাং উক্ত স্থানে সম্মার্জ্জনী এবং প্রলেপ প্রতিদিন না দিলে উহা "পাইখানার" মত হইয়া পড়িবে। এই জন্য প্রতিদিন গোময়, মৃত্তিকা এবং সম্মার্জ্জনী দ্বারা উহা সর্ব্বদা শুদ্ধ রাখিবে এবং ইষ্টক নির্ম্মিত "পাকা" গৃহ হইলে জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ রাখিতে হইবে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষের নিবৃত্তি হয়। মুসলমানদিগের পাকস্থানের কোন স্থানে কয়লা, কোন স্থানে ভস্ম, এদিকে কাষ্ঠ, ওদিকে ভগ্ন মৃৎপাত্র, কোন স্থানে উচ্ছিষ্ট রেকাব, কোন স্থানে অস্থি প্রভৃতি পতিত থাকে এবং মক্ষিকার ত কথাই নাই। এরূপে উক্ত স্থান এতাদৃশ বীভৎস বলিয়া বোধ হয় যে, কোন শ্রেষ্ঠ মনুষ্য সেই স্থানে যাইয়া উপবেশন করিলে তাহার বমন হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে এবং অতিশয় দুর্গন্ধময় স্থানের তুল্য বোধ হয়। আচ্ছা যদি কেহ ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে গোময়ের দ্বারা পাকস্থানের প্রলেপ দেওয়া যদি তেমরা দোষ বলিয়া গণনা কর তবে চুল্লীতে শুষ্ক গোময় প্রক্ষেপ করিয়া উহার অগ্নিতে তামাকু পান করা এবং গৃহের প্রাচীরে গোময়ের প্রলেপ দেওয়াতে মুসলমান মহাশয়গণের পাকস্থান অবশ্যই ভ্রষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহারা কি উত্তর দিবে?

প্রশ্ন—পাকস্থানে বসিয়া ভোজন করা উত্তম অথবা অন্য স্থানে বসিয়া ভোজন করা উত্তম?

উত্তর—যে স্থান উত্তম রমণীয় এবং সুন্দর দেখিবে সেই স্থানেই ভোজন করা উচিত।

পরন্তু আবশ্যক যুদ্ধাদি সময়ে অশ্বাদি বাহনের উপর বসিয়া অথবা দণ্ডায়মান থাকিয়াও পান ভোজন করা একান্ত উচিত।

প্রশ্ন—তবে কি আপনার হস্তেই ভোজন করিবে, অপরের হস্তে ভোজন করিবেনা?

উত্তর—আর্য্যগণ যাহা শুদ্ধরীতি অনুসারে প্রস্তুত করিবে উহা সমস্ত আর্য্যগণের সহিত ভোজন করিলে কোনই হানি হয় না। কারণ, যদি ব্রাহ্মণ আদি বর্ণস্থ স্ত্রী এবং পুরুষ পাক কার্য্য, লেপ প্রদান, পাত্রাদি প্রক্ষালন প্রভৃতি ঝঞ্ঝাটে প্রবৃত্ত থাকেন তবে বিদ্যাদি শুভ গুণের কখনও বৃদ্ধি হইতে পারে না। দেখ! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পৃথিবীর সমস্ত রাজা, ঋষি ও মহর্ষিগণ আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারা একই পাকশালা হইতে ভোজনাদি করিতেন। যে সময় হইতে খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানাদি মত মতান্তর চলিতে লাগিল, পরস্পর বৈর ও বিরোধ হইল এবং তাহারা মদ্যপান এবং গোমাংসাদি ভোজন স্বীকার করিল, সেই সময় হইতেই ভোজনাদিতে গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছে। দেখ! কাবুল, কান্দাহার, ইরান্, আমেরিকা এবং ইয়ুরোপাদি দেশের রাজকন্যা গান্ধারী, মাদ্রী এবং উলোপী আদির সহিত আর্য্যাবর্ত্তীয় রাজগণ বিবাহাদি ব্যবহার করিতেন, শকুনি প্রভৃতি কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সহিত পান ভোজন করিতেন, তাহাদিগের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। কেননা তখন সমস্ত ভূমণ্ডলে একই বেদোক্ত মত ছিল, উহাতেই সকলের নিষ্ঠা ছিল এবং পরস্পরের সুখ, দুঃখ, হানি ও লাভ পরস্পরের সমান বোধ হইত; সুতরাং পৃথিবী সুখপূর্ণ ছিল। এক্ষণে অনেক মতাবলম্বী হওয়াতে অনেক দুঃখ এবং বিরোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা নিবারণ করা বুদ্ধিমান্দিগের কার্য্য। পরমেশ্বর সকলের মনে সত্য মতের অঙ্কুর এরূপ ভাবে রোপিত করিয়াছেন যে মিথ্যামত শীঘ্র প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া যায় এবং সমস্ত বিদ্বনেরা উহার বিচার করতঃ বিরোধভাব ত্যাগ করিয়া প্রভূত আনন্দলাভ করেন।

এই দশম সমুল্লাসে সংক্ষেপে আচার, অনাচার এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয় লিখিত হইল। ইহাতে এই গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধ সমাপ্ত হইল। এই সকল সমুল্লাসে বিশেষ খণ্ডন ও মণ্ডন এইজন্য লিখিত হয় নাই যে, যতদিন মনুষ্য সত্যাসত্য বিচার সম্বন্ধে কোন সামর্থ্য বৃদ্ধি না করিবে ততদিন স্থূল এবং সূক্ষ্ম খণ্ডনাদির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবে না। এইজন্য প্রথমতঃ সকলকে সত্যশিক্ষার উপদেশ দিয়া এক্ষণে উত্তরার্দ্ধে অর্থাৎ উত্তর চারি সমুল্লাসে বিশেষ খণ্ডন ও মণ্ডন লিখিত হইবে। এই চারি সমুল্লাসের প্রথম সমুল্লাসে আর্য্যাবর্ত্তীয় মতামতের, দ্বিতীয়ে জৈনদিগের, তৃতীয়ে, খৃষ্টিয়ান মতের এবং চতুর্থে মুসলমানদিগের মতমতান্তরের খণ্ডন ও মণ্ডনের বিষয় লিখিত হইবে। পশ্চাৎ চতুর্দ্দশ সমুল্লাসের অন্তে স্বমতও প্রদর্শিত হইবে। কেহ বিশেষ খণ্ডন ও মণ্ডন দেখিতে ইচ্ছা করিলে এইচারি সমুল্লাসে দেখিবে। পরন্তু সামান্যতঃ দশম সমুল্লাসেরও স্থানে স্থানে অল্প পরিমাণে খণ্ডন মণ্ডন করা হইয়াছে। পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া ন্যায় দৃষ্টিতে এই চতুর্দ্দশ সমুল্লাস যে পাঠ করিবে তাহার আত্মায় সত্যার্থ বিকশিত হইয়া আনন্দ উৎপাদন করিবে। যিনি ভ্রম, দুরাগ্রহ এবং ঈর্ষা বশতঃ পাঠ বা শ্রবণ করিবেন তাঁহার এই গ্রন্থের অভিপ্রায় যথার্থ বোধ হওয়া অতিশয় কঠিন। সুতরাং যে ইহার যথার্থ বিচার

না করিবে সে ইহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইবে। বিদ্বান্‌দিগের কার্য্য এই যে, সত্যাসত্য নিশ্চয় করিয়া সত্য গ্রহণ এবং অসত্য ত্যাগ করিয়া পরম আনন্দিত হওয়া। সেই সকল গুণগ্রাহক পুরুষই বিদ্বান্ হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন হন।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে আচারানাচার ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিষয়ে
দশমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥১০॥
সমাপ্তোঽয়ম্পূর্ব্বার্দ্ধঃ ॥

উত্তরার্দ্ধঃ

অনুভূমিকা।

এ কথা সিদ্ধ যে পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদমত ভিন্ন অন্য কোন মত প্রচলিত ছিল না। কারণ বেদোক্ত বিষয় সকল বিদ্যার অবিরুদ্ধ। বেদের অপ্রবৃত্তি নিবন্ধন মহাভারতের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই অপ্রবৃত্তিতে পৃথিবীতে অবিদ্যান্ধকার বিস্তৃত হওয়ায় ও মনুষ্যদিগের বুদ্ধি ভ্রমযুক্ত হওয়ায় যাহার মনে যেরূপ আসিয়াছিল সে সেইরূপ মতই প্রচলিত করিয়াছে। তাদৃশ সমস্ত মতের মধ্যে চারি মত অর্থাৎ বেদ বিরুদ্ধ পৌরাণিক, জৈন, খৃষ্টিয়ান এবং মুসলমান মত অন্য সমস্ত মতের মূল। এই সকল মত ক্রমানুসারে একের পর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ চলিয়া আসিয়াছে। এক্ষণে এই চারি মতের শাখা এক সহস্রেরও কম নহে। এই সকল মতাবলম্বী, ইহাদিগের শাখামতাবলম্বী এবং অন্যান্য সকলের পরস্পর সত্যাসত্য বিচার বিষয়ে অধিক পরিশ্রম হইবে না, এই আশয়ে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহাতে যে সকল সত্যমতের মণ্ডন এবং অসত্যের খণ্ডন লিখিত হইয়াছে উহা সকলকে বিদিত করা প্রয়োজনীয় মনে করা হইয়াছে। এ বিষয়ে আমার যেরূপ বুদ্ধি এবং বিদ্যা ও চারিমতের মূল গ্রন্থ দেখিয়া যেরূপ প্রতীতি হইয়াছে উহা সকলের সম্মুখে নিবেদন করাই উত্তম বলিয়া মনে করা হইয়াছে; কারণ বিজ্ঞান গুপ্ত থাকিলে পুনরায় উহা প্রাপ্ত হওয়া কঠিন। পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া ইহা পাঠ করিলে সকলেই সত্যাসত্য মত বিদিত হইবে। অনন্তর সকলের পক্ষে আপনার আপনার বোধানুসারে সত্যমতের গ্রহণ এবং অসত্যমত ত্যাগ করা সহজ হইবে। ইহার মধ্যে যে সকল পুরাণাদি গ্রন্থের শাখা প্রশাখা রূপ মতমতান্তর আর্য্যাবর্ত্তদেশে প্রচলিত আছে, একাদশ সমুল্লাসে সংক্ষেপতঃ উহার গুণ দোষ প্রদর্শিত হইতেছে। আমার এই কার্য্য হইতে যদি উপকার মনে না হয় তাহা হইলে বিরোধ করিবার প্রযোজন নাই; কারণ কাহারও হানি বা বিরোধ করা আমার উদ্দেশ্য নহে কিন্তু সত্যাসত্যের নির্ণয় করা এবং করিতে প্রবৃত্ত করাই আমার উদ্দেশ্য। এইরূপ ন্যায়দৃষ্টির সহিত সকল মনুষ্যেরই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সত্যাসতের নির্ণয় করা এবং অন্যকে উহাতে প্রবৃত্ত করাই মনুষ্য জন্মের প্রয়োজন, বাদ বিবাদ বা বিরোধ করিবার বা অন্যকে তাহাতে প্রবৃত্ত করা প্রয়োজন নহে। এইরূপে মতান্তরের পরস্পর বিবাদ হইতে জগতে যে সকল অনিষ্ট হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইতে পারে তাহা পক্ষপাত রহিত বিদ্বজ্জন বুঝিতে পারেন। যতকাল মনুষ্যজাতির মধ্য হইতে মিথ্যা মতমতান্তরের পরস্পর বিরোধ এবং বিবাদ দূরীভূত না হইবে, ততকাল পরস্পরের আনন্দ হইবে না। যদি আমরা সকলে বিশেষতঃ বিদ্বানেরা ঈর্ষা ও দ্বেষ পরিহার করতঃ সত্যাসত্যেরনির্ণয় করিয়া সত্যের গ্রহণ এবং অসত্যের ত্যাগ করিতে এবং অপরকে উহাতে প্রবৃত্ত করিতে কামনা

করি, তাহা হইলে উক্ত বিষয় আমাদিগের অসাধ্য হয় না। ইহা নিশ্চিত যে এই সকল বিদ্বান্ লোকদিগের বিরোধ বশতঃই সকলে বিবোধ জালে পতিত রহিয়াছে। যদি ইঁহারা কেবল স্বার্থ সাধনে তৎপর না হইয়া সার্ব্বজনীন প্রয়োজন সিদ্ধি কামনা করেন, তাহা হইলে ঐক্যমত হইতে পারে। ইহার উপায় বিষয়ে এই গ্রন্থের শেষে লিখিত হইবে। যেন সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মা সকল মনুষ্যের আত্মার মধ্যে ঐক্যমত অবলম্বন করিবার উৎসাহ প্রদান করেন।

অলমতিবিস্তরেণ বিপশ্চিদ্বরশিরোমণিষু ॥

উত্তরার্দ্ধং

অথৈকাদশ সমুল্লাসারম্ভঃ।

এখন আর্য্যাবর্ত্ত দেশবাসী আর্য্যদিগের মতের খণ্ডন এবং মণ্ডন বিধান করা হইবে। পৃথিবীতে আর্য্যাবর্ত্ত দেশের মত দেশ আর নাই। এই ভূমির নাম সুবর্ণভূমি অর্থাৎ এই স্থানে সুবর্ণাদি রত্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য সৃষ্টির আদি সময়ে আর্য্যগণ এই দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সৃষ্টি বিষয়ে আমি পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, উত্তম পুরুষদিগের নাম আর্য্য এবং আর্য্য ভিন্ন অন্য মনুষ্যদিগের নাম দস্যু। পৃথিবীতে যত দেশ আছে, সকলেই এদেশের প্রশংসা করে এবং মনে করে যে স্পর্শমণির কথা যাহা শুনা যায় তাহা মিথ্যা, আর্য্যাবর্ত্তই প্রকৃত স্পর্শমণি। লৌহ স্বরূপ দরিদ্র বিদেশীয় ইহা স্পর্শ করিবা মাত্রই সুবর্ণ অর্থাৎ ধনাঢ্য হইয়া যায়।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

মনুঃ। ২। ২০॥

সৃষ্টি হইতে পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আর্য্যদিগের সার্ব্বভৌম ও চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ সর্ব্বোপরি একমাত্র রাজ্য ছিল। অন্যান্য দেশে মাণ্ডলিক অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বাস করিত। কৌরব ও পাণ্ডবের সময় পর্য্যন্ত এই দেশের রাজ্য এবং রাজশাসনানুসারে পৃথিবীর সমস্ত রাজা এবং প্রজা চলিত। মনুস্মৃতি যাহা সৃষ্টির আদি সময়ে লিখিত হইয়াছে, উহাই তাহার প্রমাণ। এই আর্য্যাবর্ত্ত দেশে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিদ্বান্‌দিগের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং ম্লেচ্ছাদি সকলেই আপনার উপযুক্ত বিদ্যা এবং আচারের শিক্ষা এবং বিদ্যাভ্যাস করিত এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ এবং মহাভারতের যুদ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্য এই দেশের

রাজ্যাধীন ছিল। শ্রবণ কর! চীনের ভগদত্ত, আমেরিকার বভ্রুবাহন, ইয়ুরোপ দেশের বিড়ালাক্ষ অর্থাৎ মার্জ্জার সদৃশ চক্ষু বিশিষ্ট, যবন যাহাকে ইউনান অথবা গ্রীস বলে এবং ইরানের শল্য প্রভৃতি সমস্ত রাজা রাজসূয় যজ্ঞে এবং মহাভারতের যুদ্ধে আজ্ঞানুসারে আসিয়াছিল। রঘুগণ যখন রাজা ছিলেন তখন রাবণও এই দেশের অধীন ছিল। যখন রামচন্দ্রের সময়ে বিরোধী হয় তখন শ্রীরামচন্দ্র উহাকে দণ্ড দিয়া রাজ্য হইতে বিচ্যুত করিয়া উহার ভ্রাতা বিভীষণকে রাজ্য দিয়াছিলেন। স্বায়ম্ভব রাজা হইতে পাণ্ডব পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের চক্রবর্ত্তী রাজ্য ছিল। তৎপশ্চাৎ পরস্পর বিরোধ বশতঃ যুদ্ধ করিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কারণ পরমাত্মার এই সৃষ্টিতে অভিমানী, অন্যায়কারী এবং অবিদ্বান্ লোকদিগের রাজ্য বহুদিন প্রচলিত থাকে না। এই সংসারের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এইরূপ যে ধন প্রভূত এবং নানা প্রয়োজনের অধিক হইলে আলস্য, পুরুষার্থহীনতা, ঈর্ষা, দ্বেষ, বিষয়াসক্তি এবং প্রমাদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সেই জন্য দেশে বিদ্যা এবং সুশিক্ষা নষ্ট হইয়া দুষ্টগুণ এবং দুষ্টব্যসনের বৃদ্ধি হয়। সুতরাং মদ্য ও মাংস সেবন, বাল্যাবস্থায় বিবাহ এবং স্বেচ্ছাচারাদি দোষ বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ বিভাগে যখন যুদ্ধবিদ্যাকৌশল এবং স্বেচ্ছাচারাদি দোষ বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধ বিভাগে যখন যুদ্ধবিদ্যা কৌশল এবং সৈন্য এতদূর বৃদ্ধি পায় যে পৃথিবীতে অন্য কেহ তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না, তখন উহাদিগের পক্ষপাত ও অভিমান পরিবর্দ্ধিত হইয়া অন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যখন এই দোষ ঘটে তখন বিরোধ উপস্থিত হয় এবং উহা হইতে ক্ষুদ্রতর বংশ হইতে কোন পুরুষ অতি সমর্থ হইয়া দণ্ডায়মান হয় ও রাজাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে মুসলমান বাদসাহদিগের সমক্ষে শিবাজী, গোবিন্দ সিংহ দণ্ডায়মান হইয়া মুসলমান দিগের রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিল।

অথ কিমেতৈর্ব্বা পরেঽন্যে মহাধনুর্ধরাশ্চক্রবর্ত্তিনঃ কেচিৎ সুদ্যুম্ন ভূরিদ্যুম্নে-ন্দ্রদ্যুম্ন কুবলয়াশ্ব যৌবনাশ্ব বদ্ধ্র্যশ্বাশ্বপতি শশবিন্দু হরিশ্চন্দ্রাঽম্বরীষ ননক্তু সর্য্যাতি যযাত্যনরণ্যাক্ষসেনাদয়ঃ। অথ মরুত্ত ভরত প্রভৃতয়ো রাজানঃ।

মৈত্র্যুপনিঃ প্রঃ ১। খঃ ৪॥

ইত্যাদি প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে সৃষ্টি হইতে, মহাভারত পর্য্যন্ত আর্য্যকুলেই চক্রবর্ত্তী ও সার্ব্বভৌম রাজা হইয়াছিল। এক্ষণে উহাদিগের সন্তানদিগের অভাগ্যোদয় হওয়াতে উহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বিদেশীয়দিগের পাদাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। এ স্থলে যেরূপ সুদ্যুম্ন, ভূরিদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্ন, কুবলয়াশ্ব, যৌবনাশ্ব, বদ্ধ্র্যশ্ব, অশ্বপতি, শশবিন্দু, হরিশ্চন্দ্র, অম্বরীষ, ননক্তু, সর্য্যাতি, যযাতি অনরণ্য, অক্ষসেন, মরুত্ত এবং ভরতাদি সার্ব্বভৌম সর্ব্বভূমি-প্রসিদ্ধ চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের নাম লিখিত হইয়াছে তদ্রূপ মনুস্মৃতি এবং মহাভারতাদি গ্রন্থে স্বায়ম্ভবাদি চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের নাম স্পষ্ট লিখিত আছে। এই সকলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা অজ্ঞান এবং পক্ষপাতীদিগের কার্য্য।

প্রশ্ন—যে সকল আগ্নেয়াস্ত্রাদি বিদ্যার কথা লিখিত আছে উহা মিথ্যা কি সত্য? উক্ত সময়ে কামান্ এবং বন্দুক ছিল অথবা ছিল না?

উত্তর—ইহা সত্য যে এইরূপ শস্ত্রও ছিল, কারণ উহা পদার্থবিদ্যা হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—উহা কি দেবতাদিগের মন্ত্র হইতে সিদ্ধ হইত ?

উত্তর—না ; যে সকল বিষয় দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র সিদ্ধকরা হইত উহাকে মন্ত্র অর্থাৎ বিচার কথিত হইত এবং উহাদ্বারাই সিদ্ধ এবং চালিত হইত। আর যে মন্ত্র শব্দময় হইয়া থাকে উহাদ্বারা কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। যদি কেহ কহে যে মন্ত্র হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যে মন্ত্রের জপ করিবে তাহার হৃদয় এবং জিহ্বা ভস্মীভূত হইয়া যাইবে এবং এইরূপ হইলে শত্রুকে বিনাশ করিতে গিয়া আপনিই হত হইবে। সুতরাং বিচারের নাম মন্ত্র। রাজমন্ত্রী বলিলে রাজকার্য্যের বিচার কর্ত্তা বুঝায়। মন্ত্র অর্থাৎ বিচার দ্বারা প্রথমতঃ সৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান এবং পশ্চাৎ প্রয়োগানুষ্ঠান করাতে অনেক প্রকার পদার্থ, ক্রিয়া এবং কৌশল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ লৌহের বাণ অথবা গোলা প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্যে কোন পদার্থ যদি এরূপ ভাবে রাখে যে উহা অগ্নিসংযুক্ত হইলে বায়ুতে ধূম বিস্তৃত হয় অথবা সূর্য্যের কিরণ বা বায়ু স্পর্শ হইলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহার নাম আগ্নেয়াস্ত্র। অপর কেহ উহা নিবারণ ইচ্ছা করিলে উহার উপর বারুণাস্ত্র প্রয়োগ অর্থাৎ যখন কোন শত্রু প্রতিপক্ষের সেনার উপর আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করতঃ বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে তখন আপনার সেনার রক্ষার্থ, সেনাপতি বারুণাস্ত্র দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্রের নিবারণ করিবে। উহা এরূপ দ্রব্যসমূহের যোগ বশতঃ প্রস্তুত হয় যে উহার ধূম বায়ুর সহিত স্পর্শ হইবা মাত্রই মেঘোৎপত্তি হইয়া তৎক্ষণাৎ বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইবে এবং অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিবে। এইরূপ এক নাগপাশ অস্ত্র ছিল, উহা প্রয়োগ করিবামাত্র বিপক্ষের অঙ্গ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিত। তদ্রূপ মোহনাস্ত্র আর একটী যন্ত্র ছিল, অর্থাৎ যাহাতে মাদক দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত থাকাতে তাহার ধূম লাগিবামাত্র শত্রুসেনা নিদ্রাস্থ অথবা মূর্চ্ছিত হইত। এইরূপ সমস্ত শস্ত্রাস্ত্র হইত। লৌহতার বা শীস হইতে অথবা অন্য পদার্থ হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া শত্রুদিগের নাশ করা হইত, উহাকেও আগ্নেয়াস্ত্র এবং পাশুপতাস্ত্র কহিত। তোপ (কামান) এবং বন্দুক ইহা অন্য দেশের ভাষা, সংস্কৃত অথবা আর্য্যাবর্ত্তের ভাষা নহে। কিন্তু বৈদেশিকেরা যাহাকে তোপ বলে, সংস্কৃতে এবং ভাষায় উহার নাম 'শতঘ্নী' এবং যাহাকে বন্দুক বলে, উহা সংস্কৃত এবং আর্য্যভাষায় ভুশুণ্ডী কথিত হয়। যে সংস্কৃত বিদ্যা পাঠ করে নাই, সেই ভ্রমে পতিত হইয়া যাহা হয় কিছু লিখে এবং যাহা হয় কিছু বলে। বুদ্ধিমান্ লোক তৎ সমস্তকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। যাবতীয় বিদ্যা পৃথিবীতে বিস্তৃত আছে তৎ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তদেশ হইতে মিসর, মিসর হইতে গ্রীস তথা হইতে রোম, রোম হইতে ইয়ুরোপ এবং ইয়ুরোপ হইতে আমেরিকাদি দেশে বিস্তৃত হইয়াছে। এক্ষণে আর্য্যাবর্ত্ত দেশে সংস্কৃত বিদ্যার যতদূর প্রচার আছে অন্য কোন দেশে তদ্রূপ নাই। লোকে যে বলে জর্ম্মনীদেশে সংস্কৃত বিদ্যার অত্যন্ত প্রচার হইয়াছে এবং মোক্ষমূলর সাহেব যত সংস্কৃত পড়িয়াছেন তদ্রূপ আর কেহ পাঠ করেন নাই, ইত্যাদি এ সকল কেবল কথা মাত্র। কারণ "নিরস্ত পাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে" অর্থাৎ যে দেশে কোন বৃক্ষ নাই সে দেশে এরণ্ডই বৃহৎ বৃক্ষ মনে করা হয়। তদ্রূপ ইয়ুরোপ দেশে সংস্কৃত বিদ্যার প্রচার না থাকাতে জর্ম্মানেরা এবং মোক্ষমূলার সাহেব যাহা কিছু অল্প পাঠ করিয়াছেন, সে দেশের পক্ষে উহাই অধিক। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্ত-দেশের দিকে দৃষ্টি করিলে উহাদিগের (সংস্কৃতবিদ্যা) অতিশয় ন্যূন বলিয়া বোধ হয়। কারণ আমি

জর্ম্মনদেশ নিবাসী একজন 'প্রিন্সিপালের' পত্র হইতে বুঝিয়াছি উক্ত দেশে সংস্কৃত পত্রের অর্থ করিতে পারেন এমন লোকও অতি বিরল। আর মোক্ষমূলর সাহেবের সংস্কৃত সাহিত্য এবং অল্প পরিমাণে বেদব্যাখ্যা দেখিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে যে তিনি আর্য্যাবর্ত্তবাসী লোকদিগের কৃত কোন না কোন টীকা দর্শন করতঃ কিছু কিছু একরকম লিখিয়াছেন। যেমন "যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি" এই মন্ত্রের অর্থ তিনি "অশ্ব" করিয়াছেন। সায়নাচার্য্য যে সূর্য্য অর্থ করিয়াছেন তাহা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পরন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ পরমাত্মা। ইহা আমার রচিত "ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা"তে দেখিতে হইবে। উহাতে ইহার যথার্থ অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই সকল কারণ-বশতঃ জানিয়া লইতে হইবে যে জর্ম্মনি দেশের এবং মোক্ষমূলর সাহেবের সংস্কৃতবিদ্যার পাণ্ডিত্য কতদূর। ইহা নিশ্চিত যে যত বিদ্যা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে তৎ-সমস্তই আর্য্যাবর্ত্ত দেশ হইতে প্রচারিত হইয়াছে। দেখ! "জৈকালয়ট্" নামা প্যারিস্ অর্থাৎ ফ্রান্স নিবাসী একজন সাহেব আপনার "বাইবেল ইন্ ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আর্য্যাবর্ত্ত-দেশ সমস্ত বিদ্যা এবং কল্যাণের ভাণ্ডার এবং সমস্ত বিদ্যা এবং মত এই দেশ হইতে বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে আর্য্যাবর্ত্তদেশ যেরূপ উন্নত হইয়াছিল তাঁহার দেশ যেন তদ্রূপ উন্নত হয়। তাঁহার গ্রন্থ দেখ। "দারাশিকোহ" নামা বাদশাহও এই নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে সংস্কৃতে যেরূপ পূর্ণবিদ্যা আছে তদ্রূপ আর কোন ভাষায় নাই। তিনি উপনিষদের অনুবাদে এইরূপ লিখিয়াছেন যে "আমি আরবী আদি অনেক ভাষা পাঠ করিয়াছি কিন্তু তাহাতে আমার মনের সন্দেহ দূরীভূত পাই নাই বা আনন্দ হয় নাই, পরন্তু যখন সংস্কৃত দেখিলাম এবং শ্রবণ করিলাম তখন আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল। কাশীর মানমন্দিরের শিশুমারচক্র দেখ। উহার পূর্ণরক্ষা না হইলেও উহা কতদূর উত্তম এবং উহাদ্বারা এখনও খগোলের অনেক বৃত্তান্ত বিদিত হওয়া যায়। যদি "জয়পুরাধীশ সবাই" উহার সংস্কার করিয়া ভগ্নাংশগুলি পুনর্নির্ম্মাণ করেন তাহা হইলে উহা অতি উৎকৃষ্ট হইবে। পরন্তু মহাভারতের যুদ্ধ এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশকে এরূপ আঘাত করিয়াছে যে আজ পর্য্যন্তও ইহা ইহার পূর্ব্ব অবস্থায় আসিল না। এক ভ্রাতা যখন অপর ভ্রাতাকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন যে সকলের নাশ হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ কি?

বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ। বৃদ্ধচাণক্য অঃ ১৬। ১৭॥

যখন বিনাশের সময় নিকটবর্ত্তী হয় তখন বুদ্ধি বিপরীত হয় এবং বিপরীত কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। কেহ সরল বুঝাইলে বিপরীত বুঝিবে এবং বিপরীত বুঝাইলে সরল বোধ হইবে। বড় বড় বিদ্বান্, রাজা, মহারাজা, ঋষি এবং মহর্ষিগণ অনেক পরিমাণে মহাভারতের যুদ্ধের সময় নিহত হওয়াতে এবং বহু সংখ্যক ব্যক্তি মৃত্যুপ্রাপ্ত হওয়াতে বিদ্যা ও বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রচার নষ্ট হইতে লাগিল। সকলে পরস্পর ঈর্ষা, দ্বেষ এবং অভিমান করিতে লাগিল। যে বলবান্ হইল সেই দেশ অধিকার করিয়া রাজা হইয়া বসিল। এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তদেশের সর্ব্বত্র খণ্ড খণ্ড রাজ্য হইয়া পড়িল, সুতরাং দ্বীপদ্বীপান্তরের রাজ্যের কে ব্যবস্থা করিবে? যখন ব্রাহ্মণ বিদ্যাহীন হইল তখন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের অবিদ্বান্ হইবারই কথা। পরম্পরা হইতে বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ সহিত পাঠ করিবার যে

প্রথা ছিল তাহা বন্ধ হইল। ব্রাহ্মণগণ যে জীবিকার্থ পাঠ মাত্র করিত তাহাও ক্ষত্রিয়াদিকে দিল না। যখন গুরু অবিদ্বান্ হইল তখন তাহাদের ছল, কপট এবং অধর্ম্মও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ বিবেচনা করিল যে তাহাদিগের জীবিকার কৌশল রচনা করিতে হইবে। সকলে সম্মত হইয়া এবং এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ক্ষত্রিয়দিগকে উপদেশ দিতে লাগিল যে আমরাই তোমাদের পূজ্য দেবতা। আমাদিগের সেবা ব্যতিরেকে তোমাদিগের স্বর্গ ও মুক্তিলাভ হইবে না এবং আমাদিগের সেবা না করিলে তোমরা ঘোর নরকে পতিত হইবে। পূর্ণ বিদ্বাবান্ ধার্ম্মিকের যে ব্রাহ্মণ নাম ছিল এবং পূজনীয় বেদ এবং ঋষি মুনিদিগের শাস্ত্রে যাহা যাহা লিখিত ছিল তৎসমস্ত নিজেরা বিষয়ী, মূর্খ, কপটী, লম্পট এবং অধার্ম্মিক হইলেও নিজের উপর আরোপিত করিল। তাদৃশ আপ্ত বিদ্বান্‌দিগের লক্ষণ মূর্খদিগের উপর কি কখনও আরোপিত হইতে পারে? পরন্তু যখন সমস্ত ক্ষত্রিয়াদি যজমান সংস্কৃত বিদ্যা হইতে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইল তখন উহাদিগের সমক্ষে যে সকল গল্প কথা কহিতে লাগিল উহারা বিচার দ্বারা তত্তৎ সমস্ত স্বীকার করিয়া লইল। তখন উহারা নামে মাত্রে ব্রাহ্মণ হইয়া সকলকে আপনাদিগের বাক্যজালে বশীভূত করিয়া লইল এবং কহিতে লাগিল যে—

ব্রহ্মবাক্যং জনার্দ্দনঃ। পাণ্ডবগীতা ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের মুখ হইতে যে সকল বাক্য নির্গত হয় উহাকেই সাক্ষাৎ ভগবানের মুখ হইতে নিঃসৃত বলিয়া জানিবে। যখন ক্ষত্রিয়াদি জাতি দৃষ্টি বিষয়ে অন্ধ হইয়া প্রচুর ধনশালী হইল অর্থাৎ অন্তরে জ্ঞানচক্ষুহীন হইল এবং হস্তে প্রচুর ধন হইল তখন এরূপ শিষ্য সংগ্রহ হইল যাহাতে উক্ত ব্যর্থ ব্রাহ্মণনামাদিগের বিষয়ানন্দের উপবন মিলিয়া গেল। ইহাও উহারা প্রচার করিল যে পৃথিবীতে যাহা কিছু উত্তম পদার্থ আছে তৎসমুদয়ই ব্রাহ্মণদিগের জন্য অর্থাৎ গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবানুসারে যে বর্ণ ব্যবস্থা ছিল, উহা নষ্ট করিয়া জন্মের উপর আরোপিত করিল এবং যজমানদিগের নিকট হইতে মৃতক পর্য্যন্ত দানও লইতে লাগিল। আপনাদিগের যেরূপ ইচ্ছা হইতে লাগিল সেইরূপই করিতে প্রবৃত্ত হইল। এ পর্য্যন্তও করিল যে "আমি ভূদেব," আমার সেবা ব্যতিরেকে কাহারও দেবলোক লাভ হইতে পারে না। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে "তোমরা কোন্ লোকে প্রবেশ করিবে? তোমাদিগের কার্য্য ঘোর নরক ভোগ করিবার উপযুক্ত। তোমরা কৃমি, কীট অথবা পতঙ্গাদিতে পরিণত হইবে।" তখন ইহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিবে "আমরা অভিশাপ প্রদান করিব এবং তোমরা ভস্ম হইয়া যাইবে, কারণ এরূপ লিখিত আছে যে "ব্রহ্মদ্রোহী বিনশ্যতি" অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণদিগের অপকার করে তাহার নাশ হইয়া যায়। অবশ্য ইহা সত্য যে যাঁহারা পূর্ণবেদ ও পরমাত্মাকে জানেন এবং যাঁহারা ধর্ম্মাত্মা ও সমস্ত জগতের হিতকারী পুরুষ, যে কেহ তাঁহাদিগের দ্বেষ করিলে সে অবশ্যই নষ্ট হইয়া যাইবে। পরন্তু যে ব্রাহ্মণ নহে তাহার ব্রাহ্মণ নাম হইতে পারে না এবং সে সেবার উপযুক্ত নহে।

প্রশ্ন—তবে আমি কে?

উত্তর—তুমি "পোপ"।

প্রশ্ন—"পোপ" কাহাকে বলে ?

উত্তর—রোমান্ ভাষায় উহার বিশেষ উল্লেখ আছে এবং পিতার নামও পোপ হইয়া থাকে। যে ছল এবং কপটদ্বারা অপরকে প্রতারণা করিয়া আপনার প্রয়োজন সাধন করে তাহাকে "পোপ" বলে।

প্রশ্ন—আমিত ব্রাহ্মণ এবং সাধু; কারণ আমার পিতা ব্রাহ্মণ এবং মাতা ব্রাহ্মণী এবং আমি অমুক সাধুর শিষ্য।

উত্তর—একথা সত্য বটে কিন্তু শুন, মাতা ও পিতা ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী হইলে অথবা কোনও সাধুর শিষ্য হইলে ব্রাহ্মণ অথবা সাধু হইতে পারে না; কিন্তু আপনার গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব হইতেই ব্রাহ্মণ অথবা সাধু হইয়া থাকে। "পোপের" পরোপকারের কথা যাহা শ্রুত হয় তাহা এইরূপ। রোমের "পোপ" আপনার শিষ্যদিগকে বলিতেন যে, তোমরা যদি আপনাদিগের পাপ আমার সমক্ষে প্রকাশ কর তাহা হইলে আমি ক্ষমা করাইয়া দিব। আমার সেবা এবং আজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহই স্বর্গে যাইতে পারে না। যদি তোমারা স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমার নিকট যত পরিমাণে ধন স্থাপিত করিবে স্বর্গে তত্তুপযুক্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হইবে।" এইরূপ শুনিয়া যদি বুদ্ধিহীন অথবা ধনী কেহ স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা করিয়া "পোপ" মহাশয়কে যথেষ্ট টাকা দেয় তখন উক্ত পোপ মহাশয় ঈশা এবং মরিয়মের মূর্ত্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত রূপে হিসাব পত্র লিখিয়া দিতেন। "হে ভগবান্ ঈশামসী! অমুক লোক স্বর্গে যাইবার জন্য আমার নিকট তোমার নামে লক্ষ টাকা জমা করিয়া দিয়াছে, যখন এই ব্যক্তি স্বর্গে আসিবে তখন তুমি আপনার পিতার স্বর্গরাজ্যে পঞ্চবিংশতি সহস্র টাকার গৃহ এবং উদ্যানাদি, পঞ্চবিংশতি সহস্র টাকার গাড়ী ঘোড়া, শিকারী, ভৃত্য ও সেবক, পঞ্চবিংশতি সহস্র টাকার ভোজন-পান ও বস্ত্রাদি এবং পঞ্চবিংশ সহস্র টাকায় ইষ্টমিত্র, ভ্রাতা এবং বন্ধু আদির ভোজনের নিমিত্ত দান করাইবে"। অনন্তর উক্ত হিসাব পত্রের নীচে পোপ মহাশয় স্বাক্ষর করিয়া উহার হস্তে প্রদান করতঃ বলিয়া দিতেন যে "যখন তুমি মরিয়া যাইবে তখন কবরের মধ্যে মস্তকের নীচে এই হিসাবপত্র লইয়া রাখিবার জন্য আপনার আত্মীয়গণকে বলিয়া রাখিবে। পরে যখন তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য দূত আসিবে তখন তোমাকে এবং তোমার এই হিসাবপত্র স্বর্গে লইয়া গিয়া লিখিতানুসারে তোমাকে সকল পদার্থ প্রদান করাইবে"। এ সকল দেখিয়া বোধ হয় যেন "পোপ" মহাশয় স্বর্গের "পাট্টা" অর্থাৎ সাময়িক অধিকার গ্রহণ করিয়াছেন। ইয়ুরোপে যতদিন মূর্খতা ছিল তত দিন এই "পোপ" মহাশয়ের লীলা প্রচলিত ছিল। পরন্তু এক্ষণে বিদ্যার প্রাদুর্ভাবে "পোপ" মহাশয়ের মিথ্যা লীলা আর অধিক চলিত নাই, কিন্তু নির্মূলও হয় নাই। এইরূপ আর্য্যাবর্ত্তেও জানিতে হইবে যে "পোপ" মহাশয় লক্ষ অবতার লইয়া লীলা বিস্তার করিতেছেন। অর্থাৎ রাজা এবং প্রজাদিগের বিদ্যাপাঠ করিতে না দেওয়াতে এবং সৎপুরুষের সঙ্গ না হওয়াতে দিবারাত্র প্রতারণা ব্যতিরেকে অন্য কোন কার্য্যই হয় না। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে যাহারা ছল এবং কপটাদি কুৎসিত ব্যবহার করে তাহাদিগকেই "পোপ" বলে। ইহা ছাড়া ধার্ম্মিক বিদ্বান্ পরোপকারী যাঁহারা আছেন তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং সাধু।

অতএব উক্ত ছলী, কপটী এবং স্বার্থপর অর্থাৎ যাহারা মনুষ্যদিগকে প্রতারণা করিয়া স্বপ্রয়োজন সাধন করে সেই লোকদিগকেই "পোপ" শব্দে বুঝিতে হয় এবং উত্তম পুরুষদিগকেই ব্রাহ্মণ এবং সাধু নামে স্বীকার করা উচিত। দেখ, যদি উত্তম ব্রহ্মণ এবং সাধু কেহই না থাকিত তাহা হইলে বেদাদি সত্যশাস্ত্রের স্বর সহিত পঠন ও পাঠনা এবং জৈন, মুসলমান এবং খৃষ্টিয়ানদের জাল হইতে রক্ষা করিয়া আর্য্যদিগকে বেদাদি শাস্ত্রে প্রীতিযুক্ত করিয়া বর্ণাশ্রম সমূহে প্রতিষ্ঠিত করিতে কে সমর্থ হইত? "বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যম্" (মনু) বিষ হইতেও অমৃত গ্রহণীয় অর্থাৎ পোপ লীলার প্রতারণা হইতে ও জৈনাদি মত হইতে আর্য্যদিগের রক্ষা পাওয়া, বিষমধ্য হইতে অমৃতের গ্রহণ তুল্য বুঝিতে হইবে। যখন যজমান বিদ্যাহীন হইল তখন নিজেরা কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা এবং পূজাবিধি পাঠ করিয়া অভিমান বশতঃ আগমন করতঃ পরস্পর একমত হইয়া রাজাদিগকে বলিল যে ব্রাহ্মণ এবং সাধু দণ্ড-নীয় নহে। দেখ! "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" "সাধুর্নহন্তব্যঃ" এইরূপ প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং সাধুদিগকে লক্ষ্য-করিয়া যে সকল বচন আছে, উহা "পোপ" মহাশয়েরা আপনাদিগের উপর আরোপিত করিল এবং অন্যান্য মিথ্যা বচনযুক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া উহাতে ঋষি এবং মুনিদিগের নাম প্রবিষ্ট করাই তাঁহাদিগের নামে উক্ত গ্রন্থ সকল শুনাইতে লাগিল। উক্ত ঋষি এবং মুনিদিগের নাম লইয়া আপনাদিগের উপর দণ্ডের ব্যবস্থা উঠাইয়া দিল। পরে যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিল অর্থাৎ এরূপ কঠিন নিয়ম সকল প্রচলিত করিল যে উক্ত "পোপ"দিগের আজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহ শয়ন, উত্থান, উপবেশন, গমন, আগমন, ভোজন এবং পানাদিও করিতে পারিত না। রাজাদিগকে এইরূপ নিশ্চয় করাইয়া দিল উক্ত "পোপ" নামা এবং নামে মাত্রে ব্রাহ্মণ এবং সাধুগণ যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন অথচ তাঁহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইবে না, এমকি মনেও তাঁহাদিগের উপর দণ্ড দিবার ইচ্ছা করা উচিত নহে, এইরূপ শিক্ষা হইল। যখন এইরূপ মূর্খতা জন্মিল তখন "পোপ"দিগের যেরূপ ইচ্ছা হইতে লাগিল তদ্রূপ করিতে এবং অপরকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে লাগিল। এইরূপ বিকৃতির মূল, মহা-ভারতের যুদ্ধের এক সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ উক্ত সময়ে ঋষি ও মুনি থাকিলেও অল্প পরিমাণে আলস্য, প্রমাদ, ঈর্ষা এবং দ্বেষের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল এবং উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। যখন সত্য উপদেশ আর রহিল না তখন আর্য্যাবর্ত্তে অবিদ্যা বিস্তৃত হইয়া পরস্পর বিবাদ এবং বিরোধ আরম্ভ হইল। কারণ:—

উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ।

ইতরথান্ধপরম্পরা। সাংখ্যঃ। অঃ ৩। সূঃ ৭৯। ৮১॥

অর্থাৎ যখন উপদেশক উত্তম থাকেন তখন উত্তম প্রকার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং যখন উত্তম উপদেশক এবং শ্রোতা না থাকেন তখন অন্ধপরম্পরা চলিয়া থাকে। পুনরায় যখন সৎপুরুষ উৎপন্ন হইয়া সত্যোপদেশ করেন তখন অন্ধপরম্পরা নষ্ট হইয়া পরম্পরায় জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়। এদিকে এই সকল "পোপ" আপনি অপরের এবং অন্যকে আপনার চরণ পূজা করিতে এবং করাইতে আরম্ভ করিল এবং কহিতে লাগিল যে ইহাতেই তোমাদিগের কল্যাণ হইবে। যখন সকল লোক ইহাদিগের বশীভূত হইয়া বিষয়াসক্তি এবং

প্রমাদে নিমগ্ন হইল তখন মূর্খ কৃষকের ন্যায় মিথ্যা গুরু এবং শিষ্যের প্রভাবে বিদ্যা, বল, বুদ্ধি, পরাক্রম এবং শূরবীরত্বাদি শুভ গুণ সমস্তই নষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর বিষয়াসক্ত হইয়া গুপ্তভাবে মাংস এবং মদ্য সেবন আরম্ভ করিল। পরে উহাদিগের মধ্যে একজন বামমার্গী উত্থিত হইয়া "শিব উবাচ", "পার্ব্বত্যুবাচ" এবং "ভৈরব উবাচ ইত্যাদি লিখিয়া গ্রন্থ রচনা করিল এবং তাহার তন্ত্র নাম দিয়া উহাতে অদ্ভুত অদ্ভুত বিচিত্র লীলার কথা সন্নিবেশিত করিল। যেমন :—

মদ্যং মাংসং চ মীনং চ মুদ্রা মৈথুনমেবচ।
এতে পঞ্চ মকারাঃ স্যুর্মোক্ষদা হি যুগে যুগে॥ কালীতন্ত্র॥
প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্॥ কুলার্ণব তন্ত্র॥
পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।
পুনরুত্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্র॥
মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্ব্বযোনিষু।
বেদ শাস্ত্র পুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।
একৈব শাম্ভবী মুদ্রা গুপ্তা কুলবধূরিব॥ জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র॥

দেখ গণ্ডমূর্খ "পোপ"দিগের লীলা! বামমার্গী সকল বেদবিরুদ্ধ ও মহা অধর্ম্মের কার্য্য সকলকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। "মদ্য, মাংস, মীন অর্থাৎ মৎস্য, মুদ্রা (লুচি, কচুরি, এবং বৃহৎ রুটি প্রভৃতি অর্থাৎ চর্ব্বণ যন্ত্রের বিষয়ীভূত) এবং পঞ্চম মৈথুন অর্থাৎ সকল পুরুষকে শিব এবং সকল স্ত্রীকে পার্ব্বতীর তুল্য মনে করিয়া

অহং ভৈরব স্ত্বং ভৈরবীহ্যাবয়োরস্তু সঙ্গমঃ॥

যে কোন স্ত্রী অথবা পুরুষ হউক এই সকল প্রমাণশূন্য বচন পাঠ করিয়া বামমার্গীসকল সমাগম করিতে দোষ বোধ করে না। অর্থাৎ যে সকল স্ত্রীলোকের স্পর্শ করাও উচিত নহে উহারা তাহাদিগকে অতি পবিত্র মনে করে। শাস্ত্রসমূহে রজস্বলাদি স্ত্রীর স্পর্শ নিষেধ আছে, কিন্তু বামমার্গিগণ তাহাদিগকে অতি পবিত্র মনে করে। এতদ্বিষয়ে ছাই ভস্ম শ্লোক :—

রজস্বলা পুষ্করং তীর্থং চাণ্ডালী তু স্বয়ং কাশী
চর্ম্মকারী প্রয়াগঃ স্যাদ্রজকী মথুরা মতা।
অযোধ্যা পুক্কসী প্রোক্তা। রুদ্রযামল তন্ত্র।

রজস্বলার সহিত সমাগম পুষ্করে স্নান তুল্য, চাণ্ডালী সমাগম কাশী যাত্রার তুল্য, চর্ম্মকারীর সহিত সমাগম প্রয়াগে স্নানের তুল্য, রজকীর সমাগম মথুরা যাত্রার তুল্য এবং ব্যাধ-কন্যার সমাগম

অযোধ্যাতীর্থ পর্য্যটনের তুল্য। মদ্যের নাম "তীর্থ" মাংসের নাম "শুদ্ধি" এবং "পুষ্প", মৎস্যের নাম তৃতীয়া "জলতুম্বিকা", মুদ্রার নাম চতুর্থী এবং মৈথুনের নাম "পঞ্চমী" নাম রাখিয়াছেন। অপরে যাহাতে না বুঝিতে পারে এইজন্যই এই সব নাম রাখিয়াছে। আপনাদিগের নাম কৌল, আর্দ্রবীর, শাম্ভব এবং গণ ইত্যাদি রাখে এবং যাহারা বামমার্গে রত নহে তাহাদিগের "কণ্টক" বিমুখ এবং শুষ্কপশু আদি নাম রাখে ও বলে যে যখন ভৈরবী চক্র হয় তখন ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই দ্বিজ হইয়া যায় এবং যখন ভৈরবী চক্র হইতে পৃথক হয় তখন সকলে আপনার আপনার বর্ণস্থ হইয়া যায়। ভৈরবীচক্রে বামমার্গী লোক ভূমির অথবা পীঠের উপর এক বিন্দু, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, অথবা বর্ত্তুলাকার রচনা করিয়া উহার উপর মদ্য কলস রাখিয়া উহার পূজা করে। এই মন্ত্র পাঠ করে যে "ব্রহ্মশাপং বিমোচয়" "হে মদ্য তুমি ব্রহ্মাদির শাপ হইতে বিমুক্ত।" যে স্থানে বামমার্গী ব্যতিরেকে অন্য কেহই আসিতে পারে না এমন কোন এক গুপ্ত স্থানে স্ত্রীলোক এবং পুরুষ একত্রিত হয়। সেই স্থানে এক স্ত্রীকে বিবস্ত্র করতঃ পূজা করে এবং স্ত্রীলোকেরা এক পুরুষকে বিবস্ত্র করতঃ পূজা করে। পরে কাহারও স্ত্রী, কাহারও কন্যা, কাহারও মাতা, ভগ্নী এবং পুত্রবধূ আদি আসিয়া উপস্থিত হয়। এক পাত্রে মদ্যপূর্ণ করিয়া মাংস এবং পিষ্টক আদি রক্ষিত থাকে। যে উহাদিগের আচার্য্য হয় সে হস্তে উক্ত মদ্যের পানপাত্র লইয়া বলে যে "ভৈরবোঽহম্, শিবোঽহম্" অর্থাৎ আমি ভৈরব এবং আমি শিব ইত্যাদি এবং এইরূপ বলিয়া উহা পান করে। পরে উক্ত উচ্ছিষ্ট পাত্র লইয়া সকলেই পান করে। তখন স্ত্রী অথবা বেশ্যাকে কিম্বা কোন পুরুষকে বিবস্ত্র করিয়া হস্তে তরবারি দিয়া স্ত্রীর নাম দেবী এবং পুরুষের নাম মহাদেব রাখে এবং উহাদিগের উপস্থেন্দ্রিয়ের পূজা করে পরে উক্ত দেবী অথবা শিবকে পানপাত্রপূর্ণ মদ্য পান করাইয়া সেই উচ্ছিষ্ট পাত্রে সকলেই পান করে এবং উক্ত ক্রমানুসারে সকলেই পুনঃ পুনঃ পান করতঃ উন্মত্ত হইয়া কাহারও ভগ্নী, কন্যা অথবা মাতা যেই হউক ইচ্ছা হইলে তাহার সহিত কুকর্ম্ম করিয়া থাকে। কখন কখন অত্যন্ত মত্ত হইলে জুতা, লাথি, মুষ্টামুষ্টি অথবা চুলাচুলি দ্বারা প্রহার করতঃ বিবাদ করে। কাহারও বা বমন হইয়া থাকে এবং তখন সেই স্থানে উপস্থিত কোন অঘোরী অর্থাৎ যে সকলের মধ্যে সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয় সে সেই উদ্বান্ত পদার্থ সকল ভক্ষণ করে। ইহাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ কথা আছে যে :—

হালাং পিবতি দীক্ষিতস্য মন্দিরে সুপ্তো নিশায়াং গণিকাগৃহেষু। বিরাজতে কৌলবচক্রবর্ত্তী ॥

যে দীক্ষিতের অর্থাৎ শৌণ্ডিকের গৃহে যাইয়া বোতলের উপর বোতল পান করে, এবং বেশ্যাগৃহে যাইয়া উহার সহিত কুকর্ম্ম করতঃ শয়ন করে, এই সকল কর্ম্ম যে নির্লজ্জ ও নিঃশঙ্ক হইয়া করে তাহাকেই বামমার্গীদিগের মধ্যে সর্ব্বোপরি পরিগণিত করে এবং মুখ্য চক্রবর্ত্তী রাজার সমান মনে করে। অর্থাৎ নিকৃষ্টতম কুকর্ম্মী উহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং যে সৎকর্ম্মকারী ও মন্দ কার্য্যে ভীত সেই নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা :—

পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।

জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্র। শ্লোঃ ৪৩ ॥

তন্ত্রে এইরূপ কথিত আছে যে, লোকলজ্জা, শাস্ত্রলজ্জা, কুললজ্জা এবং দেশলজ্জা আদি পাশে যে বদ্ধ আছে সেই জীব এবং যে নির্লজ্জ হইয়া মন্দকার্য্য করে সেই সদাশিব।

উড্ডীস তন্ত্রাদিতে একপ্রকার প্রয়োগ লিখিত আছে যে এক বাটীতে চারিদিকে গৃহ থাকিবে এবং উহাতে প্রত্যেক গৃহে মদ্যের বোতল পূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিবে। এক গৃহে এক বোতল মদ্য পান করিয়া দ্বিতীয় গৃহে যাইবে, তথায় পূর্ব্বরূপ পান করিয়া তৃতীয় গৃহে যাইবে এবং তৃতীয় গৃহে পান করিয়া চতুর্থ গৃহে যাইবে। দণ্ডায়মান হইয়া যতক্ষণ কাষ্ঠের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত না হয়, ততক্ষণ মদ্য পান করিবে। যখন মত্ততা চলিয়া যাইবে তখন আবার তদ্রূপে পান করতঃ পুনরায় পতিত হইবে। পুনরায় তৃতীয়বার এইরূপে পান করতঃ পতিত হইবার পর উঠিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। অর্থাৎ ইহা সত্য যে এইরূপ মনুষ্যের পুনরায় মনুষ্যজন্ম হওয়া অতি কঠিন পরন্তু নীচ যোনিতে পতিত হইয়া বহুকাল যাবৎ অবস্থান করিবে। বামমার্গীদিগের তন্ত্রগৃহে এইরূপ নিয়ম আছে যে কেবল মাতাকে বাদ দিয়া অন্য কোন স্ত্রীকে ত্যাগ করা উচিত নহে অর্থাৎ কন্যাই হউক অথবা ভগ্নীই হউক উহার সহিত সঙ্গম করা উচিত। এই বামমার্গীদিগের মধ্যে দশমহাবিদ্যা প্রসিদ্ধ আছে। উহার মধ্যে একপ্রকার লোককে মাতঙ্গীবিদ্যা বিশিষ্ট বলে যে "মাতরমপি ন ত্যজেৎ" অর্থাৎ মাতার সহিতও সমাগম করিতে ছাড়িবে না। উহারা স্ত্রী ও পুরুষের সমাগমের সময় এইরূপ মন্ত্র জপ করে যে যাহাতে উহারা সিদ্ধিলাভ করে। এরূপ উন্মত্ত মহামূর্খ সমস্ত সংসারেও অধিক নাই! যে লোক মিথ্যা প্রচার করিতে ইচ্ছা করে সে অবশ্যই সত্যের নিন্দা করিবে। দেখ! বামমার্গী বলে যে বেদ, শাস্ত্র এবং পুরাণ এ সকল সামান্য বেশ্যাদিগের তুল্য এবং বামমার্গের যে শাম্ভবীমুদ্রা উহা গুপ্ত কুলবধূর তুল্য। এইজন্য ইহারা কেবল বেদবিরুদ্ধ মত স্থাপন করিয়াছে। পরে যখন ইহাদিগের মত অত্যন্ত প্রচলিত হইল তখন ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক বেদের নাম লইয়া বামমার্গের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লীলা প্রচলিত করিল। অর্থাৎ—

সৌত্রামণ্যাং সুরাং পিবেৎ।
প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি ॥
ন মাংসভক্ষনে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥

মনুঃ অঃ ৫। ৫৬ ॥

সৌত্রামণি যজ্ঞে মদ্য পান করিবে। ইহার অর্থ এই যে সৌত্রামণি যজ্ঞে সোমরস অর্থাৎ সোমলতার রস পান করিবে। প্রোক্ষিত অর্থাৎ যজ্ঞে মাংসভোজনে দোষ নাই। এইরূপ বামমার্গিগণ পামরের সদৃশ কার্য্যসকল প্রচলিত করিয়াছিল। উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে বৈদিকী হিংসা

যদি হিংসা না হইল তাহা হইলে তোমাকে এবং তোমার কুটুম্বদিগকে মারিয়া হোম করিলে তাহাতে চিন্তা কি? মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান এবং পরস্ত্রীগমনাদিতে দোষ নাই ইহা বলা বালকত্ব মাত্র। কারণ প্রাণিদিগকে পীড়া না দিয়া মাংস প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং বিনা অপরাধে পীড়া দেওয়া ধর্মের কার্য্য নহে। মদ্যপানের তো সর্ব্বথা নিষেধই আছে। কারণ অদ্য পর্য্যন্ত বামমার্গীদিগের গ্রন্থ ব্যতিরেকে কোন গ্রন্থেই ইহার বিধি লিখিত নাই বরং সর্ব্বত্র নিষেধ আছে। বিবাহ ব্যতিরেকে মৈথুনেও দোষ আছে। যে উহাকে নির্দ্দোষ কহে তাহাকেই দুষ্ট বলিতে হইবে। উহারা এইরূপ বচন সকল ঋষিদিগের গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিয়া এবং নানা ঋষি মুনির নাম লইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়া গোমেধ ও অশ্বমেধ নামক যজ্ঞও করাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। অর্থাৎ এই সকল পশুকে মারিয়া হোম করিলে যজমান এবং পশু উভয়ের স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে এইরূপ প্রচার করিয়াছিল। এই প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে ইহা নিশ্চিত যে উহারা ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে অশ্বমেধ, গোমেধ এবং নরমেধ আদি যে সকল শব্দ আছে তাহার প্রকৃত অর্থ স্বরূপতঃ জানিত না, অন্যথা এরূপ অনর্থ কেন করিল?

প্রশ্ন—অশ্বমেধ, গোমেধ এবং নরমেধ আদি শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—ইহার উত্তর এই—

রাষ্ট্রং বা অশ্বমেধঃ। শতঃ ১৩।১।৬।৩

অন্নং হি গৌঃ। শতঃ ৪।৩।১।২৫॥

অগ্নির্ব্বা অশ্বঃ। আজ্যং মেধঃ॥ শতপথ ব্রাহ্মণে॥

অশ্ব এবং গো প্রভৃতি পশু এবং মনুষ্য মারিয়া হোম করা কুত্রাপি লিখিত নাই। কেবল বামমার্গীদিগের গ্রন্থে এইরূপ অনর্থ লিখিত আছে। এ সকল বিষয় বামমার্গিগণ প্রচলিত করিয়াছিল এবং যে যে স্থলে লিখিত আছে সেই সেই স্থলে উহারা প্রক্ষেপ করিয়াছে। দেখ! রাজা ন্যায় এবং ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া এবং বিদ্যা দান করিলে যজমান হন এবং অগ্নিতে ঘৃতাদির হোম করাকে অশ্বমেধ বলে। অন্ন, ইন্দ্রিয়সকল, কিরণ ও পৃথিবী আদি পবিত্র রাখাকে গোমেধ ও মনুষ্য মরিয়া গেলে বিধিপূর্ব্বক তাহার শরীর দাহ করাকে নরমেধ বলিত।

প্রশ্ন—যজ্ঞকর্ত্তা বলে যে যজ্ঞ করিলে যজমান ও পশু স্বর্গগামী হয় এবং লোকে হোমের পর পশুকে পুনরায় জীবিত করিত। এ কথা কি সত্য?

উত্তর—সত্য নহে। কারণ যদি স্বর্গে যাইত তাহা হইলে এই কথা যাহারা বলে উহাদিগকে মারিয়া হোমকরতঃ স্বর্গে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। অথবা উহাদিগের প্রিয় পিতা, মাতা, স্ত্রী এবং পুত্রাদিকেও মারিয়া হোমকরতঃ কেন স্বর্গে পাঠাইত না অথবা বেদীর উপর কেনই বা বাঁচাইয়া দেওয়া হইত না?

প্রশ্ন—যখন যজ্ঞ করা হইত তখন বৈদিকমন্ত্র পাঠ করা হইত। যদি বেদে না থাকিত তাহা হইলে কোথা হইতে পাঠ করিত?

উত্তর—কোন স্থলে মন্ত্রপাঠ করিলে উহা নিবারিত হইতে পারে না, কারণ মন্ত্র একটী শব্দমাত্র। পরন্তু পশুকে মারিয়া হোম করিবে এরূপ উহার অর্থ নহে। যেমন "অগ্নয়ে স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ এই যে অগ্নিতে হবিঃ পুষ্ট্যাদিকারক ঘৃতাদি উত্তম পদার্থ দ্বারা হোম করিলে বায়ু, বৃষ্টি এবং জল বিশুদ্ধ হইয়া জগতের সুখকারক হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত মূঢ়গণ এই সত্য অর্থ বুঝিতে পারে নাই। কারণ স্বার্থ বুদ্ধি হইলে কেবল আপনার স্বার্থসম্পাদন ব্যতিরেকে অন্য কিছুই জানিতে এবং বুঝিতে পারে না। এই সকল "পোপ"দিগের এইরূপ অনাচার দেখিয়া বিশেষতঃ মৃতের তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি দর্শন করিয়া এক মহাভয়ঙ্কর ও বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দুক বৌদ্ধ এবং জৈনমত প্রচলিত হইল। শুনা যায় যে এই দেশের অন্তর্বর্ত্তী গোরখপুরে এক রাজা ছিল। পোপেরা অশ্বের সহিত তাহার প্রিয় মহিষীর সমাগম করাইলে মহিষীর মৃত্যু হওয়াতে তিনি বৈরাগ্যবান্ হইয়া আপনার পুত্রকে রাজ্য প্রদানকরতঃ সাধু হইয়া "পোপ"-দিগের রহস্যভেদ করিতে লাগিলেন। ইহারই শাখাস্বরূপ চার্ব্বাক এবং আভাণক মতও স্থাপিত হইয়াছিল। উহারা এইরূপ শ্লোক রচনা করিয়াছিল—

পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে ॥
মৃতানামিহ জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তি কারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্ ॥

পশু মারিয়া অগ্নিতে হোম করিলে সেই পশু যদি স্বর্গে যায় তবে যজমান আপনার পিতাকে মারিয়া কেন স্বর্গে প্রেরণ করে না? যদি শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ মৃত মনুষ্যের তৃপ্তিদায়ক হইত তাহা হইলে বিদেশ গমনকারী মনুষ্যের পথের উপযুক্ত ব্যয় ও পান ভোজনাদির জন্য ধনাদি গ্রহণ করা বৃথা। কারণ যদি শ্রাদ্ধ এবং তর্পণদ্বারা মৃতকের নিকট অন্ন ও জল উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে পরদেশস্থিত অথবা পথিস্থ জীবিত পুরুষের জন্য গৃহে পাক প্রস্তুত করিয়া অন্ন পাত্রের নিকট জলপূর্ণ ঘটী উহার নামে রাখিলে কেন না উহার নিকট উপস্থিত হইবে? যদি জীবিত পক্ষে দূর দেশ অথবা দশ হাত অন্তরে উপবিষ্ট হইলে প্রদত্ত বস্তু উপস্থিত হয় না তখন মৃতের নিকট কোন প্রকারেই যাইতে পারে না। উহাদিগের এই সকল যুক্তিসিদ্ধ উপদেশ লোকে মানিতে লাগিল এবং উহাদিগের মত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যখন অনেক রাজা এবং ভূমিপতি উক্ত মতাবলম্বী হইল, তখন "পোপ" মহাশয়ও সেইদিকে হেলিলেন। কারণ উহারা যে স্থানে অধিক লাভ প্রাপ্ত হয় সেইদিকেই যায়, সুতরাং উহারাও জৈন হইতে চলিল। জৈনদিগের মধ্যেও অনেক "পোপ" লীলা আছে। উহা ১২ সমুল্লাসে লিখিত হইবে। অনেকেই ইহাদিগের মত স্বীকার করিল; কেবল কতক লোক যাহারা পর্ব্বতে, কাশীতে, কনোজে, পশ্চিমে এবং দক্ষিণদেশে ছিল তাহারা জৈনদিগের মত স্বীকার করিল না। জৈনীগণ বেদের অর্থ না জানিয়া "পোপ"দিগের বাহ্য লীলা দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়া বেদ মনে করিয়া বেদের নিন্দা করিতে লাগিল। বেদের পঠন ও পাঠন, যজ্ঞোপবীতাদি এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়মেরও নাশ করিল এবং যে স্থানে যত বেদাদি সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রাপ্ত হইল তৎসমস্ত নষ্ট করিল। আর্য্যদিগের উপর অত্যন্ত প্রভুত্ব করিতে লাগিল

এবং দুঃখ দিতে লাগিল। যখন আর উহাদিগের অন্য কাহারও ভয় রহিল না তখন আপনাদিগের মতাবলম্বী গৃহস্থ ও সাধুদিগের সম্মান করিতে লাগিল এবং বেদমার্গীদিগকে অপমান করিতে ও পক্ষপাত পূর্ব্বক দণ্ডও দিতে আরম্ভ করিল। আপনারা সুখে, স্বচ্ছন্দে এবং দর্পে স্ফীত হইয়া ফিরিতে লাগিল। ঋষভ দেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত আপনাদিগের তীর্থঙ্করদিগের বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে লাগিল। জৈনদিগের হইতেই পাষাণাদি মূর্ত্তি পূজার মূল আরম্ভ হইল। পরমেশ্বরের সম্মান ন্যূন হইল এবং সকলে পাষাণাদি মূর্ত্তি পূজায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপ তিনশত বর্ষ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে জৈনদিগের রাজত্ব রহিল এবং বেদার্থজ্ঞান প্রায়ই লুপ্ত হইয়া গেল। অনুমানানুসারে প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইল এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল।

দ্বাবিংশ শত বর্ষ অতীত হইল দ্রাবিড় দেশোৎপন্ন এক ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ব্যাকরণাদি সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করতঃ চিন্তা করিয়াছিলেন যে হায়! সত্য আস্তিক বেদমত লুপ্ত হওয়াতে এবং নাস্তিক জৈনমত প্রচলিত হওয়াতে অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। ইহাকে কোন প্রকারে নিরস্ত করা আবশ্যক। শঙ্করাচার্য্য শাস্ত্রসকল অবশ্য পাঠ করিয়াছিলেন এবং জৈনমতের গ্রন্থও তাঁহার পড়া ছিল। তাঁহার বিচারশক্তি সাতিশয় প্রবল ছিল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন উহাদিগকে কি প্রকারে নিরস্ত করা যায়। পরে ঠিক করিলেন যে উপদেশ এবং শাস্ত্রার্থ দ্বারা এই সকল লোক নিরস্ত হইবে। এইরূপ বিচার করিয়া তিনি উজ্জয়িনী নগরীতে আগমন করিলেন। তৎকালে উক্ত নগরীতে সুধন্বা নামক রাজা ছিলেন এবং তিনি জৈনদিগের গ্রন্থ এবং কিছু সংস্কৃতও পাঠ করিয়াছিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া শঙ্করাচার্য্য বেদের উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে আপনি সংস্কৃত এবং জৈনদিগের গ্রন্থও পাঠ করিয়াছেন এবং জৈনমত বিশ্বাস করেন। এইজন্য আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে আপনি আমাকে জৈন পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রার্থ বিচার করান। এই প্রতিজ্ঞা থাকিবে যে, যে পরাজিত হইবে সে জয়কর্ত্তার মত স্বীকার করিয়া লইবে এবং স্বয়ং উক্ত জয়কর্ত্তার মতাবলম্বী হইবে। রাজা সুধন্বা যদিও জৈনমতাবলম্বী ছিলেন তথাপি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করা নিবন্ধন তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যা প্রকাশবিশিষ্ট ছিল এবং সেইজন্য তাঁহার মন পশুতায় আবৃত ছিল না। কারণ যিনি বিদ্বান্ তিনি সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া সত্যের গ্রহণ এবং অসত্যের পরিহার করেন। যে পর্য্যন্ত সুধন্বা রাজা বিশিষ্ট বিদ্বান্ উপদেশক পান নাই সে পর্য্যন্ত তাঁহার সন্দেহ ছিল যে ইহাদিগের মধ্যে কোন্ মত সত্য এবং কোন্ মত অসত্য। তিনি যখন শঙ্করাচার্য্যের এই কথা শুনিলেন তখন অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন যে আমি শাস্ত্রার্থ বিচার করাইয়া অবশ্যই সত্যাসত্যে নির্ণয় করাইব। তিনি জৈন পণ্ডিতদিগকে বহু দূর হইতে আহ্বান করিয়া এক সভা করাইলেন। উহাতে বিচারের জন্য শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে বেদমত এবং জৈনদিগের পক্ষে বেদবিরুদ্ধ মত ছিল। শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে বেদমত স্থাপন ও জৈনমত খণ্ডন বিষয় ছিল এবং জৈনদিগের পক্ষে আপনাদিগের মত স্থাপন ও বেদমত খণ্ডন বিষয় ছিল। শাস্ত্রার্থ বিচার কয়েক দিন যাবৎ হইল। জৈনদিগের প্রকাশিত মত এইরূপ ছিল যে সৃষ্টির কর্ত্তা অনাদি ঈশ্বর কেহ নাই, এই জগৎ এবং জীব অনাদি এবং এই উভয়ের উৎপত্তি এবং নাশ কখনও হয় না। শঙ্করাচার্য্যের

মত ইহার বিরুদ্ধ ছিল। তিনি বলিলেন যে অনাদি সিদ্ধ পরমাত্মাই জগতের কর্ত্তা ; এই জগৎ এবং জীব মিথ্যা কারণ উক্ত পরমেশ্বর আপনার মায়া হইতেই জগতের নির্ম্মাণ ধারণ এবং প্রলয় করিয়া থাকেন এবং এই (জগৎ) প্রপঞ্চ ও জীব স্বপ্নবৎ মাত্র। পরমেশ্বর স্বয়ংই সমস্ত জগৎরূপ হইয়া লীলা বিস্তার করিতেছেন। বহু দিন যাবৎ শাস্ত্রার্থ বিচার হইতে লাগিল পরন্তু অবশেষে যুক্তি ও প্রমাণবলে জৈনদিগের মত খণ্ডিত হইল এবং শংঙ্করাচার্য্যের মত অখণ্ডিত রহিল। তখন উক্ত জৈনপণ্ডিতগণ এবং রাজা সুধন্বা বেদমত স্বীকার করিয়া লইলেন এবং জৈনমত পরিত্যাগ করিলেন। তখন অতিশয় কোলাহল উত্থিত হইল এবং সুধন্বা রাজা আপনার অপরাপর ইষ্টমিত্র রাজাদিগকে পত্র লিখিয়া শঙ্করাচার্য্য দ্বারা শাস্ত্রার্থ বিচার করাইলেন। পরে জৈনদিগের পরাজয়ের সময় আসিয়াছিল বলিয়া উহাদিগের পরাজয় হইতে লাগিল। তৎপশ্চাৎ সুধন্বা প্রভৃতি রাজগণ শঙ্করাচার্য্যের সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে পরিভ্রমণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং তাঁহার রক্ষার জন্য তাঁহার সহিত ভৃত্য এবং সেবকও রাখিয়া দিলেন। উক্ত সময় হইতে সকলের যজ্ঞোপবীত হইতে লাগিল এবং বেদ সকলের পঠন ও পাঠনা চলিতে লাগিল। দশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত দেশে পরিভ্রমণ করতঃ এইরূপে শঙ্করাচার্য্য জৈন মতের খণ্ডন এবং বেদ মতের মণ্ডন করিলেন। শঙ্করাচার্য্যের সময়েই জৈন প্রধ্বংস অর্থাৎ যত জৈনমূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে তৎসমস্তই শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ভগ্ন হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত যে সকল মূর্ত্তি অভগ্নাকারে পাওয়া যাইতেছে তৎসমস্ত পাছে ভগ্ন করিয়া দেয় এই ভয়ে জৈনগণ ভূমি মধ্যে নিহিত করিয়াছিল এবং সেই সকল মূর্ত্তিই আজ পর্য্যন্ত কোন কোন স্থানে ভূমি মধ্য হইতে নিষ্কাসিত হইতেছে। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে শৈবমতও অল্প পরিমাণে প্রচলিত ছিল। তিনি উক্ত মতের এবং বামমার্গীয় মতেরও খণ্ডন করিয়াছিলেন। উক্ত সময়ে এই দেশে প্রভূত ধন ছিল এবং স্বদেশ ভক্তিও অতিশয় প্রগাঢ় ছিল। শঙ্করাচার্য্য এবং সুধন্বা রাজা জৈনদিগের মন্দির ভগ্ন করেন নাই কারণ তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল যে উক্ত মন্দিরে বেদাদি অধ্যয়নের জন্য পাঠশালা স্থাপন করিবেন। যখন এইরূপে বেদ মত স্থাপন হইল এবং তাঁহারা বিদ্যা প্রচারের জন্য চিন্তা করিতেছিলেন তখন এইরূপ ঘটনা হইল। দুইজন জৈন নামেমাত্র বেদমতাবলম্বী কিন্তু ভিতরে কঠোর জৈনমতবিশ্বাসী কপট মুনি ছিল। শঙ্করাচার্য্য উহাদিগের উপর অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। উহারা উভয়ে অবসর পাইয়া শঙ্করাচার্য্যকে এরূপ বিষযুক্ত পদার্থ ভোজন করাইল যে তাঁহার ক্ষুধামান্দ্য হইল এবং শরীরে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ বিস্ফোটক নির্গত হইয়া ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহার দেহান্ত হইল। তখন সকলে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল এবং বিদ্যা প্রচারের ব্যবস্থা হইবার যে কথা ছিল তাহাও ঘটিয়া উঠিল না। শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যাদি যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার শিষ্যেরা প্রচার করিতে লাগিল অর্থাৎ জৈন মত খণ্ডনের জন্য ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্মের একতা যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহার উপদেশ দিতে লাগিল। দক্ষিণে শৃঙ্গেরী, পূর্ব্বে ভূগোবর্দ্ধন, উত্তরে জোশী এবং দ্বারিকায় সারদা মঠ স্থাপন করিয়া শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ মোহান্ত হইয়া এবং ধনী হইয়া আনন্দ করিতে লাগিল। কারণ শঙ্করাচার্য্যের পর তাঁহার শিষ্যদিগের অতিশয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

এক্ষণে ইহা বিচার করিয়া বুঝা উচিত যে জীব ও ব্রহ্মের একতা এবং জগৎ মিথ্যা

ইত্যাদিরূপ যে শঙ্করাচার্যের মত তাহা উৎকৃষ্ট মত নহে। তবে যদি তিনি জৈনমত খণ্ডনের নিমিত্ত উক্ত মত স্বীকার করিয়া থাকেন তবে অপেক্ষাকৃত ভাল বলিতে হইবে। নবীন বেদান্তীদিগের মত এইরূপ।

প্রশ্ন—জগৎ স্বপ্নবৎ, রজ্জুতে সর্প, শুক্তিকায় রজত, মৃগতৃষ্ণিকায় জল, গন্ধর্ব্ব নগর এবং ইন্দ্রজালের সদৃশ এই সংসার মিথ্যা এবং এক ব্রহ্মই সত্য।

সিদ্ধান্তী—তুমি মিথ্যা কাহাকে কহিতেছ?

নবীন—যে বস্তু নাই অথচ প্রতীত হয়।

সিদ্ধান্তী—যে বস্তুই নাই তাহার প্রতীতি কিরূপে হইতে পারে?

নবীন—অধ্যারোপ দ্বারা।

সিদ্ধান্তী—অধ্যারোপ কাহাকে বলিতেছ?

নবীন—"বস্তুন্যবস্ত্বারোপণমধ্যাসঃ" "অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিস্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে"; পদার্থ অন্য কিছু হইলেও উহাতে অন্যবস্তুর আরোপণ করা অধ্যাস, অধ্যারোপ এবং উহার নিরাকরণ অপবাদ। এই দুই হইতে প্রপঞ্চ রহিত ব্রহ্মে প্রপঞ্চরূপ জগৎ বিস্তৃত হয়।

সিদ্ধান্তী—তুমি রজ্জুকে বস্তু এবং সর্পকে অবস্তু মনে করিয়া এই ভ্রমজালে পতিত হইয়াছে। সর্প কি বস্তু নহে? যদি রজ্জুতে উহা নাই, তবে দেশান্তরে আছে এবং উহার সংস্কারমাত্র হৃদয়ে আছে। তাহা হইলে সর্পও আর বস্তু রহিল না। এইরূপ স্থাণুতে পুরুষ এবং শুক্তিকায় রজত ইত্যাদির ব্যবস্থা বুঝিয়া লইতে হইবে। স্বপ্নাবস্থাযও যাহার ভান জ্ঞান হয় তাহা দেশান্তরে আছে এবং তাহার সংস্কার মনেও আছে সুতরাং স্বপ্ন ও বস্তুতে অবস্তুর আরোপণের তুল্য নহে।

নবীন—যাহা কখন দেখা বা শুনা যায় নাই যেরূপ আপনার শিরচ্ছেদন হইতেছে এবং স্বয়ংই রোদন করিতেছি, এবং জলের ধারা উপরে প্রবাহিত হইতেছে ইত্যাদি যাহা কখন ঘটে নাই এইরূপ দেখা যায় তাহা কিরূপে সত্য হইতে পারে?

সিদ্ধান্তী—এ দৃষ্টান্তও তোমার পক্ষ সিদ্ধ করিতেছে না। কারণ না দেখিলে বা না শুনিলে সংস্কার হয় না; সংস্কার ব্যতিরেকে স্মৃতি এবং স্মৃতি ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ অনুভব হয় না। যখন কেহ দেখিয়াছে অথবা শুনিয়াছে যে অমুকের শিরচ্ছেদন হইয়াছে এবং উহার ভ্রাতা অথবা পিত্রাদিকে যুদ্ধস্থলে প্রত্যক্ষ রোদন করিতে দেখিয়াছে এবং যখন প্রস্রবণের জল উপরে চলিতে কেহ দেখিয়াছে অথবা শুনিয়াছে তখন উহার সংস্কার তাহার আত্মায় জন্মিয়া থাকে। যখন এ সকল জাগ্রত পদার্থ হইতে স্বতন্ত্ররূপ দেখিতে পায় তখন সে আপনার আত্মায়ই উক্ত সমস্ত পদার্থ যাহা শুনিয়াছে বা দেখিয়াছে তাহাই দেখিতে পায়। যখন আপনার সম্বন্ধে তৎসমস্ত দেখিতে পায় তখনই জানিতে হইবে যে, সে আপনার শিরচ্ছেদন হইতেছে, স্বয়ং বিলাপ করিতেছে এবং জলপ্রবাহ উপরে চলিতেছে এইরূপ দেখিতে পায়। সুতরাং ইহাও বস্তুতে অবস্তুর আরোপণের তুল্য হইল না। পরন্তু যেরূপ কোন চিত্রকর পূর্ব্বদৃষ্ট অথবা শ্রুত বিষয় নিজের মন

হইতে বাহির করিয়া কাগজের উপর অঙ্কিত করে অথবা যেরূপ কোন প্রতিবিম্ব লেখক প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহা আপনার মনে ধারণ করতঃ সম্যক্‌রূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়া থাকে তদ্রূপ এস্থলেও বুঝিতে হইবে। অবশ্য ইহা সত্য যে কখন কখন স্বপ্নাবস্থায় স্মরণযুক্ত প্রতীতি হয় যেরূপ আপনার অধ্যাপককে দেখিতেছি এবং কখন কখন দেখিবার এবং শুনিবার বহুকাল পরে অতীত জ্ঞান সাক্ষাৎকারের সময় স্মরণ থাকে না অর্থাৎ আমি উক্ত সময়ে উহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি অথবা করিয়াছি এবং এক্ষণে তাহাই দেখিতেছি, ও শুনিতেছি অথবা করিতেছি এরূপ স্মরণ থাকে না অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় যেরূপ স্মরণ হয় স্বপ্নাবস্থায় তদ্রূপ হয় না। দেখ জন্মান্ধ ব্যক্তির যখন রূপের স্বপ্ন হয় না তখন তোমার অধ্যাস এবং অধ্যারোপের লক্ষণ মিথ্যা। এতদ্ব্যতীত বেদান্তীরা যে বিবর্ত্তবাদের কথা বলে অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হইবার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মে জগতের প্রতীতি হইবার পক্ষে প্রদর্শন করে তাহাও সমীচীন নয়।

নবীন—অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অধ্যস্তের প্রতীতি হয় না। যেমন রজ্জু না থাকিলে সর্পেরও ভান হইতে পারে না। রজ্জুতে সর্প তিন কালেই নাই অথচ অন্ধকার এবং অল্প প্রকাশের সংযোগ অকস্মাৎ রজ্জুর দর্শন হইলে সর্পভ্রম উপস্থিত হইয়া ভীতিবশতঃ কম্প উপস্থিত হয়। পরে যখন দীপাদি দ্বারা দেখা যায় তখন উক্ত ভয় এবং ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায়। তদ্রূপ ব্রহ্মে জগতের মিথ্যা প্রতীতি হইয়াছে; ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলেই জগতের নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মের প্রতীতি হইয়া যায়, যেরূপ সর্পের নিবৃত্তি এবং রজ্জুর প্রতীতি হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্তী—ব্রহ্মে জগতের জ্ঞান কাহার হইয়াছে?

নবীন—জীবের।

সিদ্ধান্তী—জীব কোথা হইতে হইয়াছে?

নবীন—অজ্ঞান হইতে।

সিদ্ধান্তী—অজ্ঞান কোথা হইতে হইয়াছে এবং কোথায় রহিয়াছে?

নবীন—অজ্ঞান অনাদি এবং ব্রহ্মে অবস্থান করে।

সিদ্ধান্তী—ব্রহ্মে ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান হইল অথবা অন্য কোন বিষয়ের অজ্ঞান হইল এবং ঐ অজ্ঞান কাহার হইল?

নবীন—চিদাভাসের।

সিদ্ধান্তী—চিদাভাসের স্বরূপ কি?

নবীন—ব্রহ্ম; ব্রহ্মের ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান হইয়াছে অর্থাৎ আপনার স্বরূপকে আপনিই ভুলিয়া যান।

সিদ্ধান্তী—তাঁহার ভ্রম হইবার কারণ কি?

নবীন—অবিদ্যা।

সিদ্ধান্তী—অবিদ্যা কি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞের গুণ অথবা অল্পজ্ঞের?

নবীন—অল্পজ্ঞের।

সিদ্ধান্তী—তাহা হইলে তোমার মতানুসারে এক অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ চেতন ব্যতিরেকে অন্য কোন চেতন আছে কি না? অল্পজ্ঞ কোথা হইতে আসিল? অবশ্য যদি অল্পজ্ঞ চেতন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস কর তাহা হইলে সমীচীন হয়। যদি এক স্থানে ব্রহ্মে অপনার স্বরূপ সম্বন্ধীয় অজ্ঞান হয় তাহা হইলে উক্ত অজ্ঞান সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যেরূপ শরীরের বিস্ফোটকের পীড়া সমস্ত শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অপটু করিয়া দেয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও একদেশে অজ্ঞানী এবং ক্লেশযুক্ত হইলে সমস্ত ব্রহ্মই অজ্ঞানী এবং পীড়ানুভবযুক্ত হইয়া পড়েন।

নবীন—এ সমস্ত উপাধির ধর্ম্ম, ব্রহ্মের নহে।

সিদ্ধান্তী—উপাধি জড় অথবা চেতন; সত্য অথবা অসত্য?

নবীন—অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ উহাকে জড় বা চেতন, সত্য বা অসত্য কিছুই কহিতে পারা যায় না।

সিদ্ধান্তী—তোমার এ কথা "বদতো ব্যাঘাতঃ" ইহার তুল্য হইল; কারণ তুমি কহিতেছ যে অবিদ্যা আছে অথচ উহাকে জড় বা চেতন, সৎ অথবা অসৎ কহিতে পার না। ইহা এইরূপ হইল—সুবর্ণ এবং পিত্তল মিশ্রিত এক দ্রব্য কোন বণিকের নিকট পরীক্ষার জন্য লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে যে ইহা সুবর্ণ অথবা পিত্তল? তখন সে এইরূপ কহিলে যে ইহাকে আমি সুবর্ণও কহিতে পারি না এবং পিত্তলও কহিতে পারি না, ইহা দুই ধাতু মিশ্রিত।

নবীন—দেখুন যেরূপ ঘটাকাশ মঠাকাশ মেঘাকাশ এবং মহদাকাশোপাধি হয় অর্থাৎ ঘট, গৃহ এবং মেঘ থাকাতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হয় কিন্তু বস্তুতঃ মহদাকাশই আছে। তদ্রূপ মায়া, অবিদ্যা সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং অন্তঃকরণের উপাধিবশতঃ অজ্ঞানীদিগের নিকট ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হইয়া থাকেন কিন্তু বস্তুপক্ষে তিনি একই বস্তু। দেখ নিম্নলিখিত প্রমাণে কিরূপ কথিত হইয়াছে:—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

কঠ উঃ বল্লী ৫। মং ১॥

অগ্নি যেরূপ দীর্ঘ, বিস্তৃত, গোলাকার, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সমস্ত আকৃতি বিশিষ্ট পদার্থে ব্যাপক হইয়া তদাকার দৃশ্যমান হয় অথচ প্রকৃতপক্ষে উহাদিগের হইতে পৃথক, তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা অন্তঃকরণ সমূহে ব্যাপক হইয়া অন্তঃকরণাকার হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি উহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র।

সিদ্ধান্তী—তোমার এ কথা বলাও ব্যর্থ। কারণ যেরূপ ঘট, মঠ এবং আকাশকে ভিন্ন বলিয়া মানিতেছ তদ্রূপ কারণ কার্য্যরূপ জগৎ এবং জীবকে ব্রহ্ম হইতে এবং ব্রহ্মকে ইহাদিগের হইতে ভিন্ন বলিয়া মানিয়া লও।

নবীন—যেরূপ অগ্নি সকল পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া তদাকার দৃশ্যমান হয় তদ্রূপ পরমাত্মা জড় এবং জীবে ব্যাপক হইয়া আকারবিশিষ্ট অজ্ঞানীদিগের নিকট আকারবিশিষ্ট দৃশ্যমান হন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম জড় নহেন এবং জীবও নহেন। যেরূপ স্থাপিত জলের সহস্র কুণ্ডে সূর্য্যের সহস্র প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু বস্তুতঃ সূর্য্য এক। কুণ্ডের নাশ হইলে অথবা জলের চলন বশতঃ অথবা বিস্তার বশতঃ সূর্য্য নষ্ট হয় না। চালিত বা বিস্তৃত হন না, তদ্রূপ অন্তঃকরণে ব্রহ্মের আভাস পতিত হয় এবং উহাকেই চিদাভাস কহে। যতক্ষণ অন্তঃকরণ রহিয়াছে ততক্ষণ জীবও রহিয়াছে। যখন অন্তঃকরণের জ্ঞান নষ্ট হয় তখন জীব ব্রহ্মস্বরূপ হয়। এই চিদাভাসের উপর স্বকীয় ব্রহ্মস্বরূপের অজ্ঞান কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী, পাপী, পুণ্যাত্মা, জন্ম, মরণ আপনাতে আরোপিত করে এবং সে পর্য্যন্ত সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় না।

সিদ্ধান্তী—তোমার এ দৃষ্টান্ত ব্যর্থ। কারণ সূর্য্য আকারবিশিষ্ট এবং জলকুণ্ডও সাকার পদার্থ। সূর্য্য জলকুণ্ড হইতে পৃথক্ এবং সূর্য্য হইতেও জলকুণ্ড পৃথক্ ; এবং সেই কারণেই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। যদি সূর্য্য নিরাকার হইত তাহা হইলে তাহার প্রতিবিম্ব কখন হইত না। পরমেশ্বর নিরাকার এবং সর্ব্বত্র আকাশবৎ ব্যাপক বলিয়া ব্রহ্ম হইতে কোন পদার্থ এবং কোন পদার্থ হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ হইতে পারেন না। তদ্রূপ, ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ বশতঃ একও হইতে পারে না। অর্থাৎ অন্বয়ব্যতিরেকানুসারে দেখিলে ব্যাপ্য ও ব্যাপক মিলিত হইয়াও সর্ব্বদা পৃথক্ থাকে। যদি এক হয় তবে আপনার মধ্যে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধও ঘটিতে পারে না। এ বিষয়ে বৃহদারণ্যকের অন্তর্গত ব্রাহ্মণে স্পষ্ট লিখিত আছে। তদ্ব্যতীত ব্রহ্মের আভাসও পতিত হইতে পারে না। কারণ আকার ব্যতিরেকে আভাস হওয়া অসম্ভব। তুমি যে অন্তঃকরণোপাধি বশতঃ ব্রহ্মকে জীব বলিয়া মনে করিতেছ তাহা তোমার কেবল বালকের মত কথা। কারণ অন্তঃকরণ চঞ্চল এবং খণ্ড কিন্তু ব্রহ্ম অচল এবং অখণ্ড। যদি তুমি ব্রহ্ম এবং জীবকে পৃথক্ বলিয়া না মান, তবে আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও। অন্তঃকরণ যেখানে যেখানে চলিয়া যাইবে সেই সেই স্থানের ব্রহ্মকে অজ্ঞানী এবং যে যে দেশ ছাড়িয়া যাইবে, সেই সেই স্থানের ব্রহ্মকে জ্ঞানী করিয়া দিবে কি না? যেরূপ ছত্র রৌদ্রের মধ্যে যে যে স্থানে নীত হয় সেই সেই স্থানের রৌদ্র আবরণযুক্ত হয় এবং যে যে স্থান হইতে অপনীত হয় সেই সেই স্থানের রৌদ্র আবরণ রহিত হয় ; তদ্রূপ অন্তঃকরণ ব্রহ্মকে ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী, বদ্ধ এবং মুক্ত করিতে থাকিবে। অখণ্ড ব্রহ্মের একদেশীয় আবরণের প্রভাব সর্ব্বদেশে প্রসৃত হওয়াতে সমস্ত ব্রহ্মই অজ্ঞানী হইয়া যাইবেন ; কারণ তিনি চেতন। তদ্ব্যতীত মথুরায় যে অন্তঃকরণস্থ ব্রহ্ম যে বস্তু দেখিয়াছেন তাহার স্মরণ উক্ত অন্তঃকরণস্থ ব্রহ্মের কাশীতে হইতে পারে না। কারণ "অন্যদৃষ্টমন্যো ন স্মরতীতি ন্যায়াৎ" একের দৃষ্ট অন্যের স্মরণ হয় না। যে চিদাভাস মথুরায় দেখিয়াছ সে চিদাভাস কাশীতে অবস্থিত নহে। অপরন্তু যে ব্রহ্ম মথুরাস্থ অন্তঃকরণের প্রকাশক তাহা কাশীস্থ ব্রহ্ম নহে। যদি ব্রহ্মই জীব হন এবং পৃথক্ না হন, তাহা হইলে জীবের সর্ব্বজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। যদি ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পৃথক হয় তাহা হইলে প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ পূর্ব্ব দৃষ্ট ও শ্রুতের জ্ঞান কাহারও হইতে পারে না। যদি বল ব্রহ্ম এক এবং এই জন্য স্মরণ হয়, তাহা হইলে এক স্থানে অজ্ঞান বা দুঃখ হইলে সমস্ত ব্রহ্মের অজ্ঞান

অথবা দুঃখ হওয়া আবশ্যক। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা তুমি নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্ত স্বভাব ব্রহ্মকে অশুদ্ধ অজ্ঞানী এবং বদ্ধ আদি দোষযুক্ত করিয়া দিয়াছ এবং অখণ্ডকে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছ।

নবীন—নিরাকারেরও আভাস হইয়া থাকে। যেরূপ দর্পণে অথবা জলাদিতে আকাশের আভাস পড়ে এবং উহা নীল ও অন্য কোন প্রকার গভীর দৃষ্ট হয় তদ্রূপ অন্তঃকরণে ব্রহ্মেরও আভাস পতিত হয়।

সিদ্ধান্তী—যখন আকাশের রূপ নাই তখন উহা চক্ষুদ্বারা কেহই দেখিতে পায় না। যে পদার্থ দৃষ্ট হয় না উহা দর্পণে অথবা জলাদিতে কিরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে? সাকার বস্তুই গভীর অথবা ছিদ্রবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়, নিরাকার সেরূপ হয় না।

নবীন—তবে যাহা উপরে নীলাভ দৃষ্ট হয় এবং দর্পণে যাহার উপলব্ধি হয় উহা কি পদার্থ?

সিদ্ধান্তী—উহা পৃথিবী হইতে উত্থিত জল, পৃথিবী এবং অগ্নির ত্রসরেণু। উহা হইতে বৃষ্টি হয়। উক্ত স্থলে জল না থাকিলে বৃষ্টি কোথা হইতে হইবে? অতএব দূরে দূরে শিবিরের ন্যায় যাহা দৃষ্ট হয় এবং নিকট হইতে সচ্ছিদ্র ও গৃহের তুল্য বোধ হয় তদ্রূপ জলে আকাশও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নবীন—তবে কি আমার রজ্জুসর্পের এবং স্বপ্নাদির দৃষ্টান্ত মিথ্যা?

সিদ্ধান্তী—না। তোমার এ জ্ঞান মিথ্যা, ইহা পূর্ব্বে আমি লিখিয়া দিয়াছি। আচ্ছা উত্তর দাও প্রথম অজ্ঞান কাহার হইয়া থাকে?

নবীন—ব্রহ্মের।

সিদ্ধান্তী—ব্রহ্ম অল্পজ্ঞ অথবা সর্ব্বজ্ঞ?

নবীন—সর্ব্বজ্ঞও নহেন এবং অল্পজ্ঞও নহেন। কারণ সর্ব্বজ্ঞতা এবং অল্পজ্ঞতা উপাধির সহিতই হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্তী—কে উপাধির সহিত আছে?

নবীন—ব্রহ্ম।

সিদ্ধান্তী—তবে ব্রহ্ম স্বল্পজ্ঞ এবং অল্পজ্ঞ হইল। তবে তুমি উহার নিষেধ কেন করিয়াছিলে? যদি বল যে উপাধি কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা, তাহা হইলে কল্পনাকারী কে?

নবীন—জীব কি ব্রহ্ম অথবা অন্য?

সিদ্ধান্তী—অন্য। কারণ জীব যদি ব্রহ্ম স্বরূপ হয় তাহা হইলে যে মিথ্যা কল্পনা করিল সে ব্রহ্ম হইতে পারে না। যাহার কল্পনা মিথ্যা সে কবে সত্যস্বরূপ হইতে পারে?

নবীন—আমি সত্য এবং অসত্যকে মিথ্যা বলিয়া মনে করি, বাক্যদ্বারা বলাও মিথ্যা।

সিদ্ধান্তী—যখন তুমি মিথ্যা বলিয়া থাক এবং মিথ্যা মনে কর তখন তুমি কেন মিথ্যাবাদী নহ?

নবীন—মিথ্যা এবং সত্য আমারই কল্পিত এবং আমি এই উভয়ের সাক্ষী এবং অধিষ্ঠান।

সিদ্ধান্তী—যদি তুমি সত্য এবং মিথ্যার আধার হও তাহা হইলে সাধু এবং চোর উভয়েরই সদৃশ সুতরাং তুমি আর প্রামাণিক রহিলে না কারণ প্রমাণিক তাহাকে বলা যায় যে সর্ব্বদা সত্য মনন করে, সত্য বলে ও সত্যের অনুষ্ঠান করে এবং মিথ্যা মনন করে না, মিথ্যা বলে না ও মিথ্যা কখন অনুষ্ঠান করে না। যখন তুমি আপনার বাক্যকে আপনিই মিথ্যা স্বীকার করিতেছ তখন তুমি আপনা আপনিই মিথ্যাচারী হইলে।

নবীন—অনাদি মায়া ব্রহ্মের আশ্রয় এবং ইহা ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া থাকে। ইহা আপনি কি মানেন না ?

সিদ্ধান্তী—মানি না। কারণ তুমি মায়ার অর্থ এইরূপ কর যে যে বস্তু নাই অথচ মনে হয় আছে সুতরাং যাহার হৃদয়ে বিচার শক্তি নাই সেই একথা স্বীকার করিতে পারে। কারণ যে বস্তু নাই তাহা মনে হওয়া সর্ব্বপ্রকারে অসম্ভব ; যেমন বন্ধ্যার পুত্রের প্রতিবিম্ব কখন হইতে পারে না। অধিকন্তু "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ" ইত্যাদি ছান্দোগ্য উপনিষদের বচনের সহিতও বিরুদ্ধ হইতেছে।

নবীন—আপনি কি বশিষ্ঠ, শঙ্করাচার্য্য ও নিশ্চলদাস পর্য্যন্ত, যাঁহারা আপনার অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদিগেরও সত্য মতের খণ্ডন করিতেছেন ? আমরা ত বশিষ্ট, শঙ্করাচার্য্য এবং নিশ্চলদাসকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকি।

সিদ্ধান্তী—তুমি কি বিদ্বান্ অথবা অবিদ্বান্ ?

নবীন—অমিও কিঞ্চিৎ বিদ্বান্।

সিদ্ধান্তী—আচ্ছা তবে বশিষ্ঠ, শঙ্করাচার্য্য এবং নিশ্চলদাসের পক্ষ আমার সমক্ষে স্থাপন কর, আমি উহা খণ্ডন করিব এবং যাহার পক্ষ সিদ্ধ হইবে সেই শ্রেষ্ঠ হইবে। যদি উহাদিগের এবং তোমার বাক্য অখণ্ডনীয় হইত, তাহা হইলে তুমি উহাদিগের যুক্তি লইয়া আমার বাক্যের কেন খণ্ডন করিতে পার না ? শঙ্করাচার্য্য আদি জৈনদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত এই মত স্বীকার করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করিলে তোমার এবং উহাদের বাক্য মাননীয় হইতে পারে। কারণ দেশ ও কালানুসারে আপনার পক্ষ সিদ্ধ করিবার জন্য অনেক স্বার্থপর বিদ্বান্ আপনার আত্মার জ্ঞানের বিরুদ্ধও কল্পনা করেন। আর যদি তাঁহারা এই সকল বিষয় অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের একতা ও জগৎ মিথ্যা ইত্যাদি ব্যবহার সত্য বলিয়া মানেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের কথাও সত্য হইতে পারে না। নিশ্চলদাসের পাণ্ডিত্য এইরূপ দেখা যায় "জীবো ব্রহ্মাভিন্নশ্চেতনত্বাৎ" এইরূপ তিনি "বৃত্তিপ্রভাকরে" জীব ও ব্রহ্মের একতা প্রমাণ করিবার জন্য অনুমান লিখিয়াছেন যে, জীব চেতন বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ইহা অতি অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের বাক্য সদৃশ। কারণ কেবল সাধর্ম্ম্য হইতে একের অপরের সহিত একতা হয় না, কিন্তু বৈধর্ম্ম্যভেদক হইয়া থাকে। যেমন যদি কেহ কেহ যে "পৃথিবী জলাভিন্না জড়ত্বাৎ" পৃথিবী জড় বলিয়া জল হইতে অভিন্ন তাহা হইলে তাহার বাক্য যেরূপ সঙ্গত হইতে পারে না তদ্রূপ নিশ্চলদাস মহাশয়েরও লক্ষণ ব্যর্থ। কারণ জীবের

অল্পত্ব, অল্পজ্ঞত্ব ও ভ্রান্তিমত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে এবং ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা ও নির্ভ্রান্তিমত্বাদি ধর্ম্ম জীব হইতে বিরুদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্ম এবং জীব ভিন্ন। যেরূপ গন্ধবত্তা এবং কঠিনত্বাদি ভূমিধর্ম্ম, জলের রস-বত্তা এবং দ্রবত্বাদি ধর্ম্ম হইতে বিরুদ্ধ বলিয়া পৃথিবী এবং জল এক নহে, তদ্রূপ জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে বৈধর্ম্ম্য আছে বলিয়া জীব এবং ব্রহ্ম কখন এক ছিল না, কখন এক নাই এবং কখন এক হইবে না। ইহা হইতেই বুঝিয়া লইবে যে নিশ্চলদাসের কতদূর পাণ্ডিত্য ছিল। আর যিনি যোগবাশিষ্ঠ রচনা করিয়াছেন তিনি কোন আধুনিক বেদান্তী ছিলেন। বাল্মীকি, বশিষ্ঠ অথবা রামচন্দ্রের রচিত, শ্রুত বা কথিত নহে। কারণ তাঁহারা সকলেই বেদানুযায়ী ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা বেদের বিরুদ্ধ রচনা করিতে, বলিতে বা শুনিতে পারেন ইহা সম্ভবে না।

প্রশ্ন—মহাত্মা ব্যাস যে শারীরিক সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও জীব এবং ব্রহ্মের একতা দৃষ্ট হয়। দেখ—

সম্পাদ্যাঽঽবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ। ১।

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ॥

চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ। ৩।

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ॥৪।

অতএব চানন্যাধিপতিঃ। বেদান্ত দঃ অঃ ৪ পা ৪ সূঃ ১।৫-৭।৯।

অর্থাৎ জীব আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া প্রকটিত হয়। ইহা পূর্ব্বে ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। কারণ স্বশব্দ হইতে স্বকীয় ব্রহ্মস্বরূপের গ্রহণ হইয়া থাকে। "অয়মাত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি উপন্যাস ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত হেতু সকল হইতে জীব ব্রহ্ম স্বরূপে স্থিত হয়। এইরূপ জৈমিনি আচার্য্যের মত। আর ঔড়ুলোমি আচার্য্য বৃহদারণ্যকের তদাত্মস্বরূপ-নিরূপণাদি-হেতু-প্রদর্শক বচনসমূহ দ্বারা জীব চৈতন্য মাত্র স্বরূপে মুক্তিতে স্থিত থাকে ইহা মনে করেন। মহাত্মা ব্যাস পূর্ব্বোক্ত উপন্যাসাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির হেতু বশতঃ জীবের ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে অবিরোধ মনে করেন। যোগী ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া এবং অন্য অধিপতি শূণ্য হইয়া অর্থাৎ স্বয়ং আপনার এবং সকলের অধিপতিরূপ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া মুক্তিতে অবস্থিত থাকে।

উত্তর—এই সকল সূত্রের এরূপ অর্থ নহে। ইহাদিগের প্রকৃত অর্থ শ্রবণ কর। যতদিন জীব স্বকীয় শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও সকল মল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পবিত্র না হয়, ততদিন যোগ-দ্বারা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া, আপনার অন্তর্যামী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াও আনন্দে স্থিত হইতে পারে না।১। এইরূপে যোগী যখন পাপাদি রহিত হইয়া ঐশ্বর্য্যযুক্ত হয়, তখনই ব্রহ্মের সহিত মুক্তির আনন্দ ভোগ করিতে পারে, জৈমিনি আচার্য্যের এই মত।২। যখন অবিদ্যাদি দোষ দূরীভূত হইয়া জীব শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র স্বরূপে স্থিত থাকে তখনই "তদাত্মকত্ব" অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়।৩। যখন ব্রহ্মের সহিত ঐশ্বর্য্য এবং শুদ্ধ বিজ্ঞান জীবিতাবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হয়, তখন আপনার

নির্মল পূর্ণস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়া থাকে, ইহাই মুনি ব্যাসের মত।৪। যোগীর যখন সত্যসঙ্কল্প হয় তখন স্বয়ং পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিসুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সে স্থানে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকে। সংসারে যেরূপ একজন প্রধান এবং অন্য একজন অপ্রধান হয়, মুক্তির অবস্থায় তদ্রূপ হয় না। কিন্তু সকল জীব তুল্যভাবে অবস্থান করে।৫। তাহা না হইলে :—

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ ১। ১। ১৬ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১। ১। ১৭ ॥

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ॥ ১। ২। ২২ ॥

অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি ॥ ১। ১। ১৯ ॥

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ অঃ ১। ১। ২০ ॥

ভেদব্যদেশাচ্চান্যঃ ॥ ১। ১। ২১ ॥

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১। ২। ১১ ॥

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ১। ২। ৩ ॥

অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ১। ২। ১৮ ॥

শারীশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ১। ২। ২০ ॥

ব্যাসমুনিকৃত বেদান্ত সূত্রাণি।

ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীব সৃষ্টিকর্ত্তা নাই। কারণ এই অল্পজ্ঞ অল্প সামর্থ্যবিশিষ্ট জীবে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব ঘটিতে পারে না। এইজন্য জীব ব্রহ্ম নহে "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইহা উপনিষদের বচন। জীব এবং ব্রহ্ম ভিন্ন; কারণ এই উভয়ের ভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এরূপ না হইলে জীব রস অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ স্বরূপ হইয়া থাকে—এইরূপ প্রাপ্তির বিষয় ব্রহ্ম এবং প্রাপ্ত হইবার কর্ত্তা জীবের নিরূপণ ঘটিতে পারে না। এই হেতু জীব এবং ব্রহ্ম এক নহে।

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।

অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।

মুণ্ডকোপনিষদ্ মুঃ ২ খঃ ১। মঃ ২ ॥

দিব্য, শুদ্ধ, মূর্ত্তিরহিত, সর্ব্বপূর্ণ, বাহ্য আন্তরিক নিরন্তর ব্যাপক, অজ, জন্ম মরণ ও শরীর ধারণাদি রহিত, শ্বাস প্রশ্বাস শরীর ও মনের সম্বন্ধ রহিত, প্রকাশস্বরূপ ইত্যাদি পরমাত্মার বিশেষণ। এবং অক্ষর, নাশরহিত প্রকৃতি হইতেও পরে সূক্ষ্ম জীব, তাহা হইতেও পরে পরমেশ্বর অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম। প্রকৃতি এবং জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদপ্রতিপাদনরূপ হেতু সকল দ্বারা প্রকৃতি এবং জীব

সকল হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন। এই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মে জীবের যোগ অথবা জীবে ব্রহ্মের যোগ প্রতিদান করাতে ব্রহ্ম এবং জীব ভিন্ন। কারণ ভিন্ন পদার্থেরই যোগ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মের অন্তর্য্যামিত্বাদি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, এবং জীবের ভিতর ব্যাপক হওয়াতে জীব ব্যাপ্য হইয়া ব্যাপক ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইতেছে ; কারণ ব্যাপক সংবন্ধ ও ভেদসত্ত্বেই সংঘটিত হইয়া থাকে। পরমাত্মা যেরূপ জীব হইতে ভিন্নস্বরূপ, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, পৃথিবী প্রভৃতি ভূত, দিক, বায়ু ও সূর্য্যাদি এবং দিব্যগুণ সমূহের ভোগ বশতঃ দেবতা পদবাচ্য বিদ্বান্‌দিগের হইতেও তিনি ভিন্ন। "গুহাং প্রবিষ্টৌ-সুকৃতস্য লোকে" ইত্যাদি উপনিষদের বচনানুসারেও জীব এবং পরমাত্মা পরস্পর ভিন্ন। এইরূপে উপনিষদের অনেক স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। "শরীরে ভবঃ শারীরঃ" শরীর ধারী জীব ব্রহ্ম নহে ; কারণ ব্রহ্মের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব জীবে ঘটিতে পারে না। (অধিদৈব) সকল দিব্য মন আদি এবং ইন্দ্রিয়াদি পদার্থ, (অধিভূত) পৃথিব্যাদিভূত, এবং (অধ্যাত্ম) সকল জীবে পরমাত্মা অন্তর্য্যামীরূপে স্থিত আছেন ; কারণ উক্ত পরমাত্মার ব্যাপকত্বাদি ধর্ম্ম উপনিষদের সর্ব্বস্থলে ব্যাখ্যাত আছে। শরীর ধারী জীব ব্রহ্ম নহে, কারণ ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃই জীবের ভেদ হইয়া থাকে। এই সকল শারীরক সূত্র হইতে ও স্বরূপতঃই ব্রহ্ম এবং জীবের ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপে বেদান্তীদিগের মতানুসারে "উপক্রম" ও "উপসংহার"ও ঘটিতে পারে না। কারণ "উপক্রম" অর্থাৎ আরম্ভ ব্রহ্ম হইতে হয় এবং "উপসংহার" অর্থাৎ প্রলয়ও ব্রহ্মেই হয়—ইহা বলা হয়। যদি অন্য দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকার না কর তবে উৎপত্তি এবং প্রলয়ও ব্রহ্মের ধর্ম্ম হইয়া যায়। কিন্তু বেদাদিসত্যশাস্ত্রে ব্রহ্ম উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং নবীন বেদান্তীগণ ঈশ্বরের কোপের পাত্র হইয়া পড়িবে কারণ নির্ব্বিকার, অপরিণামী, শুদ্ধ সনাতন এবং নির্ভ্রান্তত্বাদি বিশেষণযুক্ত ব্রহ্মে বিকার উৎপত্তি এবং অজ্ঞানাদির কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। অপরন্তু উপসংহার (প্রলয়) হইলে পরও ব্রহ্ম, কারণাত্মক জড় এবং জীব সমভাবে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং এই সকল বেদান্তীদিগের উপক্রম এবং উপসংহার কল্পনা মিথ্যা। শাস্ত্র এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিরুদ্ধ ইহাদিগের মতে এইরূপ অন্য অনেক অশুদ্ধ বিষয় আছে।

ইহার পর জৈনদিগের এবং শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বীদিগের উপদেশের সংস্কার আর্য্যবর্ত্তে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পরস্পরের খণ্ডন ও মণ্ডন চলিতেছিল। শঙ্করাচার্য্যের তিন শত বৎসর পরে উজ্জয়িনী নগরীতে বিক্রমাদিত্য রাজা কিছু প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন। ইনি সকল রাজাদিগের মধ্যে আরব্ধ যুদ্ধ নিবৃত্ত করতঃ শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপশ্চাৎ রাজা ভর্ত্তৃহরি কাব্যাদি শাস্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিদ্বান্ হইয়া পরে বৈরাগ্যবান্ হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা ভোজ বিক্রমাদিত্যের পাঁচশত বৎসর পরে রাজ্য করিয়াছিলেন। তিনি অল্প পরিমাণ ব্যাকরণ এবং কাব্যালঙ্কারাদির এরূপ প্রচার করিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজ্যে ছাগপালক কালিদাসও রঘুবংশ কাব্যের রচনাকর্ত্তা হইয়াছিল। ভোজ রাজের নিকট যে কেহ উত্তম শ্লোক রচনা করিয়া লইয়া যাইত তাহাকে বহু পরিমাণে ধন প্রদত্ত হইত এবং তাহার প্রতিষ্ঠা হইত। তাঁহার পর নৃপতি এবং ধনী সকলেই এককালে বিদ্যা পাঠ ত্যাগ করিয়াছিল। যদিও শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে বামমার্গীদিগের পরে শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়স্থ মতাবলম্বীও হইয়াছিল, পরন্তু

উহারা অধিক প্রবল হয় নাই। মহারাজ বিক্রমাদিত্য হইতে শৈবদিগের বল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বামমার্গীদিগের মধ্যে যেমন দশমহাবিদ্যাদি শাখা আছে তদ্রূপ শৈবদিগেরও মধ্যে পাশুপতাদি অনেক শাখা হইয়াছিল। লোকে শঙ্করাচার্য্যকে শিবের অবতার মনে করিল। তাঁহার অনুযায়ী সংন্যাসিগণও শৈব মতে প্রবৃত্ত হইল এবং বামমার্গীদিগের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। শিবের পত্নী বামমার্গীদিগের দেবী; সেই দেবীর উপাসক এবং মহাদেবের উপাসক শৈব এই উভয়েই অদ্যাপি রুদ্রাক্ষ এবং ভস্ম ধারণ করে। পরন্তু বামমার্গী যত পরিমাণে বেদবিরোধী শৈব তদ্রূপ নহে।

ধিক্ ধিক্ কপালং ভস্ম রুদ্রাক্ষ-বিহীনম্ ॥১॥

রুদ্রাক্ষান্ কণ্ঠদেশে দশনপরিমিতান্ মস্তকে বিংশতী দ্বে।

ষট্ ষট্ কর্ণপ্রদেশে করযুগলগতান্ দ্বাদশান্ দ্বাদশৈব ॥

বাহ্বোরিন্দোঃ কলাভিঃ পৃথগিতি গদিতমেকমেবং শিখায়াম্

বক্ষস্যষ্টাধিকং যঃ কলয়তি শতকং স স্বয়ং নীলকণ্ঠঃ ॥২॥

ইত্যাদি অনেক প্রকারের শ্লোক ইহারা রচনা করিল এবং বলিতে লাগিল যে যাহার কপালে ভস্ম নাই অথবা কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ নাই তাহাকে ধিক্। "তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা" তাহাকে চণ্ডালের তুল্য ত্যাগ করা উচিত ॥১॥

যে কণ্ঠে ৩২, মস্তকে ৪০, কর্ণে ছয় ছয় করিয়া, হস্তে ১২ করিয়া, বাহুতে ১৬ করিয়া, শিখায় ১ এবং হৃদয়ে ১০৮, রুদ্রাক্ষ ধারণ করে সে সাক্ষাৎ মহাদেবের তুল্য হয় ॥২॥

শাক্তও এইরূপ মানিয়া থাকে। পশ্চাৎ বামমার্গী এবং শৈবগণ মিলিত হইয়া ভগলিঙ্গের স্থাপন করিল। ইহাকে জলাধারী এবং লিঙ্গ কহিয়া থাকে, উহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল। উক্ত নির্লজ্জদিগের একটুও লজ্জা হইল না যে এই পামরত্বের কার্য্য কেন করি? কোন কবি লিখিয়াছেন যে "স্বার্থী দোষং ন পশ্যতি" স্বার্থপর আপনার স্বার্থসিদ্ধির আশয়ে দুষ্কার্য্যকেও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া উহাতে দোষ দেখিতে পায় না। উক্ত পাষাণাদি মূর্ত্তি এবং ভগলিঙ্গের পূজায় তাহারা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ আদির সিদ্ধি হইবে মনে করিতে লাগিল। ভোজরাজের পর যখন জৈনগণ আপনাদিগের মন্দির সমূহে মূর্ত্তিস্থাপন করিতে এবং দর্শন ও স্পর্শনের জন্য গমনাগমন করিতে লাগিল, তখন উক্ত "পোপ" দিগের শিষ্যেরাও জৈনমন্দিরে গমনাগমন করিতে লাগিল এবং সেই সময়ে এদিকে পশ্চিম হইতেও অন্য কোন মত এবং যবনেরাও আর্য্যাবর্ত্তে আসিতে লাগিল। তখন "পোপেরা" এই শ্লোক রচনা করিল :—

ন বদেদ্‌যাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।

হস্তিনা তাড্যমানোঽপি ন গচ্ছেজ্জৈনমন্দিরম্

যতই কেন দুঃখ প্রাপ্তি হউক না, এমন কি প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও অর্থাৎ মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলেও যাবনী অর্থাৎ ম্লেচ্ছ ভাষা মুখে উচ্চারণ করিবে না। আর উন্মত্ত হস্তী যদি বিনাশ করিবার জন্য দৌড়িয়া আইসে এবং তখন জৈনমন্দিরে প্রবেশ করিলে যদি প্রাণরক্ষা হয় তথাপি জৈনমন্দিরে প্রবেশ করিবে না, কিন্তু জৈন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রক্ষা পাওয়া অপেক্ষা হস্তীর সম্মুখে যাইয়া বিনষ্ট হওয়া শ্রেয়ঃ। এইরূপ তাহারা আপনার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে লাগিল। যখন কেহ প্রমাণ জানিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিত যে তোমাদিগের মতের পোষক কোন মাননীয় প্রমাণ গ্রন্থ আছে কি? তখন উহারা উত্তর দিত—হাঁ আছে। যখন জিজ্ঞাসা করা যাইত যে কি আছে প্রদর্শন কর, তখন মার্কণ্ডেয় পুরাণাদির বচন পাঠ করিত এবং দুর্গাপাঠে যেমন দেবীর বর্ণন লিখিত আছে তদ্রূপ শ্রবণ করাইত। ভোজরাজের রাজ্য সময়ে মহাত্মা ব্যাসের নাম লইয়া কেহ মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং শিবপুরাণ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। ভোজরাজ উহা বিদিত হইয়া উক্ত পণ্ডিতদিগকে হস্তচ্ছেদনাদি দণ্ড দিয়া কহিয়াছিলেন যে কাব্যাদি গ্রন্থ রচনা করিলে উহা আপনার নাম দিয়া রচনা করিবে এবং ঋষি ও মুনিদিগের নাম লইবে না। এ সকল বিষয় ভোজরাজ রচিত সঞ্জীবনী নামক ইতিহাসে লিখিত আছে। গোয়ালিয়র রাজ্যে "ভিণ্ড" নামক নগরের তেওয়ারী ব্রাহ্মণদিগের গৃহে এই লিখিত গ্রন্থ রাও সাহেব এবং তাঁহার গোমস্তা রামদয়াল চোবে মহাশয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। উহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে মহাত্মা ব্যাস চারি সহস্র চারি শত এবং তাঁহার শিষ্যগণ পাঁচ সহস্র ছয় শত শ্লোকযুক্ত ভারত রচনা করিয়াছিলেন। উহা মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে বিংশ সহস্র শ্লোক হয়। মহারাজা ভোজ কহিতেন যে তাঁহার পিতার সময়ে ২৫ সহস্র এবং তাঁহার অর্দ্ধেক বয়সেই ৩০ সহস্র শ্লোকযুক্ত মহাভারত পাওয়া যায়। যদি এরূপ বৃদ্ধি চলিতে থাকে তাহা হইলে মহাভারত পুস্তক এক উষ্ট্রের ভার হইয়া উঠিবে এবং ঋষি ও মুনিদিগের নাম লইয়া পুরাণাদি গ্রন্থ রচনা করিলে আর্য্যাবর্ত্তীয় লোক ভ্রমজালে পতিত হইয়া বৈদিকধর্ম্মবিহীন হইয়া ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে ভোজরাজের সময় কিছু কিছু বেদের সংস্কার ছিল। তাঁহার ভোজপ্রবন্ধে লিখিত আছে যে:—

ঘট্যৈকয়া ক্রোশদশৈকমশ্বঃ সুকৃত্রিমো গচ্ছতি চারুগত্যা। বায়ুং দদাতি ব্যজনং সুপুষ্কলং বিনা মনুষ্যেণ চলত্যজস্রম্‌ ॥

ভোজরাজ্যের রাজ্যে এবং সমীপবর্ত্তী প্রদেশে এরূপ শিল্পী ছিল যে উহারা ঘোটকের আকার বিশিষ্ট চন্দ্রকলাযুক্ত এক বাহণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। উহা অল্প সময়ে ১১ ক্রোশ এবং এক ঘণ্টায় সাড়ে সাতাইশ ক্রোশ যাইত। উহা ভূমি এবং অন্তরীক্ষেও চলিত। আর এক পাখা এরূপ প্রস্তুত করিয়াছিল যে মনুষ্যের দ্বারা চালিত না হইয়াও কলাযন্ত্রের বলে সর্ব্বদা চলিত এবং প্রচুর বাতাস উৎপাদিত করিত। যদি এই দুই পদার্থ অদ্য পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে ইউরোপীয়নেরা এতদূর অহঙ্কার করিতে পারিতেন না। "পোপ" মহাশয়েরা আপনার শিষ্যদিগকে জৈন হইতে নিবৃত্ত করিতে আরম্ভ করিলেও উহাদিগের মন্দিরে গতায়াত নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না।

জৈনদিগের কথা শুনিতেও লোক যাইতে লাগিল এবং জৈনদিগের "পোপ" এই সকল পৌরাণিক পোপদিগের শিষ্যদিগকে প্রতারিত করিতে লাগিল। তখন পৌরাণিকেরা মনে করিল যে ইহার কোন উপায় করা কর্ত্তব্য, নচেৎ আপনাদিগের শিষ্যেরা জৈন হইয়া যাইবে। তখন "পোপেরা" এইরূপ স্থির করিল যে জৈনদিগের ন্যায় আপনাদিগেরও অবতার মন্দির, মূর্ত্তি এবং কথা বিষয়ক পুস্তক রচনা করা হইবে। ইহারা জৈনদিগের চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করের ন্যায় চতুর্ব্বিংশতি অবতার, মন্দির এবং মূর্ত্তি-সকল প্রস্তুত করিল এবং জৈনদিগের যেরূপ আদি এবং উত্তর পুরাণ আছে তদ্রূপ অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিতে আরম্ভ করিল। ভোজরাজের ১৫০ বৎসর পরে বৈষ্ণব মত আরম্ভ হয়। শঠকোপ নামে একজন ব্যাধ জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং উহার কয়েকজন শিষ্য হইয়াছিল। তৎপশ্চাৎ হাড়ি জাতি হইতে মুনিবাহন এবং তৃতীয় যবন কুলোৎপন্ন যবনাচার্য্য। তৎপশ্চাৎ ব্রাহ্মণকুলজাত চতুর্থ রামানুজ হইয়াছিলেন। তিনিই এই মতের প্রচার করেন। শৈবগণ শিবপুরাণ আদি, শাক্তগণ দেবীভাগবতাদি, এবং বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুপুরাণাদি রচনা করিয়াছিল। উহারা উহাতে আপনাদিগের নাম দেয় নাই এই জন্য যে যদি উহারা রচনা করিয়াছে ইহা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে কেহই প্রামাণ্য জ্ঞান করিবে না। এই জন্য ব্যাসাদি ঋষি এবং মুনির নাম লিখিয়া পুরাণ রচনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাদিগের নবীন নাম রাখা উচিত ছিল কিন্তু যেমন কোন দরিদ্র আপনার সন্তানের নাম মহারাজাধিরাজ রাখে সেইরূপ আধুনিক পদার্থের নাম যে পূর্ব্বের মত রাখিবে সে বিষয়ে আশ্চর্য্য কি? ইহাদিগের পরস্পর যে বিরোধ আছে উহা পুরাণেও লিখিত আছে।

দেখ, দেবী ভাগবতে শ্রীপুরের স্বামিনী "শ্রী" নামে এক দেবীস্ত্রীর কথা লিখিত আছে যে ইনি সকল জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেবকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন উক্ত দেবীর ইচ্ছা হইল তখন আপনার হস্ত ঘর্ষণ করাতে এক ছাল উঠিল এবং উহা হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। দেবী উহাকে বলিলেন যে তুমি আমাকে বিবাহ কর। ব্রহ্মা বলিলেন যে তুমি আমার মাতা, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না। ইহা শুনিয়া মাতার ক্রোধ বৃদ্ধি হইল এবং পুত্রকে ভস্ম করিয়া দিলেন। পুনরায় হস্ত ঘর্ষণ করিয়া পূর্ব্বরূপ দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন করিয়া উহার নাম বিষ্ণু রাখিলেন এবং উহাকেও উক্ত প্রকার বলিলে তিনি অস্বীকার করাতে তাঁহাকেও ভস্ম করিয়া দিলেন। পুনরায় তদ্রূপ তৃতীয় পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহার নাম মহাদেব রাখিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন যে তুমি আমাকে বিবাহ কর। মহাদেব বলিলেন যে আমি তোমার সহিত বিবাহ করিতে পারি না। তুমি অন্য স্ত্রীর শরীর ধারণ কর। দেবী তাহাই করিলেন তখন মহাদেব বলিলেন যে এই দুই স্থানে যে ভস্ম রহিয়াছে উহা কোন্ পদার্থ? দেবী বলিলেন হে ইহারা তোমার দুই ভাই। ইহারা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে নাই বলিয়া ভস্ম করিয়া দিয়াছি। মহাদেব বলিলেন যে আমি একা কি করিব? ইহাদিগকে জীবিত কর এবং আরও দুই স্ত্রী উৎপন্ন কর। তিনের বিবাহ তিনের সহিত হইবে। দেবী তদ্রূপ করিলেন এবং তখন তিন জনের সহিত তিন স্ত্রীর বিবাহ হইল। কি আশ্চর্য্য! মাতার সহিত বিবাহ করা হইল না কিন্তু ভগ্নীর সহিত করা হইল! এই সকল কি উচিত মনে করিতে হইবে? পশ্চাৎ ইন্দ্রাদিকে উৎপন্ন করিলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং ইন্দ্র তাঁহার পাল্কী বহন করিবার বেহারা হইল ইত্যাদি যেরূপ মনে আসিয়াছে সেইরূপ লম্বা চওড়া গল্প রচনা করিল। উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে উক্ত দেবীর শরীর ও উক্ত শ্রীপুরের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং দেবীর পিতা ও মাতা কে ছিল? যদি বল যে দেবী অনাদি, তাহা হইলে সংযোগ হেতু, তাহা কখনই অনাদি হইতে পারে না এবং যদি মাতা ও পুত্রের পরস্পর বিবাহ হইতে ভীত হইতে হয়, তাহা হইলে ভ্রাতা ও ভগ্নীর বিবাহ হইতে কি উত্তম তত্ত্ব বাহির হইতে পারে? এই দেবীভাগবতে মহাদেবের, বিষ্ণুর এবং ব্রহ্মাদির যেমন ক্ষুদ্রতা এবং দেবীর মহত্ত্ব লিখিত আছে শিবপুরাণেও তদ্রূপ দেবী আদির অত্যন্ত ক্ষুদ্রতা লিখিত আছে অর্থাৎ ইঁহারা সকলে মহাদেবের দাস এবং মহাদেব সকলের ঈশ্বর। যদি রুদ্রাক্ষ অর্থাৎ কোন বৃক্ষের ফলের মালা এবং ভস্ম ধারণ করিলে মুক্তি হয় তাহা হইলে ভস্মে লোটায়মান গর্দ্দভাদি পশু এবং কুঁচ আদি ধারণ-কারী ভীল ও ব্যাধাদি কেন মুক্তি পাইবে না এবং শূকর কুক্কুর ও গর্দ্দভাদি পশু ভস্মে লোটায়মান হইলে তাহাদিগের কেন মুক্তি হয় না?

প্রশ্ন—কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদে ভস্ম মাখিবার বিধান লিখিত আছে, উহা কি মিথ্যা? আর "ত্র্যায়ুষংজমদগ্নেঃ" [ইহা যজুর্ব্বেদের বচন] ইত্যাদি বেদমন্ত্রেও ভস্ম ধারণের বিধান আছে এবং পুরাণে রুদ্রের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইয়া যে বৃক্ষ হইয়াছিল উহার নাম রুদ্রাক্ষ। এই জন্য উহার ধারণে পুণ্য লিখিত আছে। যদি একটি মাত্রও রুদ্রাক্ষ ধারণ করে তাহা হইলে সকল পাপ তিরোহিত হইয়া স্বর্গে যায় এবং যমরাজের ও নরকের ভয় থাকে না।

উত্তর—কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদ্ কোন ভস্মধারী মনুষ্য রচনা করিয়াছে কারণ "যস্য প্রথমা রেখা সা ভূলোকঃ" ইত্যাদি বচন অনর্থক। হস্তদ্বারা প্রতিদিন যে রেখা রচিত হয় উহা ভূলোক অথবা ভূলোকের বাচক কিরূপে হইতে পারে? আর যে "ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ" ইত্যাদি মন্ত্র আছে উহা ভস্ম অথবা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ বাচক নহে কিন্তু :—"চক্ষু র্বৈ জমদগ্নিঃ" [শতপঃ] হে পরমেশ্বর! আমার নেত্রের জ্যোতিঃ [ত্র্যায়ুষং] ত্রিগুণী অর্থাৎ তিনশত বর্ষ পর্য্যন্ত থাকুক এবং আমিও এরূপ ধর্ম্মকার্য্য করি যাহাতে দৃষ্টিনাশ না হয়। আচ্ছা! ইহা কতদূর মূর্খতার কথা যে চক্ষুর অশ্রুপাত হইতেও বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে? পরমেশ্বরের সৃষ্টিক্রম কেহ কি অন্যথা করিতে পারে? পরমাত্মা যে বৃক্ষের যে বীজ রচনা করিয়াছেন তাহা হইতেই সেই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে অন্যথা পারে না। সুতরাং রুদ্রাক্ষ, ভস্ম, তুলসী, কমলাক্ষ, ঘাস ও চন্দনাদি কর্ণে ধারণ আদি যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই বন্য পশুবৎ কার্য্য। এইরূপে বামমার্গী এবং শৈবগণ বড়ই মিথ্যাচারী, বিরোধী এবং কর্ত্তব্যকর্ম্মবিমুখ হইয়া থাকে। উহার মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ থাকিলে তিনি এ সকল কথার বিশ্বাস না করিয়া সৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন! যদি রুদ্রাক্ষ ও ভস্ম ধারণে যমরাজের দূত ভীত হয়, তাহা হইলে পুলিসের সিপাহীও অবশ্য ভীত হইবে। যখন রুদ্রাক্ষ এবং ভস্ম ধারণকারী হইতে কুক্কুর, সিংহ, সর্প, বৃশ্চিক, মক্ষিকা এবং মশা আদিও ভীত হয় না তখন ন্যায়াধীশগণ কেন ভীত হইবে?

প্রশ্ন—তবে বামমার্গী এবং শৈব উৎকৃষ্ট নহে কিন্তু বৈষ্ণব অবশ্য উৎকৃষ্ট?

উত্তর—উহাও বেদ বিরোধী হওয়াতে উহা অপেক্ষাও অতি নিকৃষ্ট।

প্রশ্ন—"নমস্তে রুদ্রমন্যবে।" "বৈষ্ণবমসি।" "বামনায় চ।" "গণানাত্বা গণপতিং হবামহে।" "ভগবতী ভূয়াঃ।" "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।" ইত্যাদি বেদ প্রমাণ হইতে শৈবাদি মত সিদ্ধ হইতেছে। তবে কেন পুনরায় খণ্ডন করিতেছ?

উত্তর—এই বচন হইতে শৈবাদি সম্প্রদায় সিদ্ধ হয় না। কারণ "রুদ্র" বলিলে পরমেশ্বর, প্রাণাদি বায়ু, ও অগ্নি আদি বুঝায়। ক্রোধ কর্ত্তা রুদ্র অর্থাৎ দুষ্টদিগকে রোদন কারক পরমাত্মাকে নমস্কার করা, প্রাণ এবং জঠরাগ্নিকে অন্ন দেওয়া (নম ইতি অন্ননাম্ নিঘং ২।৭) এবং যিনি মঙ্গলকারী অর্থাৎ সমস্ত সংসারের অত্যন্ত কল্যাণকারী সেই পরমাত্মাকে নমস্কার করা আবশ্যক। "শিবস্য পরমেশ্বরস্যায়ং ভক্তঃ শৈবঃ।" "বিষ্ণোঃ পরমাত্মনোঽয়ং ভক্তো বৈষ্ণবঃ।" "গণপতেঃ সকল জগৎ স্বামিনোঽয়ং সেবকো গাণপতঃ।" "ভগবত্যাঃ বাণ্যাঃ অয়ং সেবকঃ ভাগবতঃ।" "সূর্য্যস্য চরাচরাত্মনোঽয়ং সেবকঃ সৌরঃ।" রুদ্র, শিব, বিষ্ণু, গণপতি ও সূর্য্য ইত্যাদি সমস্তই পরমেশ্বরের নাম, এবং সত্য ভাষণযুক্ত বাণীর নাম ভগবতী। এ সকল বিষয় না বুঝিয়া কেবল গোলযোগ উত্থাপন করিয়াছে। যেমন—

কোন এক বৈরাগীর দুই শিষ্য ছিল। ইহারা প্রতিদিন গুরুর পদসেবা করিত। একজন দক্ষিণ পদ এবং দ্বিতীয় বামপদ সেবার্থ ভাগ করিয়া লইয়াছিল। একদিন একজন কোন পুণ্যস্থানে চলিয়া যায়। দ্বিতীয় আপনার অংশ মত সেব্য পদের সেবা করিতে লাগিল। তখন গুরু মহাশয় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাতে তাহার সেব্য পদের উপর অন্যশিষ্যের সেব্যপদ পতিত হইল। তাহাতে সে যষ্ঠি লইয়া উক্তপদের উপর প্রহার করিল। গুরু কহিলেন "অরে দুষ্ট তুই এ কি করিলি?" শিষ্য বলিল—যে আমার সেব্য পদের উপর এই পদ কেন আসিয়া উঠিল? এই সময়ে অপর শিষ্য যে পণ্য স্থানে গিয়াছিল সেও আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও আপনার সেব্য পদ সেবা করিতে গিয়া দেখিল যে উহা স্ফীত হইয়া পড়িয়া আছে। গুরু সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইয়া দিলেন। সেই মূর্খও কিছু না বলিয়া কহিয়া স্থিরভাবে যষ্ঠি উত্থাপন করিয়া অত্যন্ত বলের সহিত গুরুর অন্য পদের উপর প্রহার করিল। গুরু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন উভয়ে যষ্ঠি লইয়া আসিয়া দুই পদের উপর প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। অত্যন্ত কোলাহল উঠিল। লোক সকল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "গুরু মহাশয়! কি হইয়াছে?" উহাদিগের মধ্যে কোন বুদ্ধিমান পুরুষ সাধুকে পৃথক্ করিয়া পরে উক্ত দুই মূর্খ শিষ্যকে উপদেশ দিলেন যে উক্ত উভয় পদই তোমাদিগের গুরুর। তোমরা সেবা করিলে তাঁহার সুখ অনুভূত হয় এবং দুঃখ দিলে ঐরূপই দুঃখ অনুভূত হয়।

যেমন এক গুরুর সেবা বিষযে শিষ্যেরা লীলা করিয়াছিল তদ্রূপ এক অখণ্ড, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার বিষ্ণু ও রুদ্রাদি যে অনেক নাম আছে এবং প্রথম সমুল্লাসে যে সকল নামের যথার্থ অ প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই সত্যার্থ না জানিয়া শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ী লোক পরস্পর পরস্পরের নামের নিন্দা করিয়া থাকে। মন্দমতিগণ একটু ও আপনার বুদ্ধি চালনা করিয়া বিচার করে না যে এই সকল বিষ্ণু,রুদ্র ও শিবাদি নাম এক অদ্বিতীয় সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বান্তর্য্যামী জগদীশ্বর

অনেক গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবযুক্ত বলিয়া তাঁহারই বাচক হয়। এই সকল লোকের উপর কি ঈশ্বরের কোপ হইয়া থাকে না? এক্ষণে দেখ চক্রাঙ্কিত বৈষ্ণবদিগের অদ্ভুত মায়া :—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মালা মন্ত্রস্তথৈব চ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তহেতবঃ॥
অতপ্ত তনূর্ন তদামো অশ্নুতে। ইতি শ্রুতেঃ॥
রামানুজপটলপদ্ধতৌ॥

অর্থাৎ (তাপঃ) শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম এই চারিকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বাহুমূলে দাগ দিয়া পরে দুগ্ধযুক্ত পাত্রে মজ্জিত করে এবং কেহ সেই দুগ্ধ পান করে। এক্ষণে দেখ যে উহাতে ঠিকই মনুষ্য মাংসের স্বাদ পাইয়া থাকে। এইরূপ কার্য্য পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য করিয়া থাকে এবং বলে যে শঙ্খ ও চক্রাদি দ্বারা শরীর তাপিত করা ব্যাতিরেকে জীব পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না কারণ উহা (আমঃ) অর্থাৎ কাঁচা। রাজ্যের "চাপরাস্" আদি চিহ্ন থাকিলে যেরূপ সকল লোকে রাজপুরুষ জানিয়া ভীত হয় তদ্রূপই বিষ্ণুর শঙ্খ ও চক্রাদি দেখিয়া যমরাজ এবং তাঁহার দূতগণ ভীত হয়। ইহারা বলে যে :—

দোহা—বানা বড়া দয়াল কি তিলক ছাপ ঔর মাল।
যম ডরপৈ কালু কহে ভয় মানে ভূপাল॥

অর্থাৎ ভগবানের নির্ম্মিত তিলক, ছাপ এবং মালা ধারণ করাই শ্রেষ্ঠ এবং উহা হইতে যমরাজ এবং রাজাও ভীত হন। (পুণ্ড্রম্) ললাটে ত্রিশূলের সদৃশ চিত্র অঙ্কিত করা, (নাম) নারায়ণ দাস, বিষ্ণুদাস, অর্থাৎ দাস শব্দান্ত রাখা। (মালা) কমল মূলের রাখা এবং পঞ্চম (মন্ত্র) যেমন—

ওঁ নমো নারায়ণায়।

ইহা উহারা সাধারণ লোকদিগের জন্য রচনা করিয়া রাখিয়াছে। তদ্ব্যতীত—

"শ্রীমন্নারায়ণচরণ শরণং প্রপদ্যে" "শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ" "শ্রীমতে রামানুজায় নম"।

ইত্যাদি মন্ত্র ধনাঢ্য এবং মাননীয়দের জন্য রচনা করা হইয়াছে। দেখ ইহারাও এক দোকান খুলিয়াছে! ইহাদিগের মুখও যেমন তিলকও তদ্রূপ। এই পাঁচ সংস্কারকে চক্রাঙ্কিতগণ মুক্তির হেতু মনে করে। এই সকল মন্ত্রের অর্থ এই—আমি নারায়ণকে নমস্কার করি; আমি লক্ষ্মীযুক্ত নারায়ণের চরণারবিন্দে শরণ গ্রহণ করি এবং শ্রীযুক্ত নারাণকে নমস্কার করিতেছি অর্থাৎ শোভাযুক্ত নারায়ণের প্রতি আমার নমস্কার হইতেছে। বামমার্গীরা যেরূপ পঞ্চমকার স্বীকার করে তদ্রূপ ইহারা চক্রাঙ্কিত পঞ্চ

সংস্কার স্বীকার করে। আপনাদিগকে শঙ্খ ও চক্রাদি দ্বারা দাগ দিবার জন্য প্রমাণস্বরূপ যে বেদ মন্ত্র উদ্ধৃত করে তাহার অর্থ এবং পাঠ এইরূপ :—

পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে প্রভুর্গাত্রাণি
পর্য্যেষি বিশ্বতঃ।
অতপ্তনূর্ন তদামো অশ্নুতে শৃতাস ইদ্বহন্তীস্তৎ-
সমাশত ॥ ১ ॥
তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদে ॥ ২ ॥ ঋঃ।
মং ৯। সূঃ ৮৩। মন্ত্র ১। ২ ॥

হে ব্রহ্মাণ্ড এবং বেদের পালক প্রভু, সর্ব্বসামর্থ্যযুক্ত ও সর্ব্বশক্তিমান্! তুমি আপনার ব্যাপ্তি দ্বারা সংসারের সকল অবয়ব ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছ। ব্রহ্মচর্য্য, সত্য-ভাষণ, শম, দম, যোগাভ্যাস, জিতেন্দ্রিয় ও সৎসঙ্গাদি তপশ্চর্য্যারহিত এবং অন্তঃকরণযুক্ত অপরিপক্ক আত্মা তোমার সেই ব্যাপক এবং পবিত্র স্বরূপকে প্রাপ্ত হয় না এবং যে পূর্ব্বোক্ত তপ শ্চর্য্যাদ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে, সেই তাদৃশ তপ অনুষ্ঠান করতঃ উত্তম প্রকার উক্ত শুদ্ধ স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়। প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে বিস্তৃত পবিত্রাচরণরূপ তপস্যা যে করে সেই পরমাত্মকে প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়। এক্ষণে বিচার কর যে রামানুজীয়াদিরা এই মন্ত্র হইতে কিরূপে "চক্রাঙ্কিত" হওয়া সিদ্ধ করে? বল ইহারা কি বিদ্বান্ ছিল অথবা অবিদ্বান্ ছিল? যদি বল বিদ্বান্ ছিল তবে এইমন্ত্রে এরূপ অসম্ভাবিত অর্থ কেন করিত? এইমন্ত্রে "অতপ্ততনূঃ" শব্দ রহিয়াছে এবং "অতপ্ত-ভুজৈকদেশঃ" এরূপ নাই। "অতপ্ততনূঃ" ইহা নখশিখাগ্র পর্য্যন্ত সমুদায়ার্থক জানিয়া চক্রাঙ্কিতগণ অগ্নিতে তাপিত করা এইরূপ স্বীকার করিয়া যদি চুল্লীর উপর হেলিয়া সমুদয় শরীর ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, তথাপি উক্ত মন্ত্রের অর্থের বিরুদ্ধ হইবে, কারণ উক্তমন্ত্রে সত্যভাষণাদি পবিত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাকেই "তপঃ" কথিত হইয়াছে।

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দমস্তপঃ ॥
তৈত্তিরীয়ঃ প্রঃ ১০। অঃ ৮ ॥

ইহাদিগকে তপঃ বলে। অর্থাৎ (ঋতং তপঃ) যথার্থ শুদ্ধভাব, সত্যমনন, সত্যকথন, সত্যানুষ্ঠান, মনকে অধর্ম্মে না যাইতে দেওয়া অন্যায়াচরণ হইতে বাহ্য ইন্দ্রিয়দিগকে নিরস্ত করা, অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মনদ্বারা শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা প্রভৃতি শ্রেয় ধর্ম্মযুক্ত কার্য্যের নাম তপঃ। শরীরকে তাপিত করিয়া চর্ম্ম ভস্মীভূত করাকে তপঃ কহে না। দেখ! চক্রাঙ্কিত লোক আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মনে করে কিন্তু আপনাদিগের পরম্পরানুসারে অনুষ্ঠিত কুকর্ম্মের

দিকে দৃষ্টিপাত করে না। প্রথমতঃ ইহার মূল পুরুষ "শঠকোপ" রচিত চক্রাঙ্কিত গ্রন্থ এবং নাভাডোম রচিত ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে যে :—

"বিক্রীয় শূর্পং বিচচার যোগী ॥"

ইত্যাদি বচন চক্রাঙ্কিতদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে। শঠকোপ যোগী কুলা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করতঃ বিচরণ করিতেন অর্থাৎ তিনি ব্যাধ জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগের নিকট পাঠ এবং শ্রবণ প্রার্থনা করাতে ব্রাহ্মণগণ তিরস্কার করিয়া থাকিবেন। এইজন্য তিনি ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধ তিলক ও চক্রাঙ্কিতাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ সম্প্রদায়াদি আপনার মনের মত বিষয় সকল প্রচলিত করিয়া থাকিবেন। চাণ্ডাল বর্ণোৎপন্ন মুনিবাহন তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। যবনকুলোৎপন্ন "যবনাচার্য্য" তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাকে কেহ কেহ "বদল" এবং যামুনাচার্য্য ও নাম দিয়া থাকেন। তাহার পর ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন "রামানুজ" চক্রাঙ্কিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে সকলে দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রামানুজ কিছু সংস্কৃত পাঠ করিয়া সংস্কৃতে শ্লোক নিবদ্ধ গ্রন্থ এবং শঙ্করাচার্য্যের টীকার বিরুদ্ধ শারীরিক সূত্রের এবং উপনিষদের টীকা রচনা করেন ও শঙ্করাচার্য্যের অনেক নিন্দাবাদ করেন। শঙ্করাচার্য্যের মত অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম একই এবং দ্বিতীয় কোন বস্তু বাস্তবিক নাই ; জগৎ প্রপঞ্চ সমস্ত মিথ্যা, মায়ারূপ এবং অনিত্য। রামানুজের মত তদ্বিরুদ্ধ এবং তদনুসারে জীব, ব্রহ্ম এবং মায়া এই তিনই নিত্য। এস্থলে শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে ব্রহ্মাতিরিক্ত জীব এবং কারণবস্তু স্বীকার না করা ঠিক নহে। এবং রামানুজের এই অংশে বিশিষ্টাদ্বৈত স্বীকার করা অর্থাৎ জীব ও মায়া সহিত পরমেশ্বর এক, অর্থাৎ এই তিনকে স্বীকার করা অথচ অদ্বৈত কহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। চক্রাঙ্কিতাদিতে ঈশ্বরের সর্ব্বপ্রকারে অধীন ও পরতন্ত্র জীব স্বীকার করা, কণ্ঠী, তিলক, মালা এবং মূর্ত্তি পূজনাদি পাষণ্ড মত প্রচলিত করা প্রভৃতি অনেক মন্দ বিষয় আছে। চক্রাঙ্কিতাদি যেরূপ বেদাবিরোধী শঙ্করাচার্য্যের মত তাদৃশ নহে।

প্রশ্ন—মূর্ত্তিপূজা কোথা হইতে চলিল ?

উত্তর—জৈনদিগের হইতে।

প্রশ্ন—জৈনগণ কোথা হইতে চালাইল ?

উত্তর—আপনাদিগের মূর্খতা হইতে।

প্রশ্ন—জৈনগণ কহেন যে শান্ত ধ্যানাবস্থিত ও উপবিষ্ট মূর্ত্তি দর্শনে আপনার জীবনের তদ্রূপ শুভ পরিণাম হইয়া থাকে।

উত্তর—জীব চেতন, এবং মূর্ত্তি জড়। তবে কি জড়ের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবও জড় হইয়া যাইবে ? এই মূর্ত্তি পূজা কেবল পাষণ্ড মত মাত্র এবং জৈনদিগের কর্ত্তৃক প্রচলিত। এইজন্য ১২ সমুল্লাসে ইহা খণ্ডন করা যাইবে।

প্রশ্ন—শাক্তাদিরা মূর্ত্তি সম্বন্ধে জৈনদিগের অনুকরণ করে নাই, কারণ বৈষ্ণবাদির মূর্ত্তি জৈনদিগের মূর্ত্তির সদৃশ নহে।

উত্তর—ইহা সত্য। জৈনদিগের তুল্য নির্ম্মাণ করিলে জৈন মতের সহিত ঐক্য হইত, এইজন্য উহাদিগের মূর্ত্তির বিরুদ্ধ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কারণ জৈনদিগের সহিত বিরোধ করা ইহাদিগের এবং ইহাদিগের সহিত বিরোধ করা জৈনদিগের মুখ্য কার্য্য ছিল। জৈনগণ যেরূপ বিবস্ত্র, ধ্যানাবস্থিত এবং বিরক্ত মনুষ্যের সদৃশ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত, বৈষ্ণবাদি তাহার বিরুদ্ধভাবে যথেষ্ট সজ্জিত, স্ত্রীসহিত রঙ্গরাগযুক্ত, ভীমাকার, বিষয়াসক্তি সহিত আকার বিশিষ্ট, উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। জৈনগণ অনেক শঙ্খ, ঘণ্টা এবং ঘড়ী প্রভৃতি বাজাইত না। উহারা অত্যন্ত কোলাহল করিত। এইরূপে এইরূপ লীলা করাতেই "পোপের" শিষ্য বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ী জৈনদিগের জাল হইতে রক্ষা পাইয়া ইহাদিগের লীলায় মুগ্ধ হইয়া উহাতেই আসক্ত হয়। ইহারা ব্যাসাদি মহর্ষিদিগের নামে আপনাদিগের মনের মত অসম্ভব গাথা যুক্ত অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল। উহাদিগের নাম "পুরাণ" রাখিয়া কথাও শুনাইতে আরম্ভ করিল। পরে এতাদৃশ বিচিত্র মায়া রচনা করিতে লাগিল যে প্রস্তরাদি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ গুপ্তভাবে পর্ব্বতে অথবা বনে রাখিয়া অথবা ভূমি মধ্যে প্রোথিত করিয়া পরে আপনাদিগের শিষ্যদিগের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিল যে রাত্রিতে মহাদেব, পার্ব্বতী, রাধা, কৃষ্ণ, সীতা, রাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, ভৈরবী অথবা হনুমানাদি স্বপ্নে আমাকে বলিয়াছেন যে আমি অমুক স্থানে আছি, আমাকে সে স্থল হইতে লইয়া আইস, মন্দিরে স্থাপন কর এবং তুমি যদি আমার পূজক হও তাহা হইলে তোমাকে মনোবাঞ্ছিত ফলপ্রদান করিব ইত্যাদি। বিচার হীন ধনাঢ্য লোক "পোপের" এই লীলা শ্রবণ করতঃ সত্য মনে করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল যে এরূপ মূর্ত্তি কোথায় আছে? তখন পোপ মহাশয় বলিলেন যে অমুক পাহাড়ে বা জঙ্গলে আছেন, আমার সঙ্গে চল দেখাইয়া দিব। পরে উক্ত নির্বুদ্ধি উক্ত ধূর্ত্তের সহিত গমন করতঃ তাদৃশ স্থলে উপস্থিত হইয়া দর্শন করতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং "পোপের" চরণে পতিত হইয়া বলিল যে আপনার উপর এই দেবতার অতিশয় কৃপা; এক্ষণে আপনি ইহাকে লইয়া চলুন; আমি ইহার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিব এবং উহাতে ইহা স্থাপনা করতঃ আপনিই পূজা করিতে থাকিবেন; আমরাও এই প্রতাপান্বিত দেবতার দর্শন ও স্পর্শন করিয়া মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইব। একজন যখন এইরূপ লীলা প্রকাশ করিল তখন উহা দেখিয়া সকল "পোপ"ই আপনাদিগের জীবিকার্থ ছল ও কপট দ্বারা মূর্ত্তি স্থাপন করিল।

প্রশ্ন—পরমেশ্বর নিরাকার। তিনি ধ্যানে আসিতে পারেন না। এইজন্য অবশ্য মূর্ত্তি হওয়া আবশ্যক। আচ্ছা যদি কিছুই না করে তথাপি মূর্ত্তির সম্মুখে যাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ করা এবং নাম গ্রহণ করা হয়, ইহাতে হানি কি?

উত্তর—যখন পরমেশ্বর নিরাকার এবং সর্ব্বব্যাপক, তখন তাঁহার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইতে পারে না। যদি মূর্ত্তি দর্শনেই পরমেশ্বরের স্মরণ হয় তাহা হইলে পরমেশ্বরের রচিত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু বনস্পতি আদি নানা প্রকার পদার্থ, যাহাতে ঈশ্বর অদ্ভুত রচনা করিয়াছেন এবং যে পর্ব্বতাদি

হইতে মনুষ্যকৃত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, তাদৃশ রচনাযুক্ত পৃথিবী ও পর্ব্বতাদি পরমেশ্বররচিত মহামূর্ত্তি-দর্শন করিয়া কি পরমেশ্বরের স্মরণ হইতে পারে না? তুমি যে বলিতেছ যে মূর্ত্তি দর্শনে পরমেশ্বরের স্মরণ হয় উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যখন পাষাণাদি মূর্ত্তি সমক্ষে থাকিবে না তখন পরমেশ্বরের স্মরণ না হওয়াতে মনুষ্য নির্জ্জন পাইয়া ও লাম্পট্যাদি কুকর্ম্মেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। কারণ সে জানিবে যে এ সময়ে এ স্থানে আমাকে কেহই দেখিতেছে না; সুতরাং ভ্রম না হইলেও সে অনর্থ করিতে থাকিবে ইত্যাদি অনেক দোষ পাষাণাদি মূর্ত্তি পূজায় ঘটিবার সম্ভাবনা। এক্ষণে দেখ, যে পাষাণাদি মূর্ত্তি পূজা না মানিয়া এবং সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বান্তর্য্যামী ও ন্যায়াধীশ পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান জানিয়া এবং মনে করিয়া পুরুষ পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র সকলের সদসৎ কার্য্যের দ্রষ্টা মনে করিয়া এবং এক্ষণ মাত্রও পরমাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক্ না জানিয়া, কেহ কুকর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, মনেও কখন কুচেষ্টা করিতে পারে না। কারণ সে জানে যে আমি মন, বচন, অথবা কর্ম্ম দ্বারা যে কিছু অসৎ কার্য্য করিব সেই অন্তর্য্যামীর ন্যায়বশতঃ দণ্ড ভোগ হইতে রক্ষা পাইব না। অধিকন্তু নাম স্মরণ মাত্রে কোনও ফল হয় না। যেরূপ "মিশ্রি" "মিশ্রি" বলিলে মুখ মিষ্ট হয় না অথবা "নিম্ব" "নিম্ব" করিলে মুখ তিক্ত হয় না, পরন্তু জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করিলেই মিষ্ট অথবা তিক্ত জানা যায়।

প্রশ্ন—নাম গ্রহণ কি সর্ব্বথা মিথ্যা? পুরাণের সর্ব্বত্রই নাম স্মরণের মহা মাহাত্ম্য লিখিত আছে।

উত্তর—নাম লইবার তোমাদিগের রীতি উত্তম নহে। তোমরা যে প্রকারে নাম স্মরণ কর, তাদৃশ রীতি মিথ্যা।

প্রশ্ন—আমাদিগের কিরূপ রীতি?

উত্তর—বেদবিরুদ্ধ।

প্রশ্ন—আচ্ছা এক্ষণে আপনি আমাদিগকে নাম স্মরণের বেদোক্ত রীতি বলিয়া দিন।

উত্তর—নাম স্মরণ এই প্রকারে করিতে হইবে। যেরূপ "ন্যায়কারী", ইহা ঈশ্বরের একটি নাম আছে। এই নামের অর্থ এই যে পরমাত্মা পক্ষপাত রহিত হইয়া সকলের প্রতি যথাবৎ ন্যায় প্রদর্শন করেন। এইরূপে উহার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা ন্যায়যুক্ত ব্যবহার করিবে এবং কখন অন্যায় করিবে না। এইরূপে মাত্র এক নাম হইতেও মনুষ্যের কল্যাণ হইতে পারে।

প্রশ্ন—আমি জানি যে পরমেশ্বর নিরাকার, কিন্তু তিনি শিব, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য্য এবং দেবী আদির শরীর ধারণ করিয়াছেন এবং রামকৃষ্ণাদি অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য উহাদিগের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। ইহাও কি মিথ্যা কথা?

উত্তর—হাঁ মিথ্যা। বেদে "অজ একপাৎ" "অকায়ম্" ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা পরমেশ্বর জন্ম, মরণ এবং শরীর ধারণ রহিত ইহা কথিত হইয়াছে। যুক্তি দ্বারাও জানা যায় যে পরমেশ্বরের কখন অবতার হইতে পারে না। কারণ যিনি আকাশবৎ সর্ব্বত্র ব্যাপক অনন্ত, এবং সুখ, দুঃখ ও

গুণরহিত ঈশ্বর এক ক্ষুদ্র বীর্য্যে, গর্ভাশয়ে এবং শরীরে কি প্রকারে আসিতে পারেন! যাহা এক দেশস্থ তাহারই গমনাগমন হয়। যাহা অচল, অদৃশ্য এবং এক পরমাণু ও যাহা হইতে পৃথক্ বা শূন্য নহে। তাহার অবতারের কথা বন্ধ্যাপুত্র বিবাহ করিয়াছে এবং তাহার পৌত্র দর্শন হইয়াছে এইরূপ কথা জানিতে হইবে।

প্রশ্ন—যখন পরমেশ্বর ব্যাপক, তখন মূর্ত্তিতেও আছেন। এরূপ স্থলে কোন পদার্থে ভাবনা করতঃ পূজা করা কেন উত্তম নহে? দেখুন—

> ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে।
>
> ভাবে হি বিদ্যতে দেব স্তস্মাদ্‌ভাবো হি কারণম্ ॥

পরমেশ্বর কাষ্ঠে, পাষাণে অথবা মৃত্তিকা নির্ম্মিত পদার্থে নাই কিন্তু তিনি ভাবনায় বিদ্যমান আছেন; যে স্থানে ভাবনা করিবে সেই স্থানেই পরমেশ্বর সিদ্ধ হইবেন।

উত্তর—যখন সর্ব্বত্র ব্যাপক তখন বস্তু বিশেষে তাঁহার ভাবনা করা এবং অন্যত্র না করা, ঠিক যেন চক্রবর্ত্তী রাজার সকল রাজ্যের বিদ্যমানতা লোপ করিয়া কোন একটি সামান্য কুটীরের অধিপতি মনে করা। দেখ, উক্তরূপ মনে করা রাজাকে কতদূর অপমান করা হয়। তুমিও তদ্রূপ পরমেশ্বরকে অপমান করিতেছ। যখন ব্যাপক মনে কর, তখন উদ্যান হইতে পুষ্প ও পত্র চয়ন করিয়া কেন প্রক্ষেপ কর? কেন বা চন্দন লেপন কর? ধূপ প্রজ্জ্বলিত কেন কর? ঘণ্টা, ঘড়ী, কাঁশী ও মৃদঙ্গাদি যষ্টি দ্বারা কেন আঘাত করিতেছ? তোমার হস্তেই রহিয়াছেন তবে কেন কৃতাঞ্জলি বদ্ধ করিতেছ? মস্তকে রহিয়াছেন তবে কেন মস্তক অবনত কর? অন্ন ও জলাদি দ্বারা কেন নৈবেদ্য অর্পণ কর? জলে রহিয়াছেন তবে কেন স্নান কর? পরমাত্মা উক্ত সমস্ত পদার্থে ব্যাপক রহিয়াছেন, তুমি ব্যাপকের পূজা কর অথবা ব্যাপ্যের পূজা কর? যদি ব্যাপকের পূজা কর তবে প্রস্তর এবং কাষ্ঠের উপর চন্দন ও পুষ্পাদি কেন অর্পণ করিয়া থাক? আর যদি ব্যাপ্যের পূজা কর এমন হয়, তবে "আমি পরমেশ্বরের পূজা করি" এই মিথ্যা কথা কেন বলিতেছ? "আমি পাষাণাদির পূজক" এই সত্য কথা কেন না বল?

এক্ষণে বল "ভাবনা" সত্য অথবা মিথ্যা? যদি বল সত্য, তাহা হইলে পরমেশ্বর তোমার ভাবের অধীন হইয়া বদ্ধ হইয়া যাইবেন। অপরন্তু তুমি ঐরূপ ভাবনা দ্বারা মৃত্তিকাকে সুবর্ণ ও রজতাদি, পাষাণকে হীরক ও পান্নাদি, সমুদ্র ফেণকে মুক্তা, জলকে ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি, এবং ধূলিকে ময়দা এবং শর্করা নির্ম্মাণ কেন না কর? তোমরা কখনও দুঃখের ভাবনা কর না অথচ উহা হয় কেন? অনবরত সুখের ভাবনা কর অথচ উহা প্রাপ্ত হও না কেন? অন্ধ পুরুষ নেত্রের ভাবনা করিয়া কেন দেখিতে পায় না? কেহ মৃত্যুর ভাবনা করে না অথচ মরে কেন? সুতরাং তোমার ভাবনা সত্য নহে; কারণ বস্তু যেরূপ তদ্রূপ মনে করার নাম ভাবনা কথিত হয়। অগ্নিতে অগ্নি বা জলে জল জ্ঞান হওয়াকে ভাবনা, এবং জলে অগ্নি অথবা অগ্নিতে জল বোধ করাকে অভাবনা কহে।

কেননা যাহা যেরূপ তাহাকে তদ্রূপ জানার নাম জ্ঞান এবং অন্যথা জানাকে অজ্ঞান কহে। তুমি অভাবনাকে ভাবনা এবং ভাবনাকে অভাবনা বলিতেছ।

প্রশ্ন—দেখুন মহাশয়! যতক্ষণ বেদমন্ত্র দ্বারা আবাহন না করা হয় ততক্ষণ দেবতা আসেন না, আবাহন করিলেই তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হন এবং বিসর্জ্জন করিলেই চলিয়া যান।

উত্তর—যদি মন্ত্রপাঠ করতঃ আবাহন করিলে দেবতা আসেন, তাহা হইলে মূর্ত্তি কেন চেতন হন না? এবং বিসর্জ্জনের পরেই বা উক্ত চেতনতা চলিয়া যায় না কেন? উক্ত দেবতা কোথা হইতে আসেন এবং কোথায় গমন করেন? শুন ভাই! পূর্ণ পরমাত্মা আসেনও না যানও না। যদি তুমি মন্ত্রদ্বারা পরমেশ্বরকে আবাহন করিয়া উপস্থিত করিতে পার তবে তুমি তোমার মৃতপুত্রের শরীরে উক্ত মন্ত্র-বল দ্বারা উহার জীবকে আবাহন করিয়া লও না কেন? অপরন্তু শত্রুর শরীরস্থিত জীবাত্মাকে বিসর্জ্জন করিয়া কেন বিনাশ কর না? শুন ভাই! তোমরা নির্ব্বুদ্ধি এবং সরলচিত্ত। এ সকল দ্বারা পোপ মহাশয়েরা তোমাদিগকে প্রতারণা করিয়া আপনাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া থাকে। বেদে পাষাণাদি মূর্ত্তি পূজা এবং পরমেশ্বরের আবাহন বিসর্জ্জনের জন্য এক অক্ষর বা মন্ত্রও নাই।

প্রশ্ন—

প্রাণা ইহাগচ্ছন্তু সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। আত্মেহাগচ্ছতু সুখং চিরং তিষ্ঠতু স্বাহা। ইন্দ্রিয়াণীহাগচ্ছন্তু সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

এ সকল বেদ মন্ত্র। তবে কেন বলিতেছেন যে নাই?

উত্তর—ভাই! বুদ্ধিকে অল্প পরিমাণেও আপনার কার্য্যে প্রয়োগ কর। এ সমস্ত বামমার্গী-দিগের বেদ বিরুদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের কপোল কল্পিত পোপ রচিত পঙ্‌ক্তি। ইহা বেদ বচন নহে।

প্রশ্ন—তন্ত্র কি মিথ্যা?

উত্তর—হাঁ সর্ব্বপ্রকারে মিথ্যা। যেরূপ পাষাণাদি মূর্ত্তি বিষয়ক আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি সম্বন্ধে বেদে এক অক্ষরও নাই তদ্রূপ "স্নানং সমর্পয়ামি" ইত্যাদি বচনও নাই। এপর্য্যন্তও নাই যে "পাষাণাদিমূর্ত্তিং রচয়িত্বা মন্দিরেষু সংস্থাপ্য গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ" অর্থাৎ পাষাণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরে স্থাপন করতঃ চন্দন ও অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিবে—ইহার লেশ মাত্রও নাই।

প্রশ্ন—যদি বেদে ইহার বিধি না থাকে তাহা হইলে ইহার খণ্ডনও নাই। আর যদি খণ্ডন থাকে তাহা হইলে "প্রাপ্তৌ সত্যাং নিষেধঃ" অর্থাৎ মূর্ত্তি পূজা থাকিলেই তাহার খণ্ডন হইতে পারে।

উত্তর—বিধি নিশ্চয়ই নাই। তদ্ভিন্ন পরমেশ্বরের স্থানে অন্য কোন পদার্থকে পূজনীয় মানিবে না এবং উহার সর্ব্বথা নিষেধ করা হইয়াছে। অপূর্ব্ব বিধি কি হয় না? শুন এইরূপ আছে—

অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাꣳ রতাঃ ॥১

যজুঃ ॥ অঃ ৪০। মঃ ৯ ॥

ন তস্য প্রতিমা অস্তি ॥২ যজুঃ ॥ অঃ ৩২। মঃ ৩ ॥

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৩

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৪

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যন্তি।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৫

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদꣳশ্রুতম্।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৬

যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৭

কেনোপনিঃ ॥

যে অসম্ভূতি অর্থাৎ অনুৎপন্ন ও অনাদি প্রকৃতিরূপ কারণকে ব্রহ্মস্থানীয় করিয়া উপাসনা করে সে অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞান এবং দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হয় এবং যে সম্ভূতিকে অর্থাৎ কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য্যরূপ পৃথিবী আদি ভূত, পাষাণ, বৃক্ষাদির অবয়ব এবং মনুষ্যাদির শরীরকে ব্রহ্মস্থানীয় করিয়া উপাসনা করে সে পূর্ব্বোক্ত অন্ধকার অপেক্ষা অধিক অন্ধকারে পতিত হয় অর্থাৎ উক্ত মহামূর্খ চিরকাল ঘোর দুঃখরূপ নরকে পতিত হইয়া মহাক্লেশ ভোগ করে। ১।

যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপক সেই নিরাকার পরমাত্মার প্রতিমা, পরিমাণ, সাদৃশ্য অথবা মূর্ত্তি নাই। ২।

যিনি বাণীর "ইয়ত্তার" অর্থাৎ "এই জল গ্রহণ কর" এইরূপ বিষয়ীভূত নহেন এবং যাঁহার ধারণ ও সত্তাবশতঃ বাণীর প্রবৃত্তি হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা কর; তদ্ভিন্ন পদার্থ উপাসনীয় নহে। ৩।

মনের দ্বারা "ইয়ত্তা" করিলে যিনি মনে আসেন না কিন্তু যিনি মনকে জানেন সেই ব্রহ্মকে তুমি

জান এবং তাঁহার উপাসনা কর তদ্ভিন্ন জীব এবং অন্তঃকরণকে ব্রহ্মস্থানীয় করিয়া উপাসনা করিও না। ৪।

চক্ষুদ্বারা যিনি দৃষ্ট হন না এবং যাঁহার নিমিত্ত চক্ষু বস্তু সকল দেখিতে পায়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং তাঁহার উপাসনা কর; তদ্ভিন্ন সূর্য্য, বিদ্যুৎ এবং অগ্নি আদি যে সকল জড় পদার্থ আছে তাহার উপাসনা করিও না। ৫।

শ্রোত্র দ্বারা যিনি শ্রুত হন না এবং যাঁহার মিমিত্ত শ্রোত্র শুনিতে পায় তুমি তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং তাঁহার উপাসনা কর; তদ্ভিন্ন শব্দাদিকে তাঁহার স্থানে উপাসনা করিও না। ৬।

যিনি প্রাণ সমূহ দ্বারা চালিত হন না এবং যাঁহার নিমিত্ত প্রাণ গতিশীল হয় তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং উপাসনা কর: তদ্ভিন্ন বায়ুকে উপাসনা করিও না। ৭।

ইত্যাদি অনেক নিষেধ বাক্য আছ। প্রাপ্তের এবং অপ্রাপ্তেরও নিষেধ হইয়া থাকে। "প্রাপ্তের" নিষেধ—যেমন কেহ বসিয়া আছে তাহাকে উঠাইয়া দেওয়া। "অপ্রাপ্তের" নিষেধ—যেমন হে পুত্র! তুমি কখন চুরি করিও না, কূপে পতিত হইও না. দুষ্টের সঙ্গ করিও না অথবা বিদ্যাহীন থাকিও না ইত্যাদি। অতএব অপ্রাপ্তেরও নিষেধ হইতে পারে। উক্ত নিষেধ মনুষ্যের জ্ঞানে অপ্রাপ্ত এবং পরমেশ্বরের জ্ঞানে প্রাপ্ত। সুতরাং পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন—মূর্ত্তি পূজায় যেমন পুণ্য নাই, পাপও তো তেমন নাই।

উত্তর—অর্থ দুই প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম বিহিত, যেমন সত্যভাষণাদি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বেদে প্রতিপাদিত আছে। দ্বিতীয় নিষিদ্ধ, যেমন মিথ্যা ভাষণাদি যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া বেদে প্রতিপাদিত আছে। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যেমন পুণ্য এবং উহার অকরণে অধর্ম্ম হয় তদ্রূপ নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অধর্ম্ম এবং উহার অকরণে ধর্ম্ম হইয়া থাকে। যখন তুমি বেদানুসারে নিষিদ্ধ মূর্ত্তি পূজাদি কর্ম্ম করিতেছ, তখন কেন পাপ না হইবে?

প্রশ্ন—দেখুন! বেদ অনাদি। মূর্ত্তির তখন প্রয়োজন ছিল না। কারণ দেবতা প্রথমে প্রত্যক্ষ ছিলেন। পশ্চাৎ তন্ত্র ও পুরাণানুসারে এই রীতি প্রচলিত হইয়াছে। যখন মনুষ্যদিগের জ্ঞান এবং সামর্থ্য ন্যূন হইয়া গেল তখন ধ্যানে পরমেশ্বরকে আনিতে পারিত না কিন্তু মূর্ত্তির ধ্যান করিতে পারিত। এই জন্য অজ্ঞানদিগের জন্য মূর্ত্তিপূজা হইয়াছে। কারণ সোপান পরম্পরা দ্বারা উঠিলেই গৃহের উপর উঠিতে পারে, আর প্রথম সোপান ছাড়িয়া উপরে উঠিতে ইচ্ছা করিলে উঠিতে পারে না। এই জন্য মূর্ত্তি সোপান স্বরূপ। ইহার পূজা করিতে করিতে যখন জ্ঞানোদয় হইবে এবং অন্তঃকরণ পবিত্র হইবে, তখন পরমেশ্বরের ধ্যান করিতে পারিবে। লক্ষ্যভেদক যেরূপ প্রথমতঃ স্থূল লক্ষ্যে তীর, গুলী অথবা গোলা আদি নিক্ষেপ করিতে করিতে পশ্চাৎ সূক্ষ্ম ও চিহ্নানুসারে আঘাত করিতে পারে, তদ্রূপ স্থূলমূর্ত্তির পূজা করিতে করিতে পরে সূক্ষ্ম ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেরূপ কুমারীগণ যত দিন যথার্থ পতি লাভ না করে ততদিন পুত্তলিকা লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ মূর্ত্তিপূজা করা দুষ্কার্য্য নহে।

উত্তর—যখন বেদবিহিত ধর্ম্ম, এবং বেদবিরুদ্ধাচরণ অধর্ম্ম হইল তখন তুমি বলিলেও মূর্ত্তিপূজা করা অধর্ম্ম স্থির করিতে হইবে। যে যে গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ, তত্তৎ পুস্তক প্রমাণস্বরূপ দেওয়াও নাস্তিকতা প্রকাশ করা জানিবে। শুন—

নাস্তিকো বেদ নিন্দকঃ ॥১॥ মনু ২। ১১।

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।

সর্ব্বাস্তা নিস্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ ॥২॥

উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ।

তান্যর্ব্বাক্কালিকতয়া নিস্ফলান্যনৃতানি চ ॥৩॥

মঃ। অঃ ১২—৯৫। ৯৬ ॥

মহাত্মা মনু বলিতেছেন--যে বেদের নিন্দা করে অর্থাৎ ইহার অপমান, ত্যাগ অথবা বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাকে নাস্তিক বলা যায়। ১।

যে সকল গ্রন্থ বেদবাহ্য, কুপুরুষ রচিত এবং সংসারকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করে, তৎসমস্ত নিষ্ফল, অসত্য অন্ধকার রূপ এবং ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখদায়ক। ২।

যে সকল গ্রন্থ বেদ বিরুদ্ধ রচিত হয় উহা আধুনিক বলিয়া শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। উহাতে বিশ্বাস করা নিষ্ফল এবং মিথ্যা। ৩।

ব্রহ্মা হইতে জৈমিনি মহর্ষি পর্য্যন্ত সকলের এইরূপ মত। বেদবিরুদ্ধ মতে বিশ্বাস না করা এবং বেদানুকূল আচরণ করাই ধর্ম্ম। কারণ বেদ সত্যার্থের প্রতিপাদক এবং তদ্বিরুদ্ধ যাবতীয় তন্ত্র এবং পুরাণ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তৎসমস্ত মিথ্যা। বেদ বিরুদ্ধ গ্রন্থে কথিত মূর্ত্তি পূজাও অধর্ম্ম। জড়ের পূজাদ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে না বরং যাহা কিছু জ্ঞান আছে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং জ্ঞানীদিগের সেবা এবং সঙ্গ দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, পাষাণাদি হইতে হয় না। পাষাণাদি মূর্ত্তি পূজা দ্বারা ধ্যানে কি পরমেশ্বরকে কখন আনিতে পারে? কখনও নহে। মূর্ত্তিপূজা সোপান নহে বরং ইহা একটি বৃহৎ খাত। উহাতে পড়িয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায় এবং আর উহা হইতে নির্গত হইতে পারে না বরং উহাতেই মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। তবে অল্প বিদ্বান্ ধার্ম্মিক হইতে পরম বিদ্বান্ যোগী পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গদ্বারা সদ্বিদ্যা লাভ এবং সত্য ভাষণাদিকে গৃহের উপরে যাইতে যেরূপ নিঃশ্রেণী থাকে তদ্রূপ পরমেশ্বর প্রাপ্তির জন্য সোপান পরম্পরা বলা যাইতে পারে। কিন্তু মূর্ত্তি পূজা করিতে করিতে কেহই জ্ঞানী হয় নাই, বরং সমস্ত মূর্ত্তিপূজক অজ্ঞান থাকিয়া ব্যর্থরূপে মনুষ্য জন্ম নষ্ট করিয়া অনেকে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এক্ষণে যাহারা আছে তাহারাও ঐরূপ হইবে। তাহারাও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ রূপ মনুষ্যজন্মের ফল লাভে বিমুখ হইয়া বৃথা নষ্ট হইয়া যাইবে। ব্রহ্মপ্রাপ্তি পক্ষে মূর্ত্তিপূজা স্থূল লক্ষ্যের ন্যায় নহে। ধার্ম্মিক এবং বিদ্বান্ পুরুষ সৃষ্টিবিদ্যাকে

বর্দ্ধিত করিতে করিতে ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হয়। মূর্ত্তিপূজন পুত্তলিকা ক্রীড়াবৎ নহে। প্রথম অক্ষরাভ্যাস এবং সুশিক্ষা হওয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি সাধনের পক্ষে পুত্তলিকা ক্রীড়াবৎ জানিতে হইবে। শুন! যখন উত্তম শিক্ষা এবং বিদ্যালাভ হয় তখন সত্য স্বামীস্বরূপ পরমাত্মাকেও প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—সাকারে মন স্থির থাকে কিন্তু নিরাকারে স্থির হওয়া দুরূহ। সুতরাং মূর্ত্তিপূজা থাকা উচিত।

উত্তর—সাকারে কখন মন স্থির হইতে পারে না। কারণ মন উহাকে সহসাই গ্রহণ করিয়া উহার প্রত্যেক অবয়বে বিচরণ করে এবং পরে অন্যের প্রতি ধাবমান হয়। কিন্তু নিরাকার পরমাত্মার গ্রহণ বিষয়ে মন যথাসাধ্য অত্যন্ত ধাবমান হইয়াও অন্ত পায় না এবং নিরবয়ব বলিয়া চঞ্চলও হয় না কিন্তু তাঁহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের বিচার করিতে আনন্দে মগ্ন হইয়া স্থির হইয়া যায়। যদি মন সাকারে স্থিরহওয়া সম্ভব হইত তাহা হইলে সমস্ত জগতে সকলেরই মন স্থির হইয়া যাইত। কারণ জগতে মনুষ্য, স্ত্রী, পুত্র, ধন ও মিত্রাদি সাকারে আসক্ত থাকে কিন্তু যাবৎ নিরাকারে মন প্রবৃত্ত না করিবে তাবৎ কাহারও মন স্থির হয় না। কারণ নিরবয়ব বলিয়াই উহাতে মন স্থির হয়। অতএব মূর্ত্তিপূজা করা অধর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ কোটি টাকা মন্দিরাদিতে ব্যয় করিয়া লোকে দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং উহাতে প্রমাদ হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ মন্দির সকলে স্ত্রী ও পুরুষদিগের একত্র হওয়াতে ব্যভিচার, বিবাদ ও কলহ এবং রোগাদি হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ উহাকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের সাধন মনে করিয়া পুরুষার্থরহিত হইয়া মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ যাপিত হয়। পঞ্চমতঃ নানাপ্রকারের বিরুদ্ধ নাম, স্বরূপ ও চরিত্রযুক্ত মূর্ত্তিসকলের পূজকদিগের মধ্যে ঐক্যমত নষ্ট হইয়া যায় এবং বিরুদ্ধমতে তাহাদের প্রবৃত্ত হওয়াতে ও পরস্পরের মধ্যে ভেদ বুদ্ধি হওয়াতে দেশের বিনাশ সাধিত হয়। ষষ্ঠতঃ উহার ভরসায় শত্রুদিগের পরাজয় এবং আপনাদিগের বিজয় হইবে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া লোকে নিশ্চেষ্ট থাকে। পরে পরাজিত হইলে রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ও ধনসুখ শত্রুদিগের আধীন হয় এবং লোকসকল পরাধীন হইয়া "সরাই" রক্ষকদিগের অশ্বের ন্যায় এবং কুম্ভকারের গর্দ্দভের ন্যায় শত্রুর বশীভূত হইয়া বহুবিধ দুঃখ অনুভব করে। সপ্তমতঃ যেমন কেহ কাহাকে বলে যে আমি তোমার উপবেশনের আসনের উপর অথবা নামের উপর প্রস্তর রাখি এবং সে উহা শুনিয়া যেরূপ উপর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করে অথবা গালি প্রদান করে তদ্রূপ পরমেশ্বরের উপাসনার স্থান স্বরূপ হৃদয়ে এবং নামের উপর যে মূর্ত্তি ভাবনা করে, পরমেশ্বর তাদৃশ দুষ্টবুদ্ধির কেন বিনাশ না করিবেন? অষ্টমতঃ ভ্রমবশতঃ মন্দিরে মন্দিরে এবং দেশদেশান্তরে পর্য্যটন করতঃ লোকে দুঃখ পায়, উহাদিগের ধর্ম্ম, অর্থ এবং পরমার্থের কার্য্য নষ্ট হইয়া যায়, উহারা দস্যুদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, এবং বঞ্চকের হস্তে পড়িয়া প্রবঞ্চিত হয়। নবমতঃ যে ধন দুষ্ট পূজকদিগকে প্রদত্ত হয় উহা বেশ্যা বা পরস্ত্রীগমনে, মদ্য-মাংসাহারে এবং বাদ বিবাদে ব্যয়িত হয় এবং দাতার সুখের মূল নষ্ট হইয়া দুঃখ উৎপন্ন হয়। দশমতঃ মাতা ও পিতা প্রভৃতি মাননীয়দিগের পরিবর্ত্তে পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা করতঃ উহাদিগের অপমান করিয়া কৃতঘ্ন হইয়া যায়। একাদশতঃ যদি কেহ উক্ত মূর্ত্তিকে ভগ্ন করে অথবা যদি চোরে অপহরণ করে তখন লোকে "হায় হায়" করিয়া বিলাপ করে। দ্বাদশতঃ পূজকপুরুষ পরস্ত্রীর সঙ্গবশতঃ এবং পূজিকাস্ত্রী পর পুরুষের সঙ্গবশতঃ প্রায়ই দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া স্বামীস্ত্রীর পরস্পর প্রেমানন্দ হইতে

বঞ্চিত হয়। ত্রয়োদশতঃ স্বামী ও সেবকের মধ্যে যথাবৎ আজ্ঞা প্রদান ও পালন না হওয়াতে পরস্পরের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব উৎপন্ন হইয়া উভয়েই নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া যায়। চতুর্দ্দশতঃ জড়ের ধ্যান-কারী আত্মারও জড়বুদ্ধি হইয়া থাকে; কারণ অন্তঃকরণ দ্বারা ধ্যেয়ের জড়ত্ব ধর্ম্ম আত্মায় অবশ্য প্রবেশ করে। পঞ্চদশতঃ পরমেশ্বর সুগন্ধ পুষ্পাদি পদার্থ বায়ু ও জলের দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য ও লোকের আরোগ্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু পূজকেরা উহাদিগকে উৎপাটন এবং ছিন্ন ভিন্ন করে। বলা যায় না কতদিন উক্ত পুষ্প সকল সুগন্ধীকৃত আকাশে প্রস্ফুটিত থাকিয়া পূর্ণ সুগন্ধ বিস্তারের সময় পর্য্যন্ত বায়ু ও জলের শুদ্ধি সম্পাদন করতঃ উহাদিগকে সুগন্ধযুক্ত করিত। পূজকগণ উহার নাশ করিয়া দেয় এবং কর্দ্দমের সহিত মিলিত করিয়া বিকৃত করতঃ বিপরীতভাবে দুর্গন্ধ উৎপাদন করিবার কারণ হয়। পরমাত্মা কি প্রস্তরের উপর রাখিবার জন্য পুষ্পাদি সুগন্ধযুক্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন? ষোড়শতঃ প্রস্তরের উপর সংস্থাপিত পুষ্প, চন্দন, এবং অক্ষতাদি সকল জল মৃত্তিকা সংযুক্ত হইয়া জল প্রণালীতে অথবা খাতে একত্র হইয়া বিকৃত হইয়া মনুষ্যপুরীষের দুর্গন্ধের ন্যায় আকাশে দুর্গন্ধ বিস্তার করে এবং সহস্র সহস্র জীব উহাতে পতিত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং বিকৃত হইয়া থাকে। মূর্ত্তি পূজায় এইরূপ অনেক অনেক দোষ আসে। এইজন্য সজ্জন লোক-দিগের পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজা সর্ব্বথা ত্যক্তব্য। যাহারা পাষাণময়ী মূর্ত্তি করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে তাহারা পূর্ব্বোক্ত দোষসমূহ হইতে রক্ষা পায় নাই, পাইতেছে না এবং পাইবেও না।

প্রশ্ন—কোন প্রকারের মূর্ত্তি পূজা করা বা উহাতে অপরকে প্রবৃত্ত করার কথা বলিতেছিনা, পরন্তু আমাদের আর্য্যাবর্ত্তে প্রাচীন পরম্পরা হইতে পঞ্চদেব পূজা শব্দ চলিয়া আসিতেছে। উহার অর্থ এই পঞ্চায়তন পূজা যেমন শিব, বিষ্ণু, অম্বিকা, গণেশ এবং সূর্য্যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা। ইহাই পঞ্চায়তন পূজা কি না?

উত্তর—কোন প্রকারের মূর্ত্তিপূজা করিবে না, কিন্তু নিম্নে যাহা "মূর্ত্তিমান্" কথিত হইবে। উহার পূজা অর্থাৎ সৎকার করিতে হইবে। এই পঞ্চদেব পূজা অথবা পঞ্চায়তনপূজা শব্দের অতি উত্তম অর্থ আছে। কিন্তু বিদ্যাহীন মূর্খ লোকে উহার অর্থ ত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট অর্থ গ্রহণ করতঃ আজকাল শিবাদি পঞ্চ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে। উহার খণ্ডন পূর্ব্বে করিয়াছি। এক্ষণে বেদোক্ত এবং বেদানুকূল প্রকৃত পঞ্চায়তন দেব পূজা এবং মূর্ত্তি পূজার কথা শ্রবণ কর :—

মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরম্।

যজুঃ। অঃ ১৬। মঃ ১৫॥

আচার্য্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে।

অথর্ব্বঃ। কাঃ ১১। বঃ ৫। মঃ ১৭॥

অতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ।

অথর্ব্বং। কাঃ ১৫। বঃ ১৩। মঃ ৬॥

অর্চ্চত প্রার্চ্চত প্রিয়মেধাসো অর্চ্চত। ঋগ্বেদে ॥

ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি।

তৈত্তিরীয়োপনিঃ। বঃ ১। অঃ ১ ॥

কতম একো দেব ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে।

শতপথ কাঃ১৪।প্রঃ৬।ব্রাঃ৭।কঃ১০ ॥

মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব আচার্য্যদেবো ভব অতিথিদেবো ভব।

তৈত্তিরীয়োপনিঃ। বঃ ১। অনুঃ ১১ ॥

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।

পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ।

মনুঃ। অঃ ৩। ৫৫ ॥

উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ।

মনুস্মৃতৌ ॥

"প্রথম মাতা মূর্ত্তিমতী পূজনীয় দেবতা" অর্থাৎ সন্তানগণ মন, বাক্য এবং ধন দ্বারা মাতাকে রক্ষা করিবে এবং কখনও হিংসা বা তাড়না করিবে না। দ্বিতীয় সংকারের উপযুক্ত দেব পিতা; তাঁহাকেও মাতার তুল্য সেবা করিবে। তৃতীয় বিদ্যাদাতা আচার্য্য; তাঁহাকেও কাব্য, মন ও ধন দ্বারা সেবা করিবে। চতুর্থ অতিথি; যিনি বিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও নিষ্কপটী হইয়া সকলের উন্নতি প্রার্থনা করেন এবং জগতে ভ্রমণকরতঃ সত্য উপদেশ দ্বারা সকলকে সুখী করেন তাঁহাকে সেবা করিবে। পঞ্চম স্ত্রীর পক্ষে পতি এবং পুরুষের পক্ষে পত্নী পূজনীয় হইয়া থাকে। এই পাঁচ মূর্ত্তিমতী দেবতা; ইঁহাদিগের সঙ্গবশতঃ মনুষ্যদেহের উৎপত্তি ও পালন হয় এবং সত্য শিক্ষা, বিদ্যা ও সত্যোপদেশ প্রাপ্তি হয়। পরমেশ্বর প্রাপ্তির জন্য ইঁহারাই সোপান পরম্পরা। ইঁহাদিগকে সেবা না করিয়া যে পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা করে, সে অত্যন্ত বেদবিরোধী।

প্রশ্ন—যদি মাতা এবং পিতাদিরও পূজা করে অথচ মূর্ত্তি পূজাও করে তাহা হইলে তো কোন দোষ হয় না?

উত্তর—পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজা ত্যাগ করাতে এবং মূর্ত্তিমান্দিগের সেবা করাতেই কল্যাণ হয়। ইহা বড় অনর্থের কথা যে সাক্ষাৎ মাতাদি প্রত্যক্ষ সুখদায়ক দেবতা ত্যাগ করিয়া পাষাণাদি অদেবের উপর মস্তকাঘাত করা স্বীকার করা হইয়াছে। লোকে ইহা এইজন্য স্বীকার করিয়াছে যে মাতা এবং পিতাদির সম্মুখে নৈবেদ্য অথবা পূজা-সামগ্রী উপস্থাপিত করিলে উহাঁরা স্বয়ং ভোজন করিবেন এবং পূজা-সামগ্রী গ্রহণ করিবেন। তাহা হইলে দাতার মুখে অথবা হস্তে কিছুই পতিত

হইবে না। এইজন্য পাষাণাদি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উহার সম্মুখে নৈবেদ্য অর্পণ করিয়া ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টানাদ এবং পোঁ পোঁ শব্দে শঙ্খ বাজাইয়া কোলাহল করতঃ বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে অর্থাৎ "ত্বমঙ্গুষ্ঠং গৃহাণ ভোজনং পদার্থং বাহহং গ্রহীষ্যামি"। যেমন কেহ কাহাকে প্রতারণা বা উত্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলে যে তুমি "ঘণ্টা" লও, এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে ও তাহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করে, তদ্রূপ লীলা এই পূজকসকল, অর্থাৎ পূজানামক সৎকর্ম্মের শত্রু সকল করিয়াছে। এই সকল লোক সুসজ্জিত ও উজ্জ্বল মূর্ত্তি সকল রচনা করিয়া আপনারা প্রতারকের ব্যবসায় লইয়া অবিবেচক ও মূর্খ অনাথদিগের সম্পত্তি হরণ করতঃ আপনারা উপভোগ করে। কোন ধার্ম্মিক রাজা থাকিলে এই সকল পাষাণপ্রিয় লোকদিগকে প্রস্তর ভাঙ্গিতে ও তদ্দ্বারা দ্রব্যাদি গঠন করিতে এবং গৃহ নির্ম্মাণাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ও উপযুক্ত পান ভোজন দিয়া উহাদিগকে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে দিতেন।

প্রশ্ন—স্ত্রীআদির পাষাণাদি মূর্ত্তি দেখিলে যেরূপ কামোৎপত্তি হয় তদ্রূপ বীতরাগ ও শান্তিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিলে কেন না বৈরাগ্য এবং শান্তি লাভ হইবে?

উত্তর—হইতে পারে না। কারণ আত্মায় উক্ত মূর্ত্তির জড়ত্ব ধর্ম্ম আসিলে বিচারশক্তি হ্রাস হয়। বিবেক ব্যতিরেকে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য ব্যতিরেকে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ব্যতিরেকে শান্তিলাভ হয় না। মূর্ত্তি হইতে যাহা কিছু শান্তি হইতে পারে তাহা জীবিত ব্যক্তির সঙ্গবশতঃ উপদেশবশতঃ এবং তাহার ইতিহাসাদি শ্রবণবশতঃ হইয়া থাকে। যাহার গুণ অথবা দোষ জানা নাই তাহার মূর্ত্তিমাত্র দর্শনে প্রীতি হয় না; কারণ গুণজ্ঞানই প্রীতির কারণ। এইরূপ মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি অসৎ কারণ হইতেই আর্য্যাবর্ত্তে কোটী কোটী মনুষ্য নিষ্কর্ম্মা, পূজক, ব্যবসায়ী, ভিক্ষুক, অলস, এবং পুরুষার্থ-রহিত হইয়াছে। উহারাই সংসারের মূঢ়তা, মিথ্যা এবং অনেক প্রকার কপটতা প্রচারিত করিয়াছে।

প্রশ্ন—দেখুন "লাট্‌ভৈরব" আদি কাশীতে "আরঙ্গজেব বাদশাহ্" কে অতি অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিল। যখন মুসলমানগণ উহা ভাঙ্গিতে গেল এবং যখন কামানের গোলা উহার উপর প্রক্ষেপ করিতে লাগিল তখন বৃহৎ বৃহৎ ভ্রমর (ভীমরুল) নির্গত হইয়া সকল সৈন্যকে ব্যাকুল করিয়াছিল এবং সৈন্যগণ পলায়ন করিল।

উত্তর—উহা পাষাণের চমৎকারিত্ব নহে। পরন্তু উক্ত স্থলে ভ্রমরের চাক সংযুক্ত ছিল। উহাদিগের স্বভাবই এইরূপ যে উহাদিগকে কেহ উত্যক্ত করিলেই উহারা দংশন করিতে ধাবমান হয়। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধধারার যে চমৎকারিতা হইয়াছিল উহা পূজক মহাশয়ের লীলা মাত্র।

প্রশ্ন—দেখুন, মহাদেব ম্লেচ্ছকে দর্শন দিবেন না বলিয়া কূপে এবং বেণীমাধব নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে যাইয়া গুপ্তভাবে ছিলেন। ইহা কি চমৎকার নহে?

উত্তর—আচ্ছা, তিনি শান্তিরক্ষক কালভৈরব, ও লাটভৈরবাদি ভূতপ্রেতগণ এবং গরুড়াদি-গণের দ্বারা মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কেন নিঃসারিত করিয়া দিলেন না? পুরাণে মহাদেব এবং বিষ্ণু সম্বন্ধে কথা আছে যে ইঁহারা ত্রিপুরাসুর প্রভৃতি অনেক অতি ভয়ঙ্কর দুষ্টদিগকে ভস্ম

করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা যদি হইতে পারে তবে তাঁহারা মুসলমানদিগকে কেন ভস্ম করিলেন না? ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে তুচ্ছ পাষাণ যুদ্ধ করিবে কেন? যখন মুসলমানগণ মন্দির এবং মূর্ত্তিসকল ভগ্ন করিতে করিতে কাশীর নিকট আসিল, তখন পূজকগণ উক্ত পাষাণের লিঙ্গকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং বেণীমাধব ব্রাহ্মণের গৃহে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। কালভৈরবের ভয়ে যখন কাশীতে যমদূত যাইতে পারে না এবং কালভৈরব যখন প্রলয়-কালেও কাশীর নাশ হইতে দেয় না তখন ম্লেচ্ছদিগের দূতকে কেন ভয় প্রদর্শন করিল না এবং আপনার রাজমন্দির কেন নষ্ট হইতে দিল? এ সমস্তই "পোপের" মায়া।

প্রশ্ন—গয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের পাপ খণ্ডন হয়, সেই স্থানের পুণ্য প্রভাবে পিতৃগণ স্বর্গে যান এবং তাঁহারা হস্ত প্রসারণ করিয়া পিণ্ড গ্রহণ করেন। এ কথাও কি মিথ্যা?

উত্তর—সর্ব্বথা মিথ্যা। যদি পিণ্ডপ্রদানের এরূপ প্রভাব হয়, তাহা হইলে যখন পিতৃলোকের মুখে পিণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হয়, গয়ালীরা বেশ্যাগমনাদি পাপকার্য্যে উহার ব্যয় করে, তখন সেই পাপ-প্রভাব কেন খণ্ডিত হয় না? তদ্ব্যতীত আজকাল পাণ্ডাদিগের হস্ত ব্যতীত অন্য কাহারও হস্ত প্রসারিত হইতে দেখা যায় না। কোন ধূর্ত্ত পৃথিবীতে এক গর্ত্ত খনন করিয়া উহার মধ্যে একজন মনুষ্যকে রাখিয়া দিয়া থাকিবে। পশ্চাৎ উহার মুখের উপর কুশার্পিত পিণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকিবে এবং উক্ত প্রতারক উহা ভোজন করিয়া থাকিবে। কোন নির্বুদ্ধি ধনাঢ্য যদি এইরূপে কখন প্রতারিত হইয়া থাকে তাহা আশ্চর্য্য নহে। এইরূপ বৈদ্যনাথকে রাবণ লইয়া গিয়াছিল ইহাও মিথ্যা কথা।

প্রশ্ন—দেখুন কলিকাতার কালী এবং কামাখ্যা আদি দেবীকে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য মানিয়া থাকে। ইহা কি আশ্চর্য্য নহে?

উত্তর—কিছুই আশ্চর্য্য নহে। নির্বুদ্ধি লোক মেষের তুল্য। মেষ যেমন একের পশ্চাৎ অপরে চলে এবং কূপে ও খাতে পতিত হয় তথাপি পশ্চাৎপদ হইতে পারে না, তদ্রূপ মূর্খেরা একের পশ্চাৎ অপরে গমন করতঃ মূর্ত্তিপূজারূপ গর্ত্তে পতিত হইয়া দুঃখ পাইয়া থাকে।

প্রশ্ন—আচ্ছা, এ সকল যাইতে দিন। পরন্তু জগন্নাথ জীউর প্রত্যক্ষ বিষয় সকল অতি চমৎকার। প্রথমতঃ কলেবর পরিবর্ত্তনের সময় সমুদ্রে চন্দনের কাষ্ঠ আপনা আপনিই আসে। চুল্লীর উপর উপর্য্যুপরি সাত হাঁড়ী রাখিলে উপরের দ্রব্য প্রথমে পক্ক হয়। আর যদি কেহ উক্ত স্থলে জগন্নাথ জীউর প্রসাদ ভোজন না করে তাহা হইলে সে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়। রথ আপনা আপনিই চলে এবং পাপীর দেবদর্শন হয় না। ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজ্য সময়ে দেবতা সকল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কলেবর পরিবর্ত্তনের সময় একজন রাজা, একজন পাণ্ডা এবং একজন সূত্রধর মরিয়া যায়। এই সকল চমৎকারকে আপনি মিথ্যা বলিতে পারেন না।

উত্তর—একজন দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত জগন্নাথের পূজা করিয়াছিলেন। তিনি বিরক্ত হইয়া মথুরায় আসিলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁহাকে এই সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। * তিনি বলেন, এ সকল কথা মিথ্যা। কিন্তু বিচার দ্বারা এইরূপ নিশ্চয় হয় যে কলেবর পরিবর্ত্তের সময় হইলে

নৌকার উপর চন্দন কাষ্ঠ লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এবং উহা সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে কূলে সংলগ্ন হয়। উহা লইয়া সূত্রধর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। পাকের সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়া পাচক ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও যাইতে অথবা দেখিতে দেয় না। ভূমির উপর চারিদিকে ছয়টী এবং মধ্যে একটি চক্রাকার চুল্লী নির্ম্মাণ করে। হাঁড়ীর নীচে ঘৃত, মাটী এবং ভস্মের লেপ দিয়া ছয় চুল্লীতে তণ্ডুল পাক করিয়া উহাদিগের তলা মার্জ্জন করে এবং সেই সময়ে মধ্যস্থিত হাঁড়ীতে তণ্ডুল প্রক্ষেপ করতঃ ছয় চুল্লীর মুখ লৌহের আবরণ দিয়া আচ্ছাদন করে। তখন দর্শনাভিলাষী কোন ধনাঢ্যকে তাহারা আহ্বান করিয়া দেখায়। উপরকার হাঁড়ী হইতে পক্ক অন্ন নিঃসারিত করিয়া এবং নীচের হাঁড়ীর অপক্ক তণ্ডুল বাহির করিয়া দেখাইয়া উহাকে বলে যে "হাঁড়ীর জন্য কিছু রাখিয়া দাও।" নির্বুদ্ধি ধনাঢ্য লোক টাকা এবং মোহর রাখে এবং কেহ কেহ মাসিক বৃত্তি স্থির করিয়া দেয়। শূদ্র ও নিম্ন শ্রেণীর লোক মন্দিরে নৈবেদ্য আনয়ন করে। নৈবেদ্য প্রস্তুত হইলে উক্ত শূদ্র অথবা নীচ লোক উহা উচ্ছিষ্ট করিয়া দেয় এবং পরে কেহ টাকা দিয়া হাঁড়ী ক্রয় করিলে, তাহার গৃহে উপস্থাপিত করে। দীন গৃহস্থ এবং সাধু সজ্জন হইতে শূদ্র এবং অন্ত্যজ পর্য্যন্ত সকলে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া একজন অপরকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করায়। একপঙ্‌ক্তি উঠিয়া যাইলে সেই পত্রের উপর অন্য পঙ্‌ক্তিকে বসাইয়া দেয়। এই সকল মহা অনাচার ঘটে। অনেক মনুষ্য উক্ত স্থলে যাইয়া সেখানে উচ্ছিষ্ট ভোজন না করিয়া স্বহস্তে পাক করতঃ ভোজন করিয়া চলিয়া আসে অথচ কোনরূপ কুষ্ঠাদিরোগ হয় না। উক্ত জগন্নাথপুরীতেও অনেক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত আছে; উহারা প্রতিদিন উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেও উহাদিগের রোগের শান্তি হয় না। জগন্নাথ সম্বন্ধে বামমার্গিগণ ভৈরবীচক্র রচনা করিয়াছে। কারণ সুভদ্রা, শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেবের ভগ্নী। উভয় ভ্রাতার মধ্য স্থানে স্ত্রী ও মাতৃস্থলে উহাকে বসাইয়াছে। ভৈরবীচক্র না হইলে এরূপ কখন হইতে পারে না। রথের চক্রে শিল্প কৌশল আছে; যখন উহা সম্মুখে থাকে এবং ঘূর্ণায়মান হয়, তখন রথ চলে। যখন মেলার মধ্যস্থলে রথ উপস্থিত হয়, তখন উক্ত যন্ত্র উল্টা ঘোরাইয়া দিলে রথ স্থির হইয়া থাকে। তখন পূজকেরা চীৎকার করিয়া বলে যে "দান দাও, পুণ্য কর তাহা হইলে জগন্নাথ প্রসন্ন হইয়া আপনার রথ চালাইবেন এবং তোমাদিগের ধর্ম্ম-রক্ষা হইবে।" যতক্ষণ "ভেট" (পূজা সামগ্রী) আসিতে থাকে ততক্ষণ এইরূপে চীৎকার করে। সামগ্রী দান শেষ হইলে একজন ব্রজবাসী উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া ও শালাদিতে আচ্ছাদিত হইয়া অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে স্তুতি করে যে "হে জগন্নাথ স্বামিন্! আপনি কৃপা করিয়া রথ চালনা করতঃ আমাদিগের ধর্ম্ম রক্ষা করুন" ইত্যাদি বলিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া রথে আরোহণ করে। সেই সময়ে যন্ত্র "সোজা ঘোরাইয়া" দেয় এবং জয় জয় শব্দে সহস্র সহস্র মনুষ্য রজ্জু আকর্ষণ করে, আর রথ চলিতে থাকে। যখন বহু লোক দর্শন করিতে যায় তখন মন্দির অতিশয় বিশাল হইলেও উহাতে দিনেও অন্ধকার দৃষ্ট হয় এবং দীপ জ্বালিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তি সকলের সম্মুখে আকর্ষণ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত দুই পার্শ্বেই "পরদা" আছে। পূজক পাণ্ডা ভিতরে দণ্ডায়মান থাকে। যখন এক পার্শ্বস্থ কেহ "পর্দ্দা" টানিয়া সত্বর মূর্ত্তির পশ্চাৎ যায় তখন পাণ্ডা সকল এবং পূজক চীৎকার করিয়া বলে যে "তুমি পূজাসামগ্রী" রাখ, তোমার পাপ খণ্ডন হইয়া যাইবে এবং দর্শন পাইবে। অতএব শীঘ্র

রাথ" ইত্যাদি। নিবু দ্ধি লোকেরা ধূর্ত্তের হস্তে পড়িয়া এইরূপ ধন নাশ করে এবং তাহার পরই অপরে তৎক্ষণাৎ পর্দ্দা আকর্ষণ করে এবং তখনই মূর্ত্তি দর্শন হয়। সেই সময়ে জয় জয় শব্দের কোলাহলে প্রসন্ন হইয়া ধাক্কা খাইতে খাইতে তিরস্কৃত হইয়া চলিয়া আসে। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বংশধরেরা অদ্যাপি কলিকাতায় আছেন। তিনি ধনাঢ্য রাজা ছিলেন এবং দেবীর উপাসক ছিলেন। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে আর্য্যাবর্ত্ত দেশের ভোজন-সম্বন্ধীয় গোলযোগ এইরূপে ত্যাগ করাইবেন; কিন্তু এই সকল মূর্খ কবে ত্যাগ করিতে পারিবে? কাহাকেও যদি দেব মানিতে হয়, তবে যে শিল্পকারগণ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাদিগকেই মানিতে হয়। কলেবর পরিবর্ত্তের সময় রাজা, পাণ্ডা এবং সূত্রধর মরে না, পরন্তু এই তিনজন উক্ত স্থলে উপস্থিত থাকে। উহাদিগের মধ্যে কোন সময়ে ঐ তিনজন বোধ হয় ক্ষুদ্র লোক দিগকে দুঃখ দিয়া থাকিবে। উক্ত সময়ে অর্থাৎ কলেবর পরিবর্ত্তের সময়ে যখন এই তিন জন উপস্থিত থাকে তখন মূর্ত্তির ফাঁপা বুকের ভিতর স্বর্ণের সম্পুটে যে শালগ্রাম রক্ষিত থাকে এবং প্রতিদিন যাহার চরণামৃত প্রস্তুত হয় রাত্রিতে আরতির পর শয়নকালে ক্ষুদ্র লোকসকল এক মত হইয়া সেই শালগ্রামকে বিষের পত্রে জড়াইয়া রাখিয়া থাকিবে এবং উহা ধৌত করিয়া উক্ত তিনজনকে পান করাইয়া দেওয়াতে উহারা মরিয়া গিয়া থাকিবে। উহারা এইরূপে মরিলে ভোজন-ভট্ট প্রচার করিয়া দিয়া থাকিবে যে "জগন্নাথ আপনার শরীর পরিবর্ত্তনের সময় এই তিন ভক্তকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছেন।" পরের ধন প্রতারণা করিয়া লইবার জন্য এইরূপ অনেক মিথ্যা কথা প্রচারিত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—গঙ্গোত্তরীর জলসেকের সময় রামেশ্বর লিঙ্গ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাও কি মিথ্যা কথা?

উত্তর—মিথ্যা। কারণ উক্ত মন্দিরেও দিনে অন্ধকার থাকে এবং রাত্রিদিন দীপ জ্বলিতে থাকে। যখন জলধারা প্রক্ষিপ্ত হয় তখন বিদ্যুতের ন্যায় দীপের প্রতিবিম্ব দীপ্তি পায় আর কিছুই হয় না। পাষাণ বৃদ্ধি পায় না হ্রাসও হয় না। উহা যেরূপ তদ্রূপই থাকে। এইরূপ লীলা প্রচার করিয়া নির্বুদ্ধি হতভাগ্য লোকদিগকে প্রতারণা করা হয়।

প্রশ্ন—রামচন্দ্র রামেশ্বরকে স্থাপন করিয়াছিলেন। যদি মূর্ত্তিপূজা বেদবিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে রামচন্দ্র কেন মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন এবং বাল্মীকি রামায়ণে কেন লিখিবেন?

উত্তর—রামচন্দ্রের সময়ে উক্ত লিঙ্গ বা মন্দিরের নাম চিহ্নও ছিল না। তবে এই পর্য্যন্ত সত্য যে দক্ষিণ দেশস্থ রাম নামক কোন রাজা এই মন্দির এবং লিঙ্গের নাম রামেশ্বর রাখিয়াছিলেন। যখন রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া হনুমান আদির সহিত লঙ্কা হইতে যাত্রা করতঃ আকাশ-মার্গে বিমানের উপর বসিয়া অযোধ্যাভিমুখে আসিতেছিলেন তখন তিনি সীতাকে বলিলেন যে—

অত্র পূর্ব্বং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্বিভুঃ।

সেতুবন্ধ ইতি খ্যাতম্॥ বাল্মীকি রাং। লঙ্কাকাং সর্গ ১২৫।

শ্লোকঃ ২০।

হে সীতে! তোমার বিয়োগে ব্যাকুল হইয়া আমি পর্য্যটন করিতেছিলাম, এই স্থানে চাতুর্ম্মাস্য করিয়াছিলাম এবং পরমেশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান করিতাম। যিনি সর্ব্বত্র বিভু (ব্যাপক), দেবতাদিগেরও দেবতা (মহাদেব) পরমাত্মা, তাঁহারই কৃপায় আমি সমস্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আর দেখ এই সেতু বন্ধন করিয়া লঙ্কায় আগমন করিয়া রাবণকে বিনাশ করিয়াছি এবং তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত বাল্মীকি এ বিষয়ে আর কিছুই লিখেন নাই।

(প্রঃ) "রঙ্গ হৈ কালিয়াকন্ত কো।
জিস নে হুক্কা পিলায়া সন্ত কো॥"

দক্ষিণে এক কালীয়াকান্তের মূর্ত্তি আছে। ইহা অদ্যাপিও হুঁকায় তামাকু সেবন করে। যদি মূর্ত্তি পূজা মিথ্যা হয় তাহা হইলে ইহাও মিথ্যা হইয়া যায়।

উত্তর—এ সকল মিথ্যা। এ সকল কেবল "পোপের লীলা"। উক্ত মূর্ত্তির মুখ "ফাঁপা" হইবে উহার ছিদ্র পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং সেই স্থল হইতে প্রাচীরের অপর দিকে অন্য গৃহে নল সংলগ্ন থাকিবে। যখন পূজক হুঁকা প্রস্তুত করিয়া ও মুখে নল লাগাইয়া "পর্দ্দা" নিক্ষেপ করতঃ বহির্গত হয় তখন পশ্চাদ্‌বর্ত্তী লোক মুখের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া থাকে এইরূপ হইবে। সুতরাং হুঁক্কা গড় গড় শব্দে ডাকিতে থাকে। মূর্ত্তির নাকে এবং মুখেও ছিদ্র আছে। যখন পশ্চাৎ হইতে ফুৎকার দেয়, তখন উক্ত নাক ও মুখ দিয়া ধূম নির্গত হইয়া থাকে এরূপ হইবে। এই সময়ে ইহারা অনেক মূঢ় লোকের ধনাদি পদার্থ লুণ্ঠন করিয়া উহাদিগকে নিঃস্ব করিয়া দেয়।

প্রশ্ন—দেখুন; ডাকোরজীর মূর্ত্তি দ্বারিকা হইতে ভক্তের সহিত চলিয়া আসিয়াছিল। সওয়া রতি স্বুবর্ণ দ্বারা কয়েক মণ ওজনের মূর্ত্তি ওজনে সমান হইয়াছিল। ইহা কি চমৎকার নহে?

উত্তর—না। উক্ত ভক্ত মূর্ত্তিকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইয়া থাকিবে। কোন ভাংখোর উক্তরূপ সওয়া রতি স্বুবর্ণের তুলনা লইয়া এক গল্প রচনা করিয়া থাকিবে।

প্রশ্ন—দেখুন; সোমনাথজী পৃথিবীর উপরে থাকিতেন; ইহা অতি চমৎকার ব্যাপার। ইহাও কি মিথ্যা কথা?

উত্তর—হাঁ মিথ্যা। শ্রবণ কর; উপরে এবং নিম্নে চুম্বক প্রস্তর রাখায় উহার আকর্ষণে উক্ত মূর্ত্তি মধ্যে বিরাজমান ছিল। যখন "মহম্মদ গিজ্‌নী" আসিয়া যুদ্ধ করিল তখন এতাদৃশ চমৎকার ব্যাপার হইল যে উক্ত মন্দির ভগ্ন হইল এবং পূজক ও ভক্তদিগের অতিশয় দুর্দ্দশা ঘটিল এবং দশ সহস্র সৈন্যের সমক্ষে রাজার লক্ষ সৈন্য পলায়ন করিল। "পোপ"রূপী পূজক পূজা, পুরশ্চরণ, স্তুতি ও প্রার্থনা করিল যে "হে মহাদেব! তুমি এই ম্লেচ্ছদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর" এবং আপনার শিষ্য রাজাকে বুঝাইয়া দিল যে "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মহাদেব ভৈরব অথবা বীরভদ্রকে প্রেরণ করিবেন এবং উহারা ম্লেচ্ছদিগকে বিনাশ করিবে অথবা অন্ধ করিয়া দিবে; এখনও আমাদিগের দেবতা জাগ্রত আছেন; হনুমান্, দুর্গা এবং ভৈরব স্বপ্ন দিয়াছেন যে তাঁহারা

সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবেন” ইত্যাদি। হতভাগ্য নির্বুদ্ধি রাজা এবং ক্ষত্রিয়গণ “পোপের” প্রতারণায় ভুলিয়া গিয়া নিশ্চেষ্ট রহিল। কত জ্যোতির্বিদ্ “পোপেরা” বলিল যে এক্ষণে তোমার আক্রমণের সময় হয় নাই। কেহ বলিল এক্ষণে “অষ্টম চন্দ্রমা”। অপরে সম্মুখে যোগিনী প্রদর্শন করিল। এইসব প্রতারণায় তাহারা মুগ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট রহিল। এই সময়ে ম্লেচ্ছদিগের সৈন্য আসিয়া চারিদিকে অবরোধ করিল। তখন তাহারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল। কত পোপ পূজক এবং উহাদিগের শিষ্য সকল ধৃত হইয়াছিল। পূজকগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল যে তিন কোটী টাকা গ্রহণ কর মন্দির ও মূর্ত্তি ভগ্ন করিও না। মুসলমানগণ বলিল যে আমরা “বুৎপরস্ত” অর্থাৎ মূর্ত্তিপূজক নহি কিন্তু আমরা “বুৎশিকন্” অর্থাৎ মূর্ত্তিভঞ্জক। উহারা তৎক্ষণাৎ মন্দির ভাঙ্গিয়া দিল এবং উপরের ছাদ ভঙ্গ হওয়াতে চুম্বক প্রস্তর পৃথক্ হইল ও মূর্ত্তি পতিত হইল। যখন মূর্ত্তিকেও ভগ্ন করিল তখন শুনা যায় যে অষ্টাদশ কোটী টাকা মূল্যের রত্ন বহিষ্কৃত হয়। তখন পূজক এবং “পোপ”দিগের উপর বেত্রাঘাত করাতে তাহারা রোদন করিতে আরম্ভ করিল। উহাদিগকে প্রহার করতঃ ধনাগার দেখাইয়া দিতে বলাতে উহারা দেখাইয়া দিল। তখন সমস্ত ধনাগার লুঠ করিয়া পোপ এবং তাহার শিষ্যদিগকে “গোলাম” এবং অবৈতনিক দাস করিল এবং ময়দা পিষিতে, ঘাস কাটিতে, মল মূত্রাদি পরিষ্কার করিতে এবং ছোলা খাইতে দিল। হায়! কেন প্রস্তর পূজা করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল; পরমেশ্বরকে কেন ভক্তি করিল না? তাহা হইলে ম্লেচ্ছদিগের দন্ত উৎপাটিত করিতে পারিত এবং আপনাদিগের বিজয় হইত। যেসব মূর্ত্তি আছে, তাহাদিগের স্থানে যদি শূর ও বীরদিগকে পূজা করিত তাহা হইলেও কতকটা রক্ষা হইত? পূজকগণ পাষাণের উপর এতাদৃশ ভক্তি করিল কিন্তু একটি মূর্ত্তিও শত্রুদিগের মস্তকে পড়িয়া আঘাত করিতে পারিল না। যদি মূর্ত্তির স্থানে কোন শূরবীরকে সেবা করিত তাহা হইলে সেই বীর আপনার সেবকদিগকে যথাসাধ্য রক্ষা করিতেন এবং উক্ত শত্রুদিগকে বিনাশ করিতেন।

প্রশ্ন—দ্বারিকার রণছোড়জী “নর্সীমহিতার” নিকট হুণ্ডী পাঠাইয়াছিলেন এবং উহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন ইত্যাদি কথা কি মিথ্যা?

উত্তর—কোন ধনাঢ্য বণিক ধন দিয়া থাকিবে এবং কেহ মিথ্যা করিয়া তাহার নাম লোপ করিয়া প্রচার করিয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ ধন প্রেরণ করিয়াছেন। যখন সম্বৎ ১৯১৪ সনে ইংরেজগণ কামান দ্বারা মন্দির এবং মূর্ত্তি উড়াইয়া দিয়াছিল তখন মূর্ত্তি কোথায় ছিল? প্রত্যুত বাঘের (এক প্রকার জাতি) লোকই কেবল বীরতার সহিত শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল কিন্তু মূর্ত্তি এক মক্ষিকার চরণও ভাঙ্গিতে পারে নাই। যদি শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ কেহ বীর থাকিত তাহা হইলে উহাদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিত। আচ্ছা বল দেখি যখন রক্ষকই প্রহৃত হয় তখন তাহার শরণাগতেরা কেন না প্রহৃত হইবে?

প্রশ্ন—জ্বালামুখী এক প্রত্যক্ষ দেবী। ইনি সকল প্রদত্ত বস্তু ভোজন করেন এবং ‘প্রসাদের’ জন্য সামগ্রী দিলে অর্দ্ধেক ভোজন করেন এবং অর্দ্ধেক ত্যাগ করেন। মুসলমান বাদসাহ উহার উপর জলের প্রবাহ নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং লৌহের আবরণ উহার উপর আচ্ছাদন করিয়া দিয়াছিল;

তথাপি উহার শিখা নির্ব্বাপিত অথবা প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। এইরূপ হিঙ্গলাজও পর্ব্বতের উপর অর্দ্ধরাত্রিতে বাহনের উপর দর্শন দেন ও পর্ব্বতে গর্জ্জন শুনা যায়, চন্দ্রকূপে শব্দ হয় এবং যোনি যন্ত্র দিয়া নির্গত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, 'ঠুমরা' (বীজবিশেষ) বাঁধিলে পূর্ণ মহাপুরুষ হয়, হিঙ্গলাজ দেখিয়া না আসিলে অসম্পূর্ণ (অর্দ্ধেক) মহাপুরুষই থাকে। এ সকল কথা কি বিশ্বাসের যোগ্য নহে?

উত্তর—না। কারণ জ্বালামুখী কেবল পর্ব্বত হইতে নির্গত অগ্নি-শিখা মাত্র। উহাতে "পোপের" বিচিত্র লীলা আছে। অগ্নির উপর উত্তপ্ত করিলে ঘৃতপূর্ণ হাতাতে যেরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং পৃথক্ করিলে অথবা ফুৎকার দিলে উহা যেরূপ নির্ব্বাপিত হয়, উক্ত স্থলেও তদ্রূপ হয়। চুল্লীর অগ্নিশিখায় যাহাই নিক্ষিপ্ত হয় তাহাই ভস্মীভূত হয়, এবং বনে অথবা গৃহে অগ্নি লাগিলে সকলই অগ্নিদগ্ধ হয় তদ্রূপ উহার কি প্রভেদ আছে? হিঙ্গলাজে এক মন্দির, এক কুণ্ড এবং ইতস্ততঃ নল রচনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। কেহ বাহনের উপর দৃষ্ট হয় না। যাহা কিছু হয় উহা পূজকদিগের লীলা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে! জলের এবং কর্দ্দমের একটি কুণ্ড রচিত আছে। উহার নিম্ন হইতে বুদ্‌বুদ্ উত্থিত হয় এবং মূর্খেরা উহাকে সফল যাত্রার লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করে। পূজকেরা ধন হরণের জন্য যোনিযন্ত্র রচনা করিয়াছে। ঠুম্‌রা নামক বীজ বন্ধন-করাও উক্ত প্রকার পোপ লীলা। উহা দ্বারা যদি কেহ মহাপুরুষ হয় তাহা হইলে এক পশুর উপর উক্ত বীজের বোঝা চাপাইলে সেও কি মহাপুরুষ হইয়া যাইবে? অতি উত্তম ধর্ম্মযুক্ত পুরুষার্থ হইতেই মহাপুরুষ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—অমৃতসরের দীর্ঘিকা অমৃতরূপ; মুরেটীর ফল অর্দ্ধেক মিষ্ট; একটি প্রাচীর নত হয় অথচ পতিত হয় না; রেবালসরে ক্ষুদ্র ভেলা পার হইয়া যায়; অমরনাথে লিঙ্গ অপনাপনিই নির্ম্মিত হয়; হিমালয় হইতে একজোড়া পারাবত আসিয়া সকলকে দর্শন করিয়া চলিয়া যায়—এ সকল কি বিশ্বাসের যোগ্য নহে?

উত্তর—নহে। উক্ত দীর্ঘিকার কেবল নামই অমৃতসর। যখন বন হইবে তখন উহার জল বোধ হয় ভাল হইবে এবং সেই জন্য উহার নাম অমৃতসর রাখা হইয়া থাকিবে। যদি অমৃত হইত তাহা হইলে পুরাণ বিশ্বাসী লোক কেহই মরিত না। প্রাচীরের এরূপ রচনা থাকিবে যে নত হয় অথচ পতিত হয় না! যষ্টিমধুর ফলে হয় ত কমলের আরোপ হইবে অথবা মিথ্যা গল্প হইবে। রেবালসরে ক্ষুদ্র ভেলা পার হইবার সম্বন্ধে কোনরূপ কারুগিরী হইবে। অমরনাথে বরফের পাহাড় প্রস্তুত হয়, সুতরাং জল জমিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিঙ্গ রচিত হইবে ইহা কোন্ আশ্চর্য্য কথা? পারাবতের জোড় পালিত হইতে পারে এবং লোকে পাহাড়ের ব্যবধান হইতে ছাড়িয়া দেয় এবং ইহা দেখাইয়া ধন হরণ করে।

প্রশ্ন—হরিদ্বার স্বর্গের দ্বার; মহাদেবের জলকুণ্ডে স্নান করিলে পাপ খণ্ডন হয়; তপোবনে অবস্থান করিলে তপস্বী হয়; দেবপ্রয়াগ, গঙ্গোত্তরীতে গোমুখ, উত্তর কাশীতে গুপ্ত কাশী; এই সকল স্থানে ত্রিযুগী নারায়ণের দর্শন হয়। কেদার এবং বদ্রিনাথের ছয়মাস যাবৎ মনুষ্য এবং

ছয় মাস যাবৎ দেবগণ পূজা করেন। নেপালের পশুপতিতে মহাদেবের মুখ আছে ; কেদারে নিতম্ব ; তুঙ্গনাথে জানু এবং অমরনাথে চরণ আছে। ইহার দর্শন ও স্পর্শন এবং সেই স্থানে স্নান করিলে মুক্তি হয়। কেদার এবং বদ্রী হইতে স্বর্গ যাইতে ইচ্ছা করিলে যাইতে পারে। এই সকল বিষয় কিরূপ ?

উত্তর—হরিদ্বারের উত্তরে পাহাড়ে যাইবার এক মার্গ আরম্ভ হইয়াছে। স্নানের জন্য কুণ্ডের সোপান নির্ম্মিত আছে তাহাকে হরপীঠ বলে। সত্য বলিতে কি, উহা হরপীঠ না হইয়া "হাড়পীঠ" হইয়া আছে। কারণ দেশ-দেশান্তর হইতে মৃতলোকের অস্থি ঐ স্থানে প্রক্ষিপ্ত হয়। ভোগ ব্যতিরেকে পাপ কখন কুত্রাপি দূরীভূত হয় না অথবা খণ্ডিত হয় না ; "তপোবন" যখন ছিল তখন ছিল, এক্ষণে ইহা ভিক্ষুকবন হইয়া আছে। তপোবনে গেলে অথবা অবস্থান করিলে তপস্যা হয় না ; তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেই তপস্বী হয়। কারণ এক্ষণে সেইস্থানে অনেক মিথ্যাবাদী দোকানদারও আছে। "হিমবতঃ প্রভবতি গঙ্গা" পর্ব্বতের উপর হইতে জল পতিত হইতেছে। ধনাপহারকেরা গোমুখের আকার নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে এবং উক্ত পর্ব্বত 'পোপের' স্বর্গ মাত্র। উত্তর কাশী প্রভৃতি স্থান ধ্যানীদিগের পক্ষে উত্তম বটে কিন্তু দোকানদারদিগের পক্ষে উহা কেবল দোকানদারীর ক্ষেত্র মাত্র। দেবপ্রয়াগ কেবল পৌরাণিক গল্পের লীলা মাত্র অর্থাৎ উক্ত স্থানে অলকনন্দা এবং গঙ্গা মিলিত আছে ও সেই জন্য দেবগণ তথায় বাস করেন ইত্যাদি গল্প না করিলে কে সে স্থানে যাইবে এবং কে অর্থ প্রদান করিবে? গুপ্তকাশী গুপ্ত কাশী নহে বরং প্রসিদ্ধ কাশী। তিনযুগ যাবৎ অবশ্য উক্ত প্রবাহ দৃষ্ট হয় না পরন্তু 'পোপ'দিগের দশ অথবা বিংশ পুরুষ যাবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকিবে। সন্ন্যাসীদিগের এবং পার্শিদিগের অগ্নিকুণ্ডে সর্ব্বদাই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকে, তপ্তকুণ্ডেও তদ্রূপ পাহাড়ের ভিতর উত্তাপ বিদ্যমান থাকে। উহা হইতে জল উত্তপ্ত হইয়া নির্গত হয়। উহার পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটি কুণ্ডে উপরের জল আসে। সে স্থানে পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে উত্তাপ আসে না বলিয়া সেখানের জল শীতল। কেদারস্থানের ভূমি অতিশয় সুন্দর কিন্তু সে স্থানে পূজক এবং উহাদিগের শিষ্যসকল এক দৃঢ় প্রস্তরের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। সেই স্থানে মোহন্ত ও পূজক সকল নির্বুদ্ধি ধনীদিগের ধন গ্রহণ করিয়া বিষয়ানন্দ ভোগ করে। বদ্রীনারায়ণেও তদ্রূপ অনেক প্রতারক উপবিষ্ট আছে। 'রাবল' জী তথাকার মুখ্য ব্যাক্তি। তিনি এক স্ত্রী ত্যাগ করিয়া অনেক স্ত্রী লইয়া বসিয়া আছেন। এক মন্দির এবং উহাতে এক পঞ্চমুখী মূর্ত্তির নাম পশুপতি রাখা হইয়াছে। যখন কেহ জিজ্ঞাসা করে না তখনই এই সকল লীলা বলবতী হয়, পরন্তু তীর্থের লোক যেরূপ ধূর্ত্ত এবং ধনাপহারক হয় পার্ব্বত্য লোক তদ্রূপ হয় না। উক্ত স্থলের ভূমি অতি রমণীয় এবং পবিত্র।

প্রশ্ন—বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যেশ্বরী অষ্টভূজা কালী প্রত্যক্ষ এবং সত্য। বিন্ধ্যেশ্বরী তিন সময়ে তিন প্রকার রূপ পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহার সীমার মধ্যে একটিও মক্ষিকা থাকে না। প্রয়াগ তীর্থের রাজা। তথায় শিরোমুণ্ডন করিলে এবং গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে স্নান করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। এইরূপ অযোধ্যা ও কয়েকবার উড়িয়া সমস্ত অধিবাসীদিগের সহিত স্বর্গে চলিয়া গিয়াছিল। মথুরা সকল

তীর্থের শ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবন লীলা-স্থান। অত্যন্ত সৌভাগ্য থাকিলেই গোবর্দ্ধন ও ব্রজ যাত্রা হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণ সময়ে কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোকের মেলা হয়। এ সকল কথা কি মিথ্যা ?

উত্তর—প্রত্যক্ষ তো এইমাত্র হয় যে তিন মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় এবং তিনই পাষাণের মূর্ত্তি। তিন সময়ে তিন প্রকার রূপ হইবার কারণ কেবল পূজকদিগের বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করাইবার বিষয়ে চতুরতা মাত্র। আর আমি স্বচক্ষে সহস্র সহস্র এবং লক্ষ লক্ষ মক্ষিকা দেখিয়াছি। প্রয়াগে কোন নাপিত শ্লোক রচয়িতা ছিল অথবা "পোপ" মহাশয়কে কিছু ধন দিয়া মুণ্ডনের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছে কিম্বা করাইয়াছে। প্রয়াগে স্নান করিয়া যদি লোকে স্বর্গে যায় তবে কেন গৃহে ফিরিয়া আসে ? স্বর্গে যাইতে কাহাকেও দেখা যায় না পরন্তু সকলেই গৃহে প্রত্যাগমন করে। অথবা যদি কেহ উক্ত স্থলে নিমগ্ন হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে উহার জীবও আকাশে বায়ুর সহিত বিচরণ করতঃ জন্মগ্রহণ করে এরূপ হইতে পারে। ধনগ্রাহকেরাই তীর্থরাজ নাম রাখিয়াছে। জড়ে রাজা ও প্রজার ভাব কখন হইতে পারে না। ইহা অতিশয় অসম্ভব কথা যে অযোধ্যা নগরী অধিবাসী, কুক্কুর, , গর্দ্দভ, মেথর, চামার এবং মলস্থানসমূহের সহিত তিনবার স্বর্গে গিয়াছিল। স্বর্গে কখন যায় নাই, প্রত্যুত সেই স্থলেই আছে। পরন্তু "পোপ" মহাশয়ের মুখের গল্পে কেবল অযোধ্যা স্বর্গে উড়িয়া গিয়াছিল। উচ্চ শব্দরূপ গল্প কেবল উড়িয়া বিচরণ করে। এইরূপ নৈমিষারণ্যাদিও উহাদিগেরই লীলা জানিতে হইবে। "মথুরা তিনলোক অপেক্ষা পবিত্র" নহে পরন্তু উক্ত স্থলে অত্যন্ত লীলাধারী তিন প্রকার প্রাণী আছে এবং তাহাদিগের জন্য জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে কাহারও সুখলাভ হওয়া কঠিন হয়। প্রথমতঃ "চোবে" ; কেহ স্নান করিতে যাইলে আপনার কর লইবার জন্য দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিতে থাকে "যজমান ! টাকা দাও ; সিদ্ধি, মরিচ এবং মিষ্টি ভোজন করিব, পান করিব আর যজমানের জয় গাহিব" ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ জলে কচ্ছপ ; ইহারা দংশন করে এবং ইহাদিগের জন্য ঘাটে স্নান করা কঠিন হয়। তৃতীয়তঃ আকাশে রক্তমুখ কপিগণ ; ইহারা পাগড়ী, টুপী, গহনা এবং জুতাও ছাড়ে না, দংশন করে, ধাক্কা দেয় এবং ফেলিয়া দেয়। এই তিনই "পোপের" ও "পোপের" শিষ্যদিগের পূজনীয়। পরন্তু ছোলা আদি খাদ্য দ্বারা কচ্ছপের, ছোলা এবং গুড় দ্বারা কপিগণকে এবং দক্ষিণা ও মিষ্ট দ্বারা চোবেকে সেবকেরা সেবা করে। বৃন্দাবন যখন ছিল তখন ছিল, এক্ষণে উহা বেশ্যাবনবৎ হইয়াছে। যুবক, যুবতী, গুরু ও শিষ্যদিগেরই লীলা বিস্তৃত রহিয়াছে। এইরূপই গোবর্দ্ধনে দীপমালিকার মেলায় এবং ব্রহ্ম-যাত্রায়ও পোপদিগের সুবিধা হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রেও তদ্রূপ জীবিকারই লীলা বুঝিয়া লও। ইহাদিগের মধ্যে কেহ ধার্ম্মিক ও পরোপকারী পুরুষ হইলে এই সকল পোপলীলা হইতে পৃথক্ হইয়া যায়।

প্রশ্ন—এই মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থ সনাতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিরূপে মিথ্যা করিতে পারেন ?

উত্তর—তোমরা সনাতন কাহাকে বল ? যদি চিরকাল হইতে চলিয়া আসাকে সনাতন বল এবং উক্ত লীলা যদি চিরকাল হইতে চলিয়া আসিত তাহা হইলে বেদ এবং ব্রাহ্মণাদি ঋষিকৃত পুস্তক সমূহে কেন উক্ত লীলার উল্লেখ নাই ? আড়াই অথবা তিন সহস্র বৎসরের এদিকে বামমার্গী এবং জৈনগণ হইতে এই মূর্ত্তিপূজা চলিয়া আসিতেছে। উহা প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তে ছিল না এবং তীর্থও ছিল

না। যখন জৈনগণ গিরনার, পালিটানা, শিখর, শত্রুঞ্জয় এবং আবু আদি তীর্থ নির্ম্মাণ করিল তখন এই সকল লোকও তদনুসারে তীর্থ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। যদি কেহ ইহার আরম্ভ বিষয় পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে পাণ্ডাদিগের অতি পুরাতন পুস্তক এবং তাম্রপত্রাদি দেখিলে বিশ্বাস করিবেন যে এই সকল তীর্থ পাঁচ শত অথবা এক সহস্র বৎসরের এদিকে নির্ম্মিত হইয়াছে। কাহারও নিকট হইতে সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের লেখা বাহির করা যায় না ; ইহাতেই আধুনিক প্রমাণিত হইতেছে।

প্রশ্ন—যে যে তীর্থের নাম অথবা মাহাত্ম্য আছে যেমন "অন্যক্ষেত্রে কৃতং পাপং কাশীক্ষেত্রে বিনশ্যতি" ইত্যাদি কথা আছে, উহা সত্য অথবা মিথ্যা ?

উত্তর—না। কারণ যদি পাপ খণ্ডন হইত, তাহা হইলে দরিদ্রদিগের ধন ও রাজপাঠ লাভ হইত, অন্ধের চক্ষু লাভ হইত এবং কুষ্ঠাদি রোগাক্রান্তদিগের কুষ্ঠাদিরোগ দূরীভূত হইত ; কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং কাহারও পাপ বা পুণ্যের খণ্ডন হয় না।

প্রশ্ন—

গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াদ্যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥১॥
হরির্হরতি পাপানি হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥২॥
প্রতঃকালে শিবং দৃষ্ট্বা নিশি পাপং বিনশ্যতি।
আজন্মকৃতং মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে সপ্তজন্মনাম্ ॥৩॥

ইত্যাদি শ্লোক পোপ-পুরাণে আছে। শত সহস্র ক্রোশ দূর হইতেও যদি কেহ গঙ্গা গঙ্গা বলে তাহা হইলে তাহার পাপ খণ্ডন হইয়া সে বিষ্ণুলোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করে। ১।

"হরি" এই অক্ষরদ্বয়ের উচ্চারণ সমস্ত পাপ হরণ করে এবং এইরূপ রাম, কৃষ্ণ, শিব, ভগবতী আদি নামেরও মাহাত্ম্য আছে। ২।

মনুষ্য যদি প্রাতঃকালে শিবের অর্থাৎ লিঙ্গের অথবা উহার মূর্ত্তি দর্শন করে তাহা হইলে রাত্রিকৃত পাপের, মধ্যাহ্ন দর্শনে সমস্ত জন্মের পাপের এবং সায়ংকালে দর্শনে সপ্ত জন্মের পাপের খণ্ডন হয় ; দর্শনের এইরূপ মাহাত্ম্য। ইহা কি মিথ্যা হইবে ? ৩।

উত্তর—মিথ্যা হইবার অসম্ভাবনা কি ? কারণ গঙ্গা গঙ্গা, হরে হরে, রাম রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, নারায়ণ নারায়ণ, শিব শিব, অথবা ভগবতীর নাম স্মরণে পাপ কখন খণ্ডন হয় না। যদি খণ্ডন হইত তাহা হইলে কোনরূপ দুঃখ থাকিতে পারিত না এবং পাপ করিতে কেহই ভীত হইত না। এইজন্যই আজকাল "পোপলীলা"বশতঃ পাপের বৃদ্ধি হইতেছে এবং মূর্খদিগের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে আমরা পাপ করিয়া নাম স্মরণ অথবা তীর্থ-যাত্রা করিব এবং তাহা হইলেই পাপের নিবৃত্তি হইয়া

যাইবে। এইরূপ বিশ্বাসানুসারে পাপ করিয়া ইহলোক এবং পরলোকের নাশ করিতেছে। পরন্তু অনুষ্ঠিত পাপের ফল ভোগ করিতেই হইবে।

প্রশ্ন—তবে কোন তীর্থ অথবা নাম স্মরণ সত্য কি না ?

উত্তর—সত্য। বেদাদি সত্য শাস্ত্রের পঠন ও পাঠন, ধার্ম্মিক বিদ্বান্‌দিগের সঙ্গ, পরোপকার, ধর্ম্মানুষ্ঠান, যোগাভ্যাস, নির্ব্বৈরভাব, নিষ্কপটতা, সত্যভাষণ, সত্যমনন, সত্যানুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্যসেবন, আচার্য্য অতিথি মাতা পিতার সেবা, পরমেশ্বরের স্তুতি প্রার্থনা উপাসনা, শান্তি, জিতেন্দ্রিয়তা, সুশীলতা, ধর্ম্মযুক্ত পুরুষার্থ, জ্ঞান এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি শুভগুণযুক্ত কার্য্য দুঃখ হইতে উদ্ধার করে বলিয়া ইহারা তীর্থ। যাহা জল ও স্থলময় উহা কখনই তীর্থ হইতে পারে না। কারণ "জনাঃ যৈস্তরন্তি তানি তীর্থানি" যাহা দ্বারা মনুষ্য দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হয় তাহার নাম তীর্থ। জল ও স্থল উদ্ধার করিতে পারে না বরং নিমগ্ন করিয়া বিনাশ করে। প্রত্যুত নৌকাদির নাম তীর্থ হইতে পারে, কারণ উহা দ্বারা সমুদ্রাদি পার হওয়া যায়।

সামানতীর্থে বাসী ॥ অঃ ৪। পাঃ ৪। ১০৮।

নমস্তীর্থ্যায় চ। যজুঃ ॥ অঃ ১৬ ॥

যে সকল ব্রহ্মচারী এক আচার্য্যের নিকট পরস্পর এক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে উহারা সকলে সতীর্থ অর্থাৎ তুল্যতীর্থসেবী। যিনি বেদাদি শাস্ত্র-জ্ঞানের হেতুভূত এবং সত্য ভাষণাদি ধর্ম্ম লক্ষণের হেতুভূত সাধু, তাঁহাকে অন্নাদি পদার্থ দান এবং তাঁহা হইতে বিদ্যা গ্রহণ ইত্যাদিকে তীর্থ কহা যায়। নাম স্মরণ ইহাকে কহে :—

যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥ যজুঃ। অঃ ৩২। মঃ ৩ ॥

পরমেশ্বরের নাম মহদ্‌যশ অর্থাৎ ধর্ম্মযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা। ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, ঈশ্বর, ন্যায়কারী, দয়ালু এবং সর্ব্বশক্তিমান্ আদি নাম পরমেশ্বরের গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব হইতে হইয়াছে। ব্রহ্ম, অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; পরমেশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরাদির ঈশ্বর ; ঈশ্বর অর্থাৎ সামর্থ্যযুক্ত ; ন্যায়কারী অর্থাৎ যিনি কখন অন্যায় করেন না ; দয়ালু অর্থাৎ সকলের উপর যিনি কৃপাদৃষ্টি রাখেন এবং সর্ব্বশক্তিমান্ অর্থাৎ আপনার সামর্থ্য হইতেই সমস্ত জগতের যিনি উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় করেন, কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন না। ব্রহ্মা যিনি বিবিধ জগতের নির্ম্মাতা, বিষ্ণু যিনি সর্ব্বব্যাপক হইয়া রক্ষা-কর্ত্তা, মহাদেব যিনি দেবের দেব এবং রুদ্র যিনি প্রলয় কর্ত্তা ইত্যাদি নামের অর্থ নিজের মধ্যে ধারণ করিবে। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কার্য্য দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইবে, সমর্থদিগের মধ্যে সমর্থ হইয়া সামর্থ্য বৃদ্ধি করিবে, কখন অধর্ম্ম করিবে না, সকলের উপর দয়া প্রকাশ করিবে, সর্ব্বপ্রকার সাধনকে কার্য্যে পরিণত করিবে, শিল্প বিদ্যা দ্বারা নানাপ্রকার পদার্থ নির্ম্মাণ করিবে, সমস্ত সংসারে সকলেরই আপনার তুল্য সুখ ও দুঃখ—ইহা বুঝিয়া সকলকে রক্ষা করিবে, বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে বিদ্বান্ হইবে এবং দুষ্কর্ম্মকে ও দুষ্কর্ম্মকর্ত্তাকে প্রযত্ন

সহকারে দণ্ড দিবে ও সজ্জনদিগকে রক্ষা করিবে। এইরূপে পরমেশ্বরের নামের অর্থ জানিয়া পরমেশ্বরের গুণ কর্ম্ম স্বভাবের অনুযায়ী অনুষ্ঠান করাই পরমেশ্বরের নাম-স্মরণ।

প্রশ্ন—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ইত্যাদি গুরুমাহাত্ম্য তো সত্য? গুরুর চরণ প্রক্ষালন করিয়া সেই জল পান করা, তাঁহার আজ্ঞা পালন করা; গুরু লোভী হইলে বামনের তুল্য, ক্রোধী হইলে নৃসিংহের তুল্য, মোহী হইলে রামের তুল্য এবং কামী হইলে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য তাঁহাকে জ্ঞান করা; গুরু যেরূপ ইচ্ছা করেন পাপ করিলেও তাঁহাকে অশ্রদ্ধা না করা এবং সাধু অথবা গুরু দর্শনে গমন করিলে প্রতি পাদনিক্ষেপে অশ্বমেধের ফল হয়। একথা সত্য কি না?

উত্তর—সত্য নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং পরব্রহ্ম এ সকল পরমেশ্বরের নাম। গুরু কখন উহার তুল্য হইতে পারে না। এই গুরু মাহাত্ম্য এবং গুরুগীতাও এক মহৎ পোপ-লীলা। মাতা, পিতা, আচার্য্য এবং অথিতিই গুরু। তাঁহাদিগের সেবা করা এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদ্যালাভ করা শিষ্যের এবং শিক্ষা দেওয়া গুরুর কার্য্য। পরন্তু গুরু যদি লোভী, ক্রোধী, মোহী এবং কামী হন তবে তাঁহাকে ত্যাগ করিবে। তাদৃশ গুরুকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদি সহজ শিক্ষায় না হয় তাহা হইলে অর্ঘ্য ও পাদ্য অর্থাৎ তাড়না, দণ্ড এবং প্রাণহরণ পর্য্যন্ত করিলেও কোন দোষ নাই। যদি বিদ্যাদি সদ্‌গুণযুক্ত গুরু না হয় তবে বৃথা কণ্ঠী ও তিলকধারী এবং বেদবিরুদ্ধ মন্ত্রোপদেশকর্ত্তা গুরু নয়। তাহাকে মেষপালক বলা যাইতে পারে। মেষপালক যেরূপ মেষ ও ছাগাদির দুগ্ধ দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তদ্রূপ ইহারা শিষ্য ও শিষ্যদিগের ধন হরণ করিয়া আপনাদিগের প্রয়োজন সাধন করে। ইহারা :—

দোঃ—লোভী গুরু লালচী চেলা দোনোঁ খেলেঁ দাব।
ভবসাগর মেঁ ডুবতে, বৈঠ পথর কী নাব॥

গুরু মনে করে যে শিষ্য কিছু না কিছু দিবে, এদিকে শিষ্য মনে করে যে চল গুরুর স্বগন্ধ উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া পাপ খণ্ডন করি, এইরূপ লোভী ও পেটুক হওয়াতে এই দুই কপট মুনি, লোকে প্রস্তরের নৌকায় উপবেশন করিলে যেরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ ভবসাগরের দুঃখে নিমগ্ন হইয়া থাকে। এইরূপ গুরু এবং শিষ্যের মুখে ধূলি এবং ছাই পড়া উচিত এবং কেহই যেন উহাদিগের নিকটেও দণ্ডায়মান না থাকে; কারণ যে থাকিবে সেই দুঃখ সাগরে পতিত হইবে। পূজক পৌরাণিকগণ যেরূপ লীলার প্রচার করিয়াছে এই সকল মেষপালক গুরুও তদ্রূপ লীলা বিস্তার করিয়াছে। স্বার্থপর লোকদিগেরই এই সকল কার্য্য। যাঁহারা পরমার্থী, তাঁহারা নিজে দুঃখ পাইলেও জগতের

উপকার করিতে নিবৃত্ত হয়েন না। উক্ত কুকর্ম্মান্বিত গুরুগণই গুরুমাহাত্ম্য এবং গুরু গীতা রচনা করিয়াছে।

প্রশ্ন—

অষ্টাদশপুরাণানাং কর্ত্তা সত্যবতীসুতঃ ॥১॥

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ ॥২॥ মহাভারতে।

পুরাণান্যখিলানি চ ॥৩॥ মনুঃ।

ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদঃ ॥৪॥

ছান্দোগ্যঃ প্রঃ ৭। খঃ ১।

দশমেঽহনি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত ॥৫॥

পুরাণবিদ্যা বেদঃ ॥৬॥ সূত্রম্।

ব্যাস দেব অষ্টাদশ পুরাণের কর্ত্তা, তাঁহার বচন অবশ্য প্রামাণ্য। ১।

ইতিহাস, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণ হইতে বেদের অর্থ পাঠ ও পাঠন করিবে, কারণ ইতিহাস এবং পুরাণ বেদের অর্থেরই অনুকূল। ২।

পিতৃকর্ম্মে পুরাণ এবং হরিবংশের কথা শ্রবণ করিবে। ৩।

অশ্বমেধ সমাপ্তির দশম দিনে অল্প পরিমাণে পুরাণের কথা শুনিবে। ৪।

পুরাণবিদ্যা বেদার্থ জ্ঞাপক বলিয়া উহা বেদ। ৫।

ইতিহাস এবং পুরাণকে পঞ্চম বেদ কহে। ৬।

ইত্যাদি প্রমাণ হইতে পুরাণ সমূহের প্রমাণ হয় এবং ইহাদিগের প্রমাণ হইতে মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থের প্রমাণ হয়; কারণ পুরাণ সকলে মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থের বিধান আছে।

উত্তর—মহাত্মা ব্যাস যদি অষ্টাদশ পুরাণের কর্ত্তা হইতেন তাহা হইলে উহাতে এতাদৃশ অলীক গল্পকথা থাকিত না। কারণ শারীরিক সূত্র, যোগশাস্ত্রের ভাষ্যাদি ব্যাসোক্ত গ্রন্থ দেখিলে বিদিত হওয়া যায় যে মহাত্মা ব্যাস অতিশয় বিদ্বান্, সত্যবাদী, ধার্ম্মিক এবং যোগী ছিলেন। তিনি এরূপ মিথ্যা কখনও লিখিতে পারিতেন না। এতদ্ভিন্ন ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে, যে সকল সম্প্রদায়ের লোক পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া ভাগবতাদি নবীন ও কপোল-কল্পিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছে, উহাদিগের ভিতর মহাত্মা ব্যাসের গুণের লেশমাত্রও নাই। বেদবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসত্যবাদ লেখা ব্যাসের ন্যায় বিদ্বানের কার্য্য নহে, পরন্তু স্বার্থপর, বিরুদ্ধ এবং অবিদ্বান্ লোকদিগের কার্য্য। শিবপুরাণাদির নাম ইতিহাস এবং পুরাণ নহে। কিন্তু:—

ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথান্নারাশংসীরিতি ॥

ইহা ব্রাহ্মণ এবং সূত্রের বচন। ঐতরেয়, শতপথ, সাম এবং গোপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থেরই ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী এই পাঁচ নাম। (ইতিহাস) যেমন জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ, (পুরাণ) জগদুৎপত্তি আদির বর্ণন, (কল্প) বেদোক্ত শব্দের সামর্থ্যবর্ণন ও অর্থ নিরূপণ, (গাথা) কাহারও দৃষ্টান্ত অথবা দার্ষ্টান্তরূপ কথার প্রসঙ্গকথন এবং (নারাশংসী) মনুষ্যদিগের প্রশংসনীয় ও অপ্রশংসনীয় কর্ম্মের কথন। ইহা দ্বারাই বেদার্থ-বোধ হইয়া থাকে। পিতৃকর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের কিছু প্রশংসা শ্রবণ করা। অশ্বমেধের অবসানেও ইহারই শ্রবণ লিখিত আছে। কারণ ব্যাসকৃত গ্রন্থ হইলে ব্যাসের জন্মের পরেই উহার শ্রবণ ও শ্রাবণ হইতে পারে এবং তাহার পূর্ব্বে হইতে পারে না। যখন ব্যাসের জন্মও হয় নাই তখনও বেদার্থের পঠন পাঠন এবং শ্রবণ শ্রাবণ হইত। সুতরাং সর্ব্ব প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বিষয়েই এই সকল ঘটনা হইতে পারে এবং এই সকল নবীন কপোল-কল্পিত শ্রীমদ্ভাগবত শিবপুরাণাদি মিথ্যা অথবা দূষিত গ্রন্থে হইতে পারে না। মহাত্মা ব্যাস বেদ পাঠ ও পাঠন করিয়া উহার প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে। কারণ পারাপারের মধ্যরেখার নাম ব্যাস; অর্থাৎ ঋগ্বেদের আরম্ভ হইতে অথর্ব্ববেদের পার পর্য্যন্ত চারিবেদ পড়িয়াছিলেন এবং শুকদেব ও জৈমিনি আদি শিষ্যগণকে পড়াইয়াছিলেন। তাঁহার জন্মনাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ছিল। কেহ কেহ বলেন যে ব্যাস সমস্ত বেদ একত্র করিয়াছিলেন। ইহা মিথ্যা কথা; নতুবা ব্যাসের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহাদি অর্থাৎ পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ ও ব্রহ্মাদি সকলেই চারিবেদ পড়িয়াছিলেন ইত্যাদি—কিরূপে হইতে পারে?

প্রশ্ন—পুরাণের কি সকল কথাই মিথ্যা, অথবা কিছু সত্যও আছে?

উত্তর—অনেক কথাই মিথ্যা এবং কোন কথা ঘুণাক্ষর ন্যায়ানুসারে সত্যও আছে। যাহা সত্য আছে উহা বেদাদি সত্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত এবং যাহা মিথ্যা তৎসমস্ত এই "পোপ"দিগের পুরাণ গ্রন্থ হইতে গৃহীত। শিব-পুরাণে শৈবগণ শিবকে পরমেশ্বর মানিয়া বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, গণেশ, এবং সূর্য্যাদিকে তাঁহার দাস স্থির করিয়াছে; বিষ্ণুপুরাণাদিতে বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে পরমাত্মা মানিয়াছে এবং শিবাদি-দেবতাকে বিষ্ণুর দাস স্থিরীকৃত করিয়াছে; দেবীভাগবতে দেবীকে পরমেশ্বরী এবং শিব ও বিষ্ণু আদিকে তাঁহার দাস স্থির করা হইয়াছে; গণেশখণ্ডে গণেশকে ঈশ্বর এবং অবশিষ্ট সকলকে দাস করা হইয়াছে। আচ্ছা, এস কল কথা এই সকল সম্প্রদায়ীদের না হইয়া আর কাহার হইতে পারে? এক মানুষ্যের রচনা হইলে এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয়ের রচনা হইতে পারে না; আর বিদ্বানের রচনায় এরূপ কখন হয় না। ইহাতে একের কথা সত্য মনে করিলে দ্বিতীয়ের কথা মিথ্যা; দ্বিতীয়ের কথা সত্য মানিলে তৃতীয়ের কথা মিথ্যা, এবং তৃতীয়ের কথা সত্য মানিলে অন্য সকলের কথাই মিথ্যা হইয়া পড়ে। শিবপুরাণবাদী শিব হইতে, বিষ্ণুপুরাণবাদী বিষ্ণু হইতে, দেবীপুরাণবাদী দেবী হইতে, গণেশখণ্ডবাদী গণেশ হইতে, সূর্য্যপুরাণবাদী সূর্য্য হইতে, বায়ুপুরাণবাদী বায়ু হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি এবং প্রলয় লিখিয়া পুনরায় এক এক হইতে উহাদিগের লিখিত জগতের কারণ স্বরূপ এক একের উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে যে যিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়কর্ত্তা তিনি উৎপন্ন হইতে এবং যিনি

উৎপন্ন তিনি সৃষ্টির কারণ হইতে কখন পারেন কি না? তাহা হইলে নির্ব্বাক হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। তদ্ব্যতীত এই সকল দেবতার শরীরের উৎপত্তিও ইহাদের হইতেই হইয়া থাকিবে। অধিকন্তু উহা স্বয়ং সৃষ্ট পদার্থও পরিচ্ছিন্ন হইয়া কিরূপে সংসারের উৎপত্তি কর্ত্তা হইতে পারে? এতদ্ব্যতীত উৎপত্তিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বীকার করিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেমন :—

শিবপুরাণে আছে যে শিব ইচ্ছা করিলেন যে তিনি সৃষ্টি করিবেন। তখন এক নারায়ণ (জলাশয়) উৎপন্ন করিলেন। তাঁহার নাভী হইতে কমল এবং কমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। তিনি দেখিলেন যে সমস্তই জলময়। তখন জলের এক অঞ্জলি উঠাইয়া দেখিয়া এবং পুনরায় জলে নিক্ষেপ করিলেন। তখন জল হইতে বুদ্‌বুদ্‌ উঠিল এবং বুদ্‌বুদ্‌ হইতে এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। সেই পুরুষ ব্রহ্মাকে কহিলেন "হে পুত্র! সৃষ্টি কর"। ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন যে তুমি আমার পুত্র, আমি তোমার পুত্র নহি। ইহাতে বিবাদ হইল এবং উভয়ে দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জলের উপর যুদ্ধ করিলেন। তখন মহাদেব চিন্তা করিলেন যে কি আশ্চর্য্য, যাহাদিগকে আমি সৃষ্টির জন্য পাঠাইলাম উহারা পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। তখন উভয়ের মধ্যে এক তেজোময় লিঙ্গ উৎপন্ন হইল এবং শীঘ্র আকাশে উঠিয়া গেল। উহা দেখিয়া উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং মনে করিল যে ইহার আদি ও অন্ত জানা আবশ্যক। যে আদি অন্ত জানিয়া শীঘ্র আসিবে সেই পিতা এবং যে পরে আসিবে অথবা গভীরতা লইয়া না আসিবে সেই পুত্র হইবে। বিষ্ণু কূর্ম্মের স্বরূপ ধারণ করতঃ নীচে বসিলেন এবং ব্রহ্মা হংসের রূপ ধারণ করতঃ উপরে উড্ডীয়মান হইলেন। উভয়েই মনোবেগে চলিতে লাগিলেন। দিব্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত উভয়ে চলিতে লাগিলেন তথাপি উহার অন্ত পাইলেন না। তখন সর্ব্ব নিম্নের উপরস্থিত বিষ্ণু এবং সর্ব্বোপরি ভাগের নিম্নস্থিত ব্রহ্মা, উভয়ে ভাবিলেন যে অন্ত না পাইয়া ফিরিয়া আসিলে আমাকে পুত্র হইতে হইবে। এইরূপ ভাবিতেছিলেন এমন সময়ে এক গাভী এবং কেতকীবৃক্ষ উপর হইতে অবতরণ করিল। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা হইতে আসিলে? উহারা বলিল যে আমরা সহস্র বর্ষ যাবৎ এই লিঙ্গের আধার হইতে চলিয়া আসিতেছি। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার অন্ত আছে কি না? উহারা বলিল, "নাই"। তখন ব্রহ্মা উহাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার সঙ্গে চল; গাভী এরূপ সাক্ষ্য দিবে "আমি এই লিঙ্গের মস্তকের উপর দুগ্ধধারা বর্ষণ করিতাম" এবং বৃক্ষ সাক্ষ্য দিবে "আমি ফুল বর্ষণ করিতাম"। এইরূপ সাক্ষ্য যদি দাও তবে তোমাদিগকে যথাস্থানে লইয়া যাইব। উহারা বলিল যে আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না। তখন ব্রহ্মা কুপিত হইয়া বলিলেন যে যদি সাক্ষ্য না দাও তাহা হইলে এক্ষণেই আমি তোমাদিগকে ভস্ম করিয়া দিব। তখন উভয়ে ভীত হইয়া কহিল যে তুমি যেরূপ বলিতেছ তদ্রূপ সাক্ষ্য দিব। পরে তিনজনেই নীচের দিকে চলিল। বিষ্ণু প্রথমেই আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মা উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি গভীরতার পরিমাণ লইয়া আসিয়াছ কিনা? তখন বিষ্ণু বলিলেন যে আমি ইহার গভীরতার পরিমাণ পাইলাম না। ব্রহ্মা বলিলেন যে আমি উপরের অন্ত পাইয়াছি। বিষ্ণু কহিলেন, এবিষয়ে সাক্ষ্য দাও। তখন গাভী এবং বৃক্ষ উভয়ে সক্ষ্য দিল যে "আমরা উভয়ে লিঙ্গের মস্তকে

ছিলাম"। ইহার পর লিঙ্গ হইতে এক শব্দ নির্গত হইয়া প্রথমে বৃক্ষকে শাপ দিলেন যে তুমি মিথ্যা বলিয়াছ এইজন্য তোমার ফুল আমার অথবা অন্য কোন দেবতার মস্তকে অর্পিত হইবে না এবং কেহ অর্পণ করিলে তাহার বিনাশ হইবে, গাভীকে শাপ দিলেন যে, যে মুখ দ্বারা তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, সেই মুখে তুমি বিষ্ঠা ভোজন করিবে এবং কেহ তোমার মুখের পূজা করিবে না পরন্তু পুচ্ছের পূজা করিবে, ব্রহ্মাকে শাপ দিলেন যে তুমি মিথ্যা বলিয়াছ বলিয়া সংসারে তোমার কুত্রাপি পূজা হইবে না, বিষ্ণুকে বর দিলেন যে তুমি সত্য কহিয়াছ বলিয়া সর্ব্বত্র তোমার পূজা হইবে। পরে উভয়ে লিঙ্গের স্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন প্রসন্ন হইয়া উক্ত লিঙ্গ হইতে এক জটাজুট মূর্ত্তি নির্গত হইয়া বলিলেন যে আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিবার জন্য প্রেরণ করিলাম, তোমরা বিবাদে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছ? ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু বলিলেন, সামগ্রী ব্যতিরেকে আমরা সৃষ্টি কোথা হইতে করিব? তখন মহাদেব আপনার জটা হইতে এক ভস্মের গোলা বাহির করিলেন এবং বলিলেন যে যাও ইহা হইতে সমস্ত সৃষ্টি রচনা কর ইত্যাদি। আচ্ছা, এই পুরাণ রচনা-কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে যখন সৃষ্টিতত্ত্ব এবং পঞ্চমহাভূতও ছিল না তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের শরীর, জল, কমল, লিঙ্গ, গাভী, কেতকী বৃক্ষ এবং ভস্মের গোলা কি তাহাদের "বাবার" গৃহ হইতে পতিত হইয়াছিল?

এইরূপে ভাগবতে লিখিত আছে যে বিষ্ণুর নাভি হইতে কমল, কমল হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ হইতে স্বায়ম্ভুব, এবং বাম চরণের অঙ্গুষ্ঠ হইতে সত্যরূপা রাণী, ললাট হইতে রুদ্র ও মরীচি আদি দশ পুত্র এবং তাহাদিগের হইতে দশ প্রজাপতি হইয়াছে। উহাদিগের ত্রয়োদশ কন্যার সহিত কশ্যপের বিবাহ হয়। কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে দৈত্য, দনু হইতে দানব, অদিতি হইতে আদিত্য, বিনতা হইতে পক্ষী. কদ্রু হইতে সর্প, সরমা হইতে কুক্কুর ও শৃগাল আদি এবং অন্যান্য স্ত্রী হইতে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র. গর্দ্দভ, মহিষ, ঘাস, উলু. এবং বাবলা আদি কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। বলিহারি ছেলে ভুলান ভাগবতরচয়িতা! তোমাকে কি বলিব! এরূপ মিথ্যা কথা লিখিতে তোমার একটুও লজ্জা এবং সঙ্কোচ আসিল না? একেবারে এরূপ অন্ধ হইয়া গেলে? স্ত্রীপুরুষের রজোবীর্য্য সংযোগেই মনুষ্য জন্মিয়া থাকে? পরমেশ্বরের সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধে পশু পক্ষী, ও সর্পাদি কখন উৎপন্ন হইতে পারে না। অধিকন্তু হস্তী, উষ্ট্র, সিংহ, কুক্কুর, গর্দ্দভ এবং বৃক্ষাদির, স্ত্রীর গর্ভাশয়স্থিত হইবার অবকাশ কিরূপে হইতে পারে? আর সিংহাদি উৎপন্ন হইয়া আপনার মাতা ও পিতাকে কেন খাইয়া ফেলিল না? অপরন্তু মনুষ্য-শরীর হইতে পশুপক্ষী এবং বৃক্ষাদি উৎপন্ন হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই সকল লোকের মহা অসম্ভব লীলার জন্য দুঃখ হয়! ইহা অদ্যাপিও সংসারকে ভ্রান্তি করিয়া রাখিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! এই সকল অন্ধ "পোপ" এবং উহাদিগের বাহ্যিক এবং আন্তরিক দৃষ্টিহীন শিষ্যগণ এই সকল মহামিথ্যা বিষয় সকল শ্রবণ করে এবং বিশ্বাস করে! ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহারা কি মনুষ্য অথবা আর কিছু? এই সকল ভাগবতাদি পুরাণ রচয়িতা গর্ভেই কেন নষ্ট হইয়া যায় নাই? অথবা জন্মের সময়ই বা কেন মরিয়া যায় নাই? কারণ এই সকল "পোপ" হইতে রক্ষা পাইলে আর্য্যাবর্ত্ত দুঃখ হইতে রক্ষা পাইত।

প্রশ্ন—এই সকল বিষয়ে বিরোধ আসিতে পারে না কারণ "যাহার বিবাহ তাহারই গান" হইয়া থাকে অর্থাৎ যখন বিষ্ণুর স্তুতি করিতেছে তখন বিষ্ণুকে পরমেশ্বর ও অন্যকে দাস এবং যখন শিবগুণগান করিতেছে তখন শিবকে পরমাত্মা ও অন্যকে কিঙ্কর বর্ণনা করা হইয়াছে। পরমেশ্বরের মায়া দ্বারা সকলি উৎপন্ন হইতে পারে। পরমেশ্বর মনুষ্য হইতে উৎপত্তি করিতে পারেন। দেখুন, কারণ ব্যতিরেকে আপনার মায়াবলে সমস্ত সৃষ্টি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। উহাতে কোন্ বিষয় অঘটিত আছে? তিনি যাহা করিতে ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন।

উত্তর—ওরে নির্বুদ্ধি লোকসকল! বিবাহে যাহার গীত গাওয়া যায় তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অপরকে অতি নীচ বলিয়া কি নিন্দা করিতে হইবে? তাহাদিগকে কি তাহাদিগের পিতা জন্ম দেন নাই? বল "পোপ" মহাশয়! তুমি "ভাট" এবং তোষামোদকারী চারণদিগের অপেক্ষাও অতিশয় মিথ্যাগল্পকারী কি না! তুমি যাহার পিছে প্রবৃত্ত হও তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর এবং যাহার সহিত বিরোধ কর তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ মনে কর। যখন তুমি এইরূপ, তখন তোমার সত্য ও ধর্ম্মের প্রয়োজন কি? তোমার তো আপনার স্বার্থ লইয়াই কার্য্য। মনুষ্যেই মায়া হইতে পারে। যে ছলী এবং কপটী হয় তাহাকেই মায়াবী বলা যায়। পরমেশ্বরে ছল ও কপটতাদি কোন দোষ নাই সুতরাং তাঁহাকে মায়াবী বলা যাইতে পারে না। যদি আদি সৃষ্টিতে কশ্যপ এবং কশ্যপের স্ত্রীসকল হইতে পশু পক্ষী সর্প ও বৃক্ষাদি হইত, তাহা হইলে আজকাল ও কেন তদ্রূপ সন্তান হয় না? সৃষ্টিক্রম যেরূপ প্রথমে লিখিত হইয়াছে উহাই সত্য। অনুমান হইতেছে যে "পোপ" মহাশয় সেই স্থলে হতবুদ্ধি হইয়া বৃথা প্রলাপ করিয়া থাকিবেন :—

তস্মাৎ কাশ্যপ্য ইমাঃ প্রজাঃ ॥ শতঃ ৭। ৫। ১। ৫।

শতপথে এরূপ লিখিত আছে যে এ সমস্ত সৃষ্টি কশ্যপের রচিত।

কশ্যপঃ কস্মাৎ পশ্যকো ভবতীতি ॥ নিরুঃ। অঃ ২। খঃ ২ ॥

সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের নাম কশ্যপ। কারণ তিনি পশ্যক অর্থাৎ "পশ্যতীতি পশ্যঃ পশ্য এব পশ্যকঃ" যিনি নির্ভ্রম হইয়া চরাচর জগৎ, সমস্ত জীব, উহাদিগের কার্য্য এবং সকল বিদ্যা যথাবৎ দেখেন তিনি পশ্যক। আর "আদ্যন্তবিপর্য্যয়শ্চ" এই মহাভাষ্যের বচনানুসারে আদি অক্ষর অন্তে এবং অন্তের অক্ষর আদিতে আসাতে "পশ্যক" হইতে "কশ্যপ" হইয়াছে। ইহার অর্থ না জানিয়া ঘটীপূর্ণ ভাঙ্গ পান করতঃ সৃষ্টিবিরুদ্ধ কথন দ্বারা আপনার জন্ম নষ্ট করিয়াছে।

যেরূপ মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুর্গাপাঠে দেবতাদিগের শরীর হইতে তেজ নির্গত হইয়া এক দেবী গঠিত হইল। তিনি মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। রক্তবীজের শরীর হইতে ভূমিতে এক বিন্দু রক্ত পতিত হওয়াতে উহার সদৃশ রক্তবীজ উৎপন্ন হওয়াতে সমস্ত জগৎ রক্তবীজ পূর্ণ হইল এবং রক্তের নদী প্রবাহিত হইল ইত্যাদি অনেক অলীক গল্প লিখিত আছে। যদি রক্তবীজে সমস্ত জগৎ ভরিয়া গেল তবে দেবী, তাঁহার সিংহ ও সেনা কোথায় ছিল? যদি বল যে দেবী হইতে রক্তবীজ দূরে দূরে ছিল তাহা হইলে সমস্ত জগৎ রক্তবীজ পূর্ণ হইল না। যদি রক্তবীজে জগৎ ভরিয়া

যাইত তাহা হইলে পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি প্রাণী, জল, স্থল, কুম্ভীর, ঘড়িয়াল, কচ্ছপ, মৎস্যাদি এবং বনস্পতি আদি বৃক্ষাদি কোথায় ছিল? এস্থলে এরূপ ঠিক জানিতে হইবে যে, ইহারা দুর্গাপাঠ রচয়িতার গৃহে গিয়া পলাইয়াছিল!! দেখ, সিদ্ধির নেশায় কি অসম্ভব গল্প রচনা করা হইয়াছে! ইহার কূল কিনারা নাই।

এক্ষণে যাহাকে "শ্রীমদ্ভাগবত" বলা হয় তাহার লীলা শ্রবণ কর। নারায়ণ ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপদেশ দিয়াছিলেন।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

ভাঃ স্কঃ ২। অঃ ৯০। শ্লোঃ ৩০॥

হে ব্রহ্মন্! তুমি আমার বিজ্ঞান-রহস্যযুক্ত পরম গুহ্য জ্ঞান, এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের অঙ্গ আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর। যখন বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান কথিত হইল তখন "পরম" অর্থাৎ জ্ঞানের বিশেষণ রাখা ব্যর্থ এবং গুহ্য বিশেষণ হইতে রহস্যও পুনরুক্ত হইয়াছে। যখন মূল শ্লোক অনর্থক তখন গ্রন্থ কেন অনর্থক হইবে না? ব্রহ্মাকে বর দেওয়া হইল যে:—

ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ

ভাগঃ স্কঃ ২। অঃ ৯। শ্লোঃ ৩৬।

তুমি (কল্প) সৃষ্টিতে এবং (বিকল্প) প্রলয়েও কখন মোহ প্রাপ্ত হইবে না। এইরূপ লিখিয়া পুনরায় দশম স্কন্ধে তিনি মোহিত হইয়া বৎস হরণ করিয়াছিলেন ইহা লিখিত আছে। এই উভয় কথার মধ্যে এক কথা সত্য হইলে অপর কথা মিথ্যা হয়। এইরূপে উভয়ের কথাই মিথ্যা জানিতে হইবে। যখন বৈকুণ্ঠে রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা এবং দুঃখ ছিল না, তখন বৈকুণ্ঠদ্বারে সনক আদির কেন ক্রোধ হইল? যদি ক্রোধ হইয়া থাকে তবে উহা স্বর্গ নহে। জয় এবং বিজয় দ্বারপাল ছিল এবং স্বামীর আজ্ঞা পালনই উহাদিগের কর্ত্তব্য ছিল। এ অবস্থায় যদি তাহারা সনকাদিকে নিবারণ করিয়া থাকে তাহা হইলে কি অপরাধ হইয়াছিল? সুতরাং বিনা অপরাধে উহাদিগের উপর শাপ ফলিতে পারে না। শাপ এইরূপ দেওয়া হইয়াছিল যে তোমরা পৃথিবীতে পতিত হও। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে উক্তস্থানে পৃথিবী ছিল না কিন্তু আকাশ, বায়ু অগ্নি অথবা জল ছিল। তাহা হইলে এতাদৃশ দ্বার, মন্দির এবং জল কাহার আধারে ছিল? পরে জয় ও বিজয় সনকাদিকে স্তুতি করিল যে "ভগবন্! পুনরায় আমরা বৈকুণ্ঠে কখন আসিব?" তাহারা বলিলেন যে, যদি প্রীতির সহিত নারায়ণকে ভক্তি কর তবে সপ্তমজন্মে এবং যদি শত্রুভাবে ভক্তি কর তবে তৃতীয় জন্মে বৈকুণ্ঠে আসিবে। এবিষয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য যে জয় ও বিজয় নারায়ণের ভৃত্য ছিল। উহাদিগকে রক্ষা করা এবং তাহাদিগের সহায়তা করা নারায়ণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। যদি কেহ বিনা অপরাধে

ভৃত্যদিগের ক্লেশোৎপাদন করে তাহা হইলে তাহাদিগের স্বামী যদি ক্লেশদাতাকে দণ্ড না দেয় তবে সকলেই তাহার ভৃত্যদিগের দুর্দ্দশা উৎপন্ন করিবে। নারায়ণের উচিত ছিল যে জয় ও বিজয়ের পুরস্কার করিয়া সনকাদিকে বিশেষ দণ্ড দেওয়া, কারণ কিজন্য তাঁহারা ভিতরে আসিবার জন্য বল প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভৃত্যদিগের সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন ও তাহাদিগকে শাপ দিয়াছিলেন? উহার পরিবর্ত্তে সনকাদিকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করাই নারায়ণের ন্যায়কারিতা হইত। যদি নারায়ণের গৃহে এতদূর উৎপীড়ন হয়, তাহা হইলে তাঁহার বৈষ্ণব নামধারী সেবকদিগের যতই দুর্দ্দশা হউক তাহা অল্প মনে করিতে হইবে। পরে ইহারা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু উৎপন্ন হইল। উহাদিগের মধ্যে হিরণ্যাক্ষকে বরাহে বিনাশ করিল। ইহার বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত আছে যে হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে "মাদুরের" মত জড়াইয়া মস্তকের নীচে রাখিয়া শয়ন করিয়াছিল। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া উহার মস্তকের নীচে হইতে পৃথিবীকে মুখের দ্বারা ধরিলেন। তখন হিরণ্যাক্ষ উঠিল এবং উভয়ের যুদ্ধ হইল। বরাহ হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিল। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, পৃথিবী গোল না "মাদুরের" মত। ইহারা কিছুই বলিতে পারিবে না, কারণ পৌরাণিকেরা ভূগোল বিদ্যার শত্রু। আচ্ছা, যখন পৃথিবীকে জড়াইয়া মস্তকের নীচে রাখিল তখন নিজে কোথায় শয়ন করিয়াছিল? আর বরাহ কোথায় চরণ রাখিয়া ধাবিত হইয়াছিল? বরাহ যদি পৃথিবীকে মুখে রাখিলেন তবে উভয়ে কাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিলেন। সেস্থলে যখন দাঁড়াইবার আর স্থান ছিল না, তখন বোধ হয় ভাগবতাদি পুরাণ রচয়িতার বক্ষঃস্থলের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উহারা যুদ্ধ করিয়া থাকিবে। পরন্তু "পোপ" মহাশয় কাহার উপর শয়ান ছিলেন? এসকল কথা যেমন "গল্পীর গৃহে গল্পী এল ব'লে গল্প কথা" তাদৃশ। এক মিথ্যাবাদীর গৃহে যখন আর এক মিথ্যাপ্রিয় গল্পবাদী আসিল, তখন এরূপ গল্প কথা কি অল্প হইতে পারে? এক্ষণে রহিল হিরণ্যকশিপু। তাহার পুত্র প্রহ্লাদ। তাহার পিতা তাহাকে পাঠের জন্য পাঠশালায় প্রেরণ করিলে সে অধ্যাপকদিগকে বলিল যে আমার শিরোবন্ধনে রাম নাম লিখিয়া দাও"। উহার পিতা শুনিয়া উহাকে বলিলেন যে "তুমি কেন আমার শত্রুর ভজন করিতেছ"? বালক না শোনাতে তাহার পিতা তাহাকে বাঁধিয়া পর্ব্বত হইতে ফেলিয়া দিলেন ও কূপে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদের কিছুই হইল না। তখন এক লৌহময় স্তম্ভ অগ্নিতে উত্তাপিত করিয়া উহাকে বলিলেন যে "তোমার ইষ্টদেব রাম যদি সত্য হন, তবে ইহা স্পর্শ করিলে দগ্ধ হইবে না"। প্রহ্লাদ ধরিতে চলিল কিন্তু মনে মনে শঙ্কা হইতে লাগিল যে "দগ্ধ হইলে বাঁচিব কি না"। তখন নারায়ণ উক্ত স্তম্ভের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকার পঙ্‌ক্তি চালিত করিলেন! উহাদ্বারা নিশ্চয় হওয়াতে প্রহ্লাদ তৎক্ষণাৎ স্তম্ভ ধরিলেন এবং উহা বিদীর্ণ হইল। উহা হইতে নৃসিংহ নির্গত হইয়া উহার পিতাকে ধরিয়া উদর বিদারণ করিলেন ও প্রহ্লাদকে আদরের সহিত চাটিতে লাগিলেন। নৃসিংহ প্রহ্লাদকে বলিলেন যে "বর প্রার্থনা কর"। প্রহ্লাদ পিতার সদ্‌গতি প্রার্থনা করায় নৃসিংহ বর দিলেন যে তোমার একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে দেখ, এ আর এক গল্পবাদীর ভ্রাতা স্বয়ং গল্পবাদী। কোন ভাগবত শ্রোতা বা পাঠককে ধরিয়া পর্ব্বতের উপর হইতে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না, এবং সে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইবে। প্রহ্লাদের পিতা তাহাকে

পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন, ইহা কি অতিশয় মন্দ কর্ম্ম করা হইয়াছিল? প্রহ্লাদ আবার এতাদৃশ মূর্খ যে পাঠ ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যবান্ হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। প্রজ্বলিত স্তম্ভে পিপীলিকা উঠিল এবং প্রহ্লাদ স্পর্শ করিলেও দগ্ধ হইল না এ কথা যে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে তাহাকেও তাদৃশ স্তম্ভে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া আবশ্যক, এবং যদি সে তাহাতে না দগ্ধ হয় তাহা হইলে প্রহ্লাদও না দগ্ধ হইয়া থাকিবে। তদ্ব্যতীত নৃসিংহও কেন দগ্ধ হইল না? প্রথমে তৃতীয় জন্মের পর বৈকুণ্ঠে আসিবার পক্ষে সনকাদির বর ছিল, উহা কি তোমাদিগের নারায়ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন? ভাগবতের রীতি অনুসারে ব্রহ্মা, প্রজাপতি, কশ্যপ, হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু এই চারি পুরুষেরই হইতে পারে। সুতরাং প্রহ্লাদের একবিংশতি পুরুষ তখন হয়ই নাই; অথচ একবিংশতি পুরুষ সদ্গতি লাভ করিল ইহা বলা কতদূর প্রমাদ? অধিকন্তু পুনরায় এই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, এবং পুনরায় শিশুপাল ও দন্তবক্র হইল। তাহা হইলে নৃসিংহের বর কোথায় উড়িয়া গেল? এই সকল প্রমাদের ব্যাপার প্রমাদীই করে, শুনে এবং বিশ্বাস করে; বিদ্বান্ তাহা করে না।

পূতনা এবং অক্রূরের বিষয়ে দেখ :—

রথেন বায়ুবেগেন ॥ ভাঃ স্কঃ ১০। অঃ ৩৯। শ্লোকঃ ৩৮ ॥

জগাম গোকুলং প্রতি ॥ ঐ। অঃ ৩৮। শ্লোঃ ২৪ ॥

কংসের প্রেরণাবশতঃ অক্রূর বায়ুবেগবিশিষ্ট অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সূর্য্যোদয়ের সময় গমন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী গোকুলে সূর্য্যাস্ত সময়ে উপস্থিত হইলেন। বোধ হয় অশ্ব ভাগবত রচয়িতার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছিল, অথবা রাস্তা ভুলিয়া পথভ্রান্তি হওয়াতে ভাগবত-রচয়িতার গৃহে অশ্বচালক এবং অক্রূর উভয়ে আসিয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন। পূতনার শরীর ছয়ক্রোশ বিস্তৃত এবং অতিশয় দীর্ঘ বর্ণিত আছে এবং শ্রীকৃষ্ণ উহাকে মথুরা এবং গোকুলের মধ্যে বিনাশ করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যদি এরূপ হইত তাহা হইলে মথুরা এবং গোকুল উভয়স্থানই আচ্ছাদিত হওয়ায় "পোপ" মহাশয়ের গৃহও আচ্ছাদিত হইত।

এতদ্ব্যতীত অজামিলের উটপটাং কথা এইরূপ লিখিত আছে যে সে নারদের কথানুসারে আপনার পুত্রের নাম "নারায়ণ" রাখিয়াছিল। মৃত্যু সময় পুত্রকে নাম ধরিয়া আহ্বান করায় নারায়ণ হঠাৎ উপস্থিত হইলেন।" আচ্ছা, নারায়ণ কি তাহার মনের ভাব জানিতেন না এবং বুঝিতে পারেন না যে সে আপনার পুত্রকে আহ্বান করিতেছে অথবা আমাকে আহ্বান করিতেছে। যদি নাম মাহাত্ম্য এইরূপই হয়, তবে আজকালও নারায়ণ নাম স্মরণকর্ত্তার দুঃখ-মোচনের জন্য তিনি কেন আসেন না? যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে কারারুদ্ধ লোক "নারায়ণ নারায়ণ" বলিলে কেন কারাগার হইতে মুক্তি পায় না? এইরূপ জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধভাবে সুমেরু পর্ব্বতের পরিমাণ লিখিত হইয়াছে। প্রিয়ব্রত রাজার রথচক্র হইতে সমুদ্র হইয়াছে

এবং পৃথিবী উনপঞ্চাশ কোটী যোজন পরিমিত ইত্যাদি। এরূপ অলীকবাদ ভাগবতে লিখিত আছে যে তাহার কোন সীমা নাই।

এই ভাগবত বোপদেব রচিত। তাঁহার ভ্রাতা জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন। দেখ, তিনি "আমি শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ রচনা করিয়াছি" এই মর্ম্মে শ্লোক রচনা করিয়া "হিমাদ্রি" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন। আমার নিকট উক্ত লেখার তিনটি পত্র ছিল। উহার মধ্যে একটি পত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তৎপত্রস্থ শ্লোক সকলের যে বিষয় ছিল তাহা লইয়া আমি দুইটী শ্লোক রচনা করিয়া নীচে লিখিলাম। যাঁহার বিশেষ দেখিবার ইচ্ছা হইবে, তিনি হিমাদ্রি গ্রন্থে দেখিবেন।

হিমাদ্রেঃ সচিবস্যার্থে সূচনা ক্রিয়তেঽধুনা।
স্কন্ধাঽধ্যায় কথানাঞ্চ যৎপ্রমাণং সমাসতঃ ॥ ১ ॥
শ্রীমদ্‌ভাগবতং নাম পুরাণঞ্চ ময়েরিতম্।
বিদুষা বোপদেবেন শ্রীকৃষ্ণস্য যশোঽন্বিতম্ ॥ ২ ॥

নষ্ট পত্রে এই মর্ম্মে শ্লোক ছিল। অর্থাৎ রাজসচিব হিমাদ্রি বোপদেব পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন যে তোমার রচিত শ্রীমদ্‌ভাগবত সম্পূর্ণ শুনিবার আমার অবকাশ নাই। অতএব তুমি সংক্ষেপতঃ শ্লোকবদ্ধ সূচীপত্র প্রস্তুত কর। উহা দেখিয়া আমি শ্রীমদ্‌ভাগবত কথা সংক্ষেপতঃ জানিয়া লইব। তদনুসারে বোপদেব নিম্নলিখিত সূচীপত্র রচনা করেন। তাহার মধ্যে উক্ত নষ্ট পত্রে দশ শ্লোক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই জন্য একাদশ শ্লোক হইতে লিখিত হইতেছে। নিম্নলিখিত শ্লোক সমস্তই বোপদেবের রচিত।

বোধন্তীতি হি প্রাহুঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতং পুনঃ।
পঞ্চ প্রশ্নাঃ শৌনকস্য সূতস্যাত্রোত্তরং ত্রিষু ॥ ১১ ॥
প্রশ্নাবতারয়োশ্চৈব ব্যাসস্য নির্বৃতিঃ কৃতাৎ।
নারদস্যাত্র হেতূক্তিঃ প্রতীত্যর্থং স্বজন্ম চ ॥ ১২ ॥
সুপ্তঘ্নং দ্রৌণ্যভিভবস্তদস্ত্রাৎ পাণ্ডবা বনম্।
ভীষ্মস্য স্বপদপ্রাপ্তিঃ কৃষ্ণস্য দ্বারিকাগমঃ ॥ ১৩ ॥
শ্রোতুঃ পরীক্ষিতো জন্ম ধৃতরাষ্ট্রস্য নির্গমঃ।
কৃষ্ণমর্ত্ত্যত্যাগসূচা ততঃ পার্থমহাপথঃ ॥ ১৪ ॥
ইত্যষ্টাদশভিঃ পাদৈরধ্যায়ার্থঃ ক্রমাৎ স্মৃতঃ।

স্বপর প্রতিবন্ধোনং স্ফীতং রাজ্যং জহৌ নৃপঃ ॥ ১৫ ॥
ইতিবৈরাজ্ঞো দার্ঢ্যোক্তৌ প্রোক্তা দ্রৌণির্জয়াদয়ঃ।

ইতি প্রথমঃ স্কন্ধঃ। ১।

ইত্যাদি দ্বাদশ স্কন্ধের সূচীপত্র বোপদেব পণ্ডিত এইরূপে রচনা করিয়া মন্ত্রী হিমাদ্রিকে প্রদান করেন। যিনি বিস্তৃতভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি বোপদেব রচিত হিমাদ্রি গ্রন্থে দেখিয়া লইবেন। এইরূপ অন্য পুরাণেরও লীলা বুঝিতে হইবে। তবে কোনটী উনবিংশ, কোনটী বিংশ এবং কোনটী একবিংশ এইরূপ কম আর বেশী হইবে।

দেখ! মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের অত্যুত্তম ইতিহাস আছে। তাঁহার গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব আপ্ত পুরুষের সদৃশ। উহাতে এইরূপ কুত্রাপি লিখিত নাই যে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কখনও কোন অধর্ম্মাচরণ অথবা কোন অসৎ কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ভাগবত রচয়িতা আপনার মনোগঠিত অনুচিত দোষারোপ করিয়াছে। দুগ্ধ দধি ও মাখনাদির অপহরণ, কুব্জা দাসীর সহিত সমাগম, এবং পরস্ত্রীদিগের সহিত রাসক্রীড়াদি মিথ্যা দোষ শ্রীকৃষ্ণে আরোপ করা হইয়াছে। ইহার পঠন ও পাঠন এবং শ্রবণ ও শ্রাবণবশতঃ ভিন্নমতাবলম্বীরা শ্রীকৃষ্ণের বহুপ্রকার নিন্দা করে। যদি ভাগবত না হইত তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ মহাত্মাদিগের মিথ্যা নিন্দা কিরূপে হইতে পারিত? শিব পুরাণে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ কিন্তু সেখানে প্রকাশের লেশমাত্রও নাই। রাত্রিতে দীপ ব্যতিরেকে অন্ধকারে লিঙ্গ দৃষ্টই হয় না। এ সমস্ত লীলা "পোপের" জানিতে হইবে।

প্রশ্ন—বেদ পড়িবার সামর্থ্য না থাকাতে স্মৃতি, স্মৃতি পাঠের উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে শাস্ত্র এবং শাস্ত্র পাঠের সামর্থ্য না থাকাতে পুরাণ সকল রচিত হইয়াছে। উহা কেবল স্ত্রীলোক এবং শূদ্রদিগের জন্য, কারণ ইহাদিগের বেদ পাঠের এবং শ্রবণের অধিকার নাই।

উত্তর—এ কথা মিথ্যা কারণ পঠন ও পাঠন হইতেই সামর্থ্য হয়। তদ্ব্যতীত বেদের পাঠে এবং শ্রবণে সকলেরই অধিকার আছে। দেখ গার্গী আদি স্ত্রীলোক এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে জনশ্রুতি শূদ্রও রৈক্যমুনির নিকট বেদপাঠ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত যজুর্ব্বেদের ২৬ অধ্যায়ের ২ মন্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে যে মনুষ্য মাত্রেরই বেদ পাঠে এবং শ্রবণে অধিকার আছে। ইহা সত্বেও যাহারা মিথ্যা গ্রন্থ রচনা করিয়া লোকদিগকে সত্যগ্রন্থ হইতে বিমুখ করিয়া ভ্রমজালে পতিত করতঃ আপনাদিগের প্রয়োজন সাধন করে, উহারা মহাপাপী কেন না হইবে?

দেখ গ্রহদিগের চক্র কিরূপ চালিত হইয়াছে। উহা সমস্ত বিদ্যাহীন মনুষ্যকেই গ্রাস করিয়াছে। "আকৃষ্ণেন রজসা০"। ১। সূর্য্যের মন্ত্র। "ইমং দেবা অসপত্নং সুবধ্বম্০"। ২। চন্দ্র। "অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ০"। ৩। মঙ্গল। "উদবুধ্যস্বাগ্নে০"। ৪। বুধ। বৃহস্পতে অতিযদর্য্যো০"। ৫। বৃহস্পতি। "শুক্রমন্ধসঃ০"। ৬। শুক্র। "শন্নো দেবীরভিষ্টয়০"। ৭। শনি। "কয়ানশ্চিত্র আভুব০"। ৮। রাহু। এবং "কেতুং কৃণ্বন্ন কেতবে০"। ৯। ইহাকে কেতুর কণ্ডিকা কথিত হয়। (আকৃষ্ণে০) ইহা সূর্য্য সম্বন্ধে ভূমির আকর্ষণ। ১। দ্বিতীয় রাজগুণ বিধায়ক। ২। তৃতীয়

অগ্নি। ৩। এবং চতুর্থ যজমান। ৪। পঞ্চম বিধান্ ৫। ষষ্ঠ বীর্য্য ও অন্ন। ৬। সপ্তম জল, প্রাণ এবং পরমেশ্বর। ৭। অষ্টম মিত্র। ৮। নবম জ্ঞান গ্রহণের বিধায়ক মন্ত্র, গ্রহদিগের বাচক নহে। ইহারা অর্থ না জানা বশতঃ ভ্রমজালে পতিত হইয়াছে।

প্রশ্ন—গ্রহদিগের ফল হয় কি না?

উত্তর—"পোপ" লীলাতে যেরূপ আছে তদ্রূপ নহে। কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্রমার কিরণ দ্বারা উষ্ণতা অথবা শীতলতা বশতঃ অথবা ঋতুবিশিষ্ট কালচক্রের সম্বন্ধ মাত্র হইতে আপনার প্রকৃতির অনুকূল এবং প্রতিকূল সুখ ও দুঃখের উহারা নিমিত্ত হয়। পরন্তু "পোপ" লীলায় কথিত হয় যে "শুন শেঠ মহাশয় যজমান! তোমার আজ চন্দ্রমা, সূর্য্যাদি ক্রূর অষ্টম গৃহে রহিয়াছে ও আড়াই বৎসর যাবৎ শনৈশ্চরের এক পাদ আসিয়াছে; অতএব তোমার অত্যন্ত বিঘ্ন হইবে, এবং গৃহদ্বার হইতে দূরস্থ করিয়া তোমাকে বিদেশে পর্য্যটন করাইবে। পরন্তু যদি তুমি গ্রহদিগের দান, জপ, পাঠ ও পূজা করাও তবে এ সকল দুঃখ হইতে রক্ষা পাইতে পার" ইত্যাদি। ইহাদিগকে বলা উচিত যে "শুন "পোপ" মহাশয়? তোমাদিগের এবং গ্রহগণের সম্বন্ধ কি? গ্রহ কি বস্তু?"

(পোপ):—

দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।

তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাস্তস্মাৎ ব্রাহ্মণদৈবতম্॥

দেখ কেমন প্রমাণ রহিয়াছে। সমস্ত জগৎ দেবতাদিগের অধীন, সমস্ত দেবতা মন্ত্রের অধীন, এবং মন্ত্র সকল ব্রাহ্মণদিগের অধীন, অতএব ব্রাহ্মণগণ দেবতা কথিত হয়। কারণ যাহাকে ইচ্ছা হইবে সেই দেবতাকে মন্ত্রবলে আহ্বানকরতঃ প্রসন্ন করিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিবার অধিকার আমাদিগেরই আছে। আমাদিগের মন্ত্র-শক্তি না থাকিলে তোমাদিকের মত নাস্তিক আমাদিগকে সংসারে থাকিতেই দিত না।

সত্যবাদী—যে সকল চোর, দস্যু ও কুকর্ম্মান্বিত লোক আছে তাহারাও কি তোমার দেবতাদিগের অধীন হইবে? দেবতাই উহাদিগকে দুষ্ট কার্য্য করাইতেছে? এরূপ হইলে তোমাদিগের দেবতা এবং রাক্ষসদিগের মধ্যে কিছুই প্রভেদ রহিল না। যদি মন্ত্র তোমাদিগের অধীন হয় তবে উহা দ্বারা তোমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার এবং তাহা হইলে উক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবতাদিগকে বশীভূত করিয়া রাজাদিগের কোষ উঠাইয়া আপনার গৃহ পূর্ণ করিয়া বসিয়া বসিয়া কেন আনন্দ ভোগ কর না? গৃহে গৃহে শনৈশ্চরাদির তৈলাদি ছায়াদান লইবার জন্য অনবরত কেন ঘুরিয়া বেড়াও? যাহাকে তোমরা কুবের বলিয়া মনে কর, তাহাকে বশীভূত করিয়া ইচ্ছামত ধন আনয়ন কর, হতভাগ্য দরিদ্রদিগকে কেন হৃতসর্ব্বস্ব করিতেছ? যদি তোমাদিগকে দান দিলে গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং দান না দিলে অপ্রসন্ন হয়, তবে আমাকে সূর্য্যাদি গ্রহের প্রসন্নতা এবং অপ্রসন্নতা প্রত্যক্ষ দেখাও। যাহার অষ্টমে চন্দ্র অথবা সূর্য্য এবং যাহার তৃতীয়ে চন্দ্র, এই উভয়কে জ্যৈষ্ঠ মাসে জুতা না পরাইয়া উত্তপ্ত ভূমির উপর চলিতে দাও। যাহার উপর সূর্য্য প্রসন্ন হইবে, তাহার চরণ

ও শরীর দগ্ধ না হওয়া উচিত এবং যাহার উপর ক্রুদ্ধ হইবে তাহার দগ্ধ হওয়া উচিত। আর পৌষ মাসে উক্ত উভয়কে উলঙ্গ করিয়া পূর্ণিমার সমস্ত রাত্রি মাঠে রাখ, যদি একের শীত লাগে এবং অপরের না লাগে তাহা হইলে জানিতে হইবে যে গ্রহ ক্রূর অথবা সৌম্যদৃষ্টিবিশিষ্ট আছে। অধিকন্তু তোমাদিগের গ্রহ-সম্বন্ধ কি? তোমাদিগের ডাক অথবা টেলিগ্রাফ কি উহাদিগের নিকট যায় অথবা আসে? অথবা তোমরা উহাদিগের নিকট কিম্বা উহারা তোমাদিগের নিকট গমনাগমন করে? তোমাদিগের যদি মন্ত্রশক্তি থাকিত তবে তোমরা কেন স্বয়ং রাজা অথবা ধনাঢ্য হইয়া পড় না? অথবা শত্রুদিগকে কেন আপনার বশে আনিতে পারিতেছ না? যেই বেদ এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা বিরুদ্ধ পোপলীলা প্রচলিত করিবে সেই নাস্তিক। যদি তোমাদিগকে গ্রহদান না দেওয়া হয় তাহা হইলে যাহার উপর গ্রহ প্রকুপিত হইয়াছে সেই গ্রহদানের জন্য ভুগিবে তাহাতে চিন্তা কি? যদি বল যে আমাদিগকে দান দিলেই গ্রহ সুপ্রসন্ন হইবে এবং অন্যকে দিলে হইবে না তাহা হইলে কি তোমরা গ্রহদিগের নিকট "পাট্টা" লইয়াছ? যদি "পাট্টা" লইয়া থাক, তাহা হইলে সূর্য্যাদিকে আপনাদিগের গৃহে আহ্বান করিয়া পুড়িয়া মর। ইহাই সত্য যে সূর্য্যাদিলোক জড়, উহারা কাহারও দুঃখ অথবা সুখ দিবার চেষ্টা করিতে পারে না। পরন্তু তোমরা যে কয়জন গ্রহদানোপজীবী আছ. সকলেই গ্রহদিগের মূর্ত্তিস্বরূপ। কারণ গ্রহ শব্দের অর্থও তোমাদিগের উপর সংলগ্ন হয়। "যে গৃহ্নন্তি তে গ্রহাঃ"; যাহারা গ্রহণ করে তাহাদিগের নাম গ্রহ। যতক্ষণ রাজা, জমিদার, ধনী, বণিক এবং দরিদ্রদিগের নিকট তোমাদিগের পদ সঞ্চার না হয় ততক্ষণ কাহারও নবগ্রহ স্মরণ হয় না। যখনই সাক্ষাৎ সূর্য্য ও মূর্ত্তিমান্ শনৈশ্চরাদির ন্যায় তোমরা উহাদিগের স্কন্ধে আরোহণ কর, তখনই গ্রহণ ব্যতিরেকে কখনই উহাদিগকে ত্যাগ কর না। যাহারা তোমাদিগের নিকট আসে না, তোমরা তাহাদিগকে নাস্তিকাদি বলিয়া নিন্দা করিয়া থাক।

পোপ—দেখ, জ্যোতিষের প্রত্যক্ষ ফল যে আকাশে অবস্থিত সূর্য্য, চন্দ্র, রাহু এবং কেতুর সংযোগস্বরূপ গ্রহণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়া দেয়। তাহা যেরূপ প্রত্যক্ষ তদ্রূপ গ্রহদিগেরও ফলও প্রত্যক্ষ। দেখ গ্রহগণ হইতেই লোকে ধনাঢ্য, দরিদ্র, রাজা, ভিক্ষুক, সুখী এবং দুঃখী হইয়া থাকে।

সত্যবাদী—যে গ্রহণরূপ প্রত্যক্ষ ফলের কথা বলিতেছ তাহা গণিত-বিদ্যার ফল, ফলিত জ্যোতিষের নহে। গণিতবিদ্যা সত্য এবং ফলিত-বিদ্যা স্বাভাবিক সম্বন্ধ হীন মিথ্যা জানিতে হইবে। অনুলোম এবং প্রতিলোম ভ্রমণকারী পৃথিবী এবং চন্দ্রের গণিতদ্বারা স্পষ্ট বিদিত হওয়া যায় যে অমুক সময়ে, অমুক দেশে এবং অমুক অবয়বে সূর্য্যের অথবা চন্দ্রের গ্রহণ হইবে। যেমন:—

ছাদয়ত্যর্কমিন্দুর্বিধুং ভূমিভাঃ॥

ইহা গ্রহ লাঘবের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক এবং এইরূপ ইহা সিদ্ধান্ত শিরোমণির বচন এবং সূর্য্যসিদ্ধান্তেও আছে। অর্থাৎ যখন সূর্য্য ও ভূমির মধ্যে চন্দ্রমা আসে তখন সূর্য্যগ্রহণ এবং যখন সূর্য্য এবং চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী আসে তখন চন্দ্র গ্রহণ হইয়া থাকে।

অর্থাৎ চন্দ্রমার ছায়া ভূমির উপর এবং ভূমির ছায়া চন্দ্রমার উপর পতিত হয়। সূর্য্য প্রকাশরূপ বলিয়া উহার সম্মুখে কাহারও ছায়া পতিত হয় না, কিন্তু যেমন প্রকাশমান সূর্য্য অথবা দীপাদি হইতে দেহাদির ছায়া বিপরীত দিকে যায়, তদ্রূপ গ্রহণ বিষয়েও বুঝিতে হইবে। লোকে ধনাঢ্য, দরিদ্র, রাজা, প্রজা অথবা ভিক্ষুক হয় তাহা কেবল আপনাদিগের কর্ম্ম হইতেই হয়, গ্রহগণ হইতে হয় না। অনেক জ্যোতিষী আপনাদিগের কন্যা ও পুত্রের বিবাহ গণিত-বিদ্যার অনুসারে দিয়া থাকেন। তথাপি উহাতে বিরোধ, বিধবা অথবা মৃতস্ত্রীক পুরুষ দেখা যায়। ফল সত্য হইলে এরূপ কেমন হইবে? সুতরাং কর্ম্মের গতিই সত্য এবং গ্রহগণের গতি কখন সুখ দুঃখ ভোগের জন্য নহে। আচ্ছা, গ্রহগণ আকাশে অবস্থিত এবং পৃথিবী ও আকাশ অনেক দূরে রহিয়াছে, সম্বন্ধ-কর্ত্তা ও কর্ম্মের সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ নাই। কর্ম্মের এবং কর্ম্মফলের কর্ত্তা ও ভোক্তা জীব এবং পরমাত্মা কর্ম্মফলের ভোগ করান। যদি তোমরা গ্রহগণের ফল মান তবে ইহার উত্তর দাও যে, যখন এক মনুষ্য জন্ম-গ্রহণ করে এবং ধ্রুবতারা দেখিয়া সময় নিরূপণ করতঃ জন্ম-পত্র রচনা কর, সেই সময়ে ভূলোকে অন্য কাহারও জন্ম হয় কি না? যদি বল যে "হয় না" তাহা হইলে উহা মিথ্যা কথা হইবে। আর যদি বল যে "হয়" তবে এক চক্রবর্ত্তীর সদৃশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় চক্রবর্ত্তী রাজা কেন হয় না? তবে এই পর্য্যন্ত তোমরা বলিতে পার যে এ সকল লীলা কেবল তোমাদিগের উদর পূরণের জন্য, তবে তোমাদের কথা কেহ বিশ্বাসও করিতে পারে।

প্রশ্ন—গরুড়পুরাণও কি মিথ্যা?

উত্তর—হাঁ, উহা অসত্য।

প্রশ্ন—তবে মৃত জীবের কি গতি হয়?

উত্তর—যেমন উহার কর্ম্ম।

প্রশ্ন—যমরাজ, রাজা ও মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত এবং উহাদিগের কাজলের পর্ব্বত তুল্য শরীরধারী অতি ভয়ঙ্কর অনুচর সকল জীবদিগকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং পাপ ও পুণ্যানুসারে নরকে এবং স্বর্গে নিক্ষেপ করে। উহাদিগের জন্য দান, পুণ্য, শ্রাদ্ধ, তর্পণ এবং বৈতরণী নদী পার হইবার জন্য গো-দানাদি করা হয়। এই সকল কথা কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে?

উত্তর—এ সকল কথা পোপ" লীলার অলীক গল্পমাত্র। যদি অন্য স্থানের জীব সেই স্থানে যায় তাহা হইলে ধর্ম্মরাজ এবং চিত্রগুপ্ত উহাদিগের প্রতি ন্যায় করিবে আর সেই যমলোকের জীব যদি পাপ করে তাহা হইলে উহাদিগের জন্য অন্য যমলোক স্বীকার করিতে হইবে যাহাতে সেই স্থানের ন্যায়াধীনে উহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিতে পারে। যদি যমদূতগণের শরীর পর্ব্বত তুল্য হয় তবে তাহা দেখা যায় না কেন? এবং মৃত জীবদিগকে লইতে আসিলে ক্ষুদ্র দ্বারে উহাদিগের একটী অঙ্গুলিও প্রবিষ্ট হইতে পারে না। রাস্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলিতেই বা তাহাদিগের দেহ প্রতিরুদ্ধ হয় না কেন? যদি বল যে ইহারা সূক্ষ্ম দেহও ধারণ করে তাহা হইলে "পোপের" আপনার গৃহ ব্যতিরেকে অন্য কোন্ স্থানে উহারা আপনাদিগের পর্ব্বতবৎ পূর্ব্ব দেহের বৃহৎ বৃহৎ অস্থি সকল রাখিয়া থাকে। বনে যখন অগ্নি লাগে তখন একেবারে পিপীলিকাদি জীবগণের দেহ বিনষ্ট হয় এবং উহাদিগকে ধরিতে যদি অসংখ্য যমদূত আসে তাহা হইলে সে স্থল অন্ধকার হইয়া যাওয়া আবশ্যক। তদ্ব্যতীত

তাহারা পরস্পর জীবদিগকে ধরিতে ধাবমান হইলে যদি উহারা আঘাত-প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে পর্ব্বতের বৃহৎ বৃহৎ শৃঙ্গ যেমন ভগ্ন হইয়া পৃথিবীর উপর পড়ে তদ্রূপ উহাদিগের বৃহৎ অঙ্গ গরুড়পুরাণ পাঠকের এবং উহার শ্রোতার অঙ্গে যদি পতিত হয়, ইহারা চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে অথবা গৃহদ্বার ও পথ সমস্ত প্রতিরুদ্ধ হইয়া পড়ে তাহা হইলে ইহারা কিরূপে নির্গত হইতে ও চলিতে পারিবে? শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও প্রদত্ত পিণ্ড উক্ত মৃত জীবদিগের নিকট উপস্থিত হয় না, তবে মৃতদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ পোপদিগের গৃহে উদরে এবং হস্তে অবশ্য উপস্থিত হইয়া থাকে। বৈতরণী পারের জন্য যে গো-দান গ্রহণ তাহা পোপের গৃহে অথবা "কসাই"দিগের গৃহে উপস্থিত হয়। বৈতরণীর গাভী যায় না; কাহার পুচ্ছ ধরিয়া পার হইবে? হস্ত যখন এই স্থলেই প্রজ্বলিত অথবা ভূমিতে নিখাত হইয়াছে তখন কেমনে পুচ্ছ ধারণ করিবে? এইস্থলে এই কথার উপযুক্ত একটী দৃষ্টান্ত আছে :—

এক জাঠ ছিল। তাহার গৃহে অতি উত্তম এবং অর্দ্ধমণ দুগ্ধ দেয় এমন এক গাভী ছিল। দুগ্ধ অতিশয় সুস্বাদু ছিল এবং কখন কখন "পোপ"জীর মুখেও যাইত। পুরোহিত এই-রূপ চিন্তা করিত যে যখন জাঠের বৃদ্ধ পিতা মুমূর্ষু হইবে তখন এই গাভীকে সঙ্কল্প করিয়া লইব। কয়েকদিন পরে দৈবযোগে তাহার পিতার মৃত্যু সময় আসিল, বাক্‌রোধ হইল এবং খাট হইতে উহাকে ভূতলে অবতরণ করা হইল অর্থাৎ প্রাণত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। উক্ত সময়ে জাঠের আত্মীয়, বন্ধু এবং কুটুম্বগণও উপস্থিত ছিল। তখন "পোপ" মহাশয় চীৎকার করিয়া বলিলেন যে "যজমান! এখন তুমি ইহার হস্ত দ্বারা গো-দান করাও।" জাঠ দশটী টাকা বাহির করিয়া পিতার হস্তে রাখিয়া বলিল যে "সঙ্কল্প পাঠ করুন"। "পোপ" বলিলেন "বাহবা! পিতা কি বার বার মরিয়া থাকে? এসময়ে দুগ্ধবতী এবং বৃদ্ধ নয় এমন উত্তম গাভী সাক্ষাৎ আনয়ন কর, এইরূপ গো-দান করা আবশ্যক।"

জাঠ—আমার নিকট একটী গাভীই আছে। ইহা না থাকিলে আমার বালক-বালিকার ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ হইবে না। সুতরাং উহাকে দিব না। এই বিংশতি মুদ্রার সঙ্কল্প পাঠ করুন এবং ঐ টাকায় আর একটী দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিয়া লইবেন।

পোপ—"বাহবা! বাহবা! তুমি পিতা অপেক্ষাও গাভীকে উৎকৃষ্ট বুঝিতেছ? তুমি কি পিতাকে বৈতরণী নদীতে নিমগ্ন করিয়া দুঃখ দিতে ইচ্ছা কর? তুমি ত অতি সৎপুত্র দেখিতেছি!" তখন কুটুম্বগণও "পোপ" মহাশয়ের পক্ষ লইল কারণ "পোপ" পূর্ব্বেই উহাদিগের সকলকে হাতে রাখিয়াছিল এবং সে সময়েও ইঙ্গিত করিয়াছিল। তখন সকলে একত্র হইয়া বলপূর্ব্বক উক্ত গাভীর দান করাইয়া সেই পোপকে দিল। জাঠ সে সময়ে কিছু বলিল না। উহার পিতার মৃত্যু হইল। "পোপ" বৎসের সহিত গাভী এবং দোহনার্থ বড় ঘটী লইয়া, আপনার গৃহে বাঁধিয়া ও ঘটী রাখিয়া, পুনরায় জাঠের গৃহে আগমন করতঃ মৃতের সহিত শ্মশানভূমিতে যাইয়া দাহাদি কর্ম্ম করাইল এবং সে স্থলেও কিছু পোপলীলা বিস্তার করিল। পশ্চাৎ দশগাত্র সপিণ্ডী-করণাদির সময়ে উহার মুণ্ডন করাইল। মহাব্রাহ্মণ সকলও কিছু লুণ্ঠন করিল এবং ভোজনাভিলাষী

অনেক লোক আসিয়া উদর-পূরণ করিল। এইরূপে সকল ক্রিয়া সমাপ্ত হইবার পর জাঠ ইহার উহার গৃহ হইতে দুগ্ধ লইয়া চালাইল। চতুর্দ্দশ দিনের প্রাতঃকালে "পোপের" গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে ঘটীপূর্ণ গো-দুগ্ধ "পোপের" ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। এই সময়ে জাঠকে উপস্থিত দেখিয়া "পোপ" বলিল "এস যজমান! উপবেশন কর"।

জাঠ—"পুরোহিত মহাশয়, আপনি এদিকে আসুন"।

পোপ—আচ্ছা, দুগ্ধ রাখিয়া আসি।

জাঠ—না না। দুগ্ধের ঘটী এদিকে লইয়া আসুন।

হতভাগ্য "পোপ" গিয়া বসিল এবং দুগ্ধের ঘটী সম্মুখে রাখিল।

জাঠ—আপনি অত্যন্ত মিথ্যাবাদী।

পোপ—কেন কি মিথ্যা হইয়াছে?

জাঠ—আপনি গাভী কি জন্য লইয়াছেন বলুন?

পোপ—তোমার পিতার বৈতরণী নদী পারের জন্য।

জাঠ—তবে আপনি গাভীকে উক্ত বৈতরণী নদীর কূলে কেন পাঠাইয়া দেন নাই? আমি কেবল আপনার ভরসায় আছি আর আপনি নিজের গৃহে গাভী বান্ধিয়া বসিয়া আছেন? আমার পিতা না জানি বৈতরণীতে কতই ক্লেশ পাইয়া থাকিবেন?

পোপ—না, না, এই দানের পুণ্য প্রভাবে সেই স্থানে অপর একটী গাভী উৎপন্ন হইয়া তাঁহাকে পার করিয়া দিয়া থাকিবে।

জাঠ—বৈতরণী নদী এখান হইতে কত দূর এবং কোন্ দিকে অবস্থিত?

পোপ—অনুমান দ্বারা বোধ হয় ত্রিশ কোটী ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কারণ উনপঞ্চাশৎ কোটী যোজন পৃথিবী এবং উহার দক্ষিণ ও নৈঋত কোণে বৈতরণী নদী।

জাঠ—এত দূরে আপনার পত্রের অথবা টেলিগ্রামের সমাচার যদি গিয়া পুনরায় আসিয়া থাকে যে সে স্থানে পুণ্যের গাভী উৎপন্ন হইয়া অমুকের পিতাকে পার করিয়া দিয়াছে ইত্যাদি, তবে আমাকে প্রদর্শন করুন।

পোপ—আমার নিকট গরুড়পুরাণের বচন ব্যতিরেকে অন্য কোন ডাক অথবা টেলিগ্রাম নাই।

জাঠ—এই গরুড়পুরাণ আমি কিরূপে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব?

পোপ—কেননা সকলে বিশ্বাস করে।

জাঠ—আপনাদের লোকেরাই আপনাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কারণ পুত্র বিনা পিতার আর কেহ অধিক প্রিয় হইতে পারে না। যখন আমার পিতা আমার নিকট পত্র অথবা টেলিগ্রাফ পাঠাইবেন, তখন বৈতরণীর পারে গাভী প্রেরণ করিব এবং

তাঁহাকে পার করিয়া অপর পারে নামাইয়া পুনরায় গাভীকে গৃহে আনিব ও আমার বালকগণ দুগ্ধ পান করিবে। এখন দুগ্ধপূর্ণ ঘটী, গাভী এবং বৎস আনয়ন করুন। এই বলিয়া জাঠ সে সকল লইয়া আপনার গৃহাভিমুখে চলিল।

পোপ—তুমি দান করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিতেছ অতএব তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।

জাঠ—চুপ করিয়া থাকুন, নতুবা এই ত্রয়োদশ দিন যাবৎ দুগ্ধ বিনা আমার যে কষ্টভোগ হইয়াছে উহার ক্ষতি পূরণ করিয়া লইব। তখন পোপ নিস্তব্ধ রহিল এবং জাঠ গাভী ও বৎস লইয়া স্বগৃহে উপস্থিত হইল।

যদি এই জাঠের ন্যায় সকল লোক হয় তাহা হইলে সংসারে আর পোপ লীলা চলে না। ইহারা বলে যে দশগাত্র পিণ্ড হইতে অর্থাৎ দশাঙ্গ সপিণ্ডকরণ দ্বারা শরীরের সহিত জীবের সংযোগ হইয়া অঙ্গুষ্ঠমাত্র শরীর নির্ম্মিত হয় এবং পরে যমলোক গমন করে। ইহা যদি হয় তাহা হইলে মৃত্যু সময়ে যমদূতের আসা ব্যর্থ হয়। উহাদিগের ত্রয়োদশাহের পশ্চাৎ আসা আবশ্যক। যদি শরীর গঠিত হয় তবে আপনার স্ত্রী, পুত্র এবং ইষ্ট মিত্রদিগের স্নেহবশতঃ কেন ফিরিয়া আসে না?

প্রশ্ন—স্বর্গে কিছুই পাওয়া যায় না। যাহা দান করা যায় উহাই সে স্থলে পাওয়া যায়। সুতরাং দান করা আবশ্যক।

উত্তর—তোমাদিগের সেরূপ স্বর্গ অপেক্ষা ইহলোক উৎকৃষ্ট। এখানে ধর্ম্মশালা আছে, লোকে দান করে; আত্মীয়, মিত্র ও স্বজাতীয়দিগের অনেক নিমন্ত্রণ হয় এবং উত্তম উত্তম বস্ত্র পাওয়া যায়। তোমাদিগের কথানুসারে যে স্বর্গে কিছুই পাওয়া যায় না, তাদৃশ নির্দ্দয়, কৃপণ ও দরিদ্র স্বর্গে কেবল পোপ মহাশয়েরাই যাইয়া কষ্ট করুন। ভদ্র-লোকদিগের তাহাতে প্রয়োজন কি?

প্রশ্ন—যদি আপনার কথানুসারে যম এবং যমলোক না থাকে তবে জীব মরিয়া কোথায় যায় এবং কে ইহাদিগের বিচার করে?

উত্তর—তোমাদিগের গরুড় পুরাণের কথা অপ্রমাণ। পরন্তু ইহাই বেদোক্ত যে—

যমেন বায়ুনা সত্যরাজন্ ॥

ইত্যাদি বেদবচন হইতে নিশ্চয় হইতেছে যে বায়ুর নাম "যম"। জীব শরীর ত্যাগ করিয়া বায়ুর সহিত অন্তরীক্ষে অবস্থান করে। সত্য-কর্ত্তা ও পক্ষপাত রহিত পরমাত্মাই "ধর্ম্মরাজ" এবং তিনি সকলের বিচার করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন—আপনার কথানুসারে কাহাকেও গো-দানাদি করিবে না এবং কোন দান অথবা পুণ্য করিবে না এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে।

উত্তর—তোমার এ কথা সর্ব্বথা ব্যর্থ। কারণ সৎপাত্রকে এবং পরোপকারীকে পরোপকারার্থ স্বর্ণ, রজত, হীরক, মুক্তা, মাণিক্য, অন্ন, জল, স্থান এবং বস্ত্রাদি অবশ্য দান করা উচিত কিন্তু কুপাত্রকে কখনও দান করিবে না।

প্রশ্ন—কুপাত্র এবং সুপাত্রের লক্ষণ কি ?

উত্তর—ছল, কপট, স্বার্থপর, বিষয়ী, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহযুক্ত, পরের অপকারী, লম্পট মিথ্যাবাদী, অবিদ্বান্ কুসঙ্গী এবং আলস্য-পরতন্ত্র হওয়া, তাহা ছাড়া দাতার নিকট বারংবার প্রার্থনা করা ও আগ্রহ প্রকাশ করা এবং অস্বীকার করিলে অনুরোধ করিয়া প্রার্থনা করা, সন্তুষ্ট না হওয়া, না দিলে তাহার নিন্দা করা অথবা অভিশাপ এবং গালি প্রদান করা, যে অনেকবার সেবা করে এবং একবার মাত্র ত্রুটী করে তাহাকে শত্রু মনে করা, বাহ্যিক সাধুভাব প্রদর্শন করিয়া লোককে প্রতারণা করা, আপনার নিকট অর্থ থাকিলেও কিছুই নাই এরূপ বলা, সকলকে গুপ্ত-মন্ত্রণা দিয়া স্বার্থ সাধন করা, দিবারাত্র ভিক্ষাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত থাকা, নিমন্ত্রণ হইলে যথেষ্ট সিদ্ধি আদি মাদক সেবন করতঃ পরদ্রব্য যথেষ্ট ভোজন করা, উন্মত্ত হইয়া প্রমাদ করা, সত্যমার্গের রোধ করিয়া অসত্যমার্গের অনুসরণ করতঃ আপনার প্রয়োজন সাধন করা, স্বশিষ্যদিগকে কেবল আপনারই সেবা করিতে উপদেশ দেওয়া, অন্য যোগ্য পুরুষের সেবা করিতে না দেওয়া, সদ্বিদ্যাদি প্রবৃত্তির বিরোধী হওয়া, জগতের ব্যবহারে অপ্রীতি করা অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র, মাতা-পিতা, রাজা, প্রজা, আত্মীয় ও মিত্রদিগের প্রতি অপ্রীতি প্রদর্শন করা এবং জগৎ মিথ্যা ইত্যাদি অসদুপদেশ দান করা আদি কুপাত্রদিগের লক্ষণ। ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় বেদাদি বিদ্যার পঠন ও পাঠন-কর্ত্তা সুশীল সত্যবাদী, পরোপকারপ্রিয়, পুরুষার্থী উদারস্বভাব বিদ্যা ও ধর্ম্মের নিরন্তর উন্নতি-কর্ত্তা, ধর্ম্মাত্মা, শান্ত, নিন্দা ও স্তুতি বিষয়ে হর্ষ শোক রহিত, নির্ভয়, উৎসাহী, যোগী, জ্ঞানী, সৃষ্টিক্রম ও বেদাজ্ঞানুসারে ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের অনুকূল ব্যবহারী, ন্যায়-রীতি অনুসারে পক্ষপাত রহিত হইয়া সত্যোপদেশ দাতা, সত্যশাস্ত্রের, পঠন ও পাঠনাকারীদিগের পরীক্ষক, কাহারও তোষামোদকারী নহে, প্রশ্ন-সকলের যথার্থ সমাধান কর্ত্তা, আপনার আত্মার তুল্য অন্যেরও সুখ, দুঃখ, হানি ও লাভ অনুভবকারী ; অবিদ্যাদি ক্লেশ, ভ্রম, দুরাগ্রহ এবং অভিমান রহিত ; অপমানকে অমৃতের সমান ও সম্মানকে বিষতুল্য জ্ঞাতা, সন্তোষী, যে যাহা প্রীতিপূর্ব্বক দান করিবে তাহাতেই সন্তুষ্ট, একবার আপদের সময় যাচ্ঞা করিলেও কেহ যদি না দেয় এবং প্রত্যাখ্যান করে তথাপি দুঃখিত বা মন্দচেষ্টা নিরত হয় না এবং সেস্থান হইতে শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করে ও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হয় না এরূপ ব্যাক্তি ; সুখী পুরুষদিগের সহিত মিত্রতাকারী ; দুঃখিতের উপর করুণা প্রকাশক, পুণ্যাত্মা দর্শনে আনন্দকারী ; পাপীদিগের উপর উপেক্ষাকারী অর্থাৎ রাগ ও দ্বেষরহিত ; সত্যমানী ; সত্যবাদী ; সত্যকারী ; নিষ্কপট ; ঈর্ষা ও দ্বেষ রহিত ; গম্ভীরাশয় ; সৎপুরুষ ; ধর্ম্মযুক্ত ; সর্ব্বথা দুষ্টাচার রহিত ; আপনার দেহ বাক্য ও মন দ্বারা পরোপকারে প্রবৃত্ত ; পরের সুখের জন্য এমন কি আপনার প্রাণও সমর্পণ কর্ত্তা ; এইরূপ শুভগুণযুক্ত হইলে সুপাত্র হইয়া থাকে। পরন্তু দুর্ভিক্ষাদি আপৎকালে সকল প্রাণীই অন্ন, জল, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য এবং স্থানের অধিকারী হইয়া থাকে ?

প্রশ্ন—দাতা কয় প্রকার হইয়া থাকে ?

উত্তর—তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট। যিনি দেশ কাল এবং পাত্র জানিয়া সত্য বিদ্যা এবং ধর্ম্মোন্নতিরূপ পরোপকারার্থ দান করেন তিনিই উত্তম দাতা। যিনি কীর্ত্তি এবং স্বার্থের

জন্য দান করেন তিনি মধ্যম দাতা। যে আপনার অথবা পরের কোন উপকার করিতে না পারিয়া বেশ্যাগমনাদির জন্য "ভেড়ুয়া" এবং তোষামোদীদিগকে দান করে, দিবার সময় তিরস্কার ও অপমানাদি করে, সুপাত্র ও কুপাত্র কিছু ভেদ জানে না, কিন্তু "সকল অন্ন ছত্রিশ সের" এইরূপ বিক্রেতাদিগের মত যে বিবাদে ও কলহে দান করে, এবং অন্য ধর্ম্মাত্মাকে দুঃখ দিয়া নিজে সুখী হইবার জন্য যে দান করে সেই অধম দাতা। অর্থাৎ যে পরীক্ষাপূর্ব্বক বিদ্বান্ ও ধর্ম্মাত্মাদিগকে সৎকার করে তাহাকে উত্তম, যে যাহাতে আপনার প্রশংসা হয় তাহাতে পরীক্ষা করিয়া অথবা না করিয়া দান করে তাহাকে মধ্যম এবং যে সম্পূর্ণ অন্ধ-প্রায় ও পরীক্ষারহিত হইয়া নিষ্ফল দান করে তাহাকে নীচ দাতা বলা হয়!

প্রশ্ন—দানের ফল ইহলোকে বা পরলোকে হয়?

উত্তর—সর্ব্বত্র হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—স্বয়ং হয় অথবা কেহ ফলদান করে?

উত্তর—ফল দাতা ঈশ্বর। যেরূপ চোর এবং দস্যু স্বয়ং কারাগারে যাইতে ইচ্ছা করে না, রাজা তাহাদিগকে প্রেরণ করেন, ধর্ম্মাত্মাদিগের সুখ রক্ষা করেন ও ভোগ করান এবং দস্যু আদি হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া সুখে রাখেন অনুরূপ পরমাত্মা সকলের পাপ ও পুণ্যের দুঃখ ও সুখরূপ ফল যথাবৎ ভোগ করান।

প্রশ্ন—এই গরুড় পুরাণাদি যে সকল গ্রন্থ আছে উহা বেদার্থের অথবা বেদের পুষ্টি-সাধক কি না?

উত্তর—না। পরন্তু বেদবিরোধী এবং উহা বিপরীত পথাবলম্বী। তন্ত্রও তদ্রূপ। কোন লোক যেরূপ একের মিত্র হইয়া সমস্ত সংসারের শত্রু হয় পুরাণ ও তন্ত্র বিশ্বাসী পুরুষও তদ্রূপ হয়। কারণ এই সকল গ্রন্থ কেবল একের অপরের সহিত বিরোধোৎপাদক। ইহাতে বিশ্বাস করা বিদ্বানের কার্য্য নহে পরন্তু অবিদ্বানেরই কার্য্য। দেখ, শিবপুরাণানুসারে ত্রয়োদশী ও সোমবারে; আদিত্য পুরাণানুসারে রবিবারে; চন্দ্র খণ্ডানুসারে সোমগ্রহবিশিষ্ট মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু এবং কেতুর, বৈষ্ণব মতে একাদশীতে; বামনের দ্বাদশীতে; নৃসিংহের অনন্ত চতুর্দ্দশীতে; চন্দ্রমার পৌর্ণমাসীতে; দিক্‌পালদিগের দশমীতে; দুর্গার নবমীতে; বসুদিগের অষ্টমীতে; মুনিদিগের সপ্তমীতে; স্বামি-কার্ত্তিকের ষষ্ঠীতে; নাগের পঞ্চমীতে; গণেশের চতুর্থীতে; গৌরীর তৃতীয়াতে; অশ্বিনী কুমারের দ্বিতীয়াতে; আদ্যা দেবীর প্রতিপদে এবং পিতৃলোকদিগের অমাবস্যাতে এই সকল দিনে পুরাণের রীতি অনুসারে উপবাস করিতে হইবে এবং সর্ব্বত্র এইরূপ লিখিত আছে যে যে মনুষ্য এই সকল বার এবং তিথিতে অন্ন ও পান গ্রহণ করিবে সে নরকগামী হইবে। এক্ষণে পোপ এবং পোপ মহাশয়ের শিষ্যদিগের স্থির করা আবশ্যক যে কোন বারে এবং তিথিতেই ভোজন করিবে না। কারণ ভোজন অথবা পান করিলেই নরকগামী হইবে। "নির্ণয় সিন্ধু," "ধর্ম্মসিন্ধু" "ব্রতার্ক" প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ প্রমত্ত লোকে রচনা করিয়াছে তাহাতে এক এক ব্রতের অত্যন্ত দুর্দ্দশা করিয়াছে। যেমন শৈবগণ

একাদশীতে, কেহ দশমীবিদ্ধাতে এবং কেহ দ্বাদশীতেই একাদশী ব্রত করে। অর্থাৎ পোপ লীলা এতাদৃশ আশ্চর্য্য যে নিরাহারে মরিবার বিষয়েও বাদ-বিবাদ করিয়া থাকে। একাদশীর যে ব্রত প্রচলিত করা হইয়াছে উহাতে কেবল স্বার্থপরতাই আছে এবং দয়ার লেশ মাত্রও নাই। ইহারা বলে :—

একাদশ্যামন্নে পাপানি বসন্তি ॥

যাবতীয় পাপ একাদশীর দিন অন্নে বাস করে। এই "পোপকে" জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে কাহার পাপ উহাতে বাস করে ? তোমার ("পোপের") অথবা তোমার পিতার ? যদি সকলের পাপ একাদশীতে গিয়া থাকে তাহা হইলে একাদশীর দিন কাহারও দুঃখ থাকা উচিত নহে। তাহা না হইয়া তাহার বিপরীত ক্ষুধা আদি হইতে দুঃখ হইয়া থাকে। দুঃখ পাপের ফল, এইজন্য নিরাহারে কষ্ট পাওয়া পাপ। ইহার অত্যন্ত মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে এবং উহার কথা বলিয়া অনেকে প্রতারণাও করিয়া থাকে। এ বিষয়ে এক কাহিনী আছে :—

ব্রহ্মলোকে এক বেশ্যা ছিল। কোন অপরাধ করাতে তাহার অভিসম্পাত হইল। তখন সে পৃথিবীতে পতিত হইল। সে স্তুতি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে আমি পুনরায় স্বর্গে কিরূপে আসিতে পারিব? উহাকে বলা হইল যে যখন কেহ উহা... একাদশীর ফল প্রদান করিবে তখন সে স্বর্গে আসিবে। উক্ত বেশ্যা কোন নগরে বিমানের সহিত পতিত হওয়াতে সেই স্থানের রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে"। সে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া বলিল "কেহ যদি আমাকে একাদশীর ফল অর্পণ করে তাহা হইলে আমি পুনরায় স্বর্গে যাইতে পারি।" রাজা নগরে অন্বেষণ করাইলেন কিন্তু একাদশীর ব্রতানুষ্ঠায়ী কাহাকেও পাওয়া গেল না। একদিন কোন শূদ্র স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পর বিবাদ হওয়াতে স্ত্রী সমস্ত দিন এবং রাত্রি নিরাহারে ছিল এবং দৈবযোগে সেই দিন একাদশী ছিল। সে বলিল যে আমি একাদশী না জানিয়া অকস্মাৎ উক্ত দিন নিরাহারে ছিলাম। রাজার ভৃত্যদিগের নিকট এইরূপ বলাতে উহারা তাহাকে রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। রাজা তাহাকে বলিলেন যে তুমি এই বিমান স্পর্শ কর। সে স্পর্শ করিবা মাত্র বিমান উপরে উড্ডীন হইয়া গেল। অজ্ঞানে অনুষ্ঠিত একাদশী ব্রতের যখন এরূপ ফল, তখন জ্ঞানকৃতের ফলের আর কি পারাবার আছে ! কি আশ্চর্য্য ! নির্বুদ্ধি লোক সকল ! একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমি একটি পানের খিলী (যাহা স্বর্গে পাওয়া যায় না) স্বর্গে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলে যদি একাদশী ব্রতানুষ্ঠায়ীগণ আপনাদিগের ফল দান করে এবং তাহা হইলে যদি উক্ত পান স্বর্গে যায়, তবে পুনরায় লক্ষ অথবা কোটী পান স্বর্গে প্রেরণ করিব এবং আমিও স্বয়ং একাদশীর অনুষ্ঠান করিব। আর যদি না যায় তাহা হইলে তোমাদিগকে এইরূপে নিরাহারে মরিয়া যাওয়া অর্থাৎ কষ্ট পাওয়া রূপ আপৎকাল হইতে রক্ষা করিব। এই চতুর্ব্বিংশতি একাদশীর পৃথক্ পৃথক্ নাম রক্ষিত আছে। কোনটি "ধনদা" কোনটি "কামদা" কোনটি "পুত্রদা" এবং কোনটি "নির্জলা" ইত্যাদি। অনেক দরিদ্র অনেক কামী এবং অনেক নির্ব্বংশ লোক একাদশীর ব্রত করিয়া বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং কেহ

মরিয়াও গিয়াছে। পরন্তু কাহারও ধন, কামনা অথবা পুত্র প্রাপ্তি হয় নাই। অধিকন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষ, যে সময়ে এক ঘণ্টা মাত্রও মনুষ্য যদি জল না পায় তাহা হইলে আকুল হইয়া পড়ে, সে সময়ে ব্রতানুষ্ঠায়ীর মহা ক্লেশ উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে সমস্ত বিধবা স্ত্রীলোকের একাদশীর দিন অতিশয় দুর্দ্দশা হয়। এইরূপ কশাইয়ের মত নির্দ্দয় লোকের লিখিবার সময় কিঞ্চিন্মাত্রও দয়া হয় নাই। ইহা না কহিয়া যদি নির্জলার নাম সজলা এবং পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম নির্জলা রাখিত, তাহা হইলেও অপেক্ষাকৃত উত্তম হইত। পরন্তু "পোপের" দয়াতে কিছুই প্রয়োজন নাই। কোন জীব মরুক্ আর "পোপের পেট ভরুক্।" গর্ভবতী, সদ্যো বিবাহিতা স্ত্রী, বালক অথবা যুবা পুরুষদিগের কখন উপবাস করা উচিত নহে। একান্ত যদি করিতে হয়, তবে যে দিন অজীর্ণ হইবে অথবা ক্ষুধানুভব না হয় সেই দিন শর্করাযুক্ত জল (সরবৎ) অথবা দুগ্ধ পান করিয়া থাকা উচিত। যে ক্ষুধার সময় আহার না করে অথবা অক্ষুধায় ভোজন করে তাদৃশ উভয়েই রোগসাগরে পড়িয়া ক্লেশ পায়। এই সকল প্রমাদী লোকের লিখিত অথবা কথিত প্রমাণে কাহারও কিছু করা উচিত নহে।

এক্ষণে গুরুশিষ্যের মন্ত্রোপদেশ এবং মতমতান্তরের বর্ত্তমান অবস্থা কথিত হইতেছে। মূর্ত্তিপূজক সম্প্রদায়ী লোকেরা প্রশ্ন করে যে, বেদ অনন্ত; ঋগ্বেদের ২১, যজুর্ব্বেদের ১০১, সামবেদের ১০০০ এবং অথর্ব্ব বেদের ৯ শাখা আছে; ইহার মধ্যে অল্পমাত্র শাখা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অবশিষ্টের লোপ হইয়াছে; উহাতে মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থের প্রমাণ থাকিতে পারে; তাহা না হইলে পুরাণে কোথা হইতে আসিল? যখন কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হয় তখন পুরাণসকল দেখিলে মূর্ত্তিপূজাতে আর শঙ্কা কি?

উত্তর—শাখা যে বৃক্ষের হয় তাহা তাহারই সদৃশ হয়, বিরুদ্ধ হয় না। ক্ষুদ্র অথবা প্রকাণ্ড শাখা হইলেও উহাতে বিরোধ হইতে পারে না। এইরূপে যতগুলি শাখা পাওয়া যায় উহাতে যখন পাষাণাদি মূর্ত্তির এবং জল স্থলরূপ তীর্থের প্রমাণ পাওয়া যায় না, তখন লুপ্ত শাখাতেও ছিল না, ইহা প্রমাণ হইতেছে। তদ্ব্যতীত চারি বেদই পূর্ণ পাওয়া যায়। শাখা উহার বিরুদ্ধ কখন হইতে পারে না এবং যাহা বিরুদ্ধ হইবে তাহাকে উহার শাখা বলিয়া কেহ সিদ্ধ করিতে পারে না। প্রকৃত বৃত্তান্ত যখন এইরূপ হইল, তখন পুরাণ সকল বেদের শাখা নহে, পরন্তু সম্প্রদায়ী লোকে পরস্পর বিরুদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। বেদকে তোমরা যখন পরমেশ্বরকৃত বলিয়া বিশ্বাস কর তখন "আশ্বলায়নাদি" ঋষি ও মুনিদিগের নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থসকলকে কেন বেদ বলিয়া বিশ্বাস করিবে। শাখা এবং পত্র দেখিয়া যেমন অশ্বত্থ, বট এবং আম্র আদি বৃক্ষ বিদিত হইয়া থাকে সেইরূপ ঋষি ও মুনিকৃত বেদাদি, চারি ব্রাহ্মণ, অঙ্গ উপাঙ্গ এবং উপবেদ আদি হইতে বেদার্থ জ্ঞান হইয়া থাকে বলিয়া উহাদিগকে শাখা বলিয়া মানা আবশ্যক। যাহা বেদার্থ বিরুদ্ধ তাহার প্রমাণ এবং যাহা উহার অনুকূল তাহার অপ্রমাণ হইতে পারে না। যদি তুমি অদৃষ্ট (লুপ্ত) শাখাতে মূর্ত্তিপূজাদির প্রমাণ কল্পনা কর, তাহা হইলে যদি তোমাকে কেহ এরূপ জিজ্ঞাসা করে যে লুপ্ত শাখায় বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা বিপরীত আছে অর্থাৎ অন্ত্যজ ও শূদ্রের নাম ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণাদির নাম শূদ্র ও অন্ত্যজাদি, উহাতে অগমনীয়াগমন, অকর্ত্তব্যের

কর্ত্তব্যতা, মিথ্যাভাষণাদিকে ধর্ম্ম ও সত্যভাষণাদিকে অধর্ম্ম ইত্যাদি লিখিত আছে তাহা হইলে তুমি উহাকে সেই উত্তর দিবে যাহা আমি দিয়াছি। অর্থাৎ বেদ ও প্রসিদ্ধ শাখাতে যেরূপ ব্রাহ্মণাদির নাম ব্রাহ্মণাদি এবং শূদ্রাদির নাম শূদ্রাদি লিখিত আছে তদ্রূপ অদৃষ্ট শাখাতেও বিশ্বাস করিতে হইবে। অন্যথা বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাদি সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। আচ্ছা, জৈমিনি, ব্যাস এবং পতঞ্জলির সময় পর্য্যন্তও উক্ত শাখাসকল বিদ্যমান ছিল কি না? যদি ছিল না এরূপ হয় তাহা হইলে তুমি কখন নিষেধ করিতে পারিবে না। যদি বল যে ছিল না, তাহা হইলে শাখা সকলের থাকা সম্বন্ধে প্রমাণ কি? দেখ, জৈমিনি মীমাংসায় সমস্ত কর্ম্ম-কাণ্ড, পতঞ্জলি মুনি যোগশাস্ত্রে সমস্ত উপাসনা-কাণ্ড এবং ব্যাস মুনি শারীরকসূত্রে সমস্ত জ্ঞানকাণ্ড বেদানুকূল লিখিয়াছেন। উহাতে পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজা এবং প্রয়াগাদি তীর্থের নাম পর্য্যন্তও লিখেন নাই। কোথা হইতে লিখিবেন? বেদের কোন স্থলে থাকিলে কখনই না লিখিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। সুতরাং লুপ্ত শাখা-সমূহেও এই মূর্ত্তি পূজার প্রমাণ ছিল না। এ সমস্ত শাখা বেদ নহে। কারণ ইহাতে ঈশ্বরকৃত বেদের প্রতিকূল ব্যাখ্যা আছে এবং ইহাতে সংসারী লোকের ইতিহাসাদিও লিখিত আছে। এই জন্য উহা বেদের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইতে পারে না। বেদে কেবল মনুষ্যদিগের বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং কোন মনুষ্যের নামমাত্রও নাই। সুতরাং মূর্ত্তিপূজার সর্ব্বথা খণ্ডন হইতেছে। দেখ, মূর্ত্তিপূজা হইতে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণও শিবাদির অতিশয় নিন্দা ও উপহাস হইয়া থাকে। সকলেই জানেন তাঁহারা মহা-রাজাধিরাজ ছিলেন এবং তাঁহাদিগের স্ত্রী সীতা, রুক্মিণী, লক্ষ্মী এবং পার্ব্বতী সকলেই মহারাণী ছিলেন। পরন্তু যখন তাঁহাদিগের মূর্ত্তি মন্দিরাদিতে রাখিয়া পূজক লোক তাঁহাদিগের নামে ভিক্ষা করে তখন এক প্রকারে তাঁহাদিগকে, ভিক্ষুক করিয়া তোলে। উহারা বলে যে "মহারাজ, শেঠ মহাশয়, অথবা বণিক মহাশয়! আগমন করুন, দর্শন করুন, উপবেশন করুন, চরণামৃত গ্রহণ করুন এবং কিঞ্চিৎ পূজা-সামগ্রী প্রদান করুন। সীতা-রাম, কৃষ্ণ-রুক্মিণী, রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা পার্ব্বতী-মহাদেব আজ তিন দিন যাবৎ বালভোগ বা রাজভোগ অর্থাৎ কোনরূপ ভোজন ও পানীয় বা জল ও পান প্রাপ্ত হন নাই। অদ্য ইঁহাদিগের নিকট কিছুই নাই। রাণী অথবা শেঠ পত্নী অদ্য সীতাদির "নথ" প্রস্তুত করিয়া দিউন। অন্নাদি প্রেরণ করিলে রাম অথবা কৃষ্ণের ভোগ হইবে। ইঁহাদিগের বস্ত্র সমস্ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের কোণ সমস্ত পতিত হইয়াছে এবং উপর হইতে ছাদ দিয়া জল পড়ে। দুষ্ট চোর যাহা কিছু ছিল সমস্ত অপহরণ করিয়াছে এবং ইন্দুরে অনেক দ্রব্য কাটিয়া ফেলিয়াছে। একদিন ইন্দুরে এরূপ অনর্থ করিয়াছিল যে ইঁহাদিগের চক্ষুও উৎপাটন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমরা এক্ষণে রৌপ্যময় চক্ষু নির্ম্মাণ করিতে পারি না বলিয়া কৌড়ির প্রস্তুত করিয়া সংলগ্ন করিয়া দিয়াছি।" ইহারা রামলীলা এবং রাসমণ্ডলও করায়। সীতারাম অথবা রাধাকৃষ্ণ নাচিতে থাকেন এবং রাজা অথবা মোহন্ত আসন অথবা গদীর উপর তাকিয়া রাখিয়া বসিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালেও ভিতরের চাবি বন্ধ করিয়া দেয় এবং স্বয়ং উত্তম বায়ুতে খাট পাতিয়া শয়ন করে। অনেক পূজক লোক নারায়ণকে কৌটায় বন্ধ ও বস্ত্রাবৃত করিয়া গলায় ঝুলাইয়া দেয়। বানরী আপনার শাবককে যেরূপ গলায় ঝুলাইয়া রাখে সেইরূপ উহারা ঝুলাইয়া দেয়। কেহ মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিলে হায়! হায়!

শব্দে বক্ষে করাঘাত করিয়া লোককে বলে যে দুষ্ট লোক সীতারামের অথবা রাধাকৃষ্ণের বা শিবপার্ব্বতীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিল। এখন অপর মূর্ত্তি উত্তম শিল্পকরের দ্বারা শ্বেত প্রস্তরের নির্ম্মাণ করিয়া আন এবং ইহা স্থাপন করিয়া পূজা করা আবশ্যক। ঘৃত ব্যতিরেকে নারায়ণের ভোগ হয় না। অধিক না হয় অন্ততঃ অল্প ও অবশ্য অবশ্য পাঠাইলে ভাল হয়" ইত্যাদি সকল কথা লোকদিগের বলা হয়। রাসমণ্ডল অথবা রামলীলার শেষে সীতারাম অথবা রাধাকৃষ্ণকে ভিক্ষা প্রার্থনা করায়। যে স্থানে লোকের মেলা অথবা ভিড় হয় সেই স্থানে কোন বালকের মস্তকে মুকুট পরাইয়া উহাকে কানাই বেশ ধারণ করাইয়া এবং পথের পার্শ্বে বসাইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করায়। এই সকল বিষয় দেখিলে কতদূর শোকের বিষয় মনে হয়। আচ্ছা সীতা ও রামাদি কি এরূপ দরিদ্র এবং ভিক্ষুক ছিলেন? ইহা দ্বারা তাঁহাদিগকে নিন্দা এবং উপহাস করা হয় না ত কি হয়? অধিকন্তু নিজেদেরই মাননীয় পুরুষদিগের নিন্দা করা হয়। আচ্ছা যে সময়ে তাঁহারা বিদ্যমান ছিলেন, সেই সময়ে সীতা, রুক্মিণী, লক্ষ্মী এবং পার্ব্বতীর মূর্ত্তিকে পথের পার্শ্বে অথবা কোন মন্দিরে রাখিয়া পূজকেরা যদি বলিত "এস ইহাদিগের দর্শন কর এবং কিছু ভেট ও পূজা দাও" তবে সীতারামাদি তাদৃশ মূর্খদিগকে সেই কার্য্য হইতে নিবারণ করিতেন ও কখন সেইরূপ কার্য্য করিতে দিতেন না এবং যদি কেহ তদ্রূপ তাঁহাদিগকে উপহাস করিত, তাহা হইলে দণ্ড না দিয়া কি কখন ছাড়িতেন? হাঁ! ইহারা তাঁহাদিগের নিকট দণ্ড পায় নাই বটে কিন্তু এই কার্য্যের নিমিত্ত মূর্ত্তিবিরোধীদিগের নিকট হইতে পূজকদিগের অনেক প্রকার প্রসাদী (দণ্ড) লাভ হইয়াছে এবং এখনও লাভ হইতেছে। তদ্ব্যতীত যত দিন এই কর্ম্ম ত্যাগ না করিবে ততদিন তাদৃশ দণ্ড লাভ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? এই সকল কার্য্য হইতেই আর্য্যাবর্ত্তের প্রতিদিন মহা অনিষ্ট এবং পাষাণাদি মূর্ত্তি-পূজকদিগের পরাজয় হইতেছে। কারণ পাপের ফলই দুঃখ। এই পাষাণাদি মূর্ত্তির উপর বিশ্বাস হেতু অনেক হানি হইয়া গিয়াছে এবং এখনও যদি ইহা দূর হয় তবে ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকিবে। ইহাদিগের মধ্যে বামমার্গীই অতি ভয়ানক অপরাধী। ইহারা যখন শিষ্য করে তখন সাধারণকে :—

দং দুর্গায়ৈ নমঃ। ভং ভৈরবায় নমঃ। ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে। ইত্যাদি মন্ত্রসমূহের উপদেশ দিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে বিশেষতঃ একাক্ষরী মন্ত্রের উপদেশ দিয়া থাকে। যথা :—

হ্রীং, শ্রীং, ক্লীং॥ শারাবতং বং প্রকীং প্রং॥ ৪৪॥

ইত্যাদি এবং ধনাঢ্যদিগকে পূর্ণাভিষেক করে। দশ মহাবিদ্যার এইরূপ মন্ত্র :—

হ্রাং, হ্রীং, হ্রূং বগলামুখ্যৈ ফট্ স্বাহা॥

শাঃ প্রকীঃ প্রঃ ৪১॥

কোন স্থলে :—

হ্রূং ফট্ স্বাহা॥ কামরত্ন তন্ত্র, বীজমন্ত্রঃ ৪

তদ্ব্যতীত মারণ, উচ্চাটন, মোহন, বিদ্বেষণ, ও বশীকরণাদি প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই সকল অবশ্যই মন্ত্রের দ্বারা হয় না, পরন্তু উহারা সমস্তই ক্রিয়া দ্বারা করিয়া থাকে। যখন কাহারও প্রতি মারণের প্রয়োগ করিতে হইবে, তখন প্রয়োজকের নিকট হইতে ধন লইয়া ময়দার অথবা মৃত্তিকার পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া যাহাকে মারিতে হইবে তাহার স্বরূপ করিয়া লয় এবং পুত্তলিকার বক্ষঃস্থলে, নাভিদেশে এবং কণ্ঠে ছুরিকা প্রবেশ করিয়া দেয়, চক্ষুতে, হস্তে এবং চরণে শঙ্কু বিদ্ধ করে, তাহার উপর ভৈরব অথবা দুর্গার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া হস্তে ত্রিশূল দিয়া উহার হৃদয়ে লগ্ন করিয়া দেয় এবং একটি বেদী নির্ম্মাণ করিয়া মাংসাদির হোম করে? এদিকে সেই সময়ে দূত প্রেরণ করিয়া বিষাদি প্রয়োগ দ্বারা উহাকে বিনাশ করিবার উপায় করে। যদি আপনার পুরশ্চরণের মধ্যেই উহাকে বিনাশ করে, তাহা হইলে আপনাকে ভৈরবের অথবা দেবীর সিদ্ধ বলিয়া থাকে এবং "ভৈরবো ভূতনাথশ্চ" ইত্যাদি পাঠ করিয়া থাকে।

মারয় মারয়, উচ্চাটয় উচ্চাটয়, বিদ্বেষয় বিদ্বেষয়, ছিন্ধি ছিন্ধি, ভিন্ধি ভিন্ধি, বশীকুরু বশীকুরু, খাদ খা,দ ভক্ষয় ভক্ষয়, ত্রোটয় ত্রোটয়, নাশয় নাশয়, মম শত্রুম্ বশীকুরু বশীকুরু হুং ফট্ স্বাহা।

কামরত্ন তন্ত্র উচ্চাটন প্রকরণ মঃ ৫—৭ ॥

ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে, মদ্য ও মাংসাদি যথেষ্ট পান ও ভোজন করে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে সিন্দুরের রেখা অঙ্কিত করে, কখন কখন কালী আদির জন্য কোন লোককে ধরিয়া বিনাশ করে এবং হোম করে ও কিছু কিছু মাংসও ভোজন করে। যদি কেহ ভৈরবী চক্রে যায় এবং মদ্য ও মাংস সেবন না করে তাহা হইলে তাহাকে বিনাশ করিয়া হোম করে। উহাদিগের মধ্যে কেহ অঘোরী হইলে সে মৃত মনুষ্যেরও মাংস ভোজন করে। অজরী ও বিজরীকর্ত্তা বিষ্ঠা মূত্রও পান ভোজন করে।

এক চোলীমার্গী এবং দ্বিতীয় বীজমার্গীও আছে। চোলীমার্গী কোন গুপ্ত স্থানে অথবা ভূমিতে এক গুপ্ত স্থান নির্ম্মাণ করে। সেই স্থানে সকলের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, ভগ্নী, মাতা ও পুত্রবধূ প্রভৃতিকে একত্র কবিয়া সকলে মিলিয়া ও একত্র হইয়া মাংস ভোজন ও মদ্যপান করে এবং একটি স্ত্রীকে বিবস্ত্র করিয়া সকল পুরুষে উহার গুপ্তেন্দ্রিয়ের পূজা করে ও তাহার নাম দুর্গা দেবী রাখে। সকল স্ত্রীলোক এক পুরুষকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার গুপ্তেন্দ্রিয়ের পূজা করে। যখন উপর্য্যুপরি মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়ে তখন সকল স্ত্রীলোকের বক্ষঃস্থলের বস্ত্র অর্থাৎ কাঁচুলি একত্র করিয়া একটি বড় গামলায় রাখিয়া এক এক পুরুষ উহাতে হস্ত দিয়া যাহার বস্ত্র প্রাপ্ত হইবে, মাতাই হউক, ভগ্নীই হউক, কন্যাই হউক অথবা পুত্রবধূই হউক, সেই সময়ে সে তাহার স্ত্রী হইয়া যাইবে। তাহারা পরস্পর কুকর্ম্ম করে এবং উন্মত্ততা অধিক হইলে জুতা প্রহারাদি করিয়া কলহও করে। প্রাতঃকালে একটু অন্ধকার থাকিতে থাকিতে গৃহে চলিয়া যায় এবং তখন যে যাহার মাতা, কন্যা, ভগ্নী অথবা পুত্রবধূ সে তাহাই হয়। বীজমার্গী স্ত্রীপুরুষেরা সমাগমের পর জলে বীর্য্য নিক্ষেপ করিয়া পান করে। এই সব পামর এই সকল কর্ম্মকে মুক্তির সাধন মনে করে এবং বিদ্যা, বিচার এবং সাধুতা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—শৈবমতাবলম্বীরা ভাল কি না?

উত্তর—কেমন করিয়া ভাল হইবে? "যেমন প্রেতনাথ তেমনই ভূতনাথ"। বামমার্গী মন্ত্রোপদেশ দ্বারা যেরূপ ধন হরণ করে শৈবগণও তাহাতে "ওঁ নমঃ শিবায়" ইত্যাদি পঞ্চাক্ষরাদি মন্ত্রের উপদেশ দেয়, রুদ্রাক্ষ ও ভস্ম ধারণ করে, মৃত্তিকার এবং পাষাণাদির লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে এবং মুখের দ্বারা হর হর বম্ বম্ ও ছাগের তুল্য বড় বড় শব্দ করে। ইহার কারণ ইহারা বলে যে তালিবাদ্যে এবং বম্ বম্ শব্দ করিলে পার্ব্বতী প্রসন্ন হন ও মহাদেব অপ্রসন্ন হয়েন; কারণ যখন মহাদেব ভস্মাসুরের সম্মুখে পলায়ন করেন তখন বম্ বম্ শব্দ ও উপহাসজনক তালিবাদ্য হইয়াছিল। গাল-বাদ্য করিলে পার্ব্বতী অপ্রসন্ন এবং মহাদেব প্রসন্ন হন; কারণ পার্ব্বতীর পিতা দক্ষ প্রজাপতির শিরশ্ছেদ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া দেহের উপর ছাগের মস্তক সংলগ্ন করা হইয়াছিল, গালবাদ্য উহারই অনুকরণ মাত্র মনে করা হয়। ইহারা শিবরাত্রির প্রদোষের ব্রত করে। এই সকল হইতে মুক্তি কামনা করে। সুতরাং বামমার্গী যেরূপ ভ্রান্ত শৈবও তদ্রূপ। ইহাদিগের মধ্যে বিশেষতঃ কাণকাটা নাথ, গিরী, পুরী, বন, অরণ্য, পর্ব্বত ও সাগর এবং গৃহস্থ ও শৈব হইয়া থাকে। কেহ কেহ "দুই অশ্বে আরোহণ করে" অর্থাৎ বামমার্গীয় এবং শৈব উভয় মতই মানিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবও থাকে। তাহার বিষয়ে প্রমাণ:—

অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভামধ্যে চ বৈষ্ণবাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে॥

ইহা তন্ত্রের শ্লোক। ভিতর শাক্ত অর্থাৎ বামমার্গী, বাহিরে শৈব অর্থাৎ রুদ্রাক্ষ ও ভস্ম ধারণ করে এবং সভায় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয় ও বলে যে "আমরা বিষ্ণুর উপাসনা করি"। এইরূপে বামমার্গীরা নানা রূপ ধারণকরতঃ পৃথিবীতে বিচরণ করে।

প্রশ্ন—বৈষ্ণব তবে ভাল?

উত্তর—ধূলি কি ভাল? উহারাও যেরূপ ইহারাও তদ্রূপ। বৈষ্ণবদিগের লীলা দেখ। আপনাদিগকে বিষ্ণুর দাস মনে করে। উহাদিগের মধ্যে যে শ্রীবৈষ্ণব হয় অর্থাৎ চক্রাঙ্কিত হয় সে আপনাকে সর্ব্বোপরি মনে করে। এ সকল কিছুই নয়।

প্রশ্ন—কি বলিলেন? এ সকল কিছুই নয়? সকলই আছে দেখুন। ললাটে নারায়ণের চরণারবিন্দ সদৃশ তিলক এবং মধ্যে হরিদ্রাবর্ণ রেখাকে শ্রী বলা যায়। এই জন্য আমরা শ্রীবৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, নারায়ণ ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও বিশ্বাস করি না এবং মহাদেবের লিঙ্গ দর্শনও করি না। কারণ আমাদিগের ললাটে যে শ্রী বিরাজমান আছেন তিনি লজ্জিত হন। বৈষ্ণবেরা "আলমন্দারাদি" স্তোত্র পাঠ করে, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক নারায়ণের পূজা করে, মাংস ভোজন করে না এবং মদ্য পান করে না। তবে ইহারা ভাল নহে কেন?

উত্তর—তোমাদের এই তিলককে হরিপদাকৃতি বলা এবং উক্ত পীত রেখাকে শ্রী মনে করা ব্যর্থ। কারণ উহা হাতের কারুগিরী। হস্তীর ললাটে যেরূপ চিত্র ও বিচিত্র রেখা অঙ্কিত করে তোমায়

ললাটেও সেইরূপ চিত্র মাত্র। বিষ্ণুপদের চিহ্ন তোমার ললাটে কোথা হইতে আসিল? কেহ কি বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুর পদচিহ্ন ললাটে ধারণ করিয়া আসিয়াছে?

বিবেকী—শ্রী জড় বা চেতন?

বৈষ্ণব—চেতন।

বিবেকী—তাহা হইলে রেখা জড় হওয়াতে তাহা শ্রী নহে। আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে শ্রী নির্ম্মিত কি না? যদি নির্ম্মিত না হয় তবে উহা শ্রী নহে, কারণ তুমি প্রতিদিন হস্তদ্বারা উহাকে নির্ম্মাণ করিতেছ, সুতরাং শ্রী হইতে পারে না। যদি তোমাদিগের ললাটে উহা শ্রী হইত তাহা হইলে অনেক বৈষ্ণবের মুখ কেন বিশ্রী অর্থাৎ শোভা রহিত পরিদৃষ্ট হয়? ললাটে যখন শ্রী তখন গৃহে গৃহে কেন ভিক্ষা করিয়া এবং সদা হস্তগ্রহণ করিয়া উদরপূর্ত্তি করিয়া ভ্রমণ কর? কপালে শ্রী এবং কার্য্য মহাদরিদ্রের, উহা মহা উন্মত্তের এবং নির্লজ্জদিগের পক্ষেই লাগিতে পারে।

ইহাদিগের মধ্যে "পরিকাল" নামে এক বৈষ্ণব ছিল। সে চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি, নরহত্যা, ছল ও কপটতা এবং পরধন অপহরণ করতঃ বৈষ্ণবদিগের নিকট অর্পণ করিয়া প্রসন্ন হইত। একদিন পরিকাল তাহার চৌর্য্যোপযোগী অথবা লুণ্ঠনের উপযুক্ত কোন পদার্থ না প্রাপ্ত হওয়াতে ব্যাকুল হইয়া ফিরিতে লাগিল। নারায়ণ ভাবিলেন যে "আমার ভক্ত দুঃখ পাইতেছে। তখন শেঠজী মহোদয়ের রূপ ধারণকরতঃ অঙ্গুরীয়াদি অলঙ্কার পরিধান করিয়া রথে চরিয়া তিনি পরিকালের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। পরিকাল রথের নিকট গেল এবং শেঠকে বলিল যে সমস্ত অলঙ্কার শীঘ্র খুলিয়া দাও, নচেৎ বিনাশ করিব। ক্রমশঃ খুলিতে খুলিতে অঙ্গুরীয় খুলিতে বিলম্ব হওয়াতে পরিকাল নারায়ণের অঙ্গুলি কাটিয়া উহা গ্রহণ করিল। নারায়ণ অতিশয় প্রসন্ন হইয়া চতুর্ভুজ শরীর ধারণ করতঃ দর্শন দিলেন এবং কহিলেন যে "তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়ভক্ত কারণ তুমি সকল মারিয়া ধরিয়া ধন লুণ্ঠন করতঃ ও চুরি করিয়া বৈষ্ণবদিগের সেবা করিয়া থাক; সুতরাং তুমি ধন্য।" পরে বৈষ্ণবদিগের নিকট গিয়া অলঙ্কার ধরিয়া দিল। এক সময়ে কোন বণিক পরিকালকে পরিচারক নিযুক্ত করিয়া জাহাজে তুলিয়া দেশান্তরে লইয়া গিয়াছিল। সেই স্থান হইতে জাহাজে সুপারি পূর্ণ করিয়া লইল। পরিকাল একটী সুপারি লইয়া অর্দ্ধ বিভক্ত করিয়া বণিককে কহিল যে আমার এই অর্দ্ধ সুপারি জাহাজে রাখ এবং লিখিয়া দাও যে জাহাজে পরিকালের অর্দ্ধ সুপারি আছে। বণিক বলিল যে তোমার যদি ইচ্ছা হয় সহস্র সুপারি লও। পরিকাল বলিল যে আমি এরূপ অধর্ম্মী নহি যে আমি মিথ্যা করিয়া কিছু লইব। আমার অর্দ্ধ আবশ্যক। হতভাগ্য বণিক ভাল মানুষ এবং স্থূলবুদ্ধি ছিল। সে লিখিয়া দিল। পরে যখন দেশের বন্দরে জাহাজ উপস্থিত হইল এবং সুপারি নামাইবার জন্য প্রস্তুত হইল তখন পরিকাল বলিল যে আমাকে অর্দ্ধেক সুপারি দাও। বণিক তখন তাহার সেই অর্দ্ধখণ্ড সুপারি দিতে আসিল। তখন পরিকাল বিবাদ করিতে লাগিল এবং বলিল যে জাহাজের সমস্ত সুপারির অর্দ্ধেক আমার এবং আমি অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া লইব। রাজপুরুষদিগের নিকট বিবাদ উপস্থাপিত হইল। পরিকাল বণিকের লিখিত পত্র প্রদর্শন করিল এবং কহিল যে এই বণিক অর্দ্ধেক সুপারি দিবার কথা লিখিয়াছে। বণিক অনেক কহিল কিন্তু উহারা শুনিল না। পরিকাল অর্দ্ধেক সুপারি

লইয়া বৈষ্ণবদিগকে অর্পণ করিল। তাহাতে উহারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। আজ পর্য্যন্ত সেই দস্যু এবং চোর পরিকালের মূর্ত্তি মন্দিরে রক্ষিত হয়। এই মথা ভক্তমালে লিখিত আছে। বুদ্ধিমান্ লোক ইহা দেখিয়া বুঝিবেন যে বৈষ্ণবগণ উহাদিগের সেবক এবং নারায়ণ এই তিনই চোরমণ্ডলী ব্যতীত আর কিছু কি না? যদিও মতমতান্তরে কিছু কিছু অল্প স্বল্প ভাল কথা আছে তথাপি উহারা এই মতে থাকাতে কোনক্রমেই ভাল হইতে পারে না। দেখ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিন্দু বিন্দু নানাপ্রকার তিলক এবং কণ্ঠী ধারণ করে। রামানন্দী পার্শ্বে গোপীচন্দন ও মধ্যে রক্তবর্ণ, নীমাবত দুইটী সূক্ষ্ম রেখার মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু, মাধব কৃষ্ণবর্ণ রেখা, গৌড়দেশীয় বাঙ্গালী "কাটারির" তুল্য রেখা এবং রামপ্রসাদী লোক দুই শুভ্রবর্ণ গোল টীকা দেয়। ইহাদিগের ব্যাখ্যাও ও ভিন্ন ভিন্ন। রামানন্দী নারাণের হৃদয়ে রক্তবর্ণ রেখাকে লক্ষ্মী চিহ্ন মনে করে এবং গোসাইগণ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের হৃদয়ে রাধা বিরাজমান রহিয়াছে ইত্যাদি বলিয়া থাকে।

ভক্তমাল গ্রন্থে এক কথা লিখিত আছে। কোন এক মনুষ্য এক বৃক্ষের নিম্নে শয়ন করিয়া মারা যায়। কাকে পুরীষ ত্যাগ করাতে উহার ললাটে তিলকাকার হইয়া গিয়াছিল। যমদূত উহাকে লইতে আসিল, তখন বিষ্ণুদূতও উপস্থিত হইল। উভয়ে বিবাদ করিতে লাগিল। যমদূত বলিল যে আমার প্রভুর আজ্ঞা—ইহাকে যমলোকে লইয়া যাইতে হইবে। বিষ্ণুদূত বলিল যে আমারও প্রভুর আজ্ঞা—ইহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে হইবে; দেখ ইহার ললাটে বৈষ্ণবোপযোগী তিলক রহিয়াছে তুমি ইহাকে কিরূপে লইয়া যাইবে? তখন যমদূত নিস্তব্ধভাবে চলিয়া গেল। বিষ্ণুদূত অনায়াসে উহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল এবং নারায়ণ উহাবে বৈকুণ্ঠ রাখিলেন। দেখ যখন অকস্মাৎ তিলক-রচিত হইবার এতাদৃশ মাহাত্ম্য তখন প্রীতিপূর্ব্বক স্বীয় হস্তদ্বারা তিলক রচনা করিলে যে নরক খণ্ডন হইয়া বৈকুণ্ঠে যাওয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি জিজ্ঞাসা করি যে যদি ক্ষুদ্র তিলক রচনা করিলে বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়, তখন সমস্ত মুখে লেপন করিলে অথবা সমস্ত মুখ কৃষ্ণবর্ণ করিলে কিম্বা শরীরের উপর লেপ প্রদান করিলে লোকে সরল ভাবে বৈকুণ্ঠেরও উর্দ্ধস্থানে যাইতে পারে কি না? এই জন্য এই সকল কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইহাদিগের মধ্যে অনেক ভস্মধারী কৌপান ধারণ করিয়া ধুনি জ্বালাইয়া অগ্নিতে তাপ গ্রহণ করে, জটা বৃদ্ধি করে, সিদ্ধ পুরুষের বেশ ধারণ করে, বকের তুল্য ধ্যানাবস্থিত থাকে, গাঁজা, সিদ্ধি, ও চরসের নেশা করে, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রাখে, সকলের নিকট অল্প অল্প অন্ন, ময়দা, কপর্দ্দক ও পয়সা ভিক্ষা করে এবং গৃহস্থের বালকদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া শিষ্য করিয়া লয়। শ্রমজীবী লোক উহাদিগের মধ্যে অনেক থাকে। কেহ বিদ্যাপাঠ করিতে চাহিলে তাহাকে পাঠ করিতে দেয় না এবং বলে যে:—

পঠিতব্যং তদপি মর্ত্তব্যং দন্তকটাকটেতি কিং কর্ত্তব্যম্॥

সাধুলোকের বিদ্যাপাঠের প্রয়োজন কি? বিদ্যা-পাঠকর্ত্তাও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; তবে বৃথা দন্ত

কটাকট্ (শব্দ) কেন? চারিগৃহ ঘুরিয়া আসা, সাধুদিগের সেবা করা এবং শ্রীরামচন্দ্রের ভজন করাই সাধুদিগের কার্য্য।"

যদি কেহ মূর্খতার এবং অবিদ্যার মূর্ত্তি না দেখিয়া থাকে তাহা হইলে সে ভস্মধারীকে দর্শন করিয়া লইবে। যে কেহ উহাদিগের নিকট আসিবে সে তাহার মাতা বা পিতার সমান হউক্ না কেন, ভস্মধারী তাহাকে বৎস অথবা বৎসা বলিয়া সম্বোধন করে। ভস্মধারী যেমন তদ্রূপ রুখড়,সুখড়,গোদড়ীয়, জনতাপ্রিয়, সুতরেসাই, অকালী, ছিন্নকর্ণ, যোগী এবং অঘোর আদি সকলেই একরূপ। এক ভস্মধারীর শিষ্য "শ্রীগণেশায় নমঃ" এইরূপ শব্দ করিতে করিতে কূপের জল লইতে গিয়াছিল। সেই স্থানে এক পণ্ডিত বসিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে "স্ত্রীগনেসাজনমেং" এইরূপ শব্দ করিতে শুনিয়া বলিলেন "অহে সাধু! অশুদ্ধ শব্দ উচ্চারণ করিতেছ! শ্রীগণেশায় নমঃ" এইরূপ বল।" সে শীঘ্র ঘটী পূর্ণ করিয়া গুরুর নিকটে যাইয়া কহিল যে এক ব্রাহ্মণ আমার কথা অশুদ্ধ বলিয়া দিল। ভস্মধারী তাহা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কূপের নিকট গেল এবং পণ্ডিতকে কহিল "তুমি আমার শিষ্যকে প্রতারিত করিতেছিলে? তুমি গুরুর পুত্র কি পাঠ করিয়াছ? তুমি একপ্রকার মাত্র পাঠ জান, দেখ আমি তিন প্রকার পাঠ জানি; যেমন "স্ত্রীগণেসাজন্নমেং," "স্ত্রীগণে সা যন্নমেং" আর শ্রীগণেশায় নমেং"।

পণ্ডিত—"শুন সাধু মহাশয়! বিদ্যার বিষয় অতি কঠিন, না পাঠ করিলে তাহা আসে না।"

ভস্মধারী—চল চল, সকল বিদ্বান্‌কে আমি হস্তে মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধির ঘটীতে ফেলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি। "সাধুর বাড়ী খুব মহৎ"; তুমি অসার কি জানিবে?

পণ্ডিত—দেখ, যদি তুমি বিদ্যাপাঠ করিতে তাহা হইলে এরূপ অপশব্দ কেন প্রয়োগ করিবে? নতুবা তোমার সকল প্রকার জ্ঞানই হইত।

ভস্মধারী—তুমি আমার গুরু হইতে চাও কি? আমি তোমার উপদেশ শুনিব না।

পণ্ডিত—শুনিবে কোথা হইতে? বুদ্ধিও নাই। উপদেশ শুনিবার এবং বুঝিবার যোগ্য বিদ্যা আবশ্যক।

ভস্মধারী—যে সকল লোক শাস্ত্র পাঠ করিয়াছে অথচ সাধুকে মানে না তাহারা কিছুই পাঠ করে নাই এইরূপ জানিতে হইবে।

পণ্ডিত—হাঁ আমিও সাধুদিগের সেবা করি পরন্তু তোমার মত ধূর্ত্তের সেবা করি না। কারণ সজ্জন, ধার্ম্মিক ও পরোপকারী পুরুষকেই সাধু বলা যায়।

ভস্মধারী—দেখ, আমি দিবারাত্র বিবস্ত্র থাকি, অগ্নিতে তাপ গ্রহণ করি, গাঁজা ও চরস শত শত বার ব্যবহার করি, তিন তিন ঘটী সিদ্ধি পান করি, গাঁজা, সিদ্ধি ও ধুতুরা পাতার শাক ভাজা খাইয়া থাকি, সেঁকো বিষ এবং অহিফেন অনায়াসেই গলাধঃকরণ করি, নেশায় বিহ্বল হইয়া দিবারাত্র নিস্পন্দ থাকি, সংসারের কিছুই বুঝি না, ভিক্ষা করিয়া রুটি প্রস্তুত করি এবং সমস্ত রাত্রি এরূপ

কাসি উঠে যে আমার নিকট যদি কেহ শয়ন করে তাহারও কখনও নিদ্রা হয় না ইত্যাদি সিদ্ধির এবং সাধুত্বের লক্ষণ আমাতে রহিয়াছে তথাপি কেন তুমি আমায় নিন্দা করিতেছ? তুমি ধূর্ত্ত, আমাকে যদি উত্যক্ত কর তবে আমি তোমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিব।

পণ্ডিত—অসাধুর, মূর্খের এবং অসারদের এই সকল লক্ষণ; সাধুদের নহে। শুন "সাধ্নোতি পরাণি ধর্ম্মকার্য্যানি স সাধুঃ" যিনি ধর্ম্মযুক্ত উত্তম কার্য্য করেন সর্ব্বদা পরোপকারে প্রবৃত্ত থাকেন, যাহাতে কোন দুষ্ট গুণ না থাকে এবং যিনি বিদ্বান্ হইয়া সত্যোপদেশ দ্বারা সকলের উপকার করেন তাঁহাকেই সাধু বলা যায়।

ভস্মধারী—যাও, তুমি সাধুর কার্য্য কি জানিবে? "সাধুর গৃহ অতি মহৎ"; কোন সাধুকে প্রতিরোধ করিও না; অন্যথা দেখ এক চিমটার আঘাত করিব আর মস্তক দ্বিধা হইয়া পড়িবে।

পণ্ডিত—আচ্ছা, ভস্মধারিন্! নিজের স্থানে যাও, আমার উপর অধিক ক্রুদ্ধ হইও না। রাজ শাসন কিরূপ জানত? কাহাকেও যদি প্রহার কর তাহা হইলে এক্ষণেই ধরা পড়িবে, কারাবাস ভোগ করিবে, বেত্রাঘাত খাইবে। অথবা তোমাকেই যদি কেহ মারিয়া বসে তাহা হইলেই বা তুমি কি করিবে? এসকল সাধুর লক্ষণ নহে।

ভস্মধারী—চল হে শিষ্য? কোন্ রাক্ষসের মুখ আজ দেখাইয়াছ।

পণ্ডিত—তুমি কখন কোন মহাত্মার সঙ্গ কর নাই। তাহা হইলে এরূপ জড় ও মূর্খ থাকিতে না।

ভস্মধারী—যখন আমি নিজেই মহাত্মা, তখন আমার অন্যের আবশ্যক নাই।

পণ্ডিত—যাহার ভাগ্য নষ্ট হয় তাহার বুদ্ধি এবং অভিমান তোমার মতই হইয়া থাকে। ভস্মধারী আপনার আসনে চলিয়া গেল এবং পণ্ডিতও গৃহে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যাকালের আরতির পর উক্ত ভস্মধারীকে বৃদ্ধ মনে করিয়া অনেক ভস্মধারী "ডণ্ডোৎ ডণ্ডোৎ" বলিতে বলিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতকরতঃ উপবেশন করিল। তখন উক্ত ভস্মধারী বলিল "অরে রামদাস! তুই কি পড়িয়াছিস্?

রামদাস—ভগবন্! আমি বেষ্ণু সহচর নাম" পড়িয়াছি।

ভস্মধারী—অহে গোবিন্দদাস! তুমি কি পড়িয়াছ?

গোবিন্দদাস—আমি অমুক ভস্মধারীর নিকট "রামসতবরাজ" পড়িয়াছি।

তখন রামদাস জিজ্ঞাসা করিল "ভগবন্ আপনি কি পড়িয়াছেন?"

ভস্মধারী—আমি গীতা পাঠ করিয়াছি।

রামদাস—কাহার নিকট?

ভস্মধারী—চল্ চল্ ছেলে মানুষ! আমি কাহাকেও গুরু করি না। দেখ আমি "পরাগরাজে" থাকিতাম। আমার অক্ষর বোধ ছিল না। যখন কোন লম্বিত-বস্ত্র-পরিহিত পণ্ডিতকে দেখিতাম তখন ক্ষুদ্র গীতার পুঁথি লইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম যে এই সকল রেখা বিশিষ্ট অক্ষ-

রুর নাম কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ১৮ অধ্যায় গীতা অনায়াসেই মর্দ্দন করিয়া শেষ করিলাম অথচ এক জনকেও গুরু করিলাম না। আচ্ছা এতাদৃশ বিদ্যার শত্রুদিগের স্কন্ধে অবিদ্যা আসিয়া চাপিবে না তো কোথায় যায়?

এই সকল লোক নেশা, প্রমাদ, বিবাদ, ভোজন, শয়ন, কাঁশীবাদ্য, ঘণ্টাবাদ্য ও শঙ্খবাদ্য, অগ্নি অনবরত প্রজ্জ্বলিত রাখা, স্নান, প্রক্ষালন এবং চারিদিকে বৃথা পর্য্যটন ব্যতিরেকে অন্য কিছু সৎকার্য্য করে না। কেহ ইচ্ছা করিলে হয়ত প্রস্তরকেও দ্রবীভূত করিতে পারে কিন্তু এই সকল ভস্মধারীদিগের আত্মার বোধ উৎপাদন করা তদপেক্ষাও কঠিন। কারণ প্রায়ই শূদ্রবর্ণ, শ্রমজীবী, কৃষক এবং কাহার (জাতিবিশেষ) প্রভৃতি আপনাদিগের কার্য্য ত্যাগ করিয়া কেবল ভস্মলেপ করতঃ বৈরাগী অথবা ভস্মধারী হইয়া থাকে। সুতরাং উহাদিগের বিদ্যা অথবা সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য জানা আবশ্যক হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে নাথদিগের মন্ত্র "নমঃ শিবায়"। ভস্মধারীদিগের "নৃসিংহায় নমঃ"। রামাবতারদিগের "শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ" অথবা "সীতারামাভ্যাং নমঃ"। কৃষ্ণোপাসকদিগের "শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ," "নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এবং বাঙ্গালীদিগের মন্ত্র "গোবিন্দায় নমঃ"। এই সকল মন্ত্র কর্ণে প্রদান মাত্রেই শিষ্য করিয়া লয় এবং এইরূপ শিক্ষা প্রদান করে, যথা, "বৎস! "তুম্বার" মন্ত্র পাঠ কর":—

জল পবিতর স্থল পবিতর ঔর পবিতর কুআ।
শিব কহে সুন্ পার্ব্বতী তুম্বা পবিতর হুয়া॥
অর্থাৎ "জল্ পবিত্র স্থল্ পবিত্র আর পবিত্র কূপ্।
শিব কহেন শুন গৌরি! "তুম্বা" পবিত্র খুব॥"

আচ্ছা সাধু অথবা বিদ্বান্ হইলে কিম্বা জগতের উপকারার্থে, কখন কি এরূপ কর্ম্মের ইচ্ছা হইতে পারে? ভস্মধারী লোক দিবারাত্র কাষ্ঠ ও বন্য শুষ্ক গোময় প্রজ্জ্বলিত করে এবং এক মাসে অনেক টাকা মূল্যের কাষ্ঠ ভস্মীভূত করে। যদি এক মাসের কাষ্ঠের উপযুক্ত মূল্যদ্বারা কম্বলাদি বস্ত্র ক্রয় করে, তাহা হইলে ব্যয়িতের শতাংশ ধনের দ্বারাও আনন্দে থাকিতে পারে। পরন্তু উহাদিগের এতদূর বুদ্ধি কোথা হইতে আসিবে? উক্তবিধ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে তাপ গ্রহণ করে বলিয়া আপনাদিগের নাম তপস্বী রাখিয়াছে। এই প্রকার করিলে যদি তপস্বী হওয়া যায় তবে বন্য মনুষ্য ইহাদিগের অপেক্ষাও অধিক তপস্বী হইয়া পড়ে। জটাবৃদ্ধি করিলে, ভস্ম মাখিলে অথবা তিলক ধারণ করিলে যদি তপস্বী হওয়া যায় তবে সকলেই উহা করিতে পারে। ইহারা বাহিরে অতিশয় ত্যাগী দেখায় এবং ভিতরে মহা যোগারী হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—কবীরপন্থী তো উত্তম?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—কেন উত্তম নহে? উহারা পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজার খণ্ডন করে। কবীর পুষ্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং অন্তেও পুষ্প হইয়া গিয়াছিলেন। যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের জন্ম হয় নাই

তখনও কবীর সিদ্ধ ছিলেন। এমন কি যে কথা বেদ ও পুরাণেও বিদিত হওয়া যায় না, কবীর তাহা জানিতেন। সত্যমার্গ কেবল কবীরই প্রদর্শন করিয়াছেন। উহাদিগের মন্ত্র "সত্য নাম কবীর" ইত্যাদি।

উত্তর—পাষাণাদি ত্যাগ করিয়া খাট, গদী, তাকিয়া, খড়ম, এবং জ্যোতিঃ অর্থাৎ দীপাদির পূজা করা পাষাণ মূর্ত্তি-পূজা অপেক্ষা ন্যূন নহে। কবীর কি কীট ছিলেন অথবা পাঁপড়ি ছিলেন যে তিনি পুষ্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং অন্তেও পুষ্প হইয়া গিয়াছেন? এ বিষয়ে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত শুনা যায়। উহাই সত্য হইতে পারে। কাশীতে এক জুলা থাকিত, তাহার সন্তানাদি ছিল না। এক দিন অল্পরাত্রি হইলে কোন এক গলির ভিতর যাইতে যাইতে দেখিল যে পথের ধারে একটি ঝুড়িতে সেই রাত্রির জাত একটি পুষ্পাবৃত শিশু রহিয়াছে। সে উহাকে লইয়া গিয়া আপনার স্ত্রীকে অর্পণ করিল এবং সে উহাকে পালন করিল। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে সেও জুলার কার্য্য করিতে লাগিল। পরে সংস্কৃত পাঠের জন্য কোন পণ্ডিতের নিকট গেলে তিনি উহাকে অপমান করিয়া বলিলেন যে আমরা জুলাকে পাঠ দিই না। এইরূপে কতিপয় পণ্ডিতের নিকট গেলে কেহই তাহাকে অধ্যাপন করিল না! তখন নিরর্থক হিন্দী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া জুলদি নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে বুঝাইতে লাগিল। সে তানপুরা লইয়া গান করিত, কীর্ত্তন রচনা করিত এবং বিশেষতঃ পণ্ডিতদের শাস্ত্রের এবং বেদের নিন্দা করিত। কতকগুলি মূর্খ উহার জালে পতিত হইল। মৃত্যুর পর লোকে তাহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিল। তাহার জীবদ্দশায় যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছিল, শিষ্যেরা তাহা পাঠ করিতে লাগিল। কর্ণ বন্ধ করিয়া যে শব্দ শ্রুত হয়, তাহাকে অনাহত শব্দ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল। ইহারা মনের বৃত্তিকে "সুরতি" বলিয়া থাকে। উক্ত শব্দ শুনিবার বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াকে সাধু ও পরমেশ্বরের ধ্যান কহে। উহাদিগের মতে কালের প্রভাব নাই। ইহারা ত্রিশূলের ন্যায় তিলক এবং চন্দনাদি কাষ্ঠের কণ্ঠী ধারণ করে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ যে ইহাতে আত্মার উন্নতি এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? ইহা কেবল বালকদিগের ক্রীড়ার তুল্য এক প্রকার লীলা।

প্রশ্ন—পাঞ্জাব দেশে নানক এক পন্থা প্রচলিত করিয়াছেন। তিনিও মূর্ত্তি-পূজার খণ্ডন করেন, লোকদিগকে মুসলমান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, নিজে সাধু হন নাই এবং গৃহস্থই ছিলেন। দেখুন তিনি যে মন্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় যে তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল।

ওঁ সত্যনাম কর্ত্তা পুরুষ নির্ভৌ নির্বৈর অকালমূর্ত্ত, অজোনি, সহভংগুরু প্রসাদ জপ আদি সচ যুগাদি সচ্ হৈ ভী সচ নানক হোসী ভী সচ ॥

(জপজী পৌড়ী ১ ॥)

ওঁ যাঁহার সত্যনাম, সেই কর্ত্তা পুরুষ। তিনি নির্ভয় এবং নির্বৈর, তিনি অকালমূর্ত্তি অর্থাৎ কালে এবং যোনিতে তিনি উৎপন্ন হন না এবং সর্ব্বদা প্রকাশমান রহিয়াছেন। গুরুর কৃপাতে

তাঁহার জপ কর। সেই পরমাত্মা আদিতে সত্য ছিলেন। যুগের আদিতে সত্য ছিলেন, বর্ত্তমানে সত্য আছেন এবং ভবিষ্যতেও সত্য থাকিবেন।

উত্তর—মহাত্মা নানকের উদ্দেশ্য উত্তম ছিল। পরন্তু বিদ্যা কিছুই ছিল না। অবশ্য উক্ত দেশের গ্রাম্য ভাষা জানিতেন। বেদাদি শাস্ত্র এবং সংস্কৃত তিনি কিছুই জানিতেন না। যদি জানিতেন তাহা হইলে "নির্ভয়" শব্দকে কেন "নির্ভো" এইরূপে লিখিবেন? তদ্ব্যতীত ইহার অপর দৃষ্টান্ত—তাঁহার রচিত সংস্কৃত স্তোত্র আছে। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে সংস্কৃতেও আমি ক্ষমতা দেখাইব। পরন্তু সংস্কৃত অধ্যয়ন ব্যতিরেকে উহা কিরূপে হইতে পারিবেন? তবে উক্ত গ্রামবাসী-দিগের যাহারা কখন সংস্কৃত শুনে নাই তাহাদিগের নিকট সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করিয়া সংস্কৃতও পণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপনার মান, প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি ইচ্ছা ব্যতিরেকে এরূপ কখন করিতেন না। অবশ্যই তাঁহার স্বীয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ছিল নচেৎ যে ভাষা কহিতেন ও জানিতেন তাহাকেই অবলম্বন করিতেন ও বলিতেন "আমি সংস্কৃত কিছুই জানি না।" যখন কিছু অভিমান ছিল তখন মান ও প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু কিছু দম্ভও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার গ্রন্থের যে সে স্থলে বেদের নিন্দা এবং স্তুতিও আছে। কারণ সেরূপ না করিলে যদি কেহ বেদের অর্থ জিজ্ঞাসা করিত এবং ব্যাখ্যা করিতে না পারিতেন তাহা হইলে প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইত। এই জন্য প্রথমেই আপনার শিষ্যদিগের সমক্ষে কোন কোন স্থলে বেদের বিরুদ্ধে বলিয়াছিলেন এবং কোন কোন স্থলে প্রশংসাও করিয়াছিলেন। কারণ যদি কুত্রাপি উহার প্রশংসা না করিতেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহাকে নাস্তিক বলিত। যেমন:—

বেদ পঢ়ত ব্রহ্মা মরে চারোঁ বেদ কহানি।
সন্ত (সাধ) কি মহিমা বেদ না জানে ॥

সুখমনী পৌড়ী ৭। চোঃ ৮ ॥

নানক ব্রহ্মজ্ঞানী আপ পরমেশ্বর ॥

সুঃ পৌঃ ৮। চোঃ ৬ ॥

অর্থাৎ "বেদ পড়ে ব্রহ্মা মরে চারি বেদ গল্প
সাধুর মহিমা বেদ জানে না ॥
নানক ব্রহ্মজ্ঞানী স্বয়ং পরমেশ্বর ॥"

কি আশ্চর্য্য! বেদপাঠ কর্ত্তা মরিয়া গেল আর নানক আদি কি আপনাদিগকে অমর মনে করেন? ইনি কি মরেন নাই? বেদ সমস্ত বিদ্যার ভাণ্ডার। পরন্তু যে চারি বেদকে অলীক গল্প মনে করে, তাহার সকল কথাই মিথ্যা। মূর্খের নাম যখন সাধু, তখন সেই হতভাগ্য বেদের মহিমা কখনই জানিতে পারে না। নানক যদি বেদের সম্মান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্প্রদায়

চলিত না এবং তিনিও গুরু হইতে পারিতেন না। কারণ তিনি সংস্কৃত বিদ্যা নিজে পাঠ করেন নাই, অপরকে পাঠ করাইয়া কিরূপে শিষ্য করিবেন? ইহা সত্য যে, যে সময়ে নানক পঞ্জাবে ছিলেন তখন উক্ত প্রদেশ সর্ব্বথা সংস্কৃত বিদ্যা-রহিত এবং মুসলমানদিগের দ্বারা পীড়িত ছিল। তিনি সেই সময়ে কতক পরিমাণে লোকদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নানকের জীবদ্দশায় তাঁহার কোন সম্প্রদায় অথবা তাঁহার বেশী শিষ্য হয় নাই। কারণ অবিদ্বানের রীতি এইরূপ যে মৃত্যুর পর লোকে তাহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রচার করে এবং পশ্চাৎ অনেক মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া তাহার ঈশ্বরের তুল্য সম্মান বৃদ্ধি করে। নানক অতিশয় ধনাঢ্য অথবা জমিদারও ছিলেন না। পরন্তু তাঁহার শিষ্যেরা "নানকচন্দ্রোদয়" এবং "জন্মনামী" আদি গ্রন্থে তাঁহাকে মহাসিদ্ধ এবং অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ বর্ণিত আছে যে নানক ব্রহ্মাদির সহিত মিলিত হইলে অনেক কথোপকথন হইল এবং সকলে তাঁহার সম্মান করিলেন। নানকের বিবাহে অনেক অশ্ব, রথ, হস্তী, সুবর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা এবং পান্না আদি জড়িত নানাবিধ অমূল্য রত্নের আর ইয়ত্তা ছিল না। এ সমস্ত অলীক গল্প ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এ বিষয়ে শিষ্যদিগেরই দোষ, নানকের নহে। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র হইতে উদাসী এবং রামদাস প্রভৃতি হইতে নির্ম্মাল সম্প্রদায় প্রচলিত হয়। তাহাদিগের উত্তরাধিকারী সকল অনেক ভাষাতেই পুস্তক রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। গুরুগোবিন্দ ইহাদিগের দশম ছিলেন এবং তাঁহার পর আর কেহ উক্ত গ্রন্থ সকলের সহিত অন্য ভাষাপুস্তক মিলিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু তৎসময় পর্য্যন্ত যাবতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ছিল তাহা বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহারাও নানকের পরে অনেক ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। অনেক পুরাণের নানাপ্রকার মিথ্যা গল্পের তুল্য অনেক কিছু রচনা করিয়াছিলেন। পরন্তু সকলে নানককে ব্রহ্মজ্ঞানী স্বয়ং পরমেশ্বর মনে করিয়া এবং কর্ম্ম ও উপাসনা ত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়া উঠিল। ইহারা অনেক বিকৃত করিয়া দিয়াছে। অন্যথা নানক যেরূপ ঈশ্বরের প্রতি কিছু ভক্তির কথা লিখিয়াছিলেন, তাহারা যদি তদ্রূপ করিয়া লিখিত তাহা হইলে ভাল হইত। এখন উদাসী বলেন যে আমরা বড়, নির্ম্মাল বলে যে আমরা বড়। "অকালীত" এবং সুতরহসাই বলে যে আমরা সকলের শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের মধ্যে গোবিন্দসিংহ বড় শূরবীর ছিলেন। মুসলমানগণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগকে অনেক ক্লেশ দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি উহাদিগের উপর বৈর-নির্য্যাতনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার নিকট যুদ্ধ-সামগ্রী ছিল না, এদিকে মুসলমান-দিগের প্রবল বাদসাহী ছিল। তিনি এক পুরশ্চরণ করিয়া প্রচার করিয়া দিলেন যে দেবী আমাকে বর এবং খড়্গ দিয়া বলিয়াছেন যে তুমি মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ কর, তোমার জয় হইবে। অনেক লোক তাঁহার অনুচর হইল। বামমার্গীগণ যেরূপ "পঞ্চ-মকার" এবং চক্রাঙ্কিতগণ যেরূপ "পঞ্চ-সংস্কার" প্রচলিত করিয়াছিল, তদ্রূপ তিনিও "পঞ্চ ককার" প্রচলিত করেন। তাঁহার পঞ্চ-ককার যুদ্ধোপযোগী ছিল। প্রথম "কেশ"; উহা রাখিলে যুদ্ধের সময় যষ্টি এবং তরবারি হইতে কতক পরিমাণে রক্ষা হইতে পারে। দ্বিতীয় "কঙ্কাণ" (কঙ্কন); অকালীরা তাহা মস্তকের উষ্ণীষের উপর রাখে এবং "কড়া" (বালা); ইহা দ্বারা হস্ত ও মস্তক রক্ষা পায়। তৃতীয়

"কাচ্ছ" (কাছ); জানুর উপর এক প্রকার জাঙ্গিয়া পরিধান করে; উহা দৌড়িবার সময় এবং লাফাইবার সময় অতি সুবিধাজনক হয় এবং সেই জন্য মল্লযোদ্ধাগণ মল্লস্থানে ও নর্ত্তকগণও তাহা ধারণ করে; তাহা দ্বারা শরীরের মর্ম্মস্থান রক্ষিত হয় অথচ রোধও হয় না। চতুর্থ "কঙ্গা" (চিরণী); উহা দ্বারা কেশ সংস্কার হয়। পঞ্চম "কাচু" (অস্ত্রবিশেষ); শত্রুদিগের সহিত সাক্ষাৎ অথবা বাদবিতণ্ডা হইলে যুদ্ধের সময় উহা কাজে আসে। এই জন্য গোবিন্দ সিংহ আপনার বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সেই সময়ে এইরূপ রীতি প্রচলিত করিয়াছিলেন। এখন তাহা রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। যুদ্ধের প্রয়োজনার্থ যাহা যাহা কর্ত্তব্য তখন বিবেচিত হইয়াছিল এখন তাহা ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহারা মূর্ত্তিপূজা করেন না বটে কিন্তু গ্রন্থের পূজা বিশেষভাবে করিয়া থাকেন। ইহা কি মূর্ত্তিপূজা নহে? কোন জড় পদার্থের সম্মুখে মস্তক অবনত করা অথবা তাহার পূজা করা সমস্তই মূর্ত্তিপূজা। মূর্ত্তি-পূজকেরা যেরূপ আপনাদের দোকান জমাইয়া নিজেদের জীবিকা স্থির করিয়া রাখিয়াছে' তদ্রূপ ইহারাও করিয়াছেন। পূজকেরা যেরূপ মূর্ত্তি প্রদর্শন করে এবং ভেট (পূজা-সামগ্রী) গ্রহণ করে, তদ্রূপ নানকপন্থীরাও গ্রন্থের পূজা করে, অন্যকে উহাতে প্রবৃত্ত করে এবং ভেটও গ্রহণ করে। তবে মূর্ত্তি-পূজকগণ যতদূর বেদের সম্মান করে, সেইরূপ এই গ্রন্থ-পূজকেরা করে না। ইহা বলা যাইতে পারে যে ইহারা কখন বেদ শুনে নাই এবং দেখেও নাই; সুতরাং কি করিবে? যদি দর্শন অথবা শ্রবণ করিত তাহা হইলে যে সকল বুদ্ধিমান্ ভ্রান্ত এবং দুরাগ্রহী নহে তাহারা উক্ত সম্প্রদায়স্থ হইলেও বেদমতে আসিয়া পড়িত। পরন্তু ইহারা ভোজনের গোলযোগ অনেক পরিমাণে দূরীভূত করিয়াছে। উহা যেরূপ পরিহার করিয়াছে তদ্রূপ যদি ইহারা বিষয়াসক্তি ও দুরভিমান ত্যাগ করিয়া বেদ মতের উন্নতি করে, তাহা হইলে উত্তম হয়।

প্রশ্ন—দাদুপন্থীর মার্গ তো উত্তম?

উত্তর—যদি বেদ-মার্গ অনুসারে চলা যায় তাহা হইলে তাহাই উত্তম। অন্যথা সর্ব্বদা কষ্ট পাইতে হইবে। দাদুপন্থীদিগের মতে দাদুর জন্ম গুজরাটে হইয়াছিল এবং পরে তিনি জয়পুরের নিকট "অমেররে" থাকিতেন ও তৈল ব্যবসা করিতেন। ঈশ্বরের সৃষ্টির এতাদৃশ বিচিত্র লীলা যে দাদুও আপনার পূজা প্রচার করিয়া বসিল!! তখন বেদাদি শাস্ত্রের সমস্ত কথা ত্যাগ করিয়া কেবল "দাদুরাম দাদুরাম" করিলেই মুক্তি হইবে এইরূপ বিশ্বাস হইল!! যখন সত্যোপদেশক থাকে না তখন এইরূপ গোলযোগ উত্থিত হয়। অল্পদিন হইল "রামসনেহী" মত শাহপুরে প্রচলিত হয়। উক্ত মতাবলম্বী লোক সমস্ত বেদোক্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া "রাম রাম" শব্দ করা উৎকৃষ্ট মনে করে। পরন্তু যখন ক্ষুধা অনুভব হয়, তখন "রামনাম" হইতে রুটী অথবা শাকাদি নির্গত হয় না। কারণ পানীয় ও ভোজন কেবল গৃহস্থেরই গৃহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারাও মূর্ত্তিপূজাকে ঘৃণা করে কিন্তু নিজেরাই স্বয়ং মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা অধিক পরিমাণে স্ত্রীলোকের সঙ্গ করে, কারণ "রমণী" ব্যতিরেকে রামের আনন্দ হইতে পারে না। রামস্নেহ সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইল—

রামচরণ নামে এক সাধু ছিল। যেবার "শাহাপুরা" হইতে প্রধানতঃ তাহার মত চলিয়া

আসিয়াছে। ইনি "রাম" শব্দকেই পরম মন্ত্র এবং উক্ত মতের সিদ্ধান্ত-স্বরূপ স্বীকার করেন। তাঁহার এক গ্রন্থে যাহাতে সন্তদাস আদির কথা আছে, তাহতে এইরূপ তিখিত আছে :—

উহাদিগের বচন।

ভরম রোগ তব হি মিট্যা। রট্যা নিরঞ্জন রাই।
তব জমকা কাগজ ফট্যা। কট্যা করম তব জাই ॥১॥
সাখী ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ "ভ্রমরূপ রোগ তখনি মিটিল।
অকলঙ্ক রাজা তখনি রটিল ॥
যমের কাগজ অমনি ফাটিল (টুটিল)।
ছিন্ন হয়ে কর্ম্ম তখনি যাইল" ॥

এখন বুদ্ধিমান্ লোক বিচার করিবেন যে "রাম" কহিলেই অজ্ঞানরূপ ভ্রম অথবা যমের পাপ-শাসন কিম্বা কৃত-কর্ম্ম কখন খণ্ডিত হইতে পারে কিনা। ইহা কেবল মনুষ্যদিগকে পাপে প্রবৃত্ত করা এবং উহাদিগের মনুষ্য জন্ম নষ্ট করিয়া দেওয়া। "রামচরণ" ইহাদিগের প্রধান গুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার বচন :—

মহমা নাংব প্রতাপ কো। সুণৌ সরবণ চিত লাই।
রামচরণ রসনা রটৌ। ক্রম সকল ঝড় জাই ॥১॥
জিন জিন সুমর্য্যা নাংব কূং। সো সব উতর্যাপার ॥
রামচরণ জো বীসর্যা। সো হি জমকে দ্বার ॥২॥
রাম বিনা সব ঝুট বাতায়ো ॥
রাম ভজত ছুট্যা সব ক্রম্মা।
চন্দ অরু সূর দেই পর কম্মা ॥
রাম কহে তিন কূং ভৈ নাহিং।
তীন লোক মেং কীরতি গাহীং ॥
রাম রটত জম জোর ন লাগৈ ॥
রাম নাম লিখ পথর তরাই।
ভগতি হেতি ঔতার হী ধর হী ॥

ঊঁচ নীচ কুল ভেদ বিচারৈ।
সো জনম আপণো হারৈ ॥
সন্তা কৈ কুল দীসৈ নাং হী।
রাম রাম কহ রাম সামৃহাং হীং।
ঐসো কুণ জো কীরতি গা বৈ।
হরি হরি জন কো পার ন পাবৈ ॥
রাম সন্তাং কা অন্ত ন আবৈ।
আপ আপ কী বুদ্ধি সমগাবৈ ॥

অর্থাৎ

নাম মহিমা প্রতাপ, শ্রবণে ধরহ আপ,
চিত্ত করিয়া একাগ্র।
রামচরণ রসনা, সদা করহ রটনা
ক্লমি (কষ্ট) দূর হবে শীঘ্র ॥১॥
যে করে নাম স্মরণ, দুঃখ তার উত্তরণ
যায় সেই ভবপারে।
রামচরণ বিস্মরি, যমদ্বারে নাহি তরি
দুঃখ ঘেরিবে তাহারে ॥২॥
রাম বিনা মিথ্যা সব, ভজ রামে কর্ম্ম তব,
খণ্ডিবে সকলি তবে।
চন্দ্র সূর্য্য করে তাঁর, নিরঞ্জন অনিবার
অন্তরীক্ষে দেখ সবে ॥
রাম নামে ভয় যায়, তিনলোকে কীর্ত্তি গায়
নামে যমবল ডরে।
রাম নাম লিখি পাশে, তখনি প্রস্তর ভাসে
অবতার ভক্তি তাঁর ॥
উচ্চ নীচ বিচারিলে, কুল ভেদ প্রকাশিলে
জন্ম নাশ হয় তার।
সাধু কুল দেখি নাহি, "রাম রাম" সদা কহি
রাখ পূর্ণ এ সংসার ॥
কীর্ত্তি তাঁর কে গাইবে, কেবা তার অন্ত পাবে
হরিভক্তে নাহি পার।

রামের নাহিক অন্ত, তথা ভক্তিও অনন্ত
নিজ বুদ্ধি লোক গায় ॥

ইহার খণ্ডন।

প্রথমতঃ রামচরণ আদির গ্রন্থ দর্শনে বিদিত হওয়া যায় যে তিনি একজন গ্রামবাসী সরল স্বভাবের লোক ছিলেন এবং কিছুই পড়াশুনা করেন নাই। অন্যথা এরূপ নিরর্থক গল্প-কথা কেন লিখিবেন। ইহাদিগের ইহা কেবল ভ্রম মাত্র যে কেবল "রাম রাম" করিলে কর্ম্মের খণ্ডন হয়। ইহারা কেবল নিজের এবং অপরের জন্ম নষ্ট করিয়া থাকে। অতি প্রবল যমের ভয় দূরে থাকুক্ দিবারাত্রও রাম রাম করিলে রাজসিপাহী, চোর দস্যু, ব্যাঘ্র, সর্প, বৃশ্চিক এবং মশকের ভয়ও দূরীভূত হয় না। ফল কথা কিছুই হয় না। যেরূপ "শর্করা শর্করা" করিলে মুখ মিষ্ট হয় না তদ্রূপ সত্যভাষণাদি অনুষ্ঠান না করিলে কেবল রাম রাম করিলে কিছুই হইবে না। যদি রাম রাম করিলে একবারও ইহাদিগের রাম শ্রবণ না করে, তাহা হইলে আজন্ম উহা করিলেও রাম শ্রবণ করিবে না এবং যদি একবারে শ্রবণ করে তাহা হইলে দ্বিতীয়বার উহার কথা ব্যর্থ। এই সকল লোক নিজেদের উদর-পূর্ত্তির জন্য এবং অপরের জন্ম নষ্ট করিবার জন্য এই এক ভ্রমজাল বিস্তার করিয়াছে। আমরা শুনিয়া অতি আশ্চর্য্য দেখিয়া থাকি যে ইহারা "রামস্নেহী" নাম ধারণ করে এবং "রমণীস্নেহী"র কার্য্য করে!! যে স্থানেই দেখা যায় সেই স্থানেই বিধবা রমণীগণ উক্ত সাধুদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই সকল দুষ্কর্ম্ম প্রচলিত না হইলে আর্য্যাবর্ত্তের এতদূর দুর্দ্দশা কেন হইবে? ইহারা আপনাদিগের শিষ্যকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করায়, স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগকে দণ্ডবৎ করে এবং নির্জ্জন প্রদেশে সাধু ও স্ত্রীলোক-দিগের সমবায় হইয়া থাকে। ধাড়বার দেশের "খেড়াপা" গ্রাম হইতে ইহাদিগের দ্বিতীয় শাখা প্রচলিত হয়। উহার বৃত্তান্ত এই:—

রামদাস নামক চর্ম্মকার জাতীয় কোন লোক অতিশয় চতুর ছিল। তাহার দুই স্ত্রী ছিল। সে প্রথমতঃ অঘোরী হইয়া কুকুরের সহিত একত্রে ভোজন করিত। পরে বামমার্গী ও তাহার পর কুণ্ডাপন্থ হয়। অবশেষে "রাম দেবের কামড়িয়া"* হইয়া আপনার দুই স্ত্রীর সহিত গান বাদ্য-করিত। এইরূপে পর্য্যটন করিতে করিতে সৌথল গ্রামে† চর্ম্মকারদিগের এক গুরু "রামদাস" ছিল তাহার সহিত মিলিত হইল। সে তাহাকে "রাম দেবের" ধর্ম্মপথ বলিয়া দিল এবং তাহাকে শিষ্য করিয়া লইল। উক্ত রামদাস খেড়াপা গ্রামে অধিষ্ঠান করিল এবং সেই গ্রামের একদিকে তাহার মত চলিতে লাগিল। অন্যদিকে সাহপুরে রামচরণের মত। উহারও বৃত্তান্ত নিম্নলিখিতরূপ শুনা যায়:—

* রাজপুতনায় "চামার" জাতীয় লোক গেরুরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া "রামদেব" আদির গান করে। ইহাকে উহারা "শব্দ" বলে। উক্ত গীত চামারদিগকে এবং অন্যান্য জাতিকে শুনায়। ইহাদিগকে "কামড়িয়ে" বলা হয়।

† সৌথল যোধপুর রাজ্য মধ্যে এক বৃহৎ গ্রাম।

জয়পুরে এক বণিক ছিল। সে "দান্তড়া" গ্রামে এক সাধুর নিকট বেশ গ্রহণ করিল। তাহাকে গুরু করিল এবং সাহাপুরে আসিয়া 'আড্ডা' করিল। নির্ব্বুদ্ধি লোকদিগের মধ্যে পাষণ্ডদিগের মত শীঘ্র বদ্ধমূল হয়, সুতরাং তাহারাও প্রতিষ্ঠা হইল। এই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রামচরণের বচন প্রমাণে শিষ্য হইলে উচ্চ অথবা নীচ ভেদ থাকে না। ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজ পর্য্যন্ত শিষ্য হইয়া থাকে। ইহারা মৃত্তিকার পাত্রে ভোজন করে বলিয়া এখনও ইহাদিগকে "কুণ্ডাপথী" কহে। ইহারা সাধুদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, বেদ-ধর্ম্মসম্মত মাতা, পিতা এবং সাংসারিক ব্যবহার হইতে প্রলোভন দিয়া লোককে নিয়া যায় এবং শিষ্য করিয়া লয়। ইহারা রামনামক মহামন্ত্র স্বীকার করে এবং ইহাকে বেদের "ছুচ্ছম" ‡ ইহাও বলিয়া থাকে। রাম নামে অনন্ত জন্মের পাপ খণ্ডন হয় এবং তাহা বিনা কাহারও মুক্তি হয় না। শ্বাস এবং প্রশ্বাসের সহিত রাম নাম কহিতে যে কেহ তাহাকে সত্যগুরু বলে এবং সত্যগুরুকে পরমেশ্বরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে ও তাহার মূর্ত্তি ধ্যান করে। সাধুদিগের চরণ প্রক্ষালন করিয়া পান করে। শিষ্য যখন গুরুর নিকট হইতে দূরদেশে যায় তখন গুরুর নখ এবং শ্মশ্রু আপনার নিকট রাখিয়া দেয় ও তাহার চরণামৃত নিত্য পান করে। রামদাস এবং হররামদাসের বাক্যপূর্ণ পুস্তককে বেদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে। তাহারা পরিক্রমা (চারিদিকে ভ্রমণ) এবং অষ্টাঙ্গ দ্বারা দণ্ডবৎ প্রণাম করে এবং গুরুর নিকটে থাকিলে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে। স্ত্রী এবং পুরুষকে একইরূপ "রাম রাম" এই মন্ত্রোপদেশ করে। নাম স্মরণেই কল্যাণ হয় মনে করে কিন্তু পাঠ করিলে পাপ হয় ইহা বুঝিয়া থাকে। উহাদিগের সাখী :—

পঁড়তাই পানে পড়ী। ও পূরব লো পাপ।
রাম রাম সুমর্য়াং বিনা। রইগ্যো রীতো আপ।
বেদ পুরাণ পঢ়ে পঢ় গীতা।
রাম ভজন বিন রই গয়ে রীতা ॥

অর্থাৎ "পণ্ডিত হওয়া আর, পূর্ব্ব-জন্ম-পাপভার,
নহে কিছু জান এ সকল।
রাম নাম না স্মরিলে, রিক্ত হইবে সকলে,
রামই বুঝি সার কেবল।
বেদ বা পুরাণ পড়, গীতা অধ্যয়ন কর,
রাম ভজন বিনা বিফল ॥"

এরূপ পুস্তক সকল রচনা করিয়াছে। স্ত্রীর পতিসেবা করিলে পাপ এবং গুরু ও সাধুর সেবা

‡ ছুচ্ছম অর্থাৎ সূক্ষ্ম।

করিলে ধর্ম্ম হয় বলিয়া থাকে এবং বর্ণাশ্রম স্বীকার করে না। ব্রাহ্মণ রামস্নেহী না হইলে তাহাকে নীচ কিন্তু চণ্ডাল রামস্নেহী হইলে তাহাকে উত্তম মনে করা হয়। ইহারা ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করে না। রামচরণের উপরিলিখিত বচন :—

"ভগতি হেতি অবতার হী ধরহী।"

তদনুসারে ইহারা ভক্তি এবং সাধুদিগের হিতের জন্য অবতারও স্বীকার করে। এইরূপ ইহাদিগের যত ভ্রম আছে তৎসমস্তই আর্য্যাবর্ত্ত দেশের অহিতকারক। ইহা বুদ্ধিমানেরা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

প্রশ্ন—গোকুলের গোঁসাইদিগের মত অতি উত্তম। দেখুন তাহারা কিরূপ ঐশ্বর্য্য ভোগ করে। লীলা ব্যতিরেকে এরূপ ঐশ্বর্য্য কি হইতে পারে?

উত্তর—উক্ত সমস্ত ঐশ্বর্য্য গৃহস্থ লোকদের, গোঁসাইদের নহে।

প্রশ্ন—কি আশ্চর্য্য! গোঁসাইদের প্রতাপ হইতেই হয়! তাহা না হইলে অন্যের কেন সেরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ হয় না?

উত্তর—অপরে যদি তদ্রূপ প্রতারণা-জাল বিস্তার করে, তাহা হইলে পাইবার পক্ষে সন্দেহ কি? তাহাদের অপেক্ষা যে অধিক ধূর্ত্ততা করে, তাহার অধিক ঐশ্বর্য্যও হইতে পারে।

প্রশ্ন—বাহবা! ইহাতে ধূর্ত্ততা কি? সে সমস্ত গোলোকেরই লীলা।

উত্তর—তাহা গোলোকের লীলা নহে পরন্তু গোঁসাইদের লীলা। গোলোকের যদি এইরূপ লীলা হয়, তবে গোলোকও তদ্রূপ হইবে। এই মত তৈলঙ্গদেশ হইতে প্রচলিত হইয়াছে। লক্ষ্মণভট্ট নামক জনৈক তৈলঙ্গী-ব্রাহ্মণ বিবাহের পর কোন কারণবশতঃ মাতা, পিতা এবং স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে এবং মিথ্যা পরিচয় দিয়া বলে যে আমার বিবাহ হয় নাই। দৈবযোগে তাহার মাতা, পিতা এবং স্ত্রী শুনিল যে সে কাশীতে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে। তখন তাহারা কাশীতে উপস্থিত হইয়া, যে তাহাকে সন্ন্যাস দিয়াছিল তাহাকে বললি "তুমি ইহাকে কেন সন্ন্যাসী করিয়াছ? দেখ ইহার যুবতী স্ত্রী রহিয়াছে।" স্ত্রী বলিল "যদি আমার পতিকে আমার সহচর হইতে না দেন তবে আমাকেও সন্ন্যাস দিন। তখন সে তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল "তুমি মিথ্যাবাদী, সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রম কর, কারণ তুমি মিথ্যা বলিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ।" সে তাহাই করিল এবং সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া উহাদিগের সঙ্গে চলিল। দেখ! এই মতের মূলে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা। যখন সে তৈলঙ্গ দেশে গমন করিল তখন তাহার আত্মীয়গণ কেহ গ্রহণ করিল না বলিয়া সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। কাশীর নিকটস্থ "চর্ণার গড়ের" (চুনার) সমীপস্থ চম্পারণ্য নামক বনে যাইতেছিল। সেই স্থানে কেহ এক শিশু-সন্তানকে চারিদিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া উহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। পাছে শিশুকে তৎক্ষণাৎ কোন জন্তুতে বিনাশ করে এইজন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিল। লক্ষ্মণভট্ট এবং তাহার

স্ত্রী শিশুকে লইয়া আপনার সন্তানরূপে গ্রহণ করিল এবং পরে কাশীতে গমন করিয়া অবস্থান করিল। উক্ত শিশু বড় হইলে তাহার মাতা ও পিতার মৃত্যু হইল। বাল্যাবস্থা হইতে যুবাবস্থা পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ পাঠও করিয়াছিল এবং পরে কোন স্থানে যাইয়া এক বিষ্ণুস্বামীর মন্দিরে শিষ্য হইয়া পড়িল। সে স্থানে কোনরূপ বিবাদ হওয়াতে পুনরায় কাশীতে গমন করিল এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিল। তখন কাশীতে কোন এক জাতিবহিষ্কৃত ব্রাহ্মণ বাস করিত এবং তাহার এক যুবতী কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিল যে তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া আমার কন্যাকে বিবাহ কর এবং সেও তাহাই করিল। যখন পিতা পূর্ব্বোক্তরূপ লীলা করিয়াছিল তখন পুত্র কেন করিবে না? পূর্ব্বে যে স্থানে শিষ্য হইয়া রহিয়াছিল, স্ত্রীকে লইয়া সেই বিষ্ণুস্বামীর মন্দিরে উপস্থিত হইল। বিবাহ করিয়াছে বলিয়া সে সেস্থান হইতে নিরাকৃত হইল। পরে অবিদ্যার গৃহস্বরূপ ব্রজদেশে গিয়া অনেক প্রকার ছল ও যুক্তি প্রদর্শন করতঃ আপনার জাল বিস্তার করিতে লাগিল এবং মিথ্যা কথা এইরূপ প্রচার করিল যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন "গোলোক হইতে "দৈবজীব" মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছে। তাহাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধাদি করিয়া পবিত্র করতঃ গোলকে প্রেরণ কর"। এইরূপে মূর্খদিগকে প্রলোভনের কথা শুনাইয়া অল্প-সংখ্যক লোকদিগকে অর্থাৎ ৮৪ চৌরাশী বৈষ্ণব করিয়া লইল এবং নিম্নলিখিত মন্ত্র রচনা করিল। উহাতে ভেদ রক্ষিত হইয়াছে। যথা:—

শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম।

ক্লীং কৃষ্ণায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা॥ (গোপালসহস্রনাম)

এই দুইটি সাধারণ মন্ত্র। পরন্তু ব্রহ্মসম্বন্ধ এবং সমর্পণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত মন্ত্র আছে।

শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম সহস্র পরিবৎসরমিতকালজাতকৃষ্ণবিয়োগ জনিত তাপক্লেশানন্ততিরোভাবোঽহং ভগবতে কৃষ্ণায় দেহেন্দ্রিয় প্রাণান্তঃকরণতদ্ধর্ম্মাংশ্চ দারাগারপুত্রাপ্তবিত্তেহপরাণাত্মনা সহ সমর্পয়ামি দাসোঽহং কৃষ্ণ তবাস্মি॥

এই মন্ত্রের উপদেশ দিয়া শিষ্য এবং শিষ্যাদিগকে সমর্পণ করে। "ক্লীং কৃষ্ণায়" এই স্থানে "ক্লীং" তন্ত্রগ্রন্থের। ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে বল্লভমতও বামমার্গীদিগের প্রকারান্তর মাত্র। এইজন্য গোঁসাই লোক অনেক প্রকারে স্ত্রীপ্রসঙ্গ করিয়া থাকে। "গোপীজনবল্লভায়" এস্থলে জিজ্ঞাস্য যে কৃষ্ণ কি শুধু গোপীদিগেরই প্রিয় ছিলেন বা অন্যেরও? যে স্ত্রৈণ অর্থাৎ স্ত্রীভোগে রত থাকে সেই স্ত্রীলোকদিগের প্রিয় হয়, শ্রীকৃষ্ণও কি তদ্রূপ ছিলেন? "সহস্রপরিবৎসরেতি" এস্থলে সহস্র বৎসর গণনা ব্যর্থ। কারণ বল্লভ ও তাঁহার শিষ্যগণ সর্ব্বজ্ঞ নহেন। কৃষ্ণের বিয়োগ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে ইহা সত্য জানিতে হইবে? আজ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত বল্লভের মত ছিল না এবং

যখন বল্লভের জন্ম হয় নাই তাহার পূর্ব্বে আপনার দৈব জীবগণের উদ্ধার করিবার জন্য তিনি কেন আসেন নাই? "তাপ" এবং "ক্লেশ" এই দুই শব্দ পর্য্যায় বাচক। সুতরাং ইহার মধ্যে একেরই গ্রহণ করা উচিত ছিল উভয়ের নহে। "অনন্ত" শব্দের পাঠ ব্যর্থ; কারণ অনন্ত শব্দ রাখিলে "সহস্র" শব্দের পাঠ থাকিতে পারে না এবং যদি "সহস্র" শব্দের পাঠ রাখিতে হয়, অনন্ত শব্দের পাঠ রাখা সর্ব্বথা ব্যর্থ। যে অনন্ত কাল যাবৎ তিরোহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত থাকে তাহার মুক্তির জন্য বল্লভের চেষ্টা করাই ব্যর্থ। কারণ অনন্তের অন্ত হয় না। আচ্ছা! প্রাণ, অন্তঃকরণ, ধর্ম্ম, স্ত্রী, স্থান, পুত্র এবং প্রাপ্ত ধন এ সমস্তই কৃষ্ণকে অর্পণ করা হয় কেন? কৃষ্ণ যখন পূর্ণকাম তখন তিনি দেহাদি বিষয়ের ইচ্ছা করিতে পারেন না। তদ্ব্যতিরিক্ত দেহাদির অর্পণ করাও হইতে পারে না। কারণ দেহ নখশিখাগ্র পর্য্যন্ত সমস্তকেই কহে, সুতরাং সমস্ত অর্পণ করিতে হইলে উহা উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট অংশও অর্পণ করিতে হয়। তবে দেহমধ্যে যে মল ও মূত্রাদি আছে তাহার কিরূপে অর্পণ হইতে পারে? পাপ ও পুণ্যরূপ কর্ম্মকেও যদি কৃষ্ণে অর্পণ করা হয় তাহা হইলে কৃষ্ণই তাহার ফলভোগী হইবে। অর্থাৎ নাম লওয়া হয় কৃষ্ণের এবং সমর্পণটি নিজের জন্য। এরূপ হইলে দেহমধ্যে যে কিছু মল-মূত্রাদি আছে উহাও কেন গোঁসাই মহাশয়কে অর্পণ করা হয় না? কি "মিষ্টের বেলা গেলা, আর তিক্তের বেলা পালা"। ইহাও নিশ্চিত আছে যে গোঁসাইকে অর্পণ করা অন্য মতের অনুমোদিত নহে। স্বার্থপরতার জন্য, পরের ধনাদি হরণের জন্য এবং বেদোক্ত ধর্ম্মের নাশের জন্য এই সকল লীলা রচিত হইয়াছে। বল্লভের প্রপঞ্চ দেখ :—

শ্রাবণস্যামলে পক্ষে একাদশ্যাং মহানিশি।
সাক্ষাদ্ভগবতা প্রোক্তং তদক্ষরশ উচ্যতে ॥১
ব্রহ্মসম্বন্ধকরণাৎ সর্ব্বেষাং দেহজীবয়োঃ।
সর্ব্বদোষনিবৃত্তি র্হি দোষাঃ পঞ্চবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥২
সহজা দেশকালোত্থা লোকবেদনিরূপিতাঃ।
সংযোগজাঃ স্পর্শজাশ্চ ন মন্তব্যাঃ কদাচন ॥৩
অন্যথা সর্ব্বদোষাণাং ন নিবৃত্তিঃ কথঞ্চন।
অসমর্পিতবস্তূনাং তস্মাদ্বর্জ্জনমাচরেৎ ॥৪
নিবেদিভিঃ সমর্প্যৈব সর্ব্বং কুর্য্যাদিতি স্থিতিঃ।
ন মতং দেবদেবস্য স্বামিভুক্তিসমর্পণম্ ॥৫
তস্মাদাদৌ সর্ব্ব কার্য্যে সর্ব্ববস্তুসমর্পণম্।
দত্তাপহারবচনং তথা চ সকলং হরেঃ ॥৬

ন গ্রাহ্যমিতি বাক্যং হি ভিন্নমার্গপরং মতম্।

সেবকানাং যথা লোকে ব্যবহারঃ প্রসিধ্যতি ॥৭

তথা কার্য্যং সমর্প্যৈব সর্ব্বেষাং ব্রহ্মতা ততঃ।

গঙ্গাত্বে গুণদোষাণাং গুণদোষাদিবর্ণনম্ ॥৮

গোঁসাইদিগের সিদ্ধান্তরহস্যাদি গ্রন্থে এই সকল শ্লোক লিখিত আছে এবং ইহাই গোঁসাইদিগের মতের মূলতত্ত্ব। আচ্ছা যদি ইহাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসর হইল শ্রীকৃষ্ণের দেহান্ত হইয়াছে বল্লভের সঙ্গে শ্রাবণ মাসের অর্দ্ধরাত্রিতে কিরূপে দেখা হইল? যে গোঁসাইদের শিষ্য হয় এবং নিজেদের সমস্ত পদার্থ যে উহাদিগকে সমর্পণ করে তাহার শরীরের এবং আত্মার সমস্ত দোষ নিবৃত্তি হয় ইত্যাদি ব্যাপার কেবল মূর্খদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া নিজেদের মতে লইয়া আসিবার জন্য করা হয়। যদি গোঁসাইদের শিষ্য এবং শিষ্যাদের সমস্ত দোষ নিবৃত্তি হয় তবে উহারা রোগ এবং দারিদ্র্যাদি দোষে কেন পীড়িত হয়? উহারা বলে যে এই দোষ পাঁচ প্রকারের প্রথম—সহজ দোষ, যাহা স্বাভাবিক অর্থাৎ যাহা কাম ও ক্রোধাদি হইতে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়—কোন দেশে অথবা কালে যদি কোন পাপানুষ্ঠান হয়। তৃতীয়—লোকে যাহাকে ভক্ষ্যাভক্ষ্য কহে এবং বেদোক্ত মিথ্যাভাষণাদি। চতুর্থ—সংযোগ যাহা অসৎ সঙ্গ হইতে হয় অর্থাৎ চৌর্য্য, লাম্পট্য; মাতা, ভগিনী, কন্যা এবং পুত্রবধূ ও গুরুপত্নী প্রভৃতির সহিত সংযোগ করা। পঞ্চম—স্পর্শরূপ অর্থাৎ অস্পর্শণীয়ের স্পর্শ করা। গোঁসাইদের মতানুসারে এই পাঁচ প্রকার দোষ গণনা করিবে না অর্থাৎ যথেচ্ছাচার করিবে। গোঁসাইদের মত ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার দোষের নিবৃত্তি হইবে না। এই জন্য গোসাঁইদের শিষ্য সমর্পণ ব্যতিরেকে কোন পদার্থ ভোগ করিবে না। সেই জন্য উহাদিগের শিষ্যগণ আপনাদিগের স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূ ও ধনাদি পদার্থও সমর্পিত করে। পরন্তু সমর্পণের নিয়ম এই যে যতদিন গোঁসাইয়ের চরণ সেবায় না সমর্পিত হইবে ততদিন স্বামী আপনার স্ত্রীকেও স্পর্শ করিবে না। এই জন্য উহাদিগের শিষ্য অগ্রে সমর্পণ করিয়া পরে নিজ পদার্থ ভোগ করে, কারণ স্বামীর ভোগের পশ্চাৎ আর সমর্পণ হইতে পারে না। এইরূপ সকল বস্তুই সমর্পণ করিয়া থাকে। প্রথমে গোসাঁকেই ভার্য্যাদি সমর্পণ করিয়া পশ্চাৎ গ্রহণ করে। এইরূপে হরিকে সব পদার্থই সমর্পণ করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। গোঁসাইয়ের মত ছাড়া অন্য ধর্ম্মমার্গের কথা তাঁহার শিষ্য কখন শুনিবে না এবং গ্রহণ করিবে না। ইহাই উহাদের শিষ্যদিগের প্রসিদ্ধ কথা। এইরূপে সকল বস্তুর সমর্পণ করিয়া উহার মধ্যে ব্রহ্মবুদ্ধি করিবে। তাহার পর গঙ্গায় যেরূপ অন্য জল মিলিয়া গঙ্গারূপ হইয়া যায় তদ্রূপ আপনার মতের গুণ ও অপরের মতের দোষ হইয়া থাকে। এই জন্য আপনার মতের গুণ বর্ণনা করিবে। এক্ষণে দেখ যে গোঁসাইদিগের মত অন্য সমস্ত মত অপেক্ষা অধিক স্বার্থসিদ্ধিকারক। আচ্ছা এই গোঁসাইদিগকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে যখন ব্রহ্মের এক লক্ষণও জান না তখন তোমরা শিষ্য এবং শিষ্যাদিগের কিরূপে ব্রহ্মসম্বন্ধ করিতে পার? যদি উহারা বলে যে আমরাই ব্রহ্ম

এবং আমাদিগের সহিত সম্বন্ধ হইলেই ব্রহ্ম-সম্বন্ধ হইল, তাহা হইলে উহাদিগকে বলা যাইতে পারে যে যখন ব্রহ্মের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের মধ্যে তোমাদিগের একটিও নাই তখন কি কেবল ভোগ ও বিলাসের জন্য ব্রহ্ম হইয়া বসিয়া আছ? আচ্ছা শিষ্য ও শিষ্যাদিগকে অপনার সহিত সমর্পিত করিয়া যদি শুদ্ধ করিয়া থাক, তবে তোমাদিগের আপনার স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ এবং তোমরা নিজে অসমর্পিত থাকাতে অশুদ্ধ রহিয়া গেলে কি না? তোমরা অসমর্পিত বস্তুকে অশুদ্ধ মনে কর, তখন তোমরা অশুদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়া তোমরাই বা কেন অশুদ্ধ নহ? সুতরাং তোমাদিগের উচিত যে আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূআদিকে অন্য মতাবলম্বীদিগের সহিত সমর্পিত করিয়া লও। যদি বল "না" তবে অন্যের স্ত্রী-পুরুষ এবং ধনাদি পদার্থকে সমর্পিত করা বর্জ্জন কর। আচ্ছা আজ পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে, এক্ষণ হইতে এই সকল মিথ্যা ভণ্ডামি এবং দুষ্কর্ম্ম সকল ত্যাগ কর; সুন্দর ঈশ্বরোক্ত বেদবিহিত সুপথে আসিয়া আপনার মনুষ্যজন্ম সার্থক কর এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফল প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ ভোগ কর। আরও দেখ, গোঁসাইগণ আপনাদিগের সম্প্রদায়কে "পুষ্টি" মার্গ কহে। অর্থাৎ ভোজন, পান, পুষ্ট হওয়া এবং সকল স্ত্রীলোকের সঙ্গ-ভোগ করিয়া বিলাস আদি করাকে "পুষ্টিমার্গ" বহে।" পরন্তু ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে যখন ভয়ানক ভগন্দর রোগাদিগ্রস্ত হইয়া ক্লেশভোগ করতঃ মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় (যে রোগ ইহারা ভালরূপ জানে) তখন সত্য বলিতে গেলে ইহাকে "পুষ্টিমার্গ" না বলিয়া বরং "কুষ্টমার্গ" বলা যাইতে পারে। কুষ্ঠরোগাক্রান্তের শরীরের সমস্ত ধাতু যেমন ক্রমশঃ গলিয়া নির্গত হইয়া যায় এবং বিলাপ করতঃ দেহত্যাগ করে, ইহাদিগেরও তদ্রূপ লীলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য উহাকে নরকমার্গও কহা সঙ্গত হইতে পারে; কারণ দুঃখের নাম নরক এবং সুখের নাম স্বর্গ। এই প্রকার মিথ্যা জাল রচনা করিয়া হতভাগ্য নির্বুদ্ধি লোকদিগকে জালে আবদ্ধ করে এবং আপনাকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া সকলের স্বামী হইয়া বসে। ইহারা বলে যে যাবতীয় দৈবী জীব গোলক হইতে এস্থানে আসিয়াছে। উহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আমরা লীলাপুরুষোত্তম জন্মিয়াছি। যত দিন আমাদের উপদেশ গ্রহণ না করিবে ততদিন গোলক-প্রাপ্তি হইবে না। সে স্থানে (গোলকে) একপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং সকলেই স্ত্রীলোক। বাহবা বাহবা! তোমাদিগের মত অতি উত্তম! গোঁসাইদিগের যত শিষ্য আছে সকলেই গোপী হইয়া যাইবে! এখন মনে করিয়া দেখ যে, যে পুরুষের দুই স্ত্রী হয় তাহারই তো অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়া থাকে; যে স্থানে এক পুরুষ এবং কোটী স্ত্রী উহার পশ্চাৎ লাগিয়া রহিয়াছে তাহার কি দুঃখের পারাবার আছে? যদি বল যে শ্রীকৃষ্ণের সামর্থ্য অত্যন্ত অধিক, তিনি সকলকে প্রসন্ন করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রী, যাঁহাকে স্বামিনী কথিত হয়, তাঁহারও শ্রীকৃষ্ণের সমান সামর্থ্য হইবে, কারণ তিনি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া আছেন। যদি এখানে পুরুষের কামচেষ্টা স্ত্রীর তুল্য অথবা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর অধিক হয় তাহা হইলে গোলকে কেন না হইবে? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে অন্য স্ত্রীলোকদিগের সহিত স্বামিনীর অত্যন্ত বিবাদ এবং কলহ হইবে; কারণ সপত্নীভাব অতিশয় তীব্র ও জঘন্য হইয়া থাকে। সুতরাং গোলোকে স্বর্গের তুল্য না হইয়া বরং নরকের ন্যায় হইয়া গিয়া থাকিবে, অথবা যেমন অনেক স্ত্রীগামী পুরুষ

ভগন্দরাদি রোগগ্রস্ত হয় গোলোকেও তদ্রূপ হইয়াছে ; কি লজ্জার বিষয়! এরূপ গোলোক অপেক্ষা এই সামান্য মর্ত্ত্যালোকও ভাল। দেখ! যখন গোঁসাই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করে এবং বহুত স্ত্রীলোকের সহিত লীলাকরা বশতঃ ভগন্দর এবং প্রমেহাদি রোগে পীড়িত হইয়া মহা দুঃখ ভোগ করে, তখন, যাঁহার প্রতিরূপ গোঁসাই পীড়িত হয়, সেই গোলোকের স্বামী শ্রীকৃষ্ণও এই রোগে কেন পীড়িত না হইবেন? যদি তাহা অসঙ্গত হয় তাহা হইলে তাঁহার প্রতিরূপ গোঁসাই মহাশয় কেন পীড়িত হন?

প্রশ্ন—মর্ত্ত্যলোকে লীলাবতার ধারণ করাতে রোগরূপ দোষ হইয়া থাকে, গোলোকে হয় না ; কারণ সে স্থলে রোগদোষ নাই।

উত্তর—"ভোগে রোগ ভয়ম্" যে স্থানে ভোগ সেই স্থানে অবশ্যই রোগ হইয়া থাকে। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোটী কোটী স্ত্রীর সন্তান হয় কি না? যদি হয় তবে কেবল পুত্র হয় অথবা কেবল কন্যা হয়? অথবা উভয়ই হয়। যদি বল যে কেবল কন্যাই হয়, তবে উহাদিগের কাহার সহিত বিবাহ হয়? কারণ সে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই। যদি থাকে তাহা হইলে তোমার প্রতিজ্ঞা হানি হয়। যদি বল যে কেবল পুত্রই হয় তাহা হইলে সেই দোষ আসে অর্থাৎ তাহাদিগের বিবাহ কোথায় এবং কাহার সহিত হইবে? যদি বল গৃহে গৃহেই এক প্রকারে গোলযোগ সারিয়া লয় এবং কাহারও পুত্র ও কাহারও কন্যা হয় তাহা হইলেও তোমার প্রতিজ্ঞা হানি হইল! অর্থাৎ "গোলোকে একই পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আছেন" ইহা বলা বৃথা হইল। যদি বল যে সন্তান একেবারে হয় না তাহা হইলে কৃষ্ণে নপুংসকত্ব এবং স্ত্রীলোকদিগের উপর বন্ধ্যাত্ব হইয়া পড়ে। আচ্ছা তাহা হইলে এই গোলোক কিরূপ হইল? যেন দিল্লীর বাদসাহের বিবীদিগের মত হইল। অপরন্তু গোঁসাইগণ যে শিষ্যদিগকে দেহ মন এবং ধন আপনাদিগকে অর্পণ করিতে বলে উহাও উচিত নহে। কারণ বিবাহের সময় দেহ স্ত্রীকে এবং পতিকে পরস্পর পরস্পরকে সমর্পণ করে। তদ্ব্যতীত মন অন্যকে সমর্পণ করা হইতে পারে না। কারণ মনের সহিত দেহকে সমর্পণ করা সঙ্গত হইতে পারে এবং যদি তাহা করা হয় তাহা হইলে তাহাকে ব্যভিচারী বলা হইবে। এক্ষণে ধন অবশিষ্ট রহিল। তদ্বিষয়েও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ধন ব্যতিরেকে কিছুই সমর্পণ হইতে পারে না। এবিষয়ে গোঁসাইদিগের অভিপ্রায় এই যে, শিষ্যগণ পরিশ্রম করুক্ এবং নিজেরা আনন্দ ভোগ করি। যত বল্লভ সম্প্রদায়ী গোঁসাই আছে উহারা আজ পর্য্যন্ত তৈলঙ্গ জাতিই বলে। যদি কেহ ভ্রমক্রমে উহাদিগকে কন্যা দেয় সে জাতিবাহ্য হইয়া ভ্রষ্ট হইয়া যায়। কারণ ইহারা জাতিভ্রষ্ট ও বিদ্যাহীন এবং দিবারাত্র প্রমোদেই আসক্ত থাকে। আরও দেখ, যখন কেহ গোঁসাইকে লইয়া প্রবেশোৎসব করে, তখন সে উহার গৃহে যাইয়া নিস্তব্ধ কাষ্ঠের পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া থাকে, কোন কথা বলে না এবং নিশ্চলভাবে থাকে। মূর্খ না হইলে কথা কহিতে পারিত ; কারণ "মূর্খাণাং বলং মৌনম্" অর্থাৎ মূর্খের মৌনই বল। কথা যদি বলে তাহা হইলেই গর্ভস্রাব হইয়া পড়ে। পরন্তু স্ত্রীলোকদিগের উপর বিশেষ মনোযোগ রাখিয়া তাহারা কটাক্ষপাত করিতে থাকে। গোঁসাই যাহার উপর কটাক্ষপাত করে, সে মনে মনে বড় ভাগ্যের ফল মনে করে এবং তাহার স্বামী, ভ্রাতা, স্বজন, মাতা

এবং পিতা তাহার উপর অতিশয় প্রসন্ন হয়। সে স্থানে সকল স্ত্রীলোক গোঁসাইয়ের চরণ স্পর্শ করে এবং যাহার উপর গোঁসাইয়ের মন পড়ে অথবা কৃপা হয় তাহাকে চরণের অঙ্গুলী দ্বারা চাপিয়া ধরে। তখন তাহার পতি প্রভৃতি আপনাদিগকে ধন্য ও ভাগ্যবান্ মনে করে এবং উহাকে বলে যে তুমি গোঁসাইয়ের চরণ সেবা কর। যে যে স্থানে পতি আদি প্রসন্ন হয় না সে সে স্থানে দূতী এবং কুটনী দ্বারা কার্য্য সাধন করা হয়। সত্য বলিতে হইলে উহাদিগের মন্দিরে এবং সমীপে এরূপ কার্য্যকারী অনেক স্ত্রীলোক আছে। ইহাদিগের দক্ষিণা সম্বন্ধে লীলা এইরূপ :--

ইহারা এই প্রকার প্রার্থনা করে যে, গোঁসাইয়ের বধূ, পুত্র, কন্যা, মন্ত্রী, বাহ্যকার্য্যকর্ত্তা, গীতাদিকর্ত্তা এবং ঠাকুরের পূজা-সামগ্রী আনয়ন কর। এইরূপ সাত দোকান হইতে যথেষ্ট উপার্জ্জন করে। যখন গোঁসাইয়ের কোন শিষ্যের মৃত্যু হয় তখন তিনি তাহার বক্ষঃস্থলে চরণ রাখেন এবং যাহা কিছু প্রাপ্ত হন তৎসমস্তই আত্মসাৎ করেন। ইহা কি মহা ব্রাহ্মণের এবং অগ্রদানী ব্রাহ্মণের কার্য্য নহে? কোন কোন শিষ্য বিবাহের সময় গোঁসাইকে আহ্বান করতঃ তাঁহার দ্বারাই কন্যা ও পুত্রের পাণিগ্রহণ করায়। কোন কোন সেবক কেশরস্নান করায় অর্থাৎ স্ত্রীলোকগণ গোঁসাইয়ের শরীরে কেশর লেপন করিয়া একটি বৃহৎ পাত্রে (পীঠ) রাখিয়া স্ত্রী ও পুরুষ একত্র হইয়া তাঁহাকে স্নান করায়। পরে গোঁসাই পীত-বসন পরিধান করিয়া "খড়ম" পায়ে দিয়া বাহিরে আসেন এবং তাঁহার বস্ত্র সেই পাত্রে ফেলিয়া দেয়। তাঁহার সেবকগণ পশ্চাৎ সেই জলে আচমন করে। পরে উত্তম মসলা দিয়া একটি পান প্রস্তুত করিয়া গোঁসাইকে দেওয়া হয়। তিনি চর্ব্বণ করিয়া কিছু গলাধঃকরণ করেন এবং তাঁহার সেবক মুখের নিকট রৌপ্যের ডিবা ধরে এবং তিনি অবশিষ্টাংশ উহাতে উৎদ্বমন করিয়া প্রক্ষেপ করেন। উহাকে প্রসাদী বলিয়া সকলকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয় এবং উহাকে পাকা প্রসাদী বলে। এখন বিচার কর যে ইহারা কিরূপ মনুষ্য। মূঢ়তা এবং অনাচার হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। অনেক পরিমাণে সমর্পণ গ্রহণ করে এবং কিয়ৎ সংখ্যক বৈষ্ণবদিগের হস্তে ভোজন করে ও অন্যের হস্তে ভোজন করে না, তাহাদিগের কাষ্ঠ পর্য্যন্তও ধৌত করিয়া লয়। পরন্তু ময়দা, গুড়, শর্করা ও ঘৃতাদি প্রক্ষালন করিলে বিকৃত হইয়া যায়। হতভাগ্য না ধৌত করিয়া কি করে, অন্যথা বস্তু সকল হস্তচ্যুত হইয়া যায়। ইহারা বলে যে আমরা ঠাকুরজির রঙ্গরাগে (চিত্রকরণে) এবং ভোগাদিতে অনেক ধন ব্যয় করি। পরন্তু ইহারা নিজেরাই রঙ্গরাগ ভোগ করে। জিজ্ঞাসা করিলে সত্য বলিতে হয় যে উহাতে ভয়ানক অনর্থ হইয়া থাকে। অর্থাৎ দোল যাত্রার সময় স্ত্রীলোক দিগের অস্পর্শনীয় স্থানে অর্থাৎ গুপ্ত স্থানে পিচ্‌কারী পূর্ণ করিয়া রঙ্গ প্রক্ষেপ করে। উহারা ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ রসবিক্রয়কার্য্যও করিয়া থাকে।

প্রশ্ন—রুটী, ডাইল, দধি মিশ্রিত কলাই, শাক, মিষ্ট এবং "লাড্ডু" গোঁসাইগণ প্রত্যক্ষ বাজারে বসিয়া বিক্রয় করে না। পরন্তু আপনাদিগের ভৃত্য অথবা পরিচারকদিগকে পাত্রে ভাগ করিয়া দেয় এবং উহারা বিক্রয় করে. গোঁসাই স্বয়ং করে না।

উত্তর—যদি গোঁসাই উহাদিগকে মাসিক বেতন দেয় তাহা হইলে ভোজ্যদ্রব্যের পাত্র উহারা কেন লইবে? গোঁসাই চাকরীর পরিবর্ত্তে আপনার ভৃত্যদিগকে ডাউল অন্নাদি বিক্রয় করে এবং

উহারা লইয়া গিয়া বাজারে বিক্রয় করে। যদি গোঁসাই স্বয়ং বাজারে বিক্রয় করিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ভৃত্যগণ রসবিক্রয়রূপ পাপ হইতে রক্ষা পাইত এবং গোঁসাই-ই কেবল উক্ত পাপের ভাগী হইত। প্রথমতঃ নিজে এই পাপে পতিত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ অন্যকে জড়াইয়া পতিত করে। কোন কোন স্থলে নাথ দ্বারা আদিতে গোঁসাইরাও বিক্রয় করে। রসবিক্রয় করা নীচের কার্য্য, উত্তমের নহে। এই সকল লোকই আর্য্যাবর্ত্তের অধোগতি করিয়া দিয়াছে।

প্রশ্ন—স্বামী নারায়ণের মত কিরূপ ?

উত্তর—"যাদৃশী শীতলা দেবী তাদৃশো বাহনঃ খরঃ।" গোঁসাইদের ধনহরণের জন্য যেমন বিচিত্র লীলা, নারায়ণ স্বামীরও তদ্রূপ। অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের জনৈক সহজানন্দ নামে লোক ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারী হইয়া গুজরাট, কাঠিয়াবাড়, কচ্ছভুজ প্রভৃতি দেশে পর্য্যটন করিতেন। তিনি দেখিলেন যে এ দেশের লোক সকল মূর্খ এবং নির্বুদ্ধি। ইহাদিগকে যেরূপে আপনার মতানুসারে চালিত করা যায় উহারা তদ্রূপই চালিত হয়। তত্তৎ স্থলে তিনি দুই চারি জন শিষ্য করিলেন এবং উহারা পরামর্শ করিয়া একমত হইয়া প্রচার করিল যে সহজানন্দ অতিশয় সিদ্ধপুরুষ এবং নারায়ণের অবতার ও ভক্তদিগকে চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ দর্শন দেন। কাঠিয়াবাড়ে "দাদাখাচর" নামে মেষপালকদের কৃষক জাতীয় এক জমীদার ছিল। নারায়ণ স্বামীর শিষ্যেরা তাহাকে বলিল যে যদি তুমি চতুর্ভুজ নারায়ণের দর্শন ইচ্ছা কর, তবে আমরা সহজানন্দকে অনুরোধ করি। সে অতিশয় সরল। সে বলিল উত্তম কথা। পরে একটী গৃহে সহজানন্দ মস্তকোপরি মুকুট ধারণ করতঃ আপনার দুই হস্তে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করিল। সেই সময়ে আর একজন লোক তাহার পশ্চাৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনার দুই হস্তে গদা ও পদ্ম ধারণ করতঃ সহজানন্দের বগলের ভিতর দিয়া হস্তদ্বয় নির্গত করিল এবং এইরূপে সহজানন্দ চতুর্ভুজের তুল্য হইয়া দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহার শিষ্যগণ দাদাখাচরকে বলিল যে একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিয়া পুনরায় মুদ্রিত করিয়া শীঘ্র অন্যদিকে চলিয়া আসিবে, অধিক দর্শন করিলে নারায়ণ ক্রুদ্ধ হইবেন। অর্থাৎ শিষ্যদিগের মনে এরূপ হইল যে যেন সে উহাদিগের কপটতার পরীক্ষা না করে। উহাকে লইয়া গেল। সহজানন্দ রেশমের এবং জরির কাজ করা দীপ্তিবিশিষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া অন্ধকারাবৃত গৃহে দণ্ডায়মান ছিল। উহার শিষ্যগণ গৃহের অভিমুখে লণ্ঠনের আলোক প্রক্ষিপ্ত করিল এবং দাদাখাচর তৎক্ষণাৎ চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিল এবং পরেই দীপ সরাইয়া দিল। তখন সকলে অবনত হইয়া নমস্কার করতঃ অন্যদিকে চলিয়া গেল। সেই সময়ের মধ্যে শিষ্যেরা বলিতে লাগিল যে "দাদাখাচর, ধন্য তোমার ভাগ্য! এক্ষণে তুমি স্বামীর শিষ্য হইয়া পড়।" সে বলিল "অতি উত্তম কথা।" পরে উহারা সকলে অন্যস্থানে গমন করিল। সেই সময়ের মধ্যে সহজানন্দ অন্য বস্ত্র পরিধান করতঃ গদীর (বেদীর) উপর বসিল। উহারা সকলে তাহা দেখিল এবং শিষ্যগণ বলিল যে দেখ, "এক্ষণে অন্য স্বরূপ ধারণ করতঃ এই স্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন।" দাদাখাচর ইহাদিগের জালে পতিত হইল এবং তাহা হইতেই উহাদিগের মত বদ্ধমূল হইল। কারণ সে একজন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার ছিল এবং উহারা সেই মূল স্থাপন করিল। পরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, সকলকে উপদেশ দিতে লাগিল,

অনেককে সাধুও করিতে লাগিল এবং কখন কখন কোন কোন সাধুর কণ্ঠনালী মর্দ্দন করিয়া তাহাকে মূর্চ্ছিতও করিয়া দিত ও সকলকে বলিত যে আমরা ইহার সমাধি আনিয়া দিলাম। এইরূপ ধূর্ত্ততা দ্বারা কাঠীয়াবাড়ের সরল লোকরা উহাদিগের জালে পতিত হইল। যখন সহজানন্দ মরিয়া গেল তখন তাহার শিষ্যগণ অনেক পরিমাণে ইন্দ্রজাল বিস্তার করিল। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত উপযোগী হইতে পারে। একজন চুরি করাতে ধৃত হয়। ন্যায়াধীশ তাহার নাসিকাচ্ছেদনের দণ্ড দিয়াছিলেন। নাসিকাচ্ছেদন হইলে উক্ত ধূর্ত্ত নাচিতে, গাইতে এবং হাসিতে লাগিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কেন হাসিতেছ? সে বলিল যে, তাহা বলিবার যোগ্য নহে। লোকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল এমন কি কথা, যাহা বলিবার যোগ্য নহে? সে বলিল যে ইহা অতি আশ্চর্য্য এবং এরূপ কখন দেখি নাই। লোকেরা বলিল কি কথা? সে বলিল যে আমার সমক্ষে সাক্ষাৎ চতুর্ভুজ নারায়ণ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহা দেখিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইয়া আমি নৃত্য ও গান করিতেছি এবং আপনার ভাগ্যকে ধন্যবাদ করিতেছি। আমি সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছি। লোকেরা বলিল যে আমাদিগের কেন দর্শন হইতেছে না? সে বলিল "নাসিকা ব্যবধান রহিয়াছে। যদি নাসিকা ছেদন কর তবেই নারায়ণ দেখিতে পাইবে নচেৎ নহে। উহাদিগের মধ্যে কোন মূর্খ ইচ্ছা করিল যে নাসিকা যাউক পরন্তু নারায়ণের দর্শন অবশ্য করিতে হইবে। সে বলিল যে আমার নাসিকাচ্ছেদন করিয়া নারায়ণ দেখাও। সে উহার নাক কাটিয়া উহার কাণে কাণে বলিয়া দিল যে তুমিও এইরূপ কর, নচেৎ তোমার এবং আমার উভয়েরই উপহাস ও অপমান হইবে। সেও বুঝিল যে নাসিকা তো আর আসিবে না, সুতরাং এইরূপ বলাই উত্তম। এইরূপে সেও সেই স্থানে উহার সমক্ষে নৃত্য করিতে, লাফাইতে গাইতে, বাজাইতে ও হাঁসিতে লাগিল এবং বলিল যে আমিও নারায়ণ দেখিতেছি। এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক সহস্র মনুষ্য বোঁচা হইল এবং মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। উহারা নিজেদের সম্প্রদায়ের নাম নারায়ণদর্শী রাখিল। কোন মূর্খ রাজা উহা শুনিয়া উহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহাদিগের সমক্ষে রাজা উপস্থিত হইলে উহারা খুব নৃত্য করিতে, লাফাইতে এবং হাসিতে লাগিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে ব্যাপার কি? উহারা বলিল যে আমরা সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখিতেছি।

রাজা—আমি কেন দেখিতে পাইতেছি না?

নারায়ণদর্শী—যতক্ষণ নাসিকা আছে ততক্ষণ দেখিতে পাইবেন না। যদি নাসিকা কাটিয়া ফেলেন তবেই প্রত্যক্ষ নারায়ণ দর্শন হইবে। রাজা বিচার করিলেন যে একথা সত্য। তখন তিনি জ্যোতিষীকে বলিলেন যে মুহূর্ত্ত স্থির কর। জ্যোতিষী উত্তর দিল "যে আজ্ঞা অন্নদাতা! দশমীর দিন প্রাতঃকালে বেলা ৮ টার সময় নাসিকা ছেদন করিবেন এবং ঐ মুহূর্ত্ত নারায়ণ দর্শনের পক্ষে উত্তম। বাহবা পোপ! তুমি আপনার পুঁথিতে নাসিকা কাটিবার এবং কাটাইবারও মুহূর্ত্ত লিখিয়া রাখিয়াছ! যখন রাজার ইচ্ছা হইল এবং উক্ত সহস্র "বোঁচা"র তণ্ডুলাদির "সীধা" বাঁধিয়া দেওয়া হইল, তখন তাহারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নৃত্য, উল্লম্ফন ও গান করিতে লাগিল। রাজার অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ দেওয়ানদিগের একথা ভাল লাগিল না। একজন ৯০ বৎসর বয়স্ক চারি পুরুষের দেওয়ান ছিল। উহার প্রপৌত্র সেই সময়ে দেওয়ান ছিল। সে বৃদ্ধকে এই কথা শুনাইল। বৃদ্ধ বলিল উহারা ধূর্ত্ত, তুমি আমাকে রাজার নিকট লইয়া চল। সে লইয়া গেল। উহার উপবেশনের

সময় রাজা অতিশয় আনন্দিত হইয়া উহাকে নাসিকাচ্ছেদনের কথা শুনাইলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান কহিল মহারাজ! এত শীঘ্রতার প্রয়োজন নাই। পরীক্ষা ব্যতিরেকে কার্য্য করিলে পশ্চাত্তাপ হইয়া থাকে।

রাজা—এই সহস্র ব্যক্তি মিথ্যা বলিতেছে?

দেওয়ান—সত্যই বলুক্ অথবা মিথ্যাই বলুক্, পরীক্ষা ব্যতিরেকে কিরূপে সত্য বা মিথ্যা বলিতে পারা যায়?

রাজা—কিরূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য?

দেওয়ান—বিদ্যা, সৃষ্টিক্রম এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা।

রাজা—যে বিদ্যা শিক্ষা করে নাই সে কিরূপে পরীক্ষা করিবে?

দেওয়ান—বিদ্বান্‌দের সঙ্গ হইতে জ্ঞানের বৃদ্ধিকরতঃ পরীক্ষা করিবে।

রাজা—যদি বিদ্বান্ না পাওয়া যায়?

দেওয়ান—পুরুষার্থের পক্ষে কোন বিষয়ই দুর্লভ নয়।

রাজা—তবে আপনিই বলুন কি করা যায়?

দেওয়ান—আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, গৃহে বসিয়া আছি এবং আর অল্পদিন মাত্র জীবিত থাকিব। এই জন্য আমি প্রথমতঃ ইহা পরীক্ষা করিয়া লই। তৎপশ্চাৎ যেরূপ উচিত বুঝিবেন তদ্রূপ করিবেন।

রাজা—অতি উত্তম কথা। জ্যোতিষী মহাশয়! দেওয়ান মহাশয়ের জন্য মুহূর্ত্ত দেখুন।

জ্যোতিষী—মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা, এই শুক্ল পঞ্চমীতে বেলা ১০ টার সময় অতি সুন্দর মুহূর্ত্ত। যখন পঞ্চমী আসিল তখন বৃদ্ধ দেওয়ান বেলা ৮ টার সময় রাজার নিকট আসিয়া রাজাকে কহিল যে সহস্র অথবা দুই সহস্র সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে।

রাজা—সে স্থানে সৈন্যের কি প্রয়োজন?

দেওয়ান—আপনার রাজব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা নাই। আমি যেরূপ বলিতেছি তদ্রূপ করুন।

রাজা—আচ্ছা মহাশয়, সেনা প্রস্তুত করুন। সাড়ে নয়টার সময় গাড়ী করিয়া রাজা সকলকে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে নাচিতে এবং গাইতে লাগিল। তিনি গিয়া বসিলেন এবং সেই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ও তাহার প্রথম নাসিকা ছেদন হইয়াছিল সেই মোহন্তকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে আজ আমার দেওয়ান মহাশয়কে নারায়ণ দর্শন করাও। সে বলিল "আচ্ছা।" বেলা দশটার সময় উপস্থিত হইলে নাসিকার নীচে একজন থালা ধরিল এবং সে শাণিত ছুরিকা লইয়া নাসিকাচ্ছেদন করিয়া থালাতে প্রক্ষেপ করিল। দেওয়ান মহাশয়ের নাসিকা হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। পরে উক্ত ধূর্ত্ত দেওয়ানের কর্ণে মন্ত্রোপদেশ দিয়া বলিল যে "আপনিও হাস্য করিয়া সকলকে বলুন যে আপনিও নারায়ণ দেখিতেছেন, এখন কর্ত্তিত নাসিকা আর পাইবেন না। সুতরাং এরূপ না কহিলে আপনার অপমান হইবে এবং সকলে হাস্য করিবে"। সে এইরূপ কহিয়া পৃথক্ হইল এবং দেওয়ান মহাশয় হস্তে "গামছা" লইয়া নাসিকায় আচ্ছাদন করিলেন। রাজা দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নারায়ণ দেখিতেছেন কি না বলুন। দেওয়ান রাজার কাণে কাণে বলিল যে কিছুই দেখিতেছি না, এই ধূর্ত্ত সকল সহস্র সহস্র লোককে

বিক্রী করিয়া দিয়াছে। রাজা দেওয়ানকে কহিলেন "এখন কর্ত্তব্য কি?" দেওয়ান বলিলেন "ইহাদিগকে ধৃত করিয়া কঠিন দণ্ড প্রদান করা এবং যাবজ্জীবন করাগারে বদ্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তাহা ছাড়া যে দুষ্ট ইহাদিগকে বিকৃত করিয়াছে তাহাকে গর্দ্দভের উপর আরোহণ করাইয়া অতিশয় দুর্দ্দশা করিয়া বিনাশ করা কর্ত্তব্য। যখন রাজা এবং দেওয়ান কাণে কাণে কথা বলিতেছিলেন তখন তাহারা ভীত হইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিল। পরন্তু চারিদিকে সৈন্য বেষ্টন করিয়াছিল বলিয়া পলায়ন করিতে পারিল না। রাজা আজ্ঞা দিলেন "সকলকে ধরিয়া "বেড়ী" দিয়া রাখ, এবং এই দুষ্টের মুখে কাল রঙ্গ দাও, উহাকে গর্দ্দভের উপর আরোহণ করাও, গলদেশে ছিন্ন জুতার মালা পরাইয়া দাও, সর্ব্বস্থানে ঘুরাইয়া আন, বালিকাদিগের দ্বারা ইহার উপর ধূলি ও ভস্ম নিক্ষেপ কর, বাজারে বাজারে জুতা প্রহার করিবে, কুক্কুর দ্বারা দংশন করাইবে এবং অবশেষে বিনাশ করিবে। এরূপ না হইলে অন্যে এইরূপ কার্য্য করিতে ভীত হইবে না। এইরূপ হওয়ার পর নাসিকাচ্ছেদকের সম্প্রদায় শেষ হইল। এইরূপে বেদবিরোধী লোক অপরের ধন হরণ বিষয়ে অতিশয় চতুর হইয়া থাকে। সম্প্রদায়ীদিগের লীলাই এইরূপ। স্বামিনারায়ণের মতাবলম্বিগণও ধন হরণ করে এবং ছল ও কপটতাপূর্ণ কার্য্য করে। কতশত মূর্খদিগকে প্রলোভন দেখাইবার জন্য মরিবার সময় বলে যে. সহজানন্দ শ্বেতবর্ণ অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া মুক্তির জন্য লইয়া যাইতে আসিয়াছেন এবং প্রত্যহ এই মন্দিরে একবার আসেন। যখন মেলা হয় তখন মন্দিরের ভিতর পূজক থাকে এবং নীচে দোকান সংলগ্ন থাকে। মন্দির হইতে দোকানের ভিতর পর্য্যন্ত ছিদ্র থাকে। কেহ নারিকেল "ভেট" দিলে, উহা দোকানে নিক্ষিপ্ত হয় এবং এইরূপে এক নারিকেল দিনের মধ্যে সহস্রবার বিক্রীত হইয়া থাকে। এইরূপে সকল পদার্থই বিক্রীত হয়। যে জাতীয় সাধু হইবে তাহাকে তদ্রূপ কার্য্যই করায়। নাপিত হইলে নাপিতের, কুম্ভকার হইলে কুম্ভকারের, শিল্পী হইলে শিল্পীর, বণিক্ হইলে বণিকের, এবং শূদ্র হইলে শূদ্রের কার্য্য করাইয়া লয়। আপনার শিষ্যদিগের উপর এক প্রকার কর (ট্যাক্স্) ধার্য্য করিয়া রাখিয়াছে এবং প্রবঞ্চনা করতঃ লক্ষ লক্ষ এবং কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে এবং করিতেছে। যে গদীর উপর বসে সে গৃহস্থ বিবাহ করে ও অলঙ্কারাদি পরিধান করে। যে কোন স্থলে প্রবেশোৎসব হয়, সেখানে গোকুলস্থদিগের ন্যায় গোঁসাইজিউ এবং বধূজিউর নামে "ভেট" গ্রহণ করে। আপনাদিগের সৎসঙ্গী এবং ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে কুসঙ্গী বলে। আপনারা ভিন্ন অন্য উত্তম ধার্ম্মিক এবং বিদ্বান্ পুরুষ হইলেও তাহার মান্য অথবা সেবা করে না। অন্যমতাবলম্বী-দের সেবা করাতে পাপ মনে করে। প্রসিদ্ধি আছে যে উহাদের সাধু স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করে না; পরন্তু গুপ্তভাবে কিরূপ লীলা হয় তাহা জানা যায় না। এইরূপ প্রসিদ্ধি সর্ব্বত্রই আছে. এখন কম হইয়া আসিয়াছে কারণ কোন কোন স্থলের সাধুদের পরস্ত্রীগমনাদি লীলা প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগের মধ্যে যাহারা অধিক প্রসিদ্ধ হয় তাহাদের মৃত্যু হইলে মৃতদেহ কূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া রটাইয়া দেয় যে "অমুক সাধু সদেহে বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন এবং সহজানন্দ আসিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমরা অনেক প্রার্থনা করিলাম যে ভগবান্ ইহাকে লইবেন না, কারণ এই মহাত্মার এই স্থানে থাকিলেই ভাল হয়। ভগবান্ সহজানন্দ বলিলেন "তাহা হইবে না, এক্ষণে বৈকুণ্ঠে ইহার অত্যন্ত

আবশ্যকতা হইয়াছে এবং সেই জন্য লইয়া যাইতেছি। আমরা স্বচক্ষে ভগবান্ সহজানন্দকে এবং তাঁহার বিমানকে দেখিয়াছি। তিনি মৃত ব্যক্তিকে বিমানে বসাইয়া উপরে লইয়া গিয়াছেন। সে সময় পুষ্পবর্ষণ হইয়াছিল।" যখন কোন সাধু পীড়িত হয় এবং তাহার আর জীবনের কোন আশা থাকে না, তখন সে বলে "আমি কাল রাত্রিযোগে বৈকুণ্ঠে যাইব।" শুনা গিয়াছে যে উক্ত রাত্রিতে যদি উহার প্রাণত্যাগ না হয় এবং সে মূর্চ্ছিত হয় থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কূপে নিক্ষেপ করে। কারণ উক্ত রাত্রিতে নিক্ষেপ না করিলে সে মিথ্যাবাদী হইয়া পড়ে, এই জন্য এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। এইরূপ যখন গোকুলীয়া গোঁসাই প্রাণত্যাগ করে, তখন তাহার শিষ্যগণ বলে যে গোঁসাই মহাত্মা-লীলা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। স্বামিনারায়ণ মতাবলম্বীদিগের গোঁসাইদের উপদেশ দিবার জন্য "শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম" এই একই মন্ত্র আছে। ইহার অর্থ তাহারা এইরূপ করে—"শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণ অর্থাৎ আমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত।" পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণ প্রাপ্ত অর্থাৎ আমার শরণাগত" এইরূপ অর্থও হইতে পারে। এই সকল মতাবলম্বিগণ উটপটাং শাস্ত্রবিরুদ্ধ বাক্য রচনা করে। কারণ তাহারা বিদ্যাহীন বলিয়া উহাদিগের বিদ্যা সম্পর্কীয় নিয়মসমূহের অভিজ্ঞতা নাই।

প্রশ্ন—মাধ্ব মত তো উত্তম?

উত্তর—অন্যমতাবলম্বী যেরূপ মাধ্বমতও তদ্রূপ; কারণ তাহারাও চক্রাঙ্কিত হয়। তাহাদের এবং চক্রাঙ্কিতদিগের মধ্যে পার্থক্য এই যে রামানুজীয়গণ একবার এবং মাধ্বগণ প্রতিবর্ষে বারংবার চক্রাঙ্কিত হইয়া থাকে। চক্রাঙ্কিতগণ ললাটে পীতরেখা এবং মাধ্বগণ কৃষ্ণবর্ণ রেখা অঙ্কিত করে। এক মাধ্ব পণ্ডিতের সহিত কোন এক মহাত্মার শাস্ত্রালাপ হইয়াছিল।

মহাত্মা—তোমরা এই কৃষ্ণবর্ণ রেখা এবং (চান্দলা) তিলক কেন অঙ্কিত করিয়াছ?

শাস্ত্রী—ইহা অঙ্কিত করিলে আমি বৈকুণ্ঠে যাইব এবং শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ কৃষ্ণ ছিল বলিয়া আমরা তিলক কৃষ্ণবর্ণ করিয়া থাকি।

মহাত্মা—যদি কৃষ্ণবর্ণ রেখা এবং তিলক অঙ্কিত করিতে তুমি বৈকুণ্ঠে যাও, তাহা হইলে সমস্ত মুখ কৃষ্ণ করিলে কোথায় যাইবে? বৈকুণ্ঠকেও কি পার হইয়া যাইবে? শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত দেহ কৃষ্ণ ছিল, সুতরাং তোমরাও সমস্ত শরীর কৃষ্ণবর্ণ কর তবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাদৃশ্য হইতে পারে। এজন্য ইহাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব মত সদৃশ।

প্রশ্ন—লিঙ্গাঙ্কিতের মত কিরূপ?

উত্তর—চক্রাঙ্কিতের যেরূপ। চক্রাঙ্কিত যেরূপ চক্রেরা দ্বারা অঙ্কিত হয় এবং নারায়ণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও মানে না তদ্রূপ লিঙ্গাঙ্কিতগণ লিঙ্গাকৃতি দ্বারা অঙ্কিত হয় এবং মহাদেব ভিন্ন অন্য কাহাকেও মানে না। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে লিঙ্গাঙ্কিতগণ পাষাণের এক লিঙ্গকে সুবর্ণ অথবা রৌপ্যে জড়িত করিয়া গলদেশে রাখে। যখন জল পান করে তখনও তাহাকে দেখাইয়া পান করে। তাহাদিগের মন্ত্রও শৈবদিগের তুল্য।

ব্রাহ্ম-সমাজ এবং প্রার্থনা-সমাজ।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজ উত্তম কি না?

উত্তর—কোন কোন বিষয়ে উত্তম এবং অনেক বিষয়ে মন্দ।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজের নিয়মসকল অতি উত্তম বলিয়া তাহা সর্ব্বোত্তম বলিতে হইবে।

উত্তর—সর্ব্বাংশে নিয়ম উত্তম নহে। কারণ বেদবিদ্যাহীন লোকেরা সত্য কল্পনা করিতে কিরূপে সমর্থ হইতে পারে? ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজ সম্বন্ধীয় লোকেরা খৃষ্টিয়ান মতাবলম্বী হইতে অল্প-সংখ্যক লোককে রক্ষা করিয়াছেন, পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজাও কতক পরিমাণে নিরস্ত করিয়াছেন এবং অন্য অলীক গ্রন্থের ভ্রমজাল হইতেও কতক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন। এই সকল বিষয় উত্তম দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু (১) ইঁহাদের স্বদেশভক্তি অতিশয় শিথিল, খৃষ্টিয়ানদিগের আচরণ ইঁহারা অনেক অনুকরণ করেন এবং বিবাহাদির নিয়মও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। (২) স্বদেশের প্রশংসা এবং পূর্ব্বকালীন লোকদিগের গৌরব করা দূরে থাকুক, বরং তৎপরিবর্ত্তে পেট ভরিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন এবং দৃষ্টান্ত স্থলে খৃষ্টিয়ান ইংরাজদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাদি মহর্ষিদিগের নাম গ্রহণও করেন না। এমন কি এইরূপও বলেন যে সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত ইংরাজ ব্যতিরেকে কেহই বিদ্বান্ হন নাই। আর্য্যাবর্ত্তীয় লোক চিরকাল হইতেই মূর্খ থাকিয়া আসিতেছে এবং কখন ইহাদিগের উন্নতি হয় নাই। (৩) বেদাদির প্রতিষ্ঠা দূরে থাকুক, পরন্তু নিন্দা করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। ব্রাহ্ম-সমাজ সম্বন্ধীয় পুস্তকে সাধুদিগের সংখ্যায় "ঈসা", "মূসা", "মহম্মদ", "নানক" এবং "চৈতন্য" লিখিত আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে ইহারা যাঁহাদের নাম লিখিয়াছেন তাঁহাদের মতে নিজের মতাবলম্বী। আচ্ছা, যখন আর্য্যাবর্ত্তে উৎপন্ন হইয়াছ, এই দেশের অন্ন ও জল পান করিয়াছ এবং এখনও করিতেছ তখন নিজের মাতা, পিতা ও পিতামহের অবলম্বিত ধর্ম্মমার্গ ত্যাগ করিয়া অন্য বিদেশীয়দিগের মতের উপর অধিক আসক্ত হওয়া এবং ব্রাহ্ম-সমাজীয় ও প্রার্থনাসমাজীয় লোকদিগের দেশস্থ সংস্কৃত-বিদ্যাহীন হইয়াও আপনাদিগকে বিদ্বান্ বলিয়া প্রকাশিত করা ও ইংরাজী ভাষা পাঠ মাত্রেই পণ্ডিতাভিমানী হইয়া সহসা মতবিশেষ প্রচার করা কিরূপে লোকদিগের স্থিরতা ও উন্নতিবিধায়ক কার্য্য হইতে পারে? (৪) তাঁহারা ইংরাজ, যবন এবং অন্ত্যজাদির সহিতও পান-ভোজনে প্রভেদ রাখেন নাই। ইঁহারা বুঝিয়া থাকিবেন যে সকলের সহিত পান, ভোজন দ্বারা এবং জাতি-ভেদ উঠাইয়া দিলেই আমাদের এবং আমাদের দেশের সংশোধন হইয়া যাইবে। পরন্তু ইহা দ্বারা সংশোধন দূরে থাকুক্ বরং বিপরীত ভাবে বিকৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। (৫)

প্রশ্ন—জাতিভেদ ঈশ্বরকৃত অথবা মনুষ্যকৃত?

উত্তর—ঈশ্বর হইতেও বটে এবং মনুষ্য হইতেও বটে।

প্রশ্ন—ঈশ্বরকৃত কিরূপ এবং মনুষ্যকৃতই বা কিরূপ?

উত্তর—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, জলজন্তু আদি জাতি সকল ঈশ্বরকৃত। যেরূপ পশুদিগের মধ্যে গো, অশ্ব এবং হস্তী আদি; বৃক্ষমধ্যে, অশ্বত্থ বট ও আম্রাদি; পক্ষীগণ মধ্যে হংস, কাক ও বকাদি এবং জলজন্তুদিগের মধ্যে মৎস্য ও কুম্ভীরাদি জাতিভেদ আছে তদ্রূপ মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্ত্যজাদি জাতিভেদ। ঈশ্বরকৃত পরন্তু মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি সামান্য জাতি নহে; কিন্তু সামান্য বিশেষাত্মক জাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় যেরূপ লিখিত হইয়াছে তদ্রূপ গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব দ্বারাই বর্ণব্যবস্থা মানিতে হইবে। উহাদিগের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব হইতে পূর্ব্বোক্তানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদি বর্ণের পরীক্ষাপূর্ব্বক ব্যবস্থা করা রাজা এবং বিদ্বান্‌দিগের কার্য্য বলিয়া ইহা মনুষ্যকৃত হইয়াছে। ভোজনভেদও ঈশ্বরকৃত এবং মনুষ্যকৃত। সিংহ মাংসাহারী এবং মৃগ ও মহিষাদি তৃণাদি আহার করে; ইহা ঈশ্বরকৃত। দেশ, কাল এবং বস্তু ভেদে ভোজনভেদ মনুষ্যকৃত।

প্রশ্ন—দেখুন ইউরোপবাসী লোকেরা মোজা, জুতা, কোট ও পেণ্ট পরিধান করে এবং হোটেলে সকলের হস্তে ভোজন করে বলিয়া উহারা নিজেদের উন্নতি করিতে সমর্থ হয়।

উত্তর—তোমাদের ইহা ভ্রম। কারণ মুসলমান এবং অন্ত্যজগণ সকলের হস্তে ভোজন করে তথাপি উহাদিগের উন্নতি হয় না কেন? ইউরোপবাসিগণ বাল্যাবস্থায় বিবাহ করেন না, বালক ও বালিকাদিগকে সুশিক্ষা দেন ও দেওয়ান, স্বয়ম্বর বিবাহ করেন, খারাপ উপদেশ দেন না, বিদ্বান্ হইয়া যে কোন ভ্রমজালে পতিত হন না, যাহা কিছু করেন তাহা পরস্পর বিচার করিয়া ঠিক করেন, আপনার জাতির উন্নতির জন্য দেহ, মন ও ধন ব্যয় করেন এবং আলস্য ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা উদ্যোগী হইয়া থাকেন। দেখ ইহারা কার্য্যালয়ে (আফিসে) এবং আদালতে স্বদেশ-নির্ম্মিত জুতা লইয়া যাইতে অনুমতি করেন কিন্তু এতদ্দেশীয় জুতা লইয়া যাইতে নিষেধ করেন। ইহা হইতে বুঝিয়া লও যে ইহারা স্বদেশ-নির্ম্মিত জুতারও কতদূর সম্মান ও আদর করেন, অন্য দেশস্থ মনুষ্যেরও তদ্রূপ করেন না। দেখ, একশত বৎসরের কিছু অধিক হইল ইউরোপীয়গণ এই দেশে আসিয়াছেন। তথাপি স্বদেশে যেরূপ ঘন বস্ত্র পরিধান করিতেন এখনও সেরূপ পরিধান করেন এবং স্বদেশের রীতি নীতি তাঁহারা ত্যাগ করেন নাই কিন্তু তোমরা অনেকেই তাঁহাদের অনুকরণ করিতেছ। এইজন্য তোমরা নিজকে নির্বুদ্ধি ও উঁহাদিগকে বুদ্ধিমান্ মনে কর। অনুকরণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। ইহারা যে যে কর্ম্মে থাকেন তাহা যথোচিত সম্পাদন করেন, সর্ব্বদাই আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকেন এবং ব্যবসায়াদিতে স্বদেশবাসীদিগের সহায়তা করেন। এই সকল গুণবশতঃ এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট কার্য্যবশতঃ তাঁহাদের উন্নতি হইয়া থাকে। আবৃত জুতা, কোট ও পেণ্ট পরিধান এবং হোটেলে পান-ভোজনাদি সাধারণ ও অসৎ কার্য্য দ্বারা উন্নতি হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদও আছে। দেখ কোন ইউরোপীয় যত বড়ই অধিকার প্রাপ্ত এবং প্রতিষ্ঠাবান হউন না কেন তাঁহার যখন অন্য দেশস্থ ও ভিন্নমতাবলম্বীর কন্যার সহিত অথবা ইউরোপীয় কন্যার অন্যদেশবাসীর সহিত বিবাহ হয় তখন নিমন্ত্রণ-স্থলে একত্র বসিয়া ভোজন এবং বিবাহাদির সময় ইহারা অন্য লোকের প্রবেশ নিবারণ করেন। ইহা জাতিভেদ নহে তো কি? তোমরা সরল-বুদ্ধি বলিয়া ইহারা তোমা-

দিগকে প্রতারণা করিয়া বলেন যে "আমাদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই" এবং তোমরাও আপনার মূর্খতা বশতঃ বিশ্বাস করিয়া লও। এইজন্য যাহা করিতে হইবে তাহা বিবেচনা-পূর্ব্বক করা উচিত তাহা হইলে পরে আর অনুতাপ করিতে হয় না। দেখ, রোগীর জন্যই বৈদ্য ও ঔষধের প্রয়োজন। নীরোগের জন্য নয়। বিদ্বান্ ব্যক্তি নীরোগ এবং বিদ্যারহিত ব্যক্তি অবিদ্যারোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। সত্য বিদ্যা এবং সত্যোপদেশই উহার রোগ মোচনের জন্য হইয়া থাকে। ইঁহাদিগের অবিদ্যাবশতঃ এই রোগ—যে ভোজন ও পানেই ধর্ম্ম থাকে ও যায় এইরূপ বিশ্বাস করা। কাহাকেও ভোজন ও পানে অনাচার করিতে দেখিলে বলে ও বিশ্বাস করে যে সে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়াছে। এই-রূপ লোকের কথা তোমরা মানিও না, উহাদিগের নিকট উপবেশন করিও না এবং তাহাদিগকে আপনাদের নিকট বসিতে দিও না। এখন বল যে তোমাদের বিদ্যা কি স্বার্থের জন্য না পরমার্থের জন্য। যদি তোমাদের বিদ্যা হইতে উক্তবিধ অজ্ঞানীদের লাভ হইত, তাহা হইলেই পরমার্থের জন্য হইত। যদি বল যে উহারা গ্রহণ করে না আমরা কি করিব? ইহা তোমাদের দোষ তাহাদের নহে। কারণ যদি তোমরা নিজেদের আচরণ উত্তম রাখিতে, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের সহিত প্রীতি করিয়া উপকৃত হইত। অতএব তোমরা সহস্র সহস্র লোকের উপকার নাশ করিয়া আপনাদিগকে সুখী করিয়াছ ইহা তোমাদিগের মহা অপরাধ। কারণ পরোপকার করাই ধর্ম্ম এবং পরের অনিষ্ট করাই অধর্ম্ম বলা যায়। এই জন্য যথাযোগ্য ব্যবহার করতঃ বিদ্বানেরা অজ্ঞানীদিগকে দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিবার জন্য নৌকাস্বরূপ হওয়া উচিত। কোনক্রমে মূর্খের ন্যায় কাজ করা উচিত নয়, পরন্তু যেরূপে তাহাদের ও নিজেদের প্রতিদিন উন্নতি হয় সেইরূপ কাজ করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন—আমারা কোন পুস্তক ঈশ্বর প্রণীত অথবা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না। কারণ মনুষ্যের বুদ্ধি অভ্রান্ত নহে বলিয়া তৎপ্রণীত সমস্ত গ্রন্থই ভ্রান্ত। এইজন্য আমরা সকল স্থান হইতে সত্য গ্রহণ করি এবং অসত্য ত্যাগ করি। বেদ, বাইবেল, কোরাণ অথবা অন্য যে কোন গ্রন্থেই হউক, সকল স্থলেই সত্য আমাদের গ্রহণীয় এবং কোন গ্রন্থের অসত্য গ্রহণযোগ্য নহে।

উত্তর—যে যুক্তিবশতঃ তোমরা সত্যগ্রাহী হইতে ইচ্ছা করিতেছে, সেই যুক্তি দ্বারাই তোমরা অসত্যগ্রাহী প্রতিপন্ন হইতেছ। কারণ যখন সকল মনুষ্যই ভ্রান্তিরহিত হইতে পারে না, তখন তোমরাও মনুষ্য বলিয়া ভ্রান্তিরহিত নহ। ভ্রান্তিযুক্তের বচন সর্ব্বাংশে প্রামাণিক নহে; সুতরাং তোমাদিগের বাক্যেও বিশ্বাস হইবে না এবং তাহাতে সর্ব্বদাই শ্রদ্ধা করা উচিত নহে; বরং বিষযুক্ত অন্নের ন্যায় পরিহার্য্য। এইরূপে তোমাদিগের রচিত ব্যাখ্যান পুস্তকসকলও কাহারও প্রমাণ স্বরূপ মনে করা উচিত নহে। "চতুর্ব্বেদী মহাশয় ষড়্বেদী হইতে গিয়া নিজের দুই বেদ হারাইয়া দ্বিবেদী হইয়া পড়িলেন।" অন্য মনুষ্য যেরূপ সর্ব্বজ্ঞ নহে, তদ্রূপ তোমরাও সর্ব্বজ্ঞ নহ। কখন ভ্রমবশতঃ অসত্যের গ্রহণ ও সত্যের পরিহারও করিতে পার। এইজন্য আমরা অল্পজ্ঞ বলিয়া আমাদিগের পরমাত্মার বচনেরই সহায়তা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বেদব্যাখ্যান সময়ে যেরূপ লিখিয়া আসিয়াছি, তোমাদিগেরও তদ্রূপ মানা আবশ্যক। অন্যথা "যতো ভ্রষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" (সর্ব্বপ্রকার ভ্রষ্ট) হইতে হইবে। বেদে যখন সকল সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যখন উহাতে অসত্যের লেশমাত্রও নাই, তখন উহা গ্রহণ

করা বিষয়ে শঙ্কা করা কেবল নিজের এবং পরের অনিষ্ট করা মাত্র। এই কারণেই আর্য্যাবর্ত্তীয়গণ তোমাদিগকে আপনার বলিয়া মনে করে না এবং এই জন্যই তোমরা আর্য্যাবর্ত্তের উন্নতির কারণ হইতে পারে না। কারণ তোমরা মনে করিয়াছ যে স্বদেশ যেন ভিক্ষুক এবং বুঝিয়াছ যে এইরূপে তোমরা আপনাদিগের এবং পরের উপকার করিতে পারিবে। তাহা পারিবে না। যেরূপ কোন পরিবারে মাতা এবং পিতা দুইজনেই কেবল সমস্ত পরিবারস্থ সন্তানদিগের পালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সকলের পালন করা অসম্ভব মনে করা হেতু আপনাদিগের সন্তানদিগকেও বিনষ্ট করিয়া বসিয়াছিল তদ্রূপ তোমাদিগের গতি হইবে। আচ্ছা বেদাদি সত্যশাস্ত্র বিশ্বাস না করিলে তোমরা কি আপনাদিগের বাক্যের সত্যাসত্যতার পরীক্ষা এবং আর্য্যাবর্ত্তের উন্নতি কখন করিতে পারিবে? দেশের যে রোগ উপস্থিত, তোমাদিগের নিকট তাহার ঔষধ নাই। ইউরোপীয়গণ তোমাদিগের অপেক্ষা করেন না এবং আর্য্যাবর্ত্তীয়গণ তোমাদিগকে ভিন্ন বুদ্ধি বলিয়া মনে করেন। এক্ষণেও বুঝিয়া যদি বেদাদির মান্য করতঃ দেশোন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলেও উত্তম হয়। তোমরা বলিয়া থাক যে পরমেশ্বর হইতে সমস্ত সত্য প্রকাশিত হয়। তবে ঈশ্বরকর্তৃক ঋষিদিগের আত্মায় প্রকাশিত সত্যার্থস্বরূপ বেদ কেন বিশ্বাস কর না? হাঁ এই কারণ হইতে পারে যে বেদ পাঠ কর নাই এবং পড়িবার ইচ্ছাও করে না। সুতরাং তোমাদিগের কিরূপে বেদোক্ত জ্ঞান হইতে পারে? (৬) তদ্ভিন্ন খৃষ্টিয়ান এবং মুসলমানগণ যেরূপ বিশ্বাস করে, তদ্রূপ তোমরাও উপাদান কারণ ব্যতিরেকেও জগতের উৎপত্তি বিশ্বাস কর এবং জীবকেও উৎপন্ন মনে কর। সৃষ্ট্যুৎপত্তি এবং জীবেশ্বরের ব্যাখ্যা স্থলে ইহার উত্তর দেখিতে হইবে। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব এবং উৎপন্ন বস্তুর নাশ না হওয়াও তদ্রূপ অসম্ভব। ইহাও তোমাদিগের দোষ যে পশ্চাত্তাপ এবং প্রার্থনা হইতে পাপের নিবৃত্তি হয় মনে কর। এই বিশ্বাস হইতেই জগতে অনেক পাপের বৃদ্ধি হইয়াছে। কারণ পৌরাণিকগণ তীর্থাদি যাত্রা হইতে, জৈনগণও নবকার মন্ত্র জপ ও তীর্থাদি হইতে, খৃষ্টিয়ানগণ খৃষ্টে বিশ্বাস হইতে এবং মুসলমানগণ "তোবা তোবা" করাতে ভোগ ব্যতিরেকেও পাপের খণ্ডন হইয়া থাকে এইরূপ বিশ্বাস করে। এইজন্য পাপ হইতে ভয় না করাতে পাপের প্রবৃত্তি অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বিষয়ে ব্রাহ্ম এবং প্রার্থনাসমাজীয়গণ পৌরাণিকদিগের সহিত তুল্যাবস্থ। বেদ শ্রবণ করিলে বিশ্বাস হইত যে ভোগ ব্যতিরেকে পাপের নিবৃত্তি হয় না এবং তাহা হইলে পাপ হইতে ভয় হইত ও সর্ব্বদা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিত। ভোগ ব্যতিরেকে পাপের নিবৃত্তি স্বীকার করিলে ঈশ্বর অন্যায়কারী হইয়া পড়েন। (৮) তোমরা জীবের যে অসীম উন্নতি বিশ্বাস কর, তাহা কখনও হইতে পারে না, কারণ সীমাবিশিষ্ট জীবের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবের ফলও অবশ্য সীমাবিশিষ্ট হইবে।

প্রশ্ন—পরমেশ্বর দয়ালু বলিয়া অসীম কর্ম্মের অসীম ফল দিবেন।

উত্তর—তদ্রূপ করিলে পরমেশ্বরের ন্যায়শীলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং কেহই সৎকর্ম্মের উন্নতি করিবে না। কারণ পরমেশ্বর অল্প সৎকর্ম্মেও অনন্ত ফল দিবেন এবং পশ্চাত্তাপ ও প্রার্থনা দ্বারা যত অধিকই পাপ হউক না সমস্ত খণ্ডিত হইয়া যাইবে এইরূপে বিশ্বাস বশতঃই ধর্ম্মের হানি এবং পাপ কর্ম্মের বৃদ্ধি হইতেছে।

প্রশ্ন—আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানকে বেদ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করি এবং নৈমিত্তিক জ্ঞানকে

তদ্রূপ মনে করি না। কারণ পরমেশ্বরের দত্ত স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদের না থাকিলে বেদেরও অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, অর্থবোধ ও অর্থব্যাখ্যা কিরূপে হইতে পারিত? এইজন্য আমাদের মত উৎকৃষ্ট।

উত্তর—তোমাদের একথা নিরর্থক। কারণ যে জ্ঞান কাহাকেও দেওয়া হয় উহা স্বাভাবিক হইতে পারে না। সহজ জ্ঞানই স্বাভাবিক হইয়া থাকে এবং উহার হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে না ও কেহই তাহার উন্নতি করিতে পারে না। কারণ মনুষ্যেও স্বাভাবিক জ্ঞান আছে কিন্তু তথাপি উহারা আপনাদিগের উন্নতি করিতে পারে না। নৈমিত্তিক জ্ঞানই উন্নতির কারণ। দেখ! তোমরা এবং আমরা বাল্যাবস্থায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই যথার্থ বুঝিতাম না, পরে যখন বিদ্বানের নিকট শিক্ষা করিলাম তখনই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে লাগিলাম। এইজন্য স্বাভাবিক জ্ঞানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করা ঠিক নহে। (৯) তোমরা যে পূর্ব্ব ও পরজন্ম স্বীকার কর না, উহা খৃষ্টিয়ান এবং মুসলমানদের নিকট হইতে লইয়া থাকিবে। পুনর্জন্ম ব্যাখ্যাস্থলে উহার উত্তর বুঝিতে হইবে। পরন্তু এইমাত্র বুঝিয়া লও যে জীব শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য এবং উহার কর্ম্মও প্রবাহস্বরূপ নিত্য। কর্ম্ম ও কর্ম্মবানের সম্বন্ধ নিত্য। জীব কি কোনস্থলে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে অথবা থাকিবে? তোমাদিগের কথানুসারে পরমেশ্বরও নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়েন। পূর্ব্বাপর জন্ম স্বীকার না করিলে কৃতহানি অকৃতাভ্যাগম, নৈর্ঘৃণ্য এবং বৈষম্য দোষও ঈশ্বরে আসিয়া পড়ে। কারণ জন্ম না হইলে পাপপুণ্যের ফলভোগের হানি হইয়া যায়। অপরের যেরূপ সুখ, দুঃখ লাভ অথবা হানি করা হইয়াছে, তাহার তদ্রূপ ফল শরীরধারণ ব্যতিরেকে হইতে পারে না। অপরন্তু পূর্ব্ব-জন্মের পাপ ও পুণ্য ব্যতিরেকে ইহজন্মে সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তি কিরূপে হইতে পারে? যদি পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্যানুসারে না হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বর অন্যায়কারী হইয়া পড়েন। তদ্ব্যতীত কর্ম্মের ফল ভোগ ব্যতিরেকে নাশের সমান হইয়া যায়। এই জন্য তোমাদের এই সকল কথা উত্তম নহে। (১০) আর ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য দিব্যগুণবিশিষ্ট পদার্থকে এবং বিদ্বান্‌দিগকে দেব বলিয়া না মানাও উচিত নহে; কারণ পরমেশ্বর মহাদেব; অন্য দেব না থাকিলে তাঁহাকে সকল দেবের স্বামী মহাদেব কিরূপে বলা যাইতে পারে? (১১) অগ্নিহোত্রাদি পরোপকারক কার্য্য সকলকে কর্ত্তব্য বলিয়া না মনে করাও উত্তম নহে। (১২) ঋষি ও মহর্ষিদিগের কৃত উপকার মনে না করিয়া ঈসা আদিতে অনুরক্ত হওয়া উত্তম নহে। (১৩) বিনা কারণে বেদবিদ্যোপদিষ্ট ভিন্ন অন্য কার্য্য বিদ্যাসকলের প্রবৃত্তি কারণ মনে করা সর্ব্বথা অসম্ভব। (১৪) বিদ্যার চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞোপবীত এবং শিখা ত্যাগ করিয়া মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদের মত আচরণ করাও ব্যর্থ। যখন পেন্টুলান আদি বস্ত্র পরিধান করিতেছে এবং "মেডাল" পাইবার ইচ্ছা করিতেছে তখন কি যজ্ঞোপবীত আদি বড় ভার হইয়া গিয়াছে? (১৫) ব্রহ্মার পরে আর্য্যাবর্ত্তে অনেক বিদ্বান্ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়া ইউরোপীয়দের স্তুতিকরা পক্ষপাত এবং তোষামোদ ব্যতিরেকে আর কি বলা যাইতে পারে? (১৬) বীজাঙ্কুরের তুল্য জড় ও চেতনের যোগবশতঃ জীবোৎপত্তি স্বীকার করা, উৎপত্তির পূর্ব্বে জীবতত্ত্ব স্বীকার না করা, এবং উৎপন্ন-নাশ স্বীকার না করা, এ সমস্ত পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ। যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে জড় এবং চেতন ছিল না, তবে জীব কোথা হইতে আসিল এবং সংযোগ কাহার হইল? এই উভয়কে

যদি সনাতন মানি তবেই ঠিক বটে, পরন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কোন তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার না করা তোমাদিগের ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এইজন্য যদি উন্নতি করিতে ইচ্ছা কর তবে "আর্য্য-সমাজের" সহিত যোগ দাও এবং তাহার উদ্দেশ্যানুসারে আচরণ করা স্বীকার কর। নচেৎ কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবে না। যে দেশের পদার্থ দ্বারা নিজেদের শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, এখন পোষণ হইতেছে এবং পরে হইবে; দেহ, মন ও ধন দ্বারা সকলে মিলিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাহার উন্নতিসাধন করা তোমাদের ও আমাদের সকলেরই অতি কর্ত্তব্য। এই জন্য আর্য্যসমাজ যেরূপ আর্য্যাবর্ত্ত দেশের উন্নতির কারণ তদ্রূপ অন্য কোন সমাজ হইতে পারে না। যদি এই সমাজের যথাবৎ সহায়তা কর, তবে উত্তম হয়, কারণ সমাজের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করা সমূহের কার্য্য, একের নহে।

প্রশ্ন—আপনি সকলেরই খণ্ডন করিয়া আসিতেছেন, পরন্তু নিজের নিজের ধর্ম্মে সকলেই উত্তম। কাহারও খণ্ডন করা উচিত নহে এবং যদি করেন তাহা হইলে আপনি ইহাদের হইতে বিশেষ কি কহিতেছেন? আপনি যে এত বলিতেছেন তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে আপনা হইতে কেহ অধিক অথবা তুল্য ছিল না এবং নাই? আপনার এরূপ অভিমান করা উচিত নহে। কারণ পরমাত্মার সৃষ্টিতে ব্যক্তি বিশেষ অপেক্ষা অনেকে শ্রেষ্ঠ, তুল্য এবং ন্যূন আছেন। অতএব এরূপ গর্ব্ব করা উচিত নহে।

উত্তর—ধর্ম্ম সকলের পক্ষে এক অথবা অনেক? যদি বল যে অনেক, তাহা হইলে একে অপরের সহিত বিরুদ্ধ অথবা অবিরুদ্ধ? যদি বল বিরুদ্ধ তবে একটী ব্যতিরেকে অপর ধর্ম্ম হইতে পারে না এবং যদি বল যে অবিরুদ্ধ হয়, তবে পৃথক্ পৃথক্ হওয়া ব্যর্থ। এই জন্য ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এক হইয়া থাকে, অনেক নহে। আমি এইরূপ বলিতেছি যে যদি কোন রাজা সকল সম্প্রদায়ের উপদেশককে একত্র করেন তাহা হইলে এক সহস্রের ন্যূন হয় না। পরন্তু ইহাদের মুখ্য দল পুরাণী (পৌরাণিক), কিরাণী (খ্রীষ্টিয়ান), জৈনী এবং কোরাণী (মুসলমান), এই চারটীই আছে। কারণ সকল সম্প্রদায়ই এই চারি মতের মধ্যে আসিয়া পড়ে। যদি কোন রাজা উহাদিগের সভা করিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া প্রথম বামমার্গীকে জিজ্ঞাসা করেন "মহাশয়! আজ পর্য্যন্ত আমি কোন গুরু কিম্বা ধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই। সকল ধর্ম্মের মধ্যে কোন ধর্ম্ম উত্তম আপনি বলিয়া দিন, আমি সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।"

বামমার্গী—আমাদের।

জিজ্ঞাসু—অন্য নয় শত নিরানব্বইটী (৯৯৯) কিরূপ?

বামমার্গী—সকলেই মিথ্যাবাদী ও নরকগামী। কারণ "কৌলাৎ পরতরন্নাস্তি" এই বচন প্রমাণে আমাদের ধর্ম্ম অপেক্ষা উত্তম কোন ধর্ম্ম নাই।

জিজ্ঞাসু—আপনাদের ধর্ম্ম কি?

বামমার্গী—ভগবতীকে শ্রদ্ধা করা, মদ্য মাংসাদি পঞ্চ মকারের সেবন এবং রুদ্র যামল প্রভৃতি চতুঃষষ্টি তন্ত্রে বিশ্বাস করা ইত্যাদি। যদি তুমি মুক্তির ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমাদের শিষ্য হইয়া পড়।

জিজ্ঞাসু—আচ্ছা, কিন্তু অন্যান্য মহাত্মাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। তারপর আমার যাহার প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রীতি হইবে তাহারই শিষ্য হইব।

বামমার্গী—অহে কেন ভ্রান্তিতে পতিত হইবে! এই সকল লোক তোমাকে প্রতারণা করিয়া তাহাদের জালে তোমাকে পতিত করিবে। কাহারও নিকট যাইও না; আমার শরণাগত হও; নতুবা পরে অনুতাপ করিতে হইবে। দেখ! আমাদের মতে ভোগ এবং মোক্ষ উভয়ই আছে।

জিজ্ঞাসু—বেশ, দেখিয়া-তো আসি।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল এবং শৈবের নিকট গিয়াজিজ্ঞাসা করিল। সেও তদ্রূপ বলিল। এই মাত্র বিশেষ বলিল যে শিব, রুদ্রাক্ষ, ভস্ম-ধারণ এবং লিঙ্গ অর্চ্চনা ভিন্ন কখনও মুক্তি হইতে পারে না। সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া নবীন বেদান্তীব নিকট উপস্থিত হইল।

জিজ্ঞাসু—বলুন মহাশয়, আপনার ধর্ম্ম কি?

বেদান্তী—আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই মানি না। আমি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, আমাতে আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কোথায়? এ সমস্ত জগৎ মিথ্যা। যদি জ্ঞানী শুদ্ধচেতন হইতে চাহ তবে আপনাকে ব্রহ্ম মনে কর এবং জীবভাব ত্যাগ কর, তাহা হইলেই নিত্য মুক্ত হইয়া যাইবে।

জিজ্ঞাসু—যদি তুমি ব্রহ্ম এবং নিত্য মুক্ত হইয়া থাক, তবে ব্রহ্মের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব তোমাতে কেন নাই? আর শরীরেই বা কেন বদ্ধ রহিয়াছ?

বেদান্তী—তুমি শরীর দেখিতেছ এই জন্য তুমি ভ্রান্ত, আমি ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কিছুই দেখিতেছি না।

জিজ্ঞাসু—দর্শক তুমি, কে এবং কাহাকে দর্শন করিতেছ?

বেদান্তী—দর্শক ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মকেই ব্রহ্ম দেখিতেছেন।

জিজ্ঞাসু—তবে কি দুই ব্রহ্ম?

বেদান্তী—না, আপনাকেই আপনি দেখিতেছেন।

জিজ্ঞাসু—কেহ কি নিজের স্কন্ধে নিজে উঠিতে পারে? তোমার কথা কিছুই নয়, কেবল পাগলের প্রলাপ মাত্র।

সে অগ্রসর হইয়া জৈনদিগের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। সেও এইরূপ বলিল, পরন্তু এই মাত্র বিশেষ বলিল যে. "জিন ধর্ম্ম" ব্যতিরেকে অন্য ধর্ম্ম মিথ্যা। জগতের কর্ত্তা অনাদি ঈশ্বর কেহ নাই. জগৎ অনাদি কাল হইতে এরূপই রচিত আছে এবং থাকিবে। তুমি আমার শিষ্য হও কারণ আমি সম্যক্ত্বী অর্থাৎ সকল প্রকারে উত্তম। ভাল বিষয় সকল মানিয়া থাকি। জৈনমার্গ ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। পরে সে অগ্রবর্ত্তী হইয়া খৃষ্টিয়ানের নিকট গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল। সেও বামমার্গীর তুল্য সমস্ত প্রশ্নোত্তর করিল। কিন্তু এই মাত্র প্রভেদ বলিল যে "সকল মনুষ্যই পাপী, আপনার সামর্থ্য হইতে পাপ খণ্ডন হয় না; ঈশায় বিশ্বাস ভিন্ন পবিত্র হইয়া মুক্তি লাভ হইতে পারে না। ঈশা সকলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজের প্রাণ দিয়া দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তুমি আমার শিষ্য হইয়া যাও"। জিজ্ঞাসু শুনিয়া মৌলবী সাহেবের নিকট গেল। তাহার সহিত উক্তরূপ প্রশ্নোত্তর হইল। সে এইমাত্র বিশেষ বলিল যে পরমেশ্বর অদ্বিতীয়,

তাঁহার পয়গম্বর মহম্মদ এবং পবিত্র কোরাণে বিশ্বাস ভিন্ন কেহ মুক্তি পাইতে পারে না। যে এই ধর্ম্ম বিশ্বাস না করে সে নারকী নাস্তিক ও বধযোগ্য হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসু তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবের নিকট গমন করিল এবং সেইরূপই কথোপকথন হইল। সে এই মাত্র বিশেষ বলিল "আমার তিলক ও ছাপ দেখিয়া যমরাজ ভীত হয়"। জিজ্ঞাসু মনে মনে বুঝিল যে, যখন মশক, মক্ষিকা, পুলিশের সিপাহী, চোর, দস্যু এবং শত্রুও ভীত হয় না, তখন যমরাজের দূতগণ কেন ভীত হইবে? সে পুনরায় অগ্রে চলিল। এই সকল মতাবলম্বী আপনার মত সত্য বলিল। কেহ কবীর, কেহ নানক, কেহ দাদূ, কেহ বল্লভ, কেহ সহজানন্দ এবং কেহ মাধব আদিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অবতার বলিল। এইরূপে সহস্র লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া উহাদের একের সহিত অপরের বিরোধ দেখিয়া বিশেষরূপে নিশ্চয় করিল যে ইহাদের মধ্যে কেহই গুরু হইবার যোগ্য নহে। কারণ এক একটি মিথ্যা সম্বন্ধে ৯৯৯ নয় শত নিরানব্বই জন সাক্ষ্য দিয়াছে। মিথ্যাবদী দোকানদার, বেশ্যা এবং বেশ্যাসেবীরা যেমন নিজেদের বস্তুর গৌরব করে এবং অপরের নিন্দা করে তাহাদিগকেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ। শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ১
তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তান্তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ২

মুণ্ডক ১। খঃ ২। মঃ ১২। ১৩॥

উক্ত সত্য বিজ্ঞানার্থ সমিৎপাণি হইয়া অর্থাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া অরিক্ত হস্তে, বেদবিদ্, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও পরমাত্মজ্ঞাতা গুরুর নিকট যাইবে এবং এই সকল ভ্রান্ত ও প্রতারকদিগের জালে পতিত হইবে না। এইরূপ শান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং সমীপপ্রাপ্ত জিজ্ঞাসুকে বিদ্বান্ যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যা এবং পরমাত্মার গুণ কর্ম্ম এবং স্বভাবের উপদেশ দিবেন; এবং উক্ত শ্রোতা যে যে সাধন দ্বারা ধর্ম্মার্থ কাম ও মোক্ষ এবং পরমাত্মাকে জানিতে পারে তদ্রূপ উহাকে শিক্ষা প্রদান করিবে। তখন সে উক্ত পুরুষের নিকট গিয়া বলিবে যে মহাশয় এই সকল সম্প্রদায়ীদের গোলযোগে আমার চিত্ত ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কারণ যদি ইহাদিগের মধ্যে কাহারও আমি শিষ্য হই তাহা হইলে অপর ৯৯৯ নয় শত নবনবতি সম্প্রদায় আমার শত্রু হইবে। যাহার ৯৯৯ জন শত্রু এবং একজন মাত্র মিত্র তাহার কখনও সুখ হইতে পারে না। অতএব আপনি আদেশ করুন যে কাহার মত আমি গ্রহণ করিব?

আপ্ত বিদ্বান্—এই সকল মত অবিদ্যা জনিত এবং বেদ বিরোধী। ইহারা মূর্খ, পামর এবং অজ্ঞ

মনুষ্যদিগকে প্রলোভন করিয়া আপনাদের জালে আবদ্ধ করতঃ স্বপ্রয়োজন সিদ্ধ করে। এই সকল হতভাগ্য লোক মনুষ্যজন্মের ফল রহিত করিয়া নিজেদের মনুষ্যজন্মকে ব্যর্থ করে। দেখ, যে সকল বিষয়ে এই সহস্র মতের ঐকমত্য আছে তাহাই বেদগ্রাহ্য এবং যাহাতে উহাদিগের পরস্পর বিরোধ আছে তাহাই কল্পিত, মিথ্যা, অধর্ম্ম এবং অগ্রাহ্য।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে ইহা পরীক্ষা হইবে?

আপ্ত বিদ্বান্—তুমি গিয়া এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা কর এবং উহাতে তাহাদের একমত হইয়া যাইবে।

তখন সে গিয়া উক্ত সহস্র মতাবলম্বীদিগের সভায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিল "মহাশয়গণ শ্রবণ করুন, সত্যভাষণে ধর্ম্ম হয় অথবা মিথ্যা ভাষণে?" সকলে একস্বর হইয়া বলিল যে সত্যভাষণে ধর্ম্ম এবং অসত্য ভাষণে অধর্ম্ম হয়। এইরূপে বিদ্যাপাঠে, ব্রহ্মচর্য্যকরণে, পূর্ণযুবাবস্থায় বিবাহ-করণে, সৎসঙ্গে, পুরুষার্থে এবং সত্যব্যবহারাদিকরণে ধর্ম্ম, এবং অবিদ্যা গ্রহণে, ব্রহ্মচর্য্যের অপালনে, ব্যভিচার করণে, কুসঙ্গে, অসত্য ব্যবহারে, ছলে, কপটে, হিংসায় এবং পরের হানি করণাদি কার্য্যে অধর্ম্ম হয় কি না? তখন সকলে একমত হইয়া বলিল যে বিদ্যাদি গ্রহণে ধর্ম্ম এবং অবিদ্যাদি গ্রহণে অধর্ম্ম হয়। তখন জিজ্ঞাসু সকলকেই বলিল "আপনারা এইরূপে একমত হইয়া সত্য ধর্ম্মের উন্নতি এবং মিথ্যা ধর্ম্মমার্গের হানি কেন করেন না?" তাহারা সকলে বলিল যে যদি আমরা এরূপ করি তাহা হইলে আমাদিগকে কে জিজ্ঞাসা করিবে? তদ্ব্যতীত আমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকে না ও আমাদের জীবিকা নষ্ট হইয়া যায়। তাহা হইলে আমরা যে আনন্দ ভোগ করিতেছি তাহা হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এইজন্য আমরা জানিয়াও নিজ নিজ মতের উপদেশ করি এবং আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি। কারণ "শর্করা দিয়া রুটি খাও আর কপট জালে সংসার ঠকাও" এই ব্যাপার হইয়াছে। দেখ সংসারে সত্যপরায়ণ ও সরল লোককে কেহ কিছু দেয় না এবং জিজ্ঞাসাও করে না, কিন্তু যে বঞ্চনা ও ধূর্ত্ততা করিয়া বেড়ায় তাহারই পদার্থ লাভ হয়।

জিজ্ঞাসু—যদি তোমরা এইরূপ কপটতা করিয়া লোকদিগকে প্রতারিত করিতেছ, তবে রাজা তোমাদিগকে দণ্ড দেন না কেন?

মতাবলম্বী—আমরা রাজাকেও শিষ্য করিয়া লইয়াছি। আমাদিগের "পাকা" বন্দোবস্ত ; ইহা নষ্ট হইবার নহে।

জিজ্ঞাসু—যখন তোমরা কপটতা করিয়া অন্যমতস্থ মনুষ্যদিগকে প্রতারিত করিয়া উহাদিগের হানি করিতেছ, তখন এ বিষয়ে পরমেশ্বরের সমক্ষে কি উত্তর দিবে? তদ্ব্যতীত ঘোর নরকে পতিত হইবে। সামান্য জীবনের জন্য এতদূর গুরুতর অপরাধ করা হইতে কেন নিবৃত্তি হইতেছে না?

মতাবলম্বী—তখন যাহা হয় বুঝা যাইবে। নরক এবং পরমেশ্বরের দণ্ড যখন হইবে তখন হইবে। এক্ষণে তো আমরা আনন্দ করিতেছি। সকলে প্রসন্নতার সহিত আমাদিগকে ধনাদি পদার্থ দিতেছে। আমরা তো কোনরূপ বল প্রয়োগ দ্বারা গ্রহণ করি না। তবে রাজা কেন দণ্ড দিবেন?

জিজ্ঞাসু—যদি কেহ অল্প বয়স্ক বালককে প্রলোভন দিয়া ধনাদি পদার্থ অপহরণ করে তাহা হইলে যেরূপ তাহার দণ্ড হয় তদ্রূপ তোমাদিগের কেন হয় না? কারণ:—

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ ॥

মনুঃ অঃ ২। শ্লোঃ ৫৩ ॥

যে জ্ঞানরহিত সেই বালক এবং জ্ঞানদাতাকেই পিতা ও বৃদ্ধ কহা যায়। যে বুদ্ধিমান্ এবং বিদ্বান্ সে তোমাদিগের কথায় মুগ্ধ হয় না, কিন্তু বালকের সদৃশ অজ্ঞানী লোকদিগকেই প্রতারিত কর। অতএব অবশ্যই তোমাদিগের রাজদণ্ড হওয়া উচিত।

মতাবলম্বী—যখন রাজা এবং প্রজা সকলেই আমাদিগের মতাবলম্বী, তখন কে দণ্ড দিবে? যখন সেরূপ ব্যবস্থা হইবে, তখন এ সকল ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবস্থা করা যাইবে।

জিজ্ঞাসু—তোমরা বসিয়া বসিয়া যে ধন সংগ্রহ করিতেছ তাহাতে বিদ্যাভ্যাস করিয়া যদি গৃহস্থদিগের বালক ও বালিকাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা প্রদান কর তাহা হইলে তোমাদিগের এবং গৃহস্থদিগেরও কল্যাণ হইতে পারে।

মতাবলম্বী—বাল্যাবস্থা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখ পরম্পরা ত্যাগ করিয়া বাল্যাবস্থা হইতে যুবাবস্থা পর্য্যন্ত বিদ্যাপাঠে নিযুক্ত থাকিয়া পশ্চাৎ অধ্যাপন ও উপদেশ দান করিতে চিরজন্ম পরিশ্রম করিবার আমাদের প্রয়োজন কি? বিনা যত্নেই আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হয় এবং আমরা আনন্দ ভোগ করি। ইহা ত্যাগ করিব কেন?

জিজ্ঞাসু—ইহার তো পরিণাম মন্দ। দেখ. তোমরা ভয়ানক রোগগ্রস্ত হও, শীঘ্র মৃত্যু প্রাপ্ত হও এবং বুদ্ধিমান্ লোকদিগের নিকট নিন্দিত হইয়া থাক তথাপি কেন বোঝ না।

মতাবলম্বী—ওহে ভাই!

টকা ধর্ম্মষ্টকা কর্ম্ম টকাহি পরমং পদম্।
যস্য গৃহে টকা নাস্তি হা! টকা টকৃটকায়তে ॥১॥
আনা অংশকলাঃ প্রোক্তা রূপ্যোঽসৌ ভগবান্ স্বয়ম্।
অতস্তু সর্ব্বে ইচ্ছন্তি রূপ্যং হি গুণবত্তমম্ ॥২॥

তুমি বালক, সংসারের বিষয় কিছুই বুঝ না। দেখ টাকা ব্যতিরেকে ধর্ম্ম কর্ম্ম অথবা পরম-পদ লাভ হয় না। যাহার গৃহে টাকা থাকে না, সে হায় টাকা! হায় টাকা! করিয়া থাকে এবং উত্তম পদার্থের প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে ও মনে করে যে "যদি আমার নিকট টাকা থাকিত তাহা হইলে এই উত্তম পদার্থ আমি ভোগ করিতে পাইতাম ॥১॥

লোকে যে ষোড়শ কলাযুক্ত অদৃশ্য ভগবানের নাম কথন এবং শ্রবণ করিয়া থাকে, উহা দৃষ্টিগোচর হয় না; পরন্তু ষোড়শ আনা, পয়সা এবং কৌড়ীরূপ অংশ ও কলাযুক্ত টাকাই সাক্ষাৎ

ভগবান্। এইজন্য সকলেই টাকার অন্বেষণ করিয়া থাকে, কারণ টাকা দ্বারাই সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় ॥২॥

জিজ্ঞাসু—ঠিক বটে ; তোমদিগের আন্তরিক লীলা প্রকাশ হইল। ইহাতে জগতের নাশ হইয়া থাকে। কারণ সত্যোপদেশ দ্বারা জগতের যেমন লাভ হয়, অসত্যোপদেশ দ্বারা তেমনি হানি হইয়া থাকে। তোমাদিগের যখন কেবল ধনেরই প্রয়োজন তখন "চাকরী" অথবা ব্যবসায়াদি করিয়া কেন ধন সংগ্রহ কর না ?

মতাবলম্বী—উহাতে পরিশ্রম অধিক এবং কখন কখন ক্ষতিও হইয়া থাকে। পরন্তু আমার এ লীলায় কখনই হানি হয় না, বরং সর্ব্বদাই লাভ হইয়া থাকে। দেখ, তুলসীপত্রের চরণামৃত দিয়া, ও কণ্ঠি বান্ধিয়া শিষ্য করিয়া লইলে সে চিরজন্ম পশুবৎ হইয়া যায়। পরে যেরূপ তাহাকে চালাইতে ইচ্ছা হয় তদ্রূপ চালাইতে পারা যায়।

জিজ্ঞাসু—ইহারা তোমাদিগকে কেন এত অধিক ধন দেয় ?

মতাবলম্বী—ধর্ম্ম, স্বর্গ এবং মুক্তির জন্য।

জিজ্ঞাসু—যখন তোমরা নিজেই মুক্ত নও এবং মুক্তির স্বরূপ অথবা সাধন জান না, তখন তোমাদের সেবকদিগের কি লাভ হইবে ?

মতাবলম্বী—ইহলোকে যে লাভ হয়, তাহা নহে, মৃত্যুর পর পরলোকে লাভ হয়। ইহারা আমাদিগকে যে পরিমাণে দান করে এবং সেবা করে, তৎসমস্তই ইহাদিগের পরলোকে লাভ হয়।

জিজ্ঞাসু—ইহাদিগের প্রদত্ত বস্তু পুনরায় লাভ হউক, তোমাদিগের অর্থাৎ গ্রাহকদিগের কি লাভ হইবে ? নরক অথবা অন্য কিছু ?

মতাবলম্বী—আমরা ভজন করিয়া থাকি এবং তাহার জন্য আমাদিগের সুখ লাভ হইবে।

জিজ্ঞাসু—তোমাদিগের ভজন তো টাকার জন্য ? ঐ সমস্ত টাকা এই স্থানেই পড়িয়া থাকিবে এবং এ স্থানে যে মাংসপিণ্ডের (দেহ) পালন করিতেছ উহাও ভস্ম হইয়া পড়িয়া থাকিবে। তোমরা যদি পরমেশ্বরের ভজন করিতে তাহা হইলে তোমাদিগের আত্মাও পবিত্র হইয়া যাইত।

মতাবলম্বী—আমরা কি অপবিত্র ?

জিজ্ঞাসু—তোমাদের অন্তর অত্যন্ত অপবিত্র।

মতাবলম্বী—তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে ?

জিজ্ঞাসু—তোমাদিগের রীতি-নীতি ও ব্যবহার হইতে।

মতাবলম্বী—মহাত্মাদিগের ব্যবহার হস্তীর দন্তের তুল্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ হস্তীর দন্ত যেরূপ ভোজনের জন্য এক প্রকার এবং বাহিরে প্রদর্শনের জন্য অন্য প্রকার হয় তদ্রূপ আমরা ভিতরে পবিত্র এবং বাহিরে কেবলমাত্র লীলা করিয়া থাকি।

জিজ্ঞাসু—যদি তোমরা ভিতরে শুদ্ধ হইতে, তাহা হইলে তোমাদিগের বাহিরের কার্য্যও শুদ্ধ হইত। সুতরাং তোমাদের অন্তরও অপবিত্র।

মতাবলম্বী—আমরা যেরূপই হই না কেন, আমাদিগের শিষ্যেরা অবশ্য উত্তম।

জিজ্ঞাসু—তোমরা যেরূপ গুরু, তোমাদের শিষ্যও তদ্রূপ হইবে।

মতাবলম্বী—একমত কখনই হইতে পারে না কারণ, মানুষের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন।

জিজ্ঞাসু—যদি বাল্যাবস্থা হইতে একবিধ শিক্ষা হয়, সত্যভাষণাদি ধর্ম্মের গ্রহণ এবং মিথ্যা ভাষণাদি অধর্ম্মের ত্যাগ করা হয় তাহা হইলেই, একমত অবশ্য হইতে পারে। অপরন্তু দুই মত অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা সর্ব্বদাই থাকে। ইহা তো আছেই, কিন্তু ধর্ম্মাত্মা অধিক হইলে এবং অধর্ম্মাত্মা অল্প হইলে সংসারের সুখ বৃদ্ধি হয়। যখন অধর্ম্ম অধিক হয় তখনই দুঃখ উপস্থিত হয়। যদি সকল বিদ্বানই একরূপ উপদেশ দেন, তাহা হইলে একমত হইতে কোনই বাধা থাকে না।

মতাবলম্বী—আজ কাল কলিযুগ। এখন সত্যযুগের আকাঙ্ক্ষা করিও না।

জিজ্ঞাসু—কলিযুগ কালের নাম। কাল নিষ্ক্রিয় হওয়াতে কোন ধর্ম্ম ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাধক অথবা সাধক হইতে পারে না। পরন্তু তোমরাই কলিযুগের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়াছ। যদি মনুষ্যেই সত্যযুগ এবং কলিযুগ না হইত তাহা হইলে সংসারে কেহই ধর্ম্মাত্মা থাকিত না। এ সমস্তই সঙ্গের গুণ ও দোষ মাত্র, স্বাভাবিক নহে। এই কথা বলিয়া জিজ্ঞাসু আপ্ত পুরুষের নিকট গেল এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল মহাশয়! আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। অন্যথা আমিও ইহাদের জালে পড়িয়া নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়া যাইতাম। এখন আমিও এই সকল ভ্রান্ত মতের খণ্ডন এবং বেদোক্ত সত্য মতের মণ্ডন করিতে থাকিব।

আপ্ত—ইহাই সকল মনুষ্যের এবং বিশেষতঃ বিদ্বান্ ও সন্ন্যাসীদের কাজ, যে সকল মানুষের নিকট সত্যের মণ্ডন ও মিথ্যার খণ্ডন করিয়া পাঠ করতঃ সত্য উপদেশ দ্বারা উপকার করিতে হইবে।

প্রশ্ন—লোকে যে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী হইয়া থাকে তাহা ঠিক কিনা?

উত্তর—এইসব আশ্রম অবশ্য ঠিক। পরন্তু আজকাল ইহাতেও অনেক গোলযোগ হইয়া পড়িয়াছে। অনেক নামে ব্রহ্মচারী হয় এবং বৃথা জটা বৃদ্ধি করিয়া সিদ্ধ বলিয়া প্রচার করে। ইহারা জপ ও পুরশ্চরণাদিতে আসক্ত থাকে এবং বিদ্যা পাঠের নাম গ্রহণও করে না, যদিও উহা দ্বারাই উহারা ব্রহ্মচারী কথিত হইতে পারিত। ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ পাঠ বিষয়ে কিছুই পরিশ্রম করে না সুতরাং ছাগলের গলস্তনবৎ তাহাদের ব্রহ্মচারী নাম নিরর্থক। এইরূপ অনেক সন্ন্যাসীও বিদ্যাহীন হইয়া দণ্ড ও কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, বেদ-মার্গের কিছুই উন্নতি করে না, সামান্য অবস্থা হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভ্রমণ করে ও বিদ্যাভ্যাস ছাড়িয়া দেয়। এই সকল ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ জল, স্থল ও পাষাণাদি মূর্ত্তির দর্শন ও পূজা করিয়া বেড়ায়, বিদ্যাতত্ত্ব জানিয়াও মৌন থাকে, নির্জ্জন স্থানে যথেষ্ট ভোজন ও পান করিয়া পড়িয়া থাকে, ঈর্ষা ও দ্বেষের বশীভূত হইয়া নিন্দা এবং মন্দ অভিপ্রায় দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, কাষায় বস্ত্র এবং দণ্ড গ্রহণ মাত্রেই নিজকে কৃতার্থ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করিয়া উত্তম কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না। এরূপ লোক সন্ন্যাসী

হইয়াও জগতে বৃথাই বাস করে। যাঁহারা জগতের হিতসাধন করেন তাঁহারাই জগতে প্রকৃত সন্ন্যাসী।

প্রশ্ন—গিরী, পুরী ও ভারতী প্রভৃতি গোঁসাইগণ অবশ্য ভাল? কারণ তাহারা সম্প্রদায় বা মণ্ডলী করিয়া ইতস্ততঃ পর্যটন করে, শত শত সাধুকে আনন্দিত করে, সর্ব্বত্র অদ্বৈত মতের উপদেশ করে এবং কিয়ৎপরিমাণে অধ্যয়ন-অধ্যাপনাও করিয়া থাকে। এইজন্য তাহারা উত্তম হইতে পারে।

উত্তর—এই দশ নাম পরে কল্পিত হইয়াছে, ইহা সনাতন নহে। তাহাদের মণ্ডলী সকল কেবল ভোজনার্থ। অনেক সাধু ভোজনের জন্য মণ্ডলী মধ্যে থাকে এবং দম্ভ প্রকাশও করে। তাহারা এক জনকে মোহন্ত করে ও ঐ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে প্রধান হয়। সায়ংকালে সেই মোহন্ত বেদীর উপর উপবেশন করে এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ ও সাধুগণ পুষ্প হস্তে দাঁড়াইয়া—

নারায়ণং পদ্মভবং বসিষ্ঠং শক্তিং চ তৎপুত্রপরাশরং চ।
ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তম্ ॥

ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া হর হর শব্দে তাহার উপর পুষ্প বর্ষণ করতঃ সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করে। যদি কেহ সেরূপ না করে তবে তাহার সে স্থলে থাকাও কঠিন হয়। সংসারকে দেখাইবার জন্য তাহারা এইরূপ দম্ভ করিয়া থাকে এবং তাহাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ধনবান হয়। কত মঠধারী গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসের ভান মাত্র করিয়া থাকে এবং কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করে না। পঞ্চম সমুল্লাসে যেরূপ কথিত হইয়াছে, সন্ন্যাসের তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহা না করিয়া উহারা বৃথা সময় নষ্ট করে। কেহ সাধূপদেশ করিলে ইহারা তাহারও বিরোধী হয়, ভস্ম ও রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি ধারণ করে এবং কেহ কেহ শৈবসম্প্রদায়ের অভিমান করিয়া বেড়ায়। যখন কদাচিৎ শাস্ত্রার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন আপনাদিগের মত অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যকথিত মতের স্থাপন এবং চক্রাঙ্কিত আদি খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হয়। বেদমার্গের উন্নতি, এবং যত ভ্রান্ত মত আছে তাহাদিগের খণ্ডনে, ইহারা প্রবৃত্ত হয় না। এই সকল সন্ন্যাসী এইরূপ বুঝে যে "আমাদিগের খণ্ডন ও মণ্ডনের প্রয়োজন কি? আমরা তো মহাত্মা।" এই সকল লোকও সংসারে ভার স্বরূপ। এইরূপ হওয়াতেই বেদমার্গবিরোধী বামমার্গাদি সম্প্রদায়, খৃষ্টিয়ান, মুসলমান এবং জৈনগণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এক্ষণেও পাইতেছে। ইহাদিগের সর্ব্বনাশ হইতেছে তথাপি ইহাদিগের চক্ষু খুলিতেছে না। খুলিবে কোথা হইতে? উঁহাদিগের মনে পরোপকার বুদ্ধি এবং কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উৎসাহ যদিও কখনও কিয়ৎপরিমাণে হয়, তথাপি ইঁহারা আপনাদিগের প্রতিষ্ঠা এবং পান ও ভোজনের অপেক্ষা অন্য কিছুই অধিক মনে করেন না এবং সংসারের নিন্দা হইতে অত্যন্ত ভীত হন। তদ্ব্যতীত (লোকৈষণা) লোক মধ্যে প্রতিষ্ঠা, (বিত্তৈষণা) ধন বৃদ্ধির জন্য তৎপর হইয়া বিষয় ভোগ, এবং (পুত্রৈষণা) পুত্রবৎ শিষ্যদিগের উপর মোহিত হওয়া, এই তিন প্রকার এষণা ত্যাগ করা উচিত। যখন এষণাই তিরোহিত হয় না তখন আবার সন্ন্যাস কিরূপে হইতে পারে? অর্থাৎ পক্ষপাত রহিত হইয়া বেদমার্গের উপদেশ দ্বারা জগতের কল্যাণানুষ্ঠানে দিবারাত্র প্রবৃত্ত থাকাই সন্ন্যাসীদিগের মুখ্য কার্য্য। যখন নিজের অধিকারোপযুক্ত কর্ম্ম করা হয় না, তখন সন্ন্যাসী আদি নাম ধারণ করাই ব্যর্থ। এরূপ না হইলে গৃহস্থ যেরূপ ব্যবসায়ে এবং স্বার্থ বিষয়ে

পরিশ্রম করে, সন্ন্যাসীও তদ্রূপ পরোপকার করণে অধিক পরিশ্রম করিতে তৎপর হইবে। দেখ, তোমাদের সমক্ষে ভ্রান্ত মত সকল বৃদ্ধি পাইতেছে; লোকে খৃষ্টিয়ান্ ও মুসলমান পর্য্যন্ত হইতেছে, অথচ তোমাদের দ্বারা অল্প পরিমাণেও নিজেদের গৃহ-রক্ষা এবং অপরের সহিত ঐক্য হইতেছে না। তোমরা ইচ্ছা করিলেই হইতে পারে। যতদিন বর্ত্তমানের এবং ভবিষ্যতের জন্য উন্নতিশীল না হয় তত দিন্ আর্য্যাবর্ত্তীয় বা অন্য দেশস্থ লোকদের উন্নতি হইতে পারে না। বেদাদি সত্য শাস্ত্রসমূহের পঠন ও পাঠন, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের যথাবৎ অনুষ্ঠান এবং সত্যোপদেশই যখন উন্নতির কারণ হয়, তখনই দেশোন্নতি হইয়া থাকে। মনে করিয়া দেখ যে কত কপটতা ও প্রতারণার বিষয় বস্তুতঃ তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। দোকানদারের মত সাধু পুত্রাদি প্রদানের সিদ্ধি প্রচার করে এবং অনেক স্ত্রীলোক তাহার নিকট উপস্থিত হয় ও কৃতাঞ্জলিপুটে পুত্রবর প্রার্থনা করে। সাধু সকলকেই পুত্র পাইবার আশীর্ব্বাদ দিয়া থাকেন। উহাদিগের মধ্যে যাহার যাহার পুত্র হয়, সেই মনে করে সাধুর বচনানুসারেই হইয়াছে। যদি তাহাদের কেহ জিজ্ঞাসা করে যে শূকরী, কুক্কুরী, গর্দ্দভী এবং কুক্কুটী আদির শাবকাদি কি সাধুর বচনানুসারে হইয়া থাকে? তাহা হইলে কোনই উত্তর দিতে পারিবে না। যদি বলে যে আমি বালকদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে তাহারা নিজে কেন মরিয়া যায়? কত ধূর্ত্ত এরূপ মায়া প্রকাশ করে যে মহা বুদ্ধিমান্ লোকেও প্রতারিত হইয়া যায়। এইরূপ অনেকে ধনহরণের জন্য প্রতারক। ইহারা ৫।৭ জন মিলিয়া দূরদেশে গমন করে, শরীরের গঠনাদি যাহার উত্তম, তাহাকে সিদ্ধ পুরুষ করিয়া লয়। যে নগরে বা গ্রামে ধনাঢ্য লোক থাকে, তাহার নিকটবর্ত্তী বনে উক্ত সিদ্ধকে রাখে এবং সাধকেরা তাহার অপরিচিত সাজিয়া নগরের ভিতর যাইয়া যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে "তুমি এইরূপ কোন মহাত্মাকে এস্থানের কোথাও দেখিয়াছ কি না?" লোকে এইরূপ শুনিয়া বলে "উক্ত মহাত্মা কে এবং কিরূপ?" সাধক বলে "তিনি অতি সিদ্ধপুরুষ, মনের কথাও বলিতে পারেন এবং মুখে যাহাই বলেন তাহাই ফলিয়া যায়। তিনি মহাযোগিরাজ; তাঁহার দর্শনের জন্য অমি আপনার গৃহ ত্যাগ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমি কাহারও নিকট শুনিয়াছি যে সেই মহাত্মা এই স্থানের অভিমুখে আসিয়াছেন।" গৃহস্থ তখন বলে যে "তোমার সহিত উক্ত মহাত্মার যখন সাক্ষাৎ হইবে তখন আমাকেও বলিবে, আমিও দর্শন করিব" এবং মনের কথা জিজ্ঞাসা করিব। এইরূপে সাধক সারাদিন নগরে পর্য্যটন করে এবং প্রত্যেকে উক্ত সিদ্ধপুরুষের বিষয় কহিয়া রাত্রিযোগে মিলিত হইয়া সিদ্ধ এবং সাধক একত্রে পান ভোজন করে এবং নিদ্রা গিয়া থাকে। পুনরায় প্রাতঃকালে নগর অথবা গ্রামে গিয়া উক্তরূপে দুই তিন দিন ধরিয়া বলিয়া বেড়ায়। পরে চারিজন সাধক কোন কোন ধনাঢ্যকে বলে "উক্ত মহাত্মার সাক্ষাৎ হইয়াছে। যদি তোমার দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকে তবে চল।" যখন সে প্রস্তুত হয় তখন তাহাকে সাধক জিজ্ঞাসা করে "তোমার কি জিজ্ঞাস্য? আমাকে বল।" কেহ পুত্রের, কেহ ধনের, কেহ রোগ নিবারণের এবং শত্রু জয়ের ইচ্ছা করে। সাধক তাহাদিগকে লইয়া যায়। সিদ্ধ এবং সাধকদের মধ্যে সঙ্কেত থাকে। অর্থাৎ যাহার ধনের ইচ্ছা হয় তাহাকে দক্ষিণ পার্শ্বে, যাহার পুত্র কামনা হয় তাহাকে সম্মুখে, যাহার রোগ নিবারণের ইচ্ছা হয় তাহাকে বাম পার্শ্বে এবং যাহার শত্রু জয় করিবার ধারণা থাকে তাকে পশ্চাৎদিকে লইয়া যায়। সম্মুখবর্ত্তীকে মধ্যে উপবেশন করিতে

দেয়। তাহারা যখন নমস্কার করে, সিদ্ধ তখন আপনার সিদ্ধির বেগবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠে "আমার নিকট কি পুত্র রক্ষিত হইয়াছে যে তুমি পুত্রের কামনা করিয়া আসিয়াছ?" এইরূপ ধনেচ্ছুকে বলে "এখানে কি ধনের থলি রহিয়াছে যে ধনের কামনা করিয়া এখানে আসিয়াছ? ফকিরের নিকট ধন কোথায়?" রোগ নিবারণের জন্য যে আসিয়াছে তাহাকে বলে "আমি কি বৈদ্য, যে তুমি রোগ নিবারণের জন্য আমার নিকট আসিয়াছ? আমি বৈদ্য নহি—রোগ নিবারণ করিবে তো কোন বৈদ্যের নিকটে যাও।" পরন্তু উহার পিতা রোগী হইলে সাধক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, মাতা হইলে তর্জ্জণী, ভ্রাতা হইলে মধ্যমা, স্ত্রী হইতে অনামিকা এবং কন্যা হইলে কনিষ্ঠা অঙ্গুলী চালনা করে। তাহা দেখিয়া সিদ্ধ বলে যে তোমার পিতা রোগী অথবা তোমার মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী অথবা কন্যা রোগিণী। তখন এই চারি জনই অতিশয় মোহিত হইয়া পড়ে। সাধকগণ তখন তাহাদিগকে বলে "দেখ আমি যেরূপ বলিয়াছিলাম, তিনি সেইরূপ কিনা?" গৃহস্থ বলে যে তুমি যেরূপ বলিয়াছিলে, অবিকল সেইরূপ; তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছ এবং আমারও ভাগ্য ছিল যে এরূপ মহাত্মার দর্শন হইল ও তাঁহার দর্শন পাইয়া আমার জীবন ধন্য হইল। তখন সাধক বলে শুন ভাই! এই মহাত্মা মনোগামী। এই স্থানে বহুদিন থাকিবার নহে। যদি ইঁহার নিকট কিছু আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর, তাহা হইলে নিজের সাধ্যানুসারে দেহ, মন ও ধন দ্বারা তাঁহার সেবা কর। কারণ সেবা হইতেই কল্যাণ লাভ হয়। যদি ইনি কাহারও উপর প্রসন্ন হন তাহা হইলে কে বলিতে পারে কাহাকে কি বর দিয়া বসেন? কারণ সাধুদের উপায় অনেক। গৃহস্থ এই সকল প্রলোভনের কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে গমন করে এবং সাধকও পাছে উহার কপটতা প্রকাশ হইয়া পড়ে এই জন্য তাহার সহিত চলিয়া যায়। উক্ত ধনাঢ্যের কোন মিত্র উপস্থিত হইলে তাহার নিকটও প্রশংসা করে। এইরূপে যাহারা সাধকের সহিত যায় তাহাদের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দেয়। তখন নগরে অতিশয় আন্দোলন পড়িয়া যায় যে অমুক স্থানে এক মহা সিদ্ধ-পুরুষ আসিয়াছেন তাঁহার নিকট চল। যখন দলে দলে লোক গিয়া জিজ্ঞাসা করে "মহাশয়! আমাদের মনের বৃত্তান্ত বলুন", তখন ব্যবস্থা ঠিক থাকে না বলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া সাধু মৌনাবলম্বন করেন এবং বলেন যে আমাকে অধিক বিরক্ত করিও না। তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাধক বলে "তোমরা তাঁহাকে অধিক বিরক্ত করিলে ইনি চলিয়া যাইবেন"। যদি কেহ ধনাঢ্য থাকে, তবে সে সাধককে পৃথক ডাকিয়া নিয়া গিয়া বলে যে যদি আমার মনের যাবতীয় কথা বলাইয়া দাও তবে আমি সত্য মানিয়া লইব। সাধক জিজ্ঞাসা করে যে কি কথা? ধনাঢ্য তাহাকে বলিয়া বসে। তখন উহাকে তদ্রূপ সঙ্কেত অনুসারে নিয়া গিয়া বসাইয়া দেয়। সিদ্ধ তখন বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ সমস্ত জনতার লোক শুনিল এবং বলিতে থাকে "অহো! কি মহাসিদ্ধপুরুষ আসিয়াছেন"। কেহ মিষ্টান্ন, কেহ পয়সা, কেহ মোহর, কেহ বস্ত্র এবং কেহ "সীধা" সামগ্রী উপহার করে। যতদিন অধিক শ্রদ্ধা থাকে ততদিন সে যথেষ্ট লুণ্ঠন করে। দুই একজন নির্ব্বুদ্ধি ও ধনাঢ্যকে পুত্র হইবার জন্য আশীর্ব্বাদ করে অথবা একটু ভস্ম উঠাইয়া দেয় এবং তৎপরিবর্ত্তে সহস্র টাকা লইয়া বলিয়া দেয় "যদি তোমার ঠিক শ্রদ্ধা থাকে তবে পুত্র হইবে"। এই প্রকারের অনেক বঞ্চক আছে। তাহাদিগকে বিদ্বানরাই পরীক্ষা করিতে পারেন, আর কেহ

পারে না। এই জন্য বেদাদি-বিদ্যা পাঠ এবং সৎসঙ্গানুষ্ঠান আবশ্যক। তাহা হইলে আর কেহ তাহাদের জালে পড়িবে না এবং তাহারা অন্যকেও রক্ষা করিতে পারে। কারণ মানুষের বিদ্যাই চক্ষু। বিদ্যা শিক্ষা ভিন্ন জ্ঞান হয় না। যে বাল্যকাল হইতে উত্তম শিক্ষা পায় সেই মনুষ্যপদবাচ্য এবং বিদ্বান্ হয়। যে কুসঙ্গী হয় সে দুষ্ট, পাপী ও মহা মূর্খ হইয়া মানুষ অতিশয় দুঃখ পায়। এই জন্যই জ্ঞানকে বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে যে যে জানে সেই মানে।

ন বেত্তি যো যস্য গুণপ্রকর্ষং স তস্য নিন্দাং সততং করোতি।

যথা কিরাতী করিকুম্ভজাতা মুক্তাঃ পরিত্যজ্য বিভর্ত্তি গুঞ্জাঃ ॥

বৃঃ, চাঃ, অঃ ১১। শ্লোঃ ১২ ॥

যে যাহার গুণ জানে না সে সর্ব্বদা তাহার নিন্দা করে। যেরূপ বন্য ভীল গজমুক্তা ত্যাগ করিয়া গুঞ্জাফলের হার পরিধান করিয়া থাকে। যদি বিদ্বান্, জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, সৎ-সঙ্গী, যোগী, পুরুষার্থী জিতেন্দ্রিয় ও সুশীল হন, তিনিই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-প্রাপ্ত হইয়া ইহ-জন্মে এবং পর-জন্মে সদা আনন্দে অবস্থান করেন। এ স্থলে আর্য্যাবর্ত্তীয়দের ধর্ম্মমত সংক্ষেপে লিখিত হইল। ইহার পর আর্য্য-রাজাদের কিছু ইতিহাস যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা সজ্জনদিগকে জানাইবার জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে।

যাহা হইতে শ্রীমান্ মহারাজ যুধিষ্ঠির হইতে মহারাজ যশপাল পর্য্যন্ত রাজগণ জন্মিয়া ছিলেন, এখন সেই আর্য্যাবর্ত্তীয় রাজবংশের ইতিহাস লিখিত হইতেছে। শ্রীমান্ মহারাজ স্বায়ম্ভব মনু হইতে মহারাজ যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত মহারাজদের ইতিহাস মহাভারতাদিতে লিখিত আছে। তাহা হইতে সুধীবর্গ উত্তরাংশের ইতিহাসের অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে জানিতে পারিবেন। বিদ্যার্থী সম্মিলিত "হরিশ্চন্দ্র-চন্দ্রিকা" এবং "মোহন-চন্দ্রিকা" নামে যে দুই পাক্ষিক পত্র শ্রীনাথদ্বার হইতে প্রকাশিত হইত এবং যাহা রাজপুতনা, মেবার, উদয়পুর ও চিতোর গড়ে বিশেষ বিদিত তাহা হইতে আমি এই বিষয় অনুবাদ করিয়াছি। যদি এইরূপ আমাদের আর্য্যগণ ইতিহাস ও সৎ পুস্তকাদি অন্বেষণ করিয়া প্রকাশ করেন তাহা হইলে দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হয়ঃ বিক্রম সংবৎ ১৭৮২ এর লিখিত এক প্রাচীন পুস্তক কোন বন্ধুর নিকট পাইয়া উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয় পরিচালিত সংবৎ ১৯৩৯ মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের ১৯—২০ কিরণে অর্থাৎ দুই পাক্ষিক পত্রে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। উহা নিম্নলিখিতরূপ প্রমাণে জানিতে হইবে।

আর্য্যাবর্ত্ত দেশীয় রাজ-বংশাবলী।

ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীমন্মহারাজ যশপাল পর্য্যন্ত আর্য্যগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্ঠির হইতেই মহারাজ যশপাল পর্য্যন্ত বংশাবলী অর্থাৎ পুরুষ অনুমান ১২৪ একশত চব্বিশ জন রাজা ৪১৫৭ বৎসর ৯ মাস ১৪ দিনের মধ্যে ছিলেন। তাঁহাদিগের বিবরণ :—

রাজা	পুরুষ	বর্ষ	মাস	দিন
আর্য্যরাজা	১২৪	৪১৫৭	৯	১৪

শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতির বংশ অনুমান ৩০ পুরুষ ১৭৭০ বর্ষ, ১১ মাস ১০ দিন। ইহার বিস্তার :—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১ রাজা যুধিষ্ঠির	৩৬	৮	২৫
২ রাজা পরীক্ষিত	৬০	০	০
৩ রাজা জন্মেজয়	৮৪	৭	১৩
৪ রাজা অশ্বমেধ	৮২	৮	২২
৫ দ্বিতীয় রাম	৮৮	২	৮
৬ ছত্রমল	৮১	১১	২৭
৭ চিত্ররথ	৭৫	৩	১৮
৮ দুষ্ট শৈল্য	৭৫	১০	১৪
৯ রাজা উগ্রসেন	৭৮	৭	২১
১০ রাজা শূরসেন	৭৮	৭	২১
১১ ভুবনপতি	৬৯	৫	৫
১২ রণজিৎ	৬৫	১০	৪
১৩ ঋক্ষক	৬৪	৭	৪
১৪ সুখদেব	৬২	০	২৪
১৫ নরহরিদেব	৫১	১০	২
১৬ সুচিরথ	৪২	১১	২
১৭ শূরসেন (২য়)	৫৮	১০	৮
১৮ পর্ব্বতসেন	৫৫	৮	১০
১৯ মেধাবী	৫২	১০	১০
২০ সোনচীর	৫০	৮	২১
২১ ভীমদেব	৪৭	৯	২০
২২ নৃহরিদেব	৪৫	১১	২৩
২৩ পূর্ণমল	৪৪	৮	৭
২৪ করদবী	৪৪	১০	৮
২৫ অলংমিক	৫০	১১	৮
২৬ উদয় পাল	৩৮	৯	০
২৭ দুবনমল	৪০	১০	২৬
২৮ দমাত	৩২	০	০
২৯ ভীমপাল	৫৮	৫	৮
৩০ ক্ষেমক	৪৮	১১	২১

রাজা ক্ষেমকের প্রধান বিশ্রবা রাজা-ক্ষেমককে বিনাশ করিয়া ১৪ পুরুষ ৫০০ বৎসর ৩ মাস ১৭ দিনের মধ্যে রাজ্য করিয়াছিলেন। তাহার বিস্তার :—

১ বিশ্রবা	১৭	৩	২৯
২ পুরসেনী	৪২	৮	২১
৩ বীরসেনী	৫২	১০	৭
৪ অনঙ্গশায়ী	৪৭	৮	২৩
৫ হরিজিৎ	৩৫	৯	১৭
৬ পরমসেনী	৪৪	২	২৩
৭ সুখপাতাল	৩০	২	২১
৮ কদ্রুত	৪২	৯	২৪
৯ সজ্জ	৩২	২	১৪
১০ অমরচূড়	২৭	৩	১৬
১১ অমীপাল	২২	১১	২৫
১২ দশরথ	২৫	৪	১২
১৩ বীরসাল	৩১	৮	১১
১৪ বীরসাল সেন	৪৭	০	১৪

প্রধান বীরমহারাজা বীরসালসেনকে বিনাশ করিয়া ১৬ পুরুষ ৪৪৫ বৎসর ৫ মাস ৩ দিনের মধ্যে রাজত্ব করেন।

তাহার বিস্তার :—

১ রাজা বীরমহা	৩৫	১০	৮
২ অজিত সিংহ	২৭	৭	২৯
৩ সর্ব্বদত্ত	২৮	৩	১০

রাজা পুরুষ	বর্ষ	মাস	দিন
৪ ভুবনপতি	১৫	৪	১০
৫ বীরসেন	২১	২	১৩
৬ মহীপাল	৪০	৮	৭
৭ শক্রশাল	২৬	৪	৩
৮ সংঘরাজ	১৭	২	১০
৯ তেজপাল	২৮	১১	১০
১০ মাণিকচন্দ্র	৩৭	৭	২১
১১ কামসেনী	৪২	৫	১০
১২ শক্রমর্দ্দন	৮	১১	১৩
১৩ জীবনলোক	২৮	৯	১৭
১৪ হরিরাও	২৬	১০	২৯
১৫ বীরসেন (২য়)	৩৫	২	২০
১৬ আদিত্যকেতু	২৩	১১	১৩

প্রয়াগের রাজা ধন্ধর মগধদেশের রাজা আদিত্য কেতুকে বিনাশ করিয়া ৯ পুরুষ ৩৭৪ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার বিস্তার :—

১ রাজা ধন্ধর	৪২	৭	২৪
২ মহর্ষি	৪১	২	২৯
৩ সনরচ্চী	৫০	১০	১৯
৪ মহাযুদ্ধ	৩০	৩	৮
৫ দুরনাথ	২৮	৫	২৫
৬ জীবনরাজ	৪৫	২	৫
৭ রুদ্রসেন	৪৭	৪	২৮
৮ আরীলক	৫২	১০	৮
৯ রাজপাল	৩৬	০	০

সামন্ত মহানপাল রাজপালকে মারিয়া ১ পুরুষ ১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার বিস্তার নাই।

রাজা মহানপালের রাজত্বের পর রাজা বিক্রমাদিত্য অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) হইতে আক্রমণ করিয়া রাজা মহানপালকে মারিয়া রাজত্ব করেন ১ পুরুষ ৯৩ বৎসর মাস ০ দিন ০। বিস্তার নাই।

শালিবাহনের প্রধান পাত্র পৈঠনের যোগী রাজা সমুদ্রপাল বিক্রমাদিত্যকে মারিয়া রাজত্ব করেন। ১৬ পুরুষ ৩৭২ বৎসর ৪ মাস ২৭ দিন। ইহার বিস্তার :—

রাজা পুরুষ	বর্ষ	মাস	দিন
১ সমুদ্রপাল	৫৪	২	২০
২ চন্দ্রপাল	৩৬	৫	৪
৩ সাহায়পাল	১১	৪	১১
৪ দেবপাল	২৭	১	২৮
৫ নরসিংহপাল	১৮	০	২০
৬ সামপাল	২৭	১	১৭
৭ রঘুপাল	২২	৩	২৫
৮ গোবিন্দপাল	২৭	১	১৭
৯ অমৃতপাল	৩৬	১০	১৩
১০ বলীপাল	১২	৫	২৭
১১ মহীপাল	১৩	৮	৪
১২ হরিপাল	১৪	৮	৪
১৩ সীসপাল *	১২	১০	১৩
১৪ মদনপাল	১৭	১০	১৯
১৫ কর্ম্মপাল	১৬	২	২
১৬ বিক্রমপাল	২৪	১১	১৩

রাজা বিক্রমপালকে পশ্চিমদিকের রাজা বণিক জাতীয় মলুখ চন্দ আক্রমণ করিয়া ময়দানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং উক্ত যুদ্ধে তিনি বিক্রমপালকে মারিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন ১০ পুরুষ ১৯১ বর্ষ ১ মাস ১৬ দিন। ইহার বিস্তার :—

* কোন ইতিহাসে ভীমপাল বলিয়া লিখিত আছে।

রাজা পুরুষ	বর্ষ	মাস	দিন
১ মলুখচন্দ	৫৪	২	১০
২ বিক্রমচন্দ	১২	৭	১২
৩ অমীনচন্দ †	১০	০	৫
৪ রামচন্দ	১৩	১১	৮
৫ হরীচন্দ	১৪	৯	২৪
৬ কল্যাণচন্দ	১০	৫	৪
৭ ভীমচন্দ	১৬	২	৯
৮ লোবচন্দ	২৬	২	২২
৯ গোবিন্দচন্দ	৩১	৭	১২
১০ রাণী পদ্মাবতী ‡	১	০	০

রাণী পদ্মাবতীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ছিল না। এইজন্য সকল মন্ত্রী মিলিয়া হরিপ্রেম বৈরাগীকে সিংহাসনে বসাইয়া দেন। তিনি রাজ্য করিতে থাকেন ৪ পুরুষ ৫০ বর্ষ ২০ দিনের মধ্যে। তাহার বিস্তার :—

১ হরিপ্রেম	৭		১৬
২ গোবিন্দপ্রেম	২০	২	৮
৩ গোপালপ্রেম	১৫	৭	২৮
৪ মহাবাহু	৬	৮	২৯

রাজা মহাবাহু রাজ্য ত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য বনে গমন করেন। বাঙ্গলাদেশের রাজা আধীসেন তাহা শুনিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া নিজে রাজত্ব করিতে থাকেন ১২ পুরুষ ১৫১ বৎসর ১১ মাস ২ দিন পর্য্যন্ত।

ইহার বিস্তার :—

রাজা পুরুষ	বর্ষ	মাস	দিন
১ রাজা আধীসেন	১৮		২১
২ বিলাবসেন	১২		
৩ কেশবসেন	১৫		১২
৪ মাধবসেন	১২	৪	২
৫ ময়ুরসেন	২০	১১	২৭
৬ ভীমসেন	৫	১০	৯
৭ কল্যাণসেন	৪	৮	২১
৮ হরিসেন	১২	০	১৫
৯ ক্ষেমসেন	৮	১১	১৫
১০ নারায়ণসেন	২	২	২৯
১১ লক্ষ্মীসেন	২৬	১০	০
১২ দামোদরসেন	১১	৫	১৯

রাজা দামোদর সেন আপনার কর্ম্মচারীদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার কর্ম্মচারী দীপসিংহ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করতঃ রাজাকে মারিয়া স্বয়ং রাজত্ব করেন ৬ পুরুষ ১০৭ বৎসর ৬ মাস ১২ দিন। ইহার বিস্তার :—

১ দীপসিংহ	১৭	১	২৬
২ রাজসিংহ	১৪	৫	০
৩ রণসিংহ	৯	৮	১১
৪ নরসিংহ	৪৫		১৫
৫ হরিসিংহ	১৩		২৯
৬ জীবনসিংহ			১

রাজা জীবনসিংহ কোন কারণ বশতঃ নিজের সমস্ত সৈন্য উত্তর দিকে প্রেরণ করেন। বৈরাটের চৌহান রাজা পৃথ্বীরাজ সেই সংবাদ পাইয়া জীবন সিংহকে আক্রমণ করতঃ যুদ্ধে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য করেন। ৫ পুরুষ ৮৬ বৎসর ২০ দিন। ইহার বিস্তার :—

† কোনস্থলে ইহার নাম মানকচন্দও লিখিত আছে

‡ ইনি গোবিন্দচন্দের রাণী ছিলেন।

রাজা পুরুষ	বর্ষ	মাস	দিন
১ পৃথ্বীরাজ	১২		১৯
২ অভয়পাল	১৪		১৭
৩ দুর্জ্জনপাল	১১		১৪
৪ উদয়পাল	১১		৩
৫ যশপাল	৩৬		২৭

সুলতান শাহাবউদ্দীন গোরী গড় গিজনী হইতে আক্রমণ করিলে পরে সংবৎ ১২৪৯ সালে প্রয়াগের দুর্গে তাঁহাকে ধরিয়া বন্দী করেন। পরে স্বয়ং ইন্দ্রপ্রস্থে অর্থাৎ দিল্লীতে রাজত্ব করেন ৫৩ পুরুষ ৭৫৪ বৎসর ১ মাস ১৭ দিন। অনেক ইতিহাসে তাঁহাদের বিস্তার লিখিত আছে। সে জন্য এ স্থলে লিখিত হইল না। *

ইহার পর বৌদ্ধ এবং জৈনমত বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে

সুভাষাবিভূষিতে আর্য্যাবর্ত্তীয়মতখণ্ডনবিষয়

একাদশঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥১১॥

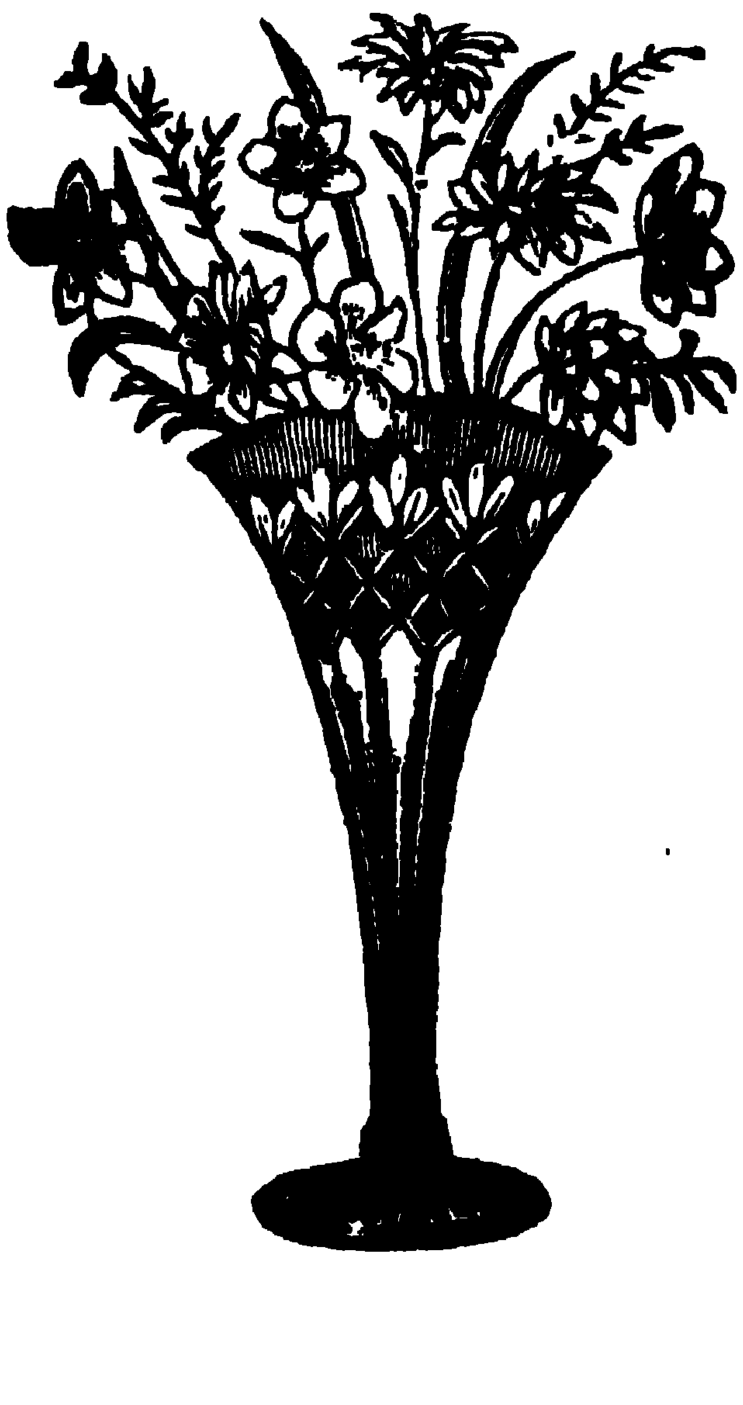

* অন্যান্য ইতিহাসে লিখিত আছে ইহার পর সুলতান শাহবুদ্দিন গোরী মহারাজ পৃথ্বীরাজের উপর আক্রমণ করিয়া কয়েক বার পরাজিত হইয়া ফিরি যায়। শেষে ১২৪৯ সংবতে গৃহ বিবাদের ফলে মহারাজ পৃথ্বীরাজকে জীবিতাবস্থায় অন্ধ করিয়া সে নিজের দেশে লইয়া যায় এবং দিল্লীর (ইন্দ্রপ্রস্থ) রাজ্য নিজে গ্রহণ করে। মুসলমানদের রাজ্য ৪৫ পুরুষ ৬১৩ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল।

অনুভূমিকা (২) ॥

আর্য্যাবর্ত্তীয় মনুষ্যদিগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের হেতুভূত বেদবিদ্যা লুপ্ত হইয়া অবিদ্যা বিস্তৃত হওয়াই জৈনাদির বিদ্যা বিরুদ্ধ মত প্রচারের কারণ হইয়াছিল। বাল্মীকীয়ে এবং মহাভারতাদিতে জৈনদিগের নাম মাত্রও লিখিত নাই, অথচ জৈনদিগের গ্রন্থসমূহে বাল্মীকীয়ে এবং ভারতে উল্লিখিত "রামকৃষ্ণাদির" গাথা অতিশয় বিস্তারপূর্ব্বক লিখিত আছে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে তাহার পরে এই সকল মত প্রচলিত হইয়াছে। জৈনগণ আপনাদিগের মত অতি প্রাচীন বলিয়া থাকেন। যদি তাহা হইত তাহা হইলে বাল্মীকীয় প্রভৃতি গ্রন্থে অবশ্যই উহাদিগের উল্লেখ থাকিত। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে জৈন মত উক্ত গ্রন্থ সকলের পরে চলিয়াছে। যদি কেহ বলে যে জৈনদিগের গ্রন্থসমূহ হইতে কথা সকল লইয়া বাল্মীকীয় আদি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে তবে বাল্মীকীয় আদি গ্রন্থে তোমাদিগের গ্রন্থের নাম উল্লিখিত নাই কেন? অথচ তোমাদিগের গ্রন্থে উহার নাম কেন উল্লিখিত আছে? পুত্র কি পিতার জন্ম দর্শন করিতে পারে? কখনও নহে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে শৈব ও শাক্তাদি মতের পরে জৈন ও বৌদ্ধাদি মত চলিতেছিল। এক্ষণে দ্বাদশ সমুল্লাসে জৈন মতের বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে তদ্বিষয়ক গ্রন্থের সঙ্কেত সঙ্গেই লিখিত হইয়াছে। ইহাতে জৈনগণের বিরুদ্ধ ভাবা উচিত নহে। কারণ কেবল সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্যই তাঁহাদিগের মতবিষয় লিখিয়াছি, বিরোধ এবং হানির জন্য নহে। জৈন, বৌদ্ধ অথবা অন্য মতাবলম্বীরা যদি এই লিখিত প্রবন্ধ দেখেন তাহা হইলে সকলেই সত্যাসত্য নির্ণয়ের মৌখিক অথবা লিখিত বিচার করিবার সময় একমত হইতে পারিবেন এবং জ্ঞানেরও উদয় হইবে। বাদী ও প্রতিবাদী হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক যতক্ষণ পরস্পর মৌখিক বা লিখিত বিচার না করা যায় ততক্ষণ সত্যাসত্য নির্ণয় হইতে পারে না। বিদ্বান্ লোকদিগের মধ্যে সত্যাসত্য নিশ্চয় না হইলে অবিদ্বান্দিগের মধ্যে মহান্ধকার উপস্থিত হইয়া মহাদুঃখ উপস্থিত হয়। অতএব সত্যের জয় এবং মিথ্যার ক্ষয়ের জন্য মিত্রতাপূর্ব্বক মৌখিক অথবা লিখিত বিচার করা মনুষ্যজাতির মুখ্য কার্য্য। তাহা না হইলে মনুষ্যদিগের কখন উন্নতি হয় না। জৈন ও বৌদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য মতাবলম্বীদিগের পক্ষে লিখিত বৌদ্ধ ও জৈনমত বিষয় অপূর্ব্ব লাভ বলিয়া বোধ হইবে এবং তাহাদিগের বৃত্তান্ত জ্ঞানেরও উপযোগী হইবে। কারণ ইঁহারা অন্য মতাবলম্বীদিগকে আপনাদিগের পুস্তক সকল দেখিতে, পড়িতে অথবা লিখিতেও দেন না। বোম্বাই "আর্য্য-সমাজের" মন্ত্রী শেঠ সেবকলাল কৃষ্ণদাসের এবং আমার বিশেষ প্রযত্নে ও পরিশ্রমে গ্রন্থসকল পাওয়া গিয়াছে। কাশীস্থ "জৈন প্রভাকর" যন্ত্রালয়ে গ্রন্থসকল এবং বোম্বাই প্রকাশিত "প্রকরণরত্নাকর" গ্রন্থে মুদ্রিত হওয়াতেও সমস্ত লোকের জৈন মত দর্শন করা সুগম হইয়াছে। আচ্ছা, এ কিরূপ বিদ্বানের কথা যে নিজের মতবিশিষ্ট পুস্তক নিজেই দেখিবে এবং অপরকে দেখিতে

দিবে না? ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে এই গ্রন্থের রচয়িতার প্রথমেই মনে হইয়াছিল যে গ্রন্থে অনেক অসঙ্গত কথা আছে এবং অপর মতাবলম্বী কেহ দেখিলে খণ্ডন করিবে ও আপনার মতানুযায়ী কেহ অন্য মতাবলম্বীদিগের গ্রন্থ দেখিলে আপনার মতে আর শ্রদ্ধা থাকিবে না। সে যাহাই হউক অনেক মনুষ্য এরূপ আছেন যে আপনাদিগের দোষ দেখেন না পরন্তু অন্যের দোষ দর্শনে অতিশয় উদ্যুক্ত থাকেন। ইহা ন্যায়ানুগত কথা নহে। কারণ প্রথমে আপনার দোষ সংশোধন করিয়া পরে অপরের দোষ দর্শন করিয়া তাহার সংশোধন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে সকল সজ্জনের সমক্ষে বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের মত বিষয় উপস্থাপিত করিতেছি। সকলে যথোচিত বিচার করিবেন।

কিমধিক লেখেন বুদ্ধিমদ্‌বর্য্যেষু।

অথ দ্বাদশ সমুল্লাসারম্ভঃ ।

অথ নাস্তিকমতান্তর্গত চার্ব্বাক-বৌদ্ধ-জৈন-মত-খণ্ডন-মণ্ডন বিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

বৃহস্পতি নামে কোন এক পুরুষ ছিলেন। তিনি বেদ, ঈশ্বর এবং যজ্ঞাদি উত্তম কর্ম্ম সকলও মানিতেন না। তাঁহার মত :—

যাবজ্জীবং সুখং তিষ্ঠেৎ নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ ।

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥

মনুষ্যাদি কোন প্রাণীই মৃত্যুর অগোচর নহে অর্থাৎ সকলেই মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে। এই জন্য যত দিন শরীরে জীব থাকিবে তত দিন সুখে কালযাপন করিবে। যদি কেহ বলে যে, ধর্ম্মাচরণ দ্বারা কষ্ট হয় বটে কিন্তু ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে পুনর্জন্মে অতিশয় দুঃখ হয়, তবে তাহাকে চার্ব্বক উত্তর দেয় "হে নির্বুদ্ধি! যে শরীর পান ও ভোজনের দ্বারা পোষিত হয় তাহা মৃত্যুর পর ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং উহা আর সংসারে আসে না। সুতরাং যথাসাধ্য আনন্দে অবস্থান কর, লোকদের সহিত নীতিপূর্ব্বক ব্যবহার কর, ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি কর এবং আপনার অভীষ্ট ভোগ কর; ইহলোকই সত্য, পরলোক বলিয়া কিছুই নাই। দেখ, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এই চারি ভূতের পরিণাম হইতে এই শরীর রচিত হইয়াছে। ইহাদের যোগবশতঃ ইহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। মাদক দ্রব্য পান ও ভোজন করিলে যেরূপ মত্ততা উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ জীবও শরীরের সহিত উৎপন্ন হয় এবং শরীর নাশের সহিত স্বয়ংও নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং কাহার পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ হইবে?

তচ্চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এব আত্মা

দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ ॥

চারি ভূতের সংযোগ হইতে এই শরীরে জীবাত্মা উৎপন্ন হয় এবং উহারই বিয়োগের সহিত নষ্ট হইয়া যায়। কারণ মৃত্যুর পর কোন জীবের প্রত্যক্ষ হয় না। আমরা এক প্রত্যক্ষই স্বীকার করি; কারণ প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে অনুমানাদি হইতে পারে না। সুতরাং মুখ্য প্রত্যক্ষের পক্ষে অনুমানাদি গৌণ বলিয়া তাহার গ্রহণ করি না। সুন্দর স্ত্রীর আলিঙ্গন হইতে আনন্দ ভোগ করা পুরুষার্থের ফল।

উত্তর—এই পৃথিব্যাদি ভূত জড় পদার্থ; সুতরাং উহা হইতে কখন চেতনের উৎপত্তি হইতে পারে না। এক্ষণে যেরূপ মাতা ও পিতার সংযোগ বশতঃ দেহের উৎপত্তি হয়, আদি সৃষ্টিতে তদ্রূপ পরমেশ্বররূপ কর্ত্তা ব্যতিরেকে মনুষ্যাদির শরীরের আকৃতি কখন হইতে পারে না। মত্ততার ন্যায় চেতনের উৎপত্তি এবং বিনাশ হয় না, কারণ মত্ততা চেতনের হয়, জড়ের হয় না। পদার্থ নষ্ট অর্থাৎ অদৃষ্ট হয় পরন্তু কাহারও অভাব হয় না। তদ্রূপ অদৃশ্য হওয়া প্রযুক্ত জীবেরও অভাব স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। জীবাত্মা সদেহ হইলেই উহার প্রকটতা হয় এবং যখন শরীর ত্যাগ করে তখন মৃত্যুগ্রস্ত শরীর পূর্ব্বের ন্যায় চেতনযুক্ত হইতে পারে না। বৃহদারণ্যকে এই বিষয় আছে :—

নাহং মোহং ব্রবীমি অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মায়মাত্মেতি।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন "হে মৈত্রেয়ি! আমি মোহবশতঃ বলিতেছি না, কিন্তু আত্মা অবিনাশী। ইহারই যোগবশতঃ শরীর চেষ্টা করে এবং যখন শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া যায় তখন শরীরে কিছুই জ্ঞান থাকে না।" যদি দেহ হইতে আত্মা পৃথক্ না হইবে তাহা হইলে উহার সংযোগবশতঃ দেহের চেতনা এবং বিয়োগবশতঃ জড়তা কেন হয়? সুতরাং আত্মা দেহ হইতে পৃথক্। চক্ষু যেরূপ সকলকে দেখে পরন্তু আপনাকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ প্রত্যক্ষের কারণ ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। আপনার চক্ষু দ্বারা যেরূপ ঘট-পটাদি সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হয় তদ্রূপ জ্ঞান দ্বারা আপনার চক্ষুও দৃষ্ট হয়। যে দ্রষ্টা সে দ্রষ্টাই থাকে, কখন দৃশ্য হয় না। যেরূপ আধার ব্যতিরেকে আধেয়, কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য, অবয়বী ব্যতিরেকে অবয়ব এবং কর্ত্তা ব্যতিরেকে কর্ম্ম থাকিতে পারে না, তদ্রূপ কর্ত্তা ব্যতিরেকে কিরূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারে? যদি সুন্দর স্ত্রীর সহিত সমাগম করাই পুরুষার্থের ফল মনে কর তাহা হইলে উহা হইতে যে ক্ষণিক সুখ এবং কখন দুঃখ হয় তাহাই পুরুষার্থের ফল হইল। এরূপ হইলে স্বর্গের হানি হওয়াতে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যদি বল যে দুঃখমোচন এবং সুখবৃদ্ধির জন্য প্রযত্ন করিতে হইবে, তাহা হইলে মুক্তিসুখের হানি হইয়া পড়ে। সুতরাং উহা পুরুষার্থের ফল নহে। (চার্ব্বাক) যে দুঃখসংযুক্ত সুখ ত্যাগ করে সে মূর্খ। ধান্যার্থী যেরূপ তণ্ডুলের গ্রহণ করে এবং তুষাংশ পরিত্যাগ করে, বুদ্ধিমান্ তদ্রূপ এই সংসারে সুখের গ্রহণ এবং দুঃখের ত্যাগ করিয়া থাকে। কারণ ইহলোকে উপস্থিত সুখ ত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত (অনিশ্চিত) স্বর্গসুখ ইচ্ছা করতঃ যে পরলোকের জন্য ধূর্ত্তকথিত বেদোল্লিখিত অগ্নিহোত্রাদি, কর্ম্মোপাসনা এবং জ্ঞানকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, সে অজ্ঞান। পরলোক যখন নাই তখন উহার আশা করা মূর্খতার কার্য্য। কারণ :—

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥

চার্ব্বাক মত-প্রচারক "বৃহস্পতি" বলিতেছেন যে, অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড এবং ভস্মলেপ ইহাকে বুদ্ধি এবং পৌরুষহীন লোকেরা জীবিকাস্বরূপ করিয়া লইয়াছে। কণ্টক বিদ্ধ হইতে উৎপন্ন দুঃখের নামই নরক; লোক প্রসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর এবং দেহের নাশ হওয়াই মোক্ষ; অন্য কিছুই নাই।

উত্তর—বিষয়রূপ সুখমাত্রকে পুরুষার্থের ফল মনে করিয়া বিষয় দুঃখের নিবারণ মাত্র হইতে কৃতকৃত্য হওয়া এবং উহাই স্বর্গ মনে করা কেবল মূর্খতা। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ হইতে বায়ু, বৃষ্টি এবং জলের শুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা আরোগ্য লাভ এবং তাহা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ সিদ্ধি হইয়া থাকে! ইহা না জানিয়া বেদ, ঈশ্বর এবং বেদোক্ত ধর্ম্মের নিন্দা করা ধূর্ত্তের কার্য্য। ত্রিদণ্ড এবং ভস্মলেপের যে খণ্ডন করা হইয়াছে উহা সঙ্গত হইয়াছে। যদি কণ্টকবেধাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখের নাম নরক হয়, তবে তাহার অপেক্ষা অধিক মহারোগাদি কেন নরক নহে? যদি রাজা ঐশ্বর্য্যবান্ এবং প্রজাপালনে সমর্থ হওয়াতে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মনে কর তাহা হইলে সঙ্গত; পরন্তু রাজা পাপী এবং অন্যায়কারী হইলেও যদি তাহাকে পরমেশ্বরবৎ মনে কর তাহা হইলে তোমার মত মূর্খ আর নাই। শরীরের বিচ্ছেদ মাত্রই যদি মোক্ষ হইল তাহা হইলে গর্দ্দভ ও কুক্কুরাদিতে এবং তোমাতে কি ভেদ রহিল? পরন্তু কেবল আকৃতিগতই ভেদ রহিল। (চার্ব্বাক):—

অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং শীতস্পর্শস্তথাঽনিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাত্তদ্ব্যবস্থিতিঃ॥১॥
ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥২॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥৩॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্॥৪॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে॥৫॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥৬॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ ॥৭॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নত্বন্যদ্বিদ্যতে কচিৎ ॥৮॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্ত নিশাচরাঃ।
জর্ফরীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্ ॥৯॥
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নস্তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতম্
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১০॥
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচরসমীরিতম্ ॥১১॥

চার্ব্বাক, আভানক, বৌদ্ধ এবং জৈন সবই স্বভাব হইতে উৎপত্তি বিশ্বাস করে। স্বাভাবিক যে যে গুণ আছে তাহা দ্বারা দ্রব্য-সংযুক্ত হইয়া সমস্ত পদার্থ রচিত হয়; জগতের কর্ত্তা কেহ নাই।১॥

তাহাদের মধ্যে চার্ব্বাক মতের প্রভেদ এই যে, বৌদ্ধ এবং জৈন পরলোক ও জীবাত্মা স্বীকার করে পরন্তু চার্ব্বাক তাহা করে না। কোন কোন বিষয় ব্যতিরেকে এই তিন সম্প্রদায়ের মত একরূপ। কেহই স্বর্গ, নরক, পরলোকগামী আত্মা এবং বর্ণাশ্রমের কার্য্য সকলের ফলদায়িকতা স্বীকার করে না ॥২॥

যদি যজ্ঞে পশু মারিয়া হোম করিলে উক্ত পশু স্বর্গে যায়, তাহা হইলে যজমান নিজের পিতাকে মারিয়া হোম করিয়া স্বর্গে পাঠান না কেন? ॥৩॥

যদি মৃত জীবের পক্ষে শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ তৃপ্তিজনক হয়, তবে বিদেশ-যাত্রী পথের প্রয়োজনীয় অন্ন, বস্ত্র এবং ধনাদি সঙ্গে লইয়া যায় কেন? যখন মৃতের উদ্দেশে অর্পিত পদার্থ স্বর্গে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বিদেশ গমনকারীর জন্য তাহার আত্মীয়গণও গৃহে তাহার নাম করিয়া দিলে কেন তাহা তাহার নিকট পৌঁছে না? তাহা যখন পৌঁছে না, তখন অর্পিত দ্রব্য স্বর্গেই বা কিরূপে পৌঁছিবে? ॥৪॥

মর্ত্তলোকে দান করিলে যদি স্বর্গবাসী তৃপ্ত হয়, তাহা হইলে গৃহের নিম্ন স্থানে প্রদান করিলে উপরিস্থিত লোক তৃপ্ত হয় না কেন? ॥৫॥

এইজন্য যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন সুখে কালযাপন করিবে। গৃহে দ্রব্যাদি না থাকিলে ঋণ করিয়াও আনন্দ করিবে। ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না, কারণ যে শরীরে জীব পান-ভোজন

করিয়াছে সে উভয়েরই পুনরাগমন হইবে না ; সুতরাং কে কাহার নিকট দাবী করিবে এবং কে বা পরিশোধ করিবে ? ॥৬॥

লোকে যে বলে "মৃত্যুকালে জীব নির্গত হইয়া পরলোকে যায়, তাহা মিথ্যা কথা ; কারণ যদি তাহা হইত তাহা হইলে আত্মীয়দিগের মোহে আবদ্ধ হইয়া গৃহে পুনরায় আগমন করে না কেন ? ॥৭॥

এই হেতু ব্রাহ্মণগণ কেবল নিজেদের জীবিকার জন্য এই সকল উপায় করিয়াছে। দশ গাত্রাদি মৃতের ক্রিয়াসকল কেবল তাহাদের জীবিকার উপায়ান্তর। ॥৮॥

ভণ্ড, ধূর্ত্ত এবং নিশাচর অর্থাৎ রাক্ষস এই তিন প্রকার জীব বেদ-প্রণেতা। "জর্ফ´রী" ও "তুর্ফ´রী" ইত্যাদি কেবল পণ্ডিতদিগের ধূর্ত্ততাযুক্ত বাক্য মাত্র। ॥৯॥

ধূর্ত্তের রচনা দেখ, "স্ত্রী অশ্বলিঙ্গ গ্রহণ করিবে, যজমানের স্ত্রীকে তাহার সহিত সমাগম করাইবে এবং কন্যার সহিত রহস্যাদি করিবে ইত্যাদি। এরূপ কথা ধূর্ত্ত ভিন্ন অন্যের হইতে পারে না। ॥১০॥

তদ্ভিন্ন যে অংশে মাংস ভোজনের কথা লিখিত আছে তাহা রাক্ষসের রচিত। ॥১১॥

উত্তর—চেতন পরমেশ্বরের নির্ম্মাণ ভিন্ন, জড় পদার্থ সকল স্বয়ং স্বভাবতঃ নিয়মানুসারে পরস্পর মিলিত হইয়া কখন উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি স্বভাব হইতে হইত, তাহা হইলে সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং নক্ষত্রাদি-লোক নিজে নিজেই উৎপন্ন হয় না কেন ? ॥১॥

সুখ ভোগের নাম স্বর্গ এবং দুঃখ ভোগের নাম নরক। জীবাত্মা না থাকিলে কে সুখ এবং দুঃখের ভোক্তা হইতে পারে ? এই সময়ে জীব যেরূপ সুখ ও দুঃখের ভোক্তা পরজন্মেও সেইরূপ হয়। বর্ণাশ্রমীদের সত্য ভাষণ এবং পরোপকারাদি ক্রিয়াও কি নিস্ফল হইবে ? কখনও নহে। ॥২॥

পশু বিনাশ করিয়া হোম করা বেদাদি সত্যশাস্ত্র মধ্যে কোথায়ও লিখিত নাই। তদ্ব্যতীত মৃতের জন্য শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি করাও কপোলকল্পিত। কারণ ইহা বেদাদি সত্যশাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং কেবল ভাগবতাদি পুরাণ মতাবলম্বীদের মত। সুতরাং ইহার খণ্ডন অখণ্ডনীয়। ॥৩॥

যে বস্তু বিদ্যমান আছে তাহার কখনও অভাব হয় না সুতরাং বর্ত্তমান জীবেরও অভাব হইতে পারে না। দেহ ভস্মীভূত হয় কিন্তু জীব সেরূপ হয় না, অন্য শরীরে গমন করে। সুতরাং যদি কেহ ঋণ করিয়া ইহলোকে পরকীয় পদার্থ ভোগ করিয়া প্রত্যর্পণ না করে, সে নিশ্চয় পাপী হইয়া পরজন্মে দুঃখরূপ নরক ভোগ করে, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ॥৪॥

দেহ হইতে বহির্গত হইয়া জীব স্থানান্তর ও দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার পূর্ব্ব-জন্ম এবং কুটুম্বাদির বিষয় কিছুই জ্ঞান থাকে না এবং সেইজন্য পুনরায় কুটুম্বদের নিকট আসিতে পারে না। ॥৫॥

অবশ্য ব্রাহ্মণগণ প্রেতকর্ম্ম আপনাদের জীবিকার্থ রচনা করিয়াছে এবং তাহা বেদোক্ত নহে বলিয়া উহা খণ্ডনীয়। ॥৬॥

এখন বল যে চার্ব্বাক আদি যদি বেদাদি দেখিত, অধ্যয়ন করিত অথবা শ্রবণ করিত, তাহা হইলে কখনই বেদের নিন্দা করিত না এবং ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর তুল্য পুরুষে বেদ রচনা করিয়াছে ইত্যাদি বচন কখনও বলিত না। অবশ্য স্বীকার্য্য যে মহীধরাদি টীকাকার ভণ্ড, ধূর্ত্ত এবং নিশাচরের তুল্য ছিল। তাহাদেরই ধূর্ত্ততা, বেদের নহে। অতি দুঃখের বিষয় যে চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, আভানক ও জৈনগণ মূল চারি বেদের সংহিতা সকল কখনও শুনে নাই, দেখেও নাই এবং কোন জ্ঞানীর নিকট পাঠও করে নাই। সেই কারণে নষ্ট ও ভ্রষ্টবুদ্ধি হইয়া অকারণে বৃথা বেদের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং দুষ্ট বামমার্গীদের প্রমাণশূন্য কপোল-কল্পিত ভ্রষ্ট টীকা সকল দেখিয়া বেদের বিরোধী হইয়া অগাধ অবিদ্যা-সাগরে পতিত হইয়াছিল। ॥৭॥

আচ্ছা ইহাও বিচার করা কর্ত্তব্য যে স্ত্রীর দ্বারা অশ্বলিঙ্গ গ্রহণ এবং তাহার সহিত সমাগম করান, অথবা যজমানের কন্যার সহিত রহস্যাদি করা ইত্যাদি বামমার্গী লোক ভিন্ন অন্যের কার্য্য নহে। এই সকল মহাপাপী বামমার্গী ব্যতিরেকে ভ্রষ্ট, বেদার্থের বিপরীত এবং অশুদ্ধ ব্যাখ্যা কে করিবে? এই সকল চার্ব্বাকদের জন্য অত্যন্ত দুঃখ হয় যে ইহারা বিচার না করিয়া বেদনিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অল্পপরিমাণেও নিজেদের বুদ্ধি প্রয়োগ করে নাই। হতভাগ্যেরা কি করে, তাহাদের এরূপ বিদ্যাও ছিল না যে সত্যাসত্যের বিচার করিয়া অসত্যের খণ্ডন ও সত্যের মণ্ডন করিবে। ॥৮॥

তদ্ব্যতীত যে মাংস খাইবার কথা, তাহাও বামমার্গীয় টীকাকারদের লীলা। এই জন্য তাহাদিগকে রাক্ষস বলাই উচিত। পরন্তু বেদের কুত্রাপি মাংস ভোজনের কথা লিখিত হয় নাই। সুতরাং টীকাকারীদের উপর এবং যাহারা বেদ না জানিয়া শুনিয়া আপনার আপনার মনের মত নিন্দা করিয়াছে তাহাদের উপরই এই সকল মিথ্যা কথার জন্য পাপ নিঃসন্দেহেই পতিত হইবে। এই পর্য্যন্ত সত্য যে যাহারা বেদের সহিত বিরোধ করে, করিয়াছে এবং করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই অবিদ্যারূপ অন্ধকারে পতিত হইয়া যতই কেন দুঃখ পাউক না, তাহা তাহাদের পক্ষে অতি অল্প বলিয়াই মনে করিতে হইবে। এই জন্য মনুষ্যমাত্রেরই বেদানুসারে চলা উচিত। ॥৯॥

বামমার্গীরা মিথ্যা কপোলকল্পনা দ্বারা বেদের নাম লইয়া নিজেদের প্রয়োজন সাধন অর্থাৎ যথেষ্ট মদ্য পান, মাংস ভোজন এবং পরস্ত্রী গমনাদি দুষ্ট কার্যসমূহে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য বেদের যে সকল কলঙ্ক করিয়াছে তাহাই দেখিয়া চার্ব্বাক, বৌদ্ধ ও জৈনগণ বেদের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং তদ্ভিন্ন বেদবিরুদ্ধ পৃথক অনীশ্বরবাদী অর্থাৎ নাস্তিক মত প্রচার করিয়াছে। যদি চার্ব্বাকাদি বেদ সকলের মূলার্থ বিচার করিত, তাহা হইলে অশুদ্ধ টীকা সকল দেখিয়া সত্য বেদোক্ত মত সকল কেন হারাইবে? হতভাগ্যেরা কি করিবে! "বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ" যখন নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইবার সময় উপস্থিত হয় তখন মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হইয়া উঠে।

এখন চার্ব্বাকদের মধ্যে ভেদের কথা লিখিত হইতেছে। ইহারা অনেক বিষয়ে একমত। পরন্তু চার্ব্বাক দেহের উৎপত্তির সহিত জীবোৎপত্তি এবং উহার নাশের সহিত জীবেরও নাশ স্বীকার

করে। পুনর্জন্ম এবং পরলোক মানে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অনুমানাদি প্রমাণও মানে না। চার্ব্বাক শব্দের অর্থ "যে বাক্য কথন বিষয়ে প্রগল্ভ এবং ইহার বিশেষ অর্থ বিতণ্ডাপ্রিয়। বৌদ্ধ ও জৈনগণ প্রত্যক্ষাদি চারি প্রমাণ, অনাদি জীব, পুনর্জন্ম, পরলোক এবং মুক্তিও স্বীকার করে। বৌদ্ধ এবং জৈনদের চার্ব্বাকের সহিত একই মাত্র প্রভেদ। পরন্তু নাস্তিকতা, বেদ ও ঈশ্বর নিন্দা, পরমত-দ্বেষ (ছয় যত্ন, পূর্ব্ব-কথিত ছয় কর্ম্ম) এবং জগতের কর্ত্তা কেহ নাই ইত্যাদি বিষয়ে সকলেই একমত। এখানে চার্ব্বাকের মত সংক্ষেপে দর্শিত হইল।

এখন বৌদ্ধমত বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে :—

কার্য্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাব নিয়মো দর্শনান্তরদর্শনাৎ ॥১॥

কার্য্যকারণভাব অর্থাৎ কার্য্যদর্শনে কারণের এবং কারণ দর্শনে কার্য্যাদির সাক্ষাৎকার এবং প্রত্যক্ষ হইতে শেষবৎ অনুমান হইয়া থাকে। ইহা ব্যতিরেকে প্রাণীদের সকল ব্যবহার পূর্ণ হইতে পারে না। এই সকল লক্ষণ হইতে অনুমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করায় বৌদ্ধগণ চার্ব্বাক হইতে ভিন্ন শাখা হইয়াছে। বৌদ্ধ চারি প্রকার :—

প্রথম "মাধ্যমিক" দ্বিতীয় "যোগাচার" তৃতীয় "সৌত্রান্তিক" এবং চতুর্থ "বৈভাষিক"। "বুদ্ধ্যা নির্বর্ত্ততে স বৌদ্ধঃ" যে বুদ্ধি অনুসারে সিদ্ধ অর্থাৎ যে বিষয় নিজের বুদ্ধিপ্রাপ্য উহাই মানিবে এবং যাহা বুদ্ধিতে আসিবে না তাহা স্বীকার করিবে না। তাহাদের মধ্যে প্রথম "মাধ্যমিক" সর্ব্বশূন্য স্বীকার করে অর্থাৎ যে সকল পদার্থ আছে তৎসমুদয়ই শূন্য অর্থাৎ আদিতে ছিল না, অন্তে থাকে না এবং মধ্যে যখন প্রতীত হয় তাহাও প্রতীতি সময়েই থাকে, তারপর শূন্য হইয়া যায়। যেরূপ ঘট উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না, ধ্বংসের পরে থাকে না এবং ঘটজ্ঞানের সময় ভাসমান হইয়া জ্ঞান পদার্থান্তরে গেলে আর ঘটজ্ঞান থাকে না। এইজন্য শূন্যই এক তত্ত্ব।

দ্বিতীয় "যোগাচার" ইহারা বাহ্যশূন্য স্বীকার করে অর্থাৎ পদার্থ আন্তরিক জ্ঞানে ভাসমান হয় কিন্তু বাহিরে নাই। যেরূপ ঘটজ্ঞান আত্মায় আছে বলিয়াই মনুষ্য বলে যে "এই ঘট" এবং আন্তরিক জ্ঞান না থাকিলে তাহা বলিতে পারে না—ইত্যাদিরূপ স্বীকার করে।

তৃতীয় "সৌত্রান্তিক"; তাহারা বাহ্য অর্থের অনুমান স্বীকার করে। বাহিরে কোন পদার্থ সাঙ্গোপাঙ্গ প্রত্যক্ষ হয় না কিন্তু একদেশ প্রত্যক্ষ হওয়াতে অবশিষ্ট বিষয়ে অনুমান করা যায়, তাহারা এইরূপ মত প্রকাশ করে।

চতুর্থ "বৈভাষিক" তাহাদের মত যে বাহিরে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, ভিতরে হয় না। যেমন "অয়ং নীলো ঘটঃ" এই প্রতীতি নীলযুক্ত ঘটাকৃতি বাহিরে প্রতীতি হয় ইহারা এইরূপ স্বীকার করে।

যদ্যপি এক বুদ্ধই ইহাদের আচার্য্য তথাপি শিষ্যদের বুদ্ধিভেদ বশতঃ চারটী শাখা হইয়া গিয়াছে। যেমন সূর্য্যাস্ত হইলে জার পুরুষ পরস্ত্রী গমন এবং বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম করিয়া থাকে সেইরূপ সময় এক হইলেও লোকে নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা করে। এখন এই পূর্ব্বোক্ত চারিটী শাখার মধ্যে "মাধ্যমিক" সকলকে ক্ষণিক বিশ্বাস করে অর্থাৎ ক্ষণে বুদ্ধির পরিণাম হওয়াতে পূর্ব্বক্ষণে জ্ঞাত বস্তু যেরূপ ছিল তাহা দ্বিতীয়ক্ষণে সেরূপ থাকে না। এইজন্য সকলকে ক্ষণিক মানিতে হইবে, তাহারা এইরূপ মত প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় "যোগাচার"; তাহারা এইরূপ মানে যে প্রবৃত্তি মাত্রেরই সমস্ত দুঃখরূপ প্রবৃত্তি; কারণ কেহই প্রাপ্ততে সন্তুষ্ট থাকে না এবং একের প্রাপ্তিতে অপরের ইচ্ছা সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে।

তৃতীয় "সৌত্রান্তিক"; তাহারা বলে, যে সমস্ত পদার্থ নিজ নিজ লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত হয়। যেমন গো-চিহ্নের দ্বারা গো এবং অশ্ব-চিহ্ন দ্বারা অশ্ব বুঝা যায়। এইরূপ লক্ষণ সর্ব্বদা লক্ষ্যে থাকে।

চতুর্থ "বৈভাষিক", তাহারাও শূন্যই এক পদার্থ স্বীকার করে। প্রথম মাধ্যমিকও সকলকে শূন্য মানে এবং বৈভাষিকদেরও সেই পক্ষ। এইরূপ বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক মতবাদ আছে। এইরূপে তাহারা চার প্রকার ভাবনা স্বীকার করে।

উত্তর—যদি সমস্তই শূন্য হয় তাহা হইলে শূন্যের জ্ঞাতা শূন্য হইতে পারে না। সমস্ত শূন্য হইলে শূন্য শূন্যকে জানিতে পারে না। সুতরাং শূন্যের জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই দুই পদার্থ সিদ্ধ হইতেছে। যোগাচারিদিগের বাহ্য শূন্যতা মানা যদি সঙ্গত হয় তবে পর্ব্বতও উহাদিগের ভিতর থাকিবে এইরূপ হওয়া আবশ্যক। যদি বল যে পর্ব্বত ভিতরে আছে তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য যে তাহাদের হৃদয়ে পর্ব্বতের উপযুক্ত অবকাশ কোথায়? সুতরাং পর্ব্বত বাহিরেই আছে এবং পর্ব্বতজ্ঞান আত্মায় থাকে। সৌত্রান্তিক কোন পদার্থের প্রত্যক্ষতা স্বীকার করে না। ইহা যদি সঙ্গত হয় তবে সৌত্রান্তিক নিজে এবং তাহার বচনও অনুমেয় হইতে হয় এবং প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যদি প্রত্যক্ষ না না হইল তবে "অয়ং ঘটঃ" এরূপ প্রয়োগও হওয়া উচিত নহে, কিন্তু "অয়ং ঘটৈকদেশঃ" অর্থাৎ ইহা ঘটের এ দেশ এইরূপ হইবে। তদ্ব্যতীত এক দেশের নাম ও ঘট নহে, পরন্তু সমুদয়ের নামই ঘট। "ইহা ঘট" ইহা প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমান নহে, কারণ সমস্ত অবয়বে একই অবয়বী হইয়া থাকে এবং তাহার প্রত্যক্ষ হইলেও ঘটের সমস্ত অবয়বেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। চতুর্থ বৈভাষিকেরা যে বাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ স্বীকার করে তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ যখন জ্ঞাতা এবং জ্ঞান হয় তখনই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যদ্যপি প্রত্যক্ষের বিষয় বাহ্য হয়, আত্মার তদাকার জ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ যদি পদার্থ ক্ষণিক এবং উহার জ্ঞানও ক্ষণিক হইত তাহা হইলে "প্রত্যভিজ্ঞা" হইতে পারে না অর্থাৎ এইরূপ কথা উক্ত হইয়াছিল এরূপ স্মরণ হওয়া উচিত নহে; কিন্তু দেখা যায় যে পূর্ব্বদৃষ্ট এবং শ্রুতের স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং ক্ষণিক বাদ সঙ্গত নহে। যদি সমস্তই দুঃখ হয় এবং সুখ কিছুমাত্র না হয় তাহা হইলে সুখের অপেক্ষা ব্যতিরেকে দুঃখ সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ রাত্রির অপেক্ষা বশতঃ দিন এবং দিনের অপেক্ষা বশতঃ রাত্রি হইয়া থাকে। সুতরাং সমস্ত দুঃখ স্বীকার করা সঙ্গত নহে। যদি স্বলক্ষণই মানিতে হয় তবে নেত্র রূপের লক্ষণ এবং রূপ লক্ষ্য; যেমন ঘটেররূপ ঘটেররূপের লক্ষণ-স্বরূপ চক্ষু লক্ষ্য হইতে ভিন্ন এবং গন্ধ পৃথিবী হইতে অভিন্ন। সুতরাং

এইরূপে লক্ষ্য ও লক্ষণ ভিন্ন এবং অভিন্ন মানিতে হইবে। পূর্ব্বে শূন্যের যে উত্তর দিয়াছি তাহাই জানিতে হইবে অর্থাৎ শূন্যের জ্ঞাতা শূন্য হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে।

সর্ব্বস্য সংসারস্য দুঃখাত্মকত্বং সর্ব্বতীর্থঙ্করসঙ্গতম্ ॥

বৌদ্ধ এবং জৈন উভয়েই নিজকে তীর্থঙ্কর বলিয়া মানে এবং এইজন্য তাহারা এ বিষয়ে এক। ইহারা পূর্ব্বোক্ত ভাবনা চতুষ্টয় অর্থাৎ চারি ভাবনা হইতে সকল বাসনার নিবৃত্তি বশতঃ শূন্যরূপ নির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তি মানিয়া থাকে এবং আপনাদিগের শিষ্যদিগকে যোগাচারের উপদেশ দেয়। গুরুবচন প্রমাণে কার্য্য করা অনাদি বুদ্ধিগত বাসনা হওয়াতে বুদ্ধিই অনেকাকার হইয়া ভাসমান হয়। উহার মধ্যে প্রথম স্কন্ধ :—

রূপ বিজ্ঞান বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারসংজ্ঞকঃ ॥

(প্রথম) ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা যে রূপাদি বিষয় গ্রহণ করা যায় উহা "রূপস্কন্ধ"। (দ্বিতীয়) আলয়বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রবৃত্তি জানারূপ ব্যবহার; তাহা "বিজ্ঞানস্কন্ধ"। (তৃতীয়) রূপস্কন্ধ এবং বিজ্ঞান-স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন, সুখ-দুঃখাদির প্রতীতিরূপ ব্যবহার; তাহা "বেদস্কন্ধ"। (চতুর্থ) নাম বিশিষ্টের সহিত গো আদি সংজ্ঞার সম্বন্ধ মানা; তাহা "সংজ্ঞাস্কন্ধ"। (পঞ্চম) বেদনাস্কন্ধ হইতে রাগ দ্বেষাদি ক্লেশ এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদি উপক্লেশ, মদ, প্রমাদ, অভিমান, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মরূপ ব্যবহার; তাহাকে "সংস্কারস্কন্ধ" বলিয়া মানে। সমস্ত সংসারে দুঃখরূপ, দুঃখের গৃহ এবং দুঃখের সাধনরূপ ভাবনা করতঃ সংসার হইতে নির্মুক্ত হওয়া ইত্যাদিরূপ চার্ব্বাকের অপেক্ষা অধিক মুক্তি ইহারা মানে। তদ্ভিন্ন অনুমানকে এবং জীবকে যাহা চার্ব্বাক মানে না তাহা বৌদ্ধ মানিয়া থাকে।

দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্ব্বহুভিঃ কিল ॥১॥
গম্ভীরোত্তানভেদেন কচিচ্চোভয়লক্ষণঃ।
ভিন্না হি দেশনা ভিন্নং শূন্যতাদ্বয়লক্ষণা ॥২॥
অর্থানুপার্জ্য বহুশো দ্বাদশায়তনানি বৈ।
পরিতঃ পূজনীয়ানি কিমন্যৈরিহ পূজিতৈঃ ॥৩॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
মনো বুদ্ধিরিতি প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং বুধৈঃ ॥৪॥

অর্থাৎ জ্ঞানী, উদাসীন, জীবন্মুক্ত এবং লোকনাথ বুদ্ধ আদি তীর্থঙ্করদের পদার্থ-স্বরূপের জ্ঞাপকও ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উপদেশকদ্বারা, অনেক প্রকার ভেদ এবং বহুবিধ উপায় দ্বারা যদ্বিষয় কথিত হইয়াছে তাহা মানিতে হইবে ॥১॥

গম্ভীর এবং প্রসিদ্ধ ভেদানুসারে কোন কোন স্থলে গুপ্ত এবং কোন কোন স্থলে প্রকট এরূপ ভিন্ন ভিন্ন গুরুদিগের উপদেশ, যাহা পূর্ব্বে শূন্য লক্ষণযুক্ত কথিত হইয়াছে, তাহা মানিতে হইবে ॥২॥

যে দ্বাদশায়তন পূজা আছে তাহাই মোক্ষপ্রদ। এই পূজার জন্য বহু পরিমাণে দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়া দ্বাদশায়তন অর্থাৎ দ্বাদশ প্রকারের স্থানবিশেষ রচনা করিয়া সর্ব্ব-প্রকারে পূজা করিতে হইবে। অন্যের পূজা করিবার কি প্রয়োজন? ॥৩॥

ইহাদিগের দ্বাদশায়তন পূজা এইরূপ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, এবং নাসিকা; এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি ইহাদিগেরই সৎকার করিতে হইবে অর্থাৎ ইহাদিগকে আনন্দে প্রবৃত্ত রাখিতে হইবে—ইত্যাদি বৌদ্ধদিগের মত ॥৪॥

উত্তর—যদি সমস্ত সংসার দুঃখরূপই হয়, তবে কোন জীবের প্রবৃত্তি হওয়া উচিত নহে। কিন্তু সংসারে জীবদিগের প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। সুতরাং সমস্ত সংসার দুঃখরূপ নহে, পরন্তু ইহাতে সুখ এবং দুঃখ দুই-ই আছে। বৌদ্ধগণ যখন এইরূপই সিদ্ধান্ত মানে তখন পান ও ভোজন করিয়া এবং পথ্য ও ঔষধাদি সেবন করিয়া শরীর রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া কেন সুখ মনে করে? যদি বল যে আমরা প্রবৃত্ত হই বটে কিন্তু উহাতে দুঃখই কেবল মনে করি, তাহা হইলে সে কথা সঙ্গত হয় না। কারণ জীব সুখ মনে করিয়া প্রবৃত্ত এবং দুঃখ মনে করিয়া নিবৃত্ত হয়। সংসারে ধর্ম্মক্রিয়া, বিদ্যা, এবং সৎসঙ্গাদি শ্রেষ্ঠ ব্যবহার সমস্তই সুখকর। বৌদ্ধ ব্যতিরেকে কোনও বিদ্বান্ ইহাকে দুঃখের লিঙ্গ মনে করিতে পারেন না। যে পাঁচ স্কন্ধ আছে তাহাও সম্যক্ অসম্পূর্ণ। কারণ যদি এইরূপ স্কন্ধ বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকের অনেক ভেদ হইতে পারে। তীর্থঙ্করদিগকে উপদেশক এবং লোকনাথ বলিয়া বিশ্বাস করা হয় এবং অনাদি ও নাথদিগের নাথ সেই পরমাত্মাকে বিশ্বাস করা হয় না। তাহা হইলে উক্ত তীর্থঙ্করগণ কাহার নিকট উপদেশ পাইল? যদি কেহ বলে যে তাহারা স্বয়ং প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা হইলে সে কথা অসম্ভব হয়। কার ব্যতিরেকে কার্য্য হইতে পারে না। অথবা তাহাদিগের কথানুসারে যদি তদ্রূপই হয়, তবে পঠন ও পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ এবং জ্ঞানীদিগের সৎসঙ্গানুষ্ঠান ব্যতিরেকে এক্ষণেও কেন উহাদিগের মধ্যে জ্ঞানী উৎপন্ন হয় না? যখন সেরূপ হয় না তখন এইরূপ কথন সর্ব্বথা নির্মূল, যুক্তিশূন্য এবং সান্নিপাতরোগগ্রস্ত মনুষ্যের প্রলাপের তুল্য। বৌদ্ধদিগের যে শূন্যরূপ অদ্বৈত উপদেশ আছে, তদ্বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে বিদ্যমান বস্তু কখন শূন্যরূপ হইতে পারে না। অবশ্য সমস্তই সূক্ষ্ম কারণরূপ হইয়া যায়। সুতরাং একথাও ভ্রমরূপ। যদি দ্রব্যসমূহ উপার্জ্জন করতঃ পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশায়তন পূজাকে মোক্ষসাধন মনে করিতে হয়, তবে দশ প্রাণ এবং একাদশ জীবাত্মার কেন পূজা করা হয় না? যদি ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের পূজাই মোক্ষপ্রদ হইল, তাহা হইলে এই সকল বৌদ্ধ এবং বিষয়ী লোকদিগের মধ্যে কি প্রভেদ রহিল? যদি তাহা হইতেই বৌদ্ধগণ রক্ষা পাইল না তাহা হইলে মুক্তিই বা কোথায় রহিল? এরূপ হইলে মুক্তির প্রয়োজন কি? এতদূর ইহারা আপনাদিগের অবিদ্যার উন্নতি করিয়াছেন যে ইহাদিগের তুলনা হইতে পারে না। ইহাতে এইরূপ নিশ্চয় হয় যে ইহাদিগের

বেদ এবং ঈশ্বরের সহিত বিরোধ করিবারই ফল প্রাপ্তি হইয়াছে। প্রথমে সংসারকে কেবল দুঃখরূপী ভাবনা করিল আবার মধ্যে দ্বাদশায়তন পূজার সূচনা করিল। ইহাদিগের দ্বাদশায়তন পূজা কি সাংসারিক পদার্থের বহিঃস্থিত যে তাহা মুক্তিপ্রদ হইতে পারিবে? আচ্ছা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যদি কেহ রত্ন অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয় তবে কি অন্বেষ্টব্যের প্রাপ্তি হইতে পারে? বেদ এবং ঈশ্বর না মানাতেই ইহাদিগের লীলা এইরূপ হইয়াছে। এক্ষণেও যদি ইচ্ছা করে তবে বেদ এবং ঈশ্বরের আশ্রয় লইয়া আপনাদিগের জন্ম সফল করুক। বিবেকবিলাস গ্রন্থে বৌদ্ধদিগের মত এইরূপ লিখিত আছে:—

বৌদ্ধানাং সুগতো দেবো বিশ্বং চ ক্ষণভঙ্গুরম্।
আর্য্যসত্ত্বাখ্যয়াতত্ত্বচতুষ্টয়মিদং ক্রমাৎ ॥১॥
দুঃখমায়তনং চৈব ততঃ সমুদয়ো মতঃ।
মার্গশ্চেত্যস্য চ ব্যাখ্যা ক্রমেণ শ্রূয়তামতঃ ॥২॥
দুঃখসংসারিণস্কন্ধাস্তে চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ ॥৩॥
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি শব্দা বা বিষয়াঃ পঞ্চ মানসম্।
ধর্ম্মায়তনমেতানি দ্বাদশায়তনানি তু ॥৪॥
রাগাদীনাং গণো যঃ স্যাৎ সমুদেতি নৃণাং হৃদি।
আত্মাত্মীয়স্বভাবাখ্যঃ স স্যাৎসমুদয়ঃ পুনঃ ॥৫॥
ক্ষণিকাঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ ইতি যা বাসনা স্থিরা।
স মার্গ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স চ মোক্ষঽভিধীয়তে ॥৬॥
প্রত্যক্ষমনুমানং চ প্রমাণং দ্বিতয়ং তথা।
চতুঃপ্রস্থানিকা বৌদ্ধাঃ খ্যাতা বৈভাষিকাদয়ঃ ॥৭॥
অথো জ্ঞানান্বিতো বৈভাষিকেণ বহু মন্যতে।
সৌত্রান্তিকেন প্রত্যক্ষগ্রাহ্যোঽর্থো ন বহির্মতঃ ॥৮॥
আকারসহিতা বুদ্ধির্যোগাচারস্য সম্মতা।
কেবলাং সংবিদং স্বস্থাং মন্যন্তে মধ্যমাঃ পুনঃ ॥৯॥
রাগাদিজ্ঞান সন্তান বাসনাচ্ছেদ সম্ভবা।

চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীর্ত্তিতা ॥১০॥

কৃত্তিঃ কমণ্ডলুর্মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্নভোজনম্।

সংঘো রক্তাম্বরত্বংচ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিঃ ॥১১॥

বৌদ্ধদিগের পূজনীয় ভগবান্ সুগতদেব বুদ্ধ, ক্ষণভঙ্গুর জগৎ, আর্য্যপুরুষ এবং আর্য্যা স্ত্রী এবং তত্ত্ব সকলের আখ্যা ও সংজ্ঞাদি প্রসিদ্ধি এই চারি তত্ত্ব বৌদ্ধদিগের মন্তব্য পদার্থ। ॥১॥

এই বিশ্বকে দুঃখের গৃহে জানিলে তদনন্তর সমুদয় অর্থাৎ উন্নতি হইয়া থাকে। ক্রমশঃ ইহার ব্যাখ্যা শ্রবণ কর। ॥২॥

সংসারে দুঃখই আছে এবং যে পঞ্চ স্কন্ধ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তৎসমুদয় জানিবে ॥৩॥

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহাদের শব্দাদি পঞ্চ বিষয় এবং মন ও বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও ধর্ম্মের এই দ্বাদশ স্থান। ॥৪॥

মনুষ্যদিগের হৃদয়ে যে রাগ দ্বেষাদিসমূহের উৎপত্তি হয়, তাহা সমুদয় ও আত্মা, আত্মার সম্বন্ধীয় এবং স্বভাব, ইহা আখ্যা এবং ইহা হইতে পুনরায় সমুদয় হয়। ॥৫॥

সমস্ত সংস্কার ক্ষণিক। বাসনা স্থির হওয়াই বৌদ্ধদের মার্গ এবং উক্ত শূন্য তত্ত্ব শূন্যরূপ হইয়া যাওয়াই মোক্ষ। ॥৬॥

বৌদ্ধগণ প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দুইমাত্র প্রমাণ স্বীকার করে। ইহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার ভেদ আছে যথা—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার এবং মাধ্যমিক। ॥৭॥

ইহাদের মধ্যে বৈভাষিকেরা জ্ঞানবিষয়ীভূত অর্থকে বিদ্যমান্ বলিয়া স্বীকার করে, কারণ যাহা জ্ঞানবিষয়ীভূত নহে তাহা সিদ্ধপুরুষেরা বিশ্বাস করিতে পারে না। সৌত্রান্তিকেরা আন্তরিক পদার্থের প্রত্যক্ষতা মানে, বাহ্য পদার্থের নহে। ॥৮॥

যোগাচারিগণ আকারযুক্ত ও বিজ্ঞানযুক্ত বুদ্ধি স্বীকার করে। মাধ্যমিকেরা আত্মায় পদার্থ সকলের জ্ঞান মাত্র স্বীকার করে এবং পদার্থ স্বীকার করে না। ॥৯॥

চার প্রকার বৌদ্ধই রাগাদি জ্ঞান-প্রবাহের বাসনা নাশ হইতে মুক্তি উৎপন্ন হয় এইরূপ মানিয়া থাকে। ॥১০॥

মৃগাদি চর্ম্ম, কমণ্ডলু, মুণ্ডিত মস্তক, বল্কল বস্ত্র এবং রক্ত বস্ত্র ইহা বৌদ্ধসাধুদের বেশ এবং তাহারা পূর্ব্বাহ্নে অর্থাৎ ৯ ঘটিকার পূর্ব্বে ভোজন করে ও একা থাকে না। ॥১১॥

উত্তর—যদি বৌদ্ধদের সুগত বুদ্ধই দেব হইল, তাহা হইলে, তাঁহার গুরু কে ছিল? যদি বিশ্ব ক্ষণভঙ্গুর হয় তবে চিরদৃষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে স্মরণ হওয়া উচিত নহে। ক্ষণস্থায়ী হইলে তাহা পদার্থই থাকে না তখন কাহার স্মরণ হইবে? ॥১॥

বৌদ্ধদের যদি ক্ষণিক বাদই মার্গ হইল, তবে তাহাদের মোক্ষও ক্ষণস্থায়ী। যদি জ্ঞানযুক্ত অর্থ দ্রব্য হইল, তবে জড়দ্রব্যও জ্ঞানযুক্ত হইবে এবং তাহা হইলে তাহারা কাহার উপর চালনাদি

ক্রিয়া করে? আচ্ছা, যাহা বাহিরে দৃষ্ট হয়, তাহা কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে? যদি বুদ্ধি আকাশের সহিত থাকে তাহা হইলে দৃশ্য হওয়া আবশ্যক। যদি কেবল জ্ঞানই হৃদয় মধ্যে আত্মস্থ হয় এবং বাহ্য পদার্থের জ্ঞানই কেবল মানা যায়, তাহা হইলে জ্ঞেয়পদার্থ ভিন্ন জ্ঞানই হইতে পারে না। যদি বাসনা ত্যাগই মুক্তি হয়, তবে সুষুপ্তির অবস্থাও মুক্তি মানিতে হয়। সেরূপ মনে করা জ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া সর্ব্বদা নিন্দনীয়।

এই সকল বিবরণ দ্বারা সংক্ষেপে বৌদ্ধমতের বিষয় প্রদর্শিত হইল। বুদ্ধিমান্ ও বিচারশীল পুরুষগণ ইহা দেখিয়া জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন যে ইহাদের কিরূপ বিদ্যা ও মত। উক্ত মতগুলি জৈনগণও মানিয়া থাকে।

ইহার পরে জৈনমত বর্ণিত হইবে।

প্রকরণরত্নাকর ১ম ভাগ ও নয়চক্রসারে নিম্নলিখিত বিষয় লিখিত আছে।—

বৌদ্ধগণ সময়ে সময়ে নূতন ভাবে (১) আকাশ, (২) কাল (৩) জীব এবং (৪) পুদ্গল এই চারি দ্রব্য মানিয়া থাকে এবং জৈনগণ ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, আকাশাকািয়, পুদ্গলাস্তিকায়, জীবাস্তিকায় এবং কাল এই ছয় দ্রব্য মানিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কালকে আস্তিকায় বলিয়া স্বীকার করে না, পরন্তু এইরূপ বলে যে কাল উপচারতঃ দ্রব্য হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাহাদের মধ্যে "ধর্ম্মাস্তিকায়"—গতিপরিণামী ভাববশতঃ পরিণাম প্রাপ্ত জীব এবং পুদ্গল, ইহাদিগের গতি সমীপ হইতে স্তম্ভন করিবার হেতুকে ধর্ম্মাস্তিকায় কহে এবং উহা অসংখ্য প্রদেশ, পরিমাণ এবং লোক মধ্যে ব্যাপক। দ্বিতীয় "অধর্ম্মাস্তিকায়", ইহা স্থিরতা বশতঃ পরিণামী জীব এবং পুদ্গলের স্থিতি নিমিত্ত আশ্রয়ের হেতু। তৃতীয় "আকাশাস্তিকায়", উহার সম্বন্ধে বলে যে উহা সকল দ্রব্যের আধার এবং উহাতে অবগাহন, প্রবেশ ও নির্গমাদি ক্রিয়ানুষ্ঠায়ী জীব এবং উহা পুদ্গলদিগের অবগাহনের হেতুভূত ও সর্ব্বব্যাপী। চতুর্থ "পুদ্গলাস্তিকায়" অর্থাৎ যাহা কারণরূপ সূক্ষ্ম, নিত্য, একরস, বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ এবং কার্য্যের লিঙ্গপূরণের ও দ্রবীভূত হইবার স্বভাববিশিষ্ট। পঞ্চম "জীবাস্তিকায়" অর্থাৎ যাহা চেতনালক্ষণ, জ্ঞান ও দর্শনের উপযুক্ত, অনন্ত পর্য্যায়ক্রমে পরিণামী হইবার যোগ্য এবং কর্ত্তা ও ভোক্তা হইয়া থাকে। ষষ্ঠ "কাল"; যাহা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাস্তিকায়ের পরত্ব ও অপরত্ব; এবং নবীনতা ও প্রাচীনতার চিহ্নরূপে প্রসিদ্ধ এবং বর্ত্তমানরূপ পর্য্যায়যুক্ত, তাহাকেই কাল কহা যায়।

সমীক্ষক—বৌদ্ধগণ যে চারি দ্রব্য সময়ে সময়ে নূতন নূতন বলিয়া মনে করে তাহা মিথ্যা। কারণ আকাশ, কাল, জীব এবং পরমাণু নূতন অথবা পুরাতন কখনই হইতে পারে না। কারণ ইহারা অনাদি এবং কারণরূপ বশতঃ অবিনাশী হওয়াতে আর উহাতে নূতনত্ব অথবা পুরাণত্ব ঘটিতে পারে না। জৈনদিগেরও বিশ্বাস সঙ্গত নহে; কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্রব্য নহে পরন্তু উহারা গুণ। এই উভয় জীবাস্তিকার মধ্যে আসিতে পারিত সুতরাং আকাশ, পরমাণু জীব এবং কাল মানিলেই সঙ্গত হইত। বৈশেষিকগণ যে নয় দ্রব্য স্বীকার করেন তাহাই সঙ্গত। কারণ পৃথিব্যাদি পঞ্চ তত্ত্ব, কাল, দিক্, আত্মা এবং মন এই নয় পদার্থই নিশ্চিত। এক জীবকে চেতন মানিয়া, ঈশ্বরকে না বিশ্বাস করা জৈন এবং বৌদ্ধদিগের মিথ্যা পক্ষপাতের কথা।

বৌদ্ধ এবং জৈনগণ যে সপ্তভঙ্গী ন্যায় এবং স্যাদ্বাদ মানিয়া থাকে উহা এইরূপ—"সন্ ঘটঃ" ইহাকে প্রথম ভঙ্গ কহে, কারণ ঘট আপনার বিদ্যামানতাযুক্ত অর্থাৎ ঘট আছে ইহা দ্বারা অভাবের বিরোধ করা হইল। দ্বিতীয় ভঙ্গ "অসন্ ঘটঃ" ঘট নাই; প্রথম ঘটের ভাবানুসারে এই ঘটের অসদ্ভাব দ্বিতীয় ভঙ্গ হইল। তৃতীয় ভঙ্গ, যেরূপ "সন্নসন্ ঘটঃ" অর্থাৎ ঘট বটে কিন্তু পট নহে; ইহা পূর্বোক্ত উভয় হইতে পৃথক্‌রূপ হইল। চতুর্থ ভঙ্গ "ঘটোঽঘটঃ" যেমন "অঘটঃ পটঃ"; দ্বিতীয় ঘটের অভাব আপনার উপর থাকাতে ঘটকে অঘট বলা যায়। এক সময়ে উহার দুই সংজ্ঞা হয় অর্থাৎ ঘট এবং অঘটও হইয়া থাকে। পঞ্চম ভঙ্গ যেমন ঘট, পট কহিবার অযোগ্য অর্থাৎ উহাতে ঘটত্ব বক্তব্য এবং পটত্ব অবক্তব্য। ষষ্ঠ যেমন যে ঘট নাই তাহা বলিবার যোগ্যও নহে; এবং যে ঘট আছে তাহাই আছে এবং তাহা বলিবার যোগ্যও হইয়া থাকে। সপ্তম ভঙ্গ এইরূপ, যেমন যাহা বলিবার ইষ্ট বটে পরন্তু তাহা নাই এবং বলিবার যোগ্যও ঘটিতে পারে না। এইরূপ—

স্যাদস্তি জীবোঽয়ং প্রথমো ভঙ্গঃ ॥১॥

স্যান্নাস্তি জীবো দ্বিতীয়ো ভঙ্গঃ ॥২॥

স্যাদবক্তব্যো জীবস্তৃতীয়ো ভঙ্গঃ ॥৩॥

স্যাদস্তি নাস্তি নাস্তিরূপো জীবশ্চতুর্থো ভঙ্গঃ ॥৪॥

স্যাদস্তি অবক্তব্যো জীবঃ পঞ্চমো ভঙ্গঃ ॥৫॥

স্যান্নাস্তি অবক্তব্যো জীবঃ ষষ্ঠো ভঙ্গঃ ॥৬॥

স্যাদস্তি নাস্তি অবক্তব্যো জীব ইতি সপ্তমো ভঙ্গঃ ॥৭॥

অর্থাৎ জীব আছে এইরূপ কথন হইলে জীবে জীবের বিরোধী জড় পদার্থের অভাবরূপ প্রথম ভঙ্গ কহা যায়। দ্বিতীয় ভঙ্গ এইরূপ যে, জীব জড়ে নাই এইরূপ কথনও হইয়া থাকে এবং ইহাকে দ্বিতীয় ভঙ্গ কহে। জীব আছে পরন্তু বলিবার যোগ্য নহে, ইহাকে তৃতীয় ভঙ্গ কহে। জীব যখন শরীর ধারণ করে তখন প্রসিদ্ধ এবং যখন শরীর হইতে পৃথক হয় তখন অপ্রসিদ্ধ থাকে, এইরূপ কথন হইলে তাহাকে চতুর্থ ভঙ্গ বলে। জীব আছে পরন্তু কথনের যোগ্য নহে, এইরূপ কথন হইলে তাহাকে পঞ্চম ভঙ্গ কহে। জীব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা কথনের মধ্যে আসে না বলিয়া চক্ষুঃপ্রত্যক্ষ নহে, এই ব্যবহারকে ষষ্ঠ ভঙ্গ কহে। এককালে জীবের অনুমান দ্বারা হওয়া, অদৃশ্যমান্ বলিয়া না হওয়া এবং একরূপ না থাকা পরন্তু প্রতিক্ষণে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া অর্থাৎ "অস্তি" ও "নাস্তি" এরূপ হইবে না এবং "নাস্তি" ও "অস্তি" এরূপ ব্যবহারও না হওয়াকে সপ্তম ভঙ্গ কহিয়া থাকে।

এইরূপ নিত্যত্ব সপ্তভঙ্গী এবং অনিত্যত্ব সপ্তভঙ্গী হইয়া থাকে। সামান্য ধর্ম্ম, বিশেষ ধর্ম্ম, গুণ এবং পর্য্যায়েরও প্রত্যেক বস্তুতে সপ্তভঙ্গী হইয়া থাকে। এইরূপে দ্রব্য, গুণ, স্বভাব এবং পর্য্যায় সকল অনন্ত হওয়াতে সপ্তভঙ্গীও অনন্ত হইয়া থাকে। ইহাকে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের স্যাদ্বাদ এবং সপ্তভঙ্গী ন্যায় বলা যায়। (সমীক্ষক) এক অন্যোন্যভাব সূচিত সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য মধ্যেই এই সকল

কথা চরিতার্থ হইতে পারে। এই সরল প্রকরণ ত্যাগ করিয়া দুরূহ বাক্যজাল রচনা করা কেবল অজ্ঞানদিগকে ভ্রান্ত করিবার নিমিত্ত হইয়া থাকে। দেখ, জীবের অজীবে এবং অজীবের জীবে অভাব থাকে। যেমন জীব এবং জড় বর্ত্তমান বলিয়া সাধর্ম্ম্য আছে এবং এক চেতন ও অপর জড় বলিয়া উভয়ের বৈধর্ম্ম্য আছে। অর্থাৎ জীবে চেতনত্ব (অস্তি) আছে এবং জড়ত্ব (নাস্তি) নাই। এইরূপ জড়ে জড়ত্ব আছে এবং চেতনত্ব নাই। এইরূপে গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবের সমান ধর্ম্ম এবং বিরুদ্ধ ধর্ম্মের বিচার করিলেই ইহাদিগের সমস্ত সপ্তভঙ্গী এবং স্যাদ্বাদ যখন সুগমভাবে বোধ হয় তখন এতদূর প্রপঞ্চ বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন কি? এ বিষয়ে বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের এক মত। অল্প পরিমাণে পৃথক্ পৃথক্ হওয়াতে ভিন্নভাবও হইয়া যায়।

অতঃপর এক্ষণে কেবল জৈন মত বিষয় লিখিত হইতেছে :—

চিদচিদ্ দ্বে পরে তত্ত্বে বিবেকস্তদ্বিবেচনম্।
উপাদেয়মুপাদেয়ং হেয়ং হেয়ং চ কুর্ব্বতঃ ॥১॥
হেয়ং হি কর্ত্তৃরাগাদি তৎকার্য্যমবিবেকিনঃ।
উপাদেয়ং পরং জ্যোতিরুপযোগৈকলক্ষণম্ ॥২॥

জৈনগণ "চিৎ" এবং "অচিৎ" অর্থাৎ চেতন এবং জড় এই দুই পরতত্ত্ব স্বীকার করে। এই উভয়ের বিবেচনার নাম বিবেক। যাহা যাহা গ্রহণের যোগ্য তত্তৎকে গ্রহণ এবং যাহা যাহা ত্যাগের যোগ্য তত্তৎ ত্যাগ কর্ত্তাকে বিবেকী বলে ॥১॥

জগতের কর্ত্তা ও রাগাদিযুক্ত ঈশ্বর জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এই অবিবেকীর মত ত্যাগ করা এবং যোগ দ্বারা লক্ষিত পরম জ্যোতিঃস্বরূপ জীবের গ্রহণ করাই উত্তম ॥২॥

অর্থাৎ জীব ব্যতিরেকে দ্বিতীয় চেতনতত্ত্ব ঈশ্বরকে ইহারা মানে না। জৈন ও বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করে যে অনাদিসিদ্ধ ঈশ্বর নাই। এ বিষয়ে রাজা শিবপ্রসাদ মহোদয় ইতিহাস-তিমিরনাশক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রথম জৈন ও দ্বিতীয় বৌদ্ধ এই দুই নামই পর্য্যায়বাচী শব্দ। পরন্তু বৌদ্ধদিগের মধ্যে বামমার্গী ও মদ্যমাংসাহারী বৌদ্ধ আছে এবং তাহাদের সহিত জৈনদিগের বিরোধ আছে। পরন্তু যিনি মহাবীর এবং গৌতমের গণধর ছিলেন, বৌদ্ধগণ তাঁহার নাম বুদ্ধ রাখিয়াছিলেন এবং জৈনদের গণধর ও জিনবরের মধ্যে জিনের পরম্পরাই জৈনমত।" রাজা শিবপ্রসাদ মহোদয় তাঁহার "ইতিহাস-তিমিরনাশক" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন যে, স্বামী শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে জিনের ভূতপূর্ব্ব কুল এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠার সহিত কালাতিপাত করিয়াছিলেন এবং সমস্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম বিস্তৃত ছিল। ইহার উপর তাঁহার টিপ্পনী এইরূপ—বৌদ্ধ বলাতে আমার আশয় এই মতে আছে। এইমত মহাবীর গণধর গৌতম স্বামীর সময় হইতে শঙ্করস্বামীর সময় পর্য্যন্ত বেদবিরুদ্ধ হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে বিস্তৃত ছিল এবং এই মত (পূর্ব্বে) অশোক মানিতেন এবং সম্প্রতি মহারাজ মানিয়াছেন। জৈন কোনরূপেই ইহার বাহিরে হইতে পারে না। জিন যাহা হইতে জৈন শব্দ সম্পন্ন হইয়াছে এবং বুদ্ধ যাহা হইতে বৌদ্ধ শব্দ সম্পন্ন হইয়াছে এই দুই-ই পর্য্যায়বাচী শব্দ এবং অভিধানে এই দুই শব্দের এক অর্থ লিখিত আছে ও

গৌতমকে দুই বলিয়া মানিতে হয়। বর্ণা, দীপবংশ ইত্যাদি পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থে শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধকে অকশর মহাবীর নামে লেখা হইয়াছে। পশ্চাৎ তাঁহার সময়ে তাঁহার একই মত ছিল এইরূপ হইবে। আমি জৈন না লিখিয়া গৌতমের মতাবলম্বীদিগকে যে বৌদ্ধ লিখিয়াছি তাহার কেবল এইমাত্র প্রয়োজন যে ভিন্ন দেশস্থগণও তাহাদিগকে বৌদ্ধ নামেই লিখিয়াছেন"। অমরকোষেও এইরূপ লিখিত আছে :—

সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ ॥১॥
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তু যঃ ॥২॥
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থঃসিদ্ধঃশৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ ॥৩॥

অমরকোষ কাঃ ১ বর্গ-১ শ্লোক ৮-১০ ॥

এখনে দেখ যে বুদ্ধ জিন এবং বৌদ্ধ ও জৈন একের নাম কিনা? অমরসিংহও কি বুদ্ধ ও জিন এইরূপ এক লিখিয়া ভুল করিয়াছেন? জৈন অবিদ্বান্ হইলে সে আপনাকেও বুঝে না এবং অপরকেও বুঝিতে পারে না কিন্তু কেবল ভ্রমবশতঃ প্রলাপোক্তি করিয়া থাকে। পরন্তু জৈনদের মধ্যে যিনি বিদ্বান্ তিনি বুঝিবেন যে, "বুদ্ধ" ও "জিন" এবং "বৌদ্ধ" ও "জৈন" ইহা পর্য্যায়বাচী, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জৈনগণ বলে যে জীবই পরমেশ্বর হইয়া যায়। ইহারা আপনাদিগের তীর্থঙ্করদিগকেই কেবলী মুক্তি প্রাপ্ত ও পরমেশ্বর মনে করে এবং অনাদি পরমেশ্বর কেহ নাই এইরূপ বিশ্বাস করে। সর্ব্বজ্ঞ, বীতরাগ অর্হন্ কেবলী, তীর্থঙ্কৃত এবং জিন নাস্তিকদিগের দেবতার এই ছয় নাম। চন্দ্রসূরি "আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার" গ্রন্থে আদি দেবতার স্বরূপ লিখিয়াছেন :—

সর্ব্বজ্ঞো বীতরাগাদিদোষ স্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ।
যথাস্থিতার্থবাদী চ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বরঃ ॥১॥

"তৌতাতিতো"ও এইরূপ লিখিয়াছেন :—

সর্ব্বজ্ঞো দৃশ্যতে তাবন্নেদানীমস্মদাদিভিঃ।
দৃষ্টো ন চৈকদেশোঽস্তি লিঙ্গং বা যোঽনুমাপয়েৎ ॥২॥
ন চাগমবিধিঃ কশ্চিন্নিত্যসর্ব্বজ্ঞবোধকঃ।
ন চ তত্রার্থবাদানাং তাৎপর্য্যমপি কল্পতে ॥৩॥

ন চান্যার্থপ্রধানৈস্তৈস্তদস্তিত্বং বিধীয়তে।

ন চানুবাদিতুং শক্যঃ পূর্ব্বমন্যৈরবোধিতঃ ॥৪॥

যিনি রাগাদি দোষরহিত, ত্রৈলোক্য মধ্যে পূজনীয়, অর্থাৎ পদার্থের বক্তা এবং সর্ব্বজ্ঞ অর্হন্ ও দেব, তিনিই পরমেশ্বর। ॥১॥

আমরা এই সময়ে পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই না বলিয়া কোন সর্ব্বজ্ঞ ও অনাদি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ নহে। যখন ঈশ্বরে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্ভব হয় না তখন অনুমানও ঘটিতে পারে না ; কারণ এক দেশ প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে অনুমান হইতে পারে না। ॥২॥

যখন প্রত্যক্ষ ও অনুমান সম্ভব হয় না তখন আগম অর্থাৎ নিত্য, অনাদি ও সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার বোধক শব্দও প্রমাণ হইতে পারে না। যখন তিন প্রমাণই ঘটিল না তখন অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতি বা নিন্দা ; পরকৃতি অর্থাৎ পরকৃত চরিত্র বর্ণন এবং পুরাকল্প অর্থাৎ ইতিহাসের তাৎপর্য্যও ঘটিতে পারে না। ।৩॥

অন্যার্থপ্রধান অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাসের তুল্য পরোক্ষ পরমাত্মার সিদ্ধি বিহিত হইতে পারে না এবং ঈশ্বরের উপদেষ্টাদিগের নিকট শ্রবণ ব্যতিরেকে অনুবাদই বা কিরূপে হইতে পারে ? ॥৪॥

ইহার প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ খণ্ডন—যদি অনাদি ঈশ্বর না থাকেন তবে "অর্হন্" দেবের মাতা ও পিতার শরীরের গঠন কে নির্ম্মাণ করিল ? সংযোগকর্ত্তা ব্যতিরেকে যথাযোগ্য সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন এবং যথোচিত কার্য্য করিবার উপযুক্ত শরীর নির্ম্মিত হইতে পারে না। যে পদার্থে শরীর নির্ম্মিত হয় উহা জড় হওয়াতে স্বয়ং এইরূপ উত্তম রচনাযুক্ত শরীররূপ হইয়া নির্ম্মিত হইতে পারে না। কারণ উহাতে যথাযোগ্য নির্ম্মাণের জ্ঞানই নাই। যে রাগাদি দোষযুক্ত হইয়া পশ্চাৎ দোষরহিত হয় সে কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না। যদি নিমিত্ত বশতঃ কেহ রাগাদি হইতে মুক্ত হয়, সেই মুক্তি সেই নিমিত্তের কার্য্যরূপ হওয়াতে নিমিত্ত অপসৃত হইলে মুক্তিও অনিত্য হইবে। যাহা অল্প এবং অল্পজ্ঞ তাহা কখন সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। কারণ জীবের স্বরূপ একদেশী এবং পরিমিত গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব অবশিষ্ট হইয়া থাকে ; সুতরাং উহা সকল বিদ্যা বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারের যথার্থবক্তা হইতে পারে না। অতএব তোমাদিগের তীর্থঙ্কর কখনও পরমেশ্বর হইতে পারে না। ॥১॥

তোমরা প্রত্যক্ষ পদার্থ স্বীকার কর এবং অপ্রত্যক্ষ স্বীকার কর না। যেরূপ কর্ণের দ্বারা রূপ এবং চক্ষু দ্বারা শব্দ গ্রহণ হইতে পারে না তদ্রূপ অনাদি পরমাত্মাকে দেখিবার জন্য শুদ্ধান্তঃকরণই সাধন। বিদ্যা এবং যোগাভ্যাস দ্বারা পবিত্র আত্মা পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে। যেরূপ পাঠ ব্যতিরেকে বিদ্যার প্রয়োজন প্রাপ্তি হয় না, তদ্রূপ যোগাভ্যাস এবং বিজ্ঞান ব্যতিরেকে পরমাত্মাও দৃষ্টিগোচর হয় না। যেরূপ ভূমির রূপাদি গুণ দেখিয়া এবং জানিয়া গুণসমূহের অব্যবহিত সম্বন্ধ দ্বারা পৃথিবী প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ সৃষ্টিতে পরমাত্মার রচনার বিশেষরূপ লিঙ্গ দেখিয়া পরমাত্মা প্রত্যক্ষ হন। পাপাচরণেচ্ছার সময় যে ভয়, শঙ্কা এবং লজ্জা উৎপন্ন হয়, তাহা পরমাত্মার দিক্ হইতে আসে এবং ইহাতেও পরমাত্মা প্রত্যক্ষ হন। অনুমান ঘটা সম্বন্ধে কি সন্দেহ হইতে পারে ? ॥২॥

প্রত্যক্ষ ও অনুমান ঘটাতে আগমপ্রমাণও, নিত্য অনাদি ও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বোধক হইয়া থাকে। সুতরাং শব্দপ্রমাণও ঈশ্বর সঙ্গত হইল। জীব যখন তিন প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তখন অর্থবাদ অর্থাৎ পরমেশ্বরের গুণ সমূহের প্রশংসা করাও যথার্থ ঘটিত হইতেছে। কারণ যে পদার্থ নিত্য, তাহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব নিত্য হইয়া থাকে এবং তাহার প্রশংসা করিতে কিছুই প্রতিবন্ধক নাই। ॥৩॥

মনুষ্যদিগের মধ্যে কর্ত্তা ব্যতিরেকে যেরূপ কোন কার্য্যই হয় না, তদ্রূপ কর্ত্তা ব্যতিরেকে এই মহৎ কার্য্য হওয়াও সর্ব্বথা সম্ভব। যখন এইরূপ হইল তখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে মূঢ় ব্যক্তিরও সন্দেহ হইতে পারে না। পরমাত্মা বিষয়ে উপদেশকদিগের নিকট শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ অনুবাদ ক্রিয়াও সরল হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের খণ্ডন করা প্রভৃতি জৈনদিগের পক্ষে অনুচিত ব্যবহার বলিতে হইবে।

প্রশ্ন—

অনাদে রাগমস্যার্থো ন চ সর্ব্বজ্ঞ আদিমান্।
কৃত্রিমেণ ত্বসত্যেন স কথং প্রতিপাদ্যতে ॥১॥
অথ তদ্বচনেনৈব সর্ব্বজ্ঞোঽন্যৈঃ প্রতীয়তে।
প্রকল্পেত কথং সিদ্ধিরন্যোন্যাশ্রয়োস্তয়োঃ ॥২॥
সর্ব্বজ্ঞোক্ততয়া বাক্যং সত্যং তেন তদস্তিতা।
কথং তদুভয়ং সিধ্যেৎ সিদ্ধমূলান্তরাদৃতে ॥৩॥

মধ্যকালে সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে এরূপ শাস্ত্রের অর্থ অনাদি হইতে পারে না। কারণ কৃত্রিম অসত্য বচন দ্বারা কিরূপে তাহার প্রতিপন্ন হইতে পারে? ॥১॥

যদি অনাদি পরমেশ্বরের বাক্য হইতে পরমেশ্বর সিদ্ধ হন, তাহা হইলে অনাদি ঈশ্বর হইতে অনাদি শাস্ত্রের সিদ্ধি এবং অনাদি শাস্ত্র হইতে অনাদি ঈশ্বরের সিদ্ধি এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আসে। ॥২॥

কারণ সর্ব্বজ্ঞের কথানুসারে বেদবাক্য সত্য এবং সেই বেদবাক্য হইতেই ঈশ্বরের সিদ্ধি করিতেছে, ইহা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? উক্ত শাস্ত্রের এবং পরমেশ্বরের সিদ্ধির জন্য তৃতীয় কোন প্রমাণ আবশ্যক যদি এরূপ মনে কর তাহা হইলে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। ॥৩॥

উত্তর—আমরা পরমেশ্বর এবং তাঁহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবকে অনাদি মানিয়া থাকি। অনাদি ও নিত্য পদার্থে অন্যোঽন্যাশ্রয় দোষ আসিতে পারে না। যেরূপ কার্য্য হইতে কারণ জ্ঞান এবং কারণ হইতে কার্য্য বোধ হয় এবং কার্য্যে কারণস্বভাব ও কারণে কার্য্যস্বভাব নিত্য, তদ্রূপ পরমেশ্বর এবং তাঁহার অনন্ত বিদ্যাদি গুণ নিত্য বলিয়া ঈশ্বর-প্রণীত বেদে অনবস্থা দোষ আসে না। ॥১॥২॥৩॥

তোমরা যে তীর্থঙ্করদিগকে পরমেশ্বর মানিয়া থাক তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না; কারণ মাতা ও পিতা ব্যতিরেকে যখন তাহাদের শরীরই হইত না তখন আবার তাহারা তপশ্চর্য্যা, জ্ঞান এবং মুক্তি কিরূপে লাভ করিতে পারিত? এইরূপ সংযোগের অবশ্যই আদি থাকিতে হইবে, কারণ বিয়োগ ব্যতিরেকে সংযোগই হইতে পারে না। অতএব অনাদি সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মাকে স্বীকার কর। দেখ যে যতই কেন সিদ্ধ হউক না, তথাপি সম্পূর্ণভাবে সে শরীরাদির রচনা জানিতে পারে না। সিদ্ধ জীব সুষুপ্তি দশা প্রাপ্ত হইলে তাহার জীবও ন্যূন হইয়া যায়। এতাদৃশ পরিচ্ছিন্ন সামর্থ্যযুক্ত এবং একদেশাবস্থায়ীকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে ভ্রান্তিপূর্ণবুদ্ধিযুক্ত জৈন ব্যতিরেকে অন্য কেহই পারে না। যদি বল যে উক্ত তীর্থঙ্কর আপনার মাতা ও পিতা হইতে হইয়াছিল, তাহা হইলে তাঁহারা কোথা হইতে এবং তাঁহাদের মাতা ও পিতা কোথা হইতে হইয়াছিল? এইরূপে অনবস্থা আসিয়া পড়িবে।

আস্তিক এবং নাস্তিকের সংবাদ।

ইহার পরে প্রকরণ রত্নাকরের দ্বিতীয় ভাগস্থ আস্তিক ও নাস্তিকের সংবাদ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর এস্থলে লিখিত হইতেছে। প্রধান প্রধান জৈনগণ আপনাদিগের সম্মতিক্রমে তাহা স্বীকার করিয়াছে এবং বোম্বাই নগরে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছে।

নাস্তিক—ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কিছুই হয় না। যাহা কিছু হয় তৎসমস্তই কর্ম্ম হইতে হয়।

আস্তিক—যদি সমস্ত কর্ম্ম হইতে হয়, তবে কর্ম্ম কোথা হইতে হয়? যদি বল যে জীবাদি হইতে হয় তবে জীব যে শ্রোত্রাদি সাধন দ্বারা কর্ম্ম করে তাহা কোথা হইতে হইল? যদি বল অনাদি কাল এবং স্বভাব হইতে হয়, তাহা হইলে অনাদির মোচন হওয়া অসম্ভব বলিয়া তোমার মতানুসারে মুক্তির অভাব হইয়া পড়িবে। যদি বল যে প্রাগভাবের ন্যায় অনাদিও অনন্তবিশিষ্ট; তাহা হইলে যত্ন ব্যতিরেকে সমস্ত কর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। যদি ঈশ্বর ফলপ্রদাতা না হন তাহা হইলে জীব আপনার ইচ্ছানুসারে পাপের দুঃখরূপ ফল কখন ভোগ করিবে না। যেমন চোর চৌর্য্যাদির দণ্ডরূপ ফল আপনার ইচ্ছানুসারে ভোগ করে না, কিন্তু রাজ্য ব্যবস্থানুসারে ভোগ করে, সেইরূপ পরমেশ্বর ভোগ করান বলিয়া জীব পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগ করে। অন্যথা কর্ম্ম সঙ্কর হইয়া যাইবে এবং অন্যের কর্ম্ম অন্যকে ভোগ করিতে হইবে।

নাস্তিক—ঈশ্বরও অক্রিয়, কারণ কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের ফলভোগও করিতে হইবে। অতএব আমরা যেরূপ প্রাপ্ত কেবলই মুক্তিকে অক্রিয় বলিয়া মানি আপনিও তদ্রূপ স্বীকার করেন।

আস্তিক—ঈশ্বর অক্রিয় নন কিন্তু তিনি সক্রিয়। যখন তিনি চেতন, তখন কর্ম্ম করিবেন না কেন? এবং যখন কর্ম্ম করেন তখন সেই কর্ম্ম হইতে পৃথক হইতে পারে না। তোমাদিগের কৃত্রিম, কল্পিত এবং জীব হইতে পরিণত তীর্থঙ্কর স্বরূপ ঈশ্বরকে কোন বিদ্বান্‌ই মানিতে পারেন না।

কারণ নিমিত্ত হইতে ঈশ্বর প্রস্তুত হইলে তাহা অনিত্য এবং পরাধীন হইয়া পড়িবে। কারণ তাদৃশ ঈশ্বর প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে জীব ছিল এবং পরে কোন নিমিত্ত হইতে ঈশ্বর প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা পুনরায় জীব হইবে এবং নিজের জীবত্ব স্বভাব কখন ত্যাগ করিতে পারিবেনা। জীব অনন্তকাল হইতে আছে এবং থাকিবে। এইজন্য উক্ত অনাদি ও স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বর মানা উচিত। দেখ, বর্ত্তমান সময়ে জীব যেরূপ পাপ ও পুণ্যের অনুষ্ঠান করে এবং দুঃখ ও সুখ ভোগ করে, ঈশ্বর কখনও তদ্রূপ হইতে পারেন না। ঈশ্বর ক্রিয়াবান্ না হইলে কিরূপে তিনি এই জগৎ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন? যদি কর্ম্মকে প্রাগভাবের ন্যায় অনাদি ও শান্ত মনে কর, তবে কর্ম্ম সমবায় সম্বন্ধে থাকিতে পারে না। সমবায়-সম্বন্ধ না থাকিলে তাহা সংযোগজ হইয়া অনিত্য হয়। মুক্তির অবস্থায় যদি ক্রিয়া স্বীকার না কর, তবে জিজ্ঞাস্য যে, মুক্তজীব কি জ্ঞানবিশিষ্ট হয়,—না হয় না? যদি বল জ্ঞানবিশিষ্ট হয়, তবে অন্তঃক্রিয়াবান্ হইল। মুক্তিতে কি পাষাণের ন্যায় জড়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এক স্থানে পড়িয়া থাকে ও কোন চেষ্টাই করে না? তবে মুক্তি কি হইল? তাহা কেবল অন্ধকারে ও বন্ধনে পতিত হওয়া মাত্র। .

নাস্তিক—ঈশ্বর ব্যাপক নহেন। যদি ব্যাপক হইতেন তবে বস্তু সকল কেন চেতন হইল না? তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট অবস্থা কেন হইল? কারণ সকল বস্তুতেই ঈশ্বর একভাবে ব্যাপ্ত হইলে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হওয়া উচিত নহে।

আস্তিক—ব্যাপ্য ও ব্যপক এক নহে; কিন্তু ব্যাপ্য একদেশী এবং ব্যাপক সর্ব্বদেশী। যেমন আকাশ সকল পদার্থের ব্যাপক, পৃথিবী ও ঘট-পটাদি সমস্ত ব্যাপ্য ও একদেশী। পৃথিবী ও আকাশ যেমন এক নহে তদ্রূপ ঈশ্বর এবং জগৎ এক নহে। সমস্ত ঘট-পটাদিতে যেমন আকাশ ব্যাপক এবং ঘট ও পটাদি আকাশ নহে তদ্রূপ সকল চেতনে পরমেশ্বর আছেন এবং সমস্ত চেতন তিনি নহেন। বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক সমান হয় না, তদ্রূপ বিদ্যাদি সদ্‌গুণ, সত্যভাষণাদি কর্ম্ম এবং সুশীতলাদি স্বভাবের ন্যূনাধিক্য বশতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট গণ্য হয়। "বর্ণ-ব্যবস্থা" চতুর্থ সমুল্লাসে লিখিত হইয়াছে, সেই স্থলে দ্রষ্টব্য।

নাস্তিক—যদি সৃষ্টি ঈশ্বরের রচিত হয়, তবে মাতা ও পিতার কি প্রয়োজন?

আস্তিক—ঈশ্বর ঐশ্বরী সৃষ্টির কর্ত্তা, জৈবী সৃষ্টির নহে। যে কর্ম্ম জীবের কর্ত্তব্য তাহা ঈশ্বর করেন না, জীবই করে। ঈশ্বর বৃক্ষ, ফল, ওষধি ও অন্নাদি উৎপন্ন করিয়াছেন। মানুষ যদি তাহা হইতে গ্রহণ করিয়া পেষণ অথবা কর্ত্তন করিয়া "পিষ্টক" প্রভৃতি প্রস্তুত না করে তবে কি তাহাদের পরিবর্ত্তে ঈশ্বর উক্ত সমস্ত কার্য্য করিবেন? জীব যদি তাহা না করে তবে তাহাদের জীবনও থাকিতে পারে না। অতএব আদি সৃষ্টিতে জীবদের শরীর গঠন ও নির্ম্মাণ করা ঈশ্বরাধীন এবং পরে তাহা হইতে পুত্রাদি উৎপাদন, জীবের কর্ত্তব্য কার্য্য।

নাস্তিক—যখন পরমাত্মা শাশ্বত, অনাদি এবং চিদানন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ তখন তিনি কেন জগৎ প্রপঞ্চে ও দুঃখে পতিত থাকেন? সাধারণ মানুষও আনন্দ ত্যাগ করিয়া দুঃখ গ্রহণরূপ কার্য্য করে না, তখন ঈশ্বর কেন তাহা করিলেন?

আস্তিক—পরমাত্মা কোন প্রপঞ্চে ও দুঃখে পতিত হন না এবং নিজের আনন্দকে ত্যাগ করেন না। কারণ প্রপঞ্চে ও দুঃখে পতিত হওয়া একদেশীরই হইতে পারে, সর্ব্বদেশীর হয় না। যদি অনাদি, চিদানন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা জগৎ নির্ম্মাণ না করিবেন, তবে অন্য আর কে করিতে পারে? জগৎ রচনা-শক্তি জীবের নাই এবং জড়েরও সে ক্ষমতা নাই। ইহা হইতে এরূপ বুঝা যায় যে পরমাত্মাই জগৎ নির্ম্মাণ করেন এবং সর্ব্বদা আনন্দে অবস্থান করেন। তিনি যেমন পরমাণু সকল হইতে সৃষ্টি করেন, সেইরূপ মাতা ও পিতারূপ নিমিত্ত কারণ হইতে উৎপত্তির নিয়মও তিনিই করিয়াছেন।

নাস্তিক—ঈশ্বর মুক্তিরূপ সুখ ত্যাগ করিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিবার গোল-যোগে কেন পড়িলেন?

আস্তিক—ঈশ্বর সর্ব্বদা মুক্ত বলিয়া সেই সনাতন পরমাত্মা তোমাদের সাধন দ্বারা সিদ্ধ তীর্থঙ্করদের ন্যায় একদেশাবস্থায়ী ও বন্ধন-পূর্ব্বক মুক্তিযুক্ত নহেন। পরমাত্মা অনন্ত গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবযুক্ত। তিনি এই সামান্য জগতের নির্ম্মাণ, পালন এবং প্রলয় করিয়াও বন্ধে পতিত হন না। কারণ বন্ধ ও মোক্ষ সাপেক্ষতা হইতে হয়। মুক্তির অপেক্ষায় যেরূপ বন্ধ হয় সেইরূপ বন্ধের অপেক্ষায় মুক্তি হয়। যিনি যখন কখন বদ্ধ ছিলেন না তখন তিনি মুক্ত ইহা কিপ্রকারে বলা যাইতে পারে? জীব একদেশীয় হওয়াতেই সর্ব্বদা বদ্ধ বা মুক্ত হইয়া থাকে। তোমাদের তীর্থঙ্করদের ন্যায় অনন্ত, সর্ব্বদেশী ও সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর কখন বন্ধন অথবা নৈমিত্তিক মুক্তির চক্রে পতিত হন না। এইজন্য পরমাত্মাকে সর্ব্বদা মুক্ত বলে।

নাস্তিক—সিদ্ধি (মাদক দ্রব্য) সেবন করিলে জীব যেমন স্বয়ংই মত্ততা ভোগ করে তদ্রূপ কর্ম্মেরও ফল ভোগ করে, ইহাতে ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই।

আস্তিক—যেমন রাজাজ্ঞা ভিন্ন দস্যু, লম্পট এবং চোর প্রভৃতি দুষ্ট স্বয়ং ফাঁসী যায়না বা কারাগৃহে গমন করে না এমন কি ইচ্ছাও করে না, কিন্তু রাজা তাঁহার ন্যায় ব্যবস্থা অনুসারে যথাযোগ্য দণ্ড দেন, সেই প্রকার কোন জীবই নিজের দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং পরমাত্মা অবশ্যই ন্যায়াধীন হইবেন।

নাস্তিক—জগতে এক ঈশ্বর নহে, কিন্তু যাবতীয় মুক্তজীব আছে, তাহারা সকলেই ঈশ্বর।

আস্তিক—এ কথা মিথ্যা। কারণ যদি কেহ পূর্ব্বে বদ্ধ থাকিয়া পরে মুক্ত হয়, তবে তাহাকে পুনরায় নিশ্চয়ই বন্ধনে পড়িতে হইবে, কারণ সে সাধারণতঃ সর্ব্বদা মুক্ত নহে। তোমাদের চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর যেরূপ পূর্ব্বে বদ্ধ ছিল, পরে মুক্ত হইয়াছে এবং পুনরায় অবশ্যই বন্ধে পতিত হইবে। তদ্ভিন্ন যদি অনেক ঈশ্বর হন তাহা হইলে জীব সকল অনেক হওয়াতে যেরূপ বিবাদ ও কলহ করিয়া বেড়ায় তদ্রূপ ঈশ্বরসকলও বিবাদ এবং কলহ করিতে থাকিবেন।

নাস্তিক—হে মূর্খ! জগতের কর্ত্তা কেহ নাই, পরন্তু জগৎ স্বয়ং সিদ্ধ।

আস্তিক—ইহা জৈনদের কি ভয়ানক ভ্রম!! আচ্ছা, জগতে কর্ত্তা ভিন্ন কোন ক্রিয়া এবং ক্রিয়া ভিন্ন কোন কার্য্য হয় এইরূপ দৃষ্টিগোচর হয় কি? যেমন গোধূমের ক্ষেত্র হইতে স্বয়ং সিদ্ধ

পেষণ এবং পিষ্টক তৈয়ার হইয়া জৈনদের উদরে প্রবিষ্ট হইতেছে !! কার্পাস স্বয়ং সূত্র, বস্ত্র, জামা, চাদর, ধুতি ও পাগ্‌ড়ী আদি প্রস্তুত হইয়া কখন আসে না। যখন এরূপ হয় না তখন ঈশ্বররূপ কর্ত্তা ভিন্ন এই বিবিধ জগৎ এবং নানাপ্রকার রচনাবিশেষ কিপ্রকারে নির্ম্মিত হইতে পারে ? যদি জিদ বশতঃ জগৎকে স্বয়ং সিদ্ধ বলিয়া মনে কর তবে কর্ত্তা ব্যাতিরেকে উপরিল্লিখিত স্বয়ং সিদ্ধ বস্ত্রাদি প্রত্যক্ষ প্রদর্শন কর ? যদি তদ্রূপ প্রমাণ করিতে না পার, তবে কোন্ বুদ্ধিমান্ তোমাদের প্রমাণশূন্য বাক্য বিশ্বাস করিবে ?

নাস্তিক—ঈশ্বর বিরক্ত অথবা মোহিত ? যদি বিরক্ত হন তবে জগতের প্রপঞ্চে পতিত হইয়াছেন কেন ? যদি মোহিত হন, তবে জগৎ নির্ম্মাণের ক্ষমতা তাঁহাতে হইতে পারে না।

আস্তিক—পরমেশ্বরের বৈরাগ্য বা মোহ কখনও ঘটিতে পারে না। কারণ যিনি সর্ব্ব-ব্যাপক তিনি কাহাকে ত্যাগ এবং কাহাকে গ্রহণ করিবেন ? ঈশ্বর অপেক্ষা উত্তম এবং তাঁহার অপ্রাপ্ত কোন পদার্থ নাই ; সুতরাং কোন বিষয়ে মোহও হয় নাই। বৈরাগ্য এবং মোহ হওয়া জীবে হইতে পারে, ঈশ্বরে হয় না।

নাস্তিক—যদি ঈশ্বরকে কর্ত্তা ও জীবদের কর্ম্মফলদাতা মনে কর, তবে ঈশ্বর প্রপঞ্চী হইয়া যাইবেন।

আস্তিক—আচ্ছা, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ ন্যায়াধীন বহুবিধ কর্ম্মের কর্ত্তা এবং প্রাণীদের কর্ম্মফলদাতা হইয়াও যখন কর্ম্মে আসক্ত হন না এবং প্রপঞ্চীও হন না, তখন অনন্ত সামর্থ্যবিশিষ্ট পরমেশ্বর কিরূপে প্রপঞ্চী এবং দুঃখী হইবেন ? অবশ্য তোমরা নিজেদের অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের ও আপনাদের তীর্থঙ্করদের সমান পরমেশ্বরকে মনে করিতেছ। তাহা কেবল তোমাদের অবিদ্যার লীলা। যদি অবিদ্যার হইতে মুক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে বেদাদি সত্যশাস্ত্রসমূহের আশ্রয় গ্রহণ কর। কেন ভ্রমে পতিত হইয়া ক্লেশ পাইতেছ ?

জৈনগণ জগতকে যেরূপ মনে করে তদ্রূপ তাহাদের সূত্রানুসারে এখন দেখান যাইতেছে এবং সংক্ষেপতঃ মূলার্থ করিয়া পশ্চাৎ সত্য ও মিথ্যার বিচার করতঃ প্রদর্শিত হইতেছে :—

মূল :—সামিঅণাই অণন্তে চ নূগই সংসার ঘোরকান্তারে।
মোহাই কম্মগুরু ঠিই বিবাগ বসনুভমই জীব রো॥

প্রকরণ রত্নাকর—২য় ভাগ ষষ্ঠীশতকে রত্নসারভাগ-নামক গ্রন্থের সম্যক্‌ত্ব প্রকাশ প্রকরণে গৌতম ও মহাবীরের সংবাদ। ৬। অঃ॥ সূত্র ২॥

সংক্ষেপতঃ তাহার উপযোগী অর্থ এই যে, এই সংসার অনাদি এবং অনন্ত। কখনও ইহার উৎপত্তি হয় নাই এবং কখনও বিনাশ হয় নাই ; অর্থাৎ জগৎ কাহারও নির্ম্মিত নহে। আস্তিক ও নাস্তিক সংবাদেও এইরূপ আছে, যেমন হে মূঢ় ! জগতের কেহ কর্ত্তা নাই, ইহা কখনও নির্ম্মিত হয় নাই এবং কখনও ইহার বিনাশ হয় না।

সমীক্ষক—যাহা সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা কখন অনাদি ও অনন্ত হইতে পারে না। উৎপত্তি এবং বিনাশ হওয়া ব্যতীত কর্ম্ম থাকে না। জগতে যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা সমস্তই সংযোগজ এবং উৎপত্তি ও বিনাশশীল দৃষ্ট হয়, তখন জগৎ উৎপন্ন ও বিনাশবিশিষ্ট কেন নহে? অতএব তোমাদের তীর্থঙ্করদের পূর্ণজ্ঞান ছিল না! যদি তাঁহাদের পূর্ণজ্ঞান থাকিত তবে এরূপ অসম্ভব কথা লিখিবেন কেন? ॥২॥

তোমাদের গুরু যেরূপ, তোমরা শিষ্যও সেইরূপ। তোমাদের কথা শুনিলে পদার্থজ্ঞানও হয় না। আচ্ছা, যে পদার্থ প্রত্যক্ষ সংযুক্ত দেখা যাইতেছে তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ কি করিয়া স্বীকার করা যায় না? তাহাদের ও তাহাদের আচার্য্যদের ভূগোল এবং খগোল বিদ্যাও আসিত না এবং এখনও এই বিদ্যা তাহাদের নাই। নতুবা নিম্নলিখিতরূপ অসম্ভব কথা কেমনে তাহারা স্বীকার করে? এই সৃষ্টিতে পৃথিবীকায় অর্থাৎ পৃথিবী ও জীবের শরীর এবং জলকায়াদি জীব বলিয়াই স্বীকার করে? তাহা কেহই স্বীকার করিতে পারে না। তাহাদের আরও মিথ্যা কথা শ্রবণ কর। জৈনগণ যে তীর্থঙ্করদিগকে পূর্ণজ্ঞানী ও পরমেশ্বর বলিয়া মানে তাহাদের মিথ্যা বাক্য-সমূহ নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারে।

রত্নসার ভাগের ১৪৫ পৃষ্ঠা—জৈনগণ উক্ত গ্রন্থ মানিয়া থাকে এবং যতীনানকচন্দ কাশীর "জৈন প্রভাকর যন্ত্রে (খৃঃ ১৮৭৯ এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে) মুদ্রিত করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বোক্ত পৃষ্ঠায় কালের নিম্নলিখিত প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সময়ের নাম সূক্ষ্ম-কাল এবং অসংখ্যাত সময়কে আবিল কহে। এক কোটী ছয়ষট্টি লক্ষ সাত হাজার দুইশত ষোল আবলিতে এক মুহূর্ত্ত হয়, এইরূপ ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক দিবস, এইরূপ পনর দিবসে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস এবং দ্বাদশ মাসে এক বৎসর হয়। এইরূপ সপ্ততি লক্ষ কোটী এবং ষট্ পঞ্চাশৎ সহস্র কোটী বর্ষে এক "পূর্ব্ব" হয়। তদ্রূপ অসংখ্যাত পূর্ব্বে এক "পল্যোপম" কাল কথিত হয়। অসংখ্যাত ইহাকে বলা যায়। একটি চার ক্রোশ বর্গ এবং তৎপরিমিত গভীর কূপ খনন করিয়া আদিকালীন মনুষ্যের নিম্নলিখিত সংখ্যক কেশ খণ্ড খণ্ড করিয়া পূর্ণ করিবে। বর্ত্তমান মনুষ্যের কেশ অপেক্ষা আদিকালীন মনুষ্যের কেশ চারি হাজার ষঠ্‌নবতিভাগ সূক্ষ্ম। আদিকালীন মানুষের ৪৯৬ কেশ একত্র করিলে এই সময়ের মানুষের এক কেশ হয়। এইরূপ আদিকালীন মনুষ্যের কেশের এক অঙ্গুলী পরিমাণকে সাতবার আটখণ্ড করিলে ২০৯৭১৫২ বিশ লক্ষ সতানব্বই হাজার একশত বাহান্ন খণ্ড হয়। এইভাবে পূর্ব্বোক্ত কূপ পূর্ণ করিতে হইবে। শত বর্ষ পরে তাহা হইতে একখণ্ড বাহির করিবে। যখন সকল খণ্ড নির্গত হইবে এবং কূপ শূন্য হইবে তখন সমস্ত সময়কে সংখ্যাত কাল বলে। যখন উহার মধ্যে এক এক খণ্ডকে অসংখ্যাত খণ্ড করিয়া সেই খণ্ড দ্বারা উক্ত কূপ এরূপভাবে পূর্ণ করিতে হইবে যে চক্রবর্ত্তী রাজার সেনা উহার উপর দিয়া চলিয়া গেলেও তাহা নত না হয়, পরে শতবর্ষ অন্তরে উহা হইতে এক এক খণ্ড বাহির করিলে যখন কূপ শূন্য হইবে তখন সেই সমস্ত সময় "অসংখ্যাত পূর্ব্ব" হয় এবং এক এক "পল্যোপম" কাল হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত কূপের দৃষ্টান্ত হইতে "পল্যোপম কাল" জানিতে হইবে। যখন দশ দশ কোটী পল্যোপম কাল অতীত হয় তখন এক সাগরোপম কাল হয়। যখন দশ দশ কোটী সাগরোপম কাল অতীত হয় তখন এক উৎসর্পণী কাল

হয়। এক উৎসর্পণী ও এক অবসর্পণীকাল অতীত হইলে এক কালচক্র হইয়া থাকে। অনন্ত কালচক্র অতীত হইয়া গেলে এক পুদ্গল পুরাবৃত্ত হয়। এখন অনন্তকাল কাহাকে বলে? সিদ্ধান্ত পুস্তকে নূতন দৃষ্টান্ত দ্বারা কালের যেরূপ সংখ্যা করা হইয়াছে তাহার অধিক হইলে অনন্ত-কাল বলা হয়। এই-রূপ অনন্ত পুদ্গল পুরাবৃত্তকাল পর্য্যন্ত জীব ভ্রমণ করিয়া অতিবাহিত করিয়াছে ইত্যাদি। গণিত বিদ্যাবিদ্গণ! শ্রবণ কর, জৈনদের গ্রন্থের কাল সংখ্যা করিতে পারিবে কি না এবং তোমরা ইহা সত্য বলিয়া জানিতে পারিবে কি না? দেখ, এই সকল তীর্থঙ্কর এইরূপ গণিত বিদ্যা পাঠ করিয়াছিল এবং এই সকল মতে গুরু ও শিষ্যগণ রহিয়াছে। জিনের অবিদ্যার শেষ নাই। তাহাদের ভ্রমের কথা আরও শ্রবণ কর।

রত্নসারভাগ, পৃঃ ১৩৩—তাহা হইতে যে কিছু কপোলকল্পিত গল্পে অর্থাৎ জৈনদের সিদ্ধান্ত গ্রন্থে তাহাদের চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর অর্থাৎ ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত যাঁহারা হইয়াছিলেন তাঁহাদের যে সকল বচনের সার লিখিত আছে রত্নসারভাগ ১৪৮ পৃঃ পর্য্যন্ত তাহাই লেখা হইয়াছে। তাহাতে এইরূপ লেখা আছে যে পৃথিবী কায়ের জীব, মৃত্তিকা ও পাষাণাদি পৃথিবীর ভেদ বুঝিতে হইবে। তাহার অধিবাসী জীবগণের শরীর পরিমাণ এক অঙ্গুলির অসংখ্যাত পরিমিত বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। তাহাদেরও আয়ুমান অত্যন্ত অধিক হইলে ২২ হাজার বৎসর হয় অর্থাৎ তাহারা ২২ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

রত্নসারভাগ পৃঃ ১৪৯—বনস্পতির এক শরীরে অনন্ত-জীব হইয়া থাকে। তাহাকে সাধারণ বনস্পতি বলে। কন্দমূল প্রমুখ ও অনন্তকায় প্রমুখ যাহা আছে, তাহাদের সাধারণ বনস্পতিকে জীব বলা উচিত। তাহাদের পরমায়ু অন্তর্মুহূর্ত্ত হইয়া থাকে। পরন্তু এস্থলে ইহাদের পূর্ব্বোক্ত মুহূর্ত্ত বুঝিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে এক শরীরে এক ইন্দ্রিয় অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয় আছে এবং তাহাতে এক জীব অবস্থান করে। তাহাদের প্রত্যেককে বনস্পতি বলে। তাহাদের দেহমান এক হাজার যোজন। পৌরাণিকদের যোজন ৪ ক্রোশ, পরন্তু জৈনদের যোজন দশ হাজার ক্রোশ। এইরূপে চার হাজার ক্রোশ পরিমাণ শরীর হয়। তাহাদের পরমায়ু খুব বেশী হইলে দশ হাজার বৎসর হয়। দুই ইন্দ্রিয়যুক্ত জীব অর্থাৎ যাহাদের এক শরীর ও এক মুখ আছে যেমন শঙ্খ, কপর্দ্দিকা এবং উকুন আদি, তাহাদের দেহমান অত্যন্ত অধিক হইলে অষ্টচত্বারিংশ ক্রোশ স্থূল শরীর হয়। তাহাদের পরমায়ু খুব বেশী হইলে বার বৎসর হয়।

এ স্থলে অতিশয় ভুল হইয়াছে; কারণ এরূপ বৃহৎ শরীরের আয়ু অধিক লিখিলে ভাল হইত। ৪৮ ক্রোশ স্থূল উকুন অবশ্যই জৈনদের শরীরে পড়িয়া থাকিবে? তাহারা তাহা দেখিয়া থাকিবে এবং এরূপ বৃহৎ উকুন দেখা অপরের ভাগ্যে কোথা হইতে হইবে!

রত্নসারভাগ, পৃঃ ১৫০—আরও দেখ, এই অন্ধদের মতে বৃশ্চিক, আটুল কসারী (কীট বিশেষ) এবং মক্ষিকা এক যোজন শরীর বিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদের পরমায়ু অধিক হইলে ছয় মাস হয়। সকলে জানে যে চার ক্রোশ বিস্তৃত বৃশ্চিক কেহ কখনও দেখে নাই এবং হইবেও না। জৈনদের মতানুসারে আট মাইল বিস্তৃত বৃশ্চিক ও মক্ষিকা যদি ছিল, তবে এইরূপ বৃশ্চিক ও মক্ষিকা তাহাদেরই ঘরে ছিল এবং তাহা কেবল তাহারাই দেখিয়া ছিল। অন্য কেহ সংসারে এরূপ বৃশ্চিক

দেখে নাই। যদি এইরূপ বৃশ্চিক কখন কোন জৈনকে দংশন করে তাহা হইলে কি হইতে পারে? জলচর মৎস্যাদির দেহের পরিমাণ এক হাজার যোজন অর্থাৎ ১০০০০ ক্রোশ পরিমিত। এক যোজন হইলে গণনানুসারে ১০০০০০০০ এক কোটী ক্রোশ পরিমাণ শরীর হইয়া থাকে। তাহাদের আয়ু এক কোটী "পূর্ব্ব" বর্ষ। জৈন ভিন্ন এরূপ স্থূল জলচর অন্য কেহ দেখে নাই। চতুষ্পদ হস্তী প্রভৃতির দেহের পরিসর দুই ক্রোশ হইতে নয় ক্রোশ পর্য্যন্ত ও তাহাদের আয়ুমান ৮৪ হাজার বৎসর ইত্যাদি। এরূপ বৃহৎ বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট জীব জৈনগণ দেখিয়াছে ও মানিয়া থাকে। অন্য কোন জ্ঞানবান্ তাহা স্বীকার করিতে পারে না।

রত্নসারভাগ পৃঃ ১৫১—জলচর গর্ভজাত জীবদের দেহমান উৎকৃষ্ট এক হাজার যোজন অর্থাৎ ১০০০০০০০ এক কোটী ক্রোশ এবং পরমায়ু এক কোটী "পূর্ব্ব" বৎসর। এতাদৃশ বৃহৎ শরীর ও আয়ু বিশিষ্ট জীবদিগকে তাহাদের আচার্য্যগণ স্বপ্নে দেখিয়া থাকিবে। যাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না তাহা কি অসম্ভব মিথ্যা কথা নহে?

এখন ভূমির পরিমাণ শ্রবণ কর। এই জগতে অসংখ্য দ্বীপ ও সমুদ্র আছে। এই সংখ্যাতীতের পরিমাণ এইরূপ :—

সার্দ্ধ দুই সাগরোপম কালে যত সময় হয়, তত সমুদ্র ও দ্বীপ জানিতে হইবে। এই পৃথিবী মধ্যে প্রথম "জম্বুদ্বীপ" আছে। উহা সকল দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ এক লক্ষ যোজন অর্থাৎ চার লক্ষ ক্রোশ। তাহার চারিদিকে লবণ সমুদ্র। তাহার পরিমাণ দুই লক্ষ যোজন ক্রোশ অর্থাৎ আট লক্ষ ক্রোশ। এই জম্বুদ্বীপের চারিদিকে "ঘাতকী খণ্ড" নামে এক দ্বীপ আছে। তাহার পরিমাণ চার লক্ষ যোজন অর্থাৎ ষোল লক্ষ ক্রোশ। তাহার পরে "কালী দধি" সমুদ্র। তাহার পরিমাণ আট লক্ষ যোজন অর্থাৎ বত্রিশ লক্ষ ক্রোশ। তাহার পরে "পুস্করাবর্ত্ত" দ্বীপ আছে। তাহার পরিমাণ ষোল ক্রোশ। উক্ত দ্বীপের অভ্যন্তর শূন্যময়। তাহার অর্দ্ধভাগে মনুষ্য বাস করে। উহার পরও সংখ্যাতীত দ্বীপ ও সমুদ্র আছে। তাহাতে তির্য্যক্ যোনির জীব বাস করে।

রত্নসারভাগ পৃঃ ১৫৩—জম্বুদ্বীপে হিমবন্ত, ঐরণ্যবন্ত, হরিবর্ষ, রম্যক, দেবকুরু ও উত্তমকুরু এই ছয় ক্ষেত্র আছে।

সমীক্ষক—ভূবিদ্যাবিদ্ মনুষ্যগণ শ্রবণ কর। ভূগোলের পরিমাণ বিষয়ে তোমাদের ভ্রম কি জৈনদের ভ্রম হইবে? যদি জৈনগণ ভ্রান্ত হইয়া থাকে তবে তোমরা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দাও, আর যদি তোমরা ভ্রান্ত হইয়া থাক তবে তাহাদের নিকট হইতে বুঝিয়া লও। বিচার করিয়া দেখিলে এইরূপ মনে হয় যে জৈনদের আচার্য্য ও শিষ্যগণ ভূগোল, খগোল এবং গণিত বিদ্যা কিছুই পাঠ করে নাই। যদি পাঠ করিত তবে এরূপ অসম্ভব অলীক গল্প বলিবে কেন? আচ্ছা, এইরূপ অবিদ্বান্ লোক যদি জগৎকে কর্ত্তাশূন্য বলে ও ঈশ্বরকে না মানে, তবে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এই জন্য জৈনগণ অন্য মতাবলম্বী বিদ্বান্‌কে নিজেদের পুস্তক দেয় না। জৈনগণ যে সকল প্রামাণিক তীর্থঙ্করদের রচিত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ বিশ্বাস করে। তাহাতে এইরূপ অবিদ্যাপূর্ণ বাক্য আছে বলিয়া অন্য

কাহাকেও দেখিতে দেয় না। কারণ দেখিতে দিলে, দোষ প্রকাশ হইয়া পড়ে। জৈন ভিন্ন অন্য কোন অল্প জ্ঞানবিশিষ্ট মনুষ্যও কখন এই গল্পাধ্যায়কে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। জৈনগণ জগতকে অনাদি বলিয়া মানিবার জন্য এই সকল মিথ্যা রচনা করিয়াছে। পরন্তু তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অবশ্য জগতের কারণ অনাদি। কারণ পরমাণু প্রভৃতি তত্ত্বস্বরূপ হওয়াতে তাহা অকর্তৃজন্য। পরন্তু নিয়মিতভাবে রচনা করিবার বা বিকৃত করিবার কোন ক্ষমতা তাহাতে নাই। কারণ এক একটী পরমাণু-দ্রব্য প্রত্যেকের নাম এবং তাহা স্বভাবতঃ পৃথক্ পৃথক্ ও জড় হওয়ায় স্বয়ং যথোপযুক্ত রচিত হইতে পারে না সুতরাং তাহাদের রচয়িতার রচনা জ্ঞান অবশ্য আছে ও উক্ত রচয়িতা জ্ঞানস্বরূপ হইবেন। দেখ, পৃথিবী ও সূর্য্যাদি সমস্ত লোককে নিয়মে রক্ষা করা অনন্ত, অনাদি ও চেতন পরমাত্মার কার্য্য। যাহাতে সংযোগ এবং রচনা বিশেষ দৃষ্ট হয়, তাদৃশ স্থূল জগৎ কখনও অনাদি হইতে পারে না। যদি কার্য্যরূপ জগতকে নিত্য বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে উহার কারণ কেহ থাকিবে না এবং উহাই কার্য্য ও কারণ হইয়া যাইবে। যদি এরূপ বল তবে নিজেই কার্য্য ও কারণ হওয়াতে অন্যোঽন্যাশ্রয় এবং আত্মাশ্রয় দোষ আসিয়া পড়িবে। যেমন নিজের কাঁধে নিজে উঠিতে পারে না, সেইরূপ এক ব্যক্তিই পিতা ও পুত্র হইতে পারে না। সুতরাং জগতের কর্ত্তা একজন আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

প্রশ্ন—যদি ঈশ্বরকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন, তবে ঈশ্বরের কর্ত্তা কে ?

উত্তর—কর্ত্তার কর্ত্তা এবং কারণের কারণ হইতে পারে না। প্রথম কর্ত্তা এবং কারণ হইলেই কার্য্য উৎপন্ন হয়। যাহাতে সংযোগ ও বিয়োগ হয় না এবং যাহা প্রথম সংযোগ ও বিয়োগের কারণ তাহার কোন প্রকার কর্ত্তা বা কারণ হইতে পারে না। অষ্টম সমুল্লাসে সৃষ্টি ব্যাখ্যা বিষয়ে তাহার বিশেষ বিবরণ লেখা হইয়াছে। অষ্টম সমুল্লাস দ্রষ্টব্য। এই সকল জৈনদের স্থূল বিষয়েও যখন উপযুক্ত জ্ঞান নাই তখন কিরূপে পরম সূক্ষ্ম সৃষ্টি-বিদ্যার জ্ঞান হইতে পারে ? এইজন্য জৈনগণ যে সৃষ্টিকে অনাদি ও অনন্ত মনে করে, দ্রব্য পর্য্যায়কেও অনাদি ও অনন্ত বলিয়া মানে এবং প্রতি গুণ ও প্রতি দেশ সম্বন্ধে পর্য্যায় এবং প্রতি দ্রব্য সম্বন্ধেও অনন্ত পর্য্যায় মানিয়া থাকে। তাহাও প্রকরণ রত্নাকরের প্রথম ভাগে লেখা আছে। তাহাও কখন সম্ভব হইতে পারে না। কারণ যাহার অন্ত অর্থাৎ মর্য্যাদা হইয়া থাকে তাহা সমস্ত সম্বন্ধীয় ও অন্তবিশিষ্ট হয়। যদি অনন্তকে অসংখ্য বলা যায় তথাপি হইতে পারে না। পরন্তু জীবাপেক্ষায় তাহা হইতে পারে, পরমেশ্বরাপেক্ষায় নহে। কারণ এক একটী দ্রব্য মধ্যে নিজ নিজ এক একটী কার্য্য কারণ সামর্থ্যের অবিভাগ পর্য্যায় হইতে অনন্ত সামর্থ্য মনে করা কেবল অজ্ঞানের কথা। যদি এক পরমাণু দ্রব্য সসীম হয়, তবে তাহাতে অনন্ত বিভাগরূপ পর্য্যায় কিরূপে থাকিতে পারে ? এই প্রকারে এক একটী দ্রব্যের অনন্ত-গুণ এবং একগুণ প্রদেশে অবিভাগরূপ অনন্ত পর্য্যায়কেও অনন্ত স্বীকার করা কেবল বালকত্বের পরিচয় মাত্র। কারণ যাহার অধিকরণের অন্ত আছে তাহার আধেয়ের অন্ত নাই কেন ? এইরূপ সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত মিথ্যা কথাগুলি লেখা আছে। জীব ও অজীব এই দুই পদার্থের বিষয়ে জৈনদের এইরূপ নিশ্চয় আছে—

চেতনালক্ষণো জীবঃ স্যাদজীব স্তদন্যকঃ।

সৎকর্ম্মপুদ্গলাঃ পুণ্যং পাপং তস্য বিপর্য্যয়ঃ ॥

ইহা জিনদত্ত সূরির বচন। ইহা প্রকরণ রত্নাকর ভাগের প্রথম নয় চক্রসারেও লেখা আছে যে, চেতনালক্ষণ জীব ও চেতনহীন অজীব অর্থাৎ জড়। সৎকর্ম্মরূপ পুদ্গলকে পাপ কহে।

সমীক্ষক—জীব জড়ের লক্ষণ সত্য কিন্তু জড়রূপ পুদ্গল পাপ ও পুণ্যযুক্ত কখনও হইতে পারে না। কারণ পাপ ও পুণ্য করিবার স্বভাব চেতনেই হইয়া থাকে। দেখ, যত জড়পদার্থ আছে সমস্তই পাপ ও পুণ্যহীন। জীবদিগকে যে অনাদি স্বীকার করিতেছ তাহা সঙ্গত। পরন্তু উক্ত অল্প ও অল্পজ্ঞ জীবকে মুক্তির অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে করা মিথ্যা। কারণ যাহা অল্প এবং অল্পজ্ঞ, তাহার ক্ষমতাও সর্ব্বদা সসীম থাকিবে। জৈনগণ জগৎ, জীব ও জীবদের কর্ম্ম ও বন্ধ অনাদি স্বীকার করে। এ বিষয়েও জৈনদের তীর্থঙ্করেরা ভ্রান্ত হইয়াছেন। কারণ সংযুক্ত জগতের কার্য্য কারণ-প্রবাহ অনুসারে কার্য্য ও জীবের কর্ম্ম এবং বন্ধ ও অনাদি হইতে পারে না। যদি এইরূপ মানিতে চাও, তবে কর্ম্ম ও বন্ধের উন্মোচন কেন স্বীকার কর? যেহেতু যে পদার্থ অনাদি তাহা কখনও নষ্ট হইতে পারে না। যদি অনাদিও নাশ মানিয়া হও তাহা হইলে তোমাদের সমস্ত অনাদি পদার্থের নাশ-প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে এবং যদি অনাদিকে নিত্য বলিয়া স্বীকার কর, তবে কর্ম্ম ও বন্ধ নিত্য হইয়া পড়িবে। এই প্রকারে সমস্ত কর্ম্মের নাশ-প্রসঙ্গ হইবে এবং অনাদিকে নিত্য স্বীকার করিলে কর্ম্ম এবং বন্ধও নিত্য হইবে। যখন সমস্ত কর্ম্মের খণ্ডন হইতে মুক্তি স্বীকার কর তখন সমস্ত কর্ম্ম খণ্ডনই মুক্তির নিমিত্ত হইল এবং মুক্তি নৈমিত্তিক হইল সুতরাং তাহা সর্ব্বদা থাকিতে পারিবে না। তদ্ভিন্ন কর্ম্ম ও কর্ত্তার পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ হওয়ায় খণ্ডনও কখন হইবে না। সুতরাং তোমরা যে নিজেদের ও তীর্থঙ্করদের মুক্তি নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছ তাহা হইতে পারে না।

প্রশ্ন—ধানের খোসা পৃথক্ করিলে বা তাহা অগ্নিসংযুক্ত হইলে সে বীজ আর অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ মুক্তি প্রাপ্ত জীব জন্মমৃত্যুরূপ সংসারে আসে না।

উত্তর—জীব ও কর্ম্মের সম্বন্ধ ত্বক্ এবং বীজের সমান নহে; পরন্তু তাহাদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ আছে। অনাদিকাল হইতে এই প্রকার জীব এবং তাহাতে কর্ম্ম ও কর্ত্তৃত্ব-শক্তির সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাহাতে যদি কর্ম্মশক্তির অভাব মনে কর, তবে সমস্ত প্রাণী পাষাণের ন্যায় হইয়া যাইবে এবং মুক্তি ভোগের ক্ষমতাও থাকিবে না। যেমন অনাদি কালের কর্ম্মবন্ধন খণ্ডন হওয়ায় জীব মুক্ত হয় তদ্রূপ তোমাদের নিত্য মুক্তি হইতে অপসৃত হইয়া বন্ধনে পড়িবে। কারণ যেমন কর্ম্মরূপ মুক্তিসাধন হইতে অপগত হইয়া জীব মুক্ত হয় এরূপ মানিতেছ, তদ্রূপ নিত্য মুক্তি হইতেও অপসৃত হইয়া বন্ধনে পতিত হইবে। সাধন হইতে সিদ্ধ পদার্থ কখনও নিত্য হইতে পারে না। যদি সাধন হইতে সিদ্ধ না হইয়াও মুক্তি স্বীকার কর, তবে কর্ম্ম ভিন্নও বন্ধ প্রাপ্তি হইতে পারিবে। যেমন বস্ত্র ময়লা হইলে প্রক্ষালন দ্বারা সে ময়লা দূরীভূত হয় এবং পুনরায় ময়লাযুক্ত হয়, তদ্রূপ মিথ্যাত্ব প্রভৃতি কারণবশতঃ

রাগ-দ্বেষাদির আশ্রয় হইতে জীবের কর্ম্মরূপ ফলযোগ হয় এবং সম্পূর্ণ জ্ঞান, দর্শন ও চরিত্রবশতঃ নির্ম্মল হইয়া যায়। মলযোগের কারণ হইতে যদি মলযোগ স্বীকার কর, তবে মুক্তজীব সংসারী ও সংসারী জীবের মুক্ত হওয়া অবশ্য মানিতে হইবে। করণ যেরূপ নিমিত্ত বশতঃ মলিনতা খণ্ডিত হয় তদ্রূপ নিমিত্তবশতঃ মলিনতার সংযোগ হইবে। এইজন্য জীবের বন্ধ ও মুক্তি প্রবাহরূপানুসারে অনাদি মানিতে পার ; অনন্তভাবরূপে অনাদি নহে।

প্রশ্ন—জীব কখন নির্ম্মল ছিল না, মলসহ ছিল।

উত্তর—যদি কখনও নির্ম্মল না হইয়া থাকে, তবে আর কখনও নির্ম্মল হইতে পারিবে না। যেমন শুদ্ধ বস্ত্রে পশ্চাৎ সংলগ্ন মলিনতা প্রক্ষালন দ্বারা দূর হয় ও উহার স্বাভাবিক শ্বেতবর্ণ দূর করা যায় না এবং মলিনতা পুনরায় সংলগ্ন হয়, তদ্রূপ মুক্তিতেও সংলগ্ন হইবে।

প্রশ্ন—জীব পূর্ব্বোপার্জ্জিত কর্ম্ম দ্বারাই শরীর ধারণ করে। সুতরাং ঈশ্বর স্বীকার করা ব্যর্থ হইতেছে।

উত্তর—যদি কেবল কর্ম্মই শরীর ধারণের কারণ হয় ও ঈশ্বর কারণ না হন, তবে জীব নীচ জন্ম অর্থাৎ যাহাতে অনেক দুঃখ-দৈন্য ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ জন্মগ্রহণ কখনও করিত না ; পরন্তু সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিত। যদি বল যে কর্ম্ম তাহার প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলেও—যেমন চোর কখনও নিজে ইচ্ছা করিয়া বন্দীগৃহে যায় না ও সেই বন্ধন দণ্ড গ্রহণ করে না, কিন্তু রাজা তাহা দেন, তদ্রূপ জীবের শরীর ধারণ করা হয়। তাহার কর্ম্মানুযায়ী ফলদাতা পরমেশ্বরকে তোমরাও স্বীকার কর।

প্রশ্ন—মত্ততার ন্যায় কর্ম্মও নিজেই হইয়া থাকে। ফলপ্রদানের জন্য অন্য কাহারও প্রয়োজন নাই।

উত্তর—যদি এইরূপ হয়, তবে যেমন অভ্যস্ত মদ্যপায়ীর পক্ষে মত্ততা অল্প হয় এবং অনভ্যস্তের পক্ষে অধিক মত্ততা হয়, তদ্রূপ নিত্য বহু পাপ ও পুণ্যকারীর অল্প এবং কখন কোন সময়ে কিঞ্চিৎ পাপ ও পুণ্যকারীর অধিক ফল হওয়া উচিত এবং অল্প কর্ম্মকারীর অধিক ফল হইবে।

প্রশ্ন—যাহার যেমন স্বভাব, তাহার তেমন ফল লাভ হইয়া থাকে।

উত্তর—যদি স্বভাব হইতে হয়, তবে তাহার খণ্ডন বা প্রাপ্তি হইতে পারে না। তবে যেমন শুদ্ধ বস্ত্রে নিমিত্তবশতঃ মলযোগ হয় এবং তাহার খণ্ডনের নিমিত্ত হইতে খণ্ডনও হইয়া যায়, তদ্রূপ মানাই সঙ্গত।

প্রশ্ন—সংযোগ ভিন্ন কর্ম্ম পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। যেমন দুগ্ধ এবং অম্লের সংযোগ ব্যতীত দধি হইতে পারে না, তদ্রূপ জীব এবং কর্ম্মের যোগবশতঃই কর্ম্মের পরিণাম হয়।

উত্তর—যেরূপ দুধে অম্ল-সংযোগকারী কর্ত্তা তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া থাকে তদ্রূপ জীবগণকে কর্ম্ম-ফলের সংযোগকারী কর্ত্তা ঈশ্বর হওয়া উচিত। কারণ জড়পদার্থ স্বয়ং নিয়মানুসারে সংযুক্ত হয় না এবং জীব অল্পজ্ঞ বলিয়া স্বয়ং নিজের কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহা হইতে এইরূপ বুঝা যায় যে ঈশ্বর স্থাপিত সৃষ্টিক্রম ভিন্ন কর্ম্মফল ব্যবস্থা হইতে পারে না।

প্রশ্ন—যিনি কর্ম্ম হইতে মুক্ত হন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়।

উত্তর—যখন অনাদিকাল হইতে জীবের সহিত কর্ম্ম-যুক্ত রহিয়াছে তখন জীব তাহা হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারিবে না।

প্রশ্ন—কর্ম্ম বন্ধ আদিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

উত্তর—যদি আদি হয়, তবে কর্ম্মযোগ অনাদি নহে ও সংযোগের আদিতে জীব নিষ্কর্ম্মা হইবে এবং যদি নিষ্কর্ম্মার কর্ম্মযোগ হয়, তবে মুক্তের ও কর্ত্তার সমবায় অর্থাৎ নিত্য সম্বন্ধ হয় এবং উহা কখনও সঙ্কুলিত হয় না। এইজন্য নবম সমুল্লাসে যেরূপ লেখা হইয়াছে তদ্রূপ স্বীকার করাই ন্যায়-সঙ্গত। জীব নিজের জ্ঞান, সামর্থ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি করিলেও তাহাতে পরিমিত জ্ঞান, সসীম সামর্থ্য থাকিবে, কখনও ঈশ্বরের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অবশ্য যতটুকু ক্ষমতা বৃদ্ধি করা উচিত, যোগ দ্বারা ততটুকু বৃদ্ধি করিতে পারে। জৈনগণের মধ্যে নরদেহের পরিমাণ অনুসারে জীবেরও পরিমাণ স্বীকার করিয়া থাকে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে তদ্রূপ হইলে হস্তীর জীব কপর্দ্দিকায় এবং কপর্দ্দিকার জীব হস্তীতে কিরূপে প্রবেশ করিয়া থাকে? ইহাও এক মূর্খতার পরিচয়; কারণ জীব সূক্ষ্ম পদার্থ এবং তাহা প্রতি পরমাণুতেও বাস করিতে পারে। পরন্তু তাহাদের শক্তি সকল শরীরস্থ প্রাণ, বিদ্যুৎ এবং নাড়ী ইত্যাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। তাহা দ্বারা সমস্ত শরীরের অবস্থা জানা যায়। উহা সৎসঙ্গ বশতঃ উৎকৃষ্ট ও অসৎ সঙ্গ বশতঃ নিকৃষ্ট হইয়া যায়। জৈনগণ নিম্নলিখিতরূপ ধর্ম্ম মানে।

মূল—রে জীব ভবদুহাইঁ ইক্কং চিয় হরই জিনময়ং ধম্মং।
ইয়রাণং পরমং তো সুহকপ্যে মূঢ়মুসি ওসি ॥
প্রকরণরত্নাকর ভাগ ২, ষষ্ঠীশতক ৬০। সূঃ ৩।

সংক্ষিপ্ত অর্থ—হে জীব! জিনমতস্বরূপ শ্রীবীতরাগ ভাষিত একই ধর্ম্ম সংসার-সম্বন্ধীয় জরা মরণাদি দুঃখের হরণকর্ত্তা। সুদেব ও সুগুরু প্রভৃতি জৈনমতাবলম্বীদেরও এইরূপ মত। বীতরাগ ঋষভ দেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত বীতরাগ দেব সকল হইতে ভিন্ন, অপর যে হরি, হর ও ব্রহ্মাদি কুদেব আছে তাহাদিগকে যে সকল জীব নিজ কল্যাণার্থ পূজা করে সেই সকল মনুষ্য প্রতারিত হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, জৈনমতের সুদেব, সুগুরু ও সুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য কুদেব, কুগুরু ও কুধর্ম্ম সেবন করিলে কিছুই কল্যাণ হয় না।

সমীক্ষক—এখন বিবেচকদের বিচার করা উচিত তাহাদের ধর্ম্মপুস্তক কিরূপ নিন্দাযুক্ত।

মূল—অরিহং দেবো সুগুরু সুদ্ধং ধর্ম্মং চ পঞ্চ নবকারো।
ধন্নাণং কয়চ্ছাণং নিরন্তরং বসই হিয়য়ম্মি ॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠী ৬০। সূঃ ১।

অরিহন্ দেবেন্দ্রকৃত প্রশংসিত পূজাদির যোগ্য অপর কোন পদার্থ উত্তম নয়। এইরূপ দেবাদিদেব, শোভায়মান, অরিহন্ত দেব, জ্ঞান ও ক্রিয়াবান্ শাস্ত্রসমূহের উপদেষ্টা শ্রীজিনভাষিত শুদ্ধত্ব, কষায়, নির্ম্মলত্ব, সম্যক্ত্ব, বিনয় এবং দয়ামূলক যে ধর্ম্ম আছে তাহাই দুর্গতি পতিত প্রাণীদের উদ্ধার কর্ত্তা নহে। পাঁচ অরিহন্তাদি, পরমেষ্ঠী, তৎসম্বন্ধীয়দিগকে নমস্কার এই চার পদার্থ-ই ধন্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ দয়া, ক্ষমা, সম্যক্ত্ব, জ্ঞান, দর্শন ও চরিত্র ইহাই জৈনদের ধর্ম্ম। ॥১॥

সমীক্ষক—যখন মনুষ্যের উপর দয়া নাই তখন তাহা দয়া ও ক্ষমা নহে। জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অজ্ঞান, দর্শনের পরিবর্ত্তে অন্ধকার এবং চরিত্রের পরিবর্ত্তে নিরাহারে কষ্ট পাওয়া ইহার মধ্যে কোন্‌টি উত্তম কথা ?

জৈনমতানুযায়ী ধর্ম্মের প্রশংসা :—

মূল—জনই কুণসি তব চরণং ন পড়সি ন গুণসি দেসি নো দানম্।
তা ইত্তিয়ং ন সক্কিসিজং দেবো ইক্ক অরিহন্তো ॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ২।

হে মনুষ্য ! যদি তুমি তপশ্চাচরণ এবং চরিত্রবান্ হইতে ও সূত্রপাঠ, প্রকরণাদির বিচার করিতে ও সুপাত্রকে দান দিতে না পার তথাপি তুমি এক দেবতা অরিহন্ত যিনি আমাদের আরাধনার যোগ্য সেই সুগুরুর প্রতি ও সুধর্ম্ম জৈনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবে ; তাহাই সর্ব্বোত্তম ও উদ্ধারের কারণ। ॥২॥

সমীক্ষক—যদিও দয়া এবং ক্ষমা উত্তম গুণ বটে তথাপি পক্ষপাতিত্বে পতিত হইলে দয়া নির্দ্দয়তা ও ক্ষমা অক্ষমা হইয়া উঠে। ইহার কারণ এই যে, কোন জীবকে দুঃখ না দেওয়া সকল সময় সম্ভব হইতে পারে না, কারণ দুষ্টদিগকে দণ্ড দেওয়া দয়ার মধ্যে পরিগণিত। যদি একজন দুষ্টকে দণ্ড না দেওয়া হয় তাহা হইলে সহস্র মনুষ্য দুঃখগ্রস্ত হয়। এইজন্য সেরূপ দয়া নির্দ্দয়তা এবং ক্ষমা অক্ষমা হইয়া উঠে। ইহা সঙ্গত বটে যে সকল প্রাণীর দুঃখ নাশ এবং সুখপ্রাপ্তির উপায় করাকে দয়া বলা যায়। কেবল জল ছাঁকিয়া পান করা এবং ক্ষুদ্র জন্তুদের রক্ষা করাকে দয়া বলে না। পরন্তু এই প্রকার দয়া কেবল জৈনদের কথন মাত্র ; কারণ উহারা এরূপভাবে চলে না। মনুষ্যগণ যে মতেই থাকুক না কেন উাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে অন্ন পানাদি দ্বারা সৎকার করা, ভিন্নমতাবলম্বীদের সম্মান ও সেবা করা কি দয়া নহে ? যদি ইহাদের দয়া প্রকৃত দয়া হয়, তবে "বিবেকসারের" ২২১ পৃষ্ঠায় কি লেখা আছে দেখ।

প্রথম—এক "পরমতের স্তুতি" অর্থাৎ তাহার গুণকীর্ত্তন কখনও করিবে না।

দ্বিতীয়—"উহার নমস্কার" অর্থাৎ বন্দনাও করিবে না।

তৃতীয়—"আলাপন" অর্থাৎ পরমতাবলম্বীর সহিত অল্প কথাও বলিবে না।

চতুর্থ—"সংলপন" অর্থাৎ তাহার সহিত বারংবার কথা কহিবে না।

পঞ্চম—"উহাকে অন্ন ও বস্ত্রাদি দান" অর্থাৎ ভোজন ও পানীয় বস্তুও দিবে না।

ষষ্ঠ—"গন্ধ-পুষ্পাদি দান" অর্থাৎ অন্য মতানুগত প্রতিমা পূজার জন্য গন্ধ-পুষ্পাদিও দিবে না।

এই ছয় প্রকার "যতন" অর্থাৎ এই ছয় প্রকার কর্ম্ম জৈনগণ কখনও করিবে না।

সমীক্ষক—এখন জ্ঞানবান লোক বিচার করুন, ইহাতে জৈনদের অন্য মতাবলম্বী লোকদের উপর কতদূর অদয়া, কুদৃষ্টি ও হিংসা রহিয়াছে। যখন অন্য মতাবলম্বী মনুষ্যদের প্রতি এতদূর নির্দ্দয় তখন জৈনদিগকে দয়াহীন বলা উচিত। কারণ নিজ গৃহবাসী স্বজনদের সেবা করাই বিশেষ ধর্ম্ম বলা যায় না। তাহাদের মতাবলম্বী মানুষ তাহাদের স্বজনের তুল্য। সুতরাং যখন তাহাদিগকেই সেবা করে এবং ভিন্ন মতাবলম্বীকে করে না তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ তাহাদিগকে দয়াবান্ বলিবে?

বিবেকসার ১০৮ পৃঃ—মথুরার রাজার দেওয়ান নমুচিকে জৈনমতাবলম্বীগণ আপনাদের বিরোধী মনে করিয়া বিনাশ করিয়াছিল এবং "আলোয়না" (প্রায়শ্চিত্ত) করিয়া শুদ্ধ হইয়াছিল। ইহা কি দয়া ও ক্ষমা-নাশক কর্ম্ম নহে? যখন অন্য মতাবলম্বীদের প্রাণ লওয়া পর্য্যন্ত বৈরবুদ্ধি পোষণ করে তখন ইহাদিগকে দয়ালুর পরিবর্ত্তে হিংসক বলাই ভাল। আর্হত প্রবচন সংগ্রহ পরমাগমসারে সম্যক্, দর্শনাদির লক্ষণ কথিত আছে। পূর্ণ শ্রদ্ধা, দর্শন, জ্ঞান ও চরিত্র এই চারটী মোক্ষমার্গের সাধন। যোগদেব ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীবাদি যেরূপ অবস্থিত তদনুযায়ী জিন প্রতিপাদিত গ্রন্থানুসৃত বিপরীত অভিনিবেশাদিহীন শ্রদ্ধা অর্থাৎ জিনমতে প্রীতিকে পূর্ণশ্রদ্ধা ও দর্শন বলা যায়।

রুচির্জিনোক্ত-তত্ত্বেষু সম্যক্ শ্রদ্ধানমুচ্যতে।

জিনোক্ত তত্ত্বসমূহে সম্যক শ্রদ্ধা করা উচিত অর্থাৎ অন্যত্র কোথাও করিবে না।

যথাবস্থিত তত্ত্বানাং সংক্ষেপাদ্বিস্তরেণ বা
যো বোধ স্তমত্রাহুঃ সম্যক্ জ্ঞানং মনীষিণঃ॥

জীবাদিতত্ত্ব যে প্রকার আছে সংক্ষেপে অথবা বিস্তৃতভাবে তাহার বোধ হওয়াকেই বুদ্ধিমানেরা সম্যক জ্ঞান বলেন।

সর্ব্বথাহ্নবদ্যযোগানাং ত্যাগশ্চারিত্রমুচ্যতে।
কীর্ত্তিতং তদহিংসাদি ব্রতভেদেন পঞ্চধা॥
অহিংসা সূনৃতাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ।

সর্ব্বপ্রকারে নিন্দনীয় অন্য মতের সম্বন্ধ ত্যাগ করাকে চারিত্র বলে। অহিংসাদি ভেদানুসারে ব্রত পাঁচ প্রকার।

প্রথম—"অহিংসা" কোন প্রাণীকে না মারা।

দ্বিতীয়—"সূনৃতা" প্রিয়বাক্য বলা।

তৃতীয়—"অস্তেয়" চুরি না করা।

৫২

চতুর্থ—"ব্রহ্মচর্য্য" উপস্থেন্দ্রিয়ের সংযম।

পঞ্চম—"অপরিগ্রহ" সকল বস্তুর ত্যাগ করা।

ইহার মধ্যে অনেক বিষয় উত্তম ; অর্থাৎ অহিংসা ও চৌর্য্যাদি নিকৃষ্টকর্ম্ম ত্যাগ করা উত্তম কার্য্য। পরন্তু অন্যমতের নিন্দা করা প্রভৃতি দোষ বশতঃ এই সমস্ত উত্তম কথাও দোষযুক্ত হইয়াছে। যেরূপ নিন্দার কথা প্রথম সূত্রে লেখা আছে যে অন্য হরিহরাদির ধর্ম্ম সংসারে উদ্ধার কর্ত্তা নহে। যাহাদের গ্রন্থ দর্শন করিলেই পূর্ণ বিদ্যা ও ধার্ম্মিকতা লাভ হয়, তাহাকে নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করা কি সামান্য নিন্দা ? পূর্ব্বে যেরূপ লেখা হইয়াছে সেইরূপ মহা অসম্ভব বাক্যের প্রযোক্তা নিজেদের তীর্থঙ্করদের প্রশংসা করিতে হইবে ইহা কি বলা উচিত ? ইহা নিতান্ত ভুল ধারণা। আচ্ছা, যে জৈন কোনরূপ চারিত্র দেখাইতে পারে না, পাঠ এবং দান করিতে সমর্থ হয় না, কেবল "জৈনমত সত্য" এই বলিলেই কি সে উত্তম হইবে ? অন্য মতাবলম্বী শ্রেষ্ঠ হইলেও নিকৃষ্ট ? এরূপ হইলে মনুষ্যকে ভ্রান্ত এবং বালবুদ্ধি বলিবে না ত কি বলিবে ? ইহাতে বুঝা যায় যে তাহাদের আচার্য্য স্বার্থপর ও অজ্ঞান ছিলেন। কারণ যদি তিনি সকলের নিন্দা না করিতেন, তবে তাহার মিথ্যা কথায় কেহ ভুলিত না এবং তাহার প্রয়োজনও সিদ্ধ হইত না। দেখ, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে জৈনদের মত সকলকে নিমগ্ন করে ও বেদ মত সকলের উদ্ধার করে। হরিহরাদিদেব, সুদেব ও তাহাদের ঋষভাদিদেব সমস্ত কুদেব, এরূপ যদি কেহ বলে তাহা হইলে কি তাহাদের তাহা ভাল লাগিবে ? ইহাদের আচার্য্য এবং মাননীয় লোকদের আরও ভ্রম দেখ :—

মূল—জিণবর আণা ভংগং উমগ্গ উস্সুত্তলে সদেশণউ।
আণা ভংগে পাবন্তা জিণময় দুক্করং ধম্মম্ ॥

প্রকঃ ভাঃ ২। যঃ। সূঃ ১১ ॥

উন্মার্গ এবং উৎসূত্র ব্যবহারের লেশমাত্র প্রদর্শন করিলেও জিনবরের অর্থাৎ বীতরাগ তীর্থঙ্করদের আজ্ঞাভঙ্গ হয় এবং উহা দুঃখের হেতুভূত পাপ হইয়া থাকে। জিনেশ্বরের কথিত সম্যক্ত্বাদি ধর্ম্ম গ্রহণ করা অতি কঠিন। এই জন্য যাহাতে জিনের আজ্ঞাভঙ্গ না হয়, সেইরূপ করা উচিত। ॥১১॥

সমীক্ষক—নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করা, আপনারই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বলা এবং অপর ধর্ম্মের নিন্দা করা মূর্খতার পরিচয়। অন্য বিদ্বান্ যাহার প্রশংসা করে তাহারই প্রশংসা করা উচিত। যদি চোর নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করে তবে কি সে প্রশংসনীয় হইতে পারে ? এইরূপ ইহাদিগের কথা—

মূল—বহুগুণবিজ্ঝা নিলও উস্সুত্তভাসী তহা বিমত্তব্বো।
জহবরমণিজুত্তো বিহুবিদ্যকরো বিসহরো লোএ ॥

প্রঃ ভাঃ ২। যঃ সূঃ ১৮ ॥

বিষধর সর্পের ফণাস্থ মণি যেরূপ বর্জ্জনীয় সেরূপ যে জৈনমতাবলম্বী নহে সে যত উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিক ও পণ্ডিতই হউক না কেন তাহাকে ত্যাগ করা জৈনদের উচিত। ॥১৮॥

সমীক্ষক—দেখ কতদূর ভ্রমের কথা! যদি উহাদের আচার্য্য এবং শিষ্যগণ বিদ্বান্ হইত, তবে বিদ্বান্‌দের সহিত প্রীতি করিত। যখন ইহাদের তীর্থঙ্কর পর্য্যন্ত অবিদ্বান্ তখন কেন বিদ্বান্‌দের সম্মান করিবে? পঙ্কে অথবা ধূলিতে সুবর্ণ পড়িয়া থাকিলে তাহা কি ত্যাজ্য হয়? ইহা হইতে এইরূপ বুঝা যায় যে, জৈন ব্যতিরেকে অন্য কে এরূপ পক্ষপাতী, ভ্রান্ত, দুরাগ্রহী ও বিদ্যাহীন হইবে?

মূল—অই সযপা বিযপা বাধম্মি অপরে সুতো বিপাবরয়া।

ন চলন্তি সুদ্ধধম্মা ধন্না কিবিপাবপব্‌বেসু ॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ। ২৯ ॥

যে অন্যদর্শনী এবং কুলঙ্গী অর্থাৎ জৈনমতবিরোধী হইবে জৈনগণ তাহার দর্শনও করিবে না। ॥২৯॥

সমীকক্ষ—বুদ্ধিমান্ লোকে বিচার করিবেন যে ইহা কতদূর পামরত্বের কথা। ইহা সত্য যে যাহার মত সত্য সে কাহারও নিকট ভীত হয় না। ইহাদের আচার্য্য জানিতেন যে তাঁহার মত সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ এবং অন্য কেহ শুনিলে উহার খণ্ডন হইয়া যাইবে। সেই জন্য (ইহাদের মত) সকলের নিন্দা কর এবং সকলকে প্রতারিত কর।

মূল—নাম পিতস্‌সঅ সুহং জেননির্দিঠাই মিচ্ছপব্বাই।

জেসিং অণুসংগা উধম্মীণবিহোঈ পাবমই ॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ ৬। সূঃ ২৭ ॥

জৈন ধর্ম্মের বিরুদ্ধ যে সমস্ত ধর্ম্ম আছে উহা সমস্ত মনুষ্যকে পাপী করে এই হেতু অন্য ধর্ম্ম না মানিয়া জৈন-ধর্ম্ম মানাই শ্রেষ্ঠ। ॥২৭॥

ইহা হইতে এইরূপ বুঝা যাইতেছে যে জৈন ধর্ম্মমার্গ সকলের সহিত বৈর, বিরোধ, নিন্দা এবং ঈর্ষ্যা আদি করাইয়া সকলকে দুষ্কর্ম্মরূপ-সাগরে নিমগ্ন করে। জৈনগণ যেরূপ সকলের নিন্দা করে অন্য মতাবলম্বী কেহই তদ্রূপ মহানিন্দুক এবং অধর্ম্মী হইতে পারিবে না। এক দিক্ হইতে একেবারে সকলেরই নিন্দা করা এবং নিজেদের অতি প্রশংসা করা কি শঠ মনুষ্যের কার্য্য নহে? বিবেকী লোক যে মতাবলম্বীই হউক্ তাহার উৎকৃষ্ট অংশকে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট অংশকে নিকৃষ্ট বলেন।

মূল—হাহা গুরুঅত্ত কজঝং স্বামীনহু অচ্ছিকস্‌স পুক্‌করিমো।

কহ জিন বয়ণ কহ সুগুরু সাবয়া কহইয় অকজ্‌ঝং ॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ৩৫ ॥

সর্ব্বজ্ঞভাষিত জিনবচন, জৈনসুগুরু এবং জৈন-ধর্ম্ম কোথায় এবং কি তদ্বিরুদ্ধ ভিন্ন মার্গের উপদেশক কুগুরু সকল কোথায়! অর্থাৎ আমাদিগের সুগুরু, সুদেব, সুধর্ম্ম এবং অপরের কুগুরু কুদেব, এবং কুকর্ম্ম! ॥৩৫॥

সমীক্ষক—কুলবিক্রয়কারিণী ডোমপত্নী যেমন নিজের অম্ল কুল মিষ্ট এবং অপরের মিষ্ট কুলও অম্ল এবং নিষ্প্রয়োজন বলে, এ সকল কথাও তদ্রূপ। জৈনদিগের বাক্য এইরূপ যে ইহারা নিজেদের মত ভিন্ন অন্যমতাবলম্বীর সেবা করিলে মহা দুষ্কর্ম্ম অর্থাৎ পাপ বলিয়া মনে করে।

মূল—সপ্পো ইক্কং মরণং কুগুরু অণন্তা ইদেই মরণাই।

তোবরিসপ্পং গহিযুং মা কুগুরুসেবনম্ ভদ্দম্ ॥

প্রকঃ ভাঃ ২। সূঃ ৩৭ ॥

পূর্ব্বে যেমন লেখা হইয়াছে যে সর্পের মণিও ত্যাগ করা উচিত তদ্রূপ অন্য মার্গাবলম্বীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক পুরুষকেও ত্যাগ করিতে হইবে। এখন অন্য মতাবলম্বীদের তদপেক্ষাও বিশেষ নিন্দা করিতেছে। জৈনমত ভিন্ন অন্য সকলেই কুগুরু অর্থাৎ উহারা সর্পাপেক্ষা অপকারী; সুতরাং উহাদিগের দর্শন, সেবা, এবং সঙ্গ কখনও করিবে না। কারণ সর্প সহবাসে একবার মরণ হয় কিন্তু অন্য মার্গস্থ কুগুরুদের সঙ্গ করিলে অনেকবার জন্ম ও মরণে পতিত হইতে হয়। এই জন্য হে জ্ঞানবান্! তোমরা ভিন্নমার্গীয় গুরুদের নিকট কখনও যাইও না; কারণ ভিন্নমার্গীয়দের কিঞ্চিৎ সেবা করিলেও দুঃখে পতিত হইতে হইবে।

সমীক্ষক—দেখ জৈনদের তুল্য কঠোর, ভ্রান্ত, দ্বেষী, নিন্দুক ও প্রমত্ত অন্য কোন মতাবলম্বী হইবে না। ইহারা মনে মনে বিচার করিয়াছে যে আমরা অন্যের নিন্দা এবং নিজের প্রশংসা না করিলে আমাদের সেবা ও প্রতিষ্ঠা হইবে না। এরূপ মনে করা তাহাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়, কারণ যতদিন উত্তম বিদ্বান্দের সঙ্গ ও সেবা না করিবে ততদিন তাহাদের যথার্থ জ্ঞান এবং সত্যধর্ম্ম প্রাপ্তি কখনই হইবে না। এই জন্য নিজেদের বিদ্যাবিরুদ্ধ মিথ্যা বিষয় সকল ত্যাগ করিয়া বেদোক্ত সত্যবাক্য গ্রহণ করা জৈনদের উচিত। তাহা হইলে তাহা তাহাদের মঙ্গলের বিষয় হইবে।

মূল—কিং ভণিমো কিং করিমো তাণহয়াসাণ ধিঠদুঠাণং।

জে দংসি উণ লিংগং খিবংতি নরয়ম্মি মুদ্ধজণং ॥

প্রকঃ ভাঃ। যঃ সূঃ ৪০ ॥

যাহার কল্যাণের আশা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে বিচারশূন্য অসৎ কার্য্য করিতে পটু, সেই দুষ্ট লোকের সম্বন্ধে কি বলা যাইবে এবং কি করা যইতে পারে? কারণ তাহার উপকার করিলে সে বিপরীতভাবে উপকারীকেই নাশ করে। যেমন কেহ দয়া করিয়া যদি অন্ধ সিংহের চক্ষুরুন্মোচন করিতে যায় তাহা হইলে সে তাহাকেই ভোজন করিয়া ফেলে; সেইরূপ ভিন্নমতাবলম্বীদের উপকার

করা আর নিজের সর্ব্বনাশ করা এক কথা। অর্থাৎ সর্ব্বদা উহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবে। ॥৪০॥

সমীক্ষক—জৈনগণ যেরূপ বিচার করে তদ্রূপ ভিন্নমতাবলম্বী লোক যদি বিচার করে তাহা হইলে জৈনদের কতদূর দুর্দ্দশা হয়? যদি কেহ তাহাদের কোনরূপ উপকার না করে, তবে তাহাদের কতদূর কার্য্য নষ্ট ও দুঃখ প্রাপ্তি হয়? জৈনগণ অন্যের পক্ষেও কেন তদ্রূপ বিচার করে না?

মূল—জহজহ তুট্টই ধম্মো জহজহ দুঠ্ঠাণহোয় অইউদউ।

সমদ্দিঠিজিয়াণং তহ তহ উল্লসইস মত্তং ॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ৪২ ॥

যে যেরূপে দর্শন ভ্রষ্ট নিহ্নব, পাচ্ছত্তা, উসন্না ও কুমীলিযাদি এবং অন্য দর্শনী ত্রিদণ্ডী, পরিব্রাজক এবং বিপ্রাদি দুষ্ট লোকদিগের অতিশয় বল সৎকার এবং পূজাদি হইবে তদ্রূপে সম্যক্‌দৃষ্টি জীবদিগের সম্যক্ত্ব প্রকাশিত হইবে ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়।

সমীক্ষক—দেখ, এই সকল জৈনদের অপেক্ষা অধিক ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও বৈরবুদ্ধিযুক্ত দ্বিতীয় কেহ আছে কি? অবশ্য অপর মতেও ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ আছে। পরন্তু ইহাদিগের যতদূর অন্য কিছুতেই নাই। হিংসা পাপের মূল। সুতরাং জৈনদের মধ্যে পাপাচার নাই কেন?

মূল—সংগো বিজাণ অহিউতে সিংধম্মাই জে পকুব্বন্তি।

মূত্তূণ চোরসংগং করন্তি তে চোরিয়ং পাবা ॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ৭৫ ॥

ইহার মুখ্য প্রয়োজন এই যে মূর্খলোক যেরূপ চোরের সঙ্গবশতঃ নাসিকাচ্ছেদনাদি দণ্ড হইতে ভীত হয় না, তদ্রূপ জৈনমত ভিন্ন অন্য চোরধর্ম্মস্থিত লোক নিজের অমঙ্গলের ভয় করে না। ॥৭৫॥

সমীক্ষক—যে যেরূপ লোক, সে অন্যকেও নিজের মত মনে করে। ইহা কি সত্য হইতে পারে যে, অন্য সমস্ত মত নিকৃষ্ট এবং কেবল জৈনদের মতই সাধু? যখন মনুষ্যগণ অতি অজ্ঞান ও কুসঙ্গ বশতঃ ভ্রষ্টবুদ্ধি হইয়া যায় তখন অন্যের প্রতি অতিশয় ঈর্ষ্যা এবং দ্বেষাদি দুষ্টভাব ত্যাগ করে না। জৈনমত যেরূপ পরদ্বেষী, অন্যমত এরূপ নহে।

মূল—জচ্ছ পসুমহিসলরকা পব্বংহী মন্তি পাবন বমীএ।

পূঅন্তি তংপি সড্ঢাহা হী লাবী পরায়স্স ॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ৭৬ ॥

পূর্ব্ব সূত্রে যে মিথ্যাত্বীর কথা আছে তদনুসারে জৈনমার্গ ভিন্ন সকলেই মিথ্যাত্বী এবং

নিজেরাই সম্যক্ত্বী অর্থাৎ অন্য সকলে পাপী এবং জৈনগণ সকলেই পুণ্যাত্মা। এইজন্য যদি কেহ মিথ্যাত্বীর ধর্ম্ম আচরণ করে সে পাপী হয়। ॥৭৬॥

সমীক্ষক—অন্যের স্থানে চামুণ্ডা, কালিকা ও জ্বালা প্রমুখের অগ্রে পাপনৌমী অর্থাৎ দুর্গানৌমী তিথি প্রভৃতি যেরূপ নিকৃষ্ট হয় তদ্রূপ তোমাদের পজুসণ আদি ব্রত, যাহা হইতে মহা কষ্ট হয়, যে সকল নিকৃষ্ট নহে? এস্থলে বামমার্গীয়দের লীলা খণ্ডন করা উচিত কিন্তু ইহারা যে শাসন দেবী এবং মরুত দেবী প্রভৃতি স্বীকার করে তাহারও খণ্ডন করিলে ভাল হইত। যদি বল যে আমাদের দেবী হিংসক নহে, তাহা হইলে সে কথা মিথ্যা। কারণ শাসন দেবী এক পুরুষের ও এক ছাগলের চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি রাক্ষসী এবং দুর্গা ও কালিকার সঙ্গিনী, ভগিনী; তবে তিনিও রাক্ষসী হইবেন না কেন? তদ্ব্যতীত নিজেদের যচ্চখাণ আদি ব্রত সকলকে অতি শ্রেষ্ঠ ও নবমী আদিকে দুষ্ট বলা মূর্খতার কার্য্য। কারণ অপরের উপবাসের নিন্দা করা এবং নিজের উপবাসের স্তুতি করা সজ্জনের কার্য্য নহে। সত্যভাষণাদি যে সকল ব্রত অনুষ্ঠিত হয় তাহা সকলের পক্ষেই উত্তম। জৈনদের এবং অন্য কাহারও উপবাস সত্য নহে।

মূল—বেসাণবং দিয়াণয় মাহণডুং বাণজর কসিরকাণম্।
ভত্তা ভর কঠাণং বিয়াণং জন্তি দূরেণং॥

প্রকঃ ভাঃ ২। যঃ সূঃ ৮২॥

ইহার মুখ্য অর্থ এই যে, বেশ্যাচারী, ভাট, ব্রাহ্মণ, যক্ষ, গণেশাদি এবং মিথ্যাদৃষ্টি দেবী প্রভৃতি দেবতাদের ভক্ত হয়। যাহারা তাহাদিগকে মানে তাহারা নিজে নিমগ্ন হয় ও অপরকেও নিমগ্ন করে। কারণ তাহাদের নিকট সমস্ত দ্রব্য মানিয়া থাকে এবং বীতরাগ পুরুষদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করে। ॥৮২॥

সমীক্ষক—ভিন্নমার্গীয় দেবতাদিগকে মিথ্যা বলা এবং আপনাদের দেবতাদিগকে সত্য বলা কেবল পক্ষপাতের কথা, তদ্ভিন্ন বামমার্গীয়দের দেবী প্রভৃতির নিষেধ করা হয়।

শ্রাদ্ধদিনকৃত্য ৪৬ পৃঃ—শাসন দেবী রাত্রিকালে ভোজন করার জন্য এক পুরুষকে চপেটাঘাত করিয়া তাহার চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে ছাগচক্ষু সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই দেবীকে কেন হিংসক বলিয়া স্বীকার করে না?

রত্নসার ১ম ভাগ ৬৭ পৃঃ—মরুতদেবী প্রস্তর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পথিকদের সহায়তা করিতেন। তাঁহাকেও সেইরূপ স্বীকার করে না কেন?

মূল—কিংসোপি জণণি জাত্ত জাণো জণণী ইকিং অগোবিদ্ধং।
জইমিচ্ছরও জাও গুণে সুতমচ্ছরং বহই॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ৮১॥

জৈনমত বিরোধী যে সকল মিথ্যাত্বী অর্থাৎ মিথ্যাধর্ম্মাবলম্বী তাহারা জন্মগ্রহণ করে কেন? যদি জন্মগ্রহণ করে তবে বর্দ্ধিত হয় কেন? অর্থাৎ উহারা শীঘ্র বিনাশ হইয়া গেলেই ভাল হইত। ॥৮১॥

সমীক্ষক—তাহাদের বীতরাগভাষিত দয়া ও ধর্ম্ম দেখ! তাহারা ভিন্নমতাবলম্বীদের জীবন পর্য্যন্ত কামনা করে না। তাহাদের দয়া ও ধর্ম্ম কেবল কথার কথা মাত্র যাহা কিছু আছে তাহা কেবল ক্ষুদ্র জীব ও পশুদের জন্য, জৈন ভিন্ন অন্য কাহারও নহে।

মূল—সুদ্ধে মগ্গে জায়া সুহেণ মচ্ছন্তি সুদ্ধিমপ্পমি।

জে পুণঅ মগ্গজায়া মগ্গে গচ্ছংন্তি ত্বং চুপ্পং ॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ৮৩ ॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ:—ইহার মুখ্য অর্থ এই যে, জৈনকুলে জন্মগ্রহণ করিলে যে মুক্তিলাভ হয় ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। পরন্তু জৈনকুলজাত ভিন্ন মার্গীয় মিথ্যাত্বী যে মুক্তি প্রাপ্ত হয় ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, জৈনমতাবলম্বী ভিন্ন অন্য কেহ মুক্তি পায় না। যে জৈন মত গ্রহণ না করে সে নরকগামী হয়। ॥৮৩॥

সমীক্ষক—জৈনমতস্থ কেহ কি দুষ্ট অথবা নকরগামী হয় না? সকলেই কি মুক্তিলাভ করে? অন্য কেহ কি মুক্তি পায় না? ইহা কি পাগলের প্রলাপ বাক্য নহে? মূর্খ ব্যতীত এরূপ কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

মূল—তিচ্ছরাণং পূআ সংমত্ত গুণাণকারিণী ভণিয়া।

সাবিয় মিচ্ছত্তয়রী জিণ সময়ে দেসিয়া পূআ ॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ৯০ ॥

সক্ষিপ্ত অর্থ:—দয়া ও ক্ষমাদির রূপ জিন দেবের আজ্ঞাই ধর্ম্ম এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত আজ্ঞা অধর্ম্ম। ॥৯২॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ:—কেবল নিজ মূর্ত্তির পূজাই সার, সুতরাং ভিন্নমার্গীদের মূর্ত্তিপূজা অসার। যে নিজ মার্গের আজ্ঞা পালন করে সে তত্ত্বজ্ঞানী এবং যে তাহা না করে সে তত্ত্বজ্ঞানী নহে ॥৯০॥

সমীক্ষক—বাহবা বাহবা! কি কথা? বৈষ্ণবদের ন্যায় তোমাদের পাষাণাদি মূর্ত্তি কি জড় পদার্থ-নির্ম্মিত নহে? তোমাদের মূর্ত্তিপূজা যেরূপ মিথ্যা, বৈষ্ণবদের তদ্রূপ মিথ্যা। যে হেতু তুমি নিজেই তত্ত্বজ্ঞানী হইতেছ এবং অন্যকে অতত্ত্বজ্ঞানী করিতেছ ইহাতে বুঝা যায় তোমাদের মতে তত্ত্বজ্ঞান নাই।

মূল—জিণ আণা এ ধম্মো আণা রহি আণ ফুড়ং অহমুত্তি।
ঈয়মুণি উণ যতত্তং জিণ আণাএ কুণহু ধম্মং॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ৯২॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ—দয়া ও ক্ষমাদিরূপ জিনদেবের আজ্ঞাই ধর্ম্ম, তদ্ভিন্ন সমস্ত আজ্ঞা অধর্ম্ম। ॥৯২॥

সমীক্ষক—জৈন মত হইতে ভিন্ন কোন পুরুষই সত্যবাদী এবং ধর্ম্মাত্মা নহে এ কথা কতদূর অন্যায়? সেই সকল ধার্ম্মিককে সম্মান করা উচিত। অবশ্য যদি জৈনমতস্থ মনুষ্যদের মুখ ও জিহ্বা চর্ম্মনির্ম্মিত না হইত এবং অন্যের চর্ম্মনির্ম্মিত হইত তাহা হইলে এ কথা সঙ্গত হইতে পারিত। ইহারা আপনাদের মতস্থ পুস্তক, বচন ও সাধু আদির বিষয়ে এতাদৃশ গৌরব করিয়াছে যে তাহা হইতে বোধ হয় যেন তাহারা ভাটের অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট।

মূল—বন্নেমিনারয়া উবিজে সন্দুরকাই সন্তরংতাণম্।
ভব্বাণ জণই হরিহরয়িদ্ধি সমিদ্ধী বিউদ্ধোসং॥

প্রকঃ ভাঃ ২ ষঃ সূঃ ৯৫॥

সংক্ষিপ্ত অর্থঃ—ইহার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে হরিহরাদি দেবসমূহের বিভূতি সকল নরকের কারণ এবং তাহা দেখিয়া জৈনদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া পড়ে। রাজাজ্ঞা ভঙ্গ করিলে মানুষ যেমন মরণ পর্য্যন্ত দুঃখ পায় তদ্রূপ জিনাজ্ঞা ভঙ্গ করিলে জন্ম মরণ দুঃখ পাইবে না কেন?

সমীক্ষক—জৈনদের আচার্য্য প্রভৃতির প্রবৃত্তি দেখ। উপরে কপটতা এবং প্রতারকের লীলা মাত্র। এখন তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছে। তাহারা হরিহরাদির এবং তাহাদের উপাসকের ঐশ্বর্য্য এবং বৃদ্ধি দেখিতেও পারে না। দেখিলে তাহারা রোমাঞ্চিত হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকে ইচ্ছা করে যে ইহাদের ঐশ্বর্য্য আমাদের লাভ হউক এবং তাহারা দরিদ্র হউক। জৈনগণ অতিশয় তোষামোদ প্রিয় মিথ্যারত এবং কাপুরুষ, এই জন্য উহারা রাজাজ্ঞার দৃষ্টান্ত দিয়া থাকে। রাজার কি মিথ্যা কথাও মানিয়া লওয়া উচিত? ঈর্ষ্যা ও দ্বেষপ্রিয় হইতে হইলে জৈন অপেক্ষা অধিক কেহ নাই।

মূল—জো দেইশুদ্ধধর্ম্মং সো পরমপ্যা জয়ম্মি নহু অন্নো।
কিং কপ্পদ্দুম্ম সরিসো ইয়রতরূ হোইকইযাবি॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ১০১॥

সংক্ষিপ্ত অর্থঃ—যাহারা জৈনধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহারা মূর্খ এবং যাহারা জিনেন্দ্রভাষিত ধর্ম্মের উপদেষ্টা সাধু বা গৃহস্থ অথবা গ্রন্থকর্ত্তা তাহারা সকলেই তীর্থঙ্করদের তুল্য এবং তাহাদের তুল্য কেহই নাই।

সমীক্ষক—কেন থাকিবে না? জৈনগণ বালকবুদ্ধি না হইলে কি এ কথা মানে? যেরূপ বেশ্যাগণ আপনাদের ভিন্ন অন্য কাহারও স্তুতি করে না একথাও সেইরূপ দেখা যাইতেছে।

মূল—জে অমুণি অগুণ দোষাতে কেহ অবুহাণহন্তিমঝচ্ছা।

অহতে বিহুম ঝচ্ছতা বিসঅমি আণ তুল্লত্তং॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ১০২॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ:—জিনেন্দ্রদেব, তদুক্তসিদ্ধান্ত এবং উপদেষ্টাদিগকে ত্যাগ করা জৈনদের উচিত নহে। ॥১০২॥

সমীক্ষক—ইহা জৈনদের ভ্রম, পক্ষপাত এবং অবিদ্যার ফল ভিন্ন আর কি হইতে পারে? পরন্তু জৈনদের কোন কোন কথা ব্যতীত অন্য সমস্ত ত্যাগ করা উচিত। যাহার কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকিবে সে যখনই জৈনদের দেব, সিদ্ধান্তগ্রন্থ এবং উপদেষ্টাদের দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বিচার করিবে, সেই সময়ে নিঃসন্দেহেই তৎসমস্ত ত্যাগ করিবে।

মূল—বয়ণে বিসুগুরুজিণবল্লহস্সকে সিংন উল্লস ইসম্মং।

অহকহদিণ মণিতেয়ং উলুঅণং হরই অন্ধত্তং॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ১০৮॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ:—যিনি নিজ মতের অনুকূলে চলেন তিনি পূজনীয় এবং যে বিরুদ্ধে চলে সে অপূজনীয়। জৈন গুরুদিগকে মানিবে অর্থাৎ অন্য মার্গাবলম্বীদিগকে মানিবে না। ॥১০৮॥

সমীক্ষক—আচ্ছা, যদি জৈনগণ অন্য অজ্ঞানীদিগকে পশুবৎ শিষ্য করিয়া বদ্ধ না করিত তবে তাহারা তাহাদের জাল হইতে বাহির হইয়া আপনাদের মুক্তি সাধন করিয়া জন্ম সফল করিত। যদি কেহ তোমাদিগকে কুমার্গী, কুগুরু, মিথ্যাচারী এবং অসদুপদেষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করে তাহা হইলে তোমাদের কতদূর ক্লেশ বোধ হয়? তদ্রূপ তোমরা অপরের দুঃখদায়ক বলিয়া তোমাদের মতে অসার বাক্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে বলিতে হইবে।

মূল—তিহুঅণ জনং মরং তং দঠূণ নিয়ন্তিজেন অপ্পাণং॥

বিরমং তিন পাবা উাধিদ্ধী ধিঠত্তণং তাণম্

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ১০৯॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ:—যদি মৃত্যু পর্য্যন্তও দুঃখ ভোগ করিতে হয় তথাপি জৈনগণ কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্ম করিবে না; কারণ এই সকল কার্য্য নরকে লইয়া যায়। ॥১০৯॥

সমীক্ষক—এখন জৈনদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে কেন তোমরা ব্যবসায়াদি কর্ম্ম

করিতেছে? কেন এই কর্ম্ম ত্যাগ কর না? যদি ত্যাগ কর তাহা হইলে তোমাদের শরীর পালন এবং পোষণও হইতে পারে না। যদি তোমাদের কথানুসারে সকলেই উক্ত কর্ম্মগুলি ত্যাগ করে, তবে কি বস্তু আহার করিয়া জীবন ধাণর করিবে? এরূপ অত্যাচারের উপদেশ করা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কি করে, হতভাগ্যগণ বিদ্যা এবং সৎসঙ্গের অভাবে মনে যাহা আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছে।

মূল—তইয়া হমাণ অহমা কারণ রহিয়া অনাণ গব্যেণ।

জেজং পন্তি উস্‌সুত্তং তেসিং দিদ্ধি চ্ছপম্মিচ্চং॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ১২১॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ:—জৈনাগমের বিরুদ্ধ শাস্ত্রবিশ্বাসী অধমের অপেক্ষাও অধম। যে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হউক আর নাই হউক জৈনমতের বিরুদ্ধে কহিবে না এবং বিশ্বাসও করিবে না। প্রয়োজন সিদ্ধ হউক বা না হউক অন্য মত ত্যাগ করিবে। ॥১২১॥

সমীক্ষক—তোমাদের আদি পুরুষ হইতে আজ পর্য্যন্ত যত গুরু হইয়াছে ও হইবে, তাহারা অন্য মতের নিন্দা করা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য করে নাই এবং করিবে না। আচ্ছা, যেখানে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় সে স্থানে জৈনগণ যখন শিষ্যেরও শিষ্য হইয়া থাকে তখন এতাদৃশ দীর্ঘ ও বিস্তৃতি মিথ্যা কথাগুলি প্রচার করিতে যে কিছুমাত্রও লজ্জা বোধ হয় নাই, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়॥

মূল—জম্বীর জিণস্‌স জিও মিরঈ উস্‌যুত্তলে সদেসণও।

সাগর কোড়া কোড়িং হিংমই অই ভী ভবরণে॥

প্রঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ১২২॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ:—যদি কেহ এরূপ বলে যে জৈন সাধুদের মধ্যে ধর্ম্ম আছে এবং আমাদের ও অন্যের মধ্যেও আছে, তাহা হইলে তাদৃশ মনুষ্য কোটী কোটী বর্ষ পর্য্যন্ত নরকে অবস্থান করিয়াও পুনর্ব্বার নীচ জন্ম লাভ করে। ॥১২২॥

সমীক্ষক—বাহবা বাহবা! বিদ্যার শত্রুগণ! তোমরা এরূপ মনে করিয়া থাকিবে যে, কেহ যেন তোমাদের মিথ্যা বাক্যের খণ্ডন না করে এবং সেইজন্য এই ভয়ঙ্কর বচন লিখিয়াছ। তাহা অসম্ভব। আর তোমাদের কত বুঝান যাইবে। তোমরা মিথ্যা নিন্দা ও অন্য মতের সহিত বৈর এবং বিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া আপনাদের প্রয়োজন সিদ্ধ করা, সুখাদ্য মোহনভোগের ন্যায় উত্তম মনে করিয়াছ।

মূল—দূরে করণং দূরম্মি সাহণং তহয়ভাবণা দূরে।

জিণধর্ম্ম সদ্দহাণ পিতির কত্থরকাই নিঠবই॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ। সূঃ ১২৭॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ:—যাহারা জৈনধর্ম্মের কিছুমাত্রও অনুষ্ঠান করিতে পারে না, কিন্তু "জৈনধর্ম্ম সত্য এবং অন্য ধর্ম্ম নহে" তাহারা এইরূপ শ্রদ্ধা হইতেই দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ॥১২৭॥

সমীক্ষক—আচ্ছা, মূর্খদিগকে আপনাদের জালে আসক্ত করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক প্রলোভন হইতে পারে? কারণ কোন কর্ম্ম করিতে হইবে না অথচ মুক্তি হইয়া যাইবে এরূপ অসার মত আর কি হইতে পারে?

মূল—কইয়া হোহী দিবসো জইয়া সুগুরুণ পায়মূলম্মি।
উস্সুত্তলে সবিসলবর হিলেওনিসুণে সুজিণধম্মং ॥
প্রকঃ ভাঃ ২ ষঃ সূঃ ১২৮ ॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ:—যদি মানুষ হই তবে জিনাগম অর্থাৎ জৈনদের শাস্ত্র শুনিব এবং উৎসূত্র অর্থাৎ অন্য মতের গ্রন্থ কখনও শুনিব না—এইরূপ যদি কেহ ইচ্ছা করে তবে সেই ইচ্ছা হইতেই দুঃখ-সাগর হইতে পার হইয়া যায়। ॥১২৮॥

সমীক্ষক—একথা নির্বোধদিগকে কেবল প্রতারিত করিবার জন্য। কারণ উক্তরূপ ইচ্ছা দ্বারা ইহলোকের দুঃখ-সাগর হইতে পার হওয়া যায় না এবং পূর্ব্বজন্মের পাপেরও দুঃখরূপ ফলভোগ ব্যতীত কখনও খণ্ডন হয় না। এই সকল মিথ্যা অর্থাৎ জ্ঞানবিরুদ্ধ কথা যদি না লেখা হইত, তাহা হইলে বেদাদি শাস্ত্র দেখিয়া ও শুনিয়া উহাদের গ্রন্থগুলির সত্যাসত্য জানিতে পারিয়া উহাদের অসার গ্রন্থসকল ত্যাগ করিত। পরন্তু এরূপ দৃঢ়ভাবে এই সকল অবিদ্বান্‌দিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, উহাদের জাল হইতে কেবল কোন সৎসঙ্গী বুদ্ধিমান্ যদি ইচ্ছা করে তবেই তাহার মুক্ত হওয়া সম্ভব। জড়বুদ্ধিদের মুক্ত হওয়া অতি কঠিন।

মূল—ব্রহ্মজেণং হিংভণিয়ং সুযববহারং বিসোহিয়ংতস্স।
জায়ই বিসুদ্ধ বোহী জিণআণা রাহ গত্তাও ॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ১৩৮ ॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ:—যে জিনাচার্য্যকথিত সূত্র, নিরুক্ত, বৃত্তি এবং ভাষ্যচূর্ণী মানিয়া থাকে, সে শুভ ব্যবহার এবং দুঃসহ ব্যবহার করিলেও চরিত্রযুক্ত হইয়া সুখ প্রাপ্ত হয় কিন্তু অন্য মতস্থ গ্রন্থ দেখিলে হয় না ॥

সমীক্ষক—অনাহারে থাকা প্রভৃতি কষ্ট সহণকে কি চারিত্র বলে? ক্ষুধায় এবং পিপাসায় ক্লেশ পাওয়া আদি যদি চরিত্র হয় তাহা হইলে অনেক লোক দুর্ভিক্ষ সময়ে অথবা অন্নাদি না পাইলে অনাহারে ক্লেশ পাইয়া শুদ্ধ হইয়া শুভ ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহারাও শুদ্ধ হয় না এবং তোমরাও শুদ্ধ হও না। কিন্তু পিত্তাদি প্রকোপবশতঃ রোগী হইয়া সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ন্যায়াচরণ, সত্যভাষণ, এবং ব্রহ্মচর্য্যাদিই ধর্ম্ম এবং অসত্য-ভাষণ ও অন্যায়াচরণাদিই

পাপ। সকলের সহিত প্রীতি রাখিয়া পরোপকারার্থ জীবন-ধারণ করাকেই শুভ চারিত্র বলে। জৈনমতাবলম্বীদের অনাহার এবং তৃষ্ণাতুর থাকা প্রভৃতি ধর্ম্ম নহে। এই সকল সূত্রাদি মানিলে অল্পমাত্র সত্য এবং অধিক অসত্য প্রাপ্ত হইয়া লোকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হয়।

মূল—জই জাণসি জিণনাহো লোয়ায়া রাবিপরকএভূও।

তাতংতং মন্নং তো কহমন্নসি লোঅ আয়ারং॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ১৪৮॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ:—যে উত্তম প্রারব্ধ-বিশিষ্ট মনুষ্য সেই জিন ধর্ম্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ যে জিন ধর্ম্মের গ্রহণ না করে তাহার প্রারব্ধ নষ্ট হইয়া যায়। ॥১৪৮॥

সমীক্ষক—একথা কি ভ্রান্ত এবং মিথ্যা নহে? অন্য মতে কি শ্রেষ্ঠ প্রারব্ধী এবং জৈন মতে নষ্ট প্রারব্ধী কেহই নাই? এরূপ কথিত আছে যে সধর্ম্মী অর্থাৎ জৈনধর্ম্মাবলম্বীগণ পরস্পর ক্লেশ উৎপাদন করে না পরন্তু প্রীতিপূর্ব্বক ব্যবহার করে, তাহাতে এইরূপ বুঝা যাইতেছে যে, জৈনগণ অপরের সহিত কলহ করা খারাপ মনে করে না। তাহাও তাহাদের অযুক্তির কথা। কারণ সজ্জন পুরুষ সকল সজ্জনদের সহিত প্রেম করে এবং দুষ্টদিগকে শিক্ষা প্রদান করতঃ সুশিক্ষিত করে। এস্থলে লেখা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ, ত্রিদণ্ডী, পরিব্রাজকাচার্য্য অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও তাপসাদি অর্থাৎ বৈরাগী প্রভৃতি সকলেই জৈনমতের শত্রু। এখন দেখ, তাহারা সকলকে যখন শত্রুভাবে দেখে ও নিন্দা করে তখন জৈনদের দয়া এবং ক্ষমারূপ ধর্ম্ম কোথায় রহিল? যেহেতু অপরের উপর দ্বেষ করাতে দয়া এবং ক্ষমার নাশ হয় এবং হিংসার ন্যায় দ্বিতীয় দোষ আর নাই। জৈনগণ যেরূপ দ্বেষের মূর্ত্তি অন্য মতাবলম্বীগণ সেরূপ নহে। যদি ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত ২৪ তীর্থঙ্করকে রাগী, দ্বেষী এবং মিথ্যাবাদী, জৈনমতাবলম্বীগণ সান্নিপাত জ্বরে পতিত রহিয়াছে, এবং তাহাদের ধর্ম্ম নরক ও বিষতুল্য এরূপ বলা যায় তাহা হইলে জৈনদের কতদূর ক্লেশ বোধ হয়? এইজন্য জৈনগণ নিন্দা এবং পরম-দ্বেষরূপ নরকে নিমগ্ন হইয়া মহা ক্লেশ ভোগ করিতেছে। এই সকল কার্য্য যদি ত্যাগ করে তাহা হইলে অতি উত্তম হয়।

মূল—এগো অগূরূ এগো বিসাব গোচে ইআণি বিবহাণি।

তচ্ছয়জং জিণদব্বং পরুপ্পরন্তং নবিচ্চন্তি॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষঃ সূঃ ১৫০॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ—সকল শ্রাবকদের এক দেবগুরু আছে। চৈত্যবন্দন অর্থাৎ জিন প্রতিবিম্ব মূর্ত্তি-দেবলের বন্দন, জিনদ্রব্যের রক্ষা এবং মূর্ত্তির পূজা করাই ধর্ম্ম। ॥১৫০॥

সমীক্ষক—এখন দেখ, যে সকল মূর্ত্তিপূজার গোলযোগ চলিয়া আসিতেছে তাহা সমস্তই জৈনদের গৃহ হইতে চলিয়াছে। জৈনমতই সমস্ত ধর্ম্মবিপ্লবের মূল কারণ।

শ্রাদ্ধ দিনকৃত্য ১ পৃষ্ঠায় মূর্ত্তি পূজার প্রমাণ :—

নবকারেণ বিবোহো ॥১॥ অনুসরণং সাবউ ॥২॥ বয়াইং ইমে ॥৩॥ জোগো ॥৪॥ চিয় বন্দনণগো ॥৫॥ যচ্চরখাণং তু বিহি পুচ্ছম্ ॥৬॥

ইত্যাদি শ্রাবকদের প্রথমে দ্বারদেশে নবাকারে জপ করিবে। ॥১॥

দ্বিতীয়—নয় প্রকার জপের পরে "আমি শ্রাবক" এইরূপ স্মরণ করিবে। ॥২॥

তৃতীয়—আমার অনুব্রতাদি কথা আছে। ॥৩॥

চতুর্থ—চারিবর্গের মুখ্য মোক্ষ ও তাহার কারণ জ্ঞানাদি। উহার অতীচার নির্ম্মল করিবার ছয় কারণ। তাহাকেও উপচারতঃ যোগ কহে। উক্ত যোগ কথিত হইবে। ॥৪॥

পঞ্চম—চৈত্যবন্দন অর্থাৎ মূর্ত্তির নমস্কার, দ্রব্যভাব ও পূজা কথিত হইবে। ॥৫॥

ষষ্ঠ—প্রত্যাখ্যান দ্বার-নবকারসী প্রভৃতি বিধিপূর্ব্বক কথিত হইবে। ॥৬॥

এই গ্রন্থের শেষে অনেক বিধি লেখা আছে ; অর্থাৎ সন্ধ্যাকালের ভোজন সময় জিনবিম্ব অর্থাৎ তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি ও দ্বারপূজাদি বিধি আছে। দ্বারপূজাতে অনেক আড়ম্বর আছে। মন্দির নির্ম্মাণের নিয়ম আছে, পুরাতন মন্দির নির্ম্মাণ ও সংস্কার দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। মন্দিরে যাইয়া এইরূপে উপবেশন করিবে এবং অতিশয় ভক্তি ও প্রীতির সহিত পূজা করিবে। "নমো জিনেন্দ্রেভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা স্নানাদি করাইবে। "জল, চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপনৈঃ" ইত্যাদি হইতে জানা যায় যে গন্ধাদি অর্পণ করিবে।

রত্নসার ভাগ ১২ পৃঃ—পূজককে রাজা বা প্রজা কেহই রোধ করিতে পারে না।

সমীক্ষক— এ সকল কথা সমস্তই কপোল-কল্পিত ; কারণ বহু রাজা জৈন-পূজকদিগকে রোধ করেন।

রত্নসার ৩ পৃঃ—মূর্ত্তিপূজা দ্বারা রোগ, পীড়া ও মহাদোষ গুলি দূরীভূত হয়।

কোন লোক পাঁচ কপর্দ্দক মূল্যের পুষ্প অর্পণ করিয়াছিল বলিয়া ১৮ দেশের রাজত্ব পাইয়াছিল। তাহার নাম কুমার পাল। এ সকল কথা মিথ্যা, কেবল মূর্খদিগকে প্রলোভন দেখাইবার জন্য রচিত। কারণ জৈনগণ পূজা করিয়াও রোগী এবং পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজা দ্বারা এক বিঘা জমিরও অধিকারী হইতে পারে না। যদি ৫ কপর্দ্দক মূল্যের পুষ্প অর্পণ করিলে রাজ্য লাভ হয় তবে সেইরূপ পাঁচ গুণ মূল্যের ফুল দান করিয়া সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব লাভ করে না কেন? তাহারা রাজদণ্ড ভোগ করে কেন? যদি মূর্ত্তিপূজা দ্বারা ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে, তবে জ্ঞান-পূর্ণ দর্শন ও চরিত্রের প্রয়োজন কি?

রত্নসার ভাগ ১৩ পৃঃ—গৌতমের অঙ্গুষ্ঠে অমৃত এবং তাহার স্মরণ করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

সমীক্ষক—এরূপ হইলে জৈনগণ অমর হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা ত হয় না। সুতরাং এ সকল কেবল মূর্খদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য রচিত। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে কোন তত্ত্বই নাই।

রত্নসার ভাগ ৫২ পৃষ্ঠায় তাহাদের পূজা করিবার শ্লোক আছে ; তাহা এইরূপ :—

জল চন্দন ধূপনৈরথ দীপাক্ষতকে র্নৈবেদ্যবস্ত্রৈঃ।
উপচারবরৈর্জিনেন্দ্রান্ রুচিরৈরদ্য যজামহে ॥

আমরা জল, চন্দন, অক্ষত পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও শ্রেষ্ঠ উপচার দ্বারা জিনেন্দ্র অর্থাৎ তীর্থঙ্করদের অর্চ্চনা করি। ইহাতে আমরা বলিতেছি যে জৈনদের দ্বারাই মূর্ত্তিপূজার সৃষ্টি হইয়াছে।

বিবেকসার ২১ পৃঃ—জিন মন্দিরে মোহ আসে না এবং উহা ভবসাগর উদ্ধার-কর্ত্তা।

বিবেকসার ৫১ পৃঃ—মূর্ত্তিপূজা হইতে মুক্তিলাভ এবং জিন-মন্দিরে গমন করিলে সদ্‌গুণ লাভ হয়। যে জল চন্দনাদি দ্বারা তীর্থঙ্করদের অর্চ্চনা করে, সে নরক যন্ত্রণা ভোগ না করিয়া স্বর্গে গমন করে।

বিবেকসার ৫৫ পৃঃ—জিন মন্দিরে ঋষভ দেবাদির মূর্ত্তি-পূজা করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের সিদ্ধি হইয়া থাকে।

বিবেকসার ৬১ পৃঃ—মূর্ত্তির পূজা করিলে সমস্ত জগতের ক্লেশ দূর হয়।

সমীক্ষক—এখন তাহাদের অবিদ্যাযুক্ত অসম্ভব কথাগুলি শ্রবণ কর—যদি এই সকল কার্য্যদ্বারা পাপাদি অসৎ কর্ম্মের খণ্ডন হয় ও মোহ না আসে, ভবসাগর পার হওয়া যায়, সদ্‌গুণ আসে নরক খণ্ডন হইয়া স্বর্গ লাভ হয়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয় এবং সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হয়, তবে সমস্ত জৈন-গণ কেন সুখী হয় না এবং কেন সমস্ত পদার্থের সিদ্ধিলাভ হয় না।

বিবেকসার ৩ পৃঃ—যাহারা জিনমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে, তাহারা নিজেদের এবং কুটুম্বগণের জীবিকার সংস্থান করিয়াছে।

বিবেকসার ২২৫ পৃঃ—শিব, বিষ্ণু আদি মূর্ত্তিপূজন অতি অসৎ অর্থাৎ তাহা নরক সাধন হইয়া থাকে।

সমীক্ষক—আচ্ছা, যদি শিবাদি মূর্ত্তি নরকের সাধন, তাহা হইলে জৈনদের মূর্ত্তি সেইরূপ নহে কেন? যদি তাহারা বলে যে, আমাদের মূর্ত্তি সকল ত্যাগী, শান্ত ও শুভমুদ্রাযুক্ত বলিয়া উৎকৃষ্ট এবং শিবাদি মূর্ত্তি সেইরূপ নয় বলিয়া ভাল তাহা হইলে তাহাদের বলা উচিত যে "তোমাদের মূর্ত্তি সকল যখন লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত মন্দিরে বাস করে এবং তাহাদের উপর চন্দন ও কেশরাদি অর্পিত হয়, তখন তাহারা ত্যাগী কিসে? শিবাদি মূর্ত্তি ছায়া ব্যতিরেকে থাকে, তখন তাহারা ত্যাগী নয় কেন? শান্ত বলা হয়, তদ্বিষয়ে এরূপ বলিতে হইবে যে জড় পদার্থ নিশ্চল বলিয়াই শান্ত। সমস্ত মূর্ত্তি পূজাই ব্যর্থ।

প্রশ্ন—আমাদের মূর্ত্তিগুলি ভূষণাদি ধারণ করে না বলিয়া তাহারা উৎকৃষ্ট।

উত্তর—সকলের সম্মুখে বিবস্ত্র থাকা বা রাখা কেবল পশুবৎ লীলা।

প্রশ্ন—স্ত্রী চিত্র অথবা মূর্ত্তি দেখিলে যেরূপ কামোৎপত্তি হয়, সেইরূপ সাধু ও যোগীদের মূর্ত্তি দর্শনেও শুভগুণ প্রাপ্তি হয়।

উত্তর—যদি পাষাণাদি মূর্ত্তি দর্শনে শুভ পরিণাম স্বীকার কর, তবে তাহারা জড়ত্বাদি ধর্ম্ম তোমাদের উপর আসিয়া পড়িবে। জড়-বুদ্ধি হইলে সর্ব্বথা নষ্ট হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ উত্তম বিদ্বান-দের সঙ্গ ও সেবা হইতে নিবৃত্ত হইলে মূঢ়তাও অধিক হইবে।

একাদশ সমুল্লাসে যে সকল দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজক সকলেরই সেই সকল দোষ বর্ত্তে। জৈনগণ যেরূপ মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে মহা মিথ্যা কোলাহল উৎপন্ন করিয়াছে, মন্ত্র বিষয়েও সেইরূপ অনেক অসম্ভব কথা লেখা আছে।

তাহাদের মন্ত্র এইরূপ :—রত্নসার ভাগ ১ পৃষ্ঠা—

নমো অরিহন্তাণং নমো সিদ্ধাণাং নমো আয়রিয়াণং নমো উবজ্‌ঝায়াণং নমো লোএ সর্ব্বসাহূণং এসো পঞ্চ নমুক্কারো সর্ব্ব পাবপ্পণাসণো মঙ্গলাচরণং চ সর্ব্বে সিপঢভং হবই মঙ্গলম্ ॥১॥

এই মন্ত্রে মহা মাহাত্ম্য লেখা আছে এবং তাহা সকল জৈনদের গুরু মন্ত্র। ইহার মাহাত্ম্য এইরূপ লেখা হইয়াছে যে তন্ত্র, পুরাণ ও "ভাট"দের কথাও হারাইয়া দিয়াছে। শ্রাঃ ৩ পৃঃ ॥

নমুক্কার তউপাঢ়ে ॥৯॥

জউকর্ব্ব। মন্তাণমন্তো পরমো ইমুত্তি ধেয়াণধেয়ং পরমং ইমুত্তি।
তত্তাণতত্তং পরমঃ পবিত্তং সংসার সত্তাণ দুহাহয়াণং ॥১০॥
তাণং অন্নস্তু নো অত্থি। জীবাণং ভবসায়রে।
বুড্ডুং তাণং ইমং মুত্তুং। ন মুক্কারং সুপোয়যম্ ॥১১॥
কব্বং। অণেগজস্মং তরন চিয়াণং। দুহাণং সারীরিমাণুসাণুসাণং।
কত্তোয় ভব্বাণ ভবিজ্জনাসো ন জাবপত্তো নবকারমন্তো

এই মন্ত্র অতি উত্তম ও পবিত্র। ইহা ধ্যানযোগের মধ্যে পরম ধ্যেয় এবং তত্ত্বের মধ্যে পরম তত্ত্ব। দুঃখ পীড়িত সংসারী জীবদের পক্ষে নবকার মন্ত্র, সমুদ্রপারে উত্তীর্ণ হইবার নৌকাতুল্য। ॥১০॥

এই নবকার মন্ত্র নৌকা তুল্য, তাহা যে ত্যাগ করে সে ভবসাগরে নিমগ্ন হয় এবং যে তাহা গ্রহণ করে সে দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়। এই মন্ত্র ব্যতিরেকে দুঃখ খণ্ডনকারক সমস্ত পাপ-নাশক এবং মুক্তিবিধায়ক আর অন্য কিছুই নাই। ॥১১॥

অনেক ভাবান্তরে উৎপন্ন এবং শরীর সম্বন্ধীয় দুঃখ হইতে এবং ভব্যজীবদের ভবসাগর হইতে ইহা উদ্ধার করে। যে পর্য্যন্ত নবকার মন্ত্র না প্রাপ্ত হয় সে পর্য্যন্ত জীব ভবসাগর হইতে পার হইতে পারে না। ॥১২॥

এইরূপ সূত্রে অর্থ লেখা আছে। এক নবকার মন্ত্র ব্যতীত অগ্নি প্রমুখ অষ্ট মহাভয় মধ্যে

অন্য কিছুই সহায় নাই। যেরূপ মহারত্ন বৈদূর্য্য নামক মণি গ্রহণ করিতে আসিতে হয় অথবা শত্রু ভয়ে অমোঘ অস্ত্র সকল গ্রহণ করিতে হয়, তদ্রূপ শ্রুত কেবলীর গ্রহণ করিবে। সমস্ত দ্বাদশাঙ্গ নবকার মন্ত্র রহস্য।

এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ :—

[নমো অরিহন্তাণং] সকল তীর্থঙ্করদের নমস্কার [নমো সিদ্ধাণং] জৈনমতস্থ সমস্ত আচার্য্যদিগকে নমস্কার। [নমো উবজঝায়াণং] জৈনমতস্থ সকল উপাধ্যায়দিগকে নমস্কার। [নমো লোয়সব্বসাহূণং] এই সংসারে যত জৈনমতাবলম্বী সাধু আছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার।

যদিও মন্ত্রে জৈন-পদ নাই, তথাপি জৈনদের অনেক গ্রন্থে জৈনমতাবলম্বী ভিন্ন অন্য কাহাকেও নমস্কার করিবে না এইরূপ লেখা আছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অর্থই প্রকৃত অর্থ।

তত্ত্ববিবেক ১৬৯ পৃঃ—যে মনুষ্য কাষ্ঠ ও প্রস্তরকে দেবতাজ্ঞানে অর্চ্চনা করে সে উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়।

সমীক্ষক—যদি সেইরূপ হয় তবে সকলেই দর্শন করিয়া সুখরূপ ফল প্রাপ্ত হয় না কেন ?

রত্নসার ভাগ ১০ পৃঃ—পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি দর্শনে পাপ নাশ হয়।

কল্পভাষ্য ৫১ পৃঃ—এক লক্ষ পঞ্চবিংশ সহস্র মন্দির জীর্ণোদ্ধার করা হইয়াছে ইত্যাদি মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে তাহাদের অনেক বিষয় উল্লেখ আছে। তাহাতে বুঝা যায় যে জৈনমতই মূর্ত্তিপূজার মূল কারণ।

এখন জৈন মতাবলম্বীদের লীলা দেখ :—

বিবেকসার ২২৮ পৃঃ—এক জৈন-সাধু কোশা নামক এক বেশ্যাকে ভোগ করিয়া পরে ত্যাগী হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন।

বিবেকসার ১০ পৃঃ—অর্ণক মুনি চারিত্র হইতে স্খলিত হইয়া কয় বর্ষ পর্য্যন্ত দত্ত শেঠদের গৃহে বিষয় ভোগ করিয়া পরে দেবলোকে গমন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্র ঢণ্ঢন মুনির থলিয়া অপহরণ করিয়া পরে দেবতা হইয়াছিলেন।

বিবেকসার—১৫৬ পৃঃ জৈনমতাবলম্বী সাধু লিঙ্গধারী অর্থাৎ বেশধারী হইলেই শ্রাবকগণ তাহার সেবা করিবে। সাধু সৎচরিত্রই হউক অথবা অসৎ চরিত্রই হউক তিনি সর্ব্বপ্রকারে পূজনীয়।

বিবেকসার—১৬৮ পৃঃ জৈনমতাবলম্বী সাধুগণ চরিত্রহীন ও ভ্রষ্টাচারী হইলেও শ্রাবকগণ তাঁহাদিগকে সেবা করিবে।

বিবেকসার—২১৬ পৃঃ এক চোর পাঁচ মুষ্টি কেশ মুণ্ডন করিয়া চরিত্রবান্ হইয়াছিল এবং অতিশয় কষ্ট ও পশ্চাত্তাপ ভোগ করতঃ ছয়মাসের মধ্যে জ্ঞান লাভ করতঃ সিদ্ধ হইয়াছিল।

সমীক্ষক—তাহাদের সাধু এবং গৃহস্থদের লীলা দেখ—তাহাদের মতে অনেক কুকর্ম্মান্বিত সাধুও

সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিবেকসার ১০৬ পৃ—শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় নরকে গিয়াছেন।

বিবেকসার ৪৮ পৃঃ—যোগী, জঙ্গম, (সন্ন্যাসী) কাজী, মুল্লা কত মানুষ অজ্ঞানতা বশতঃ তপস্যা ও কষ্ট করিয়া কুগতি প্রাপ্ত হয়।

রত্নসার ১৭১পৃঃ—নব বাসুদেব অর্থাৎ ত্রিপৃষ্ঠ বাসুদেব, দ্বিপৃষ্ঠ বাসুদেব, স্বয়ম্ভু বাসুদেব, পুরুষোত্তম বাসুদেব, সিংহ পুরুষ বাসুদেব, পুরুষ পুণ্ডরীক বাসুদেব, দত্ত বাসুদেব, লক্ষ্মণ বাসুদেব ও নবম শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব তাহারা সকলে একাদশ, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, অষ্টাদশ, বিংশতি এবং দ্বাবিংশ তীর্থঙ্করদের সময় নরকে গিয়াছেন। নবপ্রতি বাসুদেব অর্থাৎ অশ্বগ্রীব প্রতিবাসুদেব, তারক প্রতিবাসুদেব, মোদক প্রতিবাসুদেব, মধু প্রতিবাসুদেব, নিশুম্ভ প্রতিবাসুদেব, বলী প্রতিবাসুদেব, প্রহ্লাদ প্রতিবাসুদেব রাবণ প্রতিবাসুদেব ও জরাসিন্ধু প্রতিবাসুদেব তাহারাও সকলে নরকে গিয়েছে।

কল্পভাষ্যে—ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত ২৪ তীর্থঙ্কর সকলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

সমীক্ষক—আচ্ছা, বুদ্ধিমান্ পুরুষ বিচার করিয়া দেখুন যে তাহাদের সাধু, গৃহস্থ এবং তীর্থঙ্করদের মধ্যে অনেক বেশ্যাগামী, পরস্ত্রীগামী, চোর, জৈনমতাবলম্বী বলিয়া স্বর্গ এবং মুক্তি লাভ করিয়াছে আর শ্রীকৃষ্ণাদি ধার্ম্মিক মহাত্মাগণ নরকে গিয়েছেন ইহা কতদূর অন্যায় কথা? বিচার করিয়া দেখিলে ভদ্রলোকদের পক্ষে জৈনদের সঙ্গে বাস করা, তাহাদের মুখদর্শন করা উচিত নহে। কারণ তাহাদের সঙ্গে বাস করিলে সহবাসকারারও হৃদয়ে এইরূপ মিথ্যা ধারণা থাকিয়া যাইবে। এই সকল মহাভ্রান্ত এবং দুরাহগ্রহ-বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গ হইতে অনিষ্ট ব্যতিরেকে কিছুই ইষ্টলাভ হইবে না। অবশ্য জৈনদের মধ্যে যে উত্তম, * তাহার সহিত সৎসঙ্গাদি করিলে কোন দোষ হইতে পারে না।

বিবেকসার ৫৫ পৃঃ—গঙ্গাদি তীর্থ ও কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করিলে কোনরূপ পরমার্থ লাভ হয় না; কিন্তু নিজেদের গিরনার, পালীটাণা এবং আবু প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র মুক্তি পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকে।

সমীক্ষক—এস্থলে বিচার করা আবশ্যক যে শৈব ও বৈষ্ণবাদির জল ও স্থলরূপ তীর্থ এবং ক্ষেত্র সকল যেরূপ জড়স্বরূপ জৈনদেরও তদ্রূপ। তাহাদের মধ্যে একের নিন্দা ও অপরের স্তুতি করা মূর্খতার কার্য্য।

জৈনদের মুক্তি-বর্ণন

রত্নসারভাগ ২৩ পৃঃ—মহাবীর তীর্থঙ্কর গৌতমকে বলিতেছেন যে, উর্দ্ধলোকে সিদ্ধশিলা নামক এক স্থান আছে। উহা স্বর্গপুরীর উপরিস্থিত, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৪৫ লক্ষ যোজন এবং স্থূলতায় ৮

* উত্তম হইলে এই অসার জৈনমতে কখনও থাকিবেন না।

যোজন। মুক্তার হারের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অথবা গোদুগ্ধের ন্যায় উজ্জ্বল, স্বর্ণের ন্যায় প্রকাশমান এবং স্ফটিক অপেক্ষাও নির্মল। উক্ত সিদ্ধশিলা চতুর্দশ লোকের চূড়ার উপর সংস্থিত। তাহার উপর শিবপুর ধাম আছে; তাহাতে সিদ্ধপুরুষ নিরাধার অবস্থায় অবস্থান করে। সে স্থানে জন্ম মরণাদি নাই এবং সেখানকার জীব সর্বদা আনন্দে অবস্থান করে। তাহারা জন্ম-মরণাদি দুঃখে কখনও পতিত হইতে হয় না এবং তাহাদের সমস্ত কর্ম খণ্ডন হইয়া যায়, তাহাই জৈনদের মুক্তি।

সমীক্ষক—এই সকল বিচার করিলে প্রমাণ হইবে যে, যেরূপ অন্য মতানুসারে অর্থাৎ পৌরাণিকেরা বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, গোলোক ও শ্রীপুর প্রভৃতি, খৃষ্টিয়ানেরা চতুর্থ স্বর্গ এবং মুসলমানেরা সপ্তম স্বর্গকে মুক্তির স্থান মানিয়া থাকে সেইরূপ জৈনগণও সিদ্ধশিলা ও শিবপুরকে স্বর্গ মনে করে। কারণ জৈনগণ যাহাকে উচ্চ মনে করে, তাহা নিম্নস্থিত অর্থাৎ যাহারা আমাদের অপেক্ষা পৃথিবীর নীচে থাকে তাহাদের পক্ষে নিম্ন। উচ্চ এবং নিম্ন ব্যবস্থিত পদার্থ নহে। আর্য্যাবর্ত্তবাসী জৈনগণ যাহাকে উচ্চ মনে করে, তাহাকে আমেরিকাবাসিগণ নিম্ন মনে করে এবং আর্য্যাবর্ত্তবাসী যাহাকে নিম্ন মনে করে তাহাকে আমেরিকাবাসী উচ্চ মনে করে। উক্ত শিলা ৪৫ লক্ষের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৯০ লক্ষ ক্রোশ হইলেও তত্রস্থ মুক্ত লোক বন্ধনেই থাকে। কারণ উক্ত শিলা অথবা শিবপুরের বাহির হইলেই মুক্তি দূরীভূত হইবে। উক্তস্থানে অবস্থান দ্বারা প্রীতি ও তাহার বহির্গমনে অপ্রীতি হয়। যে স্থলে আবদ্ধভাবে প্রীতি ও অপ্রীতি উভয়ই রহিয়াছে তাহাকে মুক্তিস্থান কিরূপে বলা যাইতে পারে? নবম সমুল্লাসে মুক্তির বিষয় যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে সেইরূপ বিশ্বাস করাই উচিত। জৈনদের মুক্তিও এক প্রকার বন্ধন। তাহারাও মুক্তি বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছে। ইহা সত্য যে বেদের যথার্থ অর্থবোধ ভিন্ন কেহ কখনও মুক্তির স্বরূপ জানিতে পারে না। তাহাদের আরও কয়েকটী অসম্ভব কথা শ্রবণ কর।

বিবেকসার ৭৮ পৃঃ—এক কোটী ষাট লক্ষ কলসীর জল দ্বারা নব-জাত মহাবীরকে স্নান করান হইয়াছিল।

বিবেকসার ১৩৬ পৃঃ—দশার্ণ রাজা মহাবীরের দর্শনার্থ গিয়াছিলেন। তাঁহার কিঞ্চিৎ অভিমান হওয়াতে তাহা নিবারণার্থ ১৬,৭৭,৭২১৬০০০ সংখ্যক ইন্দ্র এবং ১৩,৩৭০৫৭২৮০০০০০০০০ সংখ্যক ইন্দ্রাণী সেই স্থলে উপনীত হন। তাহা দেখিয়া রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

সমীক্ষক—এখন বিচার করা উচিত যে এতগুলি ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর স্থান পাইতে হইলে কি পরিমাণ জায়গার আবশ্যক।

শ্রাদ্ধদিনকৃত্য ৩১ পৃঃ—বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র কূপ কিম্বা জলাশয় খনন করিবে না।

সমীক্ষক—আচ্ছা, যদি সকলেই জৈনদের ন্যায় হয় এবং কেহই যদি ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কূপ বা জলাশয় খনন না করে, তবে লোকে কোথা হইতে জল পান করিবে?

প্রশ্ন—পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিলে তাহাতে বহু জীব পতিত হইয়া মৃত্যু হওয়ার দরুণ খনন কর্ত্তার পাপ হয়। এইজন্য জৈনমতাবলম্বীগণ খননাদি কার্য্য করে না।

উত্তর—তোমাদের বুদ্ধি নষ্ট হইল কেন? যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব পতিত হইয়া বিনষ্ট হওয়াতে

পাপ গণনা করা হয়, তদ্রূপ গো প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পশু ও মনুষ্যাদি প্রাণীর জল পান দ্বারা যে মহ পুণ্য হয় তাহা মনে কর না কেন?

তত্ত্ববিবেক ১৯৬ পৃঃ—কোন নগরে নন্দমণিকার নামে এক শেঠ একটী বৃহৎ কূপ খনন করার দরুণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া যোড়শ মহা-রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় এবং পরে সেই কূপে মণ্ডূক হইয়া থাকে। মহাবীরের দর্শনপ্রযুক্ত তাহার জাতি স্মরণ হইয়াছিল। মহাবীর বলিতেছেন "আমার আগমন সংবাদ শুনিয়া আমাকে পূর্ব্ব-জন্মের ধর্ম্মাচার্য্য বন্দনা করিতে আসিতেছিল, পথে শ্রেণীবদ্ধভাবে গমনকারী অশ্বারোহীদের অশ্ব-পদাঘাতে মৃত্যু হইল এবং শুভধ্যানের যোগবশতঃ দর্দুরাঙ্ক নামে এক মহা সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেবতা হইল। অবধি জ্ঞানহেতু আমি এখানে আসিয়াছি জানিয়া বন্দনাপূর্ব্বক সমৃদ্ধি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে"।

সমীক্ষক—এই সকল বিদ্যাবিরুদ্ধ অসম্ভব ও মিথ্যাকথার বক্তা মহাবীরকে সর্ব্বোত্তম মনে করা অন্যায়।

শ্রাদ্ধদিনকৃত্য ৩৬ পৃঃ—সাধু মৃতের বস্ত্র গ্রহণ করিবে।

সমীক্ষক—দেখ তাহাদের সাধুও মহাব্রাহ্মণের ন্যায় হইয়া গেল। বস্ত্র যেন সাধু গ্রহণ করিল কিন্তু মৃতের ভূষণাদি কে গ্রহণ করিবে? বহু মূল্যবান্ বোধ হয় গৃহে রাখিয়া দেয়। যদি ঘরেই রাখে, তবে নিজেরা কি হইল?

রত্নসার ভাগ ১০৫ পৃঃ—ভর্জ্জন, কর্ত্তন, পেষণ ও অন্ন-পাকাদি করিলে পাপ হয়।

সমীক্ষক—এখন তাহাদের বিদ্যাহীনতা দেখ। আচ্ছা যদি এ সকল কর্ম্ম না করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্যাদি প্রাণী কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারে? জৈন লোকও পীড়িত হইয়া মরিয়া যাইবে?

রত্নসার ১০৪ পৃঃ—উদ্যান করার দরুণ মালীর একলক্ষ পাপ হয়।

সমীক্ষক—যদি মালীর লক্ষ পাপ হয়, তবে অনেক জীব পত্র, ফল, ফুল ও ছায়া হইতে আনন্দিত হওয়াতে কোটীগুণ পুণ্যও হইয়া থাকে. কিন্তু সে বিষয়ে কিছুই চিন্তা করা হয় নাই। ইহা কতদূর মূর্খতার কথা?

তত্ত্ববিবেক ২০২ পৃঃ—একদিন লব্ধি সাধু ভ্রমক্রমে বেশ্যাগৃহে গমন করেন ও ধর্ম্মানুসারে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। বেশ্যা বলিল এস্থলে ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই কিন্তু অর্থের প্রয়োজন আছে, তাহাতে লব্ধি সাধু তাহার গৃহে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা বর্ষণ করিয়া দেয়।

সমীক্ষক—নষ্টবুদ্ধি পুরুষ ব্যতিরেকে কে একথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে?

রত্নসার ভাগে ৬৭ পৃঃ—এক পাষাণের মূর্ত্তিকে যে স্থানে স্মরণ করা হয় সেই স্থানে অশ্বারোহণে উপস্থিত হইয়া তিনি রক্ষা করেন।

সমীক্ষক—জৈন মহাত্মন্! এখন বল তোমাদের যখন চোর ডাকাত ও শত্রুভয়াদি হয়, তখন

কেন তোমরা তাহার স্মরণ করিয়া আপনাদের রক্ষা কর না? কেন পুলিসাদি রাজস্থানে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ? ইঁহাদের সাধুদের লক্ষণ :—

সরজোহরণভৈক্ষ্যভুজো লুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ।
শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীলা নিঃসঙ্গা জৈনসাধবঃ ॥১॥
লুঞ্চিতা পিচ্ছিকাহস্তা পাণিপাত্রা দিগম্বরাঃ।
ঊর্দ্ধাসিনো গৃহে দাতু দ্বিতীয়াঃ স্যুর্জিনর্ষয়ঃ ॥২॥
ভুঙ্‌ক্তে ন কেবলং ন স্ত্রী মোক্ষমেতি দিগম্বরঃ।
প্রাহুরেষাময়ং ভেদোঽমহান্ শ্বেতাম্বরৈঃ সহ ॥৩॥

এই সকল শ্লোক দ্বারা জিনদত্ত সূরি জৈন সাধুদের এইরূপ লক্ষণার্থ বলিয়াছেন সরজোহরণ চামর রাখা, ভিক্ষাদ্বারা ভোজন করা, মস্তকের কেশ লুঞ্চিত করা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করা, ক্ষমাযুক্ত থাকা এবং কাহারও সঙ্গ না করা এই সকল লক্ষণযুক্ত হইলে জৈনদের শ্বেতাম্বর যতী বলিতে হয়। ॥১॥

দ্বিতীয় দিগম্বর—যতী; তাহাদের লক্ষণ বস্ত্রধারণ না করা, মাথার কেশ উৎপাটিত করা, পিচ্ছিকা অর্থাৎ রেশমী সূত্রের সম্মার্জনীর উপাদান বগলে রাখা ও কেহ ভিক্ষা দিলে হস্তে লইয়া ভোজন করা এই লক্ষণযুক্ত সাধু দ্বিতীয় প্রকার। ॥২॥

ভিক্ষাদাতা গৃহস্থের ভোজনের পর যাহারা ভোজন করে তাহারা জিনর্ষি হয় অর্থাৎ তৃতীয় প্রকার সাধু। ॥৩॥

দিগম্বর এবং শ্বেতাম্বরদের মধ্যে এই প্রভেদ যে দিগম্বরগণ স্ত্রীসংসর্গ করে না এবং শ্বেতাম্বরেরা করে। এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। তাহাদের এই সকল পার্থক্য আছে। এই জন্য জৈনদের মধ্যে কেশলুঞ্চন করা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। পাঁচ মুষ্টি লুঞ্চন করার কথাও লেখা আছে।

বিবেকসার ভাগ ২১৬ পৃঃ—পাঁচ মুষ্টি লুঞ্চন করিয়া চারিত্র গ্রহণ করিয়াছিল অর্থাৎ পাঁচ মুষ্টি মস্তকের কেশ উৎপাটন করিয়া সাধু হইয়াছিল।

কল্পসূত্র ভাষ্য ১০৮ পৃঃ—কেশ লুঞ্চন করিতে হইলে গোপুচ্ছের ন্যায় কেশ রাখিবে।

সমীক্ষক—এখন জৈনগণ! বল দেখি তোমাদের দয়া ও ধর্ম্ম কোথায় রহিল? ইহা এক প্রকার হিংসা বলিতে হইবে অর্থাৎ নিজ হস্তেই লুঞ্চন করুক, গুরু করুক কিম্বা অপরে করুক পরন্তু উক্ত জীবের কতদূর ভয়ানক কষ্ট হইয়া থাকে? জীবকে কষ্ট দেওয়ার নামই হিংসা।

বিবেকসার—সংবৎ ১৬৩৩ সালে শ্বেতাম্বরগণ হইতে ঢুণ্ডিয়া এবং ঢুণ্ডিয়া হইতে ত্রয়োদশ পন্থী

প্রভৃতি প্রতারকেরা বাহির হইয়াছে। ঢুন্ঢিয়াগণ পাষাণাদি মূর্ত্তি বিশ্বাস করে না এবং ভোজন ও স্নানের সময় ব্যতিরেকে মুখের উপর সর্ব্বদা আবরণ বাঁধিয়া রাখে। যতী প্রভৃতিও পুস্তক পাঠের সময়ই মুখ আবৃত করিয়া রাখে অন্য সময়ে তাহা করে না।

প্রশ্ন—মুখ আবৃত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ "বায়ুকায়" অর্থাৎ বায়ু মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম শরীরধারী জীব থাকে তাহারা মুখস্থিত বাষ্পের উষ্ণতা বশতঃ মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় এবং যে মুখ আবরণ করে না তাহার সেই পাপ হয়। এই জন্য আমরা মুখের আবরণ রাখা উচিত মনে করি।

উত্তর—একথা বিদ্যা এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির রীতি অনুসারে অনুচিত ; কারণ জীব অজর অমর। সুতরাং মুখ-বাষ্পের দ্বারা মৃত্যু হইতে পারে না। আমরাও তাহাদিগকে অজর ও অমর বলিয়া মানি।

প্রশ্ন—জীব অবশ্য মরে না, কিন্তু মুখের উষ্ণ বায়ুবশতঃ উহাদিগের ক্লেশ হয় এবং তাহাতে ক্লেশদাতার পাপ হইয়া থাকে। এই হেতু মুখের উপর আবরণ রাখা উচিত।

উত্তর—তোমার এ কথাও সর্ব্বথা অসম্ভব ? কারণ কোন জীবকে কোনরূপ ক্লেশ না দিয়া কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ হইতে পারে না। যদি মুখের বায়ুবশতঃ জীবদের কষ্ট হয় তাহা যদি তোমার ধারণা হইয়া থাকে তবে চলিতে, ফিরিতে, উপবেশন করিতে, হস্তোত্থাপন করিতে এবং নেত্রাদি সঞ্চালন করিতেও অবশ্য তাহাদের কষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং তুমিও জীবদিগকে পীড়ন না করিয়া থাকিতে পার না।

প্রশ্ন—অবশ্য যতটুকু সম্ভব, ততটুকু জীবদের রক্ষা করা উচিত ; যে স্থলে রক্ষা করা যায় না সে স্থলে আমরা অশক্ত ! কারণ সমস্ত বায়ু আদি পদার্থে জীব পূর্ণ রহিয়াছে এবং আমরা যদি মুখে বস্ত্রাবরণ না রাখি তাহা হইলে অনেক জীব মরিবে ও বস্ত্রাবরণ রাখিলে অল্প সংখ্যক মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে।

উত্তর—তোমার এ কথাও যুক্তিশূন্য। কারণ বস্ত্রাবরণ দ্বারা জীবদের অধিক ক্লেশ হয়। কেহ মুখের উপর বস্ত্রাবরণ ধারণ করিলে, উহার মুখের বায়ু রুদ্ধ হইয়া নিম্নদিকে অথবা পার্শ্ব দিয়া এবং মৌনসময়ে নাসিকা দ্বারা একত্র হইয়া বাহির হয়। তাহাতে উষ্ণতা অধিক হইয়া তোমাদের মতানুসারে জীবদের বিশেষ কষ্ট হইতে পারে। দেখ যেরূপ গৃহের বা কুটীরের দ্বার বন্ধ করিলে বা "পর্দ্দা" (যবনিকা) প্রক্ষেপ করিলে তাহা উষ্ণতা অধিক হয় এবং অনবরুদ্ধ রাখিলে ততদূর হয় না, তদ্রূপ মুখ বস্ত্রাবৃত করিলে বিশেষ উষ্ণতা হয় এবং অনাবৃত রাখিলে কম হয়। অতএব তোমরা নিজেদের মতানুসারে জীবদের অধিক কষ্টদায়ক হইয়া থাকে ! মুখ আবৃত করিলে নাসিকার ছিদ্র হইতে বায়ু বেগে নির্গত হইয়া জীবদিগকে অধিক আঘাত ও অধিক পীড়ন করে। দেখ, যেরূপ অগ্নিতে কেহ মুখদ্বারা ফুৎকার দিলে, মুখবায়ু বিস্তৃত হওয়াতে অল্পবেগে এবং নল দ্বারা ফুৎকার দিলে নলের বায়ু একত্র হইয়া অধিক বেগে অগ্নির উপর পতিত হয়, তদ্রূপ মুখের বস্ত্রাবরণ বশতঃ বায়ু রুদ্ধ হওয়ায় নাসিকাদ্বারা অতিবেগে বাহির হইয়া জীবদিগকে অধিক দুঃখ দেয়। এই জন্য মুখে বস্ত্রাবরণকারী অপেক্ষা যে বস্ত্রাবরণ রাখে না সে অধিক ধর্ম্মাত্মা। তদ্ব্যতীত মুখের উপর বস্ত্রাবরণ করাতে যথাযোগ্য স্থান ও প্রযত্নসহকারে অক্ষর উচ্চারিতই হয় না এবং নিরনুনাসিক

অক্ষরকে সানুনাসিক উচ্চারণ করাতে তোমাদের দোষ হইয়া থাকে। শরীরের ভিতর দুর্গন্ধপূর্ণ বলিয়া মুখে বস্ত্রাবরণ করাতে দুর্গন্ধও অধিক বৃদ্ধি পায়। শরীর হইতে নির্গত যাবতীয় বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত বলিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহা বন্ধ করিলে দুর্গন্ধও অধিক বৃদ্ধি পায়। যেরূপ আবদ্ধ জল অধিক দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং অনাবৃত হইলে অল্প দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তদ্রূপ মুখে বস্ত্রাচ্ছাদন করিলে দন্তধাবন, মুখ-প্রক্ষালন, স্নান ও বস্ত্র-প্রক্ষালন না করায় তোমাদের শরীর হইতে অধিক দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইয়া সংসারে অনেক রোগ উৎপন্ন করে। তাহাতে জীবদের যে পরিমাণ রোগ উৎপন্ন করে তোমাদের সেই পরিমাণ পাপ হয়। ওলাউঠা প্রভৃতি বহুপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া জীবদিগের পক্ষে অধিক দুঃখদায়ক হয় ও অল্প দুর্গন্ধ হইলে রোগও কম হয় এবং জীবদের অধিক দুঃখ হয় না, তদ্রূপ তোমরা দুর্গন্ধ বৃদ্ধি করাতে অধিক অপরাধী হও। যাহারা মুখ বস্ত্রাবৃত করে না, দন্তধাবন, মুখপ্রক্ষালন এবং স্নানাদি করিয়া স্থান, বস্ত্র প্রভৃতি পবিত্র রাখে তাহারা তোমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল। যেমন, যাহারা অন্ত্যজদের দুর্গন্ধযুক্ত সহবাস হইতে পৃথক্ থাকে, তাহারা শ্রেষ্ঠ এবং যাহারা অন্ত্যজদের দুর্গন্ধের সহবাস করে তাহাদের বুদ্ধি নির্ম্মল হয় না, তদ্রূপ তোমাদের ও তোমাদের সঙ্গীদেরও বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় না। রোগের বৃদ্ধি ও বুদ্ধির স্বল্পতাবশতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠানে যেরূপ বাধা জন্মায়, দুর্গন্ধযোগ বশতঃ তোমাদের ও তোমাদের সঙ্গীদের সেইরূপ অবস্থায় পড়িতে হইবে।

প্রশ্ন—যেরূপ বন্ধ গৃহে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা বাহির হইয়া বাহিরের জীবদের ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারে না তদ্রূপ আমরা মুখ বস্ত্রাবৃত করাতে বায়ুরোধ করিয়া বাহিরের জীবদের অল্প কষ্ট দিয়া থাকি। মুখ বস্ত্রাবৃত করাতে বাহিরের বায়ুস্থিত জীবদের পীড়া উপস্থিত হয় না, যেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিলে তাহার হস্ত ব্যবধান করিলে উহার উত্তাপ কম অনুভূত হয়। তদ্ব্যতীত বায়ুস্থ জীব শরীরধারী হওয়াতে অবশ্যই তাহাদের ক্লেশ হইয়া থাকে।

উত্তর - তোমার এ কথা বালকত্বের প্রমাণ স্বরূপ। প্রথমতঃ দেখ, ছিদ্র না থাকিলে ও ভিতরের বায়ুর সহিত বাহিরের বায়ুর যোগ না হইলে সে স্থলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে না। ইহা যদি প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে কোন "ফানসের" মধ্যে দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া উহার সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে দেখিতে পাইবে যে তৎক্ষণাৎ দীপ নিবিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর উপরিস্থিত মনুষ্যাদি প্রাণী বাহিরের বায়ুযোগ ব্যতিরেকে যেরূপ জীবিত থাকিতে পারে না সেইরূপ আগুনও জ্বলিতে পারে না। একদিকে যদি অগ্নিবেগ রুদ্ধ করা যায়, তবে অপর দিক দিয়া অধিক বেগে বাহির হইবে। হস্ত ব্যবধান করিলে মুখে উত্তাপ অল্প অনুভূত হয় কিন্তু হাতে অধিক উত্তাপ অনুভূত হয়। এইজন্য তোমার কথা সঙ্গত নহে।

প্রশ্ন—ইহা সকলেই জানে যে, যখন কোন নিম্নপদস্থ লোক কোন উচ্চপদস্থ লোকের কাণে কাণে অথবা নিকটে গিয়া কথা বলে, তখন পাছে মুখে থুথু বা দুর্গন্ধে তাহার কষ্ট হয়, এইজন্য মুখে আবরণ বা হস্ত ব্যবধান করিয়া থাকে। যখন পুস্তক পাঠ করা হয় তখন অবশ্যই তাহার উপর থুথু ফেলিয়া উহাকে উচ্ছিষ্ট করতঃ সমস্ত বিকৃত করে। এইজন্য মুখে বস্ত্রাবরণ রাখা উত্তম।

উত্তর—ইহাতে এইরূপ বুঝা যায় যে, জীবরক্ষার্থ মুখ বস্ত্রাবৃত করা সম্পূর্ণ ভ্রম। উচ্চপদস্থ

লোকের সহিত কথা বলিবার সময় লোকে যে মুখে আবরণ বা হস্ত ব্যবধান করে তাহার কারণ এই যে অপর কেহ যেন সেই গুপ্তকথা শুনিতে না পায়। কারণ প্রকাশ্য ও প্রসিদ্ধ কথা বলিবার সময় কেহই মুখের উপর আবরণ অথবা হস্ত ব্যবধান করে না। ইহা দ্বারা এইরূপ মনে হয়, যে গুপ্ত কথা বলিবার জন্যই সেইরূপ করা হয়। দন্তধাবনাদি না করাতে তোমাদের মুখাদি অবয়ব হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং কেহ যখন তোমাদের পার্শ্বে অথবা তোমরা কাহারও পার্শ্বে উপবেশন কর তখন দুর্গন্ধ ব্যতীত আর কি অনুভূত হইতে পারে? মুখের ব্যবধান, হস্ত অথবা বস্ত্রাবরণ ইত্যাদি দিবার অন্য অনেক কারণ আছে। বহু লোকের সমক্ষে গুপ্ত কথা বলিতে হইলে হস্ত অথবা বস্ত্র ব্যবধান না করিলে বায়ু অন্য লোকদের দিকে বিস্তৃত হওয়াতে, কথা সকলও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। দুইজনে নির্জ্জন প্রদেশে কথা বলিবার সময় তৃতীয় কোন শ্রোতা না থাকায় মুখের উপর বস্ত্র ব্যবধান করা আবশ্যক হয় না। যদি বল যে উচ্চপদস্থের উপর থুথু ফেলা উচিত নহে বলিয়া তদ্রূপ করা হয়, তাহা হইলে নিম্নপদস্থের উপর থুথু ফেলা কি উচিত? তদ্ব্যতীত উক্ত থুৎকার হইতে রক্ষা পাওয়াও অসম্ভব। কারণ যদি আমরা দূরে থাকিয়া কথা বলি এবং বায়ু যদি আমাদের মুখ হইতে শ্রোতার দিকে প্রবাহিত হয় তাহা হইলে উক্ত থুথু সূক্ষ্ম হইয়া বায়ুর সহিত ত্রসরেণুস্বরূপ হইয়া তাহার শরীরের উপর পতিত হইবে, তাহাতে দোষ মনে করা অজ্ঞানের কার্য্য। যদি মুখের উষ্ণতাবশতঃ জীবের মৃত্যু হইত বা তাহাতে তাহাদের কষ্ট হইত, তবে গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের প্রখর তাপে তাপিত হইয়া বায়ুকায়স্থ সমস্ত জীবই মরিয়া যাইত; একটীও জীবিত থাকিতে পারিত না। সুতরাং মুখের উষ্ণতাবশতঃ জীব মরিতে পারে না। এইজন্য তোমাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তোমাদের তীর্থঙ্করগণও যদি পূর্ণ জ্ঞানী হইতেন, তবে এরূপ মূল্যহীন বাক্য লিখিবেন কেন? দেখ, যে সকল জীবের অবয়বের সহিত বৃত্তি বিদ্যমান থাকে তাহাদেরই পীড়া অনুভূত হয় এবিষয়ে প্রমাণ:—

পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখসংবিত্তিঃ॥ সাংখ্য ৫।২৭॥

যখন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় তখনই জীবের সুখ-দুঃখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেরূপ বধিরকে গালি দিলে শুনিতে পায় না, অন্ধের যেরূপ রূপ অর্থাৎ সম্মুখে সর্প ও ব্যাঘ্রাদি ভয়ানক জীবের গতি বোধ হয় না, অস্পন্দ দেহের স্পর্শজ্ঞান হয় না, পিনস রোগাক্রান্ত গন্ধ অনুভব করিতে পারে না এবং জিহ্বাহীনের রস বোধ হইতে পারে না, উক্ত জীবদের সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। দেখ, মানুষের প্রাণ যখন সুষুপ্তিদশায় থাকে, তখন তাহার সুখ, দুঃখ বোধ থাকে না, কারণ জীব তখন শরীরের ভিতর থাকে কিন্তু বাহ্য অবয়বের সহিত সম্বন্ধ না থাকাতে সুখ অথবা দুঃখানুভব করিতে পারে না। বৈদ্য অথবা বর্ত্তমান ডাক্তারগণ মাদক দ্রব্য পান বা ঘ্রাণ করাইয়া, রোগীর যখন শরীরস্থ অবয়ব ছেদন বা কর্ত্তন করেন সেই সময়ে তাহার কিছুই দুঃখ অনুভব হয় না। যেরূপ মূর্চ্ছিত প্রাণী সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ বায়ুকায়স্থ জীবও অত্যন্ত মূর্চ্ছিত বলিয়া সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। সুতরাং

তাহাদিগকে ক্লেশ হইতে রক্ষা করিবার কথা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? যখন তাহাদের সুখ দুঃখ কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না তখন অনুমানাদি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

প্রশ্ন—তাহারা যখন জীব, তখন তাহাদের সুখ এবং দুঃখ অনুভব হইবে না কেন?

উত্তর—নির্বোধ, শ্রবণ কর। যখন তোমরা সুষুপ্ত অবস্থায় থাক তখন তোমাদের সমস্ত সুখ ও দুঃখের অনুভব হয় না কেন? প্রসিদ্ধ সম্বন্ধই সুখ এবং দুঃখানুভবের কারণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মাদক বস্তু ঘ্রাণ করাইয়া ডাক্তারগণ কাটা ছেড়া করিলে যেমন রোগীর দুঃখানুভব হয় না, তদ্রূপ অতি মূর্চ্ছিত জীবদের সুখদুঃখ বোধ কিরূপে হইতে পারে? কারণ উহাদিগের অনুভব করিবার কোন ক্ষমতা নাই।

প্রশ্ন—দেখুন, যত হরিদ্বর্ণ শাক, পত্র ও কন্দ মূল আছে তাহা আমরা ভোজন করি না। কারণ শাকে ও কন্দমূলে অনেক জীব আছে। তাহা ভোজন করিলে উক্ত জীবদের বিনাশ হেতু আমরা পাপী হইয়া পড়ি।

উত্তর—ইহা তোমাদের ভুল। কারণ হরিদ্বর্ণ শাক ভোজন করিলে জীবের বিনাশ এবং তাহাদের ক্লেশানুভব হয় ইহা কিরূপে বুঝা যায়? তাহাদের পীড়া হয় ইহা তোমরা কখন প্রত্যক্ষ দেখ নাই। যদি প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাক তবে আমাদিগকেও দেখাও। তাহা তোমরা কখনও প্রত্যক্ষ দেখ নাই এবং আমাদিগকেও দেখাইতে পারিবে না। যখন প্রত্যক্ষ নহে তখন অনুমান, উপমান এবং শব্দ প্রমাণও কখন ঘটিতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বে আমি যে উত্তর দিয়া আসিয়াছি ইহারও সেই উত্তর। কারণ যে সকল জীব অত্যন্ত অন্ধকারে, মহাসুষুপ্তিতে অথবা মহামত্ততায় থাকে তাহাদের সুখ এবং দুঃখানুভব স্বীকার করা তোমাদের এবং তীর্থঙ্করগণ যাঁহারা তোমাদিগকে এইরূপ যুক্তি এবং জ্ঞানবিরুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন তাঁহাদের ইহা ভুল ধারণা মাত্র। আত্মা যখন গৃহের অন্ত রহিয়াছে তখন গৃহাভ্যন্তরস্থ জীব কিরূপে অনন্ত হইতে পারে? যখন আমরা কন্দের অন্ত দেখিতে পাইতেছি তখন তত্রস্থ জীবদের অন্ত নাই কেন? সুতরাং তোমাদের কথা অতিশয় ভ্রান্ত।

প্রশ্ন—দেখুন, আপনারা জল উত্তপ্ত না করিয়া অপক্ক জল পান করেন বলিয়া মহা পাপ করেন। আমরা যেরূপ জল উষ্ণ করিয়া পান করি, আপনারাও তদ্রূপ করিবেন।

উত্তর—ইহাও তোমাদের ভ্রমজালের কথা। কারণ যখন তোমরা জল গরম কর তখন জলস্থ সমস্ত জীব অবশ্য মরিয়া যায় এবং তাহাদের শরীর উক্ত জলে সিদ্ধ হওয়াতে ও মৌরির আরকের মত হওয়াতে তোমরা যেন দেহের রস পান করিয়া থাকে। সুতরাং তোমরা অত্যন্ত যাহারা শীতল জল পান করে তাহারা পাপী হয় না। কারণ শীতল জল পান করিলে উদরে যাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া শ্বাসের সহিত পুনরায় বহির্গত হইয়া যায়। জলকায়স্থ জীবদের পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তি হইতে পারে না। সুতরাং তাহাতে কাহারও পাপ হইবে না।

প্রশ্ন—জঠরাগ্নির উষ্ণতা বশতঃ জীব যেরূপ বাহির হইয়া যায় তদ্রূপ উত্তপ্ত করিতে তাহারা জল হইতে নির্গত হইবে না কেন?

উত্তর—অবশ্য বির্গত হইবে ; পরন্তু যখন মুখবায়ুর উষ্ণতা বশতঃ তোমরা জীবের মৃত্যু স্বীকার কর তখন জল উত্তপ্ত করিলে তোমাদের মতানুসারেই জীব মরিয়া যাইবে অথবা অধিক পীড়িত হইয়া বাহির হইবে কিম্বা উক্ত জলে উহাদিগের শরীর সিদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহাতে তোমরা অধিক পাপী হইবে কি না ?

প্রশ্ন—আমরা নিজের হাতে জল উত্তপ্ত করি না, কোন গৃহস্থকে জল উত্তপ্ত করিতে আজ্ঞা দিই না। সুতরাং আমাদের পাপ হয় না।

উত্তর—যদি তোমরা উষ্ণ জল গ্রহণ না কর অথবা পান না কর, তবে গৃহস্থগণ কেন জল উষ্ণ করে? এই জন্য যে কেবল তোমরা উক্ত পাপের ভাগী তাহা নহে, পরন্তু অধিক পাপী হও। কারণ যদি এক গৃহস্থকেই উষ্ণ করিতে বলিতে, তবে এক স্থানেই উত্তপ্ত হইত কিন্তু যখন গৃহস্থেরা নির্ণয় করিতে পারে না যে সাধু কাহার গৃহে উপস্থিত হইবেন তখন তাহা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহে উষ্ণ জল করিয়া রাখে। এই জন্য এই পাপের তোমরাই মুখ্যভাগী।

দ্বিতীয়তঃ অধিক পরিমাণে কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বলন ও প্রজ্বালন হেতু উপরিলিখিত প্রমাণানুসারে রন্ধনশালায়, কৃষিস্থলে এবং ব্যবসায় স্থলেও অধিক পরিমাণে পাপী ও নরকগামী হইয়া থাকে। পুনরায় যখন তোমরা জল উষ্ণ করা বিষয়ে মুখ্য নিমিত্ত এবং যখন তোমরা উষ্ণ জল পান করিতে ও শীতল জল পান না করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাক, তখন তোমরাই মুখ্য পাপের ভাগী হইয়া থাক এবং যাহারা তোমাদের উপদেশে শ্রদ্ধা করিয়া এরূপ কথা বলে তাহারাও পাপী।

এখন দেখ, তোমরা অতিশয় অবিদ্যায় রহিয়াছ কি না? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবদের উপর দয়া করা পুণ্য এবং অন্যমতাবলম্বীদের নিন্দা ও অপকার করা কি অল্প পাপ? যদি তোমাদের মত সত্য হয় তবে সৃষ্টির আদি সময়ে ঈশ্বর এতাদৃশ বর্ষা, নদীপ্রবাহ এবং এত জল কেন উৎপন্ন করিয়াছেন? তদ্ব্যতীত সূর্য্যকেই বা কেন উৎপন্ন করিলেন? তোমাদের মতানুসারে সূর্য্য হইতে কোটী কোটী জীব মরে। তোমরা যাঁহাকে ঈশ্বর মনে কর, তিনি সেই সময়ে বিদ্যমান্ ছিলেন, তখন তিনি দয়া করিয়া সূর্য্যকে তাপ এবং মেঘকে বন্ধ করেন নাই কেন? পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিদ্যমান প্রাণী ব্যতিরেকে কন্দমূলাদি পদার্থে অবস্থিত জীবদের সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তি হয় না। সর্ব্বদা সকল জীবের উপর দয়া করাও দুঃখের কারণ। কারণ যদি তোমাদের মতই সকল মনুষ্য চলে এবং চোর ও দস্যুদিগকে দণ্ড না দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদের পাপের কতদূর প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

এই জন্য দুষ্টদিগকে যথাবৎ দণ্ড দেওয়া এবং শিষ্টদিগকে পালন করাই দয়া প্রকাশ এবং তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করিলেই দয়া ও ক্ষমারূপ ধর্ম্মের নাশ হয়। বহু জৈন দোকান করে, ব্যবসায়াদিতে মিথ্যা কথা বলে, পরকীয় ধন হরণ করে এবং দরিদ্রদিগকে প্রতারিত করিয়া কুকর্ম্ম করিয়া থাকে। উহাদিগকে নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ ভাবে উপদেশ দান কর না কেন? মুখে বরাবরন বাঁধিতে হইবে ইত্যাদি প্রতারণা করিয়া ফিরিতেছ কেন? যখন তোমরা শিষ্য শিষ্যা কর তখন কেশলুঞ্চন করিয়া, অনেক দিন অনাহারে থাকিয়া পরের ও নিজের আত্মাকে কষ্ট

দিয়া ও স্বয়ং পীড়াগ্রস্ত হইয়া কেন অপকে দুঃখ দাও এবং আত্মহত্যা কর অর্থাৎ আত্মার দুঃখদায়ক হইয়া থাক? তদ্ব্যতীত হস্তী, অশ্ব, বৃষভ ও উষ্ট্র প্রভৃতির উপর আরোহণ করিতে এবং মনুষ্যদিগকে পরিশ্রম করাইতে, জৈনগণ! কেন পাপ মনে কর না? তোমাদের শিষ্যগণ যখন প্রমাণহীন বাক্যগুলিকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে না, তখন তোমাদের তীর্থঙ্করগণকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে না। যখন তোমরা কথা বল, তখন মার্গস্থিত শ্রোতাদের এবং তোমাদের মতে জীবসকল মরিয়া যায়। এরূপ স্থলে তোমরা এই পাপের মুখ্য কারণ হও কেন? এইরূপ সংক্ষিপ্ত কথা হইতে এরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে যে উক্ত জল, স্থল এবং বায়ুস্থ স্থাবর শরীর বিশিষ্ট অত্যন্ত সূক্ষ্ম জীবদের কখনও সুখ অথবা দুঃখ অনুভব হইতে পারে না।

এখন জৈনদের আরও কিছু অসম্ভব কথা লেখা হইতেছে তাহাও শ্রবণ কর। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আপনার হস্ত পরিমাণে সার্দ্ধ তিন হস্তে এক ধনুঃ হইয়া থাকে। কালের সংখ্যা যেরূপ পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে তদ্রূপই বুঝিতে হইবে।

মূঃ প্রকরণ রত্নাকর ভাগ ১, ১৬৬-১৬৭ পৃঃ – ১। ঋষভ দেবের শরীর ৫০ শত ধনুঃ দীর্ঘ এবং ৮৪০০০০০ চৌরাশি লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ তাঁহার আয়ু। ২। অজিত নাথের শরীর পরিমাণ ৪৫০ ধনুঃ এবং ৭২০০০০০ বাহাত্তর লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ তাঁহার আয়ু। ৩। সংভবনাথের ৪০০ ধনুঃ পরিমিত দেহ এবং আয়ু ৬০০০০০০ ষাট লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ। ৪। অভিনন্দনের দেহ পরিমাণ ৩৫০ ধনুঃ এবং আয়ু ৫০০০০০০ পঞ্চাশ লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ। ৫। সুমতি নাথের ৩০০ ধনুঃ পরিমিত দেহ এবং আয়ু ৪০০০০০০ চল্লিশ লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ। ৬। পদ্মপ্রভের শরীর ২৫০ ধনুঃ, আয়ু ৩০০০০০০ ত্রিশ লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ। ৭। পার্শ্বনাথের শরীর ২০০ ধনুঃ এবং আয়ু ২০০০০০০ কুড়ি লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ। ৮। চন্দ্রপ্রভের শরীর ১৫০ ধনুঃ পরিমিত এবং আয়ু ১০০০০০০ দশ লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ। ৯। সুবিধিনাথের শরীর ১০০ ধনুঃ আয়ু ২০০০০০ দুই লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ। ১০। শীতলনাথের ৯০ ধনুঃ পরিমিত দেহ এবং আয়ু ১০০০০০ এক লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ। ১১। শ্রেয়াংসনাথের ৮০ ধনুঃ পরিমিত দেহ এবং আয়ু ৮৪০০০০০ চৌরাশি লক্ষ বর্ষ। ১২। বাসুপূজ্য স্বামীর শরীর ৭০ ধনুঃ এবং আয়ু ৭২০০০০০ বাহাত্তর লক্ষ বর্ষ। ১৩। বিমলনাথের শরীর ৬০ ধনুঃ এবং আয়ু ৬০০০০০০ ষাট লক্ষ বর্ষ। ১৪। অনন্তনাথের শরীর ৫০ ধনুঃ এবং আয়ু ৩০০০০০০ ত্রিশ লক্ষ বর্ষ। ১৫। ধর্ম্মনাথের ৪৫ ধনুঃ পরিমিত শরীর এবং আয়ু ১০০০০০০ এক লক্ষ বর্ষ। ১৭। কুন্থুনাথের শরীর ৩৫ ধনুঃ এবং আয়ু ৯৫০০০ পচানব্বই হাজার বর্ষ। ১৮। অমরনাথের ররীর ৩০ ধনুঃ এবং আয়ু ৮৪০০০ চৌরাশি হাজার বর্ষ। ১৯। মল্লীনাথের শরীর ২৫ ধনুঃ এবং আয়ু ৫৫০০০ পঞ্চান্ন হাজার বৎসর। ২০। মুনিসুব্রতের শরীর ২০ ধনুঃ এবং আয়ু ত্রিশ হাজার বৎসর। ২১। নমিনাথের শরীর ১০ ধনুঃ এবং আয়ু দশ হাজার বর্ষ। ২২। নেমিনাথের শরীর ১০ ধনুঃ এবং আয়ু এক হাজার বৎসর। পার্শ্বনাথের শরীর ৯ হাত এবং আয়ু শত বর্ষ। ২৪। মহাবীর স্বামীর শরীর ৭ হাত এবং আয়ু ৭২ বর্ষ। এই ২৪ তীর্থঙ্কর জৈনদের মতের প্রবর্ত্তয়িতা, আচার্য্য এবং গুরু। জৈনগণ তাহাদিগকেই পরমেশ্বর বলিয়া মানে এবং উহারা সকলেই মোক্ষলাভ করিয়াছে এইরূপ বিশ্বাস করে।

এবিষয়ে বুদ্ধিমানেরা বিচার করিবেন যে মানুষের শরীর এতাদৃশ বৃহৎ এবং এরূপ দীর্ঘ আয়ু সম্পন্ন হইবে কখনও সম্ভব হইতে পারে কি না? এই পৃথিবীতে এরূপ মনুষ্য অতি অল্পই বাস করে। এই সকল জৈন কেবল অলীক গল্পকথা রচনা করিয়াছে। পৌরাণিকগণ যে এক লক্ষ, দশ হাজার অথবা এক হাজার বৎসর আয়ুর কথা লিখিয়াছে তাহাই যখন সম্ভব হইতে পারে না তখন জৈনদের কথা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আরও শ্রবণ কর।

কল্পভাষ্য ৪পৃঃ—নাগ কয়েকটী গ্রামের সমান এক শিলা অঙ্গুলীর উপর রাখিয়াছিল !!

কল্পভাষ্য ৩৫ পৃঃ—মহাবীর অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবীকে অবনত করিয়াছিলেন এবং উহাতে শেষ নাগের কম্প হইয়াছিল !!!

কল্পভাষ্য ৪৬ পৃঃ—মহাবীরকে সর্পে দংশন করার পর রক্তের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ নির্গত হইয়াছিল এবং সর্প অষ্টম স্বর্গে গমন করিয়াছি !!

কল্পভাষ্য ৪৭ পৃঃ—মহাবীরে চরণের উপর পায়সান্ন রান্না করাতেও চরণ দগ্ধ হয় নাই!

কল্পভাষ্য ১৬ পৃঃ—এক ক্ষুদ্র পাত্রে এক উষ্ট্র আনয়ন করিয়াছিল।

রত্নসারভাগ ১ম ১৪ পৃঃ—শরীরের মল পরিষ্কার করিবে না এবং ঘর্ষণ করিবে না।

বিবেকসার ভাগ ১৫ পৃঃ—জৈনদের মধ্যে দমসার নামে একজন সাধু ক্রুদ্ধ হইয়া উদ্বেগ জনকসূত্র পাঠ করতঃ কোন এক নগরে অগ্নি লাগাইয়া দিয়াছিল এবং সে মহাবীর তীর্থঙ্করের অতি প্রিয় পাত্র ছিল।

বিবেকসার ১ম ভাগ ১২৭ পৃঃ—রাজার আজ্ঞা অবশ্য পালন করা কর্ত্তব্য।

বিবেক ১ম ভাগ ২২৭ পৃঃ—কোশা নামক এক বেশ্যা এক থালের উপর সর্ষপ রাশীকৃত করিয়া আহাতে সূচি সকল ঊর্দ্ধমুখ করিয়া রাখিয়া, উপরে পুষ্পাচ্ছাদন করিয়া তাহার উপর নৃত্য করিয়াছিল এবং তাহাতে তাহার চরণে সূচিবিদ্ধ হয় নাই অথবা সর্ষপের রাশিও বিকীর্ণ হইয়া পড়ে নাই !!!

তত্ত্ববিবেক ২২৮ পৃঃ—স্থূল নামে এক মুনি এই কোশা বেশ্যার সহিত একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া পরে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয় এবং উক্ত কোশা বেশ্যাও বর্জন ধর্ম্ম পালন করিয়া সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বিবেক ১ম ভাগ ১৮৫ পৃঃ—এক সিদ্ধের কন্থা গলদেশে পরিধান করাতে উহা এক বৈশ্যকে নিত্য ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা দান করিত।

বিবেক ১ম ভাগ ২২৮ পৃঃ—বলবান্ পুরুষের আজ্ঞা ও দেবাজ্ঞা প্রতিপালন করিলে এবং ঘোর বনে কষ্টে দিনাতিপাত করিলে, গুরু, মাতা, পিতা, কুলাচার্য্য ও ধর্ম্মোপদেষ্টা এই ছয় জনকে রোধ করিলে (বিরুদ্ধাচরণ করিলে) ধর্ম্ম বিষয়ে ন্যূনতা বশতঃ ধর্ম্মের হানি হয় না।

সমীক্ষক—এখন তাহাদের শিক্ষার কথাগুলি শ্রবণ কর। একজন মানুষ কি কখনও গ্রামের তুল্য পাষাণখণ্ড অঙ্গুলীর উপর ধারণ করিতে পারে? পৃথিবীর উপর অঙ্গুলির চাপ দিলে পৃথিবী কি অবনত হইতে পারে? তদ্ভিন্ন যখন শেষ নাগই নাই তখন কম্পন কাহার হইবে? ॥৩॥

শরীর দংশন করিলে দুধ নির্গত হওয়া কেহ দেখে নাই। সুতরাং উহা ইন্দ্রজাল অন্য কিছু নহে। তাহার দংশন কর্ত্তা সর্প স্বর্গে গমন করিল এবং মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি তৃতীয় নরকে গমন করিয়াছে ইহা কতদূর মিথ্যা কথা? ॥৪॥

মহাবীরের চরণের উপর পায়স রান্না হইলে তাহার চরণ কেন দগ্ধ হইল না? ॥৫॥

আচ্ছা ক্ষুদ্র পাত্রে কি উষ্ট্র কখনও আসিতে পারে? যদি শরীরের মল পরিষ্কৃত না হয় এবং শরীর না ঘর্ষিত হয় তাহা হইলে লোকের দুর্গন্ধ রূপ মহানরক ভোগ করিতে হইবে। ॥৬॥

যে সাধু নগর দগ্ধ করিল উহার দয়া এবং ক্ষমা কোথায়? ॥৭॥

যখন মহাবীরের সঙ্গ বশতঃও তাহার আত্মা পবিত্র হইল না, তখন মহাবীরের মৃত্যুর পর জৈনগণ তাঁহার আশ্রয় লইয়া কখনও পবিত্র হইবে না। ॥৮॥

রাজার আজ্ঞা অবশ্য মাননীয়, কিন্তু জৈনগণ ব্যবসায়ী বলিয়া রাজা কর্ত্তৃক ভীত হইয়া এই সকল কথা লিখিয়াছে। ॥৯॥

কোশা বেশ্যার যতই কেন লঘু শরীর হউক না তথাপি সর্ষপের রাশির উপর ঊর্দ্ধমুখ সূচি রাখিয়া তাহার উপর নৃত্য করা ও সূচিবিদ্ধ না হওয়া এবং সর্ষপরাশি বিকীর্ণ না হওয়া সম্পূর্ণ মিথ্যা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ॥১০॥

পরিণাম যাহাই কেন হউক না, কাহারও কোন অবস্থায় ধর্ম্মত্যাগ করা উচিত নহে। ॥১১॥

আচ্ছা, কন্থা বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত, ইহা প্রতিদিন কিরূপে ৫০০ স্বর্ণ মুদ্রা দিতে পারে? ॥১২॥

তাহাদের এইরূপ অসম্ভব কথা গুলি লিখিলে জৈনদের অসার পুস্তকের মত অনেক বাড়িয়া যাইবে। এইজন্য অধিক লেখা হইল না। অর্থাৎ জৈনদের প্রায় সকল কথাই মিথ্যায় পরিপূর্ণ। দেখ :—

> দোসসি দোরংবি পঢ়মে। দুগুণা লবণং মিধায় ঈসং মে
> বারসসসি বারসরবি। তত্যভি ইংনি দিষ্ট সসি রবিনো ॥
> প্রকঃ ভাঃ ৪ সংগ্রহণী সূঃ ॥৭৭॥

জম্বুদ্বীপ লক্ষযোজন অর্থাৎ ৪ লক্ষ ক্রোশ বিস্তৃত লিখিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ইহাকে প্রথম দ্বীপ বলা হয়। ইহাতে দুই চন্দ্র এবং দুই সূর্য্য আছে। তদ্রূপ লবণ সমুদ্রে ইহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪ চন্দ্র এবং ৪ সূর্য্য আছে। ঘাতকী খণ্ডে ১২ চন্দ্র এবং ১২ সূর্য্য আছে। ॥৭৭

ইহার তিনগুণ করিলে ৩৬ হয় এবং উহার সহিত জম্বুদ্বীপের দুই এবং লবণ সমুদ্রের ৪ একত্র করিয়া ৪২ চন্দ্র এবং ৪২ সূর্য্য কালোদধি সমুদ্রে আছে। তদ্রূপ পরবর্ত্তী দ্বীপ সমূহে ও সমুদ্র সকলে চন্দ্র ও সূর্য্য আছে এইরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ৪২ কে তিনগুণ করিলে ১২৬ হয়। তাহার মধ্যে ঘাতকী খণ্ডের ১২, লবণ সমুদ্রের ৪, এবং জম্বুদ্বীপের ২ এইরূপে একত্র করিয়া পুষ্কর দ্বীপে ১৪৪ চন্দ্র এবং

১৪৪ সূর্য্য আছে। তাহাও অর্দ্ধ মনুষ্য ক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করা হয়। পরন্তু যে স্থানে মনুষ্য নাই সে স্থানে অনেক চন্দ্র এবং সূর্য্য আছে। পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধ পুষ্কর দ্বীপে যে অনেক চন্দ্র ও সূর্য্য আছে তাহা স্থির আছে। পূর্ব্বোক্ত ১৪৪ কে তিনগুণ করিলে ৪৩২ হয় এবং উহাতে জম্বুদ্বীপের ২ চন্দ্র ও ২ সূর্য্য, লবণ সমুদ্রের চারি চারি, ঘাতকী খণ্ডের দ্বাদশ দ্বাদশ এবং কালোদধির ৪২ একত্র করিয়া পুষ্কর সমুদ্রে ৪৯২ চন্দ্র এবং সূর্য্য আছে। শ্রীজিন ভদ্রগণীক্ষমা শ্রমণের বৃহৎ "সঙ্ঘয়নী" তে এই সকল কথা আছে। "যোতীস করণ্ডক পয়ন্নই মধ্যে, "চন্দ্রপন্নতি" এবং "সূরপন্নতি" প্রভৃতি সিদ্ধান্ত গ্রন্থেও এইরূপ লেখা আছে।

সমীক্ষক—এখন ভূগোল এবং খগোলবিদেরা শ্রবণ করুন। এই এক পৃথিবীতে এক প্রকারে ৪৯২ এবং অন্য প্রকারে অসংখ্য চন্দ্র ও সূর্য্য জৈনগণ বিশ্বাস করে। আপনাদের অতি সৌভাগ্য যে বেদ মতানুযায়ী সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ভূগোল এবং খগোলের যথার্থতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন। অন্যথা যদি কখনও জৈনদের মহান্ধকারে পতিত হইতেন তাহা হইলে চিরজন্ম অন্ধকারেই থাকিতে হইত, যেরূপ জৈনগণ আছে। এই সকল অজ্ঞানদের এইরূপ শঙ্কা হইয়াছিল যে, জম্বুদ্বীপে একচন্দ্র এবং এক সূর্য্য দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। কারণ চন্দ্র ও সূর্য্য এতাদৃশ বৃহৎ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ত্রিশ ঘটিকায় কিরূপে আসিতে পারে। পৃথিবীকে ইহারা সূর্য্যাদি অপেক্ষাও বৃহৎ বলিয়া বিশ্বাস করে। ইহা তাহাদের কতদূর ভ্রম!

দো সসি রবি পংতি এগংতরিয়াচ্ছ সঠিসংখায়া।
মেরুং পয়াহিণংতা। মাণুসখিহে পরিঅড়ংতি॥

প্রকঃ ভাঃ ৪। সংগ্রহ সূঃ ॥৭৯॥

মনুষ্যলোকে চন্দ্র ও সূর্য্যের পঙ্‌ক্তির সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। দুই চন্দ্র এবং দুই সূর্য্যে পঙ্‌ক্তি (শ্রেণী) হয় এবং উহারা এক এক লক্ষ যোজন অর্থাৎ লক্ষ ক্রোশ অন্তরে বিচরণ করে। যেমন সূর্য্যের পঙ্‌ক্তির মধ্যে চন্দ্রের এক পঙ্‌ক্তি আছে তদ্রূপ চন্দ্রের পঙ্‌ক্তির মধ্যে সূর্য্যেরও এক পঙ্‌ক্তি আছে। এইরূপে চারি পঙ্‌ক্তি। এই চারি পঙ্‌ক্তি জম্বুদ্বীপের মেরু পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া মনুষ্য ক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিতেছে। অর্থাৎ যে সময়ে জম্বুদ্বীপের মেরু হইতে এক সূর্য্য দক্ষিণ দিকে বিচরণ করে সেই সময়ে সূর্য্য উত্তর দিকে বিচরণ করিতে থাকে। এইরূপে লবণ সমুদ্রের ২, ঘাতকী-খণ্ডের ৬, কালোদরের ২১ এবং পুষ্করার্দ্ধের ৩৬ সূর্য্য এক এক দিকে বিচরণ করে। এইরূপে সমষ্টি করিয়া দক্ষিণ দিকে ৬৬ সূর্য্য এবং উত্তর দিকে ৬৬ সূর্য্য নিজ নিজ ক্রমানুসারে বিচরণ করে। উভয় দিকের সমস্ত সূর্য্য একত্র করিলে ১৩২ সূর্য্য এবং এইরূপে উভয় দিকের ৬২ চন্দ্র পঙ্‌ক্তি মিলিত করিলে ১৩২ চন্দ্র মনুষ্য লোকে বিচরণ করে। এইরূপে চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রাদিরও অনেকানেক পঙ্‌ক্তি বুঝিতে হইবে।

সমীক্ষক—এখন তোমরা বুঝিয়া দেখ! বোধ হয় এই পৃথিবীতে ১৩২ সূর্য্য ও চন্দ্র জৈনদের গৃহেই কিরণ দেয়। যদি সত্য সত্যই ১৩২ চন্দ্র ও সূর্য্য কিরণ দেয় তবে ইহারা কিরূপে জীবিত

থাকে ? রাত্রিতে শীতের প্রভাবে জৈনগণ বোধ হয় জমিয়া বরফ হইয়া যায়। যাহারা ভূগোল এবং খগোল বৃত্তান্ত জানে না, তাহারাই এই সকল অসম্ভব কথায় মোহিত হয়, অন্য কেহ এরূপ কথা বিশ্বাস করে না। যখন এক সূর্য্যই এই পৃথিবীর ন্যায় অন্য অনেক ভূমণ্ডলকে আলোকিত করিতেছে তখন এই সামান্য পৃথিবীর কথা কি বলিতে হইবে! যদি পৃথিবী না ঘুরিত ও সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করিত তাহা হইলে একবর্ষ পরিমিত দিন এবং রাত্রি হইত। হিমালয় ব্যতীত সুমেরু বলিয়া দ্বিতীয় পর্ব্বত নাই। যেরূপ কলসের সম্মুখে এক সর্ষপও নহে সূর্য্যের সম্মুখে উহা সেইরূপ। যতদিন জৈনগণ তাহাদের নিজমত পোষণ করিবে ততদিন এসবল কথা জানিতে বা বুঝিতে পারিবে না ; পরন্তু সর্ব্বদা অন্ধকারে পতিত থাকিবে :—

সমন্তুচরণ সহিয়াসব্বং লোগং ফুসে নিরবসেসং।
সত্তয় চউদসভাএ পংচযসুপদে সবিরঈএ ॥

প্রকঃ ভাঃ ৪। নংগ্রহ সূঃ ১৩৫ ॥

যে পূর্ণ চরিত্রবান্ হইয়া কেবলী হয়, সেই কেবল সমুদ্ঘাত অবস্থা হইতে চতুর্দ্দশ রাজ্য লোক নিজ প্রদেশ জ্ঞানে বিচরণ করিবে।

সমীক্ষক—জৈনগণ চতুর্দ্দশ রাজ্য বিশ্বাস করে। তাহাদের মধ্যে চতুর্দ্দশের চূড়ার উপরিস্থিত সর্ব্বার্থসিদ্ধি বিমানের ধ্বজার উপর কিঞ্চিৎ দূরে সিদ্ধশিলা আছে এবং সেখানে দিব্য আকাশকে শিবপুর বলে। কেবলী অর্থাৎ যাহারা কেবল জ্ঞান, সর্ব্বজ্ঞতা এবং পূর্ণ পবিত্রতা প্রাপ্ত হন তাঁহারাই সেই লোকে গমন করেন এবং নিজেদের প্রদেশে সর্ব্বজ্ঞভাবে অবস্থান করেন। যাহার প্রদেশ আছে, সে কখনও বিভু নয় এবং যে বিভু নয় সে কখনও সর্ব্বজ্ঞ ও জ্ঞানী হইতে পারে না। কারণ যাহার আত্মা একদেশী, সে গমনাগমন করে এবং বদ্ধ ও মুক্ত এবং জ্ঞানী ও অজ্ঞানী। সর্ব্বজ্ঞানী ও সর্ব্বজ্ঞ কখনও সেইরূপ হইতে পারে না। জৈনদের তীর্থঙ্করগণ জীবরূপ হওয়াতে নিকৃষ্ট ও অল্পজ্ঞ ছিল। তাহারা কখনও সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপক হইতে পারে না পরন্তু যাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞাদি গুণ যথাযথ বর্ত্তমান সেই অনাদ্যনন্ত, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজ্ঞ, পবিত্র এবং জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মাকে জৈনগণ বিশ্বাস করে না।

গব্ভনরতি পলিয়াউ। তিগাউ উক্কোসতে জহন্নেণং ॥
মুচ্ছিম দুহাবি অন্তমুহু। অঙ্গুল অসংখ ভাগতণু ॥ ২৪২ ॥

অর্থ—এই সংসারে মানুষ দুই প্রকার। গর্ভজ এবং গর্ভ ব্যতীত। তাহাদের মধ্যে গর্ভজ মনুষ্যের উৎকৃষ্ট তিন পল্যোপম আয়ু এবং শরীর তিন ক্রোশ বিস্তৃত।

সমীক্ষক—যদি তিন পল্যোম আয়ু বিশিষ্ট ও তিন ক্রোশ বিস্তৃত দেহযুক্ত মানুষ হয় তবে এই পৃথিবীতে এইরূপ অতি অল্প মানুষেরই স্থান হইতে পারে। পূর্ব্বে পল্যোম বিষয় যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে তদ্রূপ তিন পল্যেম আয়ু হইলে অর্থাৎ তত কাল মানুষ জীবিত থাকিলে তাহাদের সন্তানও

সেইরূপ তিন ক্রোশ বিস্তৃত শরীর বিশিষ্ট ও আয়ুযুক্ত হইবে। সেইরূপ মানুষ্য বোম্বাই নগরে দুই জন ও কলিকাতায় তিন চার জন মাত্র বাস করিতে পারে। যদি সেইরূপই হয়, তবে জৈনগণ যে এক এক নগরে লক্ষলক্ষ মনুষ্যের কথা লিখিয়াছে, তাহার জন্য লক্ষ লক্ষ ক্রেশ বিস্তৃত নগর হওয়াও উচিত। সমস্ত পৃথিবীতে এরূপ একটি নগর থাকিতে পারে না।

পণয়া ললরক যোয়ণ। বিরকংভাসিদ্ধিশিল কল্লিহবিমালা।
তদুবরি গজোয়ণংতে লোগন্তো তচ্ছ সিদ্ধিঠ্ঠঈ ॥ ২৫৮ ॥

সর্ব্বার্থসিদ্ধি বিমানের ধ্বজা হইতে বার যোজন উর্দ্ধে যে সিদ্ধশিলা আছে উহা দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও স্থূলতায় পয়তাল্লিশ লক্ষ যোজন পরিমিত। সিদ্ধসিলার সিদ্ধ ভূমি সকল ধবল, শুভ্র, স্বুবর্ণময় ও স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল। কেহ কেহ ইহাকে "ঈষৎ ও "প্রাগ্ভরা" এই নাম বলে। উক্ত সর্ব্বার্থ সিদ্ধশিলার, বিমান হইতে বার যোজন পর্য্যন্ত আলোক আছে। কেবলীশ্রুত উক্ত পরমার্থ বিদিত আছে। এই সর্ব্বার্থ সিদ্ধশিলার মধ্যভাগ আট যোজন স্থূল এবং সেখান হইতে চতুর্দ্দিকে ও তিন উপদিগন্তে ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া মক্ষিকার পক্ষ সদৃশ লঘু এবং উর্দ্ধমুখ ছত্রাকারে সিদ্ধশিলা স্থাপিত আছে। এই শিলার উপরে এক যোজন অন্তরে লোকান্তর আছে এবং সেই স্থলে সিদ্ধদের স্থিতি। ॥২৫৮॥

সমীক্ষক—এখন বিবেচনা করা উচিত যে জৈনদের মুক্তিস্থান সর্ব্বার্থসিদ্ধি বিমানের ধ্বজার উপর পয়তাল্লিশ লক্ষ যোজন পরিমিত শিলা হইলেও অর্থাৎ যতই উৎকৃষ্ট ও নির্ম্মল হউক না কেন, সে স্থানে অবস্থিত জীব একপ্রকার বদ্ধ। কারণ উক্ত শিলার বাহির হইলেই মুক্তি সুখ খণ্ডন হইবে এবং তাহার বায়ু স্পর্শও হইবে না। অবিদ্বান্‌দিগকে ভ্রমজালে পতিত করিবার জন্য এই সকল কেবল কল্পনা মাত্র।

বিতিচউরিং দিসসরিং। বার সজোয়ণতি কে.সচ উকোসং জোয়ণসহস পণিংদিয়া উহেবুচ্ছন্তিবিসেসংতু॥ প্রকঃভাঃ৪ঃ॥ সংসূঃ২৬৭ঃ॥

সামান্য একেন্দ্রিয় জীবের শরীরের মধ্যে এক সহস্র যোজন শরীর যুক্তই উৎকৃষ্ট, দুই ইন্দ্রিয়যুক্ত শঙ্খাদির শরীর ১২ যোজন, চতুরিন্দ্রিয় ভ্রমরাদির শরীর ৪ ক্রোশ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়দের শরীর ১ সহস্র যোজন অর্থাৎ চারি সহস্র ক্রোশ। ॥১৬৭॥

সমীক্ষক—চার চার ক্রোশ পরিমিত শরীরধারী হইলে পৃথিবীতে অতি অল্প মনুষ্য থাকিলেই অর্থাৎ কয়েক শত মনুষ্য থাকিলেই পৃথিবী ঘনভাবে পূর্ণ হইয়া যায় এবং কাহারও চলিবার জন্যও স্থান থাকে না। পরে অবস্থানের জন্য আবাস এবং পথ বিষয়ে জৈনদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং যখন তাহারা এরূপ লিখিয়াছে তখন তাহারা নিজেদের গৃহে স্থান দিতে হইবে। পরন্তু চার হাজার ক্রোশ শরীরবিশিষ্টদের নিবাসার্থ এক এক জনের জন্য ৩২ হাজার ক্রোশ বিস্তৃত গৃহের আবশ্যক। সেরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে জৈনদের সমস্ত ধন ব্যয় হইলেও গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য

সম্পন্ন হইতে পারে না। সেইরূপ ৮ হাজার ক্রোশ বিস্তৃত ছাদ নির্ম্মাণ করিবার জন্ম "কড়ি" কোথায় পাইব? তাহাতে যদি স্তম্ভ সংলগ্ন করিতে হয়, তাহা ভিতরে প্রবেশও করিতে পারে না। সুতরাং এসকল কথা মিথ্যা।

তে থূলা পল্লে বিহুসং খিজ্জাচে বহুতি সব্বেবি।
তে ইক্কিক্ক অসংখে। সুহুলে খম্মে পকপ্লেহ ॥

প্রকঃ ভাঃ ৪ লঘুক্ষেত্র।সমাস প্রকঃ সূঃ ৪

পূর্ব্বোক্ত এক এক অঙ্গুল লোম দ্বারা ৪ ক্রোশ চতুকোন ও তাদৃশ গভীর কূপ পূর্ণ হইবে। অঙ্গুলি প্রমাণ লোমের খণ্ডগুলি মিলিত হইয়া ২০৫৭১৫২ আঙ্গুল হয় এবং অত্যন্ত অধিক হইলে (৩৩০৭৬২১০৪, ২৪৬৫৬২৫, ৪২১৯৯৬০, ৯৭৫৩৬০০০০০০০০০০) বিস্তার ঘন যোজন পল্যোপমে সর্ব্ব-সমেত এতগুলি খণ্ড হইবে। ইহাও সংখ্যাত কাল হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত এক খণ্ড লোম মনে মনে অসংখ্যাত খণ্ড কলনা করিলে অসংখ্যাত সূক্ষ্ম রোমাণু হইবে।

সমীক্ষক—এখন তাহাদের গণনার রীতি দেখ। এক অঙ্গুল প্রমাণ লোমকে কত খণ্ড করিয়াছে। তাহা কি কাহারও গণনায় আসিতে পারে? উহার গণনায় কল্পনাও শেষ করিয়া আনিতে চায় না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা যেন পূর্ব্বোক্ত খণ্ডগুলি নিজেদের হাতে তৈয়ার করিয়াছে। যদি হস্ত দ্বারা সক্ষম না হইয়া থাকে, তবে মনের দ্বারা করিয়াছে। এক অঙ্গুল লোমকে অসংখ্য খণ্ড করা কখনও কি সম্ভব হইতে পারে?

জংবুদীপপমাণং গুলজোয়াণলরক বট্টবিরকংভী।
লবণাইয়াসেসা।বলয়া ভদুগুণদুগুণায় ॥

প্রকঃ ভাঃ ৪। লঘুক্ষেত্র সমাঃ সূঃ ॥ ১২॥

প্রথমতঃ জম্বুদ্বীপ লক্ষ যোজন পরিমিত এবং স্থূল। অবশিষ্ট লবণাদি সপ্ত সমুদ্র ও সপ্তদ্বীপ জম্বুদ্বীপের পরিমাণের দ্বিগুণ। যেরূপ পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে তদ্রূপ এই এক পৃথিবীতে জম্বুদ্বীপাদি সপ্তদ্বীপ এবং সপ্তসমুদ্র আছে। ॥১২

সমীক্ষক—অতএব জম্বুদ্বীপের দ্বিতীয় দুই লক্ষ যোজন, তৃতীয় চার লক্ষ যোজন, চতুর্থ আট লক্ষ যোজন, পঞ্চম ষোল লক্ষ যোজন, ষষ্ঠ বত্রিশ লক্ষ যোজন এবং সপ্তম চৌষট্টি লক্ষ যোজন হইবে। সমুদ্রেরও তাদৃশ অথবা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ হইবে। তাহা হইলে এই ১৫ হাজার ক্রোশ পরিধি বিশিষ্ট পৃথিবীতে এই সকলের কিরূপে স্থান হইতে পারে? সুতরাং এ সকল কথা মিথ্যা।

কুরুনইচুলসী সহসা। ছচ্ছেবন্তনরঈ উপই বিজয়ং।
দোদো মহানইউ ॥ চন্দুদস সহসা উপত্তেয়ং ॥

প্রকঃ রত্নাঃ ভাঃ। ৪। লঘুক্ষেত্র সস সূঃ ॥ ৬৩ ॥

কুরুক্ষেত্রে চৌরাশী হাজার নদী আছে।

সমীক্ষক—আচ্ছা, কুরুক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র দেশ। তাহা না দেখিয়া এরূপ মিথ্যাকথা লিখিতে ইহাদের লজ্জাও হইল না?

যামুত্তরা উতাউ। ইগেগ সিংহাসণাউ অইপুব্বং।

চউসুবিতাস নিরাসণ, দিসিভবজ্জিণ মজ্জণং হোঈ॥

প্রকঃ রত্নাকরঃ ভাঃ ৪। লঘুক্ষেত্র সমাঃ॥ ১১৯

দক্ষিণ দিকে ও উত্তর দিকে উক্ত শিলা বিশেষের উপর এক একটি সিংহাসন আছে। উক্ত শিলাদির নাম দক্ষিণ দিকে অতিপাণ্ডুকম্বলা এবং উত্তর দিকে অতিরিক্তকম্বলা। উক্ত সিংহাসনের উপর তীর্থঙ্কর উপবেশন করেন।

সমীক্ষক—দেখ ইহাই তীর্থঙ্করদের জন্মোৎসবাদি করিবার শিলা। মুক্তির সিদ্ধশিলাও এইরূপ। তাহাদের অনেক বিষয়ে এইরূপ গোলযোগ আছে; তাহা আর কত লিখিব? পরন্তু জল ছাঁকিয়া জল পান করা, সূক্ষ্ম-জীবদের উপর নাম মাত্র দয়া করা এবং রাত্রিকালে ভোজন না করা, এই তিনটী বিষয় উত্তম। তদ্ব্যতীত তাহাদের যত প্রকার কথা আছে তাহা সমস্তই মিথ্যা। যাহা লেখা হইয়াছে তাহা হইতেই বুদ্ধিমানেরা অনেক বিষয় জানিয়া লইবেন। যাহা লেখা হইয়াছে তাহা সামান্য দৃষ্টান্ত মাত্র। তাহাদের অবশিষ্ট বিষয়গুলি লিখিলে এরূপ বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে যে, একজন লোক সমস্ত জীবন পাঠ করিয়াও শেষ করিতে পারে না। এইজন্য এক পাত্রস্থিত রন্ধিত তণ্ডুলের মধ্যে একটী পরীক্ষা করিলে যেরূপ তণ্ডুল সিদ্ধ হইয়াছে কিনা বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ এই অল্প লেখা হইতে সজ্জনগণ অনেক বিষয় বুঝিয়া লইবেন, বুদ্ধিমানদের জন্য অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাঁহারা দিগ্দর্শনের ন্যায় অল্প দেখিয়াই সকল বিষয় বুঝিয়া লন। তারপর খৃষ্টিয়ানদের মত বিষয় বর্ণিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামি নির্ম্মিতে, সত্যার্থ প্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে

নাস্তিক-মতান্তর্গত চার্ব্বাক বৌদ্ধ জৈন মত খণ্ডনমণ্ডন

বিষয়ে দ্বাদশঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ॥ ১২॥

অনুভূমিকা (৩)

এই "বাইবেল" মত কেবল যে খৃষ্টিয়ানদের তাহা নহে পরন্তু ইহাতে ইহুদী প্রভৃতিও গৃহীত হয়। এই ত্রয়োদশ সমুল্লাসে খৃষ্টিয়ানদের মত বিষয় লেখা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এইরূপ—আজকাল বাইবেল মতাবলম্বীদের মধ্যে খৃষ্টিয়ানগণই মুখ্য এবং ইহুদী প্রভৃতি গৌণ; মুখ্যের গ্রহণ করাতে গৌণেরও গ্রহণ হয় সুতরাং ইহাতে ইহুদীদিগকেও বুঝিয়া লইতে হইবে। এ স্থলে যে সকল কথা কেবল বাইবেলে আছে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। খৃষ্টিয়ান ও ইহুদী প্রভৃতি সকলেই তাহা বিশ্বাস করেন এবং এই পুস্তকই আপনাদের ধর্ম্মের মূল কারণ বলিয়া মনে করেন। এই মতাবলম্বী বড় বড় ধর্ম্ম-যাজকগণ কর্ত্তৃক রচিত এই পুস্তকের অনেক ভাষায় অনুবাদ আছে। এইসব অনুবাদ মধ্যে দেবনাগরী অথবা সংস্কৃত দেখিয়া আমার বাইবেল সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ জন্মিয়াছে। ইহার মধ্যে গুটী কতক এই ত্রয়োদশ সমুল্লাসে সাধারণের বিচারার্থ লেখা হইল। তাহা কেবল সত্যবৃদ্ধির ও মিথ্যার হ্রাস করিবার জন্য লেখা হইয়াছে, কাহাকেও দুঃখ দিবার জন্য বা কাহারও ক্ষতি করিবার জন্য অথবা মিথ্যা দোষারোপ করিবার জন্য নয়। এইরূপ অভিপ্রায় রাখা হইয়াছে যে লিখিত উত্তর দেখিয়া এ পুস্তক কিরূপ এবং ইহাদের মতই বা কিরূপ তাহা সকলেই বুঝিয়া লইবেন। এইরূপ লিখিবার কারণ এই যে মানুষ মাত্রেরই দর্শন, শ্রবণ ও লেখনাদি বর্ণনা করা সহজ হইবে এবং বাদী ও প্রতিবাদী হইয়া বিচার করিয়া সকলেই খৃষ্টিয় মতের আন্দোলন করিতে পারিবে। তাহা হইতে এই লাভ হইবে যে, মনুষ্যদের ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য যথাযোগ্য সত্যাসত্য মত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি জ্ঞাত হইয়া সত্য ও কর্ত্তব্যকর্ম্মের স্বীকার এবং অসত্য ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিহার সহজেই হইতে পারিবে। সকলেরই উচিত যে, বিভিন্ন মতাবলম্বীর পুস্তকগুলি দেখিয়া ও বুঝিয়া কোনরূপ সম্মতি বা অসম্মতি দিবে অথবা লিখিবে এবং তাহা না পারিলে শ্রবণ করিবে। যেরূপ অধ্যয়ন দ্বারা পণ্ডিত হয় তদ্রূপ শ্রবণ দ্বারা বহুশ্রুত হয়। শ্রোতা যদি অপরকে বুঝাইতে না পারে তথাপি আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারে। কেহ যদি পক্ষপাতরূপ যানারূঢ় হইয়া দর্শন করে, সে আপনার অথবা পরের দোষ গুণ জানিতে পারে না। মনুষ্যের আত্মা যথাযোগ্য সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার ক্ষমতা রাখে এবং যতদূর আপনার পঠিত অথবা শ্রুত থাকে ততদূর নিশ্চয় করিতে পারে। যে কোন মতাবলম্বী যদি অপরমতাবলম্বীর বিষয় জ্ঞাত না থাকে, তবে যথাযথ তত্ত্ব জানিতে পারে না, এবং অজ্ঞান হইয়া কোন ভ্রান্ত মতে বদ্ধ হইয়া পড়ে। যাহাতে সেরূপ না হয় এই বিষয়ে এই প্রচলিত মতগুলির কিছু কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতেই অবশিষ্ট বিষয়গুলি অনুমান করিয়া লইতে পারিবে এবং বুঝিতে পারিবে, ইহা সত্য কি মিথ্যা। সত্যবিষয়ে সকলেই একমত কেবল মিথ্যা বিষয়েই মতান্তর ও বিবাদ হইয়া থাকে। অথবা এক সত্য এবং অপর মিথ্যা হইলেও কিছু কিছু বিবাদ চলিতে পারে। যদি বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই সত্যাসত্য প্রমাণের জন্য বাদ ও প্রতিবাদ করে, তাহা হইলে অবশ্যই প্রমাণ হইয়া যায়। এখন আমি এই ত্রয়োদশ সমুল্লাসে খৃষ্টিয়ান মত বিষয়ে কিছু লিখিয়া সকলের সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। সকলে বিচার করিয়া তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ করুন।

অলমতি লেখেন বিচক্ষণবরেষু॥

ত্রয়োদশ সমুল্লাসারম্ভঃ।

অথ খৃষ্টান মত বিষয়ং সমীক্ষিষ্যামহে॥

এখন খৃষ্টিয়ানদের মত বিষয় লেখা হইবে। ইহাতে সকলে জানিতে পারিবেন যে তাহাদের মত নির্দ্দোষ কি না এবং বাইবেল পুস্তক ঈশ্বরকৃত কি না? প্রথম বাইবেলের পূর্ব্বভাগের বিষয় লেখা হইতেছে :—

১। প্রথমে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী গঠনহীন এবং শূন্য ছিল, গভীর স্থানে অন্ধকার ছিল এবং ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর বিচরণ করিতেছিল। পর্ব্ব ১ আয়ঃ ১। ২॥

সমীক্ষক—প্রথম কাহাকে বলিতেছ?

খৃষ্টিয়ান—সৃষ্টির প্রথম উৎপত্তিকে!

সমীক্ষক—তবে কি প্রথমেই এই সৃষ্টি হইয়াছিল? ইহার পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

খৃষ্টিয়ান—আমরা জানি না হইয়াছিল কি না, ঈশ্বর তাহা জানেন।

সমীক্ষক—যদি না জান তবে এই পুস্তকের উপর কেন বিশ্বাস করিলে? কারণ যখন তাহা হইতে সন্দেহ নিরাকরণ হইতে পারে না তখন উহার ভরসায় লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়া এই সন্দেহপূর্ণ মতে কেন আকৃষ্ট করিতেছ? সন্দেহীন সর্ব্বসংশয় নিবারক বেদমত কেন স্বীকার করিতেছ না? যদি তোমরা ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রকার না জান, তবে ঈশ্বরকে কিরূপে জানিবে? আকাশ কাহাকে মনে কর?

খৃষ্টিয়ান—শূন্য এবং উপরকে।

সমীক্ষক—শূন্যের উৎপত্তি কিরূপে হইল; কারণ তাহা বিভু পদার্থ, অতি সূক্ষ্ম, উপরে ও নীচে একরূপ। যদি আকাশের সৃষ্টি না করিয়া থাকে, তবে শূন্য কিম্বা আকাশ ছিল না? আকাশ ব্যতীত

কোন পদার্থই স্থিত থাকিতে পারে না। সুতরাং তোমাদের বাইবেলের মত কখনও যুক্তিসঙ্গত নহে। ঈশ্বর গঠনহীন বলিয়া তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম্ম কি গঠন হীন অথবা সুগঠন?

খৃষ্টিয়ান—গঠন বিশিষ্ট।

সমীক্ষক—তবে এস্থলে ঈশ্বরকৃত পৃথিবী গঠনহীন ছিল এরূপ কেন লেখা হইল?

খৃষ্টিয়ান—গঠনহীনের অর্থ এই যে উচা নীচা ছিল, সমতল ছিল না।

সমীক্ষক—পরে কে সমান করিল? এখনও কি উচা নীচা নাই? সুতরাং ঈশ্বরের কার্য্য গঠন হীন হইতে পারে না—কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার কার্য্যে কখনও ভ্রম প্রমাদযুক্ত হইতে পারে না। বাইবেলে ঈশ্বরকৃত সৃষ্টি বিরূপ ও গঠনহীন বলিয়া লেখা হইয়াছে, এইজন্য উক্ত পুস্তক ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না। প্রথমতঃ ঈশ্বরের আত্মা কি পদার্থ?

খৃষ্টিয়ান—চেতন।

সমীক্ষক—উহা সাকার, নিরাকার, ব্যাপক না একদেশী?

খৃষ্টিয়ান—নিরাকার, চেতন এবং ব্যাপক। পরন্তু কোন এক "সেনাই" পর্ব্বতে এবং চতুর্থ স্বর্গ প্রভৃতি স্থানে বিশেষরূপে অবস্থান করেন।

সমীক্ষক—যদি নিরাকার হন তবে কে তাঁহাকে দেখিল? ব্যাপকের জলের উপর বিচরণ করা সম্ভব হয় না। আচ্ছা, যখন ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর বিচরণ করিতেছিল তখন ঈশ্বর কোথায় ছিলেন? ইহা হইতে এইরূপ বুঝা যায় যে ঈশ্বরের শরীর অন্য কোন স্থানে ছিল অথবা নিজের আত্মার কোন এক খণ্ড জলের উপর বিচরণ করিতেছিল। এরূপ হইলে তিনি বিভু এবং সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। বিভু না হইলে জগতের রচনা, ধারণ ও পালন, জীবদিগের কর্ম্মের ব্যবস্থা অথবা প্রলয় কখনও করিতে পারেন না। কারণ যে পদার্থের স্বরূপ একদেশী, তাহার গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব একদেশী। যদি এরূপ হয় তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। কারণ ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক, অনন্ত গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবযুক্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব, অনাদি এবং অনন্তাদি লক্ষণযুক্ত বেদে বর্ণিত আছে। তাহাই তোমরা বিশ্বাস কর, তাহাতে কল্যাণ হইবে নচেৎ নহে ॥১॥

২। ঈশ্বর বলিলেন যে আলোক হউক এবং তৎক্ষণাৎ হইল। ঈশ্বর দেখিলেন যে ইহা উত্তম। পর্ব্ব ১। আঃ ৩।৪॥

সমীক্ষক—জড়রূপ আলোক কি ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিল? যদি শ্রবণ করিয়া থাকে, তবে এখন সূর্য্য, দীপ ও অগ্নি কিরণ আমাদের এবং তোমাদের কথা কেন শুনে না? প্রকাশ জড়, তাহা কাহারও কথা কখনও শুনিতে পারে না। ঈশ্বর যখন আলোক দেখিলেন তখনই কি জানিলেন যে আলোক উত্তম? পূর্ব্বে কি জানিতেন না? যদি জানিতেন, তবে দেখিবার পর কেন উত্তম বলিলেন? যদি না জানিতেন তবে তিনি ঈশ্বরই নহেন। সুতরাং তোমাদের বাইবেল ঈশ্বরোক্ত নহে এবং উক্তরূপ যিনি বলিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নহেন। ॥২॥

৩। ঈশ্বর কহিলেন যে জলের মধ্যে আকাশ হইবে এবং জল হইতে জলের বিভাগ করিব।

তখন ঈশ্বর আকাশ নির্ম্মাণ করিলেন এবং আকাশের নিম্নস্থ জল হইতে আকাশের উপরস্থিত জলের বিভাগ করিলেন ও তদ্রূপ হইল। ঈশ্বর আকাশকে স্বর্গ বলিলেন এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল দ্বিতীয় দিন হইল। পর্ব্ব ১। আঃ ৬।৭।৮

সমীক্ষক—আকাশ ও জল কি ঈশ্বরের বাক্য শুনিল? জলের মধ্যে যদি আকাশ না হইত তাহা হইলে জল কোথায় থাকিত? প্রথম সূত্রে আকাশের সৃষ্টির কথা আছে, তখন পুনরায় আকাশ নির্ম্মাণ ব্যর্থ হইল। ঈশ্বর যখন আকাশকে স্বর্গ বলিলেন তখন তাহা সর্ব্বব্যাপক বলিয়া সর্ব্বত্রই স্বর্গ হইল এবং পুনরায় স্বর্গ বলা ব্যর্থ। যখন সূর্য্যই উৎপন্ন হয় নাই তখন আবার দিন ও রাত্রি কোথা হইতে হইল? পূর্ব্বোক্ত সূত্র সকল এইরূপ অসম্ভব কথায় পূর্ণ। ॥৩॥

৪। তখন ঈশ্বর বলিলেন যে আমি নিজের স্বরূপানুসারে আদমকে নিজের ন্যায় নির্ম্মাণ করিব। তখন. নিজের স্বরূপানুসারে আদমকে উৎপন্ন করিলেন? উক্ত ঈশ্বর তাঁহার স্বরূপানুসারে তাহাকে উৎপন্ন করিলেন। তিনি পরে তাহাদিগকে নর ও নারীরূপে নির্ম্মাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পর্ব্ব ১। আঃ ২৬।২৭।২৮॥

সমীক্ষক—ঈশ্বরের স্বরূপ পবিত্র, জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দদায়ক লক্ষণযুক্ত। তিনি যদি আমাকে আপনার স্বরূপানুসারে নির্ম্মাণ করিলেন, তবে আদম উক্ত লক্ষণযুক্ত স্বরূপের সদৃশ হইল না কেন? যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপানুসারে নির্ম্মিত হয় নাই। আদমকে উৎপত্তি করাতে ঈশ্বর আপনার স্বরূপকেই উৎপত্তিবিশিষ্ট করিলেন। তখন উহা অনিত্য নহে কেন? আদমকে কোথা হইতে উৎপন্ন করিলেন?

খৃষ্টিয়ান—মৃত্তিকা হইতে।

সমীক্ষক—মৃত্তিকা কোথা হইতে সৃষ্ট হইল?

খৃষ্টিয়ান—নিজ ক্ষমতা হইতে।

সমীক্ষক—ঈশ্বরের সামর্থ্য অনাদি অথবা নূতন?

খৃষ্টিয়ান—অনাদি।

সমীক্ষক—যদি অনাদি হয়, তবে কারণ সনাতন হইল। তবে অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি মানিতেছ কেন?

খৃষ্টিয়ান—সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর ভিন্ন কোন বস্তুই ছিল না

সমীক্ষক—যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন বস্তু না থাকিত তবে এই জগৎ কোথা হইতে রচিত হইল? ঈশ্বরের সামর্থ্য দ্রব্য না কি গুণ? যদি দ্রব্য হয় তবে ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ এবং যদি গুণ হয় তবে গুণ হইতে দ্রব্য নির্ম্মিত হইতে পারে না, যেমন রূপ হইতে অগ্নি ও রস হইতে জল নির্ম্মাণ হইতে পারে না। যদি ঈশ্বর হইতেই জগৎ নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে উহা ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব বিশিষ্ট হইত। জগতের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব ঈশ্বরের ন্যায় না হওয়াতে বুঝা যাইতেছে যে, তাহা ঈশ্বর দ্বারা তৈয়ার হয় নাই; পরন্তু জগতের কারণ অর্থাৎ পরমাণু আদি জড় হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। জগতের উৎপত্তিকারণ সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রে যেরূপ লেখা আছে

তাহাই বিশ্বাস কর ; তাহা হইতেই ঈশ্বর জগৎ নির্ম্মাণ করেন। যদি আদমের আন্তরিক স্বরূপ জীব এবং বাহ্যিক মানুষের ন্যায় হয়, তবে ঈশ্বরের স্বরূপও সেরূপ হয় না কেন? কারণ যখন আদম ঈশ্বরের সদৃশ নির্ম্মিত, তখন ঈশ্বরকেও আদমের ন্যায় অবশ্যই হইতে হইবে। ॥৪॥

৫। তখন পরমেশ্বর ভূমির ধূলি হইতে আদমকে নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাসিকায় শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত করায় আদম জীবিত প্রাণী হইল। পরমেশ্বর ইডেনের পূর্ব্বদিকে এক উদ্যান রচনা করিলেন এবং যে আদমকে তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাকে সেই উদ্যানে রাখিলেন। উক্ত উদ্যানের মধ্য স্থলে জীবন-বৃক্ষ ও সদসৎ জ্ঞানের বৃক্ষকে ভূমি হইতে উৎপন্ন করিলেন। পর্ব্ব ২। আঃ ৭।৮।৯॥

সমীক্ষক—যখন ঈশ্বর ঈডেনে উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আদমকে রাখিয়াছিলেন তখন জানিতেন না যে তাহাকে সেই স্থল হইতে দূর করিতে হইবে? যখন ঈশ্বর আদমকে ধূলি হইতে নির্ম্মাণ করিলেন তখন আদম ঈশ্বরের স্বরূপ হইল না এবং যদি হইয়া থাকে তবে ঈশ্বরও ধূলি হইতে নির্ম্মিত? ঈশ্বর তাহার নাসারন্ধ্রে যদি শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস ঈশ্বরের স্বরূপ ছিল অথবা ভিন্ন ছিল? যদি বল ভিন্ন ছিল তবে ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে নির্ম্মিত হইল না এবং যদি বল যে এক ছিল তাহা হইলে আদম ও ঈশ্বর একই হইল। যদি এক হইল তবে আদমের ন্যায় জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ইত্যাদি দোষ ঈশ্বরে বর্ত্তিল। তাহা হইলে তিনি কি প্রকারে ঈশ্বর হইতে পারেন? এই জন্য বাইবেলের এই পুরাতন অংশ সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে না এবং এই পুস্তকও ঈশ্বরকৃত নহে। ॥৫॥

৬। পরমেশ্বর আদমকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করায় সে নিদ্রিত হইল। তখন তিনি তাহার পার্শ্বাস্থি হইতে এক অস্থি বাহির করিয়া তৎ স্থান মাংসপূর্ণ করিয়া দিলেন। পরমেশ্বর আদমের সেই অস্থি হইতে এক নারীর সৃষ্টি করিয়া তাহাকে আদমের নিকট নিয়া আসিলেন। পর্ব্ব ২। আঃ ২১। ২২॥

সমীক্ষক—যদি ঈশ্বর আদমকে ধূলি হইতে নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তবে তাহার স্ত্রীকে ধূলি হইতে নির্ম্মাণ করিলেন না কেন? যদি নারীকে অস্থি হইতে নির্ম্মাণ করিলেন তবে আদমকে অস্থি হইতে তৈয়ার করিলেন না কেন? যেরূপ নর হইতে নির্গত হওয়াতে নারী নাম হইল তদ্রূপ নারী হইতে নর নাম হওয়াও উচিত। তাহাতে পরস্পরের প্রেমও থাকিতে পারে এবং স্ত্রীর সহিত পুরুষের যেরূপ প্রেম করিবে তদ্রূপ পুরুষের সহিত স্ত্রীও প্রেম করিতে পারে। বিদ্বানগণ দেখুন, ঈশ্বরের কিরূপ পদার্থ বিদ্যা অর্থাৎ "ফিলজফি" প্রকাশিত হইতেছে। যদি আদমের শরীরের এক দিকের অস্থি বাহির করিয়া নারীর সৃষ্টি হইল, তবে সকল মানুষেরই এক পার্শ্ব অস্থিহীন হয় না কেন? তদ্ব্যতীত স্ত্রীর শরীরেও এক পার্শ্বাস্থি হওয়া উচিত, কারণ স্ত্রী এক পার্শ্বাস্থি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে সকল সামগ্রী হইতে জগৎ রচিত হইয়াছে, তাহা হইতে কি নারীর শরীর তৈয়ার হইতে পারিত না? এইজন্য উক্ত বাইবেলের সৃষ্টিক্রম সৃষ্টিবিদ্যার বিরুদ্ধ। ॥৬॥

৭। পরমেশ্বর পৃথিবীতে যত প্রকার পশু সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্যে সর্প অতিশয় ধূর্ত্ত

সে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল যে, ঈশ্বর কি সত্যই বলিয়াছেন যে তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষ হইতে ফল ভোজন করিতে পারিবে না? স্ত্রী সর্পকে বলিল "আমরা এই উদ্যানের বৃক্ষের ফল ভোজন করি কিন্তু উদ্যানের মধ্যস্থিত বৃক্ষের ফল সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে উহা তোমরা ভোজন বা স্পর্শ করিও না—করিলে তোমাদের মৃত্যু হইবে।" তখন সর্প স্ত্রীকে বলিল "কখনই তোমরা মরিবে না" কারণ ঈশ্বর জানেন, যে দিন তোমরা এই ফল ভোজন করিবে সেই দিন তোমাদের চোখ ফুটিবে এবং সদসৎ জ্ঞানযুক্ত হইয়া ঈশ্বর তুল্য হইয়া পড়িবে। যখন স্ত্রী দেখিল যে, এই ফল খাইতে অতিশয় সুস্বাদু, দেখিতে সুন্দর ও বুদ্ধি দানের যোগ্য, তখন উক্ত ফল উভয়ে মিলিয়া ভোজন করিল। তখন তাহাদের দিব্যজ্ঞান হইয়া গেল এবং বুঝিতে পারিল আমরা বিবস্ত্রা রহিয়াছি। তখন তাহারা উদুম্বরের পত্র দ্বারা নিজেদের বস্ত্র প্রস্তুত করিল। তখন পরমেশ্বর সর্পকে বলিলেন "তুমি এইরূপ করিয়াছ বলিয়া সমস্ত পালিত পশু এবং বন্য পশু অপেক্ষা অধিক অভিশপ্ত হইবে, তুমি নিজ উদর দ্বারা বিচরণ করিবে ও চির-জীবন ধূলি আহার করিবে। আমি তোমাদের এবং তোমাদের বংশমধ্যে শত্রুতা রোপণ করিব। তাহারা তোমার মস্তক ভগ্ন করিবে এবং তুমি তাহাদের গুল্ফ ক্ষত করিবে। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন যে আমি তোমার গর্ভধারণ কষ্ট অধিক বৃদ্ধি করিব, তুমি ক্লেশের সহিত সন্তান প্রসব করিবে, তোমার ইচ্ছা তোমার পতির অধীন থাকিবে, পতি তোমার উপর প্রভুত্ব করিবে। তিনি আদমকে বলিলেন যে, তুমি নিজ পত্নীর কথা শুনিয়াছ এবং যে বৃক্ষফল ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম সে তাহা ভোজন করিয়াছে। এই জন্য তোমার ভূমি অভিশপ্ত হইল তুমি চির-জীবন ক্লেশের সহিত জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে। ভূমি তোমার জন্য কণ্টকলতা ও কণ্টকীবৃক্ষ উৎপাদন করিবে এবং তুমি শাক, পাতা ইত্যাদি ভোজন করিবে। পর্ব্বঃ ৩। আঃ।১।২।৩।৪।৫।৬।৭।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮॥

সমীক্ষক—যদি খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইতেন তাহা হইলে এই ধূর্ত্ত সর্পকে অর্থাৎ শয়তানকে কেন সৃষ্টি করিবেন? যখন সৃষ্টি করিয়াছেন তখন উক্ত ঈশ্বরই অপরাধের ভাগী হইয়াছেন। কারণ যদি তিনি তাহাকে দুষ্ট করিয়া সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে সে কিরূপে দুষ্ট হইত? তাঁহারা যখন পূর্ব্ব জন্ম মানেন না, তখন ঈশ্বর বিনা অপরাধে কেন উহাকে পাপী করিয়া সৃষ্টি করিলেন? সত্য জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয় যে, সে সর্প ছিলনা পরন্তু মানুষ ছিল; কারণ মানুষ না হইলে কিরূপে মনুষ্যের ভাষা বলিল? যে স্বয়ং মিথ্যাসক্ত ও অপরকে মিথ্যায় প্রবর্ত্তিত করে তাহাকেই শয়তান বলা উচিৎ। কিন্তু এস্থলে শয়তান সত্যবাদী, সেই জন্য সে স্ত্রীকে প্রতারিত করে নাই, বরং সত্য কথাই বলিয়াছে? ঈশ্বর আদম ও হবাকে মিথ্যা বলিয়াছিলেন—ইহা ভোজন করিলে তোমরা মরিয়া যাইবে। যদি উক্ত বৃক্ষফল জ্ঞানদায়ক ও অমরত্বকারক ছিল, তবে তাহা খাইতে নিষেধ করা হইল কেন? যদি নিষেধ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাদৃশ ঈশ্বর মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। কারণ উক্ত বৃক্ষের ফল মনুষ্যের জ্ঞানদায়ক ও সুখকারক ছিল, অজ্ঞান অথবা মৃত্যুকারক ছিল না। যদি উহার ফল ভক্ষণ নিষেধই করিবেন তবে সেই বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন কেন? যদি আপনার জন্য উৎপন্ন করিয়া থাকেন এরূপ হয়, তবে তিনি স্বয়ং অজ্ঞান ও মৃত্যুর অধীন। যদি অপরের জন্য উৎপন্ন করিয়া থাকেন, তবে ফল ভোজনে কিছুই অপরাধ হয় নাই। আজকাল জ্ঞানদায়ক ও

মৃত্যু নিবারক কোন বৃক্ষই দেখা যায় না। তবে ঈশ্বর কি সেই বৃক্ষের বীজ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছেন? এইরূপ কার্য্য করিলে মানুষ যখন ছল কপট হয়, তখন ঈশ্বরও কেন কপট হইবেন না? কারণ কেহ অপরের প্রতি ছলনা ও কপটতা করিলে সে কেন শঠ ও কপট হইবে না? এই তিনজনকে যখন বিনা অপরাধেই অভিশাপ দেওয়া হইল, তখন ঈশ্বরও অন্যায়কারী। উক্ত শাপ ঈশ্বরের উপর পতিত হওয়া উচিত, কারণ তিনিই মিথ্যাকথা বলিয়াছেন ও প্রতারণা করিয়াছেন। "ফিলজফি" (তত্ত্ববিদ্যা) দেখ, ক্লেশ ব্যতিরেকেও যেন গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব হইতে পারিত! বিনা শ্রমে কি কেহ নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে? কণ্টকাদি বৃক্ষ কি পূর্ব্বে ছিল না? যদি ঈশ্বরের কথানুসারে সকল মনুষ্যই শাক-পত্র ভোজী হইল, তবে বাইবেলের উত্তরাংশে যে মাংস ভোজনের কথা লেখা আছে, তাহা কি তবে মিথ্যা? যদি তাহা সত্য হয়, তবে ইহা মিথ্যা। যখন আদমের কিছুই অপরাধ সিদ্ধ হইল না, তখন খৃষ্টিয়ানগণ আদমের অপরাধ বশতঃ সকল মনুষ্যকেই সন্তান হওয়া বিষয়ে অপরাধী বলেন কেন? এরূপ পুস্তক ও ঈশ্বর কি কখনও বুদ্ধিমানদের নিকট উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে? ॥৭॥

৮। পরমেশ্বর বলিলেন যে দেখ? আদম সদসৎ জ্ঞান বিষয়ে আমাদের একজনের মত হইয়াছে। এখন যেন এরূপ না হয় যে, স্বহস্তে জীবন-বৃক্ষের ফল গ্রহণ করিয়া অমরও হইয়া যাইতে পারে। এই হেতু তিনি আদমকে দূরীভূত করিলেন এবং ইডেনের উদ্যানের পূর্ব্বদিকে স্বর্গীয় দূত এবং দীপ্যমান ও চতুর্দ্দিকবিহারী খড়্গ রাখিয়া দিলেন। তাহতে জীবন বৃক্ষের মার্গ রক্ষিত হইল।

সমীক্ষক—আচ্ছা, ঈশ্বরের এরূপ ঈর্ষ্যা এবং ভ্রম কেন হইল যে জ্ঞান বিষয়ে আমাদের তুল্য হইয়াছেন? উহা কি মন্দ কথা হইয়াছিল? এরূপ সন্দেহেই বা কেন পতিত হইল? কারণ কেহ কখনও ঈশ্বরের তুল্য হইতে পারেনা। পরন্তু এইরূপ লেখা হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতে পারে যে তিনি ঈশ্বর ছিলেন না, পরন্তু মনুষ্য বিশেষ ছিলেন। বাইবেলে যে স্থলেই ঈশ্বরের বিষয় লেখা আছে সেই স্থলেই তাঁহাকে মানুষের ন্যায় দেখা যায়। দেখ আদমের জ্ঞান বুদ্ধিহেতু ঈশ্বরের কত দুঃখ হইল, এবং পরে অমর বৃক্ষের ফল ভোজন বিষয়ে তিনি কতদূর ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিলেন? প্রথম যখন তাহাকে উদ্যানে রাখিলেন তখন তাঁহার মনে হয় যে নাই ভবিষ্যতে তাহাকে পুনরায় বিদূরীত করিতে হইবে। সুতরাং খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন। দীপ্যমান খড়্গকে প্রহরী রাখাও মনুষ্যের কার্য্য, ঈশ্বরের নহে ॥ ৮

৯। কয়েক দিন পরে এইরূপ হইল কাইন পরমেশ্বরের জন্য ভূমির ফল উপঢৌকন আনিল এবং হাবীল নিজের পশুর পাল * হইতে প্রথমজাত স্থূলকায় মেষ শাবক নিয়া আসিল। পরমেশ্বর হাবীলকে এবং তাহার উপঢৌকনের সমাদর করিলেন না। এই জন্য কাইন অত্যন্ত কুপিত হইল এবং তাহার মুখ ভার হইল॥ তখন পরমেশ্বর কাইনকে কহিলেন যে তুমি কেন ক্রুদ্ধ হইয়াছ এবং তোমার মুখ কেন ভার হইয়াছে? তৌরেঃ পর্ব্ব ৪। আঃ ৩।৪।৫।৬॥

* ভেড়ী বকরীর পাল।

সমীক্ষক—যদি ঈশ্বর মাংসাহারী না হইতেন তাহা হইলে মেষোপঢৌকনের ও হাবীলের সংকার, কাইনের ও তাহার উপঢৌকনের তিরস্কার কেন করিবেন? ঈশ্বরই এইরূপ বিবাদের ও হাবীলের মৃত্যুর কারণ হইলেন। মনুষ্যেরা যেরূপ পরস্পর কথোপকথন করে খৃষ্টীয়ানদের ঈশ্বরের বাক্যও তদ্রূপ। উদ্যানে আসা যাওয়া এবং তাহার বন্দোবস্ত করাও মনুষ্যের কার্য্য। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বাইবেল মনুষ্যকৃত, ঈশ্বরের নহে।

১০। যখন পরমেশ্বর কাইনকে কহিলেন যে তোমার ভ্রাতা হাবীল কোথায়, সে বলিল আমি জানি না; আমি কি তাহার রক্ষক? তখন তিনি বলিলেন, তুমি কি করিয়াছ! তোমার ভ্রাতার রক্তপাতের শব্দ ভূমি হইতে আমাকে আহ্বান করিতেছে। এখন তুমি পৃথিবী হইতে অভিশপ্ত হইলে। তৌঃ পর্ব্ব ৪। আঃ ৯।১০।১১॥

সমীক্ষক—ঈশ্বর কি কাইনকে জিজ্ঞাসা না করিলে হাবীলের অবস্থা জানিতেন না এবং রক্তের শব্দ কখনও কি ভূমি হইতে কাহাকেও আহ্বান করিতে পারে? এসকল কথা অবিদ্বান্‌দের রচিত। সুতরাং এ পুস্তক ঈশ্বর রচিত হইতে পারে না। ॥১০॥

১১। হনুক মতুসিলহের উৎপত্তির পর হনুক ঈশ্বরের সহিত তিনশত বর্ষ চলিয়াছিল। তৌঃ পর্ব্বঃ ৫। আঃ ২২॥

সমীক্ষক—আচ্ছা খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর যদি মানুষ না হইবেন তাহা হইলে হনুক তাঁহার সহিত চলিবে কেন? এই হেতু খৃষ্টিয়ানগণ যদি বেদোক্ত নিরাকার ঈশ্বর বিশ্বাস করেন, তবে তাহাদের কল্যাণ হইবে। ॥১১॥

১২। তাহাদের কন্যা উৎপন্ন হইল। তখন ঈশ্বরের পুত্রগণ আদমের (মনুষ্যের) কন্যাদিগকে দেখিল যে তাহারা সুন্দরী এবং তাহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করিল সে তাহাকে বিবাহ করিল। সেই সময়ে এবং পরেও পৃথিবীতে দানব ছিল। ঈশ্বরের পুত্রগণ আদমের (মনুষ্যের) কন্যাদের সহিত মিলিত হওয়ায় গর্ভে বালকগণের উৎপত্তি হইল। উহারা বলবান্ হইল এবং পরে বিখ্যাত হইয়াছিল। ঈশ্বর দেখিলেন যে পৃথিবীতে আদমের (মনুষ্যের) দুষ্টতা অধিক হইয়াছে এবং তাহাদের মনের গতি প্রতিদিন মন্দ হইতেছে। তখন আদমকে পৃথিবীতে উৎপন্ন করার দরুণ ঈশ্বরের অনুতাপ হইতে লাগিল। পরমেশ্বর বলিলেন যে মানুষকে আমি উৎপন্ন করিয়াছি। আমি মানুষ, পশু, পক্ষী সরীসৃপ, কীট পতঙ্গ ও আকাশস্থ প্রাণীগণকে পৃথিবী হইতে নষ্ট করিব। কারণ তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া আমারই অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। তৌঃ পর্ব্বঃ ৬। আঃ ১।২।৪।৫।৬।৭॥

সমীক্ষক—খৃষ্টিয়ানদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে ঈশ্বরের পুত্র কে? ঈশ্বরের স্ত্রী, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, শ্যালক এবং আত্মীয়ই বা কে? কারণ এখন মনুষ্যের পুত্রীদিগের সহিত বিবাহ হওয়াতে ঈশ্বর তাহাদের কুটুম্ব হইলেন এবং তাহাদের দ্বারা যাহারা উৎপন্ন হইল তাহারা পুত্র ও প্রপৌত্র। এসকল কথা কি ঈশ্বরের বা তাহার পুস্তকের কথা হইতে পারে? পরন্তু ইহা বুঝা যাইতেছে যে বন্য লোকেরা এই পুস্তক রচনা করিয়াছে। যিনি সর্ব্বজ্ঞ নহে এবং ভবিষ্যতের বিষয় জানেন না তিনি ঈশ্বরই নহেন। যখন সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন কি তিনি জানিতেন না যে মনুষ্য পরে দুষ্ট হইবে?

অনুতাপ ও শোকাদি হওয়া এবং ভ্রমবশতঃ কার্য্য করিয়া পরে দুঃখ করা ইত্যাদি খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বরেই সম্ভব। তাঁহাদের ঈশ্বর পূর্ণ বিদ্বান্ বা যোগী ছিলেন না। অন্যথা শান্তি এবং বিজ্ঞান বলে অতিশোকাদি হইতে পৃথক থাকিতে পারিতেন। আচ্ছা, পশু পক্ষীও কি দুষ্ট হইয়া গেল? যদি উক্ত ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইতেন তাহা হইলে এরূপ বিষন্ন কেন হইবেন? সুতরাং তিনি ঈশ্বর নহেন এবং উক্ত পুস্তকও ঈশ্বরকৃত নহে। বেদোক্ত পরমেশ্বর যেরূপ সমস্ত পাপ-ক্লেশ ও দুঃখ শোকাদি রহিত এবং "সচ্চিদানন্দ স্বরূপ" তদ্রূপ" যদি খৃষ্টিয়ানগণ মানিতেন এবং এখনও মানেন তাহা হইলেও নিজেদের মনুষ্যজন্ম সফল করিতে পারেন। ॥১২॥

১৩। একখানি নৌকা দীর্ঘে তিনশত হস্ত, প্রস্থে ৫০ হস্থ এবং উর্দ্ধে ৩০ হস্ত হইবে। তুমি তোমার পুত্র, পত্নী এবং পুত্রবধূদের সহিত নৌকায় যাইবে। সমস্ত শরীর জীবিত জন্তুদের মধ্যে প্রত্যেকের স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই দুই করিয়া তোমার সহিত জীবিত রাখিবার জন্য সঙ্গে লইবে। পক্ষিমধ্যে প্রত্যেক শ্রেণী, পালিত পশু * মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণী, এবং সরীসৃপদিগের মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর এক এক জোড়া জীবিত রাখিবার জন্য তোমাদের নিকটে রাখিবে। তুমি আপনার জন্য ভোজন সামগ্রী একত্র কর—তাহাই তোমাদের ভোজন হইবে। নূহ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য করিল। তৌঃ পর্ব্বঃ ৬। আঃ ১৫।১৮।১৯।২০।২১।২২ ॥

সমীক্ষক—আচ্ছা এরূপ বিদ্যাবিরুদ্ধ অসম্ভব কথার বক্তা ঈশ্বরকে কোন বিদ্বান্ কি মানিতে পারেন? কারণ এতাদৃশ দীর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতাবিশিষ্ট নোকায় কি কখন হস্তী উষ্ট্র প্রভৃতি কোটি কোটি জন্তু ও তাহাদের ভোজন ও পানীয় এবং উক্ত সমস্ত কুটুম্ব থাকিতে পারে? সুতরাং উক্ত পুস্তক মানুষ্য কৃত এবং যিনি উহা লিখিয়াছেন তিনি বিদ্বান্ ছিলেন না। ॥১৩॥

১৪। নূহ পরমেশ্বরের জন্য বেদি নির্ম্মাণ করিল এবং উহার উপর সমস্ত পবিত্র পশু ও পবিত্র পক্ষীর হোমার্থ বলি স্থাপন করিল। পরমেশ্বর সুগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন এবং মনে মনে বলিলেন যে আমি আর মনুষ্যদের জন্য কখনও পৃথিবীকে শাপ দিব না। কারণ মনুষ্যের মনের চিন্তা বাল্যকালেই দূষিত হয়। যেরূপ আমি সমস্ত জীবদিগকে বিনাশ করিয়াছি ভবিষ্যতে আর কখনও সেই রীতি অনুসারে বিনাশ করিব না। তৌঃ পর্ব্বঃ ৮। আঃ ২০।২১ ॥

সমীক্ষক—বেদি নির্ম্মাণ এবং হোম করণাদির উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে এসকল বিষয় বেদ হইতে বাইবেলে গিয়াছে। পরমেশ্বরের কি নাসিকা আছে যাহাদ্বারা তিনি গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারেন? খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর কি মনুষ্যবৎ অল্পজ্ঞ নহে? তিনি কি কখনও শাপ দেন এবং কখন অনুতাপ করেন? কখন বলেন কি শাপ দিব না, প্রথমে দিয়াছি এবং পুনরায় দিব? প্রথমে কি বিনাশ করিয়াছেন এবং এখন কহিতেছেন যে আর কখনও বিনাশ করিব না!!! এ সকল কথা বালকের সদৃশ, ঈশ্বরের বা কোন বিদ্বানের নহে। কারণ বিদ্বানের কথা এবং প্রতিজ্ঞা স্থির।

১৫। ঈশ্বর নূহকে এবং তাহার পুত্রদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও বলিলেন যে সমস্ত জীবিত

* চতুষ্পদ।

ও গতিহীন জন্তু তোমাদের ভোজ্য হইবে। হরিৎ উদ্ভিদের ন্যায় সমস্ত বস্তু তোমাদিগকে দিলাম। কেবল জীব অর্থাৎ শোণিতের সহিত মাংস ভোজন করিওনা। তৌঃ পর্ব্বঃ ৯। আঃ ১।৩।৪॥

সমীক্ষক। একের প্রাণ নষ্ট করিয়া অপরের আনন্দোৎপাদন করাতে খৃষ্টীয়দের ঈশ্বর কি দয়াহীন হইলেন না? মাতা এবং পিতা এবং সন্তানকে বিনাশ করিয়া অপরকে ভোজন করাইলে কি মহাপাপী হয় না? একথাও তদ্রূপ। কারণ ঈশ্বরের নিকট সকল প্রাণী পুত্রবৎ। ইহাদের ঈশ্বর তদ্রূপ না হইয়া "কসাই"দের মত কার্য্য করেন এবং তিনিই সকল মনুষ্যকে হিংসক করিয়া তুলিয়াছেন। অতএব খৃষ্টীয়দের ঈশ্বর নির্দ্দয় বলিয়া পাপী নহেন কেন?

১৬। সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা এবং একরূপ কথা ছিল। তখন তাহারা বলিল হে আমরা এক নগর ও এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করি। উক্ত প্রাসাদের চূড়া গগনস্পর্শী হইবে। পাছে সমস্ত পৃথিবীতে আমরা ছিন্নভিন্ন হইয়া যাই এইজন্য এস নিজেদের নাম রাখি। তখন ঈশ্বর উক্ত নগর এবং মনুষ্যসন্তাননির্ম্মিত প্রাসাদ দেখিতে অবতীর্ণ হইলেন। পরমেশ্বর বলিলেন যে দেখ তাহারা এক তাহাদের ভাষাও এক এবং বর্ত্তমানে এইরূপ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। অতএব তাহারা যাহা করিতে ইচ্ছা করিবে তাহা হইতে নিবারণ করা যাইবে না। এস আমরা অবতীর্ণ হই ও তাহাদের ভাষার গোলমালও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিই; তাহা হইলে একে অন্যের কথা বুঝিতে পারিবে না। তখন পরমেশ্বর তাহাদিগকে সমষ্ট পৃথিবীর উপর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। সেইজন্য তাহারা উক্ত নগর নির্ম্মাণ হইতে নিবৃত্ত হইল। তৌঃ পর্ব্বঃ ১১।আঃ ১।৪।৫।৬।৭।৮॥

সমীক্ষক—যে সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে একরূপ কথা ও ভাষা ছিল, তখন সমস্ত মনুষ্য পরস্পর অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিত। কিন্তু কি করা যায় খৃষ্টিয়দের ঈশ্বর সকলের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া সকলের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছেন। ইহা কি শয়তানের অপেক্ষাও নিন্দনীয় কার্য্য নহে। তাহা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে খৃষ্টিয়দের ঈশ্বর সেনাই পর্ব্বতাদির উপর থাকিতেন এবং তিনি জীবদের উন্নতির ইচ্ছা কখনও করিতেন না। এসকল অবিদ্বানের কথা ব্যতীত ঈশ্বরের কথা হইতে পারে না। উক্ত পুস্তকও কি ঈশ্বরকৃত হইতে পারে?

১৭। তখন তিনি আপনার পত্নী সরীকে কহিলেন—দেখ আমি জানি যে তুমি দেখিতে অতি সুন্দরী স্ত্রী। এই জন্য এইরূপ ঘটিবে যে যখন মিসরবাসী লোক তোমাকে দেখিবে তখন তাহারা বলিবে, এই স্ত্রী ইহার পত্নী এবং ইহাকে বিনাশ করিবে; অথচ তোমাকে জীবিত রাখিবে। "তুমি বলিও যে আমি ইহার ভগ্নী"। তাহা হইলে তোমার দ্বারা আমার মঙ্গল হইবে, ও আমার প্রাণ রক্ষা পাইবে। তৌঃ পর্ব্বঃ ১২। আঃ ১১।১২।১৩॥

সমীক্ষক। এখন দেখ যে খৃষ্টীয় এবং মুসলমানদের মধ্যে এব্রাহাম অতি মহৎ ভবিষ্যদবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার মিথ্যাভাষণাদি অসৎ কার্য্য। অচ্ছা যাহাদের ভবিষ্যদ্বক্তা ধর্ম্মোপদেশক এইরূপ, তাহাদের বিদ্যা এবং কল্যাণের মার্গ কিরূপে লাভ হইতে পারে?

১৮। ঈশ্বর এব্রাহামকে বলিলেন যে তুমি, তোমার বংশানুক্রমে আমার নিয়ম প্রতিপালন করিবে। যে নিয়ম তুমি এবং তোমর পর তোমার বংশধরগণ প্রতিপালন করিবে এবং যে নিয়ম

তোমাদের ও আমার মধ্যে থাকিবে তাহা এইরূপ যে তোমাদের মধ্যে পুরুষের ত্বক্‌ছেদ করা হইবে। তোমাদের নিজেদের শরীরের চর্ম্মাগ্রভাগ ছেদন করিবে এবং তাহাই তোমাদের ও আমার মধ্যে নিয়মের চিহ্ন স্বরূপ থাকিবে। তোমার বংশাবলীর মধ্যে এই নিয়ম থাকিবে। গৃহেই উৎপন্ন হউক অথবা তোমাদের বংশবহির্ভূত কোন বিদেশী হইতে উৎপন্ন হউক আট দিন বয়সে সকল পুরুষেরই ত্বক্‌চ্ছেদ হইবে। ধন দ্বারা ক্রীত বা তোমারে গৃহে উৎপন্ন অথবা তোমাদের ধন দ্বারা পূর্ব্ব ক্রীতই হউক, এরূপ পুরুষের অবশ্যই ত্বক্‌ছেদ করিতে হইবে। আমার নিয়ম সর্ব্বদাই তোমাদের মাংসের উপর থাকিবে। যে বালকের ত্বক্‌চ্ছেদ হয় নাই অর্থাৎ যাহার চর্ম্মাগ্রভাগ ছিন্ন হয় নাই সেই জীব আমার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া নিজের আত্মীয়গণ হইতে, বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। তৌঃ পর্ব্বঃ ১৭॥ আঃ ৯।১০।১১। ১২।১৩।১৪॥

সমীক্ষক—এখন ঈশ্বরের অন্যরূপ আজ্ঞা দেখ। যদি ত্বকছেদ ঈশ্বরের অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে আদি সৃষ্টির সময় উক্ত চর্ম্মের সৃষ্টি করিতেন না। যখন তাহা সৃষ্ট হইয়াছে তখ চক্ষুর উপরিস্থিত মাংসের ন্যায় তাহাও রক্ষণীয়। কারণ সেই গুপ্তস্থান অতি কোমল তাহার উপর চর্ম্ম না থাকিলে একটী পিপীলিকার দংশনে অথবা অতি সামান্য আঘাত লাগিলেও ভীষণ ক্লেশ হইতে পারে। ইহা ছাড়া মূত্র-ত্যাগান্তে সামান্য মূত্রাবশিষ্টও বস্ত্রাদিতে লাগিতে পারে ইত্যাদি কারণ বশতঃও উহার কর্ত্তন করা উচিত নহে। তদ্ভিন্ন এখন খৃষ্টিয়ানগণ এই আদেশ প্রতিপালন করেন না কেন? এই আজ্ঞা নিত্য। উহা যখন তাঁহারা প্রতিপালন করেন না তখন খৃষ্টিয়ানগণ যে সাক্ষ্য দেন "ব্যবস্থা পুস্তকের এক বিন্দুও মিথ্যা নহে" তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। খৃষ্টিয়ানগণ এ বিষয়ে কিছুই চিন্তা করেন না। ॥১৮॥

১৯। ঈশ্বর এব্রাহামের সহিত কথোপকথন শেষ করিয়া উর্দ্ধে চলিয়া গেলেন। তৌঃ পর্ব্বঃ ১৭। আঃ ২২॥

সমীক্ষক—ইহাতে মনে হয় ঈশ্বর মানুষ অথবা পাখী ছিলেন। তিনি উপরে ও নীচে গমনাগমন করিতেন। তিনি কোন ইন্দ্রজালী পুরুষ বলিয়া প্রমাণ হইতেছে। ॥১৯॥

২০। পুনরায় ঈশ্বর মমরের ক্ষেত্রে দর্শন দিলেন এবং সেই দিন প্রখর রৌদ্রের সময় এব্রাহাম শিবিরের দ্বারে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তিনি চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার নিকট তিনজন মনুষ্য দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাহাদিগকে দেখিয় সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তিনি শিবিরের দ্বারদেশে ধাবমান হইলেন এবং ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। পরে বলিলেন হে স্বামিন্! আমি আপনার দর্শনানুগ্রহ পাইয়াছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ দাসের নিকট হইতে চলিয়া যাইবেন না। যদি অনুমতি হয় তবে আমি অল্প পরিমাণে জল নিয়া আসি এবং আপনার চরণ প্রক্ষালন করি। আপনি বৃক্ষতলে উপবেশন করুন। আমি একখণ্ড পিষ্টক লইয়া আসি। আপনি ভোজনান্তে গমন করিবেন। কারণ এই জন্যই আপনি আপনার দাসের নিকট আসিয়াছেন। তখন তাঁহারা বলিলেন যে তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাই কর। তখন এব্রাহাম শিবির মধ্যে সরার (তাঁহার পত্নীর) নিকট গমন করিয়া বলিলেন যে তাড়াতাড়ি উত্তম গোধূমচূর্ণ হইতে তিন

পাত্র পরিমাণ করিয়া, উত্তমরূপে পিষ্টক প্রস্তুত কর। এব্রাহাম পশুপালের দিকে ধাবমান হইলেন এবং অতি কোমল একটী বৎস লইয়া ভৃত্যকে প্রদান করিলেন। ভৃত্যও তাহা অতি শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিল। পরে তিনি মাখন, দুগ্ধ ও উক্ত সুপক্ক বৎস মাংস লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহারা ভোজন করিলেন। তৌঃ পর্ব্বঃ ১৮ আঃ।১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮॥

সমীক্ষক—এখন সজ্জনেরা দেখুন! যাঁহাদের ঈশ্বর গোবৎসের মাংস ভোজন করেন সেই সম্প্রদায়ী ভক্তগণ গো, গোবৎস এবং অন্যান্য পশুদিগকে কি ছাড়িবে? যাহার বিছুমাত্র দয়া নাই এবং যে মাংসাসী, সে হিংসক মনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। তদ্ভিন্ন ঈশ্বরের সহিত যে তিনজন মানুষ ছিল তাহারা কে তাহা জানা যায় না। এই সমস্ত হইতে বুঝা যায়, বন্য মনুষ্যদের মধ্যে একটী দল ছিল এবং উহাদের মধ্যে যে প্রধান ছিল, বাইবেলে তাহারই নাম ঈশ্বর বলিয়া লেখা হইয়াছে। এই সকল কারণবশতঃ বুদ্ধিমান্ এই পুস্তককে ঈশ্বরকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং এইরূপ ঈশ্বকেও ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারন ন। ॥২০॥

২১। পরমেশ্বর এব্রাহামকে বলিলেন "আমি বৃদ্ধা হইয়াছি সত্যই কি আমার পুত্র জন্মিবে" এইরূপ বলিয়া সরা কেন হাস্য করিয়াছে? পরমেশ্বরের পক্ষে কি কিছু অসাধ্য আছে? তৌঃ পর্ব্বঃ ১৮। আঃ ১৩। ১৪॥

সমীক্ষক—দেখ, খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বরের কি লীলা। তিনি বালক অথবা স্ত্রীলোকের ন্যায় উত্যক্ত হন ও রহস্য করেন। ১। ২১॥

২২। তখন পরমেশ্বর তাঁহার দিক হইতে সোদুম স্বরার উপর অগ্নি এবং গন্ধক বর্ষণ করিলেন। তিনি উক্ত নগরগুলিকে, তাহার নিকটস্থ ক্ষেত্র সকলকে, উক্ত নগরস্থ সমস্ত অধিবাসীদিগকে ও ভূমি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছিল, তৎ সমস্তই বিধ্বস্ত করিয়া নষ্ট করিলেন। তৌঃ পর্ব্বঃ ১৯। আঃ ২৪। ২৫॥

সমীক্ষক—বাইবেলের ঈশ্বরের এ লীলাও দর্শন কর। তাঁহার বালকদের উপরও কিছুমাত্র দয়া হইল না? সকলেই কি অপরাধী হইয়াছিল যে তিনি ভূমি বিধ্বস্ত করিয়া সকলকে চাপিয়া মারিলেন? এইরূপ কার্য্য ন্যায়, দয়া ও বিবেক বিরুদ্ধ। যে সম্প্রদায়ের ঈশ্বর এইরূপ কার্য্য করেন, তাহার উপাসকেরা তদ্রূপ করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

২৩। এস আমরা আমাদের পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া এবং রাত্রিতে তাঁহার সহিত শয়ন করিয়া পিতা দ্বারা বংশ রক্ষা করি। তখন তাহারা তাহাদের পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল। প্রথম জ্যেষ্ঠা গমন করিল এবং বংশরক্ষা-মানসে নিজ পিতার সঙ্গে শয়ন করিল। জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে বলিল, আমরা আজ রাত্রেও তাঁহাকে পান করাইব এবং যাইয়া শয়ন করিবে। এইরূপে লুতের দুই কন্যা নিজ পিতা দ্বারা গর্ভবতী হইল। তৌঃ ১৯। আঃ ৩২।৩৩।৩৪।৩৬॥

সমীক্ষক—দেখ, পিতা এবং পুত্রীও যে মদ্য পানের মত্ততাবশতঃ কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে

পারে না, খৃষ্টিয়ানগণ সেই সর্ব্বনাশা মদ্য পান করিয়া থাকে। ইহার অপকারের কি সীমা আছে? এই জন্য বুদ্ধিমানেরা মদ্য পানের নাম পর্য্যন্তও গ্রহণ করিবেন না। ॥২৩॥

২৪। নিজ কথানুসারে পরমেশ্বর সরাকেই দর্শন দিলেন এবং তিনি সরার প্রতি আপনার পূর্ব্বোক্ত বচনানুসারে কার্য্য করিলেন, তাহাতেই সরা গর্ভবতী হইল। তৌঃ উৎপঃ ২১। আঃ ১।২॥

সমীক্ষক—এখন বিচার কর যে সরাকে দর্শন দিয়া তাহাকে গর্ভবতী করা কিরূপ কার্য্য হইল? পরমেশ্বর এবং সরা ব্যতিরেকে গর্ভ স্থাপনের কি তৃতীয় কারণ দৃষ্টিগোচর হয়? ইহাতে বুঝা যায় সরা পরমেশ্বরের কৃপায় গর্ভবতী হইয়াছিল !!! ২৪ ॥

২৫। তখন এব্রাহাম অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পিষ্টক ও এক বোতল জল হাজিরার স্কন্ধে অর্পণ করিলেন এবং তাহার উপর শিশুর ভার দিয়া উহাকে বিদায় দিলেন। হাজিরা শিশুকে লইয়া গাছের নীচে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন ঈশ্বর উক্ত বালকের শব্দ শ্রবণ করিলেন। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ২১। আঃ ১৪।১৫।১৬।১৭॥

সমীক্ষক—এখন খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বরের লীলা দেখ। প্রথমতঃ সরার পক্ষপাতী হইয়া উক্ত স্থান হইতে হাজিরাকে বিদায় দিলেন। পরে উচ্চৈঃস্বরে হাজিরা রোদন করিতে লাগিল কিন্তু ক্রন্দন শব্দ শুনিল বালকের, ইহা কিরূপ অদ্ভুত কথা? বোধ হয় ইহা এইরূপ হইবে যে ঈশ্বরের ভ্রম হইয়াছিল এবং বালকই রোদন করিতেছিল। এসকল কি কখনও ঈশ্বর বা ঈশ্বরকৃত পুস্তকের কথা হইতে পারে? ইহা সাধারণ মনুষ্যের কথা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই পুস্তকের প্রায় কথাই অসার কথায় পূর্ণ। ॥২৫॥

২৬। তাহার পর ঈশ্বর এব্রাহামকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে এব্রাহাম! তোমার একমাত্র অতি প্রিয় সন্তান ইজ্‌হাককে হোমার্থ বলি প্রদান কর। এব্রাহাম নিজের পুত্র ইজহাকে বন্ধন করিয়া বেদীর উপরিস্থিত কাষ্ঠের উপর রাখিলেন ও কাটারী লইয়া আপনার পুত্রকে বিনাশ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। তখন পরমেশ্বরের দূত স্বর্গ হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল যে এব্রাহাম! আপনার পুত্রকে হত্যা করিও না। এখন আমি. বুঝিতে পারিয়াছি তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ২২। আঃ ১।২।৯।১০।১১।১২॥

সমীক্ষক—এখন স্পষ্ট বুঝা গেল বাইবেলের ঈশ্বর অল্পজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ নহেন। এব্রাহাবও এক নির্ব্বোধ ছিল, নচেৎ এরূপ চেষ্টা করিবে কেন? বাইবেলের ঈশ্বর যদি সর্ব্বজ্ঞ হইতেন তবে তাহার ভবিষ্যৎ শ্রদ্ধাও সর্ব্বজ্ঞতাবশতঃ জানিতে পারিতেন। ইহাতে বুঝা যায় খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন। ॥২৬॥

২৭। আমাদের সমাধি স্থানের মধ্যে আপনি কোন একটিকে মনোনীত করিয়া আপনার মৃতকে সমাহিত করুন এবং সেই স্থানেই আপনার শব সমাহিত থাকিবে। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ২৩। আঃ ৬॥

সমীক্ষক—শব সমাহিত করিলে সংসারের অত্যন্ত হানি হয়, কারণ তাহা পচিয়া বায়ু দুর্গন্ধময় হয় ও তাহাতে রোগ বিস্তার করে।

প্রশ্ন—দেখুন, যাহা হইতে প্রীতি হয় সে বস্তুকে দগ্ধ করা উত্তম কথা নহে। সমাহিত করা এক প্রকার ঘুম পাড়ান। সুতরাং সমাহিত করাই উত্তম।

উত্তর—শবে যদি প্রীতি হয়, তবে তাহাকে গৃহে রাখেনা কেন? তাহাকে সমাহিতই বা করে কেন? যে জীবাত্মার উপর প্রীতি ছিল তাহা বাহির হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট দুর্গন্ধময় মৃত্তিকার হইতে কি প্রীতি হইবে? যদি প্রীতিই করা হয় তবে তাহাকে মৃত্তিকার মধ্যে নিহিত করা কেন? কেহ যদি কাহাকেও বলে যে তোমাকে ভুমি মধ্যে সমাহিত করিব তাহা হইলে সে উহা শুনিয়া কখনই প্রীত হইবে না। তাহার শরীরের, মুখ ও চক্ষুর উপর মৃত্তিকা, প্রস্তর, ইষ্টক, এবং চূর্ণ নিক্ষেপ করা এবং বক্ষঃস্থলের উপর প্রস্তর স্থাপন করা কিরূপ প্রীতির কার্য্য? শবকে বাক্সের ভিতর রাখিয়া ভুমি মধ্যে নিহিত করাতে পৃথিবী হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ বাহির হইয়া বায়ুকে বিকৃত করতঃ ভয়ানক রোগোৎপত্তি করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ এক শবের জন্য ন্যূনপক্ষে ছয় হাত দীর্ঘ এবং চার হাত বিস্তৃত ভুমি প্রয়োজন। এই হিসাবে শত, সহস্র, লক্ষ অথবা কোটি মনুষ্যের জন্য বহু পরিমাণে ভুমি বৃথাই আবদ্ধ হইয়া যায়। সেই সকল স্থান ক্ষেত্র, উদ্যান অথবা বসবাসের উপযোগী হয় না। এই জন্য সমাহিত করা সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত কর্ম্ম। জলে নিক্ষেপ করা তাহা অপেক্ষা কিছু ভাল। কারণ তাহাকে জলজন্তুগণ সেই সময়েই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া খাইয়া ফেলে। পরন্তু যে কিছু অস্থি এবং মল জলে থাকে তাহা পচিয়া জগতের দুঃখদায়ক হয়। জলের চেয়ে শবকে বনে ফেলিলে আরও ভাল। কারণ মাংসাহারী পশুপক্ষিগণ তাহাকে আগ্রহ সহকারে ভোজন করে। পরন্তু উহার অস্থি মজ্জা ও মল পচিয়া যত পরিমাণে দুর্গন্ধ উৎপাদন করিবে তত পরিমাণেই জগতের অনুপকার হইবে। দাহ করাই সর্ব্বোত্তম, কারণ তাহা হইলে উহার সমস্ত পদার্থ অণুতে পরিণত হইয়া বায়ু মধ্যে উড়িয়া যায়।

প্রশ্ন—দাহ করাতেও দুর্গন্ধ হইয়া থাকে।

উত্তর—অবিধি পূর্ব্বক দাহ করিলে অল্প পরিমাণে হয় বটে পরন্তু সমাধি হইতে যেরূপ হয় তাহা অপেক্ষা অনেক কম। বিধিপূর্ব্বক দাহ করিবার কথা বেদে এইরূপ লেখা আছে যে, শবের তিন হস্ত পরিমিত পুরু সাড়ে তিন হস্ত বিস্তৃত এবং পাঁচ হস্ত দীর্ঘ এবং নীচে দেড় বিঘৎ অর্থাৎ বেশী ঢালু করিয়া বেদি রচনা করিয়া তাহাতে শবের যথা পরিমাণে ঘৃত, সেরকরা ১ রতি কস্তুরী ও এক মাসা কেশর প্রক্ষেপ করিবে। ন্যূনকল্পে অর্দ্ধ মণ চন্দনকাষ্ঠ আবশ্যক, অধিক যত ইচ্ছা লওয়া যাইতে পারে। তাহার সহিত অগুরু, তগর, কর্পূর এবং পলাশাদির কাষ্ঠ সকল বেদীর উপর রাখিয়া, তাহার উপরে শব স্থাপন করিবে। পরে উপরে বেদীর মুখ হইতে চারি দিকে এক বিঘত পর্য্যন্ত উক্ত ঘৃতের আহুতি প্রদান করতঃ দাহ করিবে। এইরূপে দাহ করিলে কোন দুর্গন্ধই হয় না। ইহার নাম অন্ত্যেষ্টি, নরমেধ যজ্ঞ। দরিদ্রের পক্ষে অর্দ্ধ মণের কম ঘৃত চিতায় প্রক্ষেপ করিবে না। সে ভিক্ষা দ্বারাই সংগ্রহ করুক, অথবা তাহার আত্মীয়গণই প্রদান করুক, কিম্বা রাজসাক্ষাৎ দ্বারাই হউক এইরূপে দাহ করিতে হইবে। যদি ঘৃতাদি কোন প্রকারে সংগ্রহ না হয়, তথাপি সমাহিত করা অপেক্ষা কেবল কাষ্ঠ দ্বারা শব দাহ করা উৎকৃষ্ট। কারণ এক বিশ্বা অর্থাৎ ২০ বিঘৎ স্থানে অথবা এক বেদীতে লক্ষ বা কোটি শব দাহ হইতে পারে। ভুমি মধ্যে

সমাহিত করার ন্যায় এত অনিষ্ট করে না। তদ্ভিন্ন কবর দর্শনে ভীতির উদ্রেক হয়। অতএব সমাহিত করা প্রভৃতি সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। ॥২৭॥

২৮। যে পরমেশ্বর আমার স্বামী এব্রাহামের ঈশ্বর তিনি ধন্য। তিনি আমার স্বামীকে তাঁহার দয়া ও সত্য হইতে বঞ্চিত রাখেন নাই। পথে পরমেশ্বর আমার স্বামীর স্বজনদের গৃহাভিমুখে আমার পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ২৪ ॥ আঃ ২৭ ॥

সমীক্ষক—তিনি কি কেবল এব্রাহামেরই ঈশ্বর ছিলেন? আজ কাল যেরূপ ভৃত্য অথবা পথপ্রদর্শকগণ অগ্রসর হয় অর্থাৎ অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া পথপ্রদর্শন করে, ঈশ্বরও যদি তাহাই করিয়া থাকেন তবে বর্ত্তমানে কেন পথ প্রদর্শন করেন না এবং মনুষ্যদের সহিত কথোপকথন করেন না? এই জন্য ইহা ঈশ্বরের অথবা ঈশ্বরকৃত পুস্তকের কথা কখনও হইতে পারে না। উহা বন্য মনুষ্যের কথা। ॥২৮॥

২৯। ইস্‌লামের পুত্রদের নাম যথাক্রমে নবীত, কীদার, অদবিএল, মিবসাম, মিস্‌মাও, দূমা, মস্‌সা, হদর, তৈমা, ইতুর, নফীস্ এবং কিদিসা। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ২৫। আঃ ১৩।১৪।১৫॥

সমীক্ষক—এই ইস্‌মল এব্রাহাম হইতে তাহার দাসী হাজিরার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল ॥২৯॥

৩০। আমি তোমার পিতার রুচি অনুসারে সুস্বাদু ভোজন দ্রব্য প্রস্তুত করিব, তাহা তুমি তোমার পিতার নিকট লইয়া যাইও। তাহা হইলে তিনি ভোজন করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে অশীর্ব্বাদ করিবেন। রেবেকা নিজ গৃহ হইতে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এসৌএর উত্তম পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া ছাগ শাবকের চর্ম্ম তাহার হস্তদ্বয়ে ও গলদেশের মসৃণ স্থানে সংযুক্ত করিয়া দিল। তখন ইয়াকুব আপনার পিতাকে বলিল "আমি আপনার জ্যষ্ঠ পুত্র এসৌ। আপনার কথানুসারে কার্য্য করিয়াছি। আপনি উঠিয়া উপবেশন করুন এবং আমার মৃগয়ালব্ধ মাংস ভোজন করুন। তাহা হইলে আপনার আত্মা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে আশীর্ব্বদ করিবে। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ২৭। আঃ ৯।১০।১৫।১৬।১৯॥

সমীক্ষক—দেখ, এইরূপ মিথ্যা ও কপটতা দ্বারা আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পরে সিদ্ধ ও ভবিষ্যদ্বক্তা (ধর্ম্ম প্রচারক) হইয়া থাকে। ইহা কি আশ্চর্য্যের কথা নহে? এইরূপ লোক যখন খৃষ্টিয়ানদের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন তখন তাহাদের মত বিষয়ে গোলযোগ কি অল্প হইবে। ॥৩০॥

৩১। ইয়াকুব পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া, যে প্রস্তর উপাধান স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহাকে স্তম্ভাকারে স্থাপন করিলেন ও তাহার উপর তৈল নিক্ষেপ করিলেন। উক্ত স্থানের নাম বৈতএল রাখিলেন। তিনি বলিলেন, যে প্রস্তর আমি স্তম্ভাকারে স্থাপন করিয়াছি তাহা ঈশ্বরের গৃহ হইবে। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ২৮ আঃ ১৮।১৯।২২॥

সমীক্ষক—এখন বন্য মনুষ্যদের কার্য্য দেখ। ইহারা প্রস্তর পূজা করে এবং অপরকে তাহাতে প্রবর্ত্তিত করে। মুসলমানগণ ইহাকে "বয়তলমুকদ্দস্" (জেরুসালেম) পবিত্র স্থান কহে। এই প্রস্তরটি কি ঈশ্বরের ঘর? উক্ত প্রস্তর মাত্রেই কি ঈশ্বর থাকেন? কি আশ্চর্য্য! খৃষ্টিয়ানগণ! কি বলিব, তোমরাই ত মহা পৌত্তলিক। ॥৩১॥

৩২। ঈশ্বর রাখিলকে স্মরণ করিয়া তাহার কথা শ্রবণ করিলেন ও তাহার গর্ভাশয় উন্মোচন করিলেন। সে গর্ভিণী হইল ও পুত্র প্রসব করিয়া বলিল যে ঈশ্বর আমার নিন্দা দূর করিয়াছেন। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ। ৩০। আঃ ২২।২৩॥

সমীক্ষক—ধন্য খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর। ইনি কি বিচক্ষণ ডাক্তার! স্ত্রীলোকদের গর্ভাশয় উন্মোচন বিষয়ে কিরূপ শস্ত্র ও ঔষধ আছে? এ সকল কথা কেবল অন্ধপ্রলাপ। ॥৩২॥

৩৩। ঈশ্বর রাত্রিকালে তন্দ্রারত লাবনের স্বপ্নাবস্থায় আসিয়া বলিলেন সাবধান! ইয়াকুবকে ভালমন্দ কিছুই বলিও না। কারণ তুমি তোমার পিত্রালয়ের জন্য অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছ। তুমি কি জন্য আমার দেবতাদিগকে অপহরণ করিয়াছ? তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ৩১। আঃ ২৪।৩০॥

সমীক্ষক—ইহা আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ লিখিতেছি। বাইবেলে ঈশ্বর হাজার হাজার লোকের স্বপ্নাবস্থায় আসিয়া কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং জাগ্রত অবস্থায়ও সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছেন, পান-ভোজনাদি করিয়া গমনাগমন করিয়াছেন ইত্যাদি লেখা আছে। এখনও এরূপ হয় কিনা জানা যায় না। কারণ এখন আর কাহারও স্বপ্নাবস্থায় বা জাগ্রতাবস্থায় ঈশ্বর লাভ হয় না। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে এই সকল বন্য জাতি পাষাণাদি মূর্ত্তিগুলিকে দেবতা মনে করিয়া পূজা করিত। পরন্তু খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বরও প্রস্তরকে দেবতা জ্ঞান করিতেন। নতুবা দেবতা অপহরণ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ॥৩৩॥

৩৪। ইয়াকুব নিজের পথে চলিয়া গেল ও ঈশ্বরের দূতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ইয়াকুব তাহাকে দেখিয়া বলিল যে এই ঈশ্বরের সেনা। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ৩২। আঃ ১।২॥

সমীক্ষক—খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর মানুষ, এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই। কারণ তিনি সেনাও রাখেন। যখন সেনা ছিল তখন অস্ত্র-শস্ত্রও বোধ হয় ছিল এবং যেখানে সেখানে স্থান আক্রমণ করিয়া যুদ্ধও বোধ হয় করিতেন? নচেৎ সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন কি? ॥৩৪॥

৩৫। ইয়াকুব একা রহিয়া গেল এবং প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত একজন তাহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিল। যখন সে দেখিল যে, সে তাহার সঙ্গে পারিবে না, তখন সে তাহার উরুকে মধ্য হইতে স্পর্শ করিল। তখন তাহার সহিত মল্লযুদ্ধ করাতে ইয়াকুবের উরুদেশের মাংসপেশী ছিঁড়িয়া গেল। তখন সে বলিল আমাকে ছাড়িয়া দাও, কারণ প্রভাত হইয়াছে। সে বলিল যতক্ষণ তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিবে ততক্ষণ আমি তোমাকে ছাড়িব না। তখন সে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল ইয়াকুব। তখন সে তাহাকে বলিল, তোমার এই নামের পরিবর্ত্তে ইজ্রেল নাম হইবে। কারণ তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যের সম্মুখে রাজার ন্যায় মল্লযুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছ। তখন ইয়াকুব বলিল তোমার নাম কি? সে বলিল যে তুমি আমার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? সেই সময় সে তাহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিল। ইয়াকুব উক্ত স্থানের নাম ফমুএল রাখিল, কারণ সে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে এবং তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। যখন সে ফমুএলের অপর পারে গমন করিল তখন সূর্য্যের জ্যোতিঃ তাহার উপর পতিত হইল এবং সে উরুদেশাবচ্ছেদে খঞ্জ হইয়া চলিতে লাগিল। এই জন্য ইজ্রেলের বংশধরগণ তাহার উরুদেশের মাংসপেশী উঠিয়া গিয়াছিল বলিয়া অদ্যাপিও ভোজন

করে না। কারণ তাহারা ইয়াকুবের উরুদেশের যে মাংসপেশী উঠিয়া গিয়াছিল তাহা স্পর্শ করিয়াছিল। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ২৩। আঃ ২৪।২৫।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০।৩১।৩২॥

সমীক্ষক—খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর মল্লক্ষেত্রের মল্লযোদ্ধা বলিয়াই সরা ও রাখলের উপর পুত্র হইবার জন্য কৃপা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর কি কখনও এরূপ হইতে পারেন? আরও লীলা দেখ। নাম জিজ্ঞাসা করিলে নিজের নামও বলিবে না। ঈশ্বর তাহার নাড়ী উঠাইয়া দিলেন এবং সে জয়লাভ করিল, পরন্তু ডাক্তার হইলে উরুদেশের নাড়ীকে আরোগ্যও করিতেন। এইরূপ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বশতঃ যেমন ইয়াকুব খঞ্জ হইয়াছিল, সেইরূপ অন্য ভক্তকেও খঞ্জ হইতে হইবে। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা এবং মল্লযুদ্ধ করা ইত্যাদি কথা শরীর-বিশিষ্ট না হইলে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহা কেবল বালকত্বের পরিচয় মাত্র। ॥৩৫॥

৩৬। ইয়ুদাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে দুষ্ট ছিল বলিয়া পরমেশ্বর তাহাকে বিনাশ করিলেন। তখন ইয়ুদাহ ওনানকে বলিল যে তুমি তোমার ভ্রাতার পত্নীর নিকট গমন কর এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া আপন ভ্রাতার বংশ রক্ষা কর। ওনান বুঝিল যে, সে বংশ তাহার নিজের হইবে না। যখন সে তাহার ভ্রাতার পত্নীর নিকট গমন করিল, তখন তাহার বীর্য্য ভূমিতে পড়িয়া গেল। উক্ত কার্য্যে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তিনি তাহাকেও বিনাশ করিলেন। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ। ৩৮। আঃ। ৭।৮।৯।১০॥

সমীক্ষক—এখন দেখ, ইহা মানুষের কাজ কি পরমেশ্বরের কাজ? যখন উহার সহিত নিয়োগ হইল তখন উহাকে কেন বিনাশ করিলেন? তাহার বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিয়া দিলেন না কেন? বেদোক্ত নিয়োগ প্রথাও যে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহাও প্রমাণ হইল। নিয়োগ কার্য্য সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। ॥৬৬॥

পুরাতন বাইবেলান্তর্গত যাত্রা পুস্তক।

৬৭। যখন মূসা প্রাপ্তবয়স্ক হইল, তখন দেখিল যে একজন মিসরবাসী একজন হিব্রুকে মারিতেছে, তখন ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতঃ সেখানে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, মূসা উক্ত মিসর-বাসীকে বিনাশ করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখিল। দ্বিতীয় দিন বাহির হইয়া দেখিল যে দুইজন হিব্রু পরস্পর বিবাদ করিতেছে। তখন সে সেই অন্যায়কারী নির্ব্বোধকে বলিল যে কেন নিজ প্রতিবাসীকে বিনাশ করিতেছ? তখন সে তাহাকে বলিল কে তোমাকে আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে বলিয়াছে? তুমি কি মনে কর যে রীতি অনুসারে তুমি মিসরবাসীকে বিনাশ করিয়াছ তদ্রূপ আমাকেও বিনাশ করিবে? তখন মূসা ভীত হইলেন এবং পলাইয়া বাহির হইলেন। তৌঃ যঃ পর্ব্বঃ ২। আঃ ১১।১২।১৩।১৪।১৫॥

সমীক্ষক—এখন দেখ, মূসা যিনি বাইবেলের মুখ্য সিদ্ধ-কর্ত্তা ও সিদ্ধান্তোপদেশক আচার্য্য, তাঁহার চরিত্র ক্রোধাদি দুষ্টগুণযুক্ত, এবং তিনি মনুষ্য হত্যাকারী ও তস্করের ন্যায় রাজদণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যগ্র। অর্থাৎ যখন কার্য্য গোপন করিয়াছেন তখন অবশ্যই তাঁহাকে মিথ্যাবাদী হইতে হইবে। এইরূপ লোকেরও ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হওয়াতে তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা (ধর্ম্মোপদেশক) হইয়াছেন এবং তিনি ইহুদী আদি মতের প্রবর্ত্তক হওয়াতে তাহাও মূসারই সদৃশ হইয়াছে। এইজন্য মূসা হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টিয়ানদের যত মূল পুরুষ হইয়াছে তাহারা সকলেই বন্য অবস্থায় ছিলেন, কেহই বিদ্বান্ ছিলেন না। ॥৩৭॥

৩৮। কয়টি মেষশাবক ধরিয়া বিনাশ কর। একমুষ্টি জূফা (বৃক্ষবিশেষ) গ্রহণ করিয়া পাত্রস্থিত রুধিরে তাহাকে নিমগ্ন করিয়া দ্বারের উপরিভাগে এবং উভয় পার্শ্বে উহার ছাপ দাও এবং প্রভাত পর্য্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেহ গৃহদ্বারের বাহির হইবে না। কারণ পরমেশ্বর মিসরবাসীদিগকে বিনাশ করিবার জন্য সর্ব্বত্র যাইবেন। উক্ত দ্বারের উপরিভাগে ও উভয় পার্শ্বে রুধির দর্শন করিলে তিনি সেই দ্বার হইতে চলিয়া যাইবেন এবং তোমাদের গৃহে বিনাশকদিগকে বিনাশার্থ যাইতে দিবেন না। তৌঃ যাঃ পঃ ১২। আঃ ২১।২২।২৩॥

সমীক্ষক—ইহা ত যাদুকরের ন্যায়। এই ঈশ্বর কখনও কি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন? রুধিরের ছাপ দেখিলেই ইজরেল কুলের গৃহ জানিতে পারিবেন অন্যথা নহে। এ কার্য্য ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্যের সদৃশ। ইহা দ্বারা বুঝা যায় এ সকল কথা কোন বন্য মনুষ্যের লিখিত। ॥৩৮॥

৩৯। এইরূপ হইল যে পরমেশ্বর অর্দ্ধ রাত্রে নিজ সিংহাসনোপবিষ্ট ফিরাউনের জ্যেষ্ঠ সন্তান হইতে বন্দীগৃহস্থিত বন্দীর জ্যেষ্ঠ সন্তান পর্য্যন্ত এবং সমস্ত পশু ও নবজাত শাবকদিগকেও বিনাশ করিলেন। রাত্রিতে ফিরাউন, তাহার সেবকগণ ও সমস্ত মিসরবাসী লোক উঠিল এবং সমস্ত মিসরে অতিশয় বিলাপ হইতে লাগিল। কারণ এমন গৃহ ছিল না যাহাতে একজন বিনষ্ট না হইয়াছিল। তৌঃ আঃ পঃ ১২। আঃ ২৯।৩০॥

সমীক্ষক—বাহবা! অর্দ্ধরাত্রে নির্দ্দয় ডাকাতের ন্যায় খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর শিশু, বালক, বৃদ্ধ এবং পশুদিগকে পর্য্যন্তও বিনা অপরাধে বিনাশ করিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র দয়া হইল না। মিসরে অতিশয় বিলাপ হইতে থাকিলেও কি খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বরের চিত্ত হইতে নিষ্ঠুরতা দূর হইল না? ঈশ্বর তো দূরের কথা এরূপ কার্য্য কোন সাধারণ মনুষ্যেরও করণীয় নহে। ইহা আশ্চর্য্য নহে, কারণ লেখা আছে যে "মাংসাহারিণঃ কুতো দয়া"। যখন খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর মাংসাহারী, তখন তাঁহার দয়া করিবার প্রয়োজন কি? ॥৩৯॥

৪০। পরমেশ্বর তোমাদের জন্য যুদ্ধ করিবেন। ইজ্রেলদের সন্তানদিগকে বল যে উহারা অগ্রসর হউক। পরন্তু তোমরা যষ্টি উত্তোলন কর এবং সমুদ্রের উপর হস্ত প্রসারণ করিয়া উহাকে দুই ভাগ কর। ইজ্রেলের সন্তানগণ সমুদ্রের মধ্যদেশ দিয়া সুখে ভূমির উপর দিয়া চলিয়া যাইবে। তৌঃ যাঃ পঃ ১৪। আঃ ১৪।১৫।১৬॥

সমীক্ষক—কেন মহাশয়? প্রথমে তো ঈশ্বর মেষপালের পিছনে মেষপালকের ন্যায় ইজ্রেল

বংশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিচরণ করিতেন এবং এখন জানা যায় না যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন? অন্যথা সমুদ্রের মধ্য দিয়া চারিদিকে বাষ্পীয় যানের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেন এবং তাহাতে সমগ্র সংসারের উপকার হইত। নৌকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার জন্য কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। পরন্তু কি করা যায়, খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর কোথায় লুক্কায়িত রহিলেন তাহা কিরূপে জানা যাইবে? বাইবেলের ঈশ্বর মূসার সহিত এইরূপ অনেক অসম্ভব লীলা করিয়াছেন। পরন্তু ইহা অবগত হওয়া গেল যে খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর যেরূপ, তাঁহার সেবক ও তাঁহার রচিত পুস্তকও তদ্রূপ। এইরূপ পুস্তক এবং এইরূপ ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকিলেই মঙ্গলের বিষয়। ॥৪০॥

৪১। আমি (পরমেশ্বর) তোমাদের উজ্জ্বল ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর। যাহারা আমার সহিত শত্রুতা করে, তাহাদের অপরাধের দণ্ড তিন চার পুরুষ পর্য্যন্ত প্রদান করি। তৌ যাঃ পঃ ২০। আঃ ৫॥

সমীক্ষক—পিতার অপরাধ বশতঃ চারি পুরুষ পর্য্যন্ত দণ্ড দান করাকে কিরূপে উত্তম মনে করা যায়? সৎ লোকের অসৎ সন্তান ও অসৎ লোকের কি সৎ ছেলে হয় না? যদি তাহা হয় তবে চার পুরুষ পর্য্যন্ত কিরূপে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে? অপরন্তু যদি পঞ্চম পুরুষের পর কেহ দুষ্ট হয় তাহাকেই বা কেন দণ্ড দেওয়া হয় না? নিরপরাধকে শাস্তি দেওয়া অজ্ঞানীর কার্য্য! ॥৪১॥

৪২। বিশ্রাম দিনকে পবিত্র রাখিবার জন্য স্মরণ কর। ছয় দিন যাবত তুমি পরিশ্রম কর। সপ্তম দিন পরমেশ্বরের, ঐ দিন তোমাদের ঈশ্বরের বিশ্রাম দিন। পরমেশ্বর বিশ্রাম দিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। তৌঃ যাঃ পঃ ২০।আঃ৮।৯।১০।১১॥

সমীক্ষক—রবিবারই কি শুধু পবিত্র? আর অবশিষ্ট ছয় দিন কি অপবিত্র? পরমেশ্বর কি ছয় দিন অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে, তাহাতে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া সপ্তম দিনে নিদ্রা গিয়াছিলেন? যদি রবিবারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন, তবে সোমবার প্রভৃতি ছয় দিনকে কি দিয়াছিলেন? হয় তো অভিশাপ দিয়াছিলেন। এরূপ কার্য্য যখন জ্ঞানবান দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, তখন ঈশ্বর দ্বারা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আচ্ছা রবিবার কি গুণ ও সোমবারাদি কি দোষ করিয়াছে যে একেকে পবিত্র করিয়া বর দিলেন এবং অন্যকে বৃথা অপবিত্র করিয়া দিলেন। ॥৪২॥

৪৩—প্রতিবেশীর বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না এবং তাহার স্ত্রী, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী, গো, গর্দ্দভ প্রভৃতি বা অন্য যে কোন বস্তুর উপর লোভ করিবে না। তৌঃ যাঃ পঃ ২০। আঃ ১৬।১৭॥

সমীক্ষক—বাহবা! এইজন্যই তৃষ্ণাতুর যেরূপ জলের উপর, বুভুক্ষু যেমন অন্নের উপর, তদ্রূপ খৃষ্টিয়ানগণ পরদেশীয়দের সম্পত্তির উপর লালায়িত হয়। ইহা লোভ ও পক্ষপাতের কথা মাত্র। খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বরও সেইরূপ। যদি বলেন যে, আমরা মনুষ্যমাত্রকেই প্রতিবেশী মনে করি, তবে মানুষ ভিন্ন অন্য কাহাকে স্ত্রী ও দাসী-বিশিষ্ট মনে করা যাইতে পারে যে, তাহাকে ভিন্ন প্রতিবেশী মনে করা যাইবে? এইজন্য এ সকল কথা স্বার্থপর মনুষ্যদের উপযুক্ত; ঈশ্বরের নহে। ॥৪৩॥

৪৪। এখন সন্তানদের মধ্যে সমস্ত বালকদের এবং পুরুষদের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এরূপ সমস্ত স্ত্রীলোকদের প্রাণ বিনাশ কর। পরন্তু কেবল অবিবাহিতা কন্যাদিগকে নিজেদের জন্য জীবিত রাখ। তৌঃ গিনতীঃ পঃ ৩১। আঃ ১৭।১৮॥

সমীক্ষক—বাহবা! ভবিষ্যদ্বক্তা (ধর্মোপদেশক) মূসা ও তোমাদের ঈশ্বর ধন্য! তাঁহারা স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ এবং পশুদিগকেও হত্যা করিতে পরাঙ্মুখ হন না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে মূসা ঘোর বিষয়ী লোক ছিলেন। কারণ তিনি বিষয়ী না হইলে অক্ষত-যোনি অর্থাৎ পুরুষ সমাগম রহিত কন্যাদিগকে নিজের জন্য প্রার্থনা করিবেন কেন? তাহাদিগকে এরূপ বিষয়ীভাবে নির্দ্দয় আদেশইবা দিবেন কেন?

৪৫। যদি কেহ কোন মনুষ্যকে প্রহার করে এবং তাহাতে সে মরিয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই তাহাকে বিনাশ করা হইল। যে মনুষ্য হত্যাসক্ত নয় ঈশ্বর যদি তাহার হস্তে কাহাকেও সমর্পণ করেন, তাহা হইলে আমি তোমাকে তাহার পলায়নের স্থান বলিয়া দিব। তৌঃ যাঃ পঃ ২১। আঃ ১২।১৩॥

সমীক্ষক—যদি ঈশ্বরের এই ন্যায় সত্য হয়, তবে মূসা যখন একজন লোককে হত্যা করিয়া সমাহিত করতঃ পলায়ন করিল তখন তাহার এই দণ্ড হইল না কেন? যদি বল যে ঈশ্বর মূসাকে তাহার বিনাশার্থ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হইলে ঈশ্বর পক্ষপাতী। কারণ কেন তিনি মূসার উপর ঈশ্বরোচিত দণ্ডবিধান করিলেন না? ॥৪৫॥

৪৬। পরমেশ্বরের মঙ্গলার্থে বৃষ বলি দেওয়া হইল। মূসা অর্দ্ধেক রুধির গ্রহণ করিয়া পাত্রে স্থাপন করিলেন ও অর্দ্ধেক বেদীর উপর সিঞ্চন করিলেন। পরে মূসা পাত্রস্থিত রুধির মনুষ্যদের উপর সিঞ্চন করিয়া বলিলেন যে, পরমেশ্বরের এই সকল কার্য্যের জন্য তোমাদের সহিত নিয়ম সূচক এই রুধির জানিবে। পরমেশ্বর মূসাকে বলিলেন, পর্ব্বতের উপর আমার নিকট আসিয়া অবস্থান কর। আমি তোমাকে এক প্রস্তর ফলক, ব্যবস্থা ও তোমাদের জন্য যে সকল আজ্ঞা লিখিয়া রাখিয়াছি, তাহা দিব। তৌঃ যাঃ পঃ ২৪। আঃ ৫।৬।৮।১২॥

সমীক্ষক—এখন দেখ, ইহা বন্য মনুষ্যের কথা কিনা? পরমেশ্বর বৃষ বলি গ্রহণ করেন, বেদীর উপর রুধির সিঞ্চন করা, ইহা কিরূপ বন্যতা ও অসভ্যতার কথা? যখন খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বরও বৃষ বলি গ্রহণ করেন তখন তাঁহার ভক্তগণ বৃষ ও ধেনু বলির প্রসাদ গ্রহণ করিয়া উদর পূর্ণ করিবেন না কেন? এইরূপে জগতের ক্ষতিই বা করিবেন না কেন? এইরূপ অসৎ কথায় বাইবেল পরিপূর্ণ। এই প্রকার কুসংস্কার বশতঃ তাহারা বেদেও এই সকল বৃথা দোষারোপ করিতে ইচ্ছা করে। পরন্তু বেদে এ সকল কথার নামমাত্রও নাই। ইহা দ্বারা এই বুঝা গেল যে, খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর কোন এক পার্ব্বত্য লোক ছিলেন, এবং পর্ব্বতে বাস করিতেন। উক্ত ঈশ্বর মসী, লেখনী ও কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে জানিতেন না। তাঁহার নিকট উক্ত সামগ্রীসকল ছিল না বলিয়া প্রস্তর ফলক উপর লিখিয়া দিতেন। এই সকল বন্য লোকদের নিকট তিনিই ঈশ্বর হইয়া বসিয়াছিলেন। ॥৪৬॥

৪৭। তিনি বলিলেন, তুমি আমার রূপ দেখিতে পারিবে না। কারণ আমাকে দেখিয়া কোন মনুষ্য জীবিত থাকে না। পরমেশ্বর বলিলেন যে আমার নিকট এক স্থান আছে এবং তুমি উক্ত

শৃঙ্গ পর্ব্বতের উপর দণ্ডায়মান থাকিবে। তখন এইরূপ হইবে যে আমার বিভব প্রজ্জ্বলিতভাবে যখন বাহির হইবে তখন আমি তোমাকে পর্ব্বতের গহ্বরে রক্ষা করিব এবং যখন বাহির হইব তখন স্বহস্তে তোমাকে আচ্ছাদন করিব। পরে আমার হস্ত অপসৃত করিলে তুমি আমার পশ্চাদ্‌ভাগ দর্শন করিবে, কিন্তু আমার রূপ দেখিতে পাইবে না। তৌঃ যাঃ পঃ ৩৩। আঃ ২০।২১।২২।২৩॥

সমীক্ষক—এখন দেখ, খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর স্বাভাবিক মনুষ্য শরীরধারী ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি মূসার সহিত কিরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া বসিয়াছেন। যদি পশ্চাদ্‌ভাগ দেখিতে না পায় তাহা হইলে হস্ত দ্বারা উহাকে আচ্ছাদন করাও হইতে পারে না। যখন ঈশ্বর নিজ হস্তে মূসাকে আচ্ছাদন করিলেন তখন কি তিনি তাঁহার হস্তের রূপ দেখিতে পান নাই? ॥৪৭॥

লয় ব্যবস্থার পুস্তক।

৪৮। পরমেশ্বর মূসাকে আহ্বান করিলেন এবং মণ্ডলীর শিবিরের মধ্য হইতে তাঁহাকে বলিলেন যে ইজ্‌রেলের সন্তানদিগকে বল যে যদি তোমাদের মধ্যে কেহ পরমেশ্বরের জন্য বলির সামগ্রী লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর তবে তোমরা পালিত পশুর অর্থাৎ গো, বৃষ, মেষ ও ছাগাদির মধ্য হইতে নিজেদের বলি আনয়ন কর। তৌঃ লৈঃ ব্যবস্থাপুস্তক পঃ ১। আঃ ১।২॥

সমীক্ষক—এখন বিচার কর যে, খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর গো-বৃষাদি বলি গ্রহণ-কর্ত্তা এবং তিনি স্বয়ং নিজের জন্য বলিদান করিতে লোককে উপদেশ দিতেছেন। তিনি রক্ত-পিপাসু ও মাংসাভিলাষী কি না? এইজন্য তাঁহাকে অহিংসক এবং ঈশ্বররূপে কখনও গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পরন্তু তিনি মাংসাহারী ও প্রতারক। ॥৪৮॥

৪৯। সে পরমেশ্বরের নিকট উক্ত বৃষ বলিদান করিবে ও হারুণের পুত্রগণ যাজক হইয়া সেই রুধির নিকটে আনয়ন করিবে ও মণ্ডলীর শিবিরের দ্বারদেশস্থিত যজ্ঞবেদীর চারিদিকে উক্ত রুধির সিঞ্চন করিবে। পরে তাহারা সেই বলি-সামগ্রীর চর্ম্ম ছাড়াইয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিবে। যাজক হারুণের পুত্রগণ যজ্ঞবেদীর উপর অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহার উপর ক্রমশঃ কাষ্ঠ সাজাইবে ও বলি-সামগ্রীর খণ্ডগুলি, মস্তক ও মেদঃ যজ্ঞবেদীর অগ্নির উপরিস্থিত কাষ্ঠের উপর বিধিপূর্ব্বক ধারণ করিবে। এইরূপে অগ্নি দ্বারা সুগন্ধার্থ পরমেশ্বরের জন্য বলি প্রদত্ত হইলে, বলি-সামগ্রী প্রস্তুত হইবে। তৌঃ লয় ব্যবস্থা পুস্তক. পঃ ১। আঃ ৫।৬।৭।৮।৯॥

সমীক্ষক—একটু বিচার করিয়া দেখ যে, পরমেশ্বরের সম্মুখে তাঁহার ভক্ত বৃষ বিনাশ করিবে এবং তিনি বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে রুধির সিঞ্চন করিবে, অগ্নিতে হোম করিবে ও ঈশ্বর সুগন্ধ আঘ্রাণ করিবেন, এই সকল ব্যাপার কি হত্যাজীবীদের গৃহে যাহা হইয়া থাকে, তদপেক্ষা কোনওরূপে কম? এইজন্য মনে হয় বাইবেল ঈশ্বরকৃত নহে। বন্য মনুষ্যের ন্যায় লীলাধারী এই ঈশ্বর কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন না। ॥৪৯॥

৫০। পুনরায় পরমেশ্বর মূসাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, কৃতাভিষেক যাজক যদি সাধারণ লোকের তুল্য পাপ করেন, তবে তিনি নিজকৃত পাপের জন্য, তাহার বলি স্বরূপ নির্দ্দোষ এক বৃষ পরমেশ্বরের জন্য লইয়া যাইবেন এবং বৃষের মস্তকে নিজের হস্ত স্থাপন করিয়া পরমেশ্বরের নিকট সেই বৃষকে বলি দিবেন। লৈ—ব্যঃ তৌঃ পঃ ৪। আঃ ১।৩।৪॥

সমীক্ষক—এখন দেখ, পাপ খণ্ডনার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিতেও স্বয়ং পুনঃ পাপগ্রস্ত হইয়া, গো প্রভৃতি পশুদিগকে হত্যা করিবে; পরমেশ্বর স্বয়ং তাহাতে প্রবৃত্ত করেন। খৃষ্টিয়ানগণ! তোমরাই ধন্য! এইরূপ কার্য্যগুলির অনুষ্ঠাতা এবং প্রবর্ত্তককেও ঈশ্বর মনে করিয়া নিজেদের মুক্তির আশা করিতেছ। ॥৫০॥

৫১। যখন কোন অধ্যক্ষ পাপ করিবেন, তখন তিনি কোন ছাগের নির্দ্দোষ পুংশাবক আপনার বলি সামগ্রী-স্বরূপ পরমেশ্বরের সম্মুখে লইয়া তাহা বলি দিবেন। ইহা পাপের বলি। তৌঃ লৈঃ পঃ ৪। আঃ ২২।২৩।২৪॥

সমীক্ষক—বাহবা! যদি এরূপ হয় তবে ইহাদের অধ্যক্ষ অর্থাৎ ন্যায়াধীশ ও সেনাপতি প্রভৃতি পাপ করিতে কখনও ভয় করিবে না। নিজে তো যথেষ্ট পাপ করিবেই তদ্ভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গো, বৃষ এবং ছাগাদিরও প্রাণ বিনাশ করিবে! এই জন্যই খৃষ্টিয়ানগণ কোন পশু বধ করিতে শঙ্কিত হন না। খৃষ্টিয়ানগণ! শ্রবণ কর, এখন এই বন্য মত পরিত্যাগ করিয়া সুসভ্য হও ও ধর্ম্মময় বেদমত স্বীকার কর। তাহা হইলে তোমাদের কল্যাণ হইবে। ॥৫১॥

৫২। যদি মেষ আনিবার উপযুক্ত সম্পত্তি তাহার না থাকে, তবে নিজ কৃত অপরাধের জন্য দুইটী ঘুঘু পক্ষী ও দুইটী কপোত শাবক পরমেশ্বরের জন্য আনয়ন করিবে। তাহাদের গলদেশের পার্শ্ব দিয়া মুচড়াইবে কিন্তু শিরশ্ছেদ করিবে না। উহারা কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিলে ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে। যদি দুইটী ঘুঘু ও দুইটী কপোত শাবক আনয়নের সম্পত্তি না থাকে তাহা হইলে এক সের ময়দায় দশম ভাগ বলি সামগ্রীরূপে আনয়ন করিবে।* তাহাতে তৈল দিবে না। তবে তাহাকে ক্ষমা করা যাইবে। তৌঃ লঃ পঃ ৫। আঃ ৭।৮।১০।১১।১৩॥

সমীক্ষক—এখন শ্রবণ কর যে খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে কোন দরিদ্র, ধনাঢ্য কিম্বা নিতান্ত নিঃস্বও পাপ করিতে ভীত হয় না। কারণ ইহাদের ঈশ্বর পাপের প্রায়শ্চিত্ত সহজ করিয়া রাখিয়াছেন।

---

* যিনি গোবৎস, মেষ ও ছাগলশাবক, কপোত এবং ময়দা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবার নিয়ম করিয়াছেন এই ঈশ্বর ধন্য। অদ্ভুত কথা এই যে কপোতশাবকের "গলদেশ মুচড়াইয়া" গ্রহণ করিতেন অর্থাৎ গলদেশ কর্ত্তন করিবার পরিশ্রম করিতে হইবে না। এই সকল বিষয় দেখিলে এইরূপ বুঝা যায় যে বন্যদের মধ্যে কোন চতুর পুরুষ ছিলেন। তিনি পর্ব্বতের উপর গিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন ও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। বন্যলোক অজ্ঞানী হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তিনি আপনার যুক্তিবলে উক্ত পর্ব্বতের উপর ভোজনার্থ পশু, পক্ষী এবং অন্নাদি প্রার্থনা করিতেন ও আনন্দ করিতেন। তাঁহার দূত "ফরিস্তা" কার্য্য করিত। গোবৎস, মেষ ও ছাগশাবক, কপোত ও উত্তম ময়দা ভোজন কর্ত্তা বাইবেলের ঈশ্বর কোথায় এবং সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজ্ঞ, অজন্মা, নিরাকার, সর্ব্বশক্তিমান এবং ন্যায়কারী ইত্যাদি উত্তমগুণযুক্ত বেদোক্ত ঈশ্বরই বা কোথায়! তাহাদের উভয়ের মধ্যে কতদূর প্রভেদ তাহা সজ্জনেরা বিচার করুন॥

খৃষ্টিয়ানদের বাইবেলে এই এক অতি অদ্ভুত কথা আছে যে কষ্ট ভোগ ব্যতিরেকেও পাপানুষ্ঠান দ্বারা পাপ খণ্ডিত হইয়া যায়। কারণ প্রথমতঃ পাপ করে এবং দ্বিতীয়তঃ জীব হিংসা দ্বারা অতিশয় আনন্দপূর্ব্বক মাংস ভোজন করিয়া মনে করে যে পাপের খণ্ডন হইল। কপোত শাবকের গলদেশ মুচড়াইলে বহুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া থাকে, তথাপি খৃষ্টিয়ানদের দয়া হয় না। যখন ইহাদের ঈশ্বরই হিংসা করিবার উপদেশ দেন তখন ইহাদের কিরূপে দয়া উপস্থিত হইবে? যখন সমস্ত পাপের এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত নিয়ম আছে যে কেবল ঈশার উপর বিশ্বাস মাত্রেই পাপের খণ্ডন হয়, তখন এতাদৃশ মহৎ আড়ম্বর কেন? ॥৫২॥

৫৩। যে যাজক বলি সমর্পণ করিবেন সেই বলির চর্ম্ম তাঁহারই হইবে। চুল্লীতে, কটাহে অথবা লৌহপাত্রে যাহা পক্ক হইবে সেই সকল বলি সামগ্রী ভোজনার্থ উক্ত যাজকের হইবে। তৌঃ লৈঃ পঃ ৭। আঃ ৮।৯॥

সমীক্ষক –আমরা জানিতাম যে, দেবীপূজক সন্ন্যাসী এবং মন্দিরস্থ পূজকদের মধ্যেই বিচিত্র "পোপ" লীলা বিরাজমান। কিন্তু এখন দেখিতেছি খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর ও তাঁহার সেবকদের মধ্যে তাহারা সহস্রগুণ অধিক পোপ লীলা বর্ত্তমান আছে। কারণ চর্ম্মের মূল্য এবং ভোজ্য পদার্থগুলি উপস্থিত হইলে খৃষ্টিয়ানগণ অতিশয় আনন্দোৎসব করিতেন ও এখনও বোধ হয় করিয়া থাকেন। আচ্ছা কোন মানুষ কি এক পুত্রকে বিনাশ করিয়া তাহার মাংস অপর পুত্রকে ভোজন করায়? এরূপ কি কখনও হইতে পারে? ঈশ্বরের নিকট মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি সমস্ত জীব পুত্রবৎ। সুতরাং পরমেশ্বর এরূপ কার্য্য কখনই করিতে পারেন না। এই হেতু বাইবেল ঈশ্বরকৃত নহে এবং উহাতে লিখিত ঈশ্বরও তাঁহার বিশ্বাসী সেবকগণ কখনই ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারেন না। লয় ব্যবস্থাদি পুস্তক এই সমস্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ। তাহা আর কত উল্লেখ করা যাইবে? ॥৫৩॥

গণনা পুস্তক।

৫৪। উক্ত গর্দ্দভী পথে দেখিতে পাইল যে পরমেশ্বরের দূত তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গর্দ্দভী মার্গ হইতে ক্ষেত্রে ফিরিয়া গেল। তাহাকে উক্তমার্গে ফিরিয়া আসিবার জন্য বলাম যষ্টি প্রহার করিল। তখন পরমেশ্বর গর্দ্দভীর মুখ খুলিয়া দিলেন এবং সে বলামকে বলিল "আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে তুমি আমাকে তিনবার প্রহার করিলে।" তৌঃ গিঃ পঃ ২২। আঃ ২৩।২৮॥

সমীক্ষক—পূর্ব্বে গর্দ্দভ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের দূতদিগকে দেখিতে পাইত। বর্ত্তমানে বিশপ (প্রধান ধর্ম্মযাজক) ও পাদরী (সাধারণ ধর্ম্মযাজক) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট মনুষ্যগণও ঈশ্বর অথবা তাঁহার দূতকে দেখিতে পান না। তবে আজকাল কি পরমেশ্বর এবং তাঁহার দূতগণ নাই? যদি থাকেন তবে কি মহানিদ্রায় নিদ্রিত আছেন? অথবা তাঁহারা পীড়িত হইয়াছেন কিংবা অন্য

ভূলোকে প্রস্থান করিয়া থাকিবেন। বোধ হয় অন্য কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত, অথবা খৃষ্টিয়ানদের উপর রুষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন কিম্বা মরিয়া গিয়াছেন? কি হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। তবে এইরূপ অনুমান হয় যে বর্ত্তমানে যখন নাই এবং দৃষ্টিগোচরও হন না,তখন পূর্ব্বেও ছিলেন না ও দৃষ্টিগোচর হইতেন না। সুতরাং এসকল কেবল মনঃকল্পিত উপন্যাস মাত্র। ॥৫৪॥

সমুএলের দ্বিতীয় পুস্তক।

৫৫। উক্ত রাত্রিতে এইরূপ হইল যে পরমেশ্বরের বাক্য নাতনের কর্ণগোচর হইল। পরমেশ্বর বলিলেন যে তুমি যাও এবং আমার সেবক দাউদকে বল যে পরমেশ্বর বলিয়াছেন যে তুমি আমার বাস করিবার জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণ কর। কারণ যখন ইজ্‌রেলের সন্তানদিগকে মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি সেই অবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমি গৃহে বাস করি নাই, পরন্তু কেবল শিবিরে এবং বাসা-বাটীতে অবস্থান করিয়া আসিতেছি। তৌঃ সমুএলের ২য় পুস্তকঃ পঃ ৭। আঃ ৪।৫।৬॥

সমীক্ষক—খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর মনুষ্যবৎ দেহধারী এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তিনি তিরস্কারসূচক আবেদন করিতেছেন যে আমি অনেক পরিশ্রম করিয়াছি এবং ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছি। এখন যদি দাউদ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয় তবে তাহাতে বিশ্রাম করিব। এইরূপ ঈশ্বর ও এইরূপ পুস্তকের উপর শ্রদ্ধা করিতে খৃষ্টিয়ানদের কি লজ্জা হয় না? কি করা যাইতে পারে? যখন হতভাগ্যগণ একবার বদ্ধ ও আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে তখন নিষ্ক্রমণের জন্য বিশেষ যত্ন ভিন্ন উপায় নাই। ॥৫৫॥

রাজাদের পুস্তক।

৫৬। ব্যাবিলনের রাজা নবুখদ্ নজরের রাজ্যের ঊনবিংশ বৎসরের পঞ্চম মাসের সপ্তমী তিথিতে উক্ত রাজার কোন সেবক এবং নিজ সেনার প্রধান অধ্যক্ষ নবুসব অদ্দান যরূসালমে আগমন করিলেন। তিনি পরমেশ্বরের মন্দির. রাজভবন, যরূসালমস্থিত সমস্ত সাধারণ গৃহ এবং সমস্ত প্রধান প্রধান গৃহ ভস্মসাৎ করিলেন। উক্ত সেনাধ্যক্ষের সহিত যে সমস্ত কসাদীদের সেনা ছিল, তাহারা যরূসালমের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ভগ্ন করিয়া দিল। তৌঃ রাঃ পঃ ২৫। আঃ ৮।৯।১০॥

সমীক্ষক—ইহার উপায় কি হইতে পারে? ঈশ্বর আপনার বিশ্রামার্থ দাউদ দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং উহাতে বোধ হয় স্বচ্ছন্দ অনুভব করিতেন। পরন্তু নবুসর অদ্দান উক্ত ঈশ্বরের গৃহ নষ্ট করিয়া দিল এবং ঈশ্বর অথবা তাঁহার দূতদের সেনা কিছুই করিতে পারিল না। প্রথমে অবশ্য ঈশ্বর

ভয়ঙ্কর যোদ্ধা ছিলেন এবং যুদ্ধ দ্বারা জয়লাভও করিতেন। কিন্তু এখন যে নিজের গৃহ দগ্ধ, ভগ্ন ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইল তথাপি তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া কেন যে বসিয়া রহিলেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার দূত কোথায় পলায়ন করিল তাহাও জানা যায় না। এই সময়ে কেহই কোন কার্য্যে সাহায্য করিল না। ঈশ্বরের পরাক্রমও যে কোথায় উড়িয়া গেল তাহাও বলা যায় না। একথা যদি সত্য হয় তবে প্রথমে যে যে বিষয়ের কথা লেখা হইয়াছে তৎসমুদয়ই কি মিথ্যা? মিসরের বালক, বালিকা-দিগকে হত্যা করিয়াই কি তিনি শূরবীর হইয়া পড়িয়াছিলেন? এখন শূরবীরদের সম্মুখে নিস্তব্ধ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর ইহাতে আপনার নিন্দা ও কুযশ অর্জ্জন করিলেন। এই পুস্তক এইরূপ বহু মূল্যহীন বাক্যে পরিপূর্ণ। ॥৫৬॥

ধর্ম্মগীত দ্বিতীয় ভাগ।

সাময়িক ঘটনার প্রথম পুস্তক।

৫৭। আমার পরমেশ্বর ইজরেলদের উপর মহামারী প্রেরণ করিয়া তাহাদের সাত হাজার মনুষ্য বিনাশ করিয়াছিলেন। কালঃ ১ ভাঃ। দ্বিঃ ২। পঃ ২১। আঃ ১৪॥

সমীক্ষক—এখন ইজরেলের খৃষ্টানদের ঈশ্বরের লীলা দেখ! ইজ্‌রেলকুলে যিনি অনেক বর প্রদান করিয়াছেন এবং দিবারাত্র যাহাদের পালনার্থ বিচরণ করিতেন তিনিই এখন সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া মহামারী প্রেরণ করিয়া সাত হাজার মনুষ্যকে বিনষ্ট করিলেন। এ বিষয়ে একজন কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য। যথা—

ক্ষণে রুষ্টঃ ক্ষণে তুষ্টো রুষ্টস্তুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।

অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ ॥১॥

যেরূপ কোন লোক হঠাৎ প্রসন্ন এবং হঠাৎ অপ্রসন্ন হয় অর্থাৎ যে সহসা প্রসন্ন হয় তাহার প্রসন্নতা ভয়ের কারণ হইয়া থাকে, খৃষ্টিয়ানদের লীলাও তদ্রূপ। ॥৫৭॥

এয়ুবের পুস্তক।

৫৮। একদিন এরূপ হইল যে পরমেশ্বরের সম্মুখে ঈশ্বরের পুত্রগণ আসিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং শয়তানও তাহাদের সঙ্গে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। পরমেশ্বর শয়তানকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ; তখন শয়তান উত্তর করিল আমি পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া

আসিতেছি। তখন পরমেশ্বর শয়তানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমার দাস এয়ুবকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া থাকিবে যে তাহার ন্যায় পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেহ নাই। উক্ত সিদ্ধ এবং পবিত্র মনুষ্য ঈশ্বর হইতে ভীত হয় এবং পাপ হইতে পৃথক্ থাকে। সে এ পর্য্যন্ত আপনার সততা রক্ষা করিয়াছে এবং তুমি অকারণ উহাকে নাশ করিবার জন্য আমাকে উত্তেজিত করিয়াছ। তখন শয়তান পরমেশ্বরকে বলিল যে, চর্ম্মের পরিবর্ত্তে চর্ম্ম হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মনুষ্যের যাহা কিছু আছে সে আপনার প্রাণের নিমিত্ত প্রদান করিবে। এখন আপনার হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহার অস্থি ও মাংস স্পর্শ করুন। তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আপনার সমক্ষে নিজকে পরিত্যাগ করিবে। তখন পরমেশ্বর শয়তানকে বলিলেন যে, দেখ সে তোমার হস্তগত রহিয়াছে। তুমি কেবল তাহার প্রাণরক্ষা করিবে। তখন শয়তান পরমেশ্বরের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল এবং এয়ুবের চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্ফোটক দ্বারা ক্লেশ দিতে লাগিল। এয়ুব পুঃ পঃ ২। আঃ ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।

সমীক্ষক—এখন খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বরের সামর্থ্য দেখ। শয়তান তাঁহার সমক্ষে তাঁহার ভক্তকে ক্লেশ দিতেছে, তাহা দেখিতে পাইয়াও তিনি শয়তানকে দণ্ড দিয়া আপনার ভক্তকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার দূতের মধ্যেও কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতেছে না। এক শয়তানেই সকলকে ভীত করিয়া রাখিয়াছে। তদ্ব্যতীত খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বরও সর্ব্বজ্ঞ নহেন। যদি তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে শয়তান দ্বারা এয়ুবের কোন পরীক্ষা করিবেন? ॥৫৮॥

উপদেশ পুস্তক।

৫৯। আমার অন্তঃকরণ তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি এবং জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে। আমি বুদ্ধি, মত্ততা এবং মূঢ়তা জানিবার জন্য মনোনিবেশ করিয়াছি। আমি বুঝিয়াছি যে ইহা কেবল মনঃক্লেশের কারণ মাত্র। যে হেতু অধিক বুদ্ধি হইতে অতিশয় শোক এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত দুঃখেরও বৃদ্ধি হয়। জঃ উঃ পঃ ১। আঃ ১৬।১৭।১৮॥

সমীক্ষক—দেখ জ্ঞান এবং বুদ্ধি পর্য্যায়বাচক শব্দ হইলেও তাহাদিগকে দ্বিবিধ মনে করা হইতেছে। বুদ্ধি-বৃদ্ধি হইতে শোক, দুঃখ ইত্যাদি অবিদ্বান্ ব্যতিরেকে কে মনে করিতে পারে? এইজন্য বাইবেল ঈশ্বরের রচিত দূরে থাকুক কোন বিদ্বান্ লোকেরও রচিত নহে। ॥৫৯॥

উপরে প্রাচীন বাইবেলের ধর্ম্মগীত সম্বন্ধে লেখা হইল। এখন মথি প্রভৃতি রচিত নব্য বাইবেলের বিষয় কিছু আলোচনা হইতেছে। খৃষ্টিয়ানেরা উহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তাহার নাম (ইঞ্জীল) নব্য বাইবেল রাখা হইয়াছে। ঈষৎ পরিমাণে উহার পরীক্ষাবিষয় অর্থাৎ উহা কিরূপ তাহা লেখা হইতেছে॥

মথি রচিত নব্য বাইবেল।

৬০। যীশুখ্রীষ্টের জন্ম এই প্রকারে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মেরি ইউসফের সহিত বাগ্‌দত্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা পরস্পর একত্র হইবার পূর্ব্বে দেখা গেল তিনি পবিত্র আত্মা হইতে গর্ভবতী হইয়াছেন। পরমেশ্বরের কোন দূত স্বপ্নাবস্থায় তাহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন হে দাউদপুত্র ইযুসফ! তুমি তোমার স্ত্রী মেরিকে এখানে আনিতে সঙ্কুচিত হইও না; কারণ পবিত্র আত্মা হইতে তাহার গর্ভ হইয়াছে। ইঃ পঃ ১। আঃ ১৮।২০॥

সমীক্ষক—এ সকল কথা কোন অবিদ্বান্‌ লোক বিশ্বাস করিতে পারেন না। যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ, তাহা বিশ্বাস করা মূর্খ ও বন্য মনুষ্যদের কার্য্য, সভ্য ও বিদ্বানের নহে। আচ্ছা পরমেশ্বরের যে সকল নিয়ম আছে, তাহা কি কেহ ভঙ্গ করিতে পারে? যদি পরমেশ্বরই তাহার নিয়মের ব্যতিক্রম করেন তাহা হইলে কেহই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে না। তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং নির্ভ্রম। পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে যে যে কুমারীর গর্ভ হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে সকলেই বলিতে পারে যে উক্ত গর্ভ ঈশ্বরের অনুগ্রহেই হইয়াছে। পরমেশ্বরের দূত আমাকে স্বপ্নে বলিয়া দিয়াছেন যে, পরমাত্মা হইতেই এই গর্ভ হইয়াছে ইত্যাদি মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া দিতে পারে। এই সকল অসম্ভব প্রপঞ্চ যেরূপ রচিত হইয়াছে, তদ্রূপ পুরাণ সমূহেও সূর্য্য হইতে কুন্তীর গর্ভ হইয়াছে ইত্যাদি লেখা হইয়াছে। নির্ব্বোধ ধনী লোকেরা এই সকল কথা বিশ্বাস করিয়া ভ্রমজালে পতিত হয়। এস্থলে এইরূপ হওয়া সম্ভব যে, মেরী কোন পুরুষের সমাগমবশতঃ গর্ভবতী হইয়াছিলেন। সেই পুরুষ অন্য কেহ এইরূপ অসম্ভব কথা প্রচার করিয়া দিয়াছিলে যে, তাঁহার গর্ভ ঈশ্বরের অনুগ্রহে হইয়াছে। ॥৬০॥

৬১। তখন আত্মা যীশুকে শয়তান দ্বারা পরীক্ষা করিবার জন্য বনে লইয়া গেলেন। তিনি ৪০ দিন এবং ৪০ রাত্রি উপবাসের পর ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। তখন পরীক্ষক বলিল যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে আজ্ঞা কর যে এই সকল প্রস্তর পিষ্টক হইয়া যাউক। ইঃ পঃ ৪। ১।২।৩॥

সমীক্ষক—ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন। কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলে শয়তান দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিবেন কেন? তিনি নিজেই পরীক্ষা করিতে পারিতেন। আচ্ছা কোন খৃষ্টিয়ান এখন ৪০ দিন এবং ৪০ রাত্রি অনাহার থাকিলে, জীবিত থাকিতে পারে কি? ইহাতে বুঝা যায় তিনি ঈশ্বরের পুত্র নহেন এবং তাহাতে কোনওরূপ সিদ্ধি ছিল না। নতুবা শয়তানের সমক্ষে প্রস্তরকে পিষ্টকে পরিণত করিলেন না কেন? নিজেই বা অনাহারে রহিলেন কেন? ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে পরমেশ্বর যাহাকে প্রস্তর রচনা করিয়াছেন কেহ তাহাকে পিষ্টকে পরিণত করিতে পারে না এবং স্বয়ং পরমেশ্বরও পূর্ব্বকৃত নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং তাঁহার সমস্ত কার্য্যই ভ্রম ও প্রমাদ-হীন। ॥৬১॥

৬২। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা আমার পিছনে পিছনে এস, আমি তোমা-

দিগকে মনুষ্যরূপ মৎস্যকে ধরাইব। তাহারা তাড়াতাড়ি জাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। ইঃ পঃ ৪। আঃ ১৯।২০।২১॥

সমীক্ষক—ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রাচীন বাইবেলের দশম আজ্ঞা মধ্যে যে পাপের কথা লেখা আছে (অর্থাৎ সন্তানগণ নিজের মাতা-পিতাকে সম্মান না করিলে তাহাদের আয়ুক্ষয় হইবে) সেই পাপ বশতঃ (অর্থাৎ মাতা-পিতার সেবা ত্যাগ করিয়া, অপরকে সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করার অপরাধ বশতঃ) যীশু দীর্ঘায়ু হন নাই। ইহাতে প্রমাণ হইল যে যীশু মনুষ্যদিগকে আসক্ত করিবার জন্য এক মত প্রচার করিয়া, মনে করিয়াছিলেন যে—জাল দ্বারা যেমন মৎস্য ধরা হয় সেইরূপ নিজ মতরূপ জাল দ্বারা মনুষ্যগণকে আবদ্ধ করিয়া নিজ প্রয়োজন সাধন করিবেন। স্বয়ং যীশুই যখন এরূপ ছিলেন, তখন আজকালের (পাদরী) ধর্ম্ম-যাজকেরা আপনাদের জালে মনুষ্যদিগকে বদ্ধ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বহু সংখ্যক বড় বড় মৎস্য ধরিলে জালিকের যেরূপ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে এবং উত্তম জীবিকা লাভ হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি অনেক মনুষ্যকে স্ব-মতে আনিতে পারে, তাহারও অধিক প্রতিষ্ঠা ও উত্তম জীবিকা লাভ হয়। এইজন্য যাহারা বেদ এবং অন্য শাস্ত্র পাঠ করে নাই, সেই সকল হতভাগ্য ও নির্ব্বোধ লোকদিগকে ইহারা আপনাদের জালে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিজ মাতা-পিতা ও কুটুম্বদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। অতএব সমস্ত আর্য্য বিদ্বানদের উচিত যে তাঁহাদের ভ্রম-জাল হইতে নিজকে রক্ষা করিয়া, নির্ব্বোধ স্বদেশবাসীদিগকেও রক্ষা করা। ॥৬২॥

৬৩। তখন যীশু সমস্ত গালীল দেশের সভায় উপদেশ প্রদান করতঃ রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিয়া, লোকের নানাবিধ রোগ ও পীড়াদি আরোগ্য করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট পক্ষাঘাত প্রভৃতি নানা প্রকারের রোগাক্রান্ত ও ভূতগ্রস্ত যত লোক আনীত হইল, তিনি তাহাদের সকলকে আরোগ্য করিলেন। ইঃ মথিঃ পঃ ৪। আঃ ২৩।২৪।২৫॥

সমীক্ষক—ইদানীন্তন "পোপ"লীলা প্রকাশ করতঃ মন্ত্র পুরশ্চরণ, আশীর্ব্বাদ, বীজ ও ভস্মের টীপ প্রদান দ্বারা ভূত নিষ্ক্রামণ ও রোগোপশম যদি সত্য হয়, তবে এই নব্য বাইবেলের কথাও সত্য। নির্ব্বোধ লোকদিগকে ভ্রমে পতিত করিবার জন্য এই সকল কথার প্রচার হইয়াছে। খৃষ্টিয়ানগণ যদি এই সকল কথা বিশ্বাস করিতে পারেন, তবে এ স্থানের দেবী-পূজক "পোপ"দের কথা বিশ্বাস করেন না কেন? কারণ উহাদের কথাও একই রূপ। ॥৬৩॥

৬৪। যে ব্যক্তি মনে দীন সেই ধন্য, কারণ তাহারই স্বর্গলাভ হয়। আমি সত্যই বলিতেছি যে, যতকাল পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী বিচলিত না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক বিন্দুও না ফলিয়া যাইবে না। এইজন্য যদি কেহ এই সকল আজ্ঞার মধ্যে অতি সামান্যমাত্র আজ্ঞারও লোপ করিয়া লোকদিগকে তদনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করে, তবে স্বর্গরাজ্য মধ্যে সে অতি নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে। ইঃ মথিঃ পাঃ ৫। আঃ ৩।৪।১৮।১৯॥

সমীক্ষক—যদি স্বর্গ এক হয় তবে রাজাও এক হওয়া উচিত। এইজন্য যত দীনমনা আছে তাহারা সকলেই যদি স্বর্গরাজ্যে গমন করে, তাহা হইলে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী কে হইবে? ইহাতে

পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া রাজ্য ব্যবস্থা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিবে। দীন শব্দে যদি দরিদ্র বুঝায় তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না। উক্ত শব্দের অর্থ যদি নিরভিমান-গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ দীন এবং নিরভিমান শব্দ একার্থবোধক নহে। পরন্তু যে মনোমধ্যে দীন হয়, সে কখনও সন্তোষ লাভ করিতে পারে না। সুতরাং এ কথা সঙ্গত নহে। যখন আকাশ ও পৃথিবী বিচলিত হইবে তখন ব্যবস্থাও বিচলিত হইবে এরূপ অনিত্য ব্যবস্থা মনুষ্যেরই হইয়া থাকে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের হইতে পারে না। অধিকন্তু যে এই আজ্ঞা পালন না করিবে, সে স্বর্গে অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে ইত্যাদি বলিয়া কেবল প্রলোভন ও ভয় উৎপাদন করা হইয়াছে মাত্র। ॥৬৪॥

৬৫। আমাদের দিবসের উপযোগী অন্ন অদ্য আমাদিগকে প্রদান কর। পৃথিবীতে নিজেদের ধন সঞ্চয় করিও না। ইঃ মঃ পঃ ৬। আঃ ১১।১৯॥

সমীক্ষক—ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে যখন ঈশ্বরের জন্ম হয় তখনকার লোকেরা জঙ্গলী ও দরিদ্র ছিল এবং ঈশাও সেইরূপ দরিদ্র ছিলেন। সেইজন্য দিবসের উপযোগী অন্ন প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের প্রার্থনা করাও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যদি ইহা সঙ্গত হয় তবে খৃষ্টিয়ানেরা কেন ধন সঞ্চয় করেন? তাঁহাদের উচিত ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ না করা এবং দান ও পুণ্য করিয়া সকলেরই দীন হইয়া যাওয়া। ॥৬৫॥

৬৬। যাহারা আমাকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করে তাহারা কেহই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে না। ইঃ মঃ পঃ ৭। আঃ ২১॥

সমীক্ষক—বিচার করিয়া দেখা উচিত যে প্রধান প্রধান পাদ্রী (প্রধান ধর্ম্মযাজক) বিশপ ও খৃষ্টিয়ানদের পক্ষে ঈশার বাক্য সত্য হইলে তাঁহারা কখনও নিজকে "প্রভু" অর্থাৎ ঈশ্বর বলিবেন না। যদি এ কথা বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে কখনও পাপ হইতে রক্ষা পাইবেন না। ॥৬৬॥

৬৭। উক্ত দিবসে অনেকে আমাকে সম্বোধন করিবে। তখন আমি তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিব যে আমি তোমাদিগকে কখনও জানিতাম না। কুকর্ম্মকারিগণ আমার নিকট হইতে দূর হও। ইঃ মঃ পঃ ৭। আঃ ২২।২৩॥

সমীক্ষক—দেখ অশিক্ষিত মনুষ্যদের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য আপনাকে স্বর্গরাজ্যের ন্যায়াধীশ বলিয়া মনে করিতেছেন। ইহা কেবল নির্ব্বোধ লোকদের জন্য প্রলোভন-বাক্য মাত্র। ॥৬৭॥

৬৮। দেখ এক কুষ্টরোগী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল হে প্রভো! যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে আমাকে শুদ্ধ করিতে পারেন। যীশু হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া তাহাকে বলিলেন যে আমার ইচ্ছা তুমি শুদ্ধ হও। তৎক্ষণাৎ তাহার কুষ্টব্যাধি আরোগ্য হইয়া গেল। ইঃ মঃ পঃ ৮। আঃ ২।৩॥

সমীক্ষক—এ সকল কথা কেবল নির্ব্বোধ লোকদিগকে মুগ্ধ করিবার জন্য। কারণ খৃষ্টিয়ানগণ যদি সৃষ্টিক্রমবিরুদ্ধ বাক্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তবে শুক্রাচার্য্য, ধন্বন্তরি এবং কশ্যপাদি সম্বন্ধে পুরাণোক্ত কথাগুলি মিথ্যা বলেন কেন? পুরাণে এবং মহাভারতে লেখা আছে যে, দৈত্যদের অনেক

মৃত সৈন্য পুনর্জ্জীবিত করা হইয়াছিল। বৃহস্পতির পুত্র কচকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পশু-পক্ষী দ্বারা ভোজন করান হইলেও শুক্রাচার্য্য পুনরায় তাহাকে জীবিত করেন। পরে কচকে মারিয়া শুক্রাচার্য্যকে ভোজন করান হয় এবং পুনরায় তিনি তাহাকে উদর মধ্যে জীবিত করিয়া বাহির করেন ও স্বয়ং মরিয়া যান, পরে কচ তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করে। তক্ষক কর্ত্তৃক ভস্মীভূত মনুষ্য ও বৃক্ষকে কশ্যপ ঋষি পরে জীবন দান করেন এবং ধন্বন্তরি লক্ষ লক্ষ মৃতকে জীবিত করেন, লক্ষ লক্ষ কুষ্ঠ-রোগীকে আরোগ্য করেন এবং লক্ষ লক্ষ অন্ধ ও বধিরকে চক্ষু ও কর্ণ প্রদান করিয়াছিলেন ইত্যাদি কথাকে মিথ্যা বলা হয় কেন? যদি উক্ত কথাগুলি মিথ্যা হয়, তবে ঈশার কথা মিথ্যা হইবে না কেন? যদি অপরের কথা মিথ্যা এবং নিজের কথাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা হয়, তবে তাঁহারা ভ্রান্ত নহেন কেন? সুতরাং খৃষ্টিয়ানদের কথাগুলি বালকের তুল্য এবং সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ॥৬৮॥

৬৯। তখন ভূতগ্রস্ত (মৃত) মনুষ্য কবরস্থান হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা উক্তকাল পর্য্যন্ত এরূপ প্রচণ্ড ছিল যে সেই পথে কেহ যাতায়াত করিতে পারিত না। দেখ, তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল যে, হে ঈশ্বরের পুত্র যীশু! আমাদিগকে লইয়া আপনার কি প্রয়োজন? নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে আমাদিগকে কষ্ট দিবার জন্য এখানে আনিয়াছেন কেন? ভূতগণ তাঁহাকে বিনয়সহকারে বলিল যে যদি আপনি আমাদিগকে নিষ্ক্রামণ করেন, তবে শূকর-দের মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করুন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে "যাও"। তাহারা বাহির হইয়া শূকরসমূহে প্রবেশ করিল। দেখ এই শূকরেরা তীর হইতে সমুদ্রের জলে পড়িয়া মরিয়া গেল। ইঃ মঃ পঃ ৮। আঃ ২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩॥

সমীক্ষক—এস্থলে একটু বিচার করিলেই এই সকল মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ মরা মানুষ কখনও কবর হইতে বাহির হইতে পারে না। তাহারা কাহারও নিকটে যায় না এবং কথোপকথন করে না। অজ্ঞানী, অসভ্য লোকদের পক্ষেই এই সকল কথা শোভা পায় এবং উহারাই তাহা বিশ্বাস করে। উক্ত শূকরদের ক্ষতি করায় ঈশার পাপ হইয়া থাকিবে। খৃষ্টিয়ানেরা ঈশাকে পাপের ক্ষমাকর্ত্তা ও পবিত্রাত্মা বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনি ভূতদিগকে পবিত্র করিতে পারিলেন না কেন? তিনি শূকর পালকদের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিলেন না কেন? বর্ত্তমান সুশিক্ষিত খৃষ্টিয়ান ইংরেজগণও কি এই সকল অলীক গল্প বিশ্বাস করেন? যদি বিশ্বাস করেন তবে তাঁহারাও ভ্রমজালে পতিত আছেন। ॥৬৯॥

৭০। হে মনুষ্যগণ! দেখ, এক শয্যাগত পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী তাঁহার নিকট আনীত হইল। যীশু তাহার বিশ্বাস দেখিয়া উক্ত রোগীকে বলিলেন, হে পুত্র আশ্বস্ত হও, তোমার পাপের ক্ষমা করা হইয়াছে। আমি ধার্ম্মিকদের জন্য আসি নাই পরন্তু পাপীদের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আহ্বান করিতে আসিয়াছি। মঃ ইঃ পঃ ৯। আঃ ২।১৩॥

সমীক্ষক—ইহাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অসম্ভব কথা। পাপ ক্ষমা করিবার কথা কেবল নির্ব্বোধ-দিগকে প্রলোভিত করিয়া মুগ্ধ করিবার জন্য। কেহ মদ্য বা ভাঙ্গ (মাদক) পান করিলে কিম্বা আফিম

সেবন করিলে, তাহার মত্ততা যেমন অপরের হইতে পারে না শুধু সেবনকারীরই হইয়া থাকে সেইরূপ একের অনুষ্ঠিত পাপ অন্যের ভোগ করিতে হয় না। পরন্তু যে পাপ করে, সেই তাহার ফল ভোগ করে, ইহাই পরমেশ্বরের ন্যায়কারিতা। যদি একের পাপ-পুণ্য অন্যের উপর বর্ত্তে বা ন্যায়াধীশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া পাপকারীকে যথাযোগ্য ফল দান করেন, তবে তিনি ন্যায়কারী। দেখ, ধর্ম্মই সুখের আধার ; ঈশা বা অন্য কেহ নহেন। ধর্ম্মাত্মাদের অথবা পাপীদের জন্য ঈশা আদির কোন আবশ্যকতা নাই। কারণ ঈশাদির দ্বারা কাহারও পাপ খণ্ডন হইতে পারে না। ॥৭০॥

৭১। যীশু নিজের দ্বাদশ জন শিষ্যকে আপনার নিকট ডাকিয়া ভূত নিষ্ক্রামণ করিবার জন্য, তাহাদিগকে অশুদ্ধ ভূতদের উপর অধিকার দিলেন এবং নানাবিধ রোগ ও বিবিধ ব্যাধি উপশম করিবার ক্ষমতা দিলেন। তাহাদিগকে বলিলেন যে বক্তা তোমরা নও, তোমাদের পিতৃ-আত্মা তোমাদের ভিতর হইতে বলিয়া থাকেন। এরূপ মনে করিও না, যে আমি পৃথিবীতে ঐক্য বিস্তারের জন্য আসিয়াছি। আমি আসিয়াছি খড়্গ প্রয়োগের জন্য। আমি পুত্রকে পিতা হইতে, কন্যাকে মাতা হইতে এবং বধূকে শ্বশ্রূ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে আসিয়াছি। মনুষ্যদের গৃহস্থিত লোকই তাহাদের পুত্র হইবে। ইঃ মঃ পঃ ১০। আঃ ১৩।৩৪।৩৫।৩৬॥

সমীক্ষক—এই সকল শিষ্যদের মধ্যে একজনই ত্রিশ টাকার জন্য ঈশাকে ধরাইয়া দিবে এবং অন্যেরা পরিবর্ত্তিত হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে পলায়ন করিবে। ভূতদের আগমন ও নির্গমন, ঔষধ ও পথ্য ভিন্ন ব্যাধি শান্তি প্রভৃতি বিষয়গুলিও বিদ্যাবিরুদ্ধ এবং সৃষ্টিক্রমানুসারে অসম্ভব। সুতরাং এ সকল কথা বিশ্বাস করা অজ্ঞানদের কার্য্য। যদি জীব বক্তা না হয় এবং ঈশ্বর প্রকৃত বক্তা হন, তবে জীবের কর্ত্তব্য কি? তাহা হইলে সত্যভাষণ ও মিথ্যাভাষণের ফল-স্বরূপ সুখ-দুঃখ ঈশ্বরকেই ভোগ করিতে হয়। অতএব ইহা মিথ্যা। ঈশা অনৈক্য বিস্তার ও বিবাদ করাইবার জন্য আসিয়াছিলেন বলিয়া মনুষ্যদের মধ্যে সেই কলহই প্রচলিত রহিয়াছে; ইহা কতদূর অমঙ্গলের কথা। অনৈক্য বশতঃ মনুষ্যদের সর্ব্বপ্রকারে দুঃখ হয়। খৃষ্টিয়ানগণ ইহাকেই গুরুমন্ত্র বুঝিয়া লইয়াছেন, কারণ ঈশাই যখন একের সহিত অপরকে বিচ্ছিন্ন করা উত্তম মনে করিতেন, তখন ইহারা কেন তাহা মনে করিবেন না? গৃহস্থিত লোককে নিজ গৃহস্থিত লোকের শত্রু করিয়া দেওয়া ঈশ্বরের কার্য্য হইতে পারে কিন্তু ইহা কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষের কার্য্য নহে। ॥৭১॥

৭২। তখন যীশু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমাদের নিকট কত পিষ্টক আছে? তাহারা বলিল যে সাতটি পিষ্টক ও কয়েকটি মৎস্য আছে। তখন তিনি তাহাদিগকে মাটিতে বসিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে তিনি উক্ত সাতটি পিষ্টক ও মৎস্য কয়েকটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনার শিষ্যদিগকে দিলেন এবং শিষ্যগণ সকলকে বিতরণ করিয়া দিল। তাহারাও উহা ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিল। যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাতে সাত পাত্র পূর্ণ করিয়া লইল। যাহারা ভোজন করিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা স্ত্রী ও বালক ব্যতিরেকে মোট চার হাজার। ইঃ মঃ পঃ ১৫। আঃ ৩৪। ৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯॥

সমীক্ষক—দেখ, এখনকার কপটসিদ্ধ ও ঐন্দ্রজালিকদের ন্যায় ইহাও ছলবাক্য কি না? উক্ত

সাতখানি পিষ্টক ভিন্ন অতিরিক্ত পিষ্টক কোথা হইতে আসিল? যদি ঈশার এইরূপ গুণ থাকিত, তবে তিনি স্বয়ং অনাহারে থাকিয়া উডুম্বর ফল ভোজন করিয়া কেন বিচরণ করিলেন? মৃত্তিকা, জল ও প্রস্তরাদি হইতে আপনার জন্য পিষ্টক, মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া লইলেন না কেন? এ সকল কথা বালকের ক্রীড়ার সদৃশ। যেরূপ অনেক সাধু এবং বৈরাগী মিথ্যা কথায় নির্বোধ লোকদিগকে প্রতারিত করে, ইহাও তদ্রূপ। ॥১২॥

১৩। তখন সকল মনুষ্যকে তাহাদের কর্ম্মানুসারে ফল প্রদত্ত হইবে। ইঃ মঃ পঃ ১৬। আঃ ২৭

সমীক্ষক—যদি কর্ম্মানুসারে ফল প্রদত্ত হয়, তবে খৃষ্টিয়ানদের পাপ ক্ষমা হইবার উপদেশ করা ব্যর্থ। অধিকন্তু ইহা যদি সত্য হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত সকল মিথ্যা। যদি কেহ বলেন যে ক্ষমা করিবার যোগ্য হইলে ক্ষমা করা হয় এবং ক্ষমা করিবার যোগ্য না হইলে ক্ষমা করা যায় না, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না। কারণ সকল কর্ম্মেরই যথাযোগ্য ফল দেওয়াতেই ন্যায়শীলতা এবং পূর্ণ দয়া হইয়া থাকে। ॥১৩॥

১৪। হে অবিশ্বাসী, ভ্রান্ত লোক সকল! আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি যে যদি তোমাদের এক তিলও বিশ্বাস থাকে তবে তোমরা পর্ব্বতকে "এস্থান হইতে চলিয়া যাও" এরূপ আদেশ করিলেই উহারা চলিয়া যাইবে এবং কোন কার্য্য তোমাদের অসাধ্য হইবে না। ইঃ মঃ পঃ ১৭। আঃ ১৭।২০।

সমীক্ষক—এখন যে খৃষ্টিয়ানগণ উপদেশ দিয়া বেড়ান যে আমাদের মতে আস এবং পাপমুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ কর ইত্যাদি, এ সমস্তই মিথ্যা। কারণ ঈশার যদি পাপ খণ্ডন করিবার, বিশ্বাস দৃঢ় করিবার এবং পবিত্র করিবার সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে আপনার শিষ্যদের আত্মাকে কেন নিষ্পাপ, অবিশ্বাসী এবং পবিত্র করিয়া দিলেন না? ঈশ্বরের সহিত বিচরণ করিবার সময় যখন তিনিই তাহাদিগকে শুদ্ধ, বিশ্বাসী ও কল্যাণযুক্ত করিতে পারেন নাই, তখন তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি কাহাকেও পবিত্র করিতে পারিবেন না। কে জানে যে তিনি এখন কোথায় আছেন? ঈশ্বরের শিষ্যসকলের যখন এক তিল পরিমাণ বিশ্বাসও ছিল না এবং নব্য বাইবেল যখন তাঁহাদের রচিত, তখন ইহা প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ অবিশ্বাসী, অপবিত্রাত্মা, অধার্ম্মিক মনুষ্যের লেখা গ্রন্থের উপর বিশ্বাস করা কল্যাণকামী মনুষ্যের কার্য্য নহে। অতএব বুঝা যায় ঈশার কথা যদি সত্য হয়, তবে কোন খৃষ্টিয়ানের মধ্যে এক তিল বিশ্বাস অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান নাই। যদি কেহ বলেন যে "আমার পূর্ণ অথবা অল্প বিশ্বাস আছে" তবে তাঁহাকে বলিবে যে আপনি এই পর্ব্বতকে মার্গ হইতে বিচলিত করুন।" যদি তাঁহার কথায় পর্ব্বত বিচলিত হয় তাহা হইলেও জানিতে হইবে যে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস নাই, পরন্তু এক সর্ষপ পরিমিত বিশ্বাস মাত্র আছে। যদি পর্ব্বত না বিচলিত হয় তবে বুঝিতে হইবে যে খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে এক বিন্দুও বিশ্বাস অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে শ্রদ্ধা নাই। যদি কেহ বলেন যে এস্থলে অভিমান আদি দোষের নাম পর্ব্বত, তাহা হইলেও ঠিক হয় না। ঈশা মৃত, অন্ধ, কুষ্ঠ ও ভূতগ্রস্তকে আরোগ্য করেন এবং আলস্যপরায়ণ, অজ্ঞান, বিষয়ী ও ভ্রান্তকে জ্ঞানোপদেশ দিয়া জ্ঞানী এবং শান্তিযুক্ত করিয়াছিলেন এইরূপ কথিত আছে। তাহাও ঠিক নহে। কারণ যদি তাহাই হইত, তবে তিনি স্বশিষ্যদিগকে কেন তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। সুতরাং অসম্ভব বাক্য দ্বারা ঈশার অজ্ঞানতা

প্রকাশিত হইতেছে। আচ্ছা ঈশার যদি সামান্যমাত্রও বিদ্যা থাকিত, তবে এরূপ অশিক্ষিতের ন্যায় বাক্য বলিবেন কেন? তথাপি (নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে) যে দেশে কোনরূপ বৃক্ষ নাই সেই দেশে এরণ্ডবৃক্ষ প্রধান ও উত্তম বলিয়া পরিগণিত হয়, তদ্রূপ মহারণ্যে ও অবিদ্বান্‌দের দেশে, ঈশাও সেরূপ। এখন ঈশাকে কিরূপ মনে করা যাইতে পারে? ॥৭৪॥

৭৫। আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি যে যদি তোমরা মনকে ফিরাইয়া বালকদের ন্যায় না হও তবে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না। ইঃ মঃ পঃ ১৮।আঃ ৩॥

সমীক্ষক—যদি আপনার ইচ্ছাবশতঃ মনকে পরাবৃত্ত করা স্বর্গের কারণ ও নরকের কারণ হয়, তবে কেহ কাহারও পাপ এবং পুণ্য অন্যে গ্রহণ করিতে পারে না। অধিকন্তু বালকের সমান হইবার কথা লেখাতে স্পষ্ট জ্ঞান হইতেছে যে ঈশার কথা, বিদ্যা এবং সৃষ্টিক্রমের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার মনে এরূপ ধারণাও ছিল যে লোকে বালকের ন্যায় তাহার কথা বিশ্বাস করিবে, কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না এবং নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইবে। অনেক খৃষ্টিয়ানের বালবুদ্ধির ন্যায় চেষ্টা আছে, নচেৎ এরূপ যুক্তি ও বিদ্যাবিরুদ্ধ কথায় কেন বিশ্বাস স্থাপন করেন? অধিকন্তু ইহাও বুঝা গেল যে ঈশা যদি স্বয়ং বিদ্যাহীন, বালবুদ্ধি না হইতেন, তাহা হইলে অন্যকে বালক সদৃশ হইবার কেন উপদেশ দিবেন? কারণ যে যেরূপ হয়, সে অন্যকে আপনার সদৃশ করিতে ইচ্ছা করে। ॥৭৫॥

৭৬। আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি যে ধনবান্‌দের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন। পুনরায় আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে ধনবান্‌দের স্বর্গে প্রবেশ করা অপেক্ষা উষ্ট্রের সূচীর ছিদ্রে প্রবেশ করা সহজ। ইঃ মঃ পঃ ১৯ ॥ আঃ ২৩।২৪ ॥

সমীক্ষক—ইহা হইতে এরূপ মনে হয় যে ঈশা দরিদ্র ছিলেন এবং ধনবান্ লোকেরা তাঁহার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেন নাই। সেইজন্য এরূপ লেখা হইয়াছে। পরন্তু এ কথা সত্য নহে। কারণ ধনাঢ্য এবং দরিদ্রদের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সৎকার্য্য করে সে উত্তম ফল এবং যে অসৎ কার্য্য করে সে নিকৃষ্ট ফল পাইয়া থাকে। ইহাতে এরূপও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে ঈশা, ঈশ্বরের রাজ্য কোন এক নির্দ্দিষ্ট দেশে অবস্থিত বলিয়া মনে করিতেন, সর্ব্বত্র অবস্থিত বলিয়া মনে করিতেন না। যদি এরূপ হয় তবে তিনি ঈশ্বর নহেন। যিনি ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান। অধিকন্তু উহাতে প্রবেশ করিবে অথবা প্রবেশ করিবে না এইরূপ বলা কেবল অবিদ্যার কার্য্য মাত্র। ইহা হইতে এরূপও জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, যত ধনাঢ্য খৃষ্টিয়ান আছেন তাঁহারা কি সকলেই নরকে যাইবেন? এবং সকল দরিদ্র খৃষ্টিয়ান কি স্বর্গে যাইবেন? ঈশার সঙ্গীগণ অল্পমাত্রও বিচার করিয়া দেখিতে পারেন যে ধনাঢ্যদের নিকট যে পরিমাণ সামগ্রী আছে দরিদ্রদের নিকট সে পরিমাণ নাই। যদি ধনাঢ্য লোক বিবেকানুসারে ধর্ম্মমার্গে ব্যয় করেন তাহা হইলে দরিদ্রগণ নীচ গতিতে পড়িয়া থাকেন এবং ধনাঢ্যগণ উত্তম গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন। ॥৭৬॥

৭৭। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন যে আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি যে নূতন সৃষ্টির সময় মনুষ্যের পুত্র নিজ ঐশ্বর্য্যের সিংহাসনে যখন উপবেশন করিবেন, তখন তোমরাও অর্থাৎ আমার অনুসরণকারিগণ দ্বাদশ সিংহাসনে উপবেশন করতঃ ইজ্‌রেল্‌দের দ্বাদশ বংশের ন্যায় বিচার করিবে। যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য গৃহ, ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ, পিতা, মাতা, স্ত্রী, বালক অথবা ভূমি

ত্যাগ করিবে, সে তাহার শতগুণ প্রাপ্ত হইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে। ইঃ মঃ পঃ ১৯। আঃ ২৮।২৯॥

সমীক্ষক—ঈশার আন্তরিক লীলা দর্শন কর! তাঁহার অভিপ্রায় এই, তাঁহার মৃত্যুর পরও যেন লোক তাঁহার ভ্রমজাল ছিন্ন করিতে না পারে। যে ব্যক্তি ৩০৲ টাকার লোভ বশতঃ আপনার গুরুকে ধৃত করিয়া বিনষ্ট করিয়াছিল তাদৃশ পাপীও তাঁহার পার্শ্বে সিংহাসনের উপর উপবেশন করিবে এবং ইজ্রেল বংশীয়দের প্রতি পক্ষপাতপূর্ব্বক ন্যায়শীলতা প্রদর্শন করা যাইবে না। পরন্তু উহাদের সর্ব্বদোষ মার্জ্জনা করা হইবে এবং অন্য কুলোৎপন্নদের উপর ন্যায় প্রদর্শিত হইবে। এরূপ অনুমান হইতেছে যে এই কারণ বশতঃই খৃষ্টিয়ানদের উপর অত্যন্ত পক্ষপাত করা হইয়া থাকে। কোন ইংরাজ সৈন্য কোন কৃষ্ণাঙ্গ দেশীয়কে হত্যা করিলে নানা প্রকারে সহানুভূতি দেখাইয়া তাহাকে নিরপরাধী প্রমাণ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ঈশার স্বর্গের বিচার এইরূপ হইবে। ইহাতে এই দোষ আসিয়া পড়ে যে কেহ যদি সৃষ্টির আদিকালে মরে এবং অপর ব্যক্তি বিচারের রাত্রির অব্যহিত পূর্ব্বে মরে, তবে প্রথমোক্ত ব্যক্তি কবে বিচার হইবে বলিয়া আশায় আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিল এবং দ্বিতীয়ের সেই সময়েই বিচার হইয়া গেল। ইহা কি ভয়ানক অন্যায়! যে নরকে যাইবে সে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত নরক ভোগ করিবে এবং যে স্বর্গে যাইবে সে সর্ব্বদাই স্বর্গভোগ করিবে। ইহা অতিশয় অন্যায়। কারণ অন্তবিশিষ্ট সাধনের এবং কর্ম্মের ফলও অন্তবিশিষ্ট হওয়া উচিত। অধিকন্তু দুই জীবের পাপ ও পুণ্য সমান হইতে পারে না। এইজন্য তারতম্যানুসারে অধিক এবং ন্যূন সুখ দুঃখ বিশিষ্ট অনেক স্বর্গ ও নরক হইলেও সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে পারে, কিন্তু খৃষ্টিয়ানদের পুস্তকে কুত্রাপি তাদৃশ নাই। এই হেতু এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত নহে এবং ঈশাও ঈশ্বরের পুত্র কখনও হইতে পারে না। ইহা অতিশয় অনর্থের কথা। কাহারও মাতা, পিতা শত শত হইতে পারে না, পরন্তু একই মাতা এবং একই পিতা হইয়া থাকে। অনুমান হইতেছে যে মুসলমানেরা বহিস্তে (স্বর্গে) যে এক লোকের ৭২ স্ত্রীলাভ হয় ইত্যাদি লিখিয়াছে তাহা এইস্থল হইতে গৃহীত হইয়াছে। ॥৭৭॥

৭৮। প্রভাতে যখন তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুধানুভব হইল তিনি পথে এক উডুম্বর বৃক্ষ দর্শন করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। উহাতে পত্র ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তাহাকে বলিলেন যে আর কখনও তোমার ফল হইবে না। তৎক্ষণাৎ উডুম্বর বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া গেল। ইঃ মঃ পঃ ২১। আঃ ১৮।১৯॥

সমীক্ষক—সমস্ত খৃষ্টিয়ান পাদরীগণ বলেন যে ঈশা অতিশয় শান্ত-সমাহিত এবং ক্রোধাদিদোষ-রহিত ছিলেন। পরন্তু এই ব্যাপার দেখিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে ঈশা ক্রোধী এবং ঋতুজ্ঞানরহিত ছিলেন ও বণ্য মনুষ্যের স্বভাবযুক্ত ছিলেন। আচ্ছা, উক্ত জড়পদার্থের কি অপরাধ হইয়াছিল যে তাহাকে তিনি অভিশাপ দিলেন এবং উহা তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া গেল? তাঁহার শাপ হইতে কখনই শুষ্ক হয় নাই, কিন্তু যদি কাহারও কোন ঔষধ নিক্ষেপ করাতে শুষ্ক হইয়া গিয়া থাকে, তবে আশ্চর্য্যের কথা নহে। ॥৭৮॥

৭৯। উক্ত দিন সকলের ক্লেশের পর সূর্য্য সহসা অন্ধকারাবৃত হইয়া যাইবে, চন্দ্র আপনার

জ্যোতিঃ প্রকাশ করিবে না, তারা সকল আকাশ হইতে স্খলিত হইবে এবং আকাশের সেনা কম্পিত হইবে। ইঃ মঃ পঃ ২৪। আঃ ২৯॥

সমীক্ষক—কি আশ্চর্য্য! কোন্ বিদ্যা অনুসারে ঈশা তারকা-রাশির পতিত হওয়া বিষয় জানিতে পারিলেন এবং আকাশের সেনাই বা কি যে উহারা কম্পিত হইবে? ঈশা যদি সামান্যমাত্র বিদ্যা লাভ করিতেন, তবে নিশ্চয়ই জানিতে পারিতেন যে তারা সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডল, উহারা পতিত হইতে পারে না। ইহাতে বুঝা যায় যে ঈশা কোন সূত্রধর বংশজাত। তিনি সর্ব্বদা কাঠের কাজ করিতেন। তাঁহার মনে হইল যে এই অরণ্য-প্রদেশে আমিও একজন বিচক্ষণ ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে পারিব। তদনুসারে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ হইতে কতিপয় উত্তম কথা ও অনেক নিকৃষ্ট কথাও নির্গত হইল। তত্রস্থ মনুষ্যগণ বন্য হওয়ায় সকলেই ঈশার মত মানিয়া লইল। ইউরোপ আজকাল যেরূপ উন্নত, পূর্ব্বে সেইরূপ থাকিলে তাঁহার সিদ্ধপনা মোটেই চলিত না। এখন কিঞ্চিৎ বিদ্যোন্নত হইলেও ব্যবহারচক্রানুসারে দুরাগ্রহ বশতঃ এই অসার মত পরিত্যাগ করিয়া সত্য বেদমার্গের দিকে তাঁহারা আকৃষ্ট হইতেছেন না। ইহাই তাহাদের ত্রুটী। ॥৭৯॥

৮০। আকাশ এবং পৃথিবী বিচলিত হইবে কিন্তু আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না। ইঃ মঃ পঃ ২৪। আঃ ৩৫॥

সমীক্ষক—এ কথাও অবিদ্যা এবং মূর্খতা-সূচক। আচ্ছা, আকাশ বিচলিত হইয়া কোথায় যাইবে? আকাশ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া যখন দৃষ্টিগোচর হয় না তাহার অবিচলিত হওয়া কে দেখিতে পারে? আত্ম-শ্লাঘা উত্তম মনুষ্যের কার্য্য নহে। ॥৮০॥

৮১। তখন তিনি তাঁহার বাম পার্শ্বস্থ লোকদিগকে বলিলেন—হে অভিশপ্ত মনুষ্যগণ! শয়তান ও তাহার দূতগণের জন্য যে অগ্নি প্রস্তুত রহিয়াছে, তোমরা আমার পার্শ্ব হইতে তাহাতে প্রবেশ কর। ইঃ মঃ পঃ ২৫। আঃ ৪১॥

সমীক্ষক— আচ্ছা, নিজ শিষ্যদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করা এবং অন্যকে অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করা কতদূর ভয়ানক পক্ষপাতিত্বের কথা। পরন্তু যখন লেখা আছে যে, আকাশই থাকিবে না, তখন অনন্ত অগ্নি, অনন্ত নরক এবং বহিস্ত (স্বর্গ) কোথায় থাকিবে? যদি ঈশ্বর শয়তান ও তাহার দূতদিগকে সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে এতগুলি নরক সৃষ্টি হইল কেন? স্বয়ং শয়তানই যখন ঈশ্বরকে ভয় করিল না, তখন সেই ঈশ্বরই বা কিরূপ ঈশ্বর? কারণ তাঁহার দূত হইয়া পরে বিদ্রোহী হইল অথচ ঈশ্বর যখন তাহাকে প্রথমেই ধরিয়া বন্দীগৃহে আবদ্ধ অথবা বিনাশ করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার ঈশ্বরত্বই বা কিরূপ? শয়তান ঈশাকেও চৌত্রিশ দিন যাবত দুঃখ দিয়াছিল অথচ ঈশাও তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন ঈশ্বরের পুত্র হইয়া তাহার জন্ম নেওয়াই বৃথা। সুতরাং ঈশা ঈশ্বরের পুত্র নহে এবং বাইবেলের ঈশ্বর ঈশ্বর হইতে পারেন না। ॥৮১॥

৮২। তখন বার জন শিষ্যের মধ্যে ইয়ুদাহ ইস করিয়োতী নামক এক শিষ্য প্রধান যাজকদের নিকট গমন করিয়া বলিল যে, যদি আমি যীশুকে আপনাদের আনিয়া দেই, তবে আপনারা আমাকে কি দিবেন? তাহারা ত্রিশ টাকা দিবেন স্বীকার করিলেন। ইঃ মঃ পঃ ২৬। আঃ ১৪।১৫॥

সমীক্ষক – এখন দেখ, ঈশার যত অলৌকিকতা ও ঈশ্বরত্ব এস্থলে সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল। কারণ যে তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিল সেও যখন তাঁহার সাক্ষাৎ সঙ্গ হইতে পবিত্রাত্মা হইতে পারিলনা তখন তাঁহার মৃত্যুর পর কিরূপে তিনি অন্যকে পবিত্র করিতে পারিবেন? তাঁহার উপর বিশ্বাসী ভক্তগণ তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া কতই প্রতারিত হইয়া থাকে। কারণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যিনি শিষ্যের কোন হিত-সাধন করিতে অক্ষম তিনি তাহার মৃত্যুর পর কিরূপে অন্যের কল্যাণ করিতে পারিবেন? ॥৮২॥

৮৩। যখন তাহারা ভোজন করিতেছিল, তখন যীশু পিষ্টক লইয়া ধন্যবাদ করিলেন এবং উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া শিষ্যদিগকে প্রদান করিয়া বলিলেন যে তোমরা গ্রহণ করিয়া ভোজন কর, ইহা আমার দেহ। পরে তিনি পান-পাত্র লইয়া ধন্যবাদ করিলেন এবং তাহাদিগকে দিয়া বলিলেন যে, তোমরা সকলে ইহা পান কর; ইহা আমার আমার রুধির অর্থাৎ নূতন নিয়ম-সম্বন্ধীয় রুধির। ইঃ মঃ পঃ ২৬। আঃ ২৬।২৭।২৮॥

সমীক্ষক—অজ্ঞান, অশিক্ষিত, জঙ্গলী-মনুষ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন সভ্যপুরুষ এরূপ কথা বলিতে পারেন কি? শিষ্যদের ভোজ্যবস্তু নিজের মাংস এবং পানীয় আপনার রুধির হইতে পারে না। বর্ত্তমান খৃষ্টিয়ানেরা এই ব্যাপারকে প্রভু-ভোজন বলিয়া থাকেন অর্থাৎ ভোজন ও পানীয় দ্রব্যকে ঈশার মাংস ও রুধির জ্ঞান করিয়া পান ও ভোজন করেন। ইহা কতদূর নিন্দার বিষয়! যাঁহারা আপনাদের গুরুর রক্ত-মাংস ভোজন করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না, তাহারা অন্যের রক্ত-মাংস ভোজন হইতে বিরত থাকিবেন কিরূপে?

৮৪। তিনি পিটর ও জেবিতীর দুই পুত্রকে আপনার সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন এবং শোকার্ত্ত ও অতিশয় উদাসীন ভাব অনুভব করিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে, আমার মন এতদূর উদাসীন ভাবযুক্ত হইয়াছে, যেন আমি মৃত্যুগ্রস্ত হইতেছি। পরে একটু অগ্রসর হইয়া নতমুখে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, হে পিতঃ! যদি সম্ভব হয়, তবে এই পাত্র আমার নিকট হইতে বিচলিত হইয়া যাউক! ইঃ মঃ পঃ ২৬। আঃ ৩৭।৩৮।৩৯॥

সমীক্ষক—দেখ যদি তিনি সাধারণ মনুষ্য না হইতেন এবং ঈশ্বরের পুত্র ত্রিকালজ্ঞ ও বিদ্বান হইতেন, তাহা হইলে এরূপ অন্যায় চেষ্টা করিতেন না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ঈশা অথবা তাঁহার কোন শিষ্য এই সকল মিথ্যা প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র, ভূত ভবিষ্যৎবেত্তা ও পাপের ক্ষমাকর্ত্তা। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে তিনি কেবল একজন সাধারণ সরল বুদ্ধিপরায়ণ অবিদ্বান মনুষ্য ছিলেন; বিদ্বান যোগী অথবা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন না। ॥৮৪॥

৮৫। যখন তিনি এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে ইয়ুদাই নামে অন্যতম শিষ্য আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রধান শিষ্য যাজকদের ও প্রাচীনদের নিকট হইতে অনেক খড়্গ ও যষ্ঠ লইয়া আসিল। যীশুকে ধরিবার জন্য সে এই সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছিল, যে আমি যাহাকে চুম্বন করিব তোমরা তাহাকেই ধৃত করিবে। পরে সে তাড়াতাড়ি যীশুর নিকট আসিয়া বলিল হে গুরু! আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। এই বলিয়া সে তাঁহাকে চুম্বন করিল। তখন তাহার সঙ্গীয় লোকগণ যীশুকে ধরিল এবং সেই সময় যীশুর শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন

করিল। অবশেষে দুইজন মিথ্যা সাক্ষী আসিয়া বলিল যে ইনি বলিয়াছিলেন, আমি ঈশ্বরের মন্দির ভূমিসাৎ করিতে পারি ও তাহা তিন দিনে পুনর্নির্ম্মাণ করিতে পারি। তখন মহাযাজক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে আমি তোমাকে জীবিত ঈশ্বরের শপথ দিতেছি তুমি আমাকে বল যে, তুমি ঈশ্বরের পুত্র খৃষ্ট কি না? যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি নিজেই বলিয়াছ। তখন মহাযাজক আপনার বস্ত্র ছিন্ন করিয়া বলিলেন যে, ইনি ঈশ্বরের নিন্দা করিয়াছেন; এখন আর সাক্ষীর প্রয়োজন কি? দেখ, তোমরা এইমাত্র তাহার মুখ হইতে ঈশ্বরের নিন্দা শুনিলে। এখন তাহার বিচার কি হইতে পারে? তখন তাহারা উত্তর করিল যে ইনি বধযোগ্য। পরে তাহারা তাহার মুখে ফুৎকার, মুষ্টাঘাত, চপেটাঘাত প্রভৃতি করিতে লাগিল এবং বলিল যে, তুমি বল ত কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে। পিটর বাহিরের উঠানে বসিয়াছিলেন। এক দাসী তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল যে তুমিও গালীলির যীশুর সঙ্গে ছিলে। তিনি সকলের সমক্ষে অস্বীকার করিয়া বলিলেন যে তুমি কি বলিতেছ তাহা আমি জানি না। যখন তিনি বহির্দ্বারে গমন করিলেন তখন দ্বিতীয় দাসী তাঁহাকে দেখিয়া সেখানকার লোকদিগকে বলিলেন যে ইনি নাসরী যীশুর সঙ্গে ছিলেন। তিনি শপথ করিয়া পুনরায় অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, আমি উক্ত মনুষ্যকে জানি না। তখন তিনি ধিক্কার দিয়া এবং শপথ করিয়া বরিতে লাগিলেন যে আমি উক্ত মনুষ্যকে জানি না। ইঃ মঃ পঃ ২৬। আঃ ৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৬১।৬২।৬৩।৬৪।৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১।৭২।৭৪॥

সমীক্ষক—দেখিয়া লও যে, যীশুর সামর্থ্য বা প্রতাপ কিছুই ছিল না, যাহা দ্বারা তিনি নিজের শিষ্যদের বিশ্বাস উৎপাদন করাইতে পারেন। যদি শিষ্যদের প্রাণ-নাশও হইত তথাপি তাঁহাকে ধরাইয়া দেওয়া, অস্বীকার করা ও মিথ্যা শপথ করা প্রভৃতি কার্য্য কোনক্রমেই উচিত হয় নাই। বাইবেলে যেরূপ লেখা আছে, তাহাতে মনে হয় যীশু কোনরূপ অলৌকিকতা-সম্পন্ন লোক ছিলেন না। কারণ লুতের গৃহে অতিথিদিগকে মারিবার জন্য আক্রমণ করিয়াছিল। সে স্থলে ঈশ্বরের দুই জন দূত ছিল। তাহারাই উহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যীশুর তাদৃশ কোনও সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু এখন খৃষ্টিয়ানগণ তাঁহার নামের উপর কতদূর গৌরব আরোপ করিয়া রাখিয়াছেন। এরূপ দুর্দ্দশাযুক্ত মৃত্যু অপেক্ষা স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া অথবা সমাধি কিম্বা অন্য কোন প্রকারে প্রাণত্যাগ করিলে ভাল হইত। পরন্তু বিদ্যা ভিন্ন সেইরূপ জ্ঞান কোথা হইতে উপস্থিত হইবে? ঈশা এরূপও বলিয়াছেন। ॥৮৫॥

৮৬। আমি এখন নিজের পিতার নিকট বিনয় প্রকাশ করিতেছি এবং তিনি আমার নিকট স্বর্গীয় দূতের দ্বাদশ সেনার অধিক প্রেরণ করিবেন না। ইঃ মঃ পঃ ২৬। আঃ ৫৩।

সমীক্ষক—তর্জ্জনও করা হইল এবং নিজের পিতার দর্পও করা হইল, কিন্তু কিছুই কাজ করিতে পারিলেন না। আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ। মহাযাজক যখন জিজ্ঞাসা করিল যে এই সকল লোক তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে, তুমি ইহার প্রত্যুত্তর দাও, ঈশা নিস্তব্ধ রহিলেন। তাহাও ঈশা ভাল কার্য্য করেন নাই; কারণ যাহা সত্য ছিল তাহাই যদি কহিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত। এইরূপ নানা প্রকারে দর্প করা উচিত হয় নাই। যাহারা ঈশার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিল, তাঁহারাও উচিত কার্য্য করেন নাই। তাহারা তাঁহার বিষয়ে যেরূপ মনে

করিয়াছিল তাঁহার সেরূপ কোন অপরাধ ছিল না। পরন্তু উহারাও বন্য মনুষ্য ছিল; সুতরাং ন্যায়ের কথা তাহারা কিরূপে বুঝিবে? ঈশা যদি অলীক ঈশ্বরের পুত্র হইয়া না বসিতেন এবং তিনি তাহাদের সহিত অসদ্ভাব না করিতেন তাহা হইলে উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল ছিল। কিন্তু সেরূপ বিদ্যা, ধর্ম্মাত্মা, এবং ন্যায়শীলতা তাহারা কোথা হইতে পাইবে? ॥৮৬॥

৮৭। যীশু অধ্যক্ষের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন এবং অধ্যক্ষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ইহুদীদের রাজা? যীশু তাঁহাকে বলিলেন যে আপনি স্বয়ংই বলিতেছেন। যখন প্রধান যাজক এবং প্রাচীন লোক সকল তাঁহার উপর দোষারোপ করিতেছিল, তখন তিনি তাহাদিগের কোনরূপ উত্তর দিলেন না। তখন পাইলে ত তাঁহাকে বলিলেন যে এই সকল লোক তোমার বিরুদ্ধে কত সাক্ষ্য দিতেছে তাহা কি শুনিতে পাইতেছ না? পরন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি এক কথারও উত্তর দিলেন না এবং তাহাতে অধ্যক্ষ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পাইলেত তাহাদিগকে বলিলেন যে যীশুকে অর্থাৎ যাঁহাকে খৃষ্ট বলা হইতেছে তাঁহার বিষয়ে আমি কি করিব? সকলে তাঁহাকে বলিল যে তাহাকে ক্রুশের উপর স্থাপিত করা হইবে, তিনিও যীশুকে শূলবিদ্ধ করিয়া ক্রুশে স্থাপন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তখন অধ্যক্ষের যোদ্ধা সকল যীশুকে অধ্যক্ষের আলয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহার পার্শ্বে সমস্ত সৈন্য একত্র করিল। তাহারা তাঁহার পরিচ্ছদ ত্যাগ করাইয়া রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করাইল। কণ্টকের মুকুট প্রস্তুত করিয়া তাঁহার মস্তকে স্থাপন করিল এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্তে শরযষ্টি রাখিল। পরে তাঁহার সমক্ষে জানুদ্বয় নত করিয়া "তুমি ইহুদীদিগের রাজা, তোমাকে প্রণাম" এইরূপ সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে উপহাস করিল, তাঁহার উপর থুৎকার নিক্ষেপ করিয়া উক্ত শরযষ্টি দ্বারা প্রহার করিল। উপহাস করা শেষ হইলে তাহারা তাঁহার উক্ত বস্ত্র লইয়া কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করাইল এবং তাঁহাকে ক্রুশের উপর স্থাপন করিবার জন্য লইয়া গেল। যখন তাহারা "গল্‌গাথা" অর্থাৎ নরকপাল প্রদেশ বলিয়া এক স্থানে উপস্থিত হইল, তখন উহারা বিকৃত ইক্ষুরসের (সির্কা) সহিত পিত্ত-মিশ্রিত করিয়া তাঁহাকে পান করিতে দিল। পরন্তু তিনি তাহাতে জিহ্বা স্পর্শ করিয়া পান করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাহারা তাঁহার দোষপত্র তাঁহার মস্তকে বন্ধন করিয়া দিল। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে একজন এবং বামভাগে একজন এইরূপ দুই জন দস্যুও তাঁহার সহিত ক্রুশে স্থাপিত হইয়াছিল। যে সকল লোক ইতস্ততঃ যাইতেছিল, তাহারা মাথা নাড়িয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে হে মন্দিরভঞ্জনেচ্ছু! তুমি আপনাকে রক্ষা কর এবং যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে ক্রুশের উপর হইতে অবতরণ কর। এইরূপে প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণ এবং প্রাচীনদের সঙ্গী সকলও উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল যে এই ব্যক্তি অন্যকে রক্ষা করিয়াছে কি নিজকে রক্ষা করিতে পারিল না! এই লোক যদি ইজ্‌রেলদের রাজা হয়, তবে ক্রুশের উপর হইতে অবতরণ করিয়া আসিবে এবং তাহাতেই আমরা বিশ্বাস করিব। তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর ও তাঁহার ভরসা করেন, যদি ঈশ্বর ইহার মঙ্গল কামনা করেন তবে এখন তাহাকে রক্ষা করিবেন, কারণ তিনি বলিয়াছেন যে "আমি ঈশ্বরের পুত্র"। তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে স্থাপিত দস্যুদ্বয়ও এইরূপে তাঁহার নিন্দা করিয়াছিল। দ্বিতীয় প্রহর হইতে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অন্ধকারাবৃত হইয়া পড়িল। তৃতীয় প্রহর নিকটবর্ত্তী হইলে যীশু উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন

"এলী এলী লামা সবক্তানী" অর্থাৎ "হে আমার ঈশ্বর! হে আমার ঈশ্বর তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে"? যে সকল লোক সেই স্থলে উপস্থিত ছিল, তাহারা তাহা শুনিয়া বলিল যে ইনি এলিয়াকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে একজন দ্রুত ধাবিত হইয়া "সির্কাতে" "স্পঞ্জ" সিক্ত করতঃ শরযষ্টির উপর রাখিয়া তাঁহাকে পানার্থ দিল। তখন যীশু পুনরায় উচ্চ শব্দে সম্বোধন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইঃ মঃ পঃ ২৭। অঃ ১১।১২।১৩।১৪।২২।২৩।২৪।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০।৩১। ৩২।৩৪।৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০॥

সমীক্ষক—উক্ত দুষ্ট লোকেরা যীশুর বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে দুষ্কার্য্য করিয়াছিল। পরন্ত যীশুরও দোষ ছিল। কারণ ঈশ্বরের কোন পুত্র নাই এবং তিনি কাহারও পিতা নহেন। যদি তিনি কাহারও পিতা হন তবে তিনি কাহারও শ্বশুর, কাহারও শ্যালক, ইত্যাদি সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া পড়েন। যখন অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন যাহা সত্য ঘটনা তাহাই উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। তিনি প্রথমে যে সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে এখন ক্রুশের উপর হইতে অবতরণ করিয়া সকলকে শিষ্য করিয়া লইতেন এবং তিনি যদি ঈশ্বরের পুত্র হইতেন তাহা হইলে ঈশ্বরও তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। তিনি ত্রিকালদর্শী হইলে পিত্ত-মিশ্রিত "সির্কা" আস্বাদন করিয়া কেন প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন? পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিতেন। যদি তিনি অলৌকিক হইতেন তাহা হইলে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিয়া কেন প্রাণত্যাগ করিবেন? ইহাতে বুঝা যায় যে যতই কেন চতুরতা প্রকাশ করুন না, শেষে কিন্তু সত্যই সত্য এবং মিথ্যা মিথ্যাই হইয়া থাকে। ইহাতে এইরূপ বুঝা যায় যে যীশু এক সময়ে বন্য মনুষ্যদের মধ্যে কিছু উত্তম ছিলেন। তিনি অলৌকিকতা-সম্পন্ন বা ঈশ্বরের পুত্র অথবা বিদ্বান্ ছিলেন না। কারণ তাহা হইলে এতাদৃশ দুঃখ কেন ভোগ করিবেন? ॥৮৭॥

৮৮। তখন ভয়ানক ভূমিকম্প হইল এবং পরমেশ্বরের এক দূত অবতরণ করতঃ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কবরের দ্বারস্থ প্রস্তর বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহার উপর উপবেশন করিল। তিনি সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব বর্ণনানুসারে তিনি জীবিত হইয়া উত্থিত হইয়াছেন। যখন শিষ্যদের নিকট এই সংবাদ উপস্থিত হইল, তখন যীশু আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং স্বগতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা তাঁহার নিকট আসিয়া চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন যে, "ভীত হইও না, তোমরা আমার ভ্রাতৃগণকে বল যে তাহারা গালীলে গমন করিলে সেই স্থানে আমার দর্শন পাইবে। যীশু যে পর্ব্বতের কথা বলিয়াছিলেন যাহার একাদশ শিষ্য সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইল এবং যাহাকে দেখিতে পাইয়া প্রণাম করিল। কিন্তু কাহারও কাহারও সন্দেহ হইল। যীশু তাহাদের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন যে, স্বর্গের এবং পৃথিবীর সমস্ত অধিকার আমার উপর প্রদত্ত হইয়াছে; জগতের অন্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন আমি তোমাদের সহিত থাকিব। ইঃ মঃ পঃ ২৮। আঃ ২।৬।৯।১০।১৬।১৭।১৮।২০ ॥

সমীক্ষক—এ কথাও বিশ্বাসের যোগ্য নহে। কারণ উহা সৃষ্টিক্রম এবং বিদ্যার বিরুদ্ধ। প্রথমতঃ ঈশ্বরের নিকট দূত থাকা, তাহাকে যে সে স্থানে প্রেরণ করা এবং উপর হইতে তাহার অবতরণ করা ইত্যাদি দ্বারা ঈশ্বরকে কি তহশীলদার অথবা কালেক্টর করিয়া দেওয়া হইতেছে না?

যীশু কি সশরীরেই স্বর্গে গেলেন এবং তিনি জীবিত হইয়া উঠিলেন? কারণ উক্ত স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পদ-স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়াছিল। তবে কি তাঁহার শরীর ছিল? উক্ত তিন দিনেও কেন উক্ত শরীর বিকৃত হইল না? নিজ মুখে সকলের অধিকারী হইয়াছি বলা কেবল দম্ভের কথা মাত্র। শিষ্যদের সহিত একত্র হওয়া এবং তাহাদের সহিত সমস্ত কথোপকথন করা অসম্ভব; কারণ এ কথা সত্য হইলে আজকাল কেন কেহই জীবিত হইয়া উঠে না? এবং সশরীরে কেন স্বর্গে গমন করে না?

এখন মথি লিখিত সুসমাচারের বিষয় সমাপ্ত হইল। নিম্নে মার্ক লিখিত সুসমাচার লিখিত হইতেছে। ॥৮৮॥

মার্ক লিখিত সুসমাচার।

৮৯। ইনি কি সূত্রধর নহেন? ইঃ মাঃ পঃ ৬। আঃ ৩।

সমীক্ষক—বস্তুতঃ ইউসফ সূত্রধর ছিলেন। সুতরাং ঈশাও সূত্রধর। তিনি কয়েক বৎসর সূত্রধরের কার্য্য করিয়া পরে ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে হইতে ঈশ্বরের পুত্রই হইয়া পড়িলেন এবং অশিক্ষিত মনুষ্যগণ তাহাই স্বীকার করিয়া লইল। তথাপি তাঁহার চতুরতা বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে। ছেদন, ভেদন ও কর্ত্তনাদি করাই তাঁহার কার্য্য।

লূক লিখিত সুসমাচার।

৯০। যীশু তাহাকে বলিলেন যে তুমি আমাকে উত্তম বলিতেছ কেন? এক ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ উত্তম নাই। লুঃ পঃ ১৮। আঃ ১৯॥

সমীক্ষক। ঈশাই যখন এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিতেছেন তখন খৃষ্টিয়ানেরা কোথা হইতে পবিত্র আত্মা, পিতা ও পুত্র এই তিনটী কল্পনা করিলেন? ॥৯০॥

৯১। তখন তাঁহাকে হিরদের নিকট পাঠান হইল। হিরদ যীশুকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কারণ তিনি বহুদিন হইতে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াছিলেন। বর্ত্তমানেও তাঁহার কোনরূপ আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিতে ইচ্ছা হইতেছিল। তিনি তাঁহাকে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, পরন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। লূকঃ পঃ ২৩। আঃ ৮। ৯॥

সমীক্ষক—এ কথা মথি রচিত সুসমাচারে লেখা নাই, সুতরাং এ প্রমাণ মিথ্যা। কারণ সাক্ষী

একরূপ হওয়া উচিত। যদি তিনি সেইরূপ চতুর ও অলৌকিকতা-সম্পন্ন হইতেন, তবে হিরদকে তাহার কথার উত্তর দিতেন এবং অলৌকিকতাও প্রদর্শন করাইতেন। ইহাতে মনে হয়, ঈশার বিদ্যা বা অলৌকিকতা গুণ কিছুই ছিল না। ॥৯১॥

যোহন রচিত সুসমাচার।

৯২। আদিকালে বচন ছিল, বচন ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল ও বচনই ঈশ্বর ছিল। তাহাই আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল। তাহা দ্বারাই সকল বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে এবং যাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহা কিছুমাত্রই বচন ব্যতিরেকে সৃষ্ট হয় নাই। তাহাতে জীবন ছিল এবং সেই জীবন মনুষ্যদের আলোক ছিল। পঃ ১। আঃ ১।২।৩।৪॥

সমীক্ষক—বক্তা ব্যতিরেকে বচন হইতে পারে না। বচন যে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল ইহা বলা ব্যর্থ হইল। বচন কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না। কারণ যখন তাহা আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, তখন তাহার পূর্ব্বে বচন অথবা ঈশ্বর ইহা হইতে পারে না। বচনের কারণ না হইলে উহা দ্বারা কখনও সৃষ্টি হইতে পারে না। বচন ব্যতিরেকেই কর্ত্তা মৌনভাবে সৃষ্টি করিতে পারেন। জীবন কোথায় এবং কিরূপ ছিল? এই বচন হইতে যদি জীবকে অনাদি বলিয়া স্বীকার কর, তবে আদমের নাসারন্ধ্রে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত করার কথা মিথ্যা। জীবন কি কেবল মানুষের পক্ষেই আলোক হইল? পশুদের পক্ষে নয়? ॥৯২॥

৯৩। সায়ংকালের ভোজনের সময় শয়তান, শিমোনের পুত্র যিহুদা ইস্কারিয়োতীর মনে তাঁহাকে ধরিয়া দিবার অভিপ্রায় অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। যোঃ পঃ ১৩। আঃ ২॥

সমীক্ষক—এই কথা সত্য নয়। কারণ খৃষ্টিয়ানদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, শয়তান যদি সকলকেই প্রতারণা করিতে সক্ষম হয়, তবে শয়তানকে কে প্রলোভিত করিবে? যদি বল যে, শয়তান স্বয়ংই নিজকে প্রলোভিত করে, তবে বলা যাইতে পারে যে, মানুষও স্বয়ং নিজেকে প্রলোভিত করিতে সক্ষম। তবে শয়তানের প্রয়োজন কি? যদি শয়তানের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রলোভন কর্ত্তা পরমেশ্বর হন, তাহা হইলে খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর শয়তানের শয়তান। পরমেশ্বরই উহার দ্বারা সকলকে প্রলোভিত করেন। এরূপ কার্য্য কখনও কি পরমেশ্বরের হইতে পারে? বোধ হয় যিনি এই খৃষ্টিয়ানদের পুস্তক রচনা করিয়াছেন ও ঈশাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তিনিই শয়তান। পরন্তু ইহা ঈশ্বরকৃত নয়, ইহার বর্ণিত ঈশ্বর ঈশ্বর নহেন এবং ঈশাও ঈশ্বরের পুত্র হইতে পারেন না। ॥৯৩॥

৯৪। তোমাদের মন ব্যাকুল হইবে না! ঈশ্বরের উপর এবং আমার উপর বিশ্বাস কর। আমার পিতার গৃহে থাকিবার অনেক জায়গা আছে। যদি না থাকিত, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে বলিতাম। আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আমি তোমাদের স্থান প্রস্তুত করিয়া, পুনরায় আসিয়া তোমাদিগকে লইয়া যাইব। আমি যেখানে থাকিব তোমরাও সেখানে

থাকিবে। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "আমিই পথ, আমিই সত্য এবং আমিই জীবন।" আমার দ্বারা না হইলে অন্য কোন উপায়েই পিতার নিকট যাইতে পারিবে না। যদি তোমরা আমাকে বুঝিতে পার, তবে আমার পিতাকেও জানিতে পারিবে। যোঃ পঃ ১৪ আঃ ১।২।৩।৪।৫।৬।৭॥

সমীক্ষক—এখন দেখ, যে ঈশার বাক্য কি "পোপ"লীলা হইতে কোন অংশে কম? তিনি যদি এরূপ প্রবঞ্চনা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মত কে বিশ্বাস করিত? ঈশা কি পরমেশ্বরকে "ঠেকা অর্থাৎ পাট্টা করিয়া লইয়াছিলেন? যদি ঈশ্বর তাঁহার বশ্য হন তবে তিনি পরাধীন হওয়ায় ঈশ্বর হইতে পারেন না। কারণ পরমেশ্বর কাহারও "সুপারিশ বা অনুরোধ" বাক্য শ্রবণ করেন না। ঈশার পূর্ব্বে কি কেহ কখনও ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন নাই? এরূপে স্বানাদির প্রলোভন দেওয়া এবং নিজের মুখে নিজকে মার্গ, সত্য ও জীবন ইত্যাদি বলা পূর্ণ দাম্ভিকতার পরিচয় মাত্র। সুতরাং এ সকল কথা কখনও সত্য হইতে পারে না। ॥৯৪॥

৯৫। আমি তোমাদিগকে সত্যই বলিতেছি যেদি কেহ আমার উপর বিশ্বাস করে, তবে আমি আমি যে সকল কার্য্য করিয়াছি, সে সেই সকল কার্য্য করিবে॥ যোঃ পঃ ১৪। আঃ ১২॥

সমীক্ষক—এখন দেখ যে, যে সকল খৃষ্টিয়ান ঈশার উপর পূর্ণ-বিশ্বাস স্থাপন করে তাহারা তাঁহার ন্যায় মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চার করিতে পারেন না কেন? যদি বিশ্বাস দ্বারা আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে না পারা যায়, তবে নিশ্চয়ই ঈশা কখনও কোনরূপ আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে সক্ষম হন নাই। কারণ ঈশা নিজেই বলিতেছেন যে তোমরাও আশ্চর্য্য কার্য্য করিবে। এরূপ স্থলে বর্ত্তমানে যখন একজন খৃষ্টিয়ানও তাহা করিতে পারেন না, তখন কাহার এমন মতি-ভ্রম হইয়াছে যে, "ঈশা মৃতের জীবন-দান-কর্ত্তা" ইহা সে বিশ্বাস করিয়া লইবে? ॥৯৫॥

৯৬। ঈশ্বর অদ্বৈত সত্য। যোঃ পঃ ১৭। আঃ ৩॥

সমীক্ষক—ঈশ্বর যদি এক ও অদ্বৈত হন, তবে খৃষ্টিয়ানদের "তিন" বলা নিতান্ত অনুচিত। ॥৯৬॥

এইরূপ নূতন বাইবেলের (সুসমাচার সকলের) অনেক স্থান অসংলগ্ন কথায় পরিপূর্ণ।

যোহনের প্রকাশিত বাক্য।

এখন যোহনের অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর :—

৯৭। আপন আপন মস্তকে সুবর্ণ-মুকুট স্থাপিত ছিল। সিংহাসনের সাতটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল। উহারা ঈশ্বরের সাত আত্মা। সিংহাসনের সম্মুখে কাঁচের সমুদ্র ছিল এবং সিংহাসনের পার্শ্বে, সম্মুখে ও পশ্চাতে নেত্রযুক্ত চারিটী প্রাণী ছিল। যোঃ প্রঃ পঃ ৪। আঃ ৪।৫। ৬॥

সমীক্ষক—এখন দেখ, যে, খৃষ্টিয়ানদের স্বর্গ একটি নগরের তুল্য। তাহাদের ঈশ্বরও দীপকের তুল্য অগ্নি। সুবর্ণের মুকুটাদি অলঙ্কার ধারণ করা এবং আগে পাছে চক্ষু হওয়া অসম্ভব কথা। এ সকল

কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? উক্ত স্থলে সিংহাদি চারি পশু আছে, এরূপ লেখা হইয়াছে। ॥ ৯৭ ॥

৯৮। আমি সিংহাসনের উপবেষ্টার দক্ষিণ হস্তে একটি পুস্তক দেখিলাম। তাহার ভিতর ও পৃষ্ঠভাগে লেখা ছিল এবং উহার উপরিভাগে সাতটী ছাপা ছিল। এই পুস্তক খুলিবার ও তাহার সীল্ ভেদ করিবার যোগ্য কে আছে? স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে এমন কেহ নাই, যে এই পুস্তক খুলিয়া দেখিতে সমর্থ হয়। এই পুস্তক খুলিয়া পাঠ করিবার উপযুক্ত লোক দেখিতে না পাইয়া আমি বিলাপ করিতে লাগিলাম। যোঃ প্রঃ পঃ ৫। আঃ ১।২।৩।৪॥

সমীক্ষক—দেখ, খৃষ্টিয়ানদের স্বর্গে সিংহাসনগুলি ও মনুষ্যদের জাঁকজমক ও মুদ্রাবদ্ধ পুস্তকও আছে, এই পুস্তক উদ্ঘাটন প্রভৃতি কার্য্যের উপযুক্ত কোন ব্যক্তি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালেও পাওয়া গেল না। যোহনের বিলাপ করিবার পরে কোন প্রাচীন ব্যক্তি বলিয়া দিল যে ঈশাই তাহা খুলিতে পারে—"যাহার বিবাহ তাহারই গীত।" দেখ, কেবল ঈশার উপরই মাহাত্ম্য আরোপিত করা হইতেছে। এ সকল কথা কেবল কথার কথা মাত্র। ॥৯৮॥

৯৯। আমি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলাম যে সিংহাসন এবং চারি প্রাণীর মধ্যে ও প্রাচীনদের মধ্যে মৃতপ্রায় এক মেষ-শাবক দণ্ডায়মান ছিল। তাহার সাতটী শৃঙ্গ এবং সাতটী চক্ষু ছিল। উহারা সমস্ত পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সাত আত্মা। যোঃ প্রঃ পঃ ৫। আঃ ৬ ॥

সমীক্ষক—যোহনের এই স্বপ্নের মনোব্যাপার দেখ। উক্ত স্বর্গ মধ্যে খৃষ্টিয়ানগণ, চারিটী পশু, ও ঈশা ভিন্ন আর কেহই নাই। ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মর্ত্ত্যে ঈশার দুই চক্ষু ছিল; শৃঙ্গের নাম-মাত্রও ছিল না কিন্তু স্বর্গে যাইবামাত্রই তিনি সাত শৃঙ্গ ও সাত নেত্রবিশিষ্ট হইয়া গেলেন। হায়! খৃষ্টিয়ানগণ এ কথা বিশ্বাস করিলেন কেন? ॥৯৯॥

১০০। যখন তিনি পুস্তক গ্রহণ করিলেন তখন চারি প্রাণী এবং চব্বিশ প্রাচীন মেষের সম্মুখে পতিত হইল। পবিত্র লোকদের প্রার্থনাসূচক তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে বীণা এবং সুগন্ধপূর্ণ সুবর্ণ-পাত্র ছিল। যোঃ প্রঃ পঃ ৫। আঃ ৮ ॥

সমীক্ষক—যখন ঈশা স্বর্গে থাকিবেন না, তখন এই সকল শোচনীয় ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং আরতি আদি পূজা কাহার করা হইবে? এই সকল প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টিয়ানগণ মূর্ত্তি-পূজার খণ্ডন করিয়া থাকেন, অথচ তাহাদের স্বর্গ মূর্ত্তি-পূজার কেন্দ্র-স্বরূপ। ॥১০০॥

১০১। যখন মেষ একটী মুদ্রা খুলিল তখন আমি দেখিলাম যে উক্ত চারি প্রাণীর মধ্যে একটী মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ করিয়া বলিলেন যে আসিয়া দেখ। আমি তাহা শ্রবণ করিলাম। পরে দেখিলাম যে এক শ্বেত অশ্ব রহিয়াছে ও তাহার উপর যে উপবিষ্ট আছে তাহার হস্তে ধনুক রহিয়াছে। তাহাকে একটি মুকুট দেওয়া হইলে সে জয়ধ্বনি করিয়া জয় করিবার জন্য নিষ্ক্রান্ত হইল। তিনি যখন দ্বিতীয় মুদ্রা খুলিলেন তখন রক্তবর্ণ দ্বিতীয় অশ্ব নির্গত হইল। তাহাকে পৃথিবী হইতে ঐক্য অপসারিত করিবার অধিকার দেওয়া হইল। তিনি যখন তৃতীয় মুদ্রা বাহির করিলেন তখন এক কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব দেখা গেল। যখন তিনি চতুর্থ মুদ্রা বাহির করিলেন তখন ধূসরবর্ণ এক অশ্ব দেখা

গেল যে তাহার উপর উপবিষ্ট ছিল, তাহার নাম মৃত্যু ইত্যাদি। যোঃ প্রঃ পঃ ৬। আঃ ১।২। ৩।৪।৫।৭।৮॥

সমীক্ষক—দেখ এ সমস্ত পুরাণ সকলের অপেক্ষাও অধিক মিথ্যা লীলা প্রকাশ করিতেছে কি না? আচ্ছা, পুস্তক বন্ধনের মুদ্রার ভিতরে অশ্ব ও অশ্বারোহী কিরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে? এ সকল স্বপ্নের প্রলাপ মাত্র। যিনি এই সবলকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস বরেন, তিনি যতই অবিদ্যার কথা বলিবেন ততই অত্যল্প বলিয়া মনে করিতে হইবে। ॥১০১॥

১০২। উহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "হে সত্য এবং পবিত্র স্বামিন্!" আর কতকাল তুমি ন্যায় বিচার না করিয়া আমাদের শোণিতের জন্য পৃথিবীস্থ লোকদিগকে নির্য্যাতন করিতে বিরত থাকিবে? তাহাদের প্রত্যেককে শ্বেত পরিচ্ছদ দেওয়া হইল এবং তাহাদিগকে বলা হইল যে তোমাদের ন্যায় বধযোগ্য তোমাদের যে অনুচর দাসগণ ও স্বজনগণ আছেন, যতদিন তাহাদের সময় পূর্ণ হয় ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। যোঃ প্রঃ পঃ ৬. আঃ ১০।১১॥

সমীক্ষক—যাঁহারা খৃষ্টিয়ান হইবেন তাঁহারাই হাজতবাসে আবদ্ধ হইয়া বিচার করাইবার জন্য বিলাপ করিবেন। যাঁহারা বেদ মার্গ স্বীকার করিবেন, তাঁহাদের বিচার হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। খৃষ্টিয়ানদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে এখন কি ঈশ্বরের আদালত বন্ধ আছে? এখন যদি বিচার কার্য্য বন্ধ হইয়া থাকে তবে বর্ত্তমানে কি ঈশ্বর নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছেন? এরূপ প্রশ্ন করিলে তাহারা ইহার সঙ্গত উত্তর কিছুই দিতে পারিবে না। ঈশ্বরকেও প্রলোভিত করা হয় এবং তাহাদের ঈশ্বরও প্রলোভিত হইয়া যান। কারণ যিনি তাহাদের কথন মাত্রেই তাহাদের শত্রুর উপর নির্য্যাতন করেন তিনি নৃশংস স্বভাববিশিষ্ট; কারণ মৃত্যুর পরও স্বৈরনির্য্যাতন করেন। তাঁহার কিছুই শক্তি নাই এবং যে স্থানে শক্তি নাই সে স্থলে দুঃখের পারাবার আছে কি? ॥১০২॥

১০৩। প্রবল বাত্যায় প্রকম্পিত উদুম্বর বৃক্ষ হইতে যেমন অপক্ক ফল পতিত হয় সেইরূপ আকাশের তারা সকল পৃথিবীর উপর পড়িল। গোলাকার ভাবে বদ্ধবিশিষ্ট পত্রগুচ্ছের ন্যায় আকাশও পৃথক্ হইয়া গেল। যোঃ প্রঃ পঃ ৬। আঃ ১৩।১৪॥

সমীক্ষক—এখন দেখ, ভবিষ্যদ্বক্তা যোহন মূর্খ ছিল বলিয়াই মূল্যহীন কথা সকল প্রয়োগ করিয়াছে। তারা সকল প্রত্যেকে এক একটি ভূমণ্ডল। এক পৃথিবীর উপর কিরূপে এতগুলি পৃথিবী পড়িতে পারে? সূর্য্যাদির আকর্ষণ তাহাদিগকে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে দিবে কেন? আকাশকে কি মাদুরের মত মনে করা হইতেছে? আকাশ সাকার পদার্থ নহে. যে তাহাকে জড়াইয়া একত্র করা যাইতে পারিবে। সুতরাং যোহন আদি সকল অশিক্ষিত লোক ছিলেন। তাঁহারা এ সকল বিষয় জানিবেন কিরূপে? ॥১০৩॥

১০৪। আমি উহাদের সংখ্যা শুনিয়াছিলাম। ইজ্রেলদের বংশ মধ্যে একলক্ষ চতুশ্চত্বারিংশৎ সহস্রের অধিক মুদ্রাঙ্ক দেওয়া হইয়াছিল এবং ইহুদীর মধ্যে দ্বাদশ সহস্রের উপর মুদ্রাঙ্ক দেওয়া হইয়াছিল। যোঃ প্রঃ পঃ ৭। আঃ ৪।৫॥

সমীক্ষক—বাইবেলে যে ঈশ্বরের কথা লেখা আছে, তিনি কি কেবল ইজ্রয়েল আদি কুলের না সমস্ত সংসারের স্বামী? যদি কেবল ইজরেল কুলেরই স্বামী হন, তবে জঙ্গলীদের সমভিব্যাহারে থাকিয়া শুধু তাহাদেরই সহায়তা করিবেন। আর যদি সংসারের কর্ত্তা হন, তবে অন্যের নাম চিহ্নও গ্রহণ করিবেন না কেন? সুতরাং তিনি ঈশ্বর নহেন। ইজরেল বংশীয় মনুষ্যদের উপর মুদ্রাঙ্ক করা কেবল অল্পজ্ঞতার কার্য্য অথবা যোহনের মিথ্যা কল্পনা। ॥১০৪॥

১০৫। এইজন্য তাহারা ঈশ্বরের সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছে এবং তাঁহার মন্দিরে দিবারাত্র তাঁহার সেবা করিতেছে। যোঃ প্রঃ পঃ ৭। ১৫॥

সমীক্ষক—ইহারা কি মহামূর্ত্তিপূজক নহে? ইহাদের ঈশ্বর দেহধারী মনুষ্যের ন্যায় একদেশী নহেন কি? তদ্ব্যতীত খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর রাত্রিকালে নিদ্রিত হয় না। যদি নিদ্রা যাইতেন, তবে সমস্ত রাত্রি কিরূপে পূজা করা যাইতে পারে? তাহা ছাড়া নিদ্রা বোধ হয় লুপ্ত হইয়া যায় এবং যে দিবারাত্র জাগরিত থাকে সে বিক্ষিপ্তচিত্ত ও রোগী হয়। ॥১০৫॥

১০৬। দ্বিতীয় দূত বেদীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার নিকট স্বুবর্ণের ধূপপাত্র ছিল, এবং তাহাতে অনেক পরিমাণে ধূপ দেওয়া হইয়াছিল। পবিত্র লোকদের প্রার্থনার সহিত দূতের হস্তস্থিত ধূপপাত্রের ধূম ঈশ্বরের সম্মুখে উত্থিত হইল। দূত উক্ত ধূপপাত্র গ্রহণ করিয়া তাহাতে বেদীর অগ্নিপূর্ণ করিয়া পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করিল। তাহাতে ভীষণ শব্দ, গর্জ্জন, বিদ্যুৎ এবং ভূমিকম্প হইল। যোঃ প্রঃ পঃ ৮। আঃ ৩।৪।৫॥

সমীক্ষক—এখন দেখ, স্বর্গেও বেদী, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং তুরীশব্দ হয়। বৈরাগীদের মন্দির অপেক্ষা খৃষ্টিয়ানদের স্বর্গ কি কোন অংশে কম? তবে ধূমধাম কিছু অধিক হইয়া থাকে এইমাত্র প্রভেদ। ॥১০৬॥

১০৭। প্রথম দূত তুরী শব্দ করিল এবং পৃথিবীতে রুধির মিশ্রিত শিলা ও অগ্নি বৃষ্টি হইল। তাহাতে পৃথিবীর তৃতীয়াংশ দগ্ধ হইয়া গেল। যোঃ প্রঃ পঃ ৮। আঃ ৭॥

সমীক্ষক—হে খৃষ্টিয়ানদের ভবিষ্যদ্বক্তা তোমাকে ধন্য! ঈশ্বর ও তাঁহার দূত, তুরীশব্দ এবং প্রলয় ব্যাপার এই সকল কেবল বালকের ক্রীড়া মাত্র। ॥১০৭॥

১০৮। পঞ্চম দূত তুরীশব্দ করার পর আমি দেখিলাম স্বর্গ হইতে পৃথিবীর উপর একটী তারা পতিত হইল। তাহাকে অতলস্পর্শ কুণ্ডরূপ কূপের একটী চাবি দেওয়া হইল। সেই চাবি দ্বারা অতলস্পর্শ কুণ্ডরূপ কূপ সে উদ্ঘাটন করিল এবং কূপ হইতে বৃহৎ চুল্লীর ধূমের ন্যায় ধূম বাহির হইল। উক্ত ধূম হইতে পৃথিবীর উপর শলভ সকল নির্গত হইল। পৃথিবীর বৃশ্চিকের উপর যে অধিকার আছে, তাহাদিগকেও সেই অধিকার দেওয়া হইল এবং তাহাদিগকে বলা হইল যে, যে সকল মনুষ্যের মস্তকে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক নাই তাহাদিগকে পাঁচ মাসকাল পীড়াযন্ত্রণা দিবে। যোঃ প্রঃ পঃ ৯। আঃ ১।২।৩।৪।৫॥

সমীক্ষক—তুরীশব্দ শুনিবা মাত্র তারাগুলি উক্ত দূতের উপর ও উক্ত স্বর্গের উপর পতিত

হইয়া থাকিবে। পৃথিবীতে কখনও পতিত হয় নাই। আচ্ছা এই কূপ ও এই সকল শলভ বোধ হয় ঈশ্বর প্রলয়ের জন্য রাখিয়াছিলেন। মুদ্রাঙ্ক দেখিলে হয় ত রক্ষা পাইত; কারণ মুদ্রাঙ্কযুক্তকে দংশন করা হইবে না। এ সকল নির্ব্বোধ লোকদিগকে ভয় দেখাইয়া খৃষ্টান করিবার জন্য তাড়না মাত্র, যে তুমি যদি খৃষ্টান না হও, তবে তোমাকে শলভে দংশন করিবে। এ সকল কথা বিদ্যাহীন দেশে চলিতে পারে, আর্য্যাবর্ত্তে নয়। ইহা কি প্রলয়ের উপযুক্ত কথা হইতে পারে? ॥১০৮॥

১০৯। বিশ কোটী অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। যোঃ প্রঃ পঃ ৯। আঃ ১৬॥

সমীক্ষক—স্বর্গে এত অশ্ব কোথায় থাকিত, কোথায় বিচরণ করিত, কোথায় এত স্থান পাইত এবং কত পুরিষই বা ত্যাগ করিত? সেইজন্য স্বর্গে কতই না দুর্গন্ধ হইত! আর না। আর্য্যগণ অর্থাৎ আমরা এতাদৃশ স্বর্গের এইরূপ ঈশ্বরের এবং এইরূপ মত ত্যাগ করিতেছি। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কৃপায় যদি ইহা খৃষ্টিয়ানদের মস্তক হইতে দূর হয়, তবেই মঙ্গল। ॥১০৯॥

১১০। আমি পরাক্রান্ত দ্বিতীয় দূতকে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতে দেখিলাম, তিনি মেঘাবৃত এবং তাঁহার মস্তকে ইন্দ্রধনু ছিল। সুতরাং মুখ সূর্য্যের ন্যায় এবং চরণদ্বয় অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় ছিল। তিনি তাঁহার দক্ষিণ চরণ সমুদ্রের ও বাম চরণ পৃথিবীর উপর রাখিয়াছিলেন। যোঃ প্রঃ পঃ ১০। আঃ ১।২।৩॥

সমীক্ষক—দেখ, এই দূতের কথা পুরাণ সকলের অথবা "ভাট"গণের কথা অপেক্ষাও অধিক বিস্ময়কর। ॥১১০॥

১১১। বংশের তুল্য এক শরযষ্ঠী দিয়া আমাকে বলিল যে, উঠিয়া ঈশ্বরের মন্দির, বেদী ও তাঁহার উপাসকদের পরিমাণ গ্রহণ কর। যোঃ প্রঃ পঃ ১১। আঃ ১॥

সমীক্ষক—পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, খৃষ্টানেরা স্বর্গে মন্দির প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন এবং তাহার পরিমাণ লওয়া হইতেছে। তাঁহাদের স্বর্গ যেরূপ, তাঁহাদের কথাও সেইরূপ। এইজন্য প্রভু ভোজনের সময় এস্থলে ঈশার শরীরাবয়ব, মাংস ও রুধির কল্পনা করিয়া পান ও ভোজন করুন। গীর্জ্জাতেও ক্রুশ আদির আকার প্রস্তুত করা ইত্যাদিও এক প্রকার মূর্ত্তি পূজা। ॥১১১॥

১১২। স্বর্গ মধ্যে ঈশ্বরের মন্দির উদ্‌ঘাটিত হইল এবং তাহার ভিতর তাঁহার নিয়মসমূহের "সিন্দুক" (পেটিকা) দেখা গেল। যোঃ প্রঃ পঃ ১১। আঃ ১৯॥

সমীক্ষক—স্বর্গে যে মন্দির আছে তাহা বোধ হয় সকল সময় বন্ধ থাকে এবং মাঝে মাঝে খোলা হয়। পরমেশ্বর কি কখনও কোন মন্দির হইতে পারে? বেদোক্ত যে পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার কোনরূপ মন্দির হইতে পারে না। খৃষ্টানদের ঈশ্বর স্বর্গেই থাকুন আর পৃথিবীতেই থাকুন তিনি আকার-বিশিষ্ট সুতরাং এখানে যেরূপ ঘণ্টা শঙ্খ ও শব্দ শব্দাদি দ্বারা লীলা হইয়া থাকে, খৃষ্টানদের স্বর্গেও সেইরূপ হইয়া থাকে। খৃষ্টিয়ানগণ নিয়মের "সিন্দুক" (পেটিকা) কখন কখনও দেখিয়া থাকিবেন। তাহাতে যে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। ইহাতে এই বুঝিতে হইবে যে এই সকল কথা কেবল মনুষ্যদিগকে প্রলোভিত করিবার জন্য হইয়াছে।

১১৩। স্বর্গে একটী অতি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখা গেল অর্থাৎ একজন স্ত্রীলোক সূর্য্য পরিধান করিয়া রহিয়াছে, চন্দ্র তাহার পদতলে সংস্থিত এবং তাহার মস্তকে দ্বাদশ তারা বিনির্ম্মিত এক মুকুট ছিল। সেই স্ত্রীলোকটী গর্ভবতী হইয়া চীৎকার করিতেছিল। কারণ সে জননক্লেশে প্রপীড়িত হইয়াছিল এবং তাহার প্রসবের যন্ত্রনা উপস্থিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় আশ্চর্য্য দেখা গেল যে, স্বর্গে রক্তবর্ণ এক বৃহৎ অজগরের সাত মস্তক ও দশটী শৃঙ্গ রহিয়াছে এবং তাহার মস্তকগুলির উপর সাত রাজ-মুকুট সংস্থাপিত আছে। সেই অজগর তাহার পুচ্ছের দ্বারা আকাশস্থ সমস্ত তারা সমূহের তৃতীয়াংশ আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করিল। যোঃ প্রঃ পঃ ১২। আঃ ১।২।৩।৪॥

সমীক্ষক—সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত গল্প কথা শ্রবণ কর। স্বর্গেও হতভাগিনী স্ত্রী চীৎকার করিতেছে তাহার বিলাপ শ্রবণ করিয়া কেহই তাহার কোন প্রতীকার করিতেছে না যে অজগর লেজ দ্বারা আকাশস্থ তারা সমূহের তৃতীয়াংশ পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করিল, তাহার লেজ কত বড় ছিল? পৃথিবী তারা হইতে অনেক ছোট সুতরাং পৃথিবী মধ্যে একটি তারারও স্থান হইতে পারে না। এই কথা যিনি লিখিয়াছেন, এই তৃতীয়াংশ তারা শুধু তাহারই গৃহে পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয় এবং বৃহৎ লাঙ্গুলবিশিষ্ট অজগরও তাহারই গৃহে অবস্থান করিত। ॥১১৩॥

স্বর্গে যুদ্ধ হইয়াছিল। মাইকেল তাহার দূত, অজগর এবং তাহার দূতের সহিত যুদ্ধ করিল। যোঃ প্রঃ পঃ ১২। আঃ ৭ ॥

সমীক্ষক—যে কেহ খৃষ্টানদের স্বর্গে যাইবেন তিনিও যুদ্ধবশতঃ দুঃখ পাইবেন। হে জ্ঞানবান্ মনুষ্যগণ! তোমরা এখান হইতেই সেইরূপ স্বর্গের আশা ত্যাগ কর। যে স্থানে শান্তি নাই ও দুঃখময়, সে স্থান খৃষ্টানদেরই যোগ্য। ॥১১৪॥

১১৫। এই মহা অজগরকে নিপতিত করা হইল। যাহাকে ডেভিল এবং শয়তান বলা হয় তাহা সেই প্রাচীন সর্প। এই সকল সংসারের প্রতারক। যোঃ প্রঃ পঃ ১২। আঃ ৯॥

সমীক্ষক—যখন শয়তান স্বর্গে ছিল, তখন কি লোকদিগকে প্রতারণা করিত না? তাহাকে আজন্ম বন্দীগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা অথবা বিনাশ করা হইল না কেন? উহাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হইল কেন? শয়তান যদি সমস্ত সংসারের প্রতারক হয়, তবে শয়তানকে প্রতারণা করে কে? যদি শয়তান স্বয়ংই প্রতারক হয় তবে প্রতারক ব্যতিরেকেও প্রতারণা করিবে। যদি পরমেশ্বর তাহার প্রতারক হন তবে নিশ্চয়ই তিনি ঈশ্বর নহেন। বোধ হয় খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বরও শয়তান হইতে ভীত হন; কারণ ঈশ্বর যদি প্রবল হইতেন, তবে অপরাধ করিবার সময়ই তাহার দণ্ডবিধান করিলেন না কেন? জগতে শয়তানের যত রাজ্য আছে, খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বরের রাজ্য তাহার সহস্রাংশের এক অংশও নহে এইজন্য খৃষ্টানদের ঈশ্বর তাহাকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। ইহাতে এইরূপ বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান খৃষ্টান রাজ্যাধিকারিগণ যেরূপ দস্যু তস্করদের প্রতি যথাসময় যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান করেন, পূর্ব্বে খৃষ্টানদের ঈশ্বর সেইরূপ করিতেন না। এ অবস্থায় এইরূপ কোন্ নির্ব্বোধ লোক আছে, যে বৈদিক মত ত্যাগ করিয়া কপোল-কল্পিত খৃষ্টান মত স্বীকার করিবে? ॥১১৫॥

১১৬। পৃথিবী এবং সমুদ্রের অধিবাসিগণ! তোমরা কি হতভাগ্য! কারণ শয়তান তোমাদের নিকট অবতরণ করিত। যোঃ প্রঃ পঃ ১২। আঃ ১২॥

সমীক্ষক—ঈশ্বর কি এখানকার রক্ষক ও স্বামী নহেন? তিনি কি পৃথিবী ও মনুষ্যাদির প্রাণীর রক্ষক এবং স্বামী নহেন? যদি তিনি পৃথিবীর রাজা হইতেন, তবে শয়তানকে বিনাশ করিতে পারিলেন না কেন? ঈশ্বর স্বচক্ষে দেখিতেছেন যে শয়তান প্রতারণা করিয়া বেড়াইতেছে—তথাপি তিনি তাহাকে নিবারণ করিতেছেন না। ইহাতে মনে হয় যে, একজন শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর এবং আর একজন শক্তিশালী দুর্বৃত্ত ঈশ্বর। ॥১১৬॥

১১৭। দ্বিচত্বারিংশৎ মাসকাল পর্য্যন্ত উহাকে যুদ্ধ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য, তাঁহার নামের, শিবিরের ও স্বর্গবাসীদের নিন্দা করিবার জন্য সে নিজের মুখ উদ্‌ঘাটন করিল। পবিত্র লোকদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিবার অধিকারও তাহাকে দেওয়া হইল। সমস্ত জাতি, ভাষা ও সমস্ত দেশের উপরও তাহাকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। যোঃ প্রঃ পঃ ১৩ আঃ ৫।৬।৭॥

সমীক্ষক—পৃথিবীর লোকদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য শয়তান ও পশু-পক্ষী প্রভৃতিকে প্রেরণ করা এবং তাহাদের সহিত পবিত্র লোকদের যুদ্ধ করান দস্যুদের অধিপতির কাজ কি না? ঈশ্বরের বা তাঁহার ভক্তদের এরূপ কার্য্য হইতে পারে না। ॥১১৭॥

১১৮। আমি দেখিলাম, সিয়োন পর্ব্বতের উপর মেষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং তাঁহার সঙ্গে এক লক্ষ চতুশ্চত্বারিংশ সহস্র মনুষ্য রহিয়াছে। তাহাদের মস্তকে নাম ও পিতার নাম লেখা ছিল। যোঃ প্রঃ পঃ ১৪। আঃ ১।

সমীক্ষক—এখন দেখ, ঈশার পিতা যেখানে থাকিতেন, তাহার পুত্রও সেই সিয়োন পর্ব্বতে থাকিতেন। কিন্তু এক লক্ষ চতুশ্চত্বারিংশৎ সহস্র মনুষ্যের কিরূপে গণনা করা হইল? উক্ত মনুষ্যগণই কেবল স্বর্গবাসী হইল, আর অবশিষ্ট কোটী কোটী খৃষ্টিয়ান—যাহাদের মস্তকে নাম লেখা ছিল না তাহারা কি তবে সকলেই নরকে গিয়াছে? সিউন পর্ব্বতে ঈশার পিতা ও তাহার সেনা আছে কি না, খৃষ্টিয়ানদের সেখানে যাইয়া দেখা উচিত। যদি থাকে তবে ঐ সকল লিখিত বিষয় সত্য, নতুবা সব মিথ্যা। অন্য স্থান হইতে যদি আসিয়া থাকেন, তবে কোথা হইতে আসিলেন? যদি বল স্বর্গ হইতে আসিয়াছেন, তাহা হইলে ইহারা কি পক্ষী, যে এতগুলি সৈন্যসহ উর্দ্ধে ও নিম্নে গমনাগমন করেন? যদি তিনি গমনাগমন করেন, তাহা হইলে তিনি কোন এক জিলার ন্যায়াধীশ তুল্য। তাহা এক, দুই অথবা তিন হইলে হইতে পারে না। পরন্তু ন্যূনকল্পে এক এক ভূখণ্ডে এক এক ঈশ্বর থাকা আবশ্যক। কারণ এক, দুই অথবা তিন ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের সকল যায়গায় এক সময়ে সমান বিচার করিতে এবং সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে বিরাজ করিতে পারেন না। ॥১১৮॥

১১৯। আত্মা বলিতেছে যে, তাহারা পরিশ্রম হইতে বিশ্রাম করিবে, কিন্তু তাহাদের কার্য্য তাহাদের সঙ্গে থাকিবে। যোঃ প্রঃ পঃ ১৪। আঃ ১৩॥

সমীক্ষক—দেখ, খৃষ্টানদের ঈশ্বর বলিতেছেন যে, তাহাদের কর্ম্ম তাহাদের সঙ্গে থাকিবে অর্থাৎ সকলকে কর্ম্মানুসারে ফল দেওয়া হইবে, কিন্তু ইহারা বলেন যে ঈশা পাপ গ্রহণ করিবেন

এবং ক্ষমাও করা হইবে। এ স্থলে বুদ্ধিমান্ লোকেরা বিচার করুন যে ঈশ্বরের কথা সত্য—না, খৃষ্টানদের কথা সত্য? এক বিষয়ে উভয় কথাই সত্য হইতে পারে না। দুইটির মধ্যে নিশ্চয়ই একটি সত্য ও একটি মিথ্যা। খৃষ্টানদের ঈশ্বর মিথ্যাবাদী হউন অথবা খৃষ্টিয়ানগণই মিথ্যাবাদী হউন তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? ॥১১৯॥

১২০। ঈশ্বরের মহারসকুণ্ড কোপের মধ্যে তাহা নিক্ষিপ্ত হইল। নগরের বাহিরে রসকুণ্ডের দলন করা হইল এবং 'রসকুণ্ড হইতে রুধির অশ্বরশ্মি পর্য্যন্ত উঠিয়া শতক্রোশ বিস্তৃত হইল। যোঃ প্রঃ পঃ ১৪। আঃ ১৯।২০॥

সমীক্ষক—এই সকল গল্প পুরাণের গল্প অতিক্রম করিয়াছে কি না? খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বর কোপ করিবার সময় অতিশয় দুঃখিত হইয়া থাকবেন। তাঁহার কোপকুণ্ড পূর্ণ ছিল, তবে কি তাঁহার কোপকুণ্ড পূর্ণ করিবার উপযুক্ত সামগ্রী জল অথবা অন্য কোন তরল পদার্থ? তদ্ব্যতীত শত ক্রোশ পর্য্যন্ত রুধির প্রবাহিত হওয়া অসম্ভব, কারণ রুধিরে বায়ু-সংযোগ হওয়া মাত্র ঘনীভূত হইয়া যায়, তাহা কিরূপে প্রবাহিত হইতে পারে? সুতরাং এ সকল কথা মিথ্যা। ॥১২০॥

১২১। দেখ, স্বর্গে সাক্ষীদের শিবিরের দরজা খোলা হইল। যোঃ প্রঃ পঃ ১৫। আঃ ৫॥

সমীক্ষক—খৃষ্টানদের ঈশ্বর যদি সর্ব্বজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে সাক্ষীদের প্রয়োজন কি? কারণ তিনি নিজেইত সকল বিষয় জানিতে পারিতেন? এইজন্য মনে হয়, তাঁহাদের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন। যিনি মনুষ্যের ন্যায় অল্পজ্ঞ, তিনি ঈশ্বরত্বের উপযুক্ত কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নহেন। এই প্রকরণে দূতদের বিষয়ে অনেক অসম্ভব কথা লেখা আছে। কেহই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। এ সকল অসম্ভব কথা আর কত লিখিব? এই প্রকরণ এই সকল অস্বাভাবিক কথায় পরিপূর্ণ। ॥১২১॥

১২২। তাহার কুকর্ম্মগুলি ঈশ্বর স্মরণ করিলেন। সে তোমাকে যেরূপ দিয়াছে তাহাকে সেইরূপ পূর্ণ করিয়া দাও এবং তাহার কর্ম্মানুসারে উহাকে দ্বিগুণ প্রদান কর। যোঃ প্রঃ পঃ ১৮। আঃ ৫।৬॥

সমীক্ষক—দেখ, খৃষ্টানদের ঈশ্বর চাক্ষুষভাবে অন্যায়কারী বলিয়া প্রমাণিত হইতেছেন। যে যেরূপ ও যে পরিমাণে কর্ম্ম করিয়াছে তাহাকে তদ্রূপ ও সেই পরিমাণে ফল দেওয়াকেই ন্যায় বলা যায়। তাহার কম বেশী হইলেই অন্যায় বলিয়া গণ্য হয়। যাঁহারা অন্যায়কারীর উপাসনা করেন তাঁহারা কেন অন্যায়কারী হইবেন না? ॥১২২॥

১২৩। মেষের বিবাহ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার স্ত্রী স্বয়ং বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। যোঃ প্রঃ পঃ ১৯। আঃ ৭॥

সমীক্ষক—শ্রবণ কর, খৃষ্টানদের স্বর্গেও বিবাহ হয়, কারণ সেখানেই ঈশ্বর ঈশার বিবাহ দিয়াছিলেন। এখন জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে তাহার শ্বশুর, শ্বশ্রূ এবং শ্যালক কে ছিল? তাহার কতগুলি সন্তান হইয়াছিল? তদ্ব্যতীত বীর্য্যনাশ বশতঃ বল, বুদ্ধি ও ক্ষমতা হ্রাস হওয়াতে, বোধ হয় বহুদিন পূর্ব্বেই ঈশা দেহত্যাগ করিয়াছে। কারণ সংযোগ পদার্থের বিয়োগ হওয়া, ইহা স্থির নিশ্চয়।

খৃষ্টিয়ানেরা তাহার উপর বিশ্বাস করিয়া এখনও মুগ্ধ হইয়া আছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আরও কতকাল পর্য্যন্ত যে এইরূপ মুগ্ধ থাকিবেন তাহা বলা যায় না। ॥১২৩॥

১২৪। তিনি অজগরকে অর্থাৎ যাহাকে ডেভিল বা শয়তান বলা হয়, সেই প্রাচীন সর্পকে ধরিয়া আনিয়া সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখিলেন এবং তাহাকে অতলস্পর্শ কুণ্ড মধ্যে বদ্ধ করিয়া উহা মুদ্রাঙ্কিত করিলেন। তাহাতে যতদিন সহস্র বর্ষ পূর্ণ না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত সে আর অন্যান্য দেশবাসীদিগকে প্রতারিত করিতে পারিবে না। যোঃ প্রঃ পঃ ২০। আঃ ২।৩॥

সমীক্ষক— দেখ, অতি কষ্টে শয়তানকে ধৃত করিয়া হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বদ্ধ করিয়া রাখা হইল। সে যখন মুক্ত হইবে তখন কি আবার লোকদিগকে প্রতারিত করিবে না? এরূপ দুর্বৃত্তকে বন্দীগৃহেই রাখা অথবা বিনাশ করা ভিন্ন কখনও মুক্ত রাখা উচিত নহে। এইরূপ শয়তান হওয়া খৃষ্টিয়ানদের ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয়। বস্তুতঃ শয়তান বলিয়া কিছুই নাই, কেবল মনুষ্যদিগকে ভয় প্রদর্শন করাইয়া নিজেদের জালে আবদ্ধ করিবার জন্য এই উপায় রচনা হইয়াছে। যদি কোন ধূর্ত্ত, কোন এক নির্ব্বোধকে বলে যে, চল তোমাকে দেবতা দর্শন করাইব। পরে তাহাকে কোন নির্জ্জন প্রদেশে লইয়া গিয়া, এক মনুষ্যকে চতুর্ভূজ করিয়া বনের মধ্যে উহাকে দণ্ডায়মান করাইয়া বলে,—"চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবে এবং যখন আমি বলিব তখন চাহিবে এবং পুনরায় যখন মুদ্রিত করিতে বলিব তখন আবার মুদ্রিত করিবে, নচেৎ অন্ধ হইয়া যাইবে।" এই মতাবলম্বীদের কথাও তদ্রূপ। ইঁহারা বলেন যে, যে ব্যক্তি আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস না করিবে সে শয়তান কর্ত্তৃক প্রতারিত হইবে। যখন সে সম্মুখে আসে তখন বলে যে দর্শন কর এবং পরক্ষণেই বলে যে চক্ষু মুদ্রিত কর। সেই দেব-মূর্ত্তি যখন লুক্কায়িত হয় তখন বলে, এবার চাহিয়া দেখ। সে দেখিল যে সকলের নারায়ণ দর্শন হইল। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদেরও এইরূপ লীলা আছে। এইজন্য ইহাদের মায়াতে কাহারও মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে। ॥১২৪॥

১২৫। তাঁহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী ও আকাশ পলায়ন করিল এবং উহাদের আর স্থান মিলিল না। আমি ছোট বড় সকল মৃতকেই ঈশ্বরের নিকট দণ্ডায়মান হইতে দেখিলাম। পরে অন্য এক পুস্তক অর্থাৎ দ্বিতীয় জীবনের পুস্তক খোলা হইল। পুস্তকের লেখানুযায়ী ও মৃতদের কর্ম্মানুসারে তাহাদের বিচার করা হইল। যোঃ পঃ ২০। আঃ ১১।১২॥

সমীক্ষক—এ সকল কথা বালকের পক্ষেই শোভা পায়। আচ্ছা, আকাশ ও পৃথিবী কিরূপে পলায়ন করিতে পারিবে? কোন্ স্থানে তাহার সিংহাসন অবস্থিত ছিল, যে তাহার সম্মুখ হইতে উহারা পলায়ন করিল? তাহার সিংহাসন ও তিনি কোন্ আধারে অবস্থিত ছিলেন? মৃতেরা যদি পরমেশ্বরের সমক্ষে দণ্ডায়মান ছিল, তবে নিশ্চয়ই পরমেশ্বরও উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন। ঈশ্বরের ব্যবহার কি দোকান অথবা আদালতের ন্যায়, যে পুস্তকের লেখানুসারে কার্য্য হইয়া থাকে? জীবগণের কার্য্যবিবরণী কি ঈশ্বর স্বয়ং লিখিয়াছিলেন—না তাহার কর্ম্মচারী লিখিয়াছিল? ইত্যাদি বিষয় দ্বারা খৃষ্টানেরা অনীশ্বরকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরকে অনীশ্বর করিয়া দিয়াছেন। ॥১২৫॥

১২৬। তাহাদের মধ্যে একজন আমার নিকট আসিয়া বলিলেন যে, এস আমি তোমাকে দুলহিনকে অর্থাৎ মেষের স্ত্রীকে দেখাইব। যোঃ প্রঃ পঃ ২১। আঃ ৯॥

সমীক্ষক—আচ্ছা, ঈশা স্বর্গে দুল্‌হিনকে পাইয়া অর্থাৎ উত্তম স্ত্রী লাভ করিয়া হয়ত আনন্দ উপভোগ করিতেন। যে সকল খৃষ্টান সে স্থানে গমন করেন তাহাদেরও হয়ত স্ত্রীলাভ হয় ও সন্তান সন্তানসন্ততি হয়। পরে অতিশয় জনতা বশতঃ রোগোৎপত্তি হইয়া তাহারা মরিয়া যান বোধ হয়? এইরূপ স্বর্গকে দূর হইতে নমস্কার করাই ভাল। ॥১২৬॥

১২৭। তিনি উক্ত নল দিয়া নগরের পরিমাণ লইলেন। উহা সারে সাত শত ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। উহা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতায় একরূপ। তাহার দূতের পরিমাণ লইলেন। উহা একশত চতুশ্চত্বারিংশ হস্ত পরিমিত ছিল। উক্ত প্রাচীরের সন্ধি সূর্য্যকান্ত নির্ম্মিত এবং উক্ত নগর নির্ম্মল কাচের ন্যায় নির্ম্মল ও স্বর্ণ রচিত ছিল। নগরের প্রাচীরের ভিত্তি নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তরে সুসজ্জিত ছিল। প্রথম ভিত্তি সূর্য্যকান্তের, দ্বিতীয় নীলমণির, তৃতীয় প্রবালের এবং চতুর্থ মরকতের দ্বারা নির্ম্মিত, পঞ্চম গোমেদক, ষষ্ঠ মাণিক্য সপ্তম পীতমণি, অষ্টম পোরাজ (মণি বিশেষ), নবম পুখরাজ দশম লহ্‌সনিয়ে (কৃষ্ণবর্ণ মণি), একাদশ ধূম্রকান্ত এবং দ্বাদশ মর্টিব (মণি বিশেষ) রচিত ছিল। দ্বাদশ বিধ মুক্তারচিত দ্বাদশ তোরণ ছিল। এক এক প্রকার মুক্তা নির্ম্মিত স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় নির্ম্মল স্বর্ণ নির্ম্মিত নগরের মার্গ ছিল। যোঃ প্রঃ পঃ ২১। আঃ ১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১॥

সমীক্ষক—খৃষ্টিয়ানদের স্বর্গের বর্ণনা শ্রবণ কর। যদি খৃষ্টানেরা মরিতে থাকে এবং সেই স্থানে জন্মগ্রহণ করিতে থাকে, তবে সেইরূপ নগরে কিরূপে সকলের স্থান হইবে? কারণ সেই নগরে মনুষ্যের আগমন হইয়া থাকে কিন্তু তাহা হইতে বাহির হয় না। উক্ত নগর বহুমূল্য রত্ননির্ম্মিত এবং সমস্তই স্বর্ণ রচিত ইত্যাদি লেখা কেবল নির্ব্বোধ লোকদিগকে প্রলোভিত করিয়া আবদ্ধ ও মুগ্ধ করিবার জন্য লীলা মাত্র। আচ্ছা, উক্ত নগরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সাড়ে সাত শত ক্রোশ উচ্চতা কিরূপে হইতে পারে? এ সকল অলীক কপোল কল্পনার বাক্য মাত্র। সেইরূপ বৃহৎ মুক্তা কোথা হইতে আসিল? বোধ হয় এইরূপ লেখকের গৃহস্থিত কলসের মধ্য হইতে আসিয়াছে এই সকল গল্প পুরাণের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। ॥১২৭॥

১২৮। কোনরূপ অপবিত্র বস্তু, ঘৃণিতকার্য্যকারী ও মিথ্যাচারী কোন মতে উহাতে প্রবেশ করিবে না। যোঃ প্রঃ পঃ ২১। আঃ ২৭॥

সমীক্ষক—যদি এইরূপ হয়, তবে খৃষ্টানেরা কেন বলেন যে পাপীরা খৃষ্টান হইলেই উহাতে যাইতে পারে? এ কথা সত্য নহে। যদি তাহা হয়, তবে স্বপ্নের মিথ্যা কথা বর্ণয়িতা যোহন, কখনও স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, ঈশাও স্বর্গে যান নাই। কারণ পাপী স্বয়ংই যখন স্বর্গে যাইতে পারে না, তখন পাপীর পাপযুক্ত হইয়া কিরূপে তিনি স্বর্গবাসী হইতে পারেন? ১২৮।

১২৯। আর কোনরূপ অভিশাপ হইবে না। সেই স্থানে ঈশা এবং মেষের সিংহাসন হইবে এবং তথায় তাঁহাদের দাস-দাসী সেবা করিবে। উহারা তাঁহার মুখ দর্শন করিবে এবং তাঁহার নাম উহাদের মস্তকের উপর থাকিবে। সেস্থানে রাত্রি হইবে না এবং তাহাদের দীপের বা সূর্য্যের জ্যোতির প্রয়োজন হইবে না। কারণ পরমেশ্বর উহাদিগকে জ্যোতিঃ দিবেন এবং উহারা সর্ব্বদা রাজত্ব করিবে। যোঃ পঃ ২২। আঃ ৩।৪।৫॥

সমীক্ষক—খৃষ্টিয়ানদের স্বর্গবাসের নমুনা দর্শন কর! ঈশ্বর ও ঈশা উভয়ে কি সর্ব্বদাই সিংহাসনের

উপর বসিয়া থাকিবেন? তাঁহার দাস কি সর্ব্বদা তাঁহার মুখ দর্শন করিবে? এখন জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, তোমাদের মুখ কি ইয়ুরোপবাসীদের মত গৌরবর্ণ, কি আফ্রিকাবাসীদের মত কৃষ্ণবর্ণ, না অন্য দেশবাসীদের মুখের ন্যায়? তোমাদের এ স্বর্গও এক প্রকার বন্ধন। কারণ সে স্থানে উঁচু নীচু আছে। যখন সেই এক নগরে থাকিতেই হইবে, তখন কেনই বা দুঃখ হইবে না? মুখবিশিষ্ট ঈশ্বর কখনও সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর হইতে পারেন না॥

১৩০। আমি এইমাত্র দর্শন করিয়া আসিতেছি এবং তাহার পুরস্কারও আমার নিকট রহিয়াছে। যাহার যেরূপ কার্য্য স্থিরীকৃত হইবে তাহাকে তদনুসারে ফল দেওয়া হইবে। যোঃ প্রঃ পঃ ২২। আঃ ১২।

সমীক্ষক—যদি কর্ম্মানুসারে ফলপ্রাপ্ত হওয়া সত্য হয়, তবে পাপের কখনও ক্ষমা হয় না এবং যদি ক্ষমা হয় তবে "সুসমাচারের" কথা মিথ্যা হইল। যদি কেহ বলেন যে ক্ষমা করিবার কথাও "সুসমাচারে" লেখা আছে, তাহার পূর্ব্বাপর অর্থাৎ হলফ্‌দরোগী" (প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইল। এরূপ বিশ্বাস পরিত্যাগ কর। আর কত লেখা হইবে? ইহাদিগের বাইবেলে লক্ষ লক্ষ ভ্রমাত্মক কথা আছে। এস্থলে খৃষ্টিয়ানদের বাইবেল পুস্তকের কিঞ্চিত প্রদর্শিত হইল। জ্ঞানীরা ইহাতেই সকল বিষয় বুঝিয়া লইবেন। অল্প কথা ভিন্ন অবশিষ্ট সমস্ত কথার সহিত সত্য শুদ্ধ থাকে না। বাইবেল পুস্তক ও তদ্রূপ শুদ্ধ ও সত্য হইতে পারে না। পরন্তু তাদৃশ সত্য কেবল বেদে সংগৃহীত হইয়া থাকে॥ ১৩০॥

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামি নির্ম্মিতে, সত্যার্থ প্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে খৃষ্টিয়ানমত বিষয়ে ত্রয়োদশঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ॥ ১৩॥

অনুভূমিকা

এই চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে যে মুসলমানদের মত বিষয় লেখা হইয়াছে তাহা কেবল কোরাণ লক্ষ্য করিয়া লেখা হইয়াছে, অন্য গ্রন্থের মতানুসারে লিখিত হয় নাই। কারণ মুসলমানগণ কোরাণের উপরই পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন। যদ্যপি সম্প্রদায় বিশেষ ভুক্ত হওয়া বশতঃ কোন শব্দ ও অর্থ আদি বিষয়ে বিরুদ্ধ বচন আছে তথাপি কোরাণের বিষয়ে সকলেরই একমত। এই কোরাণ আরবী ভাষায় লিখিত। মৌলবীগণ উহার উপর উর্দ্দুতে অর্থ লিখিয়াছেন। সেই অর্থ দেবনাগরী অক্ষরে এবং আর্য্যভাষান্তরে লিখিয়া পশ্চাৎ আরবী ভাষায় শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক শুদ্ধ করাইয়া লেখা হইয়াছে। যদি কেহ বলেন যে উক্ত অর্থ প্রকৃত অর্থ নহে, তবে মৌলবী মহাশয়দের অনুবাদ প্রথম মীমাংসা করিয়া পরে তাঁহার এবিষয়ে লেখা উচিত। কারণ কেবল মনুষ্যদের উন্নতি এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্যই এইরূপ লেখা হইয়াছে। ইহা হইতে সমস্ত মত বিষয়ে অল্প অল্প জ্ঞান হইবে ও একে অপরের দোষ খণ্ডন করিয়া গুণাংশ গ্রহণ করিবেন। অন্য কোন মতের অথবা এই মতের মিথ্যা দোষারোপ গুণগান করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা চিরদিনই উৎকৃষ্ট, এবং যাহা নিকৃষ্ট তাহা চিরদিনই নিকৃষ্ট বলিয়া বিদিত। কাহারও উপর মিথ্যা আরোপ করিবে না অথবা সত্য গোপন করিবে না। সত্যাসত্য প্রকাশিত করিবার পরও যাহার যেরূপ ইচ্ছা হইবে অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করুন বা না করুন তাঁহার মতানুসারে কার্য্য করিলেও কোনরূপ বলপ্রকাশ করা হইবে না। সজ্জনদের রীতি এইরূপ যে তাঁহারা আপনার অথবা পরের দোষকে দোষ ও গুণকে গুণ বলিয়া গুণগ্রহণ ও দোষ ত্যাগ করেন এবং ভ্রমান্ধদের দুরাগ্রহ বিশিষ্ট ভ্রমের হ্রাস করেন। কারণ পক্ষপাত হইতে জগতের বহু ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে? ইহাই সত্য যে এই অনিশ্চিত এবং ক্ষণভঙ্গুর জীবনে পরের অনিষ্ট করতঃ স্বয়ং লোভ রহিত হওয়া এবং অপরকে লোভ রহিত রাখা মনুষ্যত্বের বহির্ভূত। ইহাতে যদি কিছু অন্যায় কথা লেখা হইয়া থাকে তাহা সজ্জন কর্ত্তৃক প্রচার করিয়া দিবার পর যেরূপ উচিত বোধ হইবে সেইরূপ বিশ্বাস করা যাইবে। ভ্রম, দুরাগ্রহ, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, বাদ-প্রতিবাদ এবং বিরোধ ঘটাইবার অভিপ্রায়ে অথবা ঈর্ষা, দ্বেষ ইত্যাদি বৃদ্ধি করিবার জন্য লেখা হয় নাই। কারণ একজন অপরের অনিষ্ট চেষ্টা হইতে বিরত থাকিয়া পরস্পর লাভান্বিত হন ইহাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে মুসলমানদের মত-বিষয়ে গুণী জ্ঞানীগদের নিকট নিবেদন করা যাইতেছে। আপনারা বিচার করিয়া ইহার সারাংশ গ্রহণ করিবেন।

অলমতি লেখেন। ইত্যনুভূমিকা বিচক্ষণবরেষু॥

চতুর্দ্দশ সমুল্লাসারম্ভঃ।

অথ যবন মত বিষয়ং সমীক্ষিষ্যামহে॥

ইহার পর মুসলমান মত বিষয়ে লিখিতে হইবে।

১। আরম্ভের সহিত আল্লার নাম গ্রহণীয়। তিনি ক্ষমাকর্ত্তা এবং দয়ালু। মঞ্জিল ১। সিপারা ১। সূরত ১॥

সমীক্ষক—মুসলমানেরা বলেন যে কোরান ঈশ্বরকৃত। পরন্তু এই বচন হইতে বুঝা যাইতেছে যে ইহার অন্য কোন রচয়িতা আছে। কারণ পরমেশ্বরের হইলে "আরম্ভের সহিত ঈশ্বরের নাম" এরূপ কথিত হইত না; পরন্তু "মনুষ্যদের উপদেশ আরম্ভের নিমিত্ত," এরূপ কথিত হইত। যদি তোমরা এরূপ বল যে যদি মনুষ্যদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এরূপ বলা হইতেছে, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না। কারণ তাহা হইলে ঈশ্বরের নামে পাপের আরম্ভ হইয়া তাঁহার নামও দূষিত হইয়া যাইবে। যদি তিনি ক্ষমাকর্ত্তা এবং দয়ালু হন তাহা হইলে তিনি আপনার সৃষ্টিমধ্যে মনুষ্যদের সুখার্থ অন্য প্রাণী-দিগকে বিনাশ করতঃ দারুণ পীড়া দিয়া হত্যা করাইয়া মাংসভোজনের আজ্ঞা কেন দিলেন? এই সকল প্রাণী কি নিরপরাধ এবং পরমেশ্বরের সৃজিত নহে? "পরমেশ্বরের নামে উত্তম কার্য্যের আরম্ভ হয়, অসৎ কার্য্যের নহে" এইরূপ বলা উচিত ছিল। পরন্তু ইহাতে গোলমাল রহিয়াছে। চৌর্য্য, লাম্পট্য এবং মিথ্যাভাষণাদি অধর্ম্ম কার্য্যের সময়ও কি তাঁহার নাম লইয়া করিতে হইবে। ইহার দর্শনাবধি কষাই আদি মুসলমানগণ গো প্রভৃতির গলচ্ছেদ করিবার সময়েও "বিসমিল্লাহ" এই বচন পাঠ করে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত বচনের অর্থ মনে করিয়া মুসলমানেরা অসৎ কার্য্যের প্রথমেও পরমেশ্বরের নামে করিয়া থাকে। উক্ত পশুদিগের উপর দয়াহীন বলিয়া মুসলমানদিগের ঈশ্বর দয়ালু নামের অযোগ্য। মুসলমানগণ যদি এই বচনের অর্থ না জানেন, তবে এ বচন প্রকটিত হওয়া ব্যর্থ। যদি তাঁহারা ইহার অন্যরূপ অর্থ করেন, তবে উহার প্রকৃত অর্থ কি? ॥১॥

২। পরমেশ্বরের প্রতি সকল প্রকার স্তুতি হইয়া থাকে। তিনি "পরবরদিগার" অর্থাৎ সমগ্র সংসারের পালন-কর্ত্তা. ক্ষমাকর্ত্তা ও দয়ালু। মঃ ১। সিঃ ১। সূরতুল্ ফতেহা। আয়ত ১।২॥

সমীঃ—যদি কোরাণের ঈশ্বর পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা এবং সর্ব্বোপরি ক্ষমাকর্ত্তা ও দয়ালু হইতেন তাহা হইলে অন্য মতাবলম্বী মনুষ্য ও পশুদিগকে মুসলমানদের হস্তে বিনাশ করিবার আজ্ঞা দিতেন না। যদি ক্ষমাকর্ত্তা হন, তবে কি তিনি পাপীদিগকে ক্ষমা করিবেন? যদি তাহা হয়, তবে "কাফিরদিগকে (অর্থাৎ যাঁহারা কোরাণ এবং ভবিষ্যদ্বক্তাকে বিশ্বাস করেন না) তাঁহাদিগকে বিনাশ কর", এরূপ কেন বলা হইবে? এইজন্য কোরাণ ঈশ্বরকৃত বলিয়া বোধ হয় না॥

৩। বিচারদিবসের অধিপতি! তোমাকেই আমরা ভক্তি করি, এবং তোমারই সহায়তা প্রার্থনা করি। আমাদিগকে সোজা পথ প্রদর্শন করাও। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ১। আঃ। ৩॥

সমীঃ—ঈশ্বর কি নিত্য ন্যায় অনুষ্ঠান করেন না? তিনি কি কেবল এক দিন মাত্র ন্যায়াচরণ করেন? ইহাতে তিনি অন্ধ বলিয়া প্রমাণ হইবেন। তাঁহাকে ভক্তি করা এবং তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করা অবশ্য উচিত, কিন্তু তাহা বলিয়া কি অসৎ কার্য্যের সময়েও তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিতে হইবে? শুদ্ধমার্গ কি কেবল মুসলমানদেরই না অন্যেরও আছে? মুসলমানগণ শুদ্ধমার্গ গ্রহণ করেন না কেন? ইহারা অবশ্য অসৎ কার্য্যের জন্য সরল পথ চাহেন না। যদি সত্য, (সৎকার্য্য) সকলের পক্ষেই একরূপ হয়,তবে মুসলমানদের কিছু বিশেষত্ব রহিল না এবং যদি অপরের সত্য (সৎকার্য্য) বিশ্বাস না করা হয় তবে পক্ষপাতী হইতে হইবে॥৩॥

৪। যাহাদের উপর তুমি কৃপা করিয়াছ তাহাদের পথ আমাদিগকে প্রদর্শন করাও। যাহাদের উপর তুমি "গজব" অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রোধদৃষ্টি-পরায়ণ এবং যাহারা সৎপথ ভ্রষ্ট, তাহাদের পথ আমাদিগকে প্রদর্শন করাও। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ১। আঃ ৬।৭॥

সমীক্ষক—মুসলমানগণ যখন পূর্ব্ব জন্ম এবং পূর্ব্বকৃত পাপ-পুণ্য বিশ্বাস করেন না, তখন ঈশ্বর কাহারও উপর নিয়ামত অর্থাৎ ফজল বা দয়া করিলে এবং কাহারও উপর দয়া না করিলে তিনি পক্ষপাতী হইয়া পড়িবেন। কারণ পাপ-পুণ্য ব্যতিরেকে সুখ-দুঃখ হওয়া কেবল অন্যায়ের কার্য্য এবং বিনা কারণে কাহারও উপর দয়া এবং কাহারও উপর ক্রোধদৃষ্টি করাও স্বভাবের বহির্ভূত। তিনি দয়া অথবা ক্রোধ করিতে পারেন না এবং যখন লোকের পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ অথবা পুণ্য নাই তখন কাহারও উপর দয়া এবং কাহারও উপর ক্রোধ করা যাইতে পারে না। এই "সূরতের" (সূত্রের) টিপ্পনীতে লেখা আছে যে "মহানুভব পরমেশ্বর, সর্ব্বদা এইরূপ বলিবে বলিয়া মনুষ্যের মুখ দ্বারা এই সূত্র উচ্চারিত করাইয়াছিলেন"। যদি তাহা হয়, তবে ঈশ্বরই "অলিফ, বে," আদি অক্ষর ও অধ্যাপন করিয়া থাকিবেন? যদি বল যে অক্ষর জ্ঞান ব্যতিরেকে কিরূপে এই সূত্র পড়িতে পারিবে, তবে কি কণ্ঠ হইতেই কেবল উচ্চারিত ও কথিত হইয়াছে? যদি তদ্রূপ হয় তবে এরূপ হইতে পারে যে সমস্ত কোরাণই কণ্ঠ দ্বারাই পঠিত হইয়াছে। ইহা হইতে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যে পুস্তকে পক্ষপাতের কথা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তাহা ঈশ্বরকৃত পুস্তক হইতে পারে না। কোরাণ আরবী ভাষায় লিখিত হওয়াতে আরবদেশীয়দের পক্ষে উহা পাঠ করা যেরূপ সুগম অন্য ভাষাভাষীদের পক্ষে উহা পাঠ করা তদ্রূপ কঠিন হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা হইতে ঈশ্বরের পক্ষপাত আসিতেছে। যেরূপ পরমেশ্বরের সৃষ্টিস্থ সমগ্র দেশবাসী মনুষ্যদের উপর ন্যায়দৃষ্টি করতঃ সমস্ত দেশীয় ভাষা হইতে বিভিন্ন

এবং সমস্ত দেশবাসীদের একরূপ পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়নীয় সংস্কৃত ভাষায় বেদ সকলের প্রকাশ করিয়াছেন এবং করিতেছেন, এইরূপ হইলে আর এই দোষ হয় না ॥ ৪ ॥

৫। এই পুস্তকে কোনরূপ সন্দেহ নাই। ইহা ধার্ম্মিক লোকদের পথ-প্রদর্শক। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, পরোক্ষে নমাজ (প্রার্থনাস্তোত্র) পাঠ করেন এবং যে বস্তু আমি তাঁহাদিগকে দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করেন। তাঁহারা উক্ত পুস্তকের উপর বিশ্বাস করেন ও রাখেন। তোমার নিকট এবং তোমার পূর্ব্বে যে ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচার করা হইয়াছে তাঁহারা তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখেন এবং শেষ দিনের বিচারের উপর শ্রদ্ধা করেন। যাঁহারা আপনাদের অধিপতির শিক্ষার উপর নির্ভর করেন তাঁহারাই মুক্তি পাইবেন। যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদের প্রতি তোমার তিরস্কার করা না করা সমান। তাহারা বিশ্বাস করিবে না। পরমেশ্বর তাহাদের হৃদয় এবং কর্ণ মুদ্রাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষুর উপর আভরণ আছে। তাহাদের ভয়ানক দণ্ড হইবে। মঃ ১। সুরঃ ২। আঃ ১।২।৩।৪।৫।৩।

সমীক্ষক—আপনার মুখে নিজ সন্তানের প্রশংসা করা কি ঈশ্বরের দম্ভের কার্য্য নহে? লোকে যদি পরহেজগার অর্থাৎ ধার্ম্মিক হন, তবে তাঁহারা সাধারণতঃ সত্যমার্গেই থাকেন এবং যাঁহারা অসৎ পথে আছে তাহাদিগকে কোরাণ পথ প্রদর্শন করাইতে পারে, তবে উহার প্রয়োজন কি? পাপ, পুণ্য অথবা পুরুষার্থ ব্যতিরেকেও কি ঈশ্বর নিজ ধনাগার হইতে ব্যয় করিতে দেন, তবে সকলকে দেন না কেন? এবং মুসলমানগণ কেন পরিশ্রম করেন? যদি বাইবেলের "সুসমাচার" আদির উপর বিশ্বাস করা উচিত হয়, তবে মুসলমানেরা কোরাণের উপর যেরূপ শ্রদ্ধা করেন তদ্রূপ 'সুসমাচার' আদির উপর বিশ্বাস করেন না কেন? যদি উহাও বিশ্বাসের যোগ্য হয় তবে কোরাণের প্রয়োজন কি? যদি বল যে কোরাণে বহু কথা আছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, পরমেশ্বর প্রথম পুস্তক লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। যদি না ভুলিয়া থাকেন, তবে কোরাণ রচনা করা বৃথা হইল। আমরা দেখিতে পাই যে বাইবেলের এবং কোরাণের কোন কোন বিষয়ে কোন কোন স্থানে মিল নাই নতুবা আর সকল স্থানেই সামঞ্জস্য আছে। বেদের ন্যায় একই পুস্তক রচিত হইল না কেন? কেবল শেষ দিনের বিচারের উপরই কি বিশ্বাস রাখিতে হইবে, অন্যের উপরে নহে? ॥ ৩ ॥

খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানই কেবল ঈশ্বরের শিক্ষার উপর নির্ভর করেন এবং ইহাদের মধ্যে কি কেহই পাপী নাই? খৃষ্টিয়ান এবং মুসলমান অধার্ম্মিক হইলেও কি মুক্তি পাইবেন, আর অন্যে ধার্ম্মিক হইলেও কি মুক্তি পাইবেন না? ইহা কি অতিশয় অন্যায় এবং অন্ধের ন্যায় কথা নহে? ৪ ॥

যে সকল লোক মুসলমানী মত মানে না, তাহাদিগকে "কাফির" অবিশ্বাসী বলা কি এক পক্ষের কথা শুনিয়া বিচার করা (এক তরফা ডিক্রী) নহে? ॥৫॥

যখন পরমেশ্বরই উহাদের অন্তঃকরণে ও কর্ণে মুদ্রাঙ্ক দিয়াছেন এবং সেই জন্য তাহারা পাপ করিতেছে যদি এরূপ হয় তবে উহাদের কিছুমাত্র দোষ নাই, পরন্তু উহা পরমেশ্বরেরই দোষ। এরূপ হইলে উহাদের পাপ পুণ্য অথবা সুখ-দুঃখ হইতে পারে না তবে কেন উহাদের দণ্ড অথবা পুরস্কার করা হয়? কারণ উহারা স্বতন্ত্রভাবে পাপ অথবা পুণ্য করে নাই ॥৬। ৫॥

৬। উহাদের হৃদয়ে রোগ আছে! পরমেশ্বর উহাদের রোগ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। মঃ ১। সিঃ ১। সুঃ ২। আঃ ৯।

সমীক্ষক—আচ্ছা, বিনা অপরাধে কি পরমেশ্বর উহাদের রোগ বৃদ্ধি করিলেন? তাঁহার কি দয়া হইল না? উক্ত হতভাগ্যদের অতিশয় দুঃখ হইয়া থাকিবে। ইহা কি শয়তানের অপেক্ষাও অধিক শয়তানত্বের পরিচয় নহে! কাহারও মনে মুদ্রাঙ্ক দেওয়া, কাহারও রোগ বৃদ্ধি করা পরমেশ্বরের কার্য্য হইতে পারে না। কারণ রোগ বৃদ্ধি আপনার পাপ হইতেই হইয়া থাকে॥ ৬॥

৭। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীরূপ শয্যা এবং আকাশরূপ ছাদ (আবরণ) রচনা করিয়াছেন। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ২১।

সমীক্ষক—আচ্ছা, আকাশ কি কাহারও আবরণ হইতে পারে? ইহা অবিদ্যার কথা। আকাশকে ছাদের (আবরণের) তুল্য মনে করা হাস্য জনক কথা। যদি কোন প্রকার পৃথিবীকে আকাশ মনে করা হয়, তবে সে স্বকপোলকল্পনা মাত্র॥ ৭॥

৮। আমি আপনার ভবিষ্যদ্বক্তাকে যে বিষয় প্রেরণ করিয়া দিয়াছি, তাহাতে যদি তুমি সন্দেহ কর তাহা হইলে কোন এক অধ্যায় (প্রবন্ধ) আনয়ন কর এবং যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে পরমেশ্বর ব্যতীত আপনার সাক্ষীদিগকে আহ্বান কর। যদি তুমি আর কখনও তদ্রূপ না কর, তবে যে অগ্নির ইন্ধন মনুষ্য, সেই অগ্নি হইতে ভীত হইওনা এবং অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তর প্রস্তুত আছে। মঃ ১। সিঃ ১ সূঃ ২। আঃ ২৩। ২৪।

সমীক্ষক—উহার ন্যায় প্রবন্ধ (অধ্যায়) আর রচিত হইতে পারেনা, ইহা কি কথার মত কথা? আকবর বাদসাহের সময়ে মৌলবী ভৈজী লুকতা (বিন্দু) ব্যতিরেকেও কি কোরাণ প্রস্তুত করেন নাই? উহা কিরূপ নারকীয় অগ্নি। এই অগ্নি হইতে কি ভয় পাইতে হইবে না? যাহা কিছু উহাতে পতিত হয় তৎ সমস্তই উহার (ইন্ধন)! যেরূপ কোরাণে লেখা আছে যে অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তর প্রস্তুত করা হইয়াছে, তদ্রূপ পুরাণ সকলে লেখা আছে যে ম্লেচ্ছদের জন্য ঘোরতর নরক প্রস্তুত আছে। এখন বল, কাহার কথা সত্য? নিজ নিজ বচনানুসারে উভয়েই স্বর্গগামী ও অপরের মতানুসারে উভয়েই নরকগামী হইতেছে। সুতরাং এই সমস্ত গণ্ডগোল মিথ্যা। সকল মতানুসারে যিনি ধার্ম্মিক তিনি সুখ এবং যিনি পাপী তিনি দুঃখ পাইবেন॥ ৮॥

৯। আনন্দের বার্ত্তা দেওয়া যাইতেছে যে যাহারা বিশ্বাস ও সৎকার্য্য করিরেন তাহাদের জন্য স্বর্গ। উহার নিম্ন দিয়া জলস্রোত চলিতেছে। যখন তাঁহাদিগকে নানা ফল ভোজনের জন্য দেওয়া যাইবে তখন তাঁহারা বলিবেন—যে বস্তু আমরা প্রথমে দিয়াছিলাম ইহাই সেই বস্তু। তাঁহাদের জন্য সেই স্থানে সর্ব্বদা পবিত্র স্ত্রী বিদ্যমান থাকিবে। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ২৫।

সমীক্ষক—আচ্ছা, কোরাণের এই স্বর্গ সংসার অপেক্ষা কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ? কারণ সংসারে যে সকল পদার্থ আছে, মুসলমানদের স্বর্গেও তাহাই আছে! এই মাত্র প্রভেদ যে, এখানে পুরুষ জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ও গমনাগমন করে, স্বর্গে তদ্রূপ নহে। এস্থানে স্ত্রী সর্ব্বদা থাকে না, কিন্তু স্বর্গে উত্তম স্ত্রী সকল বিদ্যমান থাকে। যত দিন শেষ বিচারদিবসের রাত্রি না আসিবে, ততদিন উক্ত হতভাগ্যদের কিরূপে দিন যাপন হইবে। অবশ্য যদি উহাদের উপর পরমেশ্বরের কৃপা হয় এবং তাঁহারই আশ্রয়ে উহাদের দিন যাপন করিতে হয়, তাহা হইলে সঙ্গত হয়। কারণ মুসলমানদের এই স্বর্গ গোকুলস্থ গোঁসাইদের গোলক ও মন্দিরের সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ উক্ত স্থলে

স্ত্রীলোকের সম্মান অধিক এবং পুরুষের সম্মান কম। পরমেশ্বরের গৃহেও তদ্রূপ স্ত্রীলোকের মান অধিক এবং উহাদের প্রতিই পরমেশ্বরের প্রেম অধিক, পুরুষদের উপর তদ্রূপ নাই। কারণ পরমেশ্বর স্বর্গে স্ত্রীলোকদিগকে রাখিয়াছেন এবং পুরুষদিগকে রাখেন নাই। সেই স্ত্রীলোক সকল পরমেশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিরূপে স্বর্গে অবস্থান করিতে পারে? যদি এইরূপ ব্যাপার হয়, তবে পরমেশ্বর হয় ত স্ত্রীলোকদের উপর আসক্ত হইয়া পড়িতে পারেন।! ॥ ৯॥

১০। আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিবার পর ঈশ্বর স্বর্গীয় দূতদিগের সমক্ষে বলিলেন যে যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আমাকে উহার নাম বল। আদমকে বলিলেন যে, তুমি উহাদের (সমস্ত বস্তুর) নাম তাহাদিগকে বলিয়া দাও। তিনি তখন বলিয়া দিলেন। তখন পরমেশ্বর স্বর্গীয় দূতদিগকে বলিলেন—আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আমি পৃথিবীর ও আকাশের গুপ্ত বস্তু সকল এবং প্রকাশিত ও লুক্কাইত কর্ম্ম সকলও জানি। মঃ ১ সিঃ ১ সূঃ ২ অঃ ২। ৩৩।

সমীক্ষক—আচ্ছা, এইরূপ স্বর্গীয় দূতদিগকে প্রতারিত করিয়া আত্মশ্লাঘা করা কি পরমেশ্বরের কার্য্য? ইহা কেবল দর্পের কথা। ইহা কোন বিদ্বান বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং এরূপ অভিমান কখনও করিতে পারেন না। এইরূপ কথা দ্বারা কি পরমেশ্বর আপনার প্রভুত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন? অবশ্য বন্য লোকদের মধ্যে যে যেরূপ মনে করে, সে সেইরূপ ভ্রান্ত মত প্রচলিত করিতে পারে কিন্তু সভ্য লোকদের মধ্যে তাহা হইতে পারে না॥ ১০॥

১১। যখন আমি স্বর্গীয় দূতদিগকে বলিলাম যে প্রিয় আদকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম কর, তখন দেখিলাম যে সকলেই দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিল। কেবল শয়তান তাহা করিল না এবং অভিমান প্রকাশ করিল। কারণ শয়তান একজন অবিশ্বাসী। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৩৪।

সমীক্ষক—ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, মুসলমানদের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যদি জানিতেন, তবে শয়তানকে কেন সৃষ্টি করিলেন? উক্ত ভগবানের কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না; কারণ শয়তান পরমাত্মার আজ্ঞা পালন করিল না, তথাপি ঈশ্বর তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। আরও দেখা যায় যে, এক যখন অবিশ্বাসী শয়তান ঈশ্বরকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া দিয়াছে, তখন মুসলমানদের কথানুসারে যে স্থলে কোটী কোটী অবিশ্বাসী রহিয়াছে সে স্থানে মুসলমানদের ঈশ্বরের ও মুসলমানদের কি চলিতে পারে? উক্ত ঈশ্বর কখন কখন কাহারও রোগ বৃদ্ধি করেন এবং কাহাকেও সৎপথ চ্যুত করেন। উক্ত ঈশ্বর এই কার্য্য শয়তানের নিকট এবং শয়তান ঈশ্বরের নিকট শিক্ষা করিয়া থাকিবেন। কারণ উক্ত ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহ শয়তানের গুরু হইতে পারেন না॥ ১১॥

১২। আমি বলিলাম যে, আদম! তুমি ও তোমার পত্নী স্বর্গে অবস্থান করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় ভোজন কর কিন্তু উক্ত বৃক্ষের নিকট যাইও না, কারণ তাহা হইলে পাপী হইবে। শয়তান উহাকে প্ররোচিত করিয়া স্বর্গের আনন্দ হইতে উহাকে বঞ্চিত করিল। তখন আমি বলিলাম যে তোমরা অবতরণ কর; তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা আছে, তোমাদের বাসস্থান পৃথিবী এবং, বস্তু-বিশেষে সামগ্রীবিশেষ লাভ হইবে। আদম নিজের অধিপতির নিকট কোন কোন বিষয় শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিল মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৩৫।৩৬।৩৭।

সমীক্ষক—এখন এই ঈশ্বরের অজ্ঞতা দর্শন কর। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই স্বর্গবিস্থানের আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই আবার বলিলেন যে নিষ্ক্রান্ত হও। যদি ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতেন, তাহা হইলে বর দিবেন কেন? তদ্ব্যতীত প্রতারক শয়তানকে দণ্ড প্রদান করিতে তিনি অসমর্থ বলিয়া মনে হইতেছে। উক্ত বৃক্ষ তিনি কি অভিপ্রায়ে উৎপন্ন করিয়াছিলেন? উহা কি তিনি নিজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন না অপরের জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন? যদি অন্যের জন্য হয়, তবে তাহার নিকট যাইতে বারণ করিলেন কেন? সুতরাং ঈশ্বরের অথবা তাঁহার রচিত পুস্তকের মধ্যে এরূপ কথা হইতে পারে না। আদম মহোদয় ঈশ্বরের নিকট কি কি বিষয় শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন? তিনি যখন পৃথিবীতে আসিলেন, তখন কিরূপে আসিলেন? উক্ত স্বর্গ কি পর্ব্বতের উপর অথবা আকাশের উপর অবস্থিত? সেইস্থান হইতে তিনি কিরূপে অবতরণ করিলেন? তিনি কি পক্ষীর ন্যায় অথবা উপর হইতে প্রস্তর যেরূপে পতিত হয় সেইরূপে আসিলেন? ইহাতে এইরূপ বুঝা যায় যে, যখন আদম সাহেব মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের স্বর্গেও মৃত্তিকা আছে। সেই স্থানে আর অন্য যাহা কিছু আছে স্বর্গীয় দূত আদি সমস্তই সেই ভাবে উৎপন্ন। কারণ পার্থিব শরীর ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়ভোগ হইতে পারে না। শরীর যদি পার্থিব হয়, তবে অবশ্যই মৃত্যু হইবে এবং যদি মৃত্যু হয় তবে সেই স্থান হইতে অন্য কোন স্থানে গমন করে? যদি মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে উহাদের জন্মও হয় নাই। যদি এরূপ হয় তবে কোরাণে লেখা আছে যে, স্বর্গে স্ত্রীগণ সর্ব্বদা অবস্থান করে, উহা মিথ্যা। কারণ উহাদেরও অবশ্যই মৃত্যু হইবে। এরূপ যদি হয়, তাহা হইলে যাঁহারা স্বর্গে যাইবেন তাঁহাদেরও অবশ্য মৃত্যু হইবে। ॥ ১২ ॥

১৩। যেদিন কোন জীব অন্য কোন জীবের সাহায্যের আশা করিবে না, যেদিন অন্যের অনুরোধ স্বীকার করা হইবে না এবং যে দিন কোনরূপ ক্ষতি পূরণ গ্রহণ করা হইবে না, কেহ সাহায্য পাইবে না, সেই দিন হইতে ভীত হও। মঃ ১ সিঃ ১। সুঃ ২। পঃ ৪৮ ॥

সমীক্ষক—বর্ত্তমান দিন হইতে কি ভীত হইবে না? কার্য্য করিতে সকল সময়েই ভীত হওয়া উচিত। যখন অনুরোধ করা হইবে না, তখন পুনরায় ভবিষ্যদ্বক্তার সাক্ষ্য অথবা অনুরোধ অনুসারে ঈশ্বর স্বর্গ দিবেন একথা কিরূপে সত্য হইতে পারে? ঈশ্বর কি কেবল স্বর্গবাসীদেরই সহায়ক নরকবাসীদের নহেন? যদি তাহা হয়, তবে ঈশ্বর পক্ষপাতী ॥ ১৩ ॥

১৪। আমি মুসাকে পুস্তকসহ দৈবী শক্তি দিলাম। আমি তাহাকে বলিলাম তোমরা ঘৃণ্য বানর হইয়া যাও। উহাদের সমকালবর্ত্তী এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী বিশ্বাসীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য উহাদের ভয় প্রদর্শনার্থ এইরূপ বলিলাম। মঃ ১। সঃ ১। সুঃ ২ আঃ ৫৩। ৬৪॥

সমীক্ষক—যদি মুসাকে পুস্তক দেওয়া হইয়া থাকে, তবে কোরাণ হওয়া নিরর্থক হইল। তাঁহাকে অলৌকিক শক্তি দেওয়া হইয়াছিল ইহা বাইবেলে ও কোরাণে লেখা আছে। কিন্তু উক্ত কথা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। কারণ যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমানেও হইত এবং এখন যদি না হয় তবে সে সময়েও ছিল না। আজকালও স্বার্থপর লোক যেরূপ অবিদ্বান্‌দের নিকট বিদ্বান্ হইয়া বসে, সে সময়েও তদ্রূপ কপটতার অনুষ্ঠান ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ এখনও ঈশ্বরের সেবক ও ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন। তবে এ সময়েও কেন ঈশ্বর আশ্চর্য্য শক্তি দেন না এবং লোকে প্রকাশ করিতে

পারে না? যদি মুসাকে পুস্তক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে কোরাণ প্রদান করিবার আবশ্যকতা কি? কারণ সৎ অসৎ কার্য্য করা, না করার উপদেশ যদি একরূপ হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক রচনা করাতে পুনরুক্তি দোষ আসিয়া পড়ে। মূসা আদি মহোদয়দের প্রদত্ত পুস্তকে কি ঈশ্বর ভ্রম করিয়াছিলেন? ঈশ্বর যদি কেবল ভয় প্রদর্শনার্থ নিন্দিত বানর হইতে বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কথা মিথ্যা অথবা কপটতাপূর্ণ। যিনি এরূপ কথা বলেন এবং যাহাতে এরূপ কথা আছে, তিনি ঈশ্বর নহেন এবং সেই পুস্তক ঈশ্বর প্রণীত হইতে পারে না॥ ১৪॥

১৫। এইরূপে মৃতকদিগকে পুনর্জীবিত করেন এবং তোমাদের উপলব্ধি হইবার জন্য চিহ্ন প্রদর্শন করেন। মঃ ১। মিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৭৩॥

সমীক্ষক— ঈশ্বর যদি মৃতকদিগকে পুনর্জীবিত করিতেন, তবে এখন পুনর্জীবিত করেন না কেন? শেষ বিচার দিনের রাত্রি পর্য্যন্ত কি কবরে পরিয়া থাকিবে? এখন কি কেবল ভাবি বিচারাধীন সেসন সুপর্দ্দ হইবে? এই মাত্রই কি ঈশ্বরের চিহ্ন? পৃথিবী, সূর্য্য এবং চন্দ্রাদি কি চিহ্ন নহে? সংসারে যে বিবিধ রচনা বিশেষ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় তাহা কি সামান্য চিহ্ন? ॥ ১৫ ॥

১৬। তিনি সর্ব্বদাই "বহিস্তে" অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে বাস করেন। মঃ ১। সিঃ। সূঃ ২ আঃ ৮২॥

সমীক্ষক—কোন জীবেরই অনন্ত পাপ বা পুণ্য করিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং জীব সদৈব স্বর্গে বা নরকে থাকিতে পারে না। যদি ঈশ্বর তহা করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যায়কারী ও অবিদ্বান্। শেষ দিনের রাত্রিতে বিচার হইবে ইহা যদি হয়, তবে মনুষ্যদের পাপ ও পুণ্য সমান হওয়া উচিত। যদি কর্ম্ম অনন্ত না হয়, তবে উহার ফল কিরূপে অনন্ত হইবে। ৭।৮ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্টি হইয়াছে, যদি এইরূপ কথিত হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বে ঈশ্বর নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়াছিলেন? এবং শেষ দিনের পরেও কি নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিবেন? এ সকল বালকদের তুল্য। কারণ পরমেশ্বরের কার্য্য সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে এবং যাহার যে পরিমাণে পাপ-পুণ্য আছে, তাহাকে সেই পরিমাণে তিনি ফল দিয়া থাকেন। সুতরাং কোরাণের এই কথা সত্য নহে॥ ১৬॥

১৭। আমি তোমাদের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছি যে তোমরা স্বজনদের রক্তপাত করিবে না এবং কোন সন্তানকে গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করিবে না। তোমরা ইহার সাক্ষী আছ। পুনরায় তোমরা স্বজনদিগকে বিনাশ করিয়া থাক এবং আপনা আপনি এক স্বধর্ম্মীকে তাহার গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করিয়া থাক। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৮৪॥

সমীক্ষক—আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করা অথবা করান কি পরমাত্মার কার্য্য অথবা অল্পজ্ঞের কার্য্য? পরমেশ্বর যখন সর্ব্বজ্ঞ তখন সংসারী মনুষ্যের ন্যায় এরূপ দৃঢ় বন্ধন করিবেন কেন? স্বজনদের রক্তপাত করা এবং স্বধর্ম্মীদিগকে গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করা এবং তাহাদিগের রক্তপাত করা কি উচিত? ইহা কেবল মূর্খতা এবং পক্ষপাতের কথা মাত্র। পরমেশ্বর কি পূর্ব্বে জানিতেন না যে উহারা প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে মুসলমানদের ঈশ্বর অনেকাংশে খৃষ্টিয়ানদের ঈশ্বরের তুল্য এবং এই কোরাণ স্বতন্ত্র রচিত হইয়াছিল ইহা হইতে পারে না। কারণ কোন কোন বিষয় ভিন্ন ইহার অবশিষ্ট সকল কথাই বাইবেলে আছে॥ ১৭॥

১৮। যে সকল লোক পারত্রিক জীবনের বিনিময়ে ঐহিক জীবন ক্রয় করিয়াছে তাহাদের পাপ

লঘু করা যাইবে না এবং তাহাদিগকে সহায়তা প্রদান করা হইবে না। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৭৬॥

সমীক্ষক—আচ্ছা! ঈশ্বরের নিকট হইতে কখনও এরূপ দ্বেষ ও ঈর্ষার কথা আসিতে পারে? যাহাদের পাপ লঘু করা যাইবে এবং যাহাদিগের সহায়তা করা যাইবে, তাহারা কে? তাহারা যদি পাপী হয়, তবে দণ্ডবিধান ব্যতিরেকে পাপ লঘু করিলে অন্যায় করা হইবে। যদি পাপ লঘু করা বিষয়ে ধর্ম্মাত্মাদেরই প্রয়োজন হয়, তবে যখন তাঁহাদের পাপ আপনাপনিই লঘু হইয়া থাকে, তখন পরমেশ্বর আর কি করিলেন? সুতরাং ইহা বিদ্বানের লেখা নহে। বস্তুতঃ ধর্ম্মাত্মাদের সুখ এবং অধার্ম্মিকদের দুঃখ সর্ব্বদাই তাঁহাদের কর্ম্মানুসারে দেওয়া উচিত॥ ১৮॥

১৯। নিশ্চয় আমি মূসাকে পুস্তক দিয়াছি, তাহার পর ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট আনিয়াছি এবং মেরীর পুত্র ঈশাকে স্পষ্ট দৈবী শক্তি-সামর্থ্য দিয়াছি এবং তাহার সহিত রুহুলকুদমকেও * দিয়াছি। যখন ভবিষ্যদ্বক্তা উক্ত বস্তু লইয়া তোমাদের নিকট আসিলেন তখন উহা তোমাদের হৃদয়ের রুচিকর হইল না বলিয়া তোমরা অভিমান করিলে। এক মতের উপর মিথ্যা আরোপ এবং অন্যকে বিনাশ করিতেছ। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৮৭॥

সমীক্ষক—কোরাণে যখন মনুষ্যকে পুস্তক দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ রহিয়াছে তখন মুসলমান-দের উহা বিশ্বাস করা উচিত হইয়াছে এবং উক্ত পুস্তকে যে সকল দোষ আছে তাহাও মুসলমানদের মতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন দৈব-শক্তির কথা সমস্তই মিথ্যা। নির্ব্বোধ ও সরল লোক-দিগকে মুগ্ধ করিবার জন্য মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রচলিত করা হইয়াছে। কারণ সৃষ্টিক্রম এবং বিদ্যাবিরুদ্ধ সমস্তই মিথ্যা হইয়া থাকে। যদি সে সময়ে দৈব-শক্তি থাকিয়া থাকে তবে এখন নাই কেন? যদি এখন না থাকে তবে পূর্ব্বেও ছিল না, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥১৯॥

২০। ইহার পূর্ব্বে অবিশ্বাসীদের উপর উহারা বিজয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিল। যখন সাহায্য উপস্থিত হইল তখন তাহারা বুঝিতে পারিলেও তৎক্ষণাৎ তাহারা অবিশ্বাসী হইয়া পড়িল। সত্যবাদীদের উপর ঈশ্বরের অভিশাপ আছে। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৮৯॥

সমীক্ষক—তোমরা যেরূপ অন্য মতাবলম্বীদিগকে অবিশ্বাসী বল, সেইরূপ তাহারাও কি তোমা-দিগকে অবিশ্বাসী বলে না? এবং তাহাদের ধর্ম্মের ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া তোমাদিগকে ধিক্কার দেয় না? এরূপ স্থলে কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা হইবে? যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে সকল মতেই মিথ্যা পাওয়া যায় এবং যাহা সত্য তাহা সকল মতেই একরূপ। এ সকল বিবাদ করা কেবল মূর্খতার পরিচয় মাত্র। ॥২০॥

২১। বিশ্বাসীদের আনন্দ সংবাদ—যে ঈশ্বরের, স্বর্গীয় দূতদের ভবিষ্যদ্বক্তার গ্যাব্রিয়েলের এবং মাইকেলের শত্রু হয়, পরমাত্মাও সেই বিধর্ম্মীদের শত্রু। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৯৮॥

সমীক্ষক—মুসলমানেরা বলেন যে ভগবানের "অংশীদার" (সহযোগী) নাই। তবে এখন তাঁহাকে নানা ব্যক্তির "অংশীদার" কোথা হইতে করা হইল? যে অন্যের শত্রু, সে কি ভগবানেরও শত্রু? যদি এরূপ হয় তবে তাহা সঙ্গত নয়। ঈশ্বর কাহারও শত্রু হইতে পারেন না। ॥২১॥

---

* রুহুলকুদম গ্যাব্রিয়েলকে বলা যায়। তিনি সর্ব্বদাই মসীহের সহিত থাকিতেন।

২২। তোমরা বল যে "আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি", তাহা হইলে আমি তোমাদের পাপের ক্ষমা করিয়া কল্যাণ বৃদ্ধি করিব। মঃ ১। সিঃ ১। সূ ২। আঃ ৫৮॥

সমীক্ষক—আচ্ছা, ঈশ্বরের এই উপদেশ সকলকে পাপী করিবার জন্য হইতেছে কি না? মনুষ্যদের পাপের ক্ষমা করিবার আশ্রয় লাভ হইতেছে বলিয়াই উহারা কেহই পাপ করিতে ভীত হয় না। সুতরাং এরূপ কথয়িতা পরমাত্মা হইতে পারে না এবং উক্ত পুস্তকও তাঁহার রচিত হইতে পারে না। কারণ পরমাত্মা ন্যায়কারী। তিনি কখনও অন্যায় করেন না। পাপের ক্ষমা করিলে তিনি অন্যায়কারী হইয়া পড়েন, কিন্তু যথাপরাধ দণ্ডবিধান করিলেই ন্যায়কারী হইতে পারেন। ॥২২॥

২৩। মূসা যখন আপনার জাতীয়দের জন্য পানার্থ জল প্রার্থনা করিল, তখন আমি বলিলাম যে, প্রস্তরের উপর আপনার দণ্ডাঘাত কর। তাহা করিবা মাত্র সেই স্থলে দ্বাদশ প্রস্রবণ বাহির হইল। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৬০॥

সমীক্ষক—এখন দেখ এরূপ অসম্ভব কথা কিরূপ লোকের হওয়া সম্ভব! একটি প্রস্তরের উপর দণ্ডাঘাত দ্বারা দ্বাদশ প্রস্রবণের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। উহার ভিতর ফাঁপা করিয়া জলপূর্ণ করতঃ বারটি ছিদ্র করিলে এরূপ সম্ভব হইতে পারে, নচেৎ নহে। ২৩॥

২৪। ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন দয়া করিয়া আপনার করিয়া থাকেন। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ১০৫॥

সমীক্ষক—যে মূর্খ ও দয়ার অযোগ্য, তাহাকেও কি তিনি ভালবাসেন এবং তাহার উপরও কি তিনি দয়া করেন? যদি এরূপ হয় তবে উক্ত পরমাত্মা অতিশয় বোকা। কারণ তাহা হইলে কে আর সৎকর্ম করিবে? এবং অসৎ কার্য্যই বা কে পরিত্যাগ করিবে? কারণ সমস্তই ভগবানের প্রসন্নতার উপর নির্ভর করে, কর্ম্মফলের উপর কিছুই নির্ভর করে না। এইজন্য সকলে অনাস্থা হওয়াতে কর্ম্মোচ্ছেদের প্রসঙ্গ হইয়া উঠে। ১৪॥

২৫। অবিশ্বাসী লোকেরা যেন তোমাদিগকে বিশ্বাস হইতে বিচলিত না করে। কারণ তাহাদের মধ্যে বিধর্ম্মীদের অনেক বন্ধু আছে। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ১০৯॥

সমীক্ষক—দেখ, পরমেশ্বর উহাদিগকে সাবধান করিতেছেন যে, বিধর্ম্মীগণ যেন তোমাদিগকে বিচলিত না করে। তিনি কি সর্ব্বজ্ঞ নহেন? এরূপ কথা ভগবানের হইতে পারে না। ২৫॥

২৬। তুমি যে দিকেই মুখ ফিরাইবে সেই দিকেই পরমেশ্বরের মুখ আছে। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। ১১৫॥

সমীক্ষক—এই কথা যদি সত্য হয়, তবে মুসলমানগণ মক্কার দিকে কেন মুখ করিয়া নমাজ করেন? যদি বলেন যে সে দিকে মুখ করিয়া নমাজ করিবার জন্য আমাদের প্রতি আদেশ আছে, তবে ইহাও আদেশ যে নমাজ-কালে যে দিকে ইচ্ছা মুখ করিয়া নমাজ করিতে পারিবে তবে একটি সত্য ও অপরটি মিথ্যা হইবে। যদি পরমাত্মার মুখ থাকে, তবে তাহা এককালে সকল দিকে থাকিতে পারে না। কারণ এক মুখ একদিকেই থাকিবে, সকল দিকে কিরূপে থাকিতে পারে? সুতরাং তাহা সত্য নহে। ২৬॥

২৭। যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি-কর্তা, তিনি যখন কিছু করিতে মনে করেন তখন তাহা তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই হইয়া থাকে। নিজ হাতে তাঁহার কিছুই করিতে হয় না। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ১১৭॥

সমীক্ষক—যদি পরমেশ্বর আদেশ করিলেন যে "হউক" তখন সেই আদেশ কে শ্রবণ করিল? কাহাকে বলা হইল? কি নির্ম্মিত হইল? সৃষ্টির পূর্ব্বে এক পরমাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু ছিল না, এরূপ যখন লেখা, তখন এই সংসার কোথা হইতে আসিল? যখন কারণ ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই হইতে পারে না, তখন এইরূপ বৃহৎ জগৎ কারণ কারণ ব্যতিরেকে কোথা হইতে হইয়াছে? এ সকল কেবল বালকের বাক্য মাত্র। ২৭॥

পূর্ব্বপক্ষী—না, না, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে হইয়াছে।

উত্তরপক্ষী—তোমাদের ইচ্ছায় কি মক্ষিকার একটি চরণও তৈয়ার হইতে পারে, যে তুমি বলিতেছ ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই সমস্ত জগৎ রচিত হইয়াছে?

পূর্ব্বপক্ষী—ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, এইজন্য তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই রচনা করেন।

উত্তরপক্ষী—সর্ব্বশক্তিমান শব্দের অর্থ কি?

পূর্ব্বপক্ষী—তিনি যাহা মনে করেন, তাহাই করিতে পারেন?

উত্তরপক্ষী—ভগবান কি দ্বিতীয় ভগবানও সৃষ্টি করিতে পারেন? তিনি কি স্বয়ং বিনাশ-প্রাপ্ত হইতে পারেন? তিনি কি মূর্খ, রোগী, অজ্ঞানী ইত্যাদিও হইতে পারেন?

পূর্ব্বপক্ষী—এরূপ কখনও হইতে পারে না।

উত্তরপক্ষী—পরমাত্মা এইরূপে আপনার ও অপরের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারেন না। সংসারে কোন তৈয়ার হইতে ও রচনা করিতে তিনটি পদার্থের প্রথম আবশ্যক হয়। প্রথম নির্ম্মাণ-কর্ত্তা যেমন কুম্ভকার; দ্বিতীয় ঘট নির্ম্মাণের উপাদান মৃত্তিকা; তৃতীয় উহার সাধন, যাহা দ্বারা ঘট তৈয়ার হয়। যেরূপ কুম্ভকার, মৃত্তিকা ও সাধন হইতে ঘট নির্ম্মিত হয় এবং নির্ম্মাণের কারণ-স্বরূপ কুম্ভকার, মৃত্তিকা এবং সাধন ঘটের পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে সেইরূপ জগৎ রচনার পূর্ব্বে জগতের কারণ প্রকৃতি, তাহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান আছে। এইজন্য কোরাণের কথা মিথ্যা। ॥২৭॥

২৮। আমি যখন মনুষ্যদের জন্য সুখদায়ক মক্কার পবিত্র স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছি, তখন নমাজের জন্য ইব্রাহীমের স্থান অবলম্বন কর। মঃ ১। সিঃ ১ সূঃ ২। আঃ ১২৫॥

সমীক্ষক—মক্কার সৃষ্টির পূর্ব্বে কি পরমেশ্বর আর কোনও পবিত্র স্থান নির্ম্মাণ করেন নাই? যদি অন্য পবিত্র স্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন তবে মক্কা নির্ম্মাণের আবশ্যক ছিল না। যদি নির্ম্মাণ না করিয়া থাকেন তবে পবিত্র স্থান ব্যতিরেকেও পূর্ব্বোৎপন্ন জীবদের রক্ষা হইয়াছিল। ঈশ্বরের প্রথম পবিত্রস্থান নির্ম্মাণ স্মরণ না থাকিতে পারে। ॥২৮॥

২৯। যে মনকে অতিশয় অজ্ঞ করিয়া রাখিয়াছে, সে ভিন্ন আর কোন্ মনুষ্য ইব্রাহীমের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে? আমি সংসারের মধ্যে ইব্রাহীমকেই ভালবাসি এবং ভবিষ্যতে সে ধার্ম্মিক হইবে। সঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ১৩০॥

সমীক্ষক—ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে যে, যাঁহারা ইব্রাহীমের ধর্ম্ম মানেন না, তাঁহারা সকলেই মূর্খ? ঈশ্বর ইব্রাহীমকে অধিক ভালবাসিতেন, ইহার অর্থ কি? যদি ধর্ম্মাত্মা হইবার জন্য এরূপ করেন, তাহা হইলে অন্য অনেকেই ধর্ম্মাত্মা হইতে পারেন। যদি ধর্ম্মাত্মা না হইলেও এরূপ করিয়া থাকেন, তাহা অন্যায় হইয়াছে। যিনি ধর্ম্মাত্মা, তিনি ভগবানের প্রিয়, পাপী প্রিয় হয় না—ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। ॥২৯॥

৩০। আমরা তোমাকে আকাশের দিকে মুখ ফিরাইতে দেখিয়াছি। আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে মক্কাভিমুখী করিব। তাহাতে তোমার প্রীতি হইবে। অবশ্য তাঁহার নিজের মুখ (মসিজ-দুল্‌হরামের) মক্কার পবিত্র মন্দিরের দিকে পরবর্ত্তিত হইবে। তোমরা যেখানেই থাক, মুখ সেইদিকে রাখিবে। মঃ ১। সিঃ। ২। শূঃ ২। আঃ ১৪৫॥

সমীক্ষক—ইহা অল্প মূর্ত্তি-পূজকের কার্য্য অথবা মহৎ?

পূর্ব্বপক্ষী—আমরা মুসলমান, মূর্ত্তি-পূজক নহি, পরন্তু আমরা মূর্ত্তিভঞ্জক। কারণ আমরা মক্কাকে ভগবান মনে করি না।

উত্তরপক্ষী—যাহাদিগকে তোমরা মূর্ত্তি-পূজক মনে কর, তাহারাও সেই সেই মূর্ত্তিদিগকে ঈশ্বর মনে করে না, পরন্তু তাহাদের সমক্ষে পরমাত্মার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে। যদি তোমরা মূর্ত্তি-ভঞ্জক হও, তবে উক্ত মক্কার মন্দিররূপ প্রধান মূর্ত্তিকে কেন ভঙ্গ কর না?

পূর্ব্বপক্ষী—কি আশ্চর্য্য! মক্কার দিকে মুখ ফিরাইতে কোরাণে আমাদের আজ্ঞা আছে, ইহাদের বেদে তাহা নাই। তবে ইহারা মূর্ত্তি-পূজক নয় কি? আমরা মূর্ত্তি-পূজক হইব কেন? তবে আমাদের ঈশ্বরের আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়।

উত্তরপক্ষী—তোমাদের জন্য যেমন কোরাণে আজ্ঞা আছে, সেইরূপ ইহাদেরও পুরাণে আজ্ঞা আছে। তোমরা যেরূপ কোরাণকে পরমাত্মার আদেশ বলিয়া মনে কর, সেইরূপ পৌরাণিকেরাও পুরাণ সকলকে ভগবানের অবতার ব্যাসের বাক্য মনে করে। তোমাদের ও ইহাদের মধ্যে মূর্ত্তি পূজা বিষয়ে কোনও প্রভেদ নাই। তন্মধ্যে তোমরা বৃহৎ মূর্ত্তি-পূজক; তাহারা ক্ষুদ্র মূর্ত্তি-পূজক। যেমন কোন লোক স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া বিড়ালকে তাড়াইবা মাত্র সেই গৃহে উষ্ট্র প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে, তদ্রূপ মহম্মদ সাহেব মুসলমানদের মত হইতে ক্ষুদ্র মূর্ত্তি নিষ্ক্রান্ত করিতে গিয়া, সর্ব্বত সদৃশ মক্কার মন্দিররূপ মহামূর্ত্তি উক্ত মতে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহা কি অল্প মূর্ত্তিপূজা? অবশ্য আমরা যেরূপ বৈদিক, তোমরাও যদি তদ্রূপ বৈদিক হইয়া যাও, তবে মূর্ত্তিপূজাদি অসৎ কার্য্য হইতে রক্ষা পাইতে পার, নচেৎ নয়। যতদিন তোমরা নিজেদের মহামূর্ত্তি পূজাকে দূর করিতে না পারিবে ততদিন অপরের মূর্ত্তি-পূজার দোষ ধরিতে যাওয়া নিতান্ত লজ্জার বিষয়। অপরকে নিন্দা করিবার পূর্ব্বে নিজের দোষ দূর করা উচিত। ॥৩০॥

৩১। সৎপথে থাকিয়া মৃত্যু হইলে তাহাকে মৃত্যু বলিও না, কারণ তাহারা জীবিত থাকে। মঃ ১। সিঃ ২। সূঃ। ২ আঃ ১৫৫॥

সমীক্ষক—আচ্ছা, সৎপথে থাকিয়া মরিবার বা মারিবার প্রয়োজন কি? এরূপ বলিতেছ না কেন যে এ কথা কেবল নিজেদের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য। ইহারা লোভ প্রদর্শন করিবে এবং লোকে অতিশয় যুদ্ধ করিবে, আপনাদের বিজয় হইবে, বিনাশ করিতে ভীত হইবে না, লুণ্ঠন ও হত্যা করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ হইবে এবং পশ্চাৎ বিষয়ানন্দ ভোগ করা হইবে ইত্যাদি স্বপ্রয়োজনের জন্যই এইরূপ বিপরীত ব্যবহার করা হইয়াছে। ॥৩১॥

৩২। ঈশ্বর কঠোর দুঃখদাতা। শয়তানের পশ্চাৎ চলিও না। সে তোমাদের প্রত্যক্ষ শত্রু। তদ্ব্যতিরেকে অসৎ এবং নির্লজ্জ কার্য্যের আদেশ করে এরূপ কিছুই নাই। যাহা তোমরা জান না, তাহা ঈশ্বরের বিষয়ে বল। মঃ ১। সিঃ ২। সূঃ ২। আঃ ১৬৬।১৬৯—৭০॥

সমীক্ষক—দয়ালু ঈশ্বর পাপীদের এবং পুণ্যাত্মাদের উপর কি কঠোর দুঃখদাতা! এবং তিনি কি মুসলমানদের উপর দয়া এবং অন্যের উপর দয়াহীন? যদি এইরূপ হয় তবে তিনি ভগবানই হইতে পারেন না। যদি তিনি পক্ষপাতী না হন, তবে মনুষ্য যে কোন স্থানে ধর্ম্ম করিবে ঈশ্বর তাহার উপর দয়ালু এবং যে অধর্ম্ম করিবে তাহার দণ্ডদাতা হইবেন। এরূপ হইলে মহম্মদ সাহেব ও কোরাণ বিশ্বাস করার কোনই দরকার হয় না। তদ্ব্যতীত মনুষ্য মাত্রের শত্রু এবং সকলের অনিষ্টকারী শয়তানকে পরমাত্মা কেন উৎপন্ন করিলেন? তিনি কি ভবিষ্যতের কথা জানিতেন না? যদি বল জানিতেন কিন্তু পরীক্ষার জন্য তাহাকে উৎপন্ন করিয়াছেন, তাহা হইলেও শয়তানের সৃষ্টি সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ পরীক্ষা করা অল্পজ্ঞের কার্য্য। যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি সকল জীবের সদসৎ কার্য্য সর্ব্বদাই যথার্থরূপে জানিতে পারেন। যদি শয়তান সকলকে প্রতারণা করে, তাহা হইলে অন্যেও স্বয়ং আপনাকে প্রতারিত করিতে পারে; তবে শয়তানের প্রয়োজন কি? যদি ঈশ্বরই শয়তানকে প্রতারিত করিয়া থাকেন, তবে তিনি শয়তানেরও শয়তান। এই কথা পরমাত্মার পক্ষে হইতে পারে না। যখন কেহ প্রতারিত হয়, তখন সে কুসঙ্গ ও অজ্ঞানতা বশতঃ প্রতারিত হইয়া থাকে। ॥৩২॥

৩৩। মৃত প্রাণী, রুধির এবং শূকরের মাংস তোমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ এবং ভগবানের নাম ভিন্ন অন্য নাম বা শব্দ যে বস্তুর উপর করা হইবে তাহাও নিষিদ্ধ। মঃ ১। সিঃ ১২। সূঃ ২ আঃ ১৭৪॥

সমীক্ষক—এ স্থলে বিচার করা উচিত, প্রাণী আপনা হইতেই মৃত হউক অথবা কাহারও কর্ত্তৃক নিহত হউক উভয়বিধ শবই তুল্য। অবশ্য উহাতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ আছে বটে কিন্তু মৃতত্ব বিষয়ে কোনওরূপ প্রভেদ নাই॥ কেবল শূকরের মাংস যখন নিষেধ করা হইয়াছে তখন কি মনুষ্যের মাংস ভোজন করা কর্ত্তব্য? পরমাত্মার নাম লইয়া শত্রু আদির উপর অত্যন্ত দুঃখ দিয়া প্রাণ নাশ করা কি উত্তম কার্য্য? তাহাতে ভগবানের নাম কলঙ্কিত হয়। পূর্ব্ব জন্মের অপরাধ ব্যতীত ভগবান উহাদিগকে মুসলমানদের দ্বারা দারুণ দুঃখ দেওয়াইতেছেন কেন? উহাদের প্রতি তিনি দয়ালু নহেন কি? তিনি কি উহাদিগকে পুত্রবৎ জ্ঞান করেন না? যে সকল বস্তু হইতে অধিক উপকার হয়, তাদৃশ গো আদিকে হত্যা করিতে নিষেধ না করাতে জানিতে হইবে যে উক্ত ঈশ্বর হত্যায় প্রবৃত্ত করিয়া জগতের হানিকর এবং হিংসারূপ পাপে কলঙ্কিতও হয়। এরূপ কথা ভগবানের ও তাহার পুস্তকে কখনও হইতে পারে না। ॥৩৩॥

৩৪। উপবাসের (রোজার) রাত্রিতে তোমাদের স্ত্রীর সহিত মদনোৎসব করার বিধি করা হইয়াছে। উহারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরাও উহাদিগের আবরণ। পরমাত্মা জানেন যে তোমরা চুরি অর্থাৎ ব্যভিচার কর। সেইজন্য ভগবান পুনরায় তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। অতএব তোমরা তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া ভগবান তোমাদিগকে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন তাহার অন্বেষণ কর। অর্থাৎ সন্তানগণ! যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ সূত্র হইতে শ্বেতবর্ণ সূত্র তোমরা স্পষ্ট দেখিতে না পাইবে অথবা রাত্রি হইতে দিন প্রকাশিত না হইবে, সেই পর্যন্ত পান ও ভোজন কর। মঃ ১। সিঃ ২। সূঃ ২। আঃ ১৮৭॥

সমীক্ষক—এ স্থলে ইহা নিশ্চিত হইতেছে যে, যখন মুসলমানদের মত প্রচলিত হইল তখন, অথবা তাহার পূর্ব্বে, কোন পৌরাণিককে একমাস যাবত অনুষ্ঠেয় চান্দ্রায়ণ ব্রতের বিধি বিষয়ে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবে। এ বিষয়ে শাস্ত্র বিধি আছে যে মধ্যাহ্ন কালে চন্দ্রকলার হ্রাস ও বৃদ্ধি অনুসারে গ্রাসের হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে হয় এবং মধ্যাহ্নকালে দিবসে ভোজন করিতে হয়। উক্ত ব্যক্তি তাহা না জানিয়া বলিয়া থাকিবে যে চন্দ্রমা দর্শন করিয়া ভোজন করিতে হয়। মুসলমানগণ তাহার কথানুসারে এইরূপ করিয়া লইয়াছেন। পরন্তু ব্রত-কালে স্ত্রীসমাগম ত্যাগ করিতে হয়। এ বিষয়ে উক্ত ভগবান এক কথা অধিক করিয়া কহিয়া দিয়াছেন যে তোমরা উত্তমরূপে স্ত্রীসমাগমও করিবে এবং রাত্রিতে অনেকবার ভোজন করিবে। আচ্ছা, এ কিরূপ ব্রত! দিবসে ভোজন করিতে পারিবে না এবং রাত্রি কালে ভোজন করিতে পারিবে! দিবসে ভোজন না করা এবং রাত্রিতে ভোজন করা সৃষ্টিক্রমের বিপরীত। ॥৩৪॥

৩৫। যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে; সৎপথে থাকিয়া তোমরাও তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর। তাহাদিগকে যেখানে পাইবে বিনাশ কর। নরহন্তা হইতে কাফের খারাপ। যে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস তিরোহিত না হয় এবং ভগবানের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত না হয় সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর। উহারা তোমাদের উপর যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তোমারও তাহাদের উপর ততদূর অগ্রসর হইবে। মঃ ১। সিঃ ২। শূঃ ২। আঃ ১৯০।১৯১।১৯২।১৯৩॥

সমীক্ষক—কোরাণে যদি এই কথা না থাকিত, তাহা হইলে মুসলমানেরা অন্য মতাবলম্বীদের উপর যে ভয়ানক অপরাধ করিয়াছে তাহা করিত না। অপরাধী ব্যতিরেকে অন্যকে বিনাশ করা তাহাদের মহা পাপ। মুসলমান মত গ্রহণ না করাকে তাঁহারা "কুফ্র" (অবিশ্বাসী) কহেন। মুসলমানগণ অবিশ্বাস অপেক্ষা হত্যা উত্তম মনে করেন। অর্থাৎ আমাদের ধর্ম্ম যাঁহারা বিশ্বাস না করিবে আমরা তাহাদিগকে হত্যা করিব" এবং সেইরূপই তাহারা করিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে তাহারা নিজেরাই রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্য মতাবলম্বীদের উপর তাহাদের মন অতিশয় নৃশংস। চুরির পরিবর্ত্তে চুরি করিতে হইবে? চোরে চুরি করিলে আমরাও কি সে পথ অবলম্বন করিব? ইহা অন্যায় কথা। কোন অজ্ঞানী আমাকে গালি দিলে আমিও কি তাহাকে গালি দিব? এ সকল কথা ঈশ্বরের, ঈশ্বর ভক্ত বিদ্বানের, অথবা ঈশ্বরোক্ত পুস্তকের হইতে পারে না। ইহা স্বার্থপর ও জ্ঞানহীন মনুষ্যের কথা। ॥৩৫॥

৩৬। ঈশ্বর বিবাদকারীর সহিত মিত্রতা রাখেন না। মনুষ্যগণ! যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে তবে মুসলমান মতে প্রবেশ কর। মঃ ১। সিঃ ২। সূঃ ২। আঃ ২০৫।২০৬॥

সমীক্ষক—যদি ঈশ্বর বিবাদকারীকে মিত্র মনে না করেন, তবে স্বয়ং কেন মুসলমানদিগকে বিবাদ করিতে প্রেরণা দেন এবং কলহস্বভাব বিশিষ্ট মুসলমানদের সহিত কেন মিত্রতা রাখেন? মুসলমানদের মত বিশ্বাস করিলেই যদি ঈশ্বর প্রীত হন, তবে তিনি মুসলমানদেরই পক্ষপাতী, সুতরাং তিনি সমস্ত সংসারের ভগবান নহেন। ইহা হইতে এইরূপ বুঝা যায় যে কোরাণ ভগবান কৃত নহে এবং উহাতে কথিত ভগবান যথার্থ ভগবান হইতে পারেন না। ॥৩৬॥

৩৭। যাহাকে ইচ্ছা ভগবান অনন্ত ঐশ্বর্য্য দিবেন। মঃ ১। সিঃ ২। সূঃ ২। আঃ ২১২॥

সমীক্ষক—পাপ ও পুণ্য ব্যতিরেকেই কি ভগবান ঐশ্বর্য্য দান করেন? তাহা হইলে সৎ অসৎ আর ভেদ রহিল না। কারণ সুখ-দুখঃ লাভ তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কর্ম্মের উপর নয়। মুসলমানেরা ধর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়া যথেচ্ছাচার করেন এবং কেহ কেহ এই কোরাণোক্ত কথা বিশ্বাস না করিয়া ধর্ম্মাত্মাও হন। ॥৩৭॥

৩৮। কেহ তোমাকে প্রশ্ন করিলে বলিবে যে রজস্বলা স্ত্রী অপবিত্রা, ঋতু সময়ে তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবে এবং যে পর্য্যন্ত তাহারা পবিত্রা না হইবে সে পর্য্যন্ত উহাদিগের নিকট যাইবে না। উহারা স্নান করিলে তাহাদের নিকট যাইবে ভগবান এইরূপ আদেশ দিয়াছেন। তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেত্র। যেরূপে ইচ্ছা কর আপনাদের ক্ষেত্রে যাইবে। ভগবান ব্যর্থ শপথ বিষয়ে অপরাধ ধরেন না। মঃ ১। সিঃ ২॥ সূঃ ২। আঃ ২২২।২২৩।২২৫॥

সমীক্ষক—রজস্বলার স্পর্শ এবং সঙ্গ না করিবার কথা যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা উত্তম। পরন্তু স্ত্রীলোকদিগকে যে ক্ষেত্রের তুল্য লেখা হইয়াছে এবং যেরূপে ইচ্ছা কর সেইরূপেই ক্ষেত্রে গমন করিবে ইহা কেবল মনুষ্যদিগকে বিষয়ী করিবার পথ মাত্র। ভগবান যদি ব্যর্থ শপথে অপরাধ না ধরেন তাহা হইলে সকলেই মিথ্যা ব্যবহার করিবে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে। তাহাতে ভগবান মিথ্যার প্রবর্ত্তক হইবেন। ॥৩৮॥

৩৯। কে এরূপ মনুষ্য আছে যে ভগবানকে ঋণ দিবে? যদি কেহ ভগবানের ঋণ দেয় তাহা হইলে তাহার জন্য ভগবান তাহাকে দ্বিগুণ দিবেন। মঃ ১। সিঃ ২। সূঃ ২। ২৪৫॥

সমীক্ষক—আচ্ছা, ঈশ্বরের ঋণ * লইবার প্রয়োজন কি? যিনি সমস্ত সংসার রচনা করিয়াছেন তিনি কি মনুষ্যের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন? কখনও নহে। কেবল না বুঝিয়া এরূপ কথা লেখা

* এই সূত্রের ভাষ্যে টীপ্পনীতে লেখা আছে যে একজন লোক মহম্মদ সাহেবের নিকট আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঈশ্বরের দূত (মহম্মদ)! ঈশ্বর কেন ঋণ প্রার্থনা করেন? তিনি উত্তর করিলেন যে তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য। সে বলিল যদি আপনি জামিন হন, তবে আমি দিতে পারি। তখন তিনি জামিন হইলেন। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস না হইয়া তাঁহার দূতের উপর হইল।

হইয়াছে। তাঁহার কি ধনাগার শূন্য হইয়া গিয়াছে? তিনি কি হুণ্ডি, ক্রয়-বিক্রয় এবং বাণিজ্যাদিতে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, যে ঋণ গ্রহণ আরম্ভ করিয়াছেন? একজনকে দ্বিগুণ দিতে যে স্বীকার করিতেছেন ইহা কি ধনী বণিকের কার্য্য? ইহা নিঃস্ব (দেউলিয়া) অথবা অল্প আয় বিশিষ্ট অথচ অধিক ব্যয়কারীর কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভগবান এরূপ করিতে পারেন না। ॥৩৯॥

৪০। উহাদের মধ্যে কেহ প্রকৃত বিশ্বাসী ছিল না। পরন্তু কেহ কেহ অবিশ্বাসী (নাস্তিক) ছিল। যদি ঈশ্বরই করিতেন তাহা হইলে তাহারা বিবাদ করিত না। ভগবান যাহা মনে করেন তাহাই করেন। মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ২। যাঃ ২৫৩॥

সমীক্ষক—যত বিবাদ হয় তাহা কি ভগবানের ইচ্ছায়ই হয়? তিনি অধর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহা করিতে পারেন? এরূপ যদি হয়, তবে তিনি ভগবান নহেন। শান্তি ভঙ্গ করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত করা ভগবানের কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে মনে হয় এই কোরাণ ভগবানের রচিত নহে এবং কোন ধার্ম্মিক বিদ্বানেরও রচিত নহে॥ ৪০॥

৪১। আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাঁহারই জন্য। আকাশ এবং পৃথিবী উভয়ের উপরই তাঁহার সিংহাসন স্থাপিত রহিয়াছে। মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ২। ২৫৫॥

সমীক্ষক—আকাশ ও ভূমিতে যতপ্রকার পদার্থ আছে, পরমাত্মা তৎসমুদয়ই জীবদের জন্য উৎপন্ন করিয়াছেন, নিজের জন্য নহে। কারণ তিনি পূর্ণকাম এবং তাহার কোন পদার্থের আকাঙ্ক্ষা নাই। তাঁহার যদি সিংহাসন থাকে, তবে তিনি একদেশী হইলেন এবং যিনি একদেশী তাঁহাকে ভগবান বলা যায় না, কারণ ভগবান সর্ব্বব্যাপক। ॥৪১॥

৪২। ভগবান সূর্য্যকে পূর্ব্বদিক হইতে উদিত করেন। তুমি সূর্য্যকে পশ্চিম দিক্ হইতে উদিত কর। তাহাতে অবিশ্বাসী স্তব্ধ হইয়া গেল। ভগবান নিশ্চয়ই পাপীদিগকে পথ প্রদর্শন করান না। মঃ ১ সিঃ ৩। সূঃ ২। আঃ ২৫৮॥

সমীক্ষক—অবিদ্যার কথা দেখ! সূর্য্য কখনও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে গমনাগমন করে না। উহা নিজ পরিধিতে ঘুরিয়া থাকে। ইহা হইতে সঠিক বুঝা যাইতেছে যে কোরাণের কর্ত্তার খগোল ভূগোল বিদ্যা জানা ছিল না। যদি পাপীদিগকে পথ প্রদর্শন করান না হয়, তবে পুণ্যাত্মাদের জন্য মুসলমানদের ভগবানের আবশ্যকতা নাই। কারণ ধর্ম্মাত্মাগণ নিজ হইতেই ধর্ম্মপথে গিয়া থাকেন। অসৎ পথবলম্বীদিগকে সৎপথ বলিয়া দেওয়া উচিত। উক্ত কার্য্য না করাতেই কোরাণ রচয়িতার অতিশয় ভ্রম হইয়াছে। ॥৪২॥

৪৩। তিনি বলিলেন চারি প্রাণী হইতে লইয়া উহাদিগের আকৃতি দেখিয়া রাখ এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে তাহাদের এক একটী রাখিয়া দাও। তাহাদিগকে শীঘ্র আসিবার জন্য বলিয়া দাও। তাহারা তোমার নিকট চলিয়া আসিবে। মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ২। আঃ ২৬০॥

সমীক্ষক—বাহবা! দেখ মুসলমানদের ভগবান ভানুমতীর ক্রীড়ার ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন।

এইরূপ কার্য্যে কি ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বুঝায়? বুদ্ধিমান লোকে এইরূপ ভগবানের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করেন। মূর্খেরা ইহাতে মুগ্ধ হয়। ইহাতে ভগবানের শ্রেষ্ঠত্বের পরিবর্ত্তে নীচতা সপ্রমাণ হয়। ॥৪৩॥

৪৪। যাহাকে ইচ্ছা করেন তিনি তাহাকে সুনীতি দান করেন। মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ২। আঃ ২৬৯॥

সমীক্ষক—যাহাকে ইচ্ছা করেন যদি তাঁহাকেই কেবল সুনীতি দেন, আর যাহাকে ইচ্ছা না করেন তাহাকে কুনীতি প্রদান করেন, তবে ইহা ভগবানের কার্য্য নহে। যিনি পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করিয়া সকলকে সদুপদেশ প্রদান করেন তিনিই ভগবান এবং আপ্ত। ॥৪৪॥

৪৫। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা হয় দণ্ড দিবেন। কারণ তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশক্তিমান্। মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ২। আঃ ২৮৪।

সমীক্ষক—ক্ষমার পাত্রকে ক্ষমা না করা এবং ক্ষমার অযোগ্যকে ক্ষমা করা কি মূর্খ বিচারকের কার্য্য নহে? যদি ঈশ্বর ইচ্ছামত পাপী পুণ্যাত্মার সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে জীবের পাপ অথবা পুণ্য হইতে পারে না। যদি ঈশ্বর জীবের প্রতি সেইরূপ বিচার করেন, তবে জীবের দুঃখ অথবা সুখ হওয়া উচিত নহে। সেনাপতির আজ্ঞানুসারে কোন সৈনিক কাহাকেও হত্যা করিলে যেমন সে দায়ী হয় না সেইরূপ জীবও হয়না। ॥৪৫॥

৪৬। জিতেন্দ্রিয়দিগকে ইহা অপেক্ষা আর কি উত্তম সংবাদ দিব! ঈশ্বরের নিকট স্বর্গ আছে। উহাতে নদী প্রবাহিত হইতেছে। সেই স্থানে শুদ্ধ স্ত্রীগণ সর্ব্বদাই অবস্থান করে। যুবক ভৃত্যদের সহিত ঈশ্বর তাহাদিগকে দর্শন করেন। মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ৩। আঃ ১৫॥

সমীক্ষক—আচ্ছা উহা কি স্বর্গ, না বেশ্যারণ্য? তাঁহাকে ঈশ্বর বলিব না স্ত্রৈণ বলিব? এরূপ কথা যাহাতে উল্লেখ আছে তাহাকে কোনও বিদ্বান্ কি পরমেশ্বর-কৃত পুস্তক মনে করিতে পারেন? তিনি কেন পক্ষপাত করেন? যে সকল স্ত্রী সর্ব্বদা স্বর্গে থাকে, তাহারা কি ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই স্থানে গিয়াছে, না সেই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে? যদি ইহলোকে জন্ম পাইয়া সেই স্থানে গিয়া থাকে এবং শেষ বিচার দিনের রাত্রির পূর্ব্বেই উক্ত স্ত্রীদিগকে আহ্বান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের পতিদিগকেও কেন আহ্বান করা হইল না? বিচার দিনের রাত্রিতে সকলেরই বিচার হইবে এই নিয়ম কেন ভঙ্গ করা হইল? যদি সেই স্থানেই তাহাদের জন্ম হয়, তাহা হইলে বিচার দিন পর্য্যন্ত উহারা কিরূপে নির্ব্বাহ করে? যদি তাহাদের জন্য পুরুষও থাকে, তবে ইহলোক হইতে স্বর্গগামী মুসলমানদিগকে ঈশ্বর কোথা হইতে স্ত্রী দিবেন? যেরূপ স্বর্গে সর্ব্বদা অবস্থানকারিণী স্ত্রী সৃষ্টি করা হইয়াছে, তদ্রূপ সর্ব্বদা অবস্থানকারী পুরুষেরও কেন সৃষ্টি করা হইল না? এই জন্য মুসলমানদের ঈশ্বর অন্যায়কারী এইরূপ বুঝা যায়। ॥৪৬॥

৪৭। ঈশ্বরের পক্ষে মুসলমান ধর্ম্মই ধর্ম্ম। মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ৩ আঃ ১৯॥

সমীক্ষক—ভগবান কি কেবল মুসলমানদিগেরই এবং অন্যের নহে? তেরশত বৎসর পূর্ব্বে কি

ঈশ্বরীয় মত কিছুই ছিল না? ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে কোরাণ ঈশ্বরকৃত নয় পরন্তু কোন কোন পক্ষপাতীর রচনা। ॥৪৭॥

৪৮। প্রত্যেক জীব যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবে তাহাকে তাহা সম্পূর্ণ দেওয়া হইবে এবং উহাদের উপর কখনও অন্যায় করা হইবে না। বল, হে ঈশ্বর! তুমিই রাজ্যের অধীশ্বর, যাহাকে ইচ্ছা দান কর এবং যাহাকে ইচ্ছা কর রাজ্যচ্যুত কর, যাহাকে ইচ্ছা কর প্রতিষ্ঠাবান কর এবং যাহাকে ইচ্ছা অপ্রতিষ্ঠাবান কর। এ সমস্ত যাহা কিছু সকলই তোমার, প্রত্যেক বস্তুর তুমিই কর্ত্তা। রাত্রির পর দিন এবং দিনের পর রাত্রি তুমি আনয়ন কর, মৃতকে জীবিত কর এবং জীবিতকে মৃত কর এবং যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে অন্ন দান কর। মুসলমান ব্যতিরেকে অবিশ্বাসীদের মিত্র হওয়া মুসলমানদের উচিত নহে। যে কেহ এইরূপ করিবে সে ভগবানের শত্রু। যদি তুমি ভগবানকে লাভ করিতে ইচ্ছা কর তবে আমাকে অনুসরণ কর; ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রীত হইয়া তোমার পাপ ক্ষমা করিবেন। কারণ তিনি করুণাময়। মং ১। সিং ৩। সূং ৩। আং ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯॥

সমীক্ষক—যদি প্রত্যেক জীবের কর্ম্মানুসারে ফল দেওয়া হয়, তাহা হইলে ক্ষমা করা যাইতে পারে না। যদি ক্ষমা করা হয়, তাহা হইলে কর্ম্মানুসারে ফল দেওয়া যায় না দিলে অন্যায় হইবে! যদি উত্তম কর্ম্ম ব্যতিরেকেও রাজ্য প্রদান করা হয় তবে তাহা অন্যায়। জীবিতকে মৃত এবং মৃতকে জীবিত করা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? কারণ ঈশ্বরের ব্যবস্থা অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য, তাহা কখনও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এক্ষণে পক্ষপাতের কথা দেখ। যাহারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত নহে, উহাদিগকে অবিশ্বাসী বলা, বিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ লোকের সহিতও মিত্রতা রাখিবে না এবং মুসলমানদের মধ্যে দুষ্টদের সহিতও মিত্রতা করিবে, এইরূপ উপদেশক ভগবানকে ভগবানত্ব হইতে বহির্ভূত করিয়া দিতেছে। এই জন্য কোরাণ, কোরাণোক্ত ভগবান এবং মুসলমানগণ অজ্ঞানী ও পক্ষপাতাবলম্বী ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্যই মুসলমানগণ অন্ধকারে রহিয়াছেন। আর মহম্মদ সাহেবের লীলাও দর্শন কর। তোমরা যদি আমাকে অনুসরণ কর, তাহা হইলে ভগবান তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন এবং যদি তোমরা পক্ষপাতরূপ পাপ কর তাহা হইলেও তিনি তাহার ক্ষমা করিবেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে মহম্মদ সাহেবের অন্তঃকরণ পবিত্র ছিলনা। এইজন্য মনে হয় যে আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য মহম্মদ সাহেব কোরাণ রচনা করিয়াছেন ও করাইয়াছেন। ॥৪৮॥

৪৯। যখন স্বর্গীয় দূতগণ বলিল মেরি! ভগবান তোমার উপর প্রীত হইয়াছেন এবং জগতের সমস্ত স্ত্রীলোক অপেক্ষা তোমাকে পবিত্রা করিয়াছেন॥ মং ১॥ সিং ৩। সং ৩। আং ৪২॥

সমীক্ষক—আচ্ছা, আজকাল ভগবানের দূত এবং ভগবানের মধ্যে কোনরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে দেখা যায় না, পূর্ব্বে কিরূপে তাহা সম্ভব হইত? যদি বল যে মনুষ্যগণ পুণ্যাত্মা ছিল বর্ত্তমানে সেইরূপ নাই। যে সময়ে খৃষ্টিয়ান এবং মুসলমান মত প্রচলিত হইয়াছিল সেই সময়ে উক্ত দেশে বিদ্যাহীন অশিক্ষিত মনুষ্যের বাসভূমি ছিল॥ সেই জন্য এইরূপ জ্ঞান-বিরুদ্ধ মত প্রচলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান জগতে সুশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের বর্ব্বরোচিত মত সকল ক্রমেই দূর হইয়া যাইতেছে। ॥৪৯॥

৫০ ভগবান বলিলেন "উহা হউক" তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া গেল। অবিশ্বাসীরা তাঁহার প্রতি

ছল প্রকাশ করায় পরমাত্মাও ছল প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বর অতিশয় ছলনাময় ও কৌশল সৃষ্টিকর্ত্তা। মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ৩। আঃ ৪৭।৫৩॥

সমীক্ষক—যখন মুসলমানগণ ভগবান ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকার করেন না, তখন পরমাত্মা কাহাকে বলিলেন? ভগবানের আদেশ মাত্র কি প্রস্তুত হইল? মুসলমানেরা সাত জন্মেও তাহার উত্তর দিতে পারিবে না। কারণ, উপাদান কারণ ভিন্ন কখনও কার্য্য হইতে পারে না। কর্ত্তা ভিন্ন কার্য্য হওয়া, আর মাতা-পিতা ভিন্ন সন্তান হওয়া একই কথা। যিনি ছল ও দম্ভ প্রকাশ করেন, তিনি কখনও পরমাত্মা হইতে পারেন না। এমন কি উত্তম মনুষ্যও এরূপ কার্য্য করেন না। ॥৫০॥

৫১। তোমাদের পক্ষে কি ইহা অধিক হইবে না, যে ঈশ্বর তোমাদিগকে তিন হাজার স্বর্গীয় দূত দ্বারা সাহায্য করিবেন? মঃ ১। সিঃ ৪। সূঃ ৩। আঃ ১২৪॥

সমীক্ষক—যদি তিনি পূর্ব্বে মুসলমানদিগকে তিন হাজার স্বর্গীয় দূত দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন, তবে বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যহীন মুসলমানদিগকে সাম্রাজ্য রক্ষার্থ স্বর্গীয় দূত সাহায্য করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করেন না কেন? ইহা কেবল মূর্খদিগকে মুগ্ধ করিবার জন্যই এইরূপ বলা হইয়াছে। ॥৫১॥

৫২। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। ভগবান তোমাদের প্রধান সহায় ও কার্য্য সকলের কর্ত্তা। ঈশ্বরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তুমি অন্যকে বিনাশ কর অথবা স্বয়ং মৃত হও, তিনি দয়াময়। মঃ ১। সিঃ ৪। সূঃ ৩। আঃ ১৪৭।১৫০।১৫৮॥

সমীক্ষক—এখন মুসলমানদের ভ্রম দেখ। যাহারা ভিন্ন মতাবলম্বী, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য তাঁহারা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। পরমেশ্বর কি ভ্রান্ত, যে তাহাদের কথানুযায়ী কার্য্য করিবেন? ভগবান যদি মুসলমানদের কার্য্য সকলের কর্ত্তা হন, তবে পুনঃ পুনঃ তাহাদের কার্য্য নষ্ট হইয়া যায় কেন? তদ্ব্যতীত উক্ত পরমাত্মাও মুসলমানদের সহিত মোহমুগ্ধ হইয়াছেন মনে হয়। ভগবান যদি তাদৃশ পক্ষপাতী হন, তবে তিনি কখনও ধর্ম্মাত্মাদের উপাস্য বা আরাধ্য হইতে পারেন না। ॥৫২॥

৫৩। ঈশ্বর তোমাদিগকে পরোক্ষজ্ঞ করেন না। পরন্তু যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে ভবিষ্যদ্বক্তা করিয়া তাঁহার দ্বারা প্রচার করেন। অতএব ভগবানের উপর ও তাঁহার দূতদের নিকট হইতে ধর্ম্মবিশ্বাস গ্রহণ কর। মঃ ১। সিঃ ৪। সূঃ ৩। আঃ ১৮০॥

সমীক্ষক—মুসলমানগণ যখন ভগবান ব্যতীত কাহারও নিকট হইতে ধর্ম্মবিশ্বাস গ্রহণ করেন না এবং কাহাকেও ভগবানের অংশীদার বলিয়া মানেন না, তখন ভবিষ্যদ্বক্তা সাহেবকে ধর্ম্মবিশ্বাস বিষয়ে ভগবানের "অংশীদার" করিলেন? পরমাত্মা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে ধর্ম্মবিশ্বাস গ্রহণ করিতে লিখিয়াছেন বলিয়া যদি ভবিষ্যদ্বক্তাও অংশীদার হইয়া গেলেন, তবে পরমাত্মাকে "অংশীদার"রহিত বলা সঙ্গত হয় নাই। ইহার অর্থ যদি এরূপ বুঝিতে হয় যে, মহম্মদ সাহেবকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলে এরূপ প্রশ্ন হইবে যে, মহম্মদ সাহেবের হওয়ার আবশ্যকতা কি?

ভগবান তাঁহাকে ভবিষ্যদ্বক্তা না করিলে যদি তিনি স্বয়ং আপনার অভীষ্টকার্য্য সাধন করিতে না পারিতেন তবে তিনি অবশ্যই অসমর্থ। ॥৫৩॥

৫৪। হে মুসলমানগণ! আনন্দ কর, পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় দিয়া সাহায্য কর এবং যুদ্ধে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাক ও ভগবান হইতে ভীত হও, তাহা হইলে তোমরা মুক্তি পাইবে। মঃ ১। সিঃ ৪। সূঃ ৩। আঃ ১৭৮॥

সমীক্ষক—এই কোরাণের ঈশ্বর ও ভবিষ্যদ্বক্তা উভয়েই যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন এবং সেই জন্য যুদ্ধের আজ্ঞা দিতেছেন। উহারা শান্তি-ভঙ্গকারী। নাম মাত্রে ভগবান হইতে ভীত হইলেই কি মুক্তি পাওয়া যায়? না—অধর্ম্ম যুদ্ধাদি হইতে ভীত হইলে মুক্তি পাওয়া যায়? যদি প্রথমটি ঠিক হয়, তবে ভীত হওয়া আর না হওয়া উভয়ই সমান। যদি দ্বিতীয়টি ঠিক হয়, তবেই সঙ্গত হয়। ॥৫৪॥

৫৫। ভগবানের নিয়ম এই যে, যাঁহারা তাঁহার ও তাঁহার দূতের কথা বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারাই স্বর্গে উপস্থিত হইবেন। সে স্থানে নদী প্রবাহ চলিতেছে এবং উহা অতিশয় দরকারী। যাহারা পরমাত্মার ও তাঁহার দূতের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, তাহারা তাঁহার নিয়মের বহির্ভূত হইবে ও চিরদিন অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। তাহাদের জন্যও লজ্জাকর দুঃখ রহিয়াছে। মঃ ১। সিঃ ৪। সূঃ ৪। আঃ ১৩।১৪॥

সমীক্ষক—ভগবানই প্রচারক মহম্মদ সাহেবকে আপনার সহযোগী করিয়া লইয়াছেন এবং ঈশ্বরই কোরাণ লিখিয়াছেন; দেখ, ভগবান প্রচারক সাহেবের সহিত এরূপ প্রেমবদ্ধ হইয়াছেন যে তাঁহাকে স্বর্গীয় দূতের সহযোগী করিয়া দিয়াছেন। মুসলমানদের পরমাত্মা কোন বিষয়েই স্বতন্ত্র নহেন। এরূপ স্থলে ভগবানকে "লাশরীক" অংশীদারশূন্য বলা ভুল। ভগবানের পুস্তকে এই সকল কথা হইতে পারে না। ॥৫৫॥

৫৬। পরমাত্মা এক ত্রসরেণু পরিমাণও অন্যায় করেন না। সৎকর্ম্ম হইলে তাহার দ্বিগুণ করিয়া দিবেন। মঃ ১। সিঃ ৫। সূঃ ৪। আঃ ৩৭॥

সমীক্ষক—যদি ভগবান এক বিন্দুও অন্যায় না করেন, তবে পুণ্যের দ্বিগুণ করিয়া দেন কেন? মুসলমানদের উপর পক্ষপাতিত্ব করেন কেন? বস্তুতঃ কর্ম্মফল দ্বিগুণ অথবা কম হইলে তিনি অন্যায়ী হইয়া যাইবেন। ॥৫৬॥

৫৭। যখন তোমাদের নিকট হইতে বাহির হয় তখন তাহারা তোমাদের বর্ণিত বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয় চিন্তা করে। ভগবান তাহাদের কাম্য বিষয় লিখিয়া রাখেন। তিনি তাহাদের অর্জ্জিত বস্তুর কারণ হইতে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। তোমরা কি মনে কর, ঈশ্বর যাহাদিগকে কুপথগামী করিয়াছেন তাহাদিগকে সৎপথে আনিবে? কখনও না। ভগবান যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন, সে কখনও সৎপথ পাইবে না। মঃ ১। সিঃ ৫। সূঃ ৪। আঃ ৮০।৮৭॥

সমীক্ষক—যদি ভগবান বিষয়গুলি লিখিয়া পুস্তক এবং "খাতা" প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তবে তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন! যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার লিখিবার প্রয়োজন কি? মুসলমানেরা বলেন যে শয়তান

সকলকে প্রতারণা করাতে সকলেই দুষ্টাচারী হইয়াছে। যখন ভগবান জীবদিগকে পথভ্রষ্ট করেন, তখন শয়তান এবং ভগবানের মধ্যে কি প্রভেদ রহিল? অবশ্য এই প্রভেদ হইতে পারে যে ভগবান শ্রেষ্ঠ শয়তান এবং শয়তান ক্ষুদ্র শয়তান। কারণ মুসলমানদের প্রবাদ আছে যে, যে প্রতারণা করে সেই শয়তান। এই কথানুসারে ভগবানকেও শয়তান করা হইয়াছে। ॥৫৭॥

৫৮। যদি হস্তরোধ না করে তাহা হইলে তাহাকে ধরিবে এবং যেখানে পাইবে বিনাশ করিবে। মুসলমানের মুসলমানকে বিনাশ করা উচিত নয়। কেহ অজ্ঞাতসারে মুসলমানকে হত্যা করিলে এক মুসলমানকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে হইবে। যে পরিবার তোমার শত্রু সেই পরিবারের কাহাকেও হত্যা করিলে তোমার প্রায়শ্চিত্তের জন্য দান করিতে হইবে। যদি কেহ মুসলমান জানিয়া কাহাকেও হত্যা করে, তাহা হইলে সে অনন্তকাল নরকে থাকিবে। তাহার উপর ভগবানের ক্রোধ ও অভিশাপ হইয়া থাকে। মং ১। সিঃ ৪। সূঃ ৪। আঃ ৯০। ৯১। ৯২॥

সমীক্ষক—এখন এই মহাপক্ষপাতের কথা শুন। যদি মুসলমান না হয়, তবে তাহাকে যেখানে পাইবে বিনাশ করিবে কিন্তু মুসলমানকে হত্যা করিবে না। ভ্রমক্রমে মুসলমানকে বিনাশ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, আর অন্যকে বিনাশ করিলে স্বর্গ লাভ হইবে। এরূপ উপদেশ কূপে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ পুস্তক, ভবিষ্যদ্বক্তা, ভগবান ও এইরূপ মত হইতে ক্ষতি ভিন্ন কিছুমাত্র লাভ নাই। বুদ্ধিমান লোকের এইরূপ ভ্রান্ত মত সকল হইতে পৃথক থাকিয়া বেদোক্ত সমস্ত বিষয় বিশ্বাস করা উচিত। কারণ উহাতে মোটেই মিথ্যা নাই। মুসলমান হত্যা করিলে নরক প্রাপ্তি হয় এবং অন্য মতাবলম্বীদের মতে মুসলমান হত্যা করিলে স্বর্গলাভ হয়। এই উভয় মতের মধ্যে কোন্‌টি বিশ্বাস-যোগ্য এবং কোন্‌টি বর্জ্জনীয়? এইরূপ কল্পিত মতগুলি পরিত্যাগ করিয়া বেদোক্ত মত স্বীকার করা কর্ত্তব্য। সকলেরই জানা উচিত যে, যাহাতে "সৎপথে চলা ও অসৎপথ পরিত্যাগ করা"র কথা লেখা আছে তাহাই সর্ব্বোত্তম। ॥৫৮॥

৫৯। শিক্ষা প্রকটিত হইবার পর যাহারা দূতের সহিত বিরোধ করিয়াছে এবং মুসলমানদের বিরোধী হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে নরকে প্রেরণ করিব। মং ১। সিঃ ৫। সূঃ ৪। আঃ ১১৩॥

সমীক্ষক—ঈশ্বর ও তাঁহার দূতের পক্ষপাতিত্বের কথা শ্রবণ কর। মহম্মদ সাহেব প্রভৃতি মনে করিয়াছিলেন যদি আমরা ভগবানের নামে এইরূপ না লিখি, তাহা হইলে নিজেদের ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে না, পদার্থ লাভ হইবে না এবং আনন্দ ভোগ হইবে না। ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে তিনি নিজ প্রয়োজন সাধন করিতে এবং অন্যের প্রয়োজন নষ্ট করিতে তৎপর ছিলেন। সুতরাং তিনি অনাপ্ত ছিলেন। আপ্ত ও বিদ্বানদের নিকট তাঁহার বাক্য কখনও সঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না। ॥৫৯॥

৬০। পরমাত্মা, স্বর্গীয় দূত, ধর্ম্ম-প্রচারক ও বিচার দিবসের উপর যে অবিশ্বাস করে, সে নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট ও প্রতারিত হইয়াছে। যাহারা বিশ্বাস করিয়া পুনরায় অবিশ্বাসী হয় এবং আবার বিশ্বাস করিয়া পুনঃ অবিশ্বাসী হয় ও যাহাদের অবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় ঈশ্বর তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না এবং সৎপথ প্রদর্শন করাইবেন না। মং ১। সিঃ ৫। সূঃ ৪। আঃ ১৩৪।১৩৫॥

সমীক্ষক—ঈশ্বর সহযোগীহীন বলিয়া এখনও কি তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে? তাঁহাকে সহযোগী রহিত বলা এবং তাঁহার সহিত অনেক সহকর্মী আছে এইরূপ বিশ্বাস করা পরস্পর বিরুদ্ধ কথা নয় কি? তিনবার ক্ষমার পর কি ভগবান আর ক্ষমা করিবেন না? তিনবার অবিশ্বাস করিবার পর কি পথ প্রদর্শন করেন? আর চতুর্থ বারের পর কি পথ প্রদর্শন করান হইবে না? যদি সকলেই চার বার করিয়া উক্ত দোষে দোষী হয়, তবে অবিশ্বাসের মাত্রা অধিক হইয়া যায়। ॥৬০॥

৬১। ভগবান অসৎ ও বিধর্ম্মীদিগকে নরকে প্রেরণ করিবেন। অসৎ লোক ভগবানের প্রতি ছল প্রকাশ করে। সেইজন্য তিনিও তাহাদের প্রতি ছল প্রকাশ করেন। বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে ত্যাগ করিয়া ভিন্ন মতাবলম্বীদের সহিত মিত্রতা করিও না। মঃ ১। সিঃ ৫। সূঃ ৪। আঃ ১৩৮। ১৪১।১৪৩॥

সমীক্ষক—মুসলমানদের স্বর্গে যাওয়া এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের নরকে যাওয়া বিষয়ে প্রমাণ কি? বাহবা! যিনি অসৎ লোকের ছলে পতিত হন এবং অন্যে সহিত ছলনা করেন, তদ্রূপ ঈশ্বর হইতে আমরা দূরে থাকি। যাহারা ছলী তাহারাই যাইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করুন্ এবং তিনিও তাহাদের সহিত মিত্রতা করুন। কারণ—

"যাদৃশী শীতলা দেবী তাদৃশঃ খরবাহনঃ"
শীতলা দেবতা যেমন, গর্দ্দভ বাহন তেমন।

যে যেরূপ তাহার সহিত সেইরূপ যোগ হইলেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। উক্ত ঈশ্বর যেরূপ ছলী, তাঁহার উপাসকগণও সেইরূপ না হইবে কেন? দুষ্ট মুসলমানদের সহিত মিত্রতা ও অন্য শ্রেষ্ঠ লোকের সহিত শত্রুতা করা কি কাহারও উচিত? ॥৬১॥

৬২। হে মনুষ্যগণ! এই ভবিষ্যদ্বক্তা ভগবানের নিকট সত্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এতএব তোমরা তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। ভগবান অদ্বিতীয় ও পূজ্য। মঃ ১। সিঃ ৬। সূঃ ৪। আঃ ১৬৭।১৬৮।

সমীক্ষক—যখন ভবিষ্যদ্বক্তার উপর বিশ্বাস স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন বিশ্বাস বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তা ভগবানের "শরীক" অর্থাৎ সহযোগী হইলেন কি না? ভগবান যদি একদেশী হন ও ব্যাপক না হন, তাহা হইলেই ভবিষ্যদ্বক্তা তাঁহার নিকট আসা যাওয়া করিতে পারেন। যদি তাহা সত্য হয়, তবে তিনি পরমাত্মা হইতে পারেন না। ভগবানকে কখনও একদেশী এবং কখনও সর্ব্ব-ব্যাপক লেখা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, কোরাণ এক জনের রচিত নহে পরন্তু বহুজনের। ॥৬২॥

৬৩। স্বয়ং মৃত জীব, রুধির, শূকরের মাংস, যাহার উপর ঈশ্বর ভিন্ন অন্যের নাম লওয়া হইয়াছে, গলবন্ধনে নিহত, যষ্টি প্রহারে ব্যাপাদিত, উপর হইতে পতিত হইয়া মৃত অথবা কোন হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক নিহত প্রভৃতি বস্তু তোমাদের প্রতি নিষিদ্ধ। মঃ ২। সিঃ ৬। সূঃ ৫। আঃ ৩॥

সমীক্ষক—কেবল এই কয়েকটি পদার্থ ই কি মুসলমানদের পক্ষে নিষিদ্ধ? অন্যান্য পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি কি মুসলমানদের বিধিযুক্ত ভোজ্য বস্তু? এইজন্য মনে হয় ইহা মনুষ্যের কল্পনা-প্রসূত, ভগবানের নহে। অতএব ইহা পরিত্যজ্য, ! ॥৬৩॥

৬৪। ভগবানকে উত্তম ঋণ প্রদান কর। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পাপ মুক্ত করিয়া তোমাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিব। মঃ ২। সিঃ ৬। সূঃ ৫। আঃ ১০॥

সমীক্ষক—বাহবা! মুসলমানদের ঈশ্বর ধনৈশ্বর্য্য-হীন বলিয়া মনে হয়। যদি বিশেষ ধন থাকিবে তবে ঋণ গ্রহণ করিবেন কেন? তাহাদের পাপ বিনষ্ট করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করিবেন বলিয়া লোভ দেখাইতেছেন কেন? ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মহম্মদ সাহেব ভগবানের নাম লইয়া নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়াছেন। ॥৬৪॥

৬৫। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন দুঃখ দেন। যাহা কখনও কাহাকে দেওয়া হয় নাই তাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। মঃ ২। সিঃ ৬। সূঃ ৪। আঃ ১৬।১৮॥

সমীক্ষক—শয়তান যেরূপ যাহাকে ইচ্ছা করে পাপী করে, তদ্রূপ মুসলমানদের ঈশ্বরও শয়তানের ন্যায় কার্য্য করেন। যদি এরূপ হয় তবে ঈশ্বরও স্বর্গে অথবা নরকে যাইবেন। কারণ তিনি পাপ ও পুণ্য কর্ত্তা হইলেন, এবং জীব পরাধীন হইল। সেনাপতির অধীনে সৈনিক কাহাকেও রক্ষা করিলে বা বিনাশ করিলে, তাহার ভালমন্দ ফলাফল সেনাপতিরই হয়, সৈনিকের হয় না। ॥৬৫॥

৬৬। ঈশ্বরের এবং তাঁহার দূতের (প্রচারকের) আজ্ঞা পালন কর। মঃ ২। সিঃ ৭। সূঃ ৫। আঃ ৮৯॥

সমীক্ষক – দেখ এখানে ইহা ভগবানের শরীক (সহযোগী) থাকিবার কথা। পুনরায় ভগবানকে "সহযোগী রহিত" মনে করা অনুচিত। ॥৬৬॥

৬৭। ভগবান পূর্ব্বকৃত পাপের ক্ষমা করিয়াছেন এবং কেহ যদি পুনরায় তদ্রূপ করে তাহা হইলে তিনি তাহাকে নির্য্যাতন করিবেন। মঃ ২। সিঃ ৭। সূঃ ৫। আঃ ৯২॥

সমীক্ষক—কৃত পাপের ক্ষমা করা পাপ করিবার প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। যে পুস্তকে পাপ ক্ষমা করিবার কথা আছে তাহা ভগবানের বা কোন বিদ্বানের রচিত নহে। কেননা উহা পাপ-বর্দ্ধক। ভবিষ্যৎ পাপ খণ্ডনের জন্য কাহারও নিকট প্রার্থনা করিয়া, পুনরায় আর কখনও পাপ করিবে না বলিয়া অনুতাপ করা উচিত। হৃদয়ে পাপস্পৃহা বলবৎ রাখিয়া অনুতাপ করিলে কিছুই লাভ নাই। ॥৬৭॥

৬৮। যে ভগবানের উপর মিথ্যা আরোপ করিয়া বলে যে—আমার প্রতিও ভগবানের আদেশ হইয়াছে; সে মনুষ্য অপেক্ষা আর অধিক পাপী কে? কিন্তু তাহার উপর কোনও প্রকারের আদেশ করা হয় নাই। যে বলে যে পরমাত্মা যেরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাস অবতারণ করেন তদ্রূপ আমিও করিব। মঃ ২। সিঃ ৭। সূঃ ৬। আঃ ৯৪॥

সমীক্ষক—এই কথা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, যখন মহম্মদ সাহেব বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকট হইতে আমার কাছে সূত্র বা আদেশ আসিতেছে, তখন অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিও তাহার ন্যায় লীলা প্রকাশ করিয়াছিল। সেও বলিয়া থাকিবে যে, আমার নিকটও সূত্র বা আদেশ আসিতেছে—আমাকেও প্রচারক বলিয়া স্বীকার কর। উহাকে নিরস্ত করিবার জন্য এবং আপনার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিবার জন্য মহম্মদ সাহেব হয় ত এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। ॥৬৮॥

৬৯। আমি তোমাদিগকে উৎপন্ন করিয়াছি এবং তোমাদের আকৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছি। স্বর্গীয় দূতগণ আমার আদেশেই আদমকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিল। কিন্তু শয়তান নমস্কার করিল না। তখন ঈশ্বর বলিলেন যে, আমার আদেশ অমান্য করিয়া কাহার আদেশানুসারে তুমি আদমকে নমস্কার কর নাই? সে উত্তর করিল—আমি উৎকৃষ্ট, কারণ তুমি আমাকে অগ্নি হইতে এবং উহাকে মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মাণ করিয়াছ। ভগবান বলিলেন—তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, এ স্থান তোমার যোগ্য নয়; কারণ তুমি এইখানে থাকিয়া অভিমান করিতেছ। সে বলিল—যে পর্য্যন্ত কবর হইতে উত্তোলন করা হইবে, সে পর্য্যন্ত আমাকে অনবরুদ্ধ করিয়া রাখ। তিনি বলিলেন—তুমি নিশ্চয়ই মুক্ত। সে বলিল—ইহা দিব্য; যেহেতু আমাকে সুমার্গচ্যুত করিলে, সেইজন্য নিশ্চয়ই আমি তোমার সুমার্গে অবস্থান করিব এবং তুমি উহাদের মধ্যে অনেককে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ পাইবে না। তিনি বলিলেন—তাহাদের মধ্যে যে কেহ তোমার পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহাকে দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া দূরীভূত করিব এবং তোমাদের সকলের দ্বারা "নরক" পূর্ণ করিব। মঃ ২। সিঃ ৮। সূঃ ৭। আঃ ১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭॥

সমীক্ষক—এখন ভগবানের ও শয়তানের বিবাদ মন দিয়া শ্রবণ কর। যেরূপ "চাপরাসী" থাকে সেইরূপ এক স্বর্গীয় দূত ছিল। সে তাঁহার আয়ত্ত হইল না এবং ঈশ্বরও তাহার আত্মাকে পবিত্র করিতে পারিলেন না। পরে এই বিদ্রোহীকে, অপরকে পাপী করিয়া বিদ্রোহ করা যাহার কাজ, ভগবান তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। ইহা ঈশ্বরের অনুচিত। শয়তান সকলের প্রতারক এবং ভগবান শয়তানের প্রতারক সুতরাং তিনি শয়তানের শয়তান মহা শয়তান। কারণ শয়তান নিজেই বলিতেছে যে তুমি আমাকে সুমার্গচ্যুত করিয়াছ। ইহাতে উক্ত ঈশ্বরের পবিত্রতা পাওয়া যাইতেছে না এবং তিনি সমস্ত অসৎকার্য্যের মূল কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। এরূপ পরমাত্মা মুসলমানদের পক্ষেই সম্ভবে অন্য শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদের হইতে পারে না। মুসলমানদের ভগবান স্বর্গীয় দূতগণের সহিত মানুষের ন্যায় কথাবার্ত্তা বলাতে তিনি দেহধারী অল্পজ্ঞ ও ন্যায়রহিত সাধারণ মনুষ্য বলিয়া মনে হইতেছে। এইজন্য বিদ্বান লোকেরা মহম্মদোক্ত ধর্ম্মে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। ॥৬৯॥

৭০। পরমাত্মা তোমাদের অধিপতি। তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে উৎপন্ন করিয়া, পরে আকাশের উপর বিশ্রামাসনে আসীন হইয়াছিলেন। দীনভাবে নিজ অধিপতিকে আহ্বান কর। মঃ ২। সিঃ ৮। সূঃ ৭। আঃ ৫৩।৫৪॥

সমীক্ষক—যিনি ছয় দিনে জগৎ রচনা করেন অর্শ অর্থাৎ উপরিস্থিত আকাশের উপর সিংহাসনে বসিয়া বিশ্রাম করেন, সেই পরমাত্মা কি কখনও সর্ব্বশক্তিমান্ ব্যাপক হইতে পারেন? তাহা যদি

না হয়, তবে তাঁহাকে ভগবান বলিতে পারা যায় না। তোমাদের ঈশ্বর কি বধির, যে ডাকিলেও তিনি শুনিতে পান না? এ সকল কথা অনীশ্বর কৃত। এই হেতু কোরাণ ঈশ্বর কৃত হইতে পারে না। যদি ছয় দিনে জগৎ রচনা করিয়া থাকেন এবং সপ্তম দিনে আকাশ মার্গে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই পরিশ্রান্ত হইয়া থাকিবেন। বর্ত্তমানে কি তিনি নিদ্রিত আছেন, না জাগ্রত আছেন? যদি জাগ্রত থাকেন তবে কি তিনি এখন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বায়ু সেবন করিতেছেন? ॥৭০॥

৭১। পৃথিবীতে কাহারও সহিত বিবাদ করিও না। মঃ ২। সিঃ ৮। সূঃ ৭। আঃ ৭৩॥

সমীক্ষক—একথা উত্তম; পরন্তু ইহার বিপরীত ভাবে অন্যত্র ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ করা এবং অধর্ম্মীদিগকে বিনাশ করার কথাও লিখিত আছে। এক্ষণে বল ইহা পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ কিনা? ইহাতে মনে হয় যে, মহম্মদ সাহেব যখন দুর্ব্বল হইয়াছিলেন তখন এই উপায় রচনা করিয়া থাকিবেন এবং যখন সবল হইয়াছিলেন তখন কলহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। এই হেতু পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়াতে এই দুই কথাই মিথ্যা। ॥৭১॥

৭২। তৎক্ষণাৎ একবার লাঠির আঘাত করিল এবং প্রত্যক্ষ অজগর দৃষ্ট হইল। মঃ ২। সিঃ ৯। সূঃ ৭। আঃ ১০৫॥

সমীক্ষক—এইরূপ লেখা হইতে বিদিত হওয়া যাইতেছে যে, উক্ত ঈশ্বর এবং মহম্মদ সাহেবও এইরূপ মিথ্যা বিষয় বিশ্বাস করিতেন। যদি এরূপ হয় তবে উভয়েই বিদ্বান্ নহে। কারণ চক্ষু দ্বারা দর্শন এবং কর্ণ দ্বারা শ্রবণ কেহই অন্যথা করিতে পারে না। সুতরাং একথাও সেইরূপ ইন্দ্রজালের কথা। ॥৭২॥

৭৩। এই জন্য আমি তাহাদের প্রতি শলভ, মৎসকুন, ভেক এবং রুধির বন্যা প্রেরণ করিলাম। আমি তাহাদিগকে নির্য্যাতন মানসে সমুদ্রস্রোতে নিমগ্ন করিলাম। তাহারা যে ধর্ম্মে আছে উক্ত ধর্ম্মের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলই মিথ্যা। মঃ ২। সিঃ ৯। সূঃ ৭। আঃ ১৩০। ১৩৩। ১৩৭। ১৩৮॥

সমীক্ষক—যেরূপ কোন ভণ্ড কাহাকেও ভয় প্রদর্শন করিয়া বলে যে তোমাকে বিনাশ করিবার জন্য তোমার প্রতি সর্প প্রেরণ করিব এ কথাও তদ্রূপ। আচ্ছা, যে ঈশ্বর এরূপ পক্ষপাতী, যিনি এক জাতিকে নিমগ্ন করেন, এবং অন্যকে উদ্ধার করেন তিনি অধর্ম্মী নহেন কেন? যে মতে সহস্র সহস্র এবং কোটী কোটী লোক আছে সেই মতকে যদি মিথ্যা বলা হয় এবং আপনার মতকে সত্য বলা হয়, তবে তদ্ব্যতীত অন্য কোন মত কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে? কারণ কোন মতাবলম্বীদের মধ্যেই সকল মনুষ্যই মন্দ বা সকল মনুষ্যই উত্তম হইতে পারে না। এক পক্ষ শ্রবণে বিচার করা (এক তরফ ডিক্রী) মহা মূর্খের মত কার্য্য। প্রাচীন বাইবেলের এবং ধর্ম্মগীতের ধর্ম্ম তাহাদের পূর্ব্বেও ছিল, এখন তাহা কি মিথ্যা হইয়া গেল? অথবা তাহাদের অন্য কোন ধর্ম্ম ছিল তাহাকেই মিথ্যা বলা হইল? কোরাণে যাহার উল্লেখ নাই এমন অন্য কোন্ ধর্ম্ম উহাদিগের ছিল তাহা উল্লেখ কর? ॥৭৩॥

৭৪। তুমি অবশ্যই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তাঁহার অধীশ্বর তখন পর্ব্বতের উপর প্রকাশ করিলেন এবং উহাকে পরমাণুতে পরিণত করিলেন। মূসা মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল। মঃ ২। সিঃ ৯। সূঃ ৭। আঃ ১৪২॥

সমীক্ষক- যিনি দৃষ্টিগোচর হন তিনি ব্যাপক হইতে পারেন না। তিনি যদি এইরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিয়া বেড়াইতেন, তবে বর্ত্তমানেও কেন সেইরূপ অদ্ভুত কার্য্য প্রদর্শন করেন না? এ সকল কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। ॥৭৪॥

৭৫। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভয় ও নম্রতার সহিত মনে মনে আপনার অধিপতিকে অনুচ্চস্বরে ধ্যান কর। মঃ ২। সিঃ ৯। সূঃ ৭। আঃ ২০৪॥

সমীক্ষক—কোরাণের কোন কোন স্থলে উল্লেখ আছে যে, উচ্চৈঃস্বরে আপনার আরাধ্য দেবকে ডাক এবং কোন কোন স্থলে লেখা আছে যে, অনুচ্চস্বরে ঈশ্বরকে স্মরণ কর। এখন বল কোন্‌টী সত্য এবং কোন্‌টী মিথ্যা? যে কথা অন্য কথার সহিত বিরুদ্ধ হয় তাহা প্রমত্ত গীতের তুল্য। যদি ভ্রমবশতঃ কোন কথা নির্গত হইয়া পড়ে এবং তাহাও যদি বিশ্বাস করিতে চাহ, তবে কিছুই বলিবার নাই। ॥৭৫॥

৭৬। তোমাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে বলিবে "এই লুণ্ঠিত দ্রব্য ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম-প্রচারকের জন্য। ভগবান হইতে ভীত হও। মঃ ২। সিঃ ৯। সূঃ ৮। আঃ ১॥

সমীক্ষক—লুণ্ঠন করিতে, দস্যুর কর্ম্ম করিতেও প্রবৃত্ত করিবে এবং ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তা ও ধর্ম্মবিশ্বাসী বলিয়াও পরিচয় দিবে ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের কথা। একদিকে ভগবান হইতে ভীত হও বলা হইতেছে এবং অপর দিকে দস্যু কর্ম্মাদি অসৎ কার্য্য করিতেও বলা হইতেছে। তথাপি "আমাদিগের মত উত্তম" বলিয়া গর্ব্ব করা হইতেছে। ইহা বলিতে লজ্জা হওয়াও উচিত। ভ্রম ত্যাগ করিয়া সত্য বেদ মত গ্রহণ না করা অপেক্ষা অন্য আর কি অপকর্ম্ম হইতে পারে? ॥৭৬॥

৭৭। জড় কাফেরদিগকে কর্ত্তন কর। পশ্চাৎগামী সহস্র স্বর্গীয় দূতকে তোমাদের সহায় করিয়া দিব। আমি নিশ্চয়ই কাফেরদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিব। সকলেরই গলদেশের উপর ও প্রত্যেক সন্ধির উপর প্রহার কর। মঃ ২। সিঃ ৯। সূঃ ৮। আঃ ৭।৯।১২॥

সমীক্ষক—বাহবা বাহবা! উক্ত ঈশ্বর এবং ভবিষ্যদ্বক্তা (প্রচারক) এরূপ দয়াহীন যে তাঁহারা মুসলমান মত ভিন্ন অন্য অবিশ্বাসীকে জড় বলেন এবং ঈশ্বর তাহাদের গলদেশ ছেদন করিতে আজ্ঞা দেন ও উহাদের হস্ত এবং পদের সন্ধিচ্ছেদ করিতে সম্মতি দিয়া সহায়তা করেন। এরূপ ঈশ্বর লঙ্কাধি-পতি অপেক্ষা কি কম? কোরাণ কর্ত্তারই এই সকল প্রপঞ্চ, ভগবানের নহে। যদি উহা ভগবানের হয়, তবে উক্ত ভগবান আমাদের হইতে এবং আমরা তাঁহা হইতে যেন দূরে থাকি। ॥৭৭॥

৭৮। ভগবান মুসলমানদিগের সহিত আছেন। হে ধর্ম্মবিশ্বাসী মনুষ্য! ঈশ্বর এবং ধর্ম্মপ্রচারককে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে স্বীকৃত হও। হে ধর্ম্মবিশ্বাসী মনুষ্য! ভগবানের,

প্রচারকের বস্তু অপহরণ করিও না এবং দত্তাপহরণ করিও না। ভগবান ষড়যন্ত্র করিয়াছেন এবং তিনি ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মঃ ২। সিঃ ৯। সূঃ ৮। আঃ ১।১৪ ২৭।৩০॥

সমীক্ষক—ঈশ্বর কি মুসলমান পক্ষাবলম্বী? যদি এরূপ হয় তবে তিনি অধর্ম্ম করেন। যিনি ভগবান, তিনি সমস্ত সৃষ্টিরই ভগবান। আহ্বান না করিলে তিনি কি শুনিতে পান না? তিনি কি বধির? তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রচারককে সহযোগী করা কি অত্যন্ত অসৎ কার্য্য নহে? ভগবানের কোন ধনাগার পূর্ণ আছে যে লোকে অপহরণ করিবে? ধর্ম্ম প্রচারকের এবং আপনার গচ্ছিত বস্তুর অপহরণ ব্যতীত অন্য সকলের বস্তুই কি অপহরণ করিবে? এইরূপ উপদেশ অবিদ্বান ও অধার্ম্মিকের। আচ্ছা, যিনি ষড়যন্ত্র করেন এবং যিনি ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গী, সেই ঈশ্বর ছলী, কপটী এবং অধর্ম্মী নহেন কেন? এই জন্য এই কোরাণ ঈশ্বর রচিত নহে, পরন্তু কোন কপটী এবং ছলীর রচিত। অন্যথা এরূপ বিসদৃশ কথা কেন লিখিত হইবে। ॥৭৮॥

৭৯। যতদিন অবিশ্বাসীদের বল নাশ না হইবে এবং যতদিন ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না হইবে ততদিন উহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। যে কিছু দ্রব্য তোমরা লুণ্ঠন করিবে, তাঁহার পঞ্চমাংশ ভগবানের ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকের। মঃ ২। সিঃ ৯। সূঃ ৮। আঃ ৪০।৪২॥

সমীক্ষক—এইরূপ অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্তকারী শান্তি ভঙ্গকর্ত্তা মুসলমানদের ঈশ্বর ভিন্ন অন্য আর কে হইবে? চমৎকার ধর্ম্ম বটে ভগবান ও ধর্ম্মপ্রচারকের জন্য লুণ্ঠন করিতে হইবে এবং অপরকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। ইহা কি দস্যুর কার্য্য নহে? ঈশ্বরকে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগী করায় তাঁহাকে দস্যু রূপে প্রতিপন্ন করা হইতেছে। এইরূপে দস্যুদের পক্ষপাতী হইয়া ঈশ্বর নিজের ঈশ্বরত্বের খর্ব্বতা করিতেছেন। ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের কথা! এইরূপ পুস্তক, পরমাত্মা ও এইরূপ ধর্ম্ম-প্রচারক সংসারে এইরূপ উপাধিধারী হইয়া শান্তিভঙ্গ করতঃ মনুষ্যদের দুঃখ দিবার জন্য কোথা হইতে আসিয়াছে! যদি এইসব মত জগতে প্রচলিত না হইত তাহা হইলে সমস্ত জগত আনন্দময় হইত। ॥৭৯॥

৮০। স্বর্গীয় দূতগণ বিধর্ম্মীদিগকে উৎপীড়ন করে ও তাহাদিগের মুখে পিঠে প্রহার করিয়া বলে যে দহনের জ্বালা আস্বাদন কর তাহা যদি তোমরা দেখিতে তবে বিশ্বাস করিতে পারিতে। আমি তাহাদের পাপীদিগকে বিনাশ করিয়াছি। আমি "ফ্যারো"র লোকদিগকে নিমগ্ন করিয়াছি। তোমরা তোমাদের শক্তি অনুযায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত কর। মঃ ২। সিঃ ৯। সূঃ ৮। আঃ ৫১।৫৫।৬১॥

সমীক্ষক—যখন রুশ রোমের এবং ইংলণ্ড মিসরের দুর্দ্দশা করিল তখন স্বর্গীয় দূতগণ কোথায় নিদ্রিত ছিল? ভগবান পূর্ব্বে আপনার সেবকদের শত্রুদিগকে বিনাশ করিতেন ও নিমগ্ন করিতেন একথা যদি সত্য হইত তাহা হইলে বর্ত্তমানেও সেইরূপ করিতেন। সেইরূপ যখন হয় না তখন একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যতদূর সম্ভব তোমরা ভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে দুঃখ দাও, ইহা কতদূর অন্যায় আজ্ঞা! বিদ্বান এবং দয়ালু ব্যক্তির এরূপ আজ্ঞা হইতে পারে না। মুসলমানদের ঈশ্বর এইসব বিষয়ে দোষী হইলেও

তাহারা তাহাদের ঈশ্বরকে দয়ালু ও ন্যায়কারী বলিয়া বর্ণনা করে। এই সকল কথা হইতে প্রমা হয় যে মুসলমানদিগের ঈশ্বর ন্যায় এবং দয়াদি সদ্‌গুণ হইতে দূরে অবস্থান করেন। ॥৮০॥

৮১। হে স্বর্গীয় প্রচারক! ভগবান তোমার। মুসলমানদের মধ্যে যাহারা তোমাকে সাহায্য করিবে ভগবান তাহাদের সহায় হইবেন। হে প্রচারক! যদি ইচ্ছা হয় তবে যুদ্ধের জন্য মুসলমান-দিগকে উত্তেজিত কর। যদি তোমাদিগের মধ্যে ২০ জন লোক সন্তুষ্ট চিত্ত থাকে তবে উহারা দুই শত লোককে পরাজিত করিতে সক্ষম হইবে। অতএব লুণ্ঠিত পদার্থ ভোগ কর এবং তোমাদিগের বিধি অনুসারে পবিত্র বস্তু ভোজন কর ও ঈশ্বর হইতে ভীত হও। তিনি ক্ষমাকর্ত্তা ও দয়ালু। মঃ ২। সিঃ ১০। সূঃ ৮। আঃ ৬৩।৬৬।৭০॥

সমীক্ষক—আপনার দলভুক্ত করা, এবং সেই দল ইচ্ছা করিলে অন্যায় আদি দ্বারা লাভবান হইবে এরূপ বলা কি ন্যায়, বিজ্ঞতা ও ধর্ম্মের কথা? যিনি প্রজাদের শান্তিভঙ্গ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন এবং লুণ্ঠন ও হত্যা করিয়া আনীত পদার্থকে বিধি যুক্ত ও পবিত্র কহেন তাঁহার নাম ক্ষমাবান ও দয়ালু কিরূপে লেখা হয়? ঈশ্বরের কথা দূরে থাকুক কোন ভদ্রলোকের বিষয়েই এইরূপ কথা হইতে পারে না। এই সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ কোরাণ কখনও ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ॥৮১॥

৮২। উহার মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা থাকিবে এবং ঈশ্বর সমীপে থাকার দরুণ তাহাদের পুণ্য বৃদ্ধি হইবে। হে বিশ্বাসী মনুষ্যগণ! তোমাদের নিজেদের পিতা নিজেদের ভ্রাতা যদি মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিধর্ম্মীদের সহিত মিত্রতা করেন, তবে তাঁহাদিগকে মিত্র বলিয়া মনে করিও না। ঈশ্বর পুনরায় ধর্ম্ম প্রচারকের ও মুসলমানদের প্রতি আশ্বাস বাণী প্রদান করিয়াছেন এবং সেনাও দান করিয়াছেন। তাহা তোমরা দেখ নাই। উক্ত লোকদিগকে তিনি দণ্ড দিয়াছেন। কাফেরদের এইরূপ দণ্ডই হয়। পরে ভগবান বারংবার তাহাদের নিকট আগমন করিবেন। যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম বিশ্বাস না করে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর। মঃ ২। সিঃ ১০। সূঃ ৯। আঃ ২২। ২৩। ২৬।২৭।২৯॥

সমীক্ষক—ঈশ্বর যদি স্বর্গবাসীদের নিকটে থাকেন তবে তিনি সর্ব্বব্যাপক হইলেন কিরূপে? যিনি সর্ব্বব্যাপক নহেন তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ও ন্যায়াধীশ হইতে পারেন না। নিজেদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও মিত্রদিগকে পৃথক্ করা অন্যায়। যদি তাঁহারা অসৎ উপদেশ দেন তবে তাহা বিশ্বাস করা উচিত নহে, তাহা অবশ্য ঠিক। কিন্তু যদি তাঁহারা সৎ উপদেশ দেন, তবে তাঁহাদিগকে সেবা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে যদি ঈশ্বর মুসলমানদের উপর সন্তুষ্ট থাকিয়া থাকেন এবং উহাদের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়া থাকিয়া থাকেন, তবে এখনও সেইরূপ করেন না কেন? পূর্ব্বে যদি তিনি অবিশ্বাসী-দিগকে দণ্ড দিতেন এবং পুনরায় তাহাদের বিরুদ্ধে আগমন করিতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে কোথায় কি করিতেছেন? ভগবান কি যুদ্ধ ভিন্ন ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না? এইরূপ ভগবানকে আমাদের জলাঞ্জলি দিতে হইবে। তিনি কি ঈশ্বর—না একজন ক্রীড়ক? ॥৮২॥

৮৩। ভগবান তোমাদিগকে স্বয়ং অথবা আমাদের দ্বারা দণ্ড দেওয়াইবেন, সেই পরিণাম দেখিব। মঃ ২। সিঃ ১০। সূঃ ৯। আঃ ৫২॥

সমীক্ষক—মুসলমানরাই কি ভগবানের "পুলিশ"—যে তিনি নিজে অথবা মুসলমানদের দ্বারা অন্য মতাবলম্বীদিগকে গ্রেপ্তার করেন? অন্যান্য অসংখ্য মনুষ্যগণ কি ভগবানের অপ্রিয়? মুসলমানদের মধ্যে পাপীরাও কি তাঁহার প্রিয়? যদি এইরূপই হয়, তবে তাহাদের পরমাত্মা অন্ধকারাবৃত নগরের মূর্খ রাজার ন্যায়। বুদ্ধিমান মুসলমানরা যে এখনও এই মূল্যহীন অযৌক্তিক মত বিশ্বাস করেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! ॥৮৩॥

৮৪। ভগবান বিশ্বাসযুক্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের জন্য স্বর্গদানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সেই স্বর্গের নীচে সর্ব্বদা জলস্রোত বহিতেছে। তাহারা সর্ব্বদা সেইস্থানে অবস্থান করিবে। স্বর্গস্থ ইডেনের মধ্যেও তাহাদের পবিত্র বাসস্থান আছে। কিন্তু ভগবানের শুভেচ্ছা ও সন্তুষ্টি লাভ করা অতি উত্তম। অতএব তাহাদিগকে উপহাসকর। ভগবান তাহাদিগকে উপহাস করিয়াছেন। মঃ ২। সিঃ ১০। সূঃ ৯। আঃ ৭৩। ৮০॥

সমীক্ষক—নিজ অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য, অনর্থক ভগবানের নাম লইয়া স্ত্রী ও পুরুষদিগকে লোভ দেখান হইয়াছে মাত্র। এইরূপ লোভ না দেখাইলে মহম্মদ সাহেবের জালে কেহ আবদ্ধ হইত না। অন্য মতাবলম্বীরাও এইরূপ করিয়া থাকেন। মনুষ্যেরা পরস্পর উপহাসাদি করিয়া থাকে কিন্তু ভগবানের কাহাকেও উপহাস করা উচিত নয়। এইরূপ কোরাণ কেবল খেলার বস্তু। ॥৮৪॥

৮৫। ধর্ম্মপ্রচারক এবং যে সকল লোক তাঁহার ন্যায় বিশ্বাসী, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য আপনাদের ধন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন সেই সকল লোকেরই মঙ্গল হইবে। ঈশ্বর তাঁহাদের হৃদয় সিল করিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই জন্য তাহারা বুঝিতে পারে না। মঃ ২। সিঃ ১০। সূঃ ৯। আঃ ৮৯।৯২॥

সমীক্ষক—স্বার্থপরতার কথা শ্রবণ কর। যাহারা মহম্মদ সাহেবের ন্যায় তুল্য বিশ্বাসী তাহারাই শ্রেষ্ঠ এবং যাহারা তাহা নহে তাহারাই নিকৃষ্ট! একথা কি পক্ষপাত এবং অবিদ্যাপূর্ণ নহে? যখন ঈশ্বর তাহাদের হৃদয় "সিল" করিয়াছেন, পরন্তু ঈশ্বরেরই অপরাধ হইয়া থাকে। কারণ উক্ত হতভাগ্যদের হৃদয় কল্যাণ হইতে অবরুদ্ধ করিয়া "সিল" করিয়া দেওয়া হইয়াছে; ইহা মহা অন্যায়। ॥৮৫॥

৮৬। উহাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য অর্থাৎ বহিঃশুদ্ধি করিবার জন্য তুমি গোপনে তাহাদের দান সামগ্রী গ্রহণ কর। ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া, প্রাণ যাউক, অথবা অপরের প্রাণ বিনষ্ট হউক, এইরূপভাবে যুদ্ধ করিবে বলিয়া ঈশ্বর মুসলমানদিগকে স্বর্গে প্রেরণার্থ উহাদের জীবন সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। মঃ ২। সিঃ ১১। সূঃ ৯। আঃ ১০৪।১১২॥

সমীক্ষক—বাহবা! বাহবা! মহম্মদ সাহেব? তুমিতো গোকুলস্থ গোঁসাইদের তুল্য হইয়া বসিলে! কারণ মনুষ্যদের সম্পত্তি গ্রহণ করা ও পবিত্র করা, ইহাতো গোঁসাইদের কার্য্য! এরূপ ঈশ্বর ধন্য! তিনি উত্তম ব্যবস্থা খুলিয়াছেন! মুসলমানদের হস্তে অন্য নিরপরাধীদের প্রাণনাশও লাভ মনে করেন। তাহাদের দ্বারা উক্ত অনাথদিগকে বিনাশ করিয়া তাদৃশ নির্দ্দয় মনুষ্যদিগকে স্বর্গ দান করিয়া মুসলমানদের ঈশ্বর দয়া এবং ন্যায় সম্বন্ধে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া বসিয়াছেন। এইরূপে তিনি নিজ ঈশ্বরত্বের অমর্য্যাদা করিয়া বুদ্ধিমান্ এবং ধার্ম্মিক লোকদিগের নিকট ঘৃণিত হইয়াছেন। ॥৮৬॥

৮৭। হে বিশ্বাসী মনুষ্যগণ! তোমরা নিকটস্থ কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমাদের দৃঢ়তা লাভ করা উচিত। তাহারা কি দেখিতে পায় না, যে প্রতি বৎসর একবার অথবা দুই বার তাহারা দুঃখে নিক্ষিপ্ত হয়? তথাপি তাহারা অনুতপ্ত হইয়া শিক্ষা লাভ করে না। মঃ ২। সিঃ ১১। সূঃ ৯। আঃ ১২৪।১২৭॥

সমীক্ষক—দেখ, ইহাও এক বিশ্বাসঘাতকতার কথা। ঈশ্বর মুসলমানদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে প্রতিবেশী হউক অথবা কাহারও ভৃত্য হউক, যখনই অবসর পাইবে তখনই যুদ্ধ করিবে অথবা হত্যা করিবে। মুসলমানদের দ্বারা এইরূপ কার্য্য অনেক হইয়াছে। মুসলমানেরা এইরূপ কোরাণের উক্তিগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি কোরাণের অযৌক্তিক বিষয়গুলি ত্যাগ করেন তবে অতি উত্তম হয়। ॥৮৭॥

৮৮। ভগবান নিশ্চয়ই তোমাদের অধীশ্বর। তিনি ছয়দিনের মধ্যে আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন পরে তিনি উপরাকাশে আসনোপরি বসিয়া বিশ্রাম করতঃ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। মঃ ৩। সিঃ ১১। সূঃ ১০। আঃ ৩॥

সমীক্ষক—উপরাকাশ এবং আকাশ একই পদার্থ। উহা নির্ম্মিত নহে; উহা অনাদি। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই কোরাণকর্ত্তা পদার্থবিদ্যা জানিতেন না। পরমেশ্বরের পক্ষে কি ছয় দিন পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিতে হয়? কোরাণে লেখা আছে যে, ঈশ্বরের আজ্ঞা মাত্রই সকল কাজ হইয়া যায়', তবে তিনি স্বয়ং ছয়দিন পরিশ্রম করিয়া আকাশ পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন কেন? সুতরাং ছয় দিনের কথা মিথ্যা হইল। উক্ত ভগবান যদি ব্যাপক হইতেন, তবে উপরাকাশে কেন অবস্থান করিবেন? যখন তিনি কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন তখন তোমাদের ঈশ্বর প্রকৃত মনুষ্যের তুল্য হইলেন। কারণ যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি আবার বসিয়া কি "তদ্‌বীর" করিবেন? ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে বস্তু এবং ভগবান বিষয়ে অজ্ঞ লোকই এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ॥৮৮॥

৮৯। মুসলমানদের জন্যই দয়া এবং উপদেশ। মঃ ৩। সিঃ ১১। সূঃ ১০। আঃ ৫৮॥

সমীক্ষক—উক্ত ভগবান কি কেবল মুসলমানদেরই, অন্যের নহে? তিনি কি পক্ষপাতী, যে তিনি মুসলমানদের উপর দয়া করিবেন এবং অন্য মনুষ্যের উপর করিবেন না? যদি কেবল বিশ্বাসী মুসলমানদিগকেই উপদেশ দেওয়া হয়, তবে তাহাদের জন্য শিক্ষার আবশ্যকতা নাই, এবং যদি মুসলমান ভিন্ন অন্যকে উপদেশ না দেওয়া হয়, তবে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই বৃথা।

৯০। তোমাদের মধ্যে কে উত্তম কর্ম্মে পটু তাহার পরীক্ষা লওয়া হইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে মৃত্যুর পর অবশ্যই তোমাদিগকে উত্থাপিত করা হইবে। মঃ ৩। সিঃ ১১। সূঃ ১১। আঃ ৮৭॥

সমীক্ষক—যদি তিনি কর্ম্মের পরীক্ষা করেন তবে তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। যদি তিনি মৃত্যুর পর উত্থাপিত করেন তবে তিনি এক্ষণে ভাবীবিচারাধীন করিয়া রাখেন এবং মৃত্যুর পর—আর জীবিত হইবে না—তাঁহার এই নিয়মকে ভঙ্গ করেন। ইহাতে তাঁহার ভগবানত্বের খর্ব্বতা করা হয়। ॥৯০॥

৯১। পৃথিবীকে বলা হইল যে, হে পৃথিবী! তোমার জল উদরস্থ কর। আকাশকে বলা

হইল যে আকাশ!. জল বর্ষণ স্থগিত কর। তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইল। হে মনুষ্যগণ! এই উষ্ট্রীই তোমাদের ভগবানের চিহ্ন। অতএব উহাকে ভগবানের পৃথিবীর মধ্যে ছাড়িয়া দাও, সে ভোজন করিয়া বিচরণ করুক। মং ৩। সিং ১১। সূং ১১। আঃ ৪৪।৬৩॥

সমীক্ষক—কি বালকত্বের কথা! পৃথিবী এবং আকাশ কি কখন বাক্য শুনিতে পারে? বাহবা! বাহবা! ভগবানের উষ্ট্রীও আছে! তবে তাঁহার উষ্ট্রও আছে! তাহা হইলে হস্তী, গর্দ্দভ, এবং অশ্ব আদিও থাকিতে পারে? ভগবানের উষ্ট্রীকে ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেওয়া কিরূপ কথা? তিনি তিনি কি উষ্ট্রীর উপরও আরোহণ করেন? যদি এরূপ হয় তবে ভগবানের গৃহেও নবাবী জাঁকজমক হইয়া থাকে। ॥৯১॥

৯২। যতদিন আকাশ এবং পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন উহারা তাহার মধ্যে থাকিবে। যে সকল লোক সৌভাগ্যবান্ তাহারা, যতদিন আকাশ এবং পৃথিবী থাকিবে ততদিন স্বর্গে অবস্থান করিবে। মং ৩। সিং ১২। সূং ১১। আঃ ১০৮।১০৯॥

সমীক্ষক—যদি বিচার দিনের পূর্ব্বেই সকল লোক নরক ও স্বর্গে গমন করে তবে আকাশ ও পৃথিবী কাহার জন্য থাকিবে? যখন নরকে বা স্বর্গে অবস্থান করা অবধি আকাশ ও পৃথিবীর বিদ্যমানতা হয়, তখন নরকে সর্ব্বদা থাকিবে একথা মিথ্যা। এরূপ কথা অবিদ্বানেরই হইয়া থাকে, ভগবানের বা বিদ্বানের হইতে পারে না। ॥৯২॥

৯৩। তখন ইয়ুসুফ স্বীয় পিতাকে কহিল, হে পিতঃ! আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। মং ৩। সিং ১২। সূং ১২। আঃ ৪—৫৯॥

সমীক্ষক—এই প্রকরণ পিতা পুত্রের সংবাদরূপ উপখ্যানে পূর্ণ আছে সুতরাং কোরাণ ভগবানের রচিত হইতে পারে না। কোন মনুষ্য কাহারও ইতিহাস লিখিয়া দিয়াছেন॥৯৩॥

৯৪। তিনিই ভগবান যিনি স্তম্ভ ব্যতিরেকে আকাশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উপরাকাশে তাঁহাকে অবস্থান করিতে দেখা যায়। তিনি সূর্য্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাবহ করিয়াছেন। তিনি পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন। আকাশ হইতে তিনি জল প্রদান করিতেছেন এবং আপনাদের পরিমাণানুসারে স্রোত প্রবাহিত করিতেছে। যাহাকে ইচ্ছা হয় তিনি প্রচুর ভোজন দ্রব্য দেন এবং ইচ্ছা না হইলে দান করিতে নিবৃত্ত হন। মং ৩। সিং ১৩। সূং ১৩। আঃ ২।৩।১৮।২৬॥

সমীক্ষক—মুসলমানদের ভগবান মোটেই পদার্থ-বিদ্যা জানিতেন না। ভগবান যদি উপরাকাশের ন্যায় একস্থানেই থাকেন, তবে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বব্যাপক হইতে পারেন না। ভগবান যদি মেঘবিদ্যা জানিতেন তবে আকাশ হইতে জল অবতারণ করিয়াছেন লিখিয়া, পৃথিবী হইতে জল উপরে উত্থাপিত করিয়াছেন, ইহাও লিখিলেন না কেন? ইহা হইতে প্রমাণ হইল যে কোরাণ-রচয়িতা মেঘ-বিদ্যাও জানিতেন না। যদি তিনি সদসৎ কার্য্য ব্যতিরেকে সুখ-দুঃখ দেন, তবে তিনি পক্ষপাতী, অন্যায়কারী এবং নিরক্ষর মূর্খ। ॥৯৪॥

৯৫। ভগবান যাহাকে ইচ্ছা করেন, সুমার্গচ্যুত করেন এবং সুপরামর্শ প্রদর্শনও করান। তিনি সেই বিশ্বাসী মনুষ্যকে আপনার অভিমুখীন করেন। মঃ ৩। সিঃ ১৩। সূঃ ১৩। আঃ ২৭॥

সমীক্ষক—যদি ঈশ্বর মার্গচ্যুত অর্থাৎ প্রতারিত করেন, তবে ঈশ্বরে ও শয়তানে কি প্রভেদ রহিল? যখন শয়তান অন্যকে প্রতারিত করায় অধম হইল, তখন পরমাত্মাও তদ্রূপ কার্য্য করাতে তিনি অধম শয়তান তুল্য না হইবেন কেন? প্রতারণা পাপ বশতঃ তাঁহাকেও নরকে যাইতে হইবে না কেন? ॥৯৫॥

৯৬। এইরূপে আমি আরবী ভাষায় লিখিত কোরাণ সৃষ্টি করিয়াছি। যদি তোমার নিজ ইচ্ছানুসারে ইহার অনুসরণ কর, তবে তোমার নিকট এই বিদ্যা আভির্ভূত হইবে। অতএব ইহা ব্যতিরেকে তোমার নিকট অন্য কিছুই ভগবানাদেশ (বার্ত্তা) আনয়ন করে না। আমার উপর হিসাব গ্রহণের ভার রহিয়াছে। মঃ ৩। সিঃ ১৩। সূঃ ১৩। আঃ ৩৭।৪০॥

সমীক্ষক—কোরাণ কোন্ দিক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে? ভগবান কি উপরে থাকেন? একথা সত্য হইলে, তিনি একদেশী হওয়াতে ভগবানই হইতে পারেন না। কারণ ভগবান সর্ব্ব ঘটে বিরাজমান ও ব্যাপক। বার্ত্তা আনয়ন করা "হরকরার" (বার্ত্তাবহের) কার্য্য। যিনি মনুষ্যবৎ একদেশী, তাহারই বার্ত্তাবহের প্রয়োজন হয়। "হিসাব" লওয়া অথবা দেওয়া মনুষ্যেরই কার্য্য, ভগবানের নহে। কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ। ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে কোরাণ কোন অল্পজ্ঞ মনুষ্যের রচিত। ॥৯৬॥

৯৭। তিনি সূর্য্য এবং চন্দ্রকে নিত্য ভ্রমণকারী করিয়াছেন। মনুষ্য অন্যায় এবং পাপের কর্ত্তা। মঃ ৩। সিঃ ১৩। সূঃ ১৪। আঃ ৩৭॥

সমীক্ষক—চন্দ্র সূর্য্যই কি কেবল ভ্রমণ করে? পৃথিবী ভ্রমণ করে না? পৃথিবী যদি ভ্রমণ না করে, তবে কয়েক বৎসর যাবত রাত্রি এবং দিন হইয়া যাইবে। যদি মনুষ্যই অন্যায় ও পাপ-কর্ত্তা হয়, তবে কোরাণ শিক্ষা করা বৃথা। কারণ পাপের অনুষ্ঠান করাই যাহার স্বভাব, তাহারা কখনই পুণ্যাত্মা হইবে না। পরন্তু সংসারে সর্ব্বদাই পুণ্যাত্মা এবং পাপাত্মা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সুতরাং এই পুস্তক ঈশ্বর কৃত হইতে পারে না। ॥৯৭॥

৯৮। পরে আমি তাহাকে (মনুষ্যকে) সম্পূর্ণ গঠিত করিব এবং উহার মধ্যে আপনার আত্মা শ্বাস দ্বারা প্রবাহিত করিব। তোমরা উহাকে নমস্কার করিয়া ভূমিতে পতিত হইবে। শয়তান বলিল হে ভগবান! তুমি আমাকে মার্গচ্যুত করায়, আমি নিশ্চয়ই পৃথিবীর মধ্যে তাহাদিগকে প্রলোভন দ্বারা প্রতারণা করিব। মঃ ৩। সিঃ ১৪। সূঃ ১৫। আঃ ২৯—৩৯॥

সমীক্ষক—যদি ভগবান আপনার আত্মা আদম সাহেবের ভিতর নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন, তবে তিনিও ভগবান হইলেন। যদি তিনি ঈশ্বর হন নাই এইরূপ হয়, তবে নমস্কারাদি ভক্তি প্রদর্শন বিষয়ে তাঁহাকে আপনার সমকক্ষ করিলেন কেন? যদি স্বয়ং ভগবানই শয়তান, প্রতারক, প্রবঞ্চক হইল, তবে তিনিও শয়তানের শয়তান ও তাহার গুরু। কারণ তোমরা প্রচারককেই শয়তান মনে কর এবং ঈশ্বরও শয়তানকে প্রতারণা করিয়াছেন। শয়তান প্রত্যক্ষ বলিতেছে যে আমি প্রতারণা করিব। এরূপ

ছলে তাহাকে আবার দণ্ড না দিয়া, কারারুদ্ধ না করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করা হইল না কেন? ॥৯৮॥

৯৯। আমি সমস্ত জাতির মধ্যে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছি। আমার যখন ইচ্ছা হয়, তখন আমি বলি "উহা হউক" তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া যায়। মঃ ৩। সিঃ ১৪। সূঃ ১৬। আঃ ৩৮।৪২॥

সমীক্ষক—যখন সকল জাতির মধ্যে প্রচারক প্রেরিত হইয়াছে তখন সেই প্রচারকদের মতানুসারে সকল লোক "অবিশ্বাসী" হইল কেন? তোমাদের প্রচারক কি মাননীয় নহে? ইহা সর্ব্বথা পক্ষপাতের কথা। যদি সকল দেশে প্রচারক প্রেরিত হইয়া থাকে, তবে আর্য্যাবর্ত্তে কোন্ প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল? সুতরাং এই কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। পরমাত্মা যদি বলেন বা ইচ্ছা করেন যে, পৃথিবী হউক, তৎক্ষণাৎ কি তাহা হইয়া যাইবে? পৃথিবী জড় পদার্থ বলিয়া ভগবানের আদেশ শুনিতে পারে না; সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কিরূপে নির্ম্মিত হইতে পারে? এরূপ অবিদ্যার কথা মূর্খেরাই বিশ্বাস করে। ॥৯৯॥

১০০। ঈশ্বরের জন্য কন্যা অর্পণ করে। যে যেরূপ প্রার্থনা করে, সে সেইরূপ ফল লাভ করে। আমি ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে, আমি প্রচারক প্রেরণ করিয়াছি। মঃ ৩। সিঃ ১৪। সূঃ ১৬। আঃ ৫৯।৬৫॥

সমীক্ষক—ঈশ্বর কন্যা লইয়া কি করিবেন? কোন মনুষ্য বিশেষের কন্যার প্রয়োজন থাকিতে পারে। পুত্র কি অর্পণ করা যায় না? কেবল কন্যাই অর্পণ করিতে হইবে ইহার কারণ কি? শপথ করা মিথ্যাবাদীর কার্য্য; ভগবানের কার্য্য নহে। কারণ সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে মিথ্যাবাদীরাই শপথ করিয়া থাকে। সত্যবাদী শপথ করিবে কেন?

১০১। ঈশ্বর এই সকল লোকের হৃদয়, কর্ণ, চক্ষু সিল করিয়া অবরুদ্ধ করিয়াছেন এবং এই সকল লোক অসাবধান। জীবকে তাহাদের কৃতকর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল প্রদত্ত হইবে; তাহাদের প্রতি অন্যায় প্রদর্শন করা হইবে না। মঃ ৩। সিঃ ১৪। সূঃ ১৬। আঃ ১১০।১১২॥

সমীক্ষক—ভগবান যদি মুদ্রাঙ্ক দিয়া অবরুদ্ধ করিলেন, তাহা হইলে এই হতভাগ্যগণ বিনা অপরাধে বিনষ্ট হইল! কারণ উহাদিগকে পরাধীন করিয়া দেওয়া হইল। উহা কতদূর অন্যায়। আবার বলা হইতেছে যে, যে পরিমাণে কার্য্য করিবে, তাহাকে সেই পরিমাণে প্রদত্ত হইবে, কম বেশী হইবে না। আচ্ছা, উহারা স্বতন্ত্রভাবে পাপ করে নাই; পরন্তু ভগবান প্রবৃত্ত করাতেই করিয়াছে। তখন উহাদিগের অপরাধ হয় নাই। সুতরাং তাহার ফল উহাদিগের পাওয়া উচিত নহে, বরং ঈশ্বরেরই সেই ফল প্রাপ্তি হওয়া উচিত। যদি পূর্ণ ফল প্রদত্ত হয়, তবে ক্ষমা কোন বিষয়ে প্রদর্শিত হইয়া থাকে? যদি ক্ষমা প্রদর্শিত হয়, তবে ন্যায় উড়িয়া যায়। এরূপ অসার ব্যবস্থা কখনও ভগবানের রচিত হইতে পারে না। ॥১০১॥

১০২। অবিশ্বাসীদিগের জন্য আমি কারাগার-স্বরূপ নরক নির্ম্মাণ করিয়াছি। সকল মনুষ্যের গলদেশের মধ্যে আমি তাহার কর্ম্ম-পুস্তক সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি এবং বিচারদিনে উহার জন্য এক

পুস্তক বাহির করিব এবং উহা খোলা রহিয়াছে সে দেখিতে পাইবে। নূহের পরে আমি অনেক বংশ বিনাশ করিয়াছি। মঃ ৪। সিঃ ১৫। সূঃ ১৭। আঃ ৮।১৪।১৮॥

সমীক্ষক —যাহারা কোরাণ প্রচারক (ভবিষ্যদ্বক্তা), কোরাণোক্ত ভগবান, সপ্তম স্বর্গ এবং প্রার্থনাদি বিশ্বাস না করে, তাহারাই যদি অবিশ্বাসী হয় এবং নরক যদি তাহাদিগের জন্যই হয়, তবে উহা কেবল পক্ষ পাতেরই কথা। কারণ যাঁহারা কোরাণ বিশ্বাস করেন তাঁহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ, এবং যাঁহারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহারা নিকৃষ্ট ইহা কি কখনও হইতে পারে? ইহা অতিশয় বালকত্বের কথা যে সকলের গলদেশে কর্ম্মপুস্তক সংযুক্ত আছে। আমরা তো কাহারও গলদেশে একটিও কর্ম্মপুস্তক দেখিতে পাই না। যদি কর্ম্মের ফল দেওয়ার জন্য উহার প্রয়োজন হয়, তবে পুনরায় মনুষ্যদের হৃদয় এবং নেত্রাদিতে সিল করিয়া অবরুদ্ধ করা এবং পাপসমূহের ক্ষমা করা প্রভৃতি কিরূপ ক্রীড়া করা হইয়াছে? ভগবান যদি বিচার দিনের রাত্রিতে পুস্তক বাহির করিবেন এরূপ হয়, তবে এখন সেই পুস্তক কোথায়? এখন কি বণিকদের পুস্তকের ন্যায় লিখিতেছেন? এস্থলে এরূপ বিচার করিতে হইবে যে পূর্ব্বজন্ম না হইলে জীবদিগের কর্ম্মও হইতে পারে না। তাহা হইলে আবার কর্ম্মের রেখা কেন লিখিত হইল? যদি কর্ম্ম ব্যতিরেকেও লেখা হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে। কারণ সৎ অসৎ কর্ম্ম ব্যতিরেকে কেন তাহাদিগকে সুখ-দুঃখ দিয়াছেন? যদি বল যে, "উহা পরমাত্মার ইচ্ছা", তাহা হইলে তিনি অন্যায় করিয়াছেন। কারণ সৎ অসৎ কর্ম্ম ব্যতিরেকে সুখ দুঃখরূপ ফল কম বেশী করাকেই অন্যায় বলা যায়। পরমাত্মা কি সেই সময়ে পুস্তক স্বয়ং পাঠ করিবেন—না তাঁহার "সেরিস্তাদার" (সহকারী) পাঠ করিয়া শুনাইবে? পরমাত্মাই যদি দীর্ঘকাল-সম্বন্ধীয় জীবদিগকে বিনাপরাধে বিনাশ করিয়া থাকেন, তবে তিনি অন্যায়কারী। যিনি অন্যায়কারী, তিনি কখনও ভগবান হইতে পারেন না। ॥১০২॥

১০৩। আমি সমূদকে প্রমাণ স্বরূপ উষ্ট্রী দিয়াছি। যাহাকে প্রলোভিত করিতে পার, কর। সেই দিন সকল লোকদিগকে তাহাদের নায়কদের সহিত আমি আহ্বান করিব। উহাদিগের মধ্যে যাহার দক্ষিণ হস্তের মধ্যে কর্ম্মপুস্তক প্রদত্ত আছে। মঃ ৪। সিঃ ১৫। সূঃ ১৭। আঃ ৬১। ৬৬।৭৩॥

সমীক্ষক—বাঃ বাঃ! পরমাত্মার যাবতীয় বিস্ময়কর চিহ্ন আছে, তন্মধ্যে এক স্ত্রীও পরমাত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ এবং তাঁহার পরীক্ষার সাধক! ভগবান যদি শয়তানকে প্রতারণা করিবার জন্য অনুমতি দিয়া থাকেন, তবে ভগবান শয়তানের অধিপতি ও সমস্ত পাপের প্রবর্ত্তক। তাঁহাকে ঈশ্বর বলা অজ্ঞানের কার্য্য। যদি এরূপ হয় যে, বিচারদিনে অর্থাৎ প্রলয়কালেই বিচারার্থ প্রচারককে ও তাঁহার ভক্তদিগকে পরমাত্মা আহ্বান করিবেন, তাহা হইলে যতদিন প্রলয় না হইবে, ততদিন হাজতবাস সকলের পক্ষেই দুঃখদায়ক। এইজন্য শীঘ্র শীঘ্র বিচার করাই ন্যায়বানের কার্য্য। এবম্বিধ ন্যায় একপ্রকার "পোপ বাঈয়ের" মত উপহাসাস্পদ। যেমন কোন বিচারক যদি বলে যে, যতদিন পঞ্চাশ বৎসরের চোর ও সাধু একত্রিত না হইবে, ততদিন দণ্ড ও পুরস্কার দেওয়া স্থগিত থাকিবে।

কোরাণোক্ত ঈশ্বরে কার্য্যও সেইরূপ। কারণ এক ব্যক্তি পঞ্চাশ বৎসর যাবত হাজতবাস করিয়া সন্ত ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে বিচার-প্রাপ্ত হইল! ন্যায়ের কার্য্য এরূপ হইতে পারে না। বেদ এবং মনুস্মৃতিতে ন্যায়ের বিচার দেখ। তদনুসারে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় না এবং লোকে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ প্রচারককে সাক্ষীর ন্যায় করিয়া রাখাতে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা নামের অমর্য্যাদা করা হইয়াছে। আমার মনে হয় এইরূপ পুস্তক ও উপদেশ-কর্ত্তা, কখনও ভগবান নামের যোগ্য হইতে পারে না। ॥১০৩॥

১০৪। এই সকল লোকের জন্য চিরস্থায়ী উদ্যান আছে তাহার নিম্নদেশে জলস্রোত বহিতেছে। তাহার মধ্যে তাহাদিগকে সুবর্ণের কঙ্কণ পরিধান করান যাইবে। তাহারা হরিদ্বর্ণের রেশমী বস্ত্র পরিধান করিবে। তাহারা উহার মধ্যে উপাধানযুক্ত সিংহাসনের উপর সুখে উপবেশন করিবে। পুণ্য ও পরলোকে স্বর্গলাভই শ্রেষ্ঠ! মঃ ৪। সিঃ ১৫। সূঃ ১৮। আঃ ৩০॥

সমীক্ষক—বাহবা! বাহবা! কোরাণোক্ত স্বর্গে উদ্যান, অলঙ্কার, বস্ত্র, "গদী" এবং উপাধান (বালিশ) প্রভৃতি সুখভোগেরও সামগ্রী আছে। কোন বুদ্ধিমান লোক যদি বিচার করিয়া দেখেন তবে দেখিতে পাইবেন, ইহলোক অপেক্ষা মুসলমানদের স্বর্গে অন্যায় ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। অন্যায়ের মধ্যে, উহাদের কর্ম্ম অন্তবিশিষ্ট কিন্তু তাহার ফল অনন্ত। যে নিত্য মিষ্ট ভোজন করে তাহার পক্ষে অল্পদিন মধ্যেই উহা বিষতুল্য প্রতীয়মান হয়। যদি সর্ব্বদাই সুখভোগ করে, তবে সুখই উহাদিগের দুঃখরূপ হইয়া যাইবে এইজন্য মহাকল্প পর্য্যন্ত মুক্তি সুখভোগ করতঃ পুনর্জন্ম লাভ করাই সত্য সিদ্ধান্ত। ॥১০৪॥

১০৫। উক্ত জনপদ সকল যখন অন্যায়াচরণ করিয়াছিল তখন আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি। আমি উহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। মঃ ৪। সিঃ ১৫। সূঃ ১৮। আঃ ৫৮॥

সমীক্ষক—সমস্ত জনপদের লোকের পাপী হওয়া কি সম্ভব? প্রতিজ্ঞা করাতে তিনি সর্ব্বজ্ঞ রহিলেন না। কারণ যখন তাহাদের অন্যায় দেখিলেন তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন; সুতরাং প্রমাণ হইল, পূর্ব্বে তিনি তাহা জানিতেন না। ইহাতে তিনি দয়াহীন ও একদেশী স্থিরীকৃত হইতেছেন। ॥১০৫॥

১০৬। উক্ত বালকের পিতা মাতা উভয়েই বিশ্বাসী ছিল। এই জন্য আশঙ্কা করিয়াছিলাম, পাছে উহারা অবিশ্বাসী ও ধর্ম্ম-বিদ্রোহী হয়। যে স্থানে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং কর্দ্দমময় জলস্রোতের মধ্যে সূর্য্যকে নিমগ্ন হইতে দেখিলেন। উহারা বলিল যে, পৃথিবীর মধ্যে জুলকরনৈন, যাজুক, ও মাজুজই উৎপীড়নকারী। মঃ ৪। সিঃ ১৬। সূঃ ১৮। আঃ ৭১।৮৪।৯৩॥

সমীক্ষক—দেখ, এই ঈশ্বর কতদূর অজ্ঞান! তিনি আশঙ্কা করিয়া ভীত হইলেন যে, বালকের মাতা পিতা আমার পথভ্রষ্ট হইয়া পরিবর্ত্তিত হইবে। ইহা কখনও পরমাত্মার কার্য্য হইতে পারে না। নিম্নে আরও অবিদ্যার কথা দেখ। এই পুস্তক রচয়িতা জানিতেন যে, সূর্য্য রাত্রিতে জলস্রোতে নিমগ্ন হয় এবং পুনরায় প্রাতঃকালে বাহির হয়। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়, উহা নদী,

জলস্রোত অথবা সমুদ্রে কিরূপে নিমগ্ন হইতে পারে? ইহাতে মনে হয়, এই পুস্তকের বিশ্বাসীদের ভূগোল ও খগোল বিদ্যা জানা ছিল না। যদি তাহা জানা থাকিত, তবে এইরূপ মিথ্যাবাক্যপূর্ণ পুস্তক বিশ্বাস করিবেন কেন? এখন ভগবানের অন্যায় দেখ। স্বয়ং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা, রাজা এবং ন্যায়াধীশ হইয়াও যাজুজ মাজুজকে পৃথিবীতে উৎপীড়ন করিতে অনুমতি করিলেন। ইহা ঈশ্বরতার বিরুদ্ধ। এইজন্য জ্ঞানবানেরা এই পুস্তক বিশ্বাস করেন না। ॥১০৬॥

১০৭। এই পুস্তকের মধ্যে "মেরি"র বৃত্তান্ত স্মরণ কর। তিনি নিজ বাসস্থানের পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী লোকদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপরে একদিকে বস্ত্র আবরণ ছিল। আমি আমার আত্মাকে অর্থাৎ স্বর্গীয় দূতকে প্রেরণ করিলাম। তিনি তাঁহার জন্য মনুষ্য বেশ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, আমি দয়াময়ের শরণ গ্রহণ করিতেছি, যেন তাঁহার কৃপায় তুমি জিতেন্দ্রিয় হও। তিনি উত্তর করিলেন—আমিও তোমার অধীশ্বরের প্রেরিত। তোমাকে পবিত্র সন্তান দিবার নিমিত্ত আমি প্রেরিত হইয়াছি। তিনি বলিলেন—আজ পর্য্যন্ত কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই, আমি অসতী নহি, তবে কিরূপে আমার সন্তান হইবে? তিনি তাঁহাকে তাঁহার আবাসস্থান হইতে দূরে অর্থাৎ বনে লইয়া গেলেন। মঃ ৪। সিঃ ১৬। সূঃ ১৯। আঃ ১৬।১৭ ১৮।১৯।২০।২২॥

সমীক্ষক—এখন বুদ্ধিমানেরা বিচার করুন যে, স্বর্গীয় দূতগণ যখন ভগবানের আত্মা, তখন তাহারা ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ হইতে পারে না। দ্বিতীয় অন্যায় এই যে, উক্ত কুমারী মেরী সন্তানযুক্তা অথবা কাহারও সমাগম কামনা করেন নাই; পরন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞায় স্বর্গীয় দূত তাঁহাকে গর্ভবতী করিল—ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য। এস্থলে ইহা ভিন্ন আরও অনেক অসভ্যতার বিষয় উল্লেখ আছে। সে সকল ন্যায় সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ॥১০৭॥

১০৮। তোমরা কি দেখ নাই, অবিশ্বাসীদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য আমি শয়তানগণকে প্রেরণ করিয়াছি! মঃ ৪। সিঃ ১৬। সূঃ ১৯। আঃ ৮৬॥

সমীক্ষক—ভগবান নিজেই যখন শয়তানদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন তাহারা প্রতারণা-দোষে দোষী হইতে পারে না। এই অপরাধে তাহাদিগকে কোনরূপ দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না, পরমাত্মার আদেশেই সকল কার্য্য হইতেছে। সুতরাং উহার ফল ভগবানেরই হওয়া উচিত। যদি তিনি সত্যপরায়ণ ও ন্যায়কারী হন, তবে স্বয়ং উহার ফলস্বরূপ নরকভোগ করিবেন। যদি ন্যায় ত্যাগ করেন, তবে তিনি ঈশ্বর নামের অযোগ্য ও পাপী। ॥১০৮॥

১০৯। যে সকল মনুষ্য অনুতাপ করে, বিশ্বাস করে, সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া পুনরায় সৎপথ লাভ করে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করি। মঃ ৪। সিঃ ১৬। সূঃ ২০। আঃ ৮৪॥

সমীক্ষক—অনুতাপ বশতঃ পাপ ক্ষমা করিবার যে সকল কথা কোরাণে লেখা আছে তাহা সকলকে পাপে প্রবৃত্ত করে মাত্র। কারণ ইহাতে পাপীদের পাপানুষ্ঠান করিতে অনেক সাহস বৃদ্ধি পায়। এইজন্য এই পুস্তক ও ইহার রচয়িতা, পাপীদের পাপ কার্য্যের সহায়ক। সুতরাং এই

১১৩। শেষ বিচার দিন তোমরা পুনরায় উপস্থিত হইবে। মঃ ৪। সিঃ ১৮। সূঃ ২৩। আঃ ১৬॥

সমীক্ষক— শেষ বিচার দিন যাবৎ মৃত ব্যক্তি কি কবরে থাকিবে—না অন্য কোথাও থাকিবে? যদি কবরেই থাকে, তবে বিকৃত গলিত দেহে অবস্থান হেতু পুণ্যাত্মাও দুঃখ ভোগ করিবে। এ বিচার অন্যায়। অত্যধিক দুর্গন্ধ হইয়া রোগোৎপত্তির দরুণ মুসলমান ও তাহাদের ভগবান পাপী হইবেন। ॥১১৩॥

১১৪। সেই দিন তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের জিহ্বা, হাত পা উহাদের কার্য্যের সাক্ষ্য দিবে। ভগবান আকাশ ও পৃথিবীর আলোক-স্বরূপ। প্রাচীরস্থ সন্নিবেশিত দীপের ন্যায় তাঁহার আলোক। উক্ত দীপ কাঁচের লণ্ঠনে আবৃত। উক্ত লণ্ঠন দেদীপ্যমান তারার মত উজ্জ্বল। উক্ত দীপক পবিত্র "জৈতুন" বৃক্ষের তৈলের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়। উক্ত বৃক্ষ পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকের নহে অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে স্থিত। উহার তৈল অগ্নিসংযুক্ত না হইলেও আলোক প্রদান করে। ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন আপনার আলোকের পথ দেখান। মঃ ৪। সিঃ ১৮। সূঃ ২৪। আঃ ২৪।৩৫॥

সমীক্ষক—হস্তপদাদি জড় সুতরাং তাহারা সাক্ষ্য দিতে অক্ষম। এই কথা সৃষ্টিক্রমানুসারের বিরুদ্ধ বলিয়া মিথ্যা। ভগবান কি অগ্নিময় বিদ্যুৎ? কোরাণে যেরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ দৃষ্টান্ত ভগবানের প্রতি হইতে পারে না। ইহা কোন সাকার বস্তুতেই সম্ভব। ॥১১৪॥

১১৫। ঈশ্বর জল হইতে সকল প্রাণীকে উৎপন্ন করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ, উদর সাহায্যে চলে। যে ঈশ্বরের ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকের আজ্ঞা পালন করে, তাহাকে বল যে, সে যেন কখনও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন না করে। ধর্ম্মপ্রচারকের আদেশ পালন করিলে ভগবানের দয়া লাভ করিবে। মঃ ৪। সিঃ ১৮। সূঃ ২৪। আঃ ৪৪।৫১।৫৩।৫৫॥

সমীক্ষক—যে সকল প্রাণীর শরীরে সকল তত্ত্বই দৃষ্ট হয়, কেবল তাহাদিগকে জল হইতে উৎপন্ন করা হইয়াছে এরূপ বলা কিরূপ তত্ত্ববিদ্যা? ইহা কেবল অবিদ্যার কথা। যখন ভগবানের সহিত তাঁহার প্রচারকের আদেশ পালন করিতে হয়, তখন তিনি ভগবানের "শরীক" বা সহযোগী হইলেন কি না? যদি তাহাই হয়, তবে কোরাণোক্ত ঈশ্বরকে "সহযোগিহীন বলা হয় কেন? ॥১১৫॥

১১৬। উক্ত দিন আকাশ মেঘ দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং স্বর্গীয় দূতগণ অবতীর্ণ হইবে। বিধর্ম্মীদের কথা বিশ্বাস করিও না। তাহাদের সহিত বিবাদ বৃদ্ধি করতঃ বিরোধ করিবে। ভগবান তাহাদের অকল্যাণ কল্যাণে পরিণত করিবেন। যে অনুতাপ ও উত্তম কর্ম্ম করে, সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দিকে আগমন করে। মঃ ৪। সিঃ। ২৯। সূঃ ২৫। আঃ ২৪।৪৯।৬৭।৬৮॥

সমীক্ষক—আকাশ মেঘ দ্বারা বিদীর্ণ হইবে এ কথা কখনও সম্ভব নয়। যদি আকাশ কোনরূপ মূর্ত্তিমান পদার্থ হইত, তবে তাহা সম্ভব ছিল। মুসলমানদের উক্ত কোরাণ শান্তিভঙ্গ করিয়া কেবল বিদ্রোহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে বলিয়া জ্ঞানবানেরা উহার উপর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না। পাপ ও পুণ্যের যে পরস্পর পরিবর্ত্তন হয়, ইহা কি প্রকার ন্যায়! তিল এবং মাসকলাই কি কখনও

কোনরূপে পরস্পর পরিবর্ত্তিত হইতে পারে? যদি অনুতাপ করিলে পাপ দূর হয়, তবে কেহই পাপ করিতে ভীত হইবে না। এইজন্য এ সকল কথা বিদ্যাবিরুদ্ধ। ॥১১৬॥

১১৭। আমি মূসাকে ধর্ম্ম-পুস্তক অর্পণ করিলাম। উহাকে বলিলাম যে, রাত্রিতে আমার ভৃত্যগণকে লইয়া প্রস্থান কর। কারণ তোমরা নিশ্চয়ই পরে অনুসৃত হইবে। নগরের মধ্যে একত্রিত করিবার জন্য "এ্যারো" লোক প্রেরণ করিল। সেই পুরুষ, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিও পথ প্রদর্শন করেন। সেই পুরুষই আমাকে খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় প্রদান করেন। শেষ বিচারের দিন তিনিই অপরাধ ক্ষমা করিবেন এইরূপ আশা করি। মঃ ৫। সিঃ ১৯। সূঃ ২৬। আঃ ৫২। ৫৩। ৭৮। ৭৯। ৮২॥

সমীক্ষক—ভগবান যদি মূসাকে পুস্তক পাঠাইয়া থাকেন, তবে তিনি পুনরায় দাউদ, ঈশা ও মহম্মদ সাহেবের নিকট পুস্তক প্রেরণ করিলেন কেন? পরমেশ্বরের বাক্য সর্ব্বদা একরূপ হওয়া উচিত কিন্তু কোরাণে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। পুনরায় কোরাণ প্রেরণ করাতে পূর্ব্ব-প্রদত্ত পুস্তককে অসম্পূর্ণ ও ভ্রমযুক্ত মনে করিতে হইবে। যদি উক্ত তিনটী পুস্তক সত্য হয়, তবে এই কোরাণ মিথ্যা। এই চারটী পুস্তক প্রায়ই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া উহা সত্য হইতে পারে না। ঈশ্বর যদি জীব উৎপন্ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহারা বিনাশ প্রাপ্তও হইবে অর্থাৎ তাহাদের কখনও নাশ এবং কখনও অভাব হইবে। যদি পরমেশ্বরই সকল প্রাণীকে পান ও ভোজন করান, তবে কাহারও ব্যাধি হওয়া উচিত নহে এবং সকলকে সমান ভাবে আহার্য্য দেওয়া কর্ত্তব্য। পক্ষপাতিত্ব করিয়া কাহারও ভোজ্যবস্তু উত্তম এবং কাহারও নিকৃষ্ট অর্থাৎ ধনীর আহার্য্য শ্রেষ্ঠ ও দরিদ্রের নিকৃষ্ট করা উচিত নয়। যদি ভগবানই পান, ভোজন ও পথ্য দাতা হন, তবে কাহারও ব্যাধি হওয়া উচিত নহে; পরন্তু মুসলমানাদিরও পীড়া হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বরই রোগ-মোচন কর্ত্তা হন, তবে ঈশ্বরের পরম ভক্ত মুসলমানদের শরীরে রোগ থাকা উচিত নহে। যদি রোগ থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে তাহাদের ঈশ্বর প্রকৃত বা উপযুক্ত বৈদ্য নহেন। যদি তিনি প্রকৃত বৈদ্য হইবেন, তবে মুসলমানেরা রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করে কেন? যদি তিনিই মারেন ও বাঁচান, তবে পাপ-পুণ্যের জন্য তিনি দায়ী। যদি জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মানুসারে ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাঁহার কোন অপরাধ হয় না। যদি তিনি বিচার দিনের রাত্রিতে পাপ ক্ষমা ও বিচার করেন, তাহা হইলে তিনি পাপবৃদ্ধিকারী পাপী। যদি তিনি ক্ষমা না করেন, তবে কোরাণের কথা মিথ্যা। ॥১১৭॥

১১৮। তুমি আমাদের লোক নও; অন্যথা যদি তুমি সত্য বলিয়া থাক, তবে কোনরূপ চিহ্ন আনয়ন কর। তিনি কহিলেন—এই উষ্ট্রীই তাহার চিহ্নস্বরূপ। উহার একবার জলপান করা আবশ্যক। মঃ ৫। সিঃ ১৯। সূঃ ২৬। আঃ ১৫৪।১৫৫॥

সমীক্ষক—আচ্ছা, প্রস্তর হইতে উষ্ট্রী বাহির হওয়া এরূপ অস্বাভাবিক কথা কেহ কি কখনও বিশ্বাস করিতে পারে? যাহারা এ সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহারা অশিক্ষিত ও বন্য ছিল। উষ্ট্রীকে চিহ্নস্বরূপ প্রদান করা কেবল অসভ্যের ব্যবহার ঈশ্বরের নহে। যদি এ সমস্ত ঈশ্বরকৃত হইত তবে তাহাতে এরূপ অযৌক্তিক কথা থাকিত না। ॥১১৮॥

১১৯। হে মূসা! আমি নিশ্চয়ই সর্ব্বজয়ী ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। তোমার যষ্টি নিক্ষেপ কর। তখন দেখিল যে উহা সর্প হইয়া চলিতেছে। হে মূসা! ভীত হইও না কারণ ধর্ম্মপ্রচারকগণ আমার নিকট ভীত হন না। ভগবানের অন্য কেহ ঈশ্বর নাই—তিনি উপরাকাশের অধীশ্বর। মুসলমান হইয়া আত্মার প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ করিও না। আমার নিকট আগমন কর। মঃ ৫। সিঃ ১৯ সূঃ ২৭। আঃ ৯।১০।২৬।৩১॥

সমীক্ষক—আরও দেখ, ভগবান নিজ মুখেই নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করিতেছেন। নিজে নিজের প্রশংসা করা যেমন জ্ঞানীর কার্য্য নয়, তখন ভগবানের পক্ষে তাহা কিরূপে সম্ভবে? সেই সময়ে তিনি ইন্দ্রজালের যষ্টি প্রদর্শন করাইয়া বন্যলোকদিগকে বশীভূত করতঃ স্বয়ং আরণ্য ঈশ্বর হইয়া বসিলেন; এরূপ কথা ভগবানের পুস্তকে কখনও হইতে পারে না। যদি তিনি উপরাকাশের অর্থাৎ সপ্তম স্বর্গের অধিপতি হন, তাহা হইলে তিনি একদেশী ও তিনি ঈশ্বর নামের অযোগ্য। যদি আত্ম-প্রশংসা করা মন্দ কার্য্য হয়, তবে ঈশ্বর ও মহম্মদ সাহেব আত্ম-স্তুতিতে পুস্তক পরিপূর্ণ করিলেন কেন? মহম্মদ সাহেব বহু লোককে বিনাশ করিয়াছেন—ইহাতে বিদ্রোহ বা অবাধ্যতা প্রকাশ করা হয় না কি? এই কোরাণ পুনরুক্তি ও পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ বাক্যে পূর্ণ। ॥১১৯॥

১২০। তোমরা অনুমান কর যে সর্ব্বত সকল দৃঢ় সংলগ্ন কিন্তু তা' নয়, উহারা মেঘের ন্যায় চলনশক্তি সম্পন্ন। তিনি সকল বস্তুকে দৃঢ় সংস্থিত করিয়াছেন এবং উহা তাঁহার কৌশল। তোমরা যাহা কিছু অনুষ্ঠান কর, তিনি তাহা সকলই জানিতে পারেন। মঃ ৫। সিঃ ২০। সূঃ ২৭। আঃ ৯০॥

সমীক্ষক—মেঘের ন্যায় চলনশক্তি সম্পন্ন পর্ব্বত কোরাণ-রচয়িতার দেশেই সম্ভবে—অন্যত্র এরূপ দেখা যায় না। ভগবানের সতর্কতার বিষয়ে ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে—তিনি আজ পর্য্যন্ত প্রধান বিদ্রোহী শয়তানকে ধৃত করিয়া দণ্ড দিতে পারিলেন না। ইহাতে মনে হয় কোরাণোক্ত ঈশ্বরের ন্যায় অসাবধানী আর কেহ নাই। ॥১২০॥

১২১। মূসা তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন এবং তাহাতে তাহার আয়ুপূর্ণ হইল অর্থাৎ বিনাশ করিলেন। তিনি বলিলেন—হে প্রভু! আমি আপনার আত্মার প্রতি অন্যায় করিয়াছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিলেন, কারণ তিনি দয়াময়। তোমার অধিপতি যাহা কিছু ইচ্ছা করেন এবং পছন্দ করেন তাহা উৎপন্ন করেন। মঃ ৫। সিঃ ২০। সূঃ ২৮। আঃ ১৪। ১৫।৬৮॥

সমীক্ষক—আরও দেখ যে, মুসলমানদের ধর্ম্মপ্রচারক ও ঈশ্বরের ধর্ম্মপ্রচারক মূসা মনুষ্য হত্যা করেন এবং উক্ত ঈশ্বর ক্ষমা করিয়া থাকেন। এই উভয়ই অন্যায়কারী কিনা? তিনি যাহা মনে করেন, তাহাই কি নিজ ইচ্ছাতে উৎপন্ন করেন? তিনি কি আপন ইচ্ছাতেই একজনকে এবং অপরকে দরিদ্র ও একজনকে বিদ্বান এবং অপরকে মূর্খাদি করেন? যদি এরূপ হয় তবে কোরাণও সত্য নহে এবং উক্ত পরমাত্মা অন্যায়কারী বলিয়া পরমাত্মা নামের অযোগ্য। ॥১২১॥

১২২। আমি মনুষ্যদিগকে তাহাদের পিতা মাতার উপকার করিতে আদেশ করিয়াছি। পরন্তু যে সকল বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নাই সে বিষয়ে যদি তাহারা উভয়ে আমার সহযোগী হইতে ইচ্ছা করিয়া তাহাতে তোমাকে লইতে চেষ্টা করে, তবে তাহাদের কথা পালন করিও না। তোমরা আমার নিকট আসিবে। আমি উহাকে তাঁহার স্বজাতিদের নিকট পাঠাইয়াছি। সেইজন্য তিনি উহাদের মধ্যে পঞ্চাশত্ বর্ষ ন্যূন সহস্র বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। মঃ ৫। সিঃ ২০—২১। সূঃ ২৯। আঃ ৭। ১৩॥

সমীক্ষক—মাতাপিতার সেবা করা অতিশয় উত্তম এবং তাঁহারা যদি ঈশ্বরের সহযোগী হইতে কামনা করিয়া সেইরূপ বলেন, তাহা হইলে তাহা শ্রবণ না করাও সঙ্গত কিন্তু যদি মাতা ও পিতা মিথ্যাভাষণাদি করিতে আজ্ঞা দেন, তবে কি তাহা পালন করিতে হইবে? সুতরাং উক্ত কথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। কেবল নূহ আদি প্রচারকেই যদি ভগবান সংসারে প্রেরণ করেন, তবে অন্য জীবগণকে কে প্রেরণ করে? যদি বল যে তিনিই প্রেরণ করেন, তবে সকলেই প্রচারক নয় কেন? প্রথমে যদি মনুষ্যদের হাজার বৎসর পরমায়ু হইত তবে এখন হয় না কেন? এইজন্য এ কথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ॥১২২॥

১২৩। ঈশ্বর প্রথমবার উৎপত্তি করেন এবং দ্বিতীয়বারও তাহাকে উৎপত্তি করিবেন। তখন তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। যে দিন শেষ বিচার উপস্থিত হইবে, সেদিন পাপী নিরাশ হইবে। যে সকল লোক বিশ্বাসী এবং সৎকর্ম্মকারী ধার্ম্মিক তাহাদিগকে উদ্যানের মধ্যে ভূষিত ও সজ্জিত করা হইবে। যদি আমি এক বাত্যা প্রেরণ করি, তখনই উহারা দেখিবে যে, তাহাদের শস্য ক্ষেত্র হরিদ্রাবর্ণ (শুষ্ক) হইয়া গিয়াছে। ভগবান উক্ত লোকদিগের হৃদয় সিল করিয়া এরূপ অবরুদ্ধ করেন যে, উহারা বুঝিতে পারে না! মঃ ৫। সিঃ ২১। সূঃ ৩০। আঃ ১০। ১১। ১৪। ৫০। ৫৮॥

সমীক্ষক—ভগবান যদি দুইবারই উৎপত্তি করেন এবং তৃতীয় বার করেন না, তাহা হইলে উৎপত্তির আদিতে এবং দ্বিতীয় বার উৎপত্তির অন্তে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকেন; এবং এক অথবা দুই বার উৎপত্তির পর তাঁহার সামর্থ্য কর্ম্মহীন এবং ব্যর্থ হইয়া যায় এরূপ মনে হয়। যদি ন্যায়ের দিন পাপী লোক নিরাশ হইয়া যায়, তবে উত্তম কথা; পরন্তু উহার প্রয়োজন কুত্রাপি এরূপ নাই যে মুসলমান ব্যতীত সমস্ত পাপীকে বুঝাইয়া নিরাশ করা যাইবে। কারণ, কোরাণের কয়েক স্থানেই পাপী সম্বন্ধে অন্যের প্রয়োজন আছে। যদি উদ্যান রাখা এবং সাজ পোষাক পরিধান করাই মুসলমানদের স্বর্গ হয়, তাহা হইলে স্বর্গ সংসার তুল্য হইল। তদ্ব্যতীত সেই স্থানে উদ্যান-পালক (মালী) এবং স্বর্ণকারও আছে, অথবা ঈশ্বর উদ্যান-পালকেরও স্বর্ণকারের কার্য্য করেন এইরূপ হইবে। যদি কাহারও অল্প অলঙ্কার প্রাপ্তি হয়, তবে সেই স্থানে চুরিও হইয়া থাকে এবং চোরকে স্বর্গ হইতে নরকেও নিক্ষেপ করা হয়? যদি এরূপ হয় তবে নিত্য স্বর্গে অবস্থান করিবে এই কথা মিথ্যা। যদি কৃষকদের ক্ষেত্রের উপরও দৃষ্টি হয়, তাহা হইলে উহা কৃষিবিদ্যার অনুভব হইতেই হইয়া থাকে। যদি এরূপ মনে করা যায় যে ভগবান আপনার জ্ঞান হইতেই সকল বিষয় জানেন, তাহা হইলে এরূপ ভয় প্রদর্শন করা কেবল

আত্মশ্লাঘা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভগবান যদি জীবদের হৃদয় সিল করিয়া অবরুদ্ধ পাপ করাইয়া থাকেন, তবে ন্যায়তঃ তিনিই উক্ত পাপের ভাগী, জীব নহে। যেরূপ জয় এবং পরাজয় সেনাপতিরই হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবানই সমস্ত পাপ প্রাপ্ত হইবেন। ॥১২৩॥

১২৪। এই সকল সূত্র জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ। তিনি স্তম্ভ ব্যতিরেকে আকাশ উৎপন্ন করিয়াছেন তোমরা উহা দেখিতেছ, তিনি পৃথিবী বিচলিত হইবে না বলিয়া তাহার মধ্যে পর্ব্বত সমস্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তেমেরা কি দেখ নাই যে ভগবান রাত্রি মধ্যে দিন ও দিন মধ্যে রাত্রিকে প্রবেশ করাইতেছেন। তোমরা কি দেখ নাই যে ভগবানের কৃপা বশতঃ সমুদ্রের দধ্যে জলযান সকল চলিতেছে। উহাতেই তিনি আপনার চিহ্ন সকল প্রদর্শন করিতেছেন। 'মঃ ৫। সিঃ ২১। সূঃ ৩১। আঃ ১।১।২৮।৩০॥

সমীক্ষক—বাহবা! কি মহিমাপূর্ণ পুস্তক! উহাতে সর্ব্বথা বিদ্যা বিরুদ্ধ ভাবে আকাশের উৎপত্তি, উহাতে স্তম্ভ সংযোগের আশঙ্কা এবং পৃথিবীকে স্থির করিবার জন্য পর্ব্বত সন্নিবেশ করা ইত্যাদি কথা রহিয়াছে। স্বল্পবিদ্বানও এরূপ লিখিতে বা বিশ্বাস করিতে পারে না। দিবসে রাত্রি এবং রাত্রিতে দিন হওয়া অসম্ভব হইলেও একাকে অপরের মধ্যে প্রবিষ্ট করিবার কথা লিখিত হইয়াছে? ইহা অতিশয় অবিদ্বানের কথা। এই জন্য কোরাণ বিদ্যা পূর্ণ পুস্তক হইতে পারে না। জলযান (নৌকা) ঈশ্বরের কৃপাবশতঃ চলিতেছে ইহা বলা কি জ্ঞানবিরুদ্ধ কথা নহে? উহা মনুষ্যদের ক্রিয়া কৌশলাদি দ্বারা চলিতেছে, না ভগবানের কৃপা হইতে চলিতেছে? যদি লৌহময় অথবা প্রস্তরময় নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া সমুদ্রে চালান হয় তাহা হইলে ভগবানের চিহ্ন স্বরূপ উহা নিমগ্ন হইয়া যায় কি না? এইজন্য এই পুস্তক বিদ্বানদের অথবা ভগবানের রচিত হইতে পারে না। ॥১২৪॥

১২৫। তিনি স্বর্গ হইতে পৃথিবীর উপর সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। যে দিন তোমাদের গণনানুসারে সহস্র বৎসর পরিমিত হইবে, সেই দিন সমস্তই তাঁহার নিকট পুনরায় উপস্থিত হইবে। তিনি পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞাতা, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং দয়ালু। পরে উহাকে পূর্ণগঠিত করিলেন এবং তাহার মধ্যে নিজ আত্মা শ্বাসদ্বারা প্রবাহিত করিলেন। যে মৃত্যুর দূত যাহাকে তোমাদের উপর প্রেরণ করা হইয়াছে, সেই তোমাদিগকে বিনাশ করিবে। যদি ইচ্ছা করি তবে আমি সকল জীবকে অবশ্যই শিক্ষা দান করি; আমা হইতে নির্গত বাক্য সিদ্ধ (সত্য) হইবে, যখন আমি বলিলাম যে দৈত্য ও মনুষ্য একত্র করিয়া নরক পূর্ণ করিব। মঃ ৫। সিঃ ২১। সূঃ ৩২। আঃ ৪।৫।৭।১১।১৩॥

সমীক্ষক—এক্ষণে প্রকৃতই প্রমাণিত হইল যে, মুসলমানদের ভগবান মনুষ্যের ন্যায় একদেশী। যদি তিনি ব্যাপক হইতেন তাহা হইলে এক দেশ হইতে কার্য্য করা, অবতরণ করা এবং আরোহণ করা হইতে পারে না। যদি ভগবান স্বর্গীয় দূত প্রেরণ করেন এরূপ হয়, তাহা হইলেও তিনি স্বয়ং একদেশী হইলেন এবং স্বয়ং আকাশে লম্বমান হইয়া আছেন আর স্বর্গীয় দূত সকল যেন ধাবমান হইতেছে এইরূপ স্বর্গীয় দূত যদি দয়া করিয়া কোন খারাপ কার্য্য করে অথবা কোন মৃতকে ত্যাগ করিয়া যায়, তাহা হইলে ভগবান কি তাহা জানিতে পারেন? যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বব্যাপক তিনি অবশ্য জানিতে পারেন। কিন্তু এই ঈশ্বর ত সেইরূপ নহেন। যদি তিনি প্রকৃত পরমাত্মাই হইবেন, তবে স্বর্গীয় দূত

প্রেরণ করা ও কয়েক ব্যাক্তিকে কয়েক প্রকারে পরীক্ষা করার কি প্রয়োজন ছিল? তাহা ছাড়া এক হাজার বৎসরে গমনাগমনের প্রবন্ধ রচনা করাতেও তিনি সর্ব্বশক্তিমান নহেন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছেন। যদি মৃত্যুর দূত থাকে, তবে তাহাকে বিনাশকারী অন্য কোন্ মৃত্যু আছে? উক্ত দূত যদি নিত্য হয়, তবে অমরত্ব বিষয়ে দূত ঈশ্বরের সমকক্ষ ও সহযোগী। একত্রে নরক পূর্ণ করিবার জন্য জীবদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন না এবং উহাদের পাপ ব্যতিরেকে নিজ ইচ্ছানুসারে নরকে পতিত করিয়া উহাদিগকে দুঃখ দিয়া "তামাশা" দেখিতেছেন যদি এরূপ হয়, তবে উক্ত ঈশ্বর নিশ্চয়ই পাপী, অন্যায়কারী ও দয়াহীন। যে পুস্তকে এইরূপ কথা লেখা আছে, তাহা বিদ্বান অথবা ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না এবং যিনি দয়া ও ন্যায়হীন, তিনি কখনও পরমাত্মা হইতে পারেন না। ॥১২৫॥

১২৬। যদি মৃত্যু হইতে অথবা হত্যা হইতে পলায়ন কর, তবে উক্ত পলায়ন হইতে তোমাদের কিছুই লাভ হইবে না। হে প্রচারকের পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে যদি কেহ প্রত্যক্ষ নির্লজ্জতা প্রকাশ কর, তবে তাহার জন্য দ্বিগুণ দণ্ড হইবে এবং ঈশ্বরের পক্ষে উহা সহজ। মঃ ৫। সিঃ ২১। সূঃ ৩৩। আঃ ১৬।৩০॥

সমীক্ষক—মহম্মদ সাহেব বোধ হয় ইহা এইজন্য লিখিয়া থাকিবেন যে, যুদ্ধস্থল হইতে কেহ পলায়ন করিবে না। তাহা হইলে আপনাদের জয় হইবে এবং মৃত্যুরও ভয় থাকিবে না, ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইবে ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা হইবে। পত্নীগণ যদি নির্লজ্জতা প্রকাশ না করে, তবে কি প্রচারক সাহেব লজ্জাহীনতা প্রকাশ করিবেন? পত্নীদের উপর দণ্ড হইবে আর প্রচারক সাহেবের উপর দণ্ড হইবে না ইহা কিরূপ বিচার? ॥১২৬॥

১২৭। নিজ গৃহে আবদ্ধ থাক। ভগবানের ও প্রচারকের আদেশ পালন কর, তদ্ভিন্ন অন্যের আদেশ পালন করিও না। "জৈদ (মহম্মদের পালিত পুত্র) যখন স্বয়ং পরিতৃপ্ত হইল, তখন আমি তোমার সহিত তাহার বিবাহ দিলাম। কারণ পাছে কাফেরদের মধ্যে কেহ কৃত্রিম পুত্রের স্ত্রীকে উক্ত পুত্র তৃপ্ত হইবার পর, বিবাহ করিলে নিন্দিত হয়।" এইরূপে ভগবানের আদেশই পালন করা হইল। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে ধর্ম্ম-প্রচারকের উপর কোনরূপ নিন্দা নাই। মহম্মদ কোন মনুষ্যেরই পিতা নহেন। যে সকল ধর্ম্ম বিশ্বাস বিশিষ্ট স্ত্রী যৌতুক ব্যাতিরেকেও ধর্ম্ম প্রচারককে আত্ম-সমর্পণ করিবে, সেই সকল স্ত্রী বিধি অনুসারে গ্রহণ যোগ্য। উহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা, তুমি ত্যাগ করিতে পার এবং যাহাকে ইচ্ছা আপনার ভোগসম্ভোগের জন্য রাখিতে পার। ইহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না। হে অবিশ্বাসী কাফেরগণ! ধর্ম্মপ্রচারকের গৃহে প্রবেশ করিও না। মঃ ৫। সিঃ ২২। সূঃ ৩৩। আঃ ৩৩।৩৭।৩৮।৪০।৪৯।৫১।৫৩॥

সমীক্ষক—স্ত্রীলোক গৃহে কারারুদ্ধের ন্যায় আবদ্ধ থাকিবে এবং পুরুষ মুক্ত থাকিবে ইহা অতিশয় অন্যায়। স্ত্রীলোকদের চিত্ত কি বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পবিত্র দেশ ভ্রমণ এবং সৃষ্টির বিবিধ পদার্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা করে না? এই অপরাধ বশতঃ মুসলমানদের বালকেরা বিশেষ ভ্রমণপ্রিয় ও বিষয়ী হইয়া থাকে। ভগবানের ও ধর্ম্মপ্রচারকের আজ্ঞা কি একরূপ ও অবিরুদ্ধ অথবা ভিন্নরূপ ও বিরুদ্ধ? যদি একরূপ হয়, তবে উভয়ের আদেশ পালন করিতে বলা ব্যর্থ। যদি ভিন্ন ভিন্ন ও

বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে একটী সত্য ও অপটী মিথ্যা ; একজন শয়তান ও অপর জন ঈশ্বর অথবা একে সহযোগী। ধন্য কোরাণোক্ত ঈশ্বর, ধর্ম্মপ্রচারক ও কোরাণ! অপরের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের অভীষ্ট পূরণই যাহাদের কাম্য, তিনিই এইরূপ লীলার উপযুক্ত পাত্র। ইহাতে এইরূপ প্রমাণ হইতেছে যে, মহম্মদ সাহেব অত্যন্ত বিষয়ী স্বার্থপর ছিলেন। যদি তাহা না হইতেন, তবে কৃত্রিম পুত্রের স্ত্রীকে অর্থাৎ পুত্রবধূকে নিজের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলেন কেন? কোরাণোক্ত ঈশ্বরও পরে এরূপ অন্যায় কার্য্যকে ন্যায় বলিয়া সমর্থন করিলেন! বন্য মনুষ্যরাও পুত্রবধূর সহবাস কামনা করে না। ধর্ম্ম প্রচারকের বিষয়াসক্তি সম্বন্ধে লীলা প্রকাশ করিতে কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকা কতদূর অন্যায়। প্রচারক যদি কাহারও পিতা না হইবেন তবে "জৈদ" কাহার পুত্র?, এরূপ মিথ্যা কথা লেখা স্বার্থ-পরতার প্রমাণ নয় কি? আপন পুত্রবধূকে বিবাহ করিতে যখন প্রচারক সাহেব ক্ষান্ত হন নাই— তখন অন্য স্ত্রীলোকেরা কিরূপে তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবে? চতুরতা দ্বারা অসৎকার্য্যের নিন্দা হইতে কেহই রক্ষা পায় না। অন্যের স্ত্রীও যদি প্রচারকের উপর সন্তুষ্ট হইয়া স্বামীত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে গ্রহণ করা কি প্রচারকের ন্যায়তঃ উচিত? প্রচারক স্ত্রীগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিবেন কিন্তু তিনি অপরাধী হইলেও তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, ইহা অতিশয় অধর্ম্মের কথা। প্রচারকের গৃহে যেরূপ কাহারও ব্যভিচার দৃষ্টিতে প্রবেশ করা উচিত নয়, সেইরূপ তাঁহারও অন্য লোকের ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়। তিনি দুরভিসন্ধি-সম্পন্ন হইয়া যার তার গৃহে প্রবেশ করিয়াও কি পূজ্য বলিয়া গণ্য হইবেন? এমন মূর্খ কে আছে যে, এই কোরাণকে পরমাত্মাকৃত, মহম্মদ সাহেবকে ভবিষ্যদ্বক্তা ও কোরাণোক্ত ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বলিয়া মানিতে পারে? এইরূপ যুক্তিহীন মত ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বাক্য, আরবদেশবাসী প্রভৃতি লোকেরা বিশ্বাস করিয়াছেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! ॥১২৭॥

১২৮। ধর্ম্মপ্রচারককে দুঃখ দেওয়া অথবা তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার পত্নীদিগকে বিবাহ করা তোমাদের কখনও উচিত নয়। ভগবানের নিকট উহা মহাপাপ। যাহারা ঈশ্বরকে ও ভবিষ্য-দ্বক্তাকে দুঃখ দেয়, ভগবান তাহাদিগকে অভিশাপ দেন। যাহারা মুসলমানদিগকে ও তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে অপরাধ ব্যতিরেকেও দুঃখ দেয় তাহারা নিশ্চয়ই মিথ্যাভাষণ ও প্রত্যক্ষ পাপের ভার বহন করিবে। উহারা অভিশাপগ্রস্ত। যেখানে তাহাদিগকে পাইবে সেই খানেই ধৃত করিয়া হত্যা করিবে। হে ভগবান! তাহাদিগকে দ্বিগুণ দণ্ড দাও এবং সাধারণ অভিশাপ প্রদান কর। মঃ ৫। সিঃ ২২। সূঃ ৩৩। আঃ ৫৩।৫৭।৫৮।৬১॥

সমীক্ষক:—বাহবা! ঈশ্বর কি ধর্ম্মের সহিত আপনার ঈশ্বরত্ব দেখাইতেছেন? প্রচারককে দুঃখ দেওয়া বিষয়ে নিষেধ করা যেরূপ সঙ্গত তদ্রূপ অন্যকে দুঃখ দেওয়া বিষয়ে প্রচারককেও নিষেধ করা উচিত ছিল, তাহা কেন নিবারণ করিলেন না? কাহাকেও দুঃখ দিলে ভগবান কি দুঃখিত হন? তাহা যদি সত্য হয়, তবে তিনি পরমাত্মাই হইতে পারেন না। ঈশ্বর ও ধর্ম্মপ্রচারককে দুঃখ দেওয়া বিষয়ে এইরূপ করাতে কি প্রমাণ হইতেছে না যে, ভগবান এবং প্রচারক যাহাকে ইচ্ছা করিবেন দুঃখ দিবেন? এবং অন্য সকলকে যেন দুঃখ দেওয়া আবশ্যক! যেরূপ মুসলমানদিগকে ও তাহাদের স্ত্রীলোক-দিগকে দুঃখ দেওয়া অনুচিত, তদ্রূপ অন্য মনুষ্যকেও দুঃখ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি এরূপ না মনে

করা হয় তবে উহাও পক্ষপাতের কথা। ধন্য বিদ্রোহ-বর্দ্ধক ঈশ্বর ও প্রচারক। সংসারে ইহাদের ন্যায় নিষ্ঠুর অতি বিরল। ইহারা যেরূপ লিখিয়াছেন যথা অন্য লোকদিগকে যেখানে পাইবে বিনাশ করিবে এবং ধৃত করিবে, তদ্রূপ কেহ যদি মুসলমানদের উপর আজ্ঞা দেয়, তাহা হইলে সে কথা মুসলমানদের উত্তম বলিয়া বোধ হইবে কি? ॥১২৮॥

উত্তর—প্রচারকেরা কিরূপ হিংস্রক! ইহারা পরমেশ্বরের নিকট অন্যকে নিজেদের অপেক্ষা দ্বিগুণ দুঃখ প্রার্থনা করিবার কথা লিখিয়াছেন। ইহা পক্ষপাত, স্বার্থপরতা ও মহা অধর্ম্মের কথা। এজন্য এখনও মুসলমানদের মধ্যে অনেক শঠ এইরূপ কার্য্য করিতে ভীত হয় না। বিদ্যাহীন মনুষ্য যে পশুর সমান, উক্ত কোরাণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ॥১২৮॥

১২৯। ঈশ্বর তিনি, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন এবং মেঘ প্রস্তুত করেন। পরে তিনি উহাদিগকে দগ্ধ অর্থাৎ মৃত নগরের অভিমুখে প্রেরণ করেন। আমি মৃত পৃথিবীকে দগ্ধ হইবার পর উহাদের দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করি। এইরূপেই কবর সকল হইতে পুনরুত্থান হইবে। তিনি নিজ কৃপাগুণে নিত্য অবস্থানের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সে স্থানে পরিশ্রম আমাদিগকে স্পর্শ করে না এবং উহার মধ্যে ক্লান্তি অনুভব করিতে হয় না। মঃ ৫। সিঃ ২২। সূঃ ৩৫। আঃ ১০।৩২॥

সমীক্ষক—বাঃ! ভগবানের কি তত্ত্ববিদ্যা! তিনি বায়ু প্রেরণ করেন এবং মেঘ উত্থাপন ও সঞ্চালন করেন। ভগবান উহাদের দ্বারা মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া বেড়ান! ঈশ্বর সম্বন্ধে এসকল কথা হইতে পারে না। কারণ ভগবানের কার্য্য নিরন্তর একরূপ। যদি গৃহ হয়, তবে তাহা নির্ম্মাণ ভিন্ন হইতে পারে না। যদি নির্ম্মিত হয়, তবে তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যাহার শরীর আছে, সে পরিশ্রম ছাড়াও দুঃখী হইয়া থাকে এবং শরীরধারী কখনও রোগ হইতে রক্ষা পায় না। যে এক স্ত্রী সমাগম করে সেও যখন রোগ হইতে রক্ষা পায় না, তখন যে অনেক স্ত্রী ভোগ করে তাহার কতদূর দুর্দ্দশা হইবে? এইজন্য মুসলমানদের স্বর্গে অবস্থানও সর্ব্বদা সুখদায়ক হইতে পারে না। ॥১২৯॥

১৩০। কোরাণের নামে শপথ করিতেছি যে, তুমি নিশ্চয়ই প্রেরিত দূতদের মধ্যে একজন। তাঁহার প্রতি বিশুদ্ধ সরল পথ দেখান হইয়াছে; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও পরম দয়ালু। মঃ ৫। সিঃ ২৩। সূঃ ৩৬। আঃ ১—৪॥

সমীক্ষক—এখন দেখ, যদি কোরাণ ঈশ্বরকৃত হইত, তবে কোরাণের শপথ করিবে কেন? যদি ধর্ম্মপ্রচারক ঈশ্বরের প্রেরিত হইতেন, তাহা হইলে পালিত পুত্রের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইবেন কেন? কোরাণবিশ্বাসী মুসলমানগণ সৎপথে আছেন, ইহা কেবল কথার কথা। কারণ সদিচ্ছা, সৎ বাক্য, সদানুষ্ঠান, পক্ষপাতহীনতা, ন্যায়ধর্ম্মাচরণ আদি এবং উহার বিপরীতকে ত্যাগ করিবার কথা যাহাতে আছে, তাহাই সৎ পথ। কোরাণ, মুসলমান ও তাহাদের ভগবানের স্বভাবের মধ্যে সেরূপ কিছু নাই। ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদ সাহেব যদি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেন, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান ও সদ্গুণযুক্ত হইলেন না কেন? বন্য রমণী যেরূপ আপনার বদরী ফলকে টক্ বলে না, এ কথাও সেইরূপ। ॥১৩০॥

১৩১। যখন তুরীধ্বনি করা হইবে তৎক্ষণাৎ সকলে কবর সমূহ হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইবে। তাহাদের চরণ তাহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। ভগবান ব্যতিরেকে আদেশ করে এমন কেহ ছিল না। তিনি যখন যে বস্তু উৎপন্ন করিতে মনে করেন, তখন এইমাত্র বলেন যে,—"হইয়া যাও"; সেই মূহুর্ত্তে তাহা হইয়া যায়। মঃ ৫। সিঃ ২৩। সূঃ ৩৬। আঃ ৫১।৬৫।৮২॥

সমীক্ষক—এখন ইহাদের উটপটাং কথা শ্রবণ কর। চরণ কি কখনও সাক্ষ্য দিতে পারে? ভগবান ব্যতিরেকে সেই সময়ে আর কে ছিল যে তাহাকে আদেশ করিলেন? তাঁহার আদেশ কে শ্রবণ করিল? কি বস্তু প্রস্তুত হইল? যদি ছিল না এরূপ হয়, তবে এ কথা মিথ্যা। যদি ছিল এরূপ হয়, তবে ভগবান ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ ছিল না এবং তিনিই সকল পদার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এ কথা মিথ্যা। ॥১৩১॥

১৩২। তাহাদের নিকট বিশুদ্ধ মদিরার পানপাত্র প্রদত্ত হইবে। তাহা শ্বেতবর্ণ ও পানকারীদের পক্ষে অতি উপাদেয়। তাহাদের নিকট অবনতমুখ সুনয়না স্ত্রীগণ উপবিষ্ট থাকিবে। তাহারা আবৃত ডিম্বের মত দেখাইবে। আমরা কি মরিব না। লুত প্রচারকদের মধ্যে অন্যতম। আমি তখন উহাকে এবং উহার দলের সকলকে মুক্তি দিলাম। অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা ছিল। আমি পুনরায় অন্যান্যকে বিনাশ করিলাম। মঃ ৬। সিঃ ২৩। সূঃ ৩৭। আঃ ৪৪।৪৫।৪৭। ৫৬।১৩৩ – ১৩৬॥

সমীক্ষক—মুসলমানেরা মর্ত্তে মদিরাকে অতি নিকৃষ্ট পদার্থ বলিয়া মনে করেন কিন্তু স্বর্গে উহার স্রোত বহিতেছে—ইহার কারণ কি? এস্থানে যে উহারা মদ্যপান ত্যাগ করাইয়াছেন; তাহা উত্তম পরন্তু এস্থানের পরিবর্ত্তে ইহাদের স্বর্গে অতিশয় অমঙ্গল রহিয়াছে। স্ত্রীলোকদের জন্য সেস্থানে কাহারও চিত্ত স্থির থাকে না। তদ্ভিন্ন বিবিধ রোগ হওয়াও সম্ভব! যদি শরীরধারী হয়, তবে নিশ্চয়ই মরিবে এবং যদি শরীরধারী না হয়, তবে ভোগ-বিলাসও করিতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায় তাহাদের স্বর্গে যাওয়া বৃথা। যদি লুতকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে বাইবেলে লেখা আছে—"তাঁহার কন্যাগণ তাঁহার সহিত সঙ্গম করিয়া সন্তান উৎপন্ন করিয়াছিল" এ কথা বিশ্বাস কর কি না? যদি বিশ্বাস কর, তবে এরূপ চরিত্রহীন লোককে প্রচারক মনে করা অনুচিত। এইরূপ লোককে ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে যে ভগবান মুক্তি দেন, তাঁহাকেও সেইরূপ মনে করিতে হইবে। কারণ বৃদ্ধাদের উপাখ্যান কথয়িতা, পক্ষাবলম্বী, বিনাশকারী দস্যু কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না। এরূপ ঈশ্বর মুসলমানদের পক্ষেই সম্ভবে। ॥১৩২॥

১৩৩। তাহাদের জন্য স্বর্গের দ্বার খোলা রহিয়াছে। উহাতে তাহারা নিত্য অবস্থান করিবে মধ্যে উহাদের জন্য উপাধান থাকিবে এবং সুস্বাদু ফল ও পানীয় বস্তু আনীত হইবে। নতমুখী সমবয়স্কা স্ত্রীগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে। তৎক্ষণাৎ স্বর্গীয় দূতগণ তাহাদিগকে নমস্কার করিবে। কিন্তু শয়তান অভিমান করিল এবং আদমকে সম্মান করিল না। সে অবিশ্বাসীদের মধ্যে এক জন। হে শয়তান! আমি নিজ হাতে যাহাকে তৈয়ার করিলাম, তাহাকে পূজা করিতে কে

তোমাকে নিষেধ করিল? তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কি অভিমান করিয়াছ? সে বলিল—আমি তোমার উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ তুমি আমাকে অগ্নি হইতে এবং তাহাকে মাটি হইতে উৎপন্ন করিয়াছ। তিনি বলিলেন—তুমি এই স্বর্গ হইতে দূর হও। বিচার দিবস পর্য্যন্ত তোমার উপর আমার অভিশাপ রহিল। সে বলিল—হে প্রভু! মৃতদের পুনরুত্থান পর্য্যন্ত আমাকে মুক্তি দাও। তিনি বলিলেন—তুমি নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত, মুক্তদের মধ্যে একজন। সে বলিল—আমি তোমার প্রতিষ্ঠা দ্বারা শপথ করিতেছি যে, আমি সত্যসত্যই তাহাদিগকে প্রতারিত করিব। মং ৬। সিঃ ২৩। সূঃ ৩৮। আঃ ৫০—৫২।৭৩—৮২॥

সমীক্ষক—কোরাণে লেখা আছে যে—সেখানে উদ্যান, কুঞ্জ. নদ-নদী ও বাসস্থান আছে। যদি তাহা সত্য হয়; তবে উহা নিত্যকাল হইতে ছিল না এবং চিরকাল থাকিবে না। কারণ, যে পদার্থ সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা সংযোগের পূর্ব্বে ছিল না এবং অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে না। কোরাণোক্ত স্বর্গই যখন থাকিবে না, তখন তাহার অধিবাসীরা কিরূপে থাকিতে পারে? কারণ, লেখা আছে যে, সেই স্থানে "গদী", উপাধান. সুস্বাদু ফল এবং পানীয় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে যে সময়ে মুসলমানদের ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সময়ে আরবদেশ বিশেষ ধনী ছিল না। এইজন্য মহম্মদ সাহেব উপাধান আদির লোভ দেখাইয়া দরিদ্র-দিগকে স্বীয় মতে ব্রতী করিয়াছেন। যে স্থানে স্ত্রীরা আছে. সেখানে নিরন্তর সুখ কোথায়? এই স্ত্রীলোকেরা কোথা হইতে আসিল? উহারা কি নিত্য স্বর্গবাসিনী? যদি তাহারা কোথাও হইতে আসিয়া বা আনীত হইয়া থাকে, তবে অবশ্য যাইবে এবং যদি সেখানকার অধিবাসিনী হয়, তবে শেষ বিচার দিনের পূর্ব্বে তাহারা কি করিত? উহারা কি কর্ম্মহীন অবস্থায় দিন যাপন করিত? ঈশ্বরের প্রভাব দেখ! সকল স্বর্গীয় দূত তাঁহার আদেশে আদমকে নমস্কার করিল কিন্তু শয়তান তাহা গ্রাহ্য করিল না। ভগবান স্বয়ং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন যে—আমি উহাকে নিজ হাতে উৎপন্ন করিয়াছি, তুমি অভিমান করিও না। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে কোরাণের ঈশ্বর হস্ত বিশিষ্ট সাধারণ মনুষ্য ছিলেন। সুতরাং তিনি কখনও সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না। শয়তান সত্যই বলিয়াছিল যে, "আমি আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"; তাহাতে ভগবান রাগ করিলেন কেন? স্বর্গ ভিন্ন পৃথিবী তাঁহার আবাসস্থান নয় কি? তবে প্রথমে মক্কা-মসজিদকে ঈশ্বর-গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল কেন? আচ্ছা, পরমেশ্বর নিজ হইতে অথবা সৃষ্টি হইতে কিরূপে দূর করিতে পারেন? এই সৃষ্টিও পরমেশ্বরকৃত। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, কোরাণোক্ত ঈশ্বর কেবল স্বর্গেরই অধিকারী। ভগবান উহকে অভিশাপ ও ধিক্কার দিয়া কারারুদ্ধ করার পর, শয়তান বলিল—হে ভগবান্! আমাকে বিচার দিন পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দাও। ভগবান তোষামোদের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। শয়তান মুক্তি পাইয়া বলিল—এখন আমি অত্যন্ত প্রতারণা ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করিব। তখন পরমাত্মা বলিলেন—যাহাদিগকে তুমি প্রতারিত ও উত্তেজিত করিবে, তাহাদিগকে সহ তোমাকেও নরকে প্রেরণ করিব! এখন বুদ্ধিমানেরা বিচার করুন যে, ঈশ্বর শয়তানের প্রতারক—না শয়তান ঈশ্বরের প্রতারক? যদি ঈশ্বর প্রতারণা করিয়া থাকেন, তবে তিনি শয়তানের শয়তান। আর শয়তান যদি নিজেই প্রতারিত হইয়া থাকে, তবে অন্য জীবও

স্বয়ং প্রতারিত হইতে পারে; শয়তানের কোনও প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর যখন উক্ত বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন শয়তানকে ছাড়িয়া দিলেন, তখন বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে তিনিও শয়তানের সহকারী। যদি স্বয়ং চুরি করিতে উপদেশ দিয়া পরে তাহার দণ্ড দেন, তবে তাহার অন্যায়ের আর সীমা নাই। ॥১৩৩॥

১৩৪। ভগবান সকল পাপ ক্ষমা করেন এবং তিনি দয়ালু। শেষ বিচারদিনে সমস্ত পৃথিবী তাঁহার মুষ্টির ভিতর থাকিবে এবং তাঁহার দক্ষিণ হাতে আকাশ সংযুক্ত থাকিবে। অধীশ্বরের আলোকে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হইবে। কর্ম্মপত্র রক্ষিত হইবে, প্রচারক ও সাক্ষীদিগকে আনয়ন করা হইবে। মঃ ৬। সিঃ ২৪। সূঃ ৩৯। আঃ ৫৪।৬৭।৬৯॥

সমীক্ষক—ঈশ্বর যদি সমগ্র পাপ ক্ষমা করেন, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, তিনি সমগ্র সংসারকে পাপী করিতেছেন এবং তিনি দয়াহীন। কারণ, একজন দুষ্টের উপর দয়া ও ক্ষমা করিলে, সে অধিক মন্দকার্য্য করিবে ও বহু ধর্ম্মাত্মার দুঃখ দিবে। যদি কিঞ্চিন্মাত্রও পাপের ক্ষমা করা হয়, তবে সমগ্র জগৎ পাপে পূর্ণ হইবে। পরমেশ্বর কি অগ্নির ন্যায় প্রকাশ বিশিষ্ট? কর্ম্মপত্রগুলি কোথায় পুঞ্জীকৃত থাকে? কে তাহা লিখেন? যদি ধর্ম্মপ্রচারক এবং সাক্ষীদের উপর নির্ভর করিয়া ভগবান বিচার করেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপক নহেন। যদি অন্যায় না করিয়া কেবল ন্যায়ই করেন, তবে কর্ম্মানুসারেই করেন। এই কর্ম্ম পূর্ব্বাপর এবং বর্ত্তমান জন্মেরই হইতে পারে। তাহা হইলে আবার ক্ষমা করেন, হৃদয়ে সিল দেন, উপদেশ দেন না, শয়তান দ্বারা প্রতারিত করেন এবং "সেসন সুপর্দ্দ" করেন ইত্যাদি অন্যায় করা হয়। ॥১৩৪॥

১৩৫। সর্ব্বশক্তিমান্ ও বিজ্ঞ পরমেশ্বরে নিকট হইতেই এই পুস্তক আসিয়াছে। তিনি পাপের ক্ষমাকর্ত্তা ও অনুতাপ গ্রহণকারী। মঃ ৬। সিঃ ২৪। সূঃ ৪০। আঃ ১। ২॥

সমীক্ষক—নির্ব্বোধ, অজ্ঞানেরা এই পুস্তকে শ্রদ্ধা স্থাপন করিবে, এইজন্যই এই পুস্তক লেখা হইয়াছে। ইহার প্রায় বিষয়ই মিথ্যা। যাহা কিছু সত্য আছে তাহাও বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য কোরাণ, কোরাণোক্ত ঈশ্বর ও উহাতে বিশ্বাসকারিগণ পাপ বৃদ্ধিকারক এবং পাপের অনুষ্ঠান কর্ত্তা ও প্রবর্ত্তক। কারণ, পাপের ক্ষমা করা নিতান্ত অন্যায়। এই কারণ বশতঃই মুসলমানগণ পাপাদি কর্ম্মে ভীত হয় না। ॥১৩৫॥

১৩৬। আমি দুই দিনে তাহাদিগকে সপ্ত স্বর্গের ব্যবস্থা করিলাম এবং উহাদের মধ্যে তাহাদের কার্য্য তাহাদিগকে দেখাইলাম। যখন উহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদের কর্ণ, চক্ষু, চর্ম্ম তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। তাহারা নিজেদের চর্ম্মকে বলিবে যে, কেন তোমরা তোমাদের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছ? চর্ম্মাদি বলিবে—যিনি সকলকে বাক্‌শক্তি দিয়াছেন, তিনিই আমাদিগকে বাক্‌শক্তি দিয়া বলিতে প্রবৃত্ত করিতেছেন। অবশ্যই তিনি মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করেন। মঃ ৬। সিঃ ২৪। সূঃ ৪১। আঃ ১১।২০।২১।৩৯॥

সমীক্ষক—ধন্য মুসলমানগণ! তোমাদের ঈশ্বর, যাঁহাকে তোমরা সর্ব্বশক্তিমান্ মনে কর, তিনি দুই দিনে সপ্ত-স্বর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারেন! বস্তুতঃ যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি ক্ষণমাত্রেই

সমস্ত নির্মাণ করিতে পারেন। ভগবান কর্ণ ও চর্মকে জড় করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন সুতরাং তাহারা কিরূপে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হইবে? যদি তাহাদের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়, তবে তাহাদিগকে নির্মাণ করিবার পূর্বে জড় করিয়া নির্মাণ করিলেন কেন? ইহা অপেক্ষা আর একটি মিথ্যা কথা এই যে—যখন উহারা জীবের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল, তখন জীবগণ নিজ নিজ চর্মাদিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—কেন তোমরা আমাদের সম্বন্ধে প্রমাণ দিতেছ? চর্ম বলিল—ভগবান বলাইতেছেন আমরা কি করিব? এরূপ কথা কখনও কি সত্য হইতে পারে? কেহ যদি বলে, আমি বন্ধ্যার পুত্রের মুখ দেখিয়াছি। যদি সন্তানবতীই হইবে, তবে সে বন্ধ্যা হইল কিরূপে? কোরাণের কথাও বন্ধ্যার পুত্রমুখ দর্শনের ন্যায়। যদি তিনি মরাকে বাঁচান, তবে তাহাকে মারিবার প্রয়োজন কি? কেহ নিজে মরিতে পারে কি না? যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে মৃত্যুকে দোষ মনে করা হয় কেন? শেষ বিচার দিবসের রাত্রি পর্য্যন্ত মৃত জীব কোথায় কোন্ মুসলমানের গৃহে অবস্থান করিবে? ভগবান বিনা অপরাধে "সেসন সুপর্দ্দ" করিয়া রাখিলেন কেন? তিনি তাড়াতাড়ি ন্যায় বিচার করিলেন না কেন? এবম্বিধ বাক্য দ্বারা ঈশ্বরত্বের খর্ব্বতা হইতেছে। ॥১৩৬॥

১৩৭। স্বর্গ ও পৃথিবীর চাবি তাঁহার নিকট আছে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, ভোজন দ্রব্য দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন উহা হইতে বঞ্চিত করেন। তিনি যাহা কিছু ইচ্ছা করেন, তাহাই উৎপন্ন করেন এবং যাহাকে মনে করেন, পুত্র দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন অথবা উভয়ই প্রদান করেন অর্থাৎ পুত্র-কন্যা দুই-ই দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। কাহারও এরূপ শক্তি নাই যে, ঈশ্বর তাহার সহিত কথা বলিবেন। ভগবান কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে অথবা আবরণের পশ্চাৎ * হইতে কিম্বা প্রচারক পাঠাইয়া তাঁহার আদেশ প্রচার করেন। মঃ ৬। সিঃ ২৫। সূঃ ৪২। আঃ ১০।৪৮ – ৫০॥

সমীক্ষক—বোধ হয় ভগবানের নিকট চাবির ভাণ্ডার আছে। কারণ, তাঁহাকে সকল স্থানের তালা খুলিতে হয় বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহাকে মনে করেন, তাহাকে তাহার পুণ্যকর্ম ব্যতিরেকেও ঐশ্বর্য্য দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করেন—ইহা বালকত্বের কথা। যদি তিনি এরূপ হন, তবে তিনি মহা অন্যায়কারী। কোরাণ রচয়িতার ঈদৃশ চতুরতা যে, উহাতে স্ত্রীলোকেরাও মুগ্ধ হইয়া আবদ্ধ হইতে পারে। তাঁহার ইচ্ছায়ই যদি সকল হয়, তবে

* এই সূত্রের "তফসীর হুসেনী" নামক ভাষ্যে লিখিত আছে যে, মহম্মদ সাহেব দুই পর্দ্দার ভিতর থাকিয়া ভগবানের কথা শুনিয়াছিলেন ছিলেন। এক পর্দ্দা "জরী"যুক্ত ও অপরটি শুভ্র মুক্তাযুক্ত ছিল। উভয় পর্দ্দার মধ্যে সপ্ততি বৎসর যাবৎ গমন যোগ্য পথ ছিল। বুদ্ধিমানেরা এবিষয়ে বিচার করিবেন যে—এই ঈশ্বর কি ঈশ্বর—না পর্দ্দানসীন কোন স্ত্রীলোক? এই সকল লোক ঈশ্বরেরই দুর্দ্দশা করিয়া ফেলিয়াছে। বেদ ও উপনিষদাদি সদ্‌গ্রন্থ সমূহে প্রতিপাদিত শুদ্ধ পরমাত্মা কোথায় এবং কোরাণোক্ত পর্দ্দার অন্তরালে আলাপ কর্ত্তা ঈশ্বর কোথায়? ইহাই সত্য যে, আরব দেশবাসীরা মূর্খ ছিল। উহারা কিরূপে সৎকথা প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবে?

তিনি দ্বিতীয় ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে পারেন কি না? যদি না করিতে পারেন, তবে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার এস্থলে প্রতিবন্ধক হইল। আচ্ছা, মনুষ্যদের মধ্যে ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, পুত্র-কন্যা দান করেন, পরন্তু কুক্কুট, মৎস্য, শূকরাদি যাহাদের বহু পুত্র-কন্যা হয়, তাহাদিগকে কে তাহা দান করেন? অধিকন্তু তিনি স্ত্রী-পুরুষের সমাগম ভিন্ন সন্তানাদি উৎপন্ন করিতে পারেন না কেন? আপন ইচ্ছায় কাহাকেও বন্ধ্যা করিয়া দুঃখ দেন কেন? বাহবা! ঈশ্বর কি তেজস্বী! কেহই তাঁহার সম্মুখে কথা করিতে পারে না। কিন্তু তাহারা পূর্ব্বেই বলিয়াছে যে, স্বর্গীয় দূত ও প্রচারকগণ পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া ভগবানের সহিত কথোপকথন করেন। যদি এরূপ হয়, তবে স্বর্গীয় দূত ও ধর্ম্মপ্রচারক উত্তমরূপে আপনাদে অভিপ্রায় সাধন করিয়া থাকেন!. পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপক পর্দ্দার অন্তরালে কথা বলা ও তাহার আদান-প্রদান করার বিষয় মিথ্যা। যদি এরূপ হয়, তবে তিনি ঈশ্বর নহেন পরন্তু কোন চতুর মনুষ্য। এইরূপ কোরাণ কখনও ঈশ্বরকৃত নহে। ॥১৩৭॥

১৩৮। ঈশা যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত আসিলেন। মঃ ৬। সিঃ ২৫। সূঃ ৪৩। আঃ ৬২ ॥

সমীক্ষক—ঈশা যদি ঈশ্বর প্রেরিত হয়, তবে তিনি তাঁহার উপদেশ বিরুদ্ধ কোরাণ সৃষ্টি করিলেন কেন? তদ্ভিন্ন বাইবেল কোরাণের বিরুদ্ধ। এইজন্য এই সকল পুস্তক পরমাত্মকৃত হইতে পারে না। ॥১৩৮॥

১৩৯। উহাকে গ্রেপ্তার করিয়া নরকের মধ্যে ঘর্ষণ কর। এইরূপে অবস্থান করিবে; উহাদিগকে সু-নয়না ও গৌরবর্ণা স্ত্রীলোকদের সহিত বিবাহ দিব। মঃ ৬। সিঃ ২৫। সূ ৪৪। আঃ ৪৭। ৫৮॥

সমীক্ষক—বাহবা! ঈশ্বর ন্যায়কারী হইয়া কি প্রাণীদিগকে ধৃত করেন ও ঘর্ষণ করেন? মুসলমানদের ভগবানই যখন এইরূপ, তখন তাঁহার ভক্তগণ যে অনাথ, সহায়হীন দুর্ব্বলদিগকে নানা বিষয়ে নির্য্যাতন করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি সংসারী মনুষ্যের ন্যায় বিবাহও দিয়া থাকেন। তাহাতে এরূপ জানিতে হইবে যে, তিনি মুসলমানদের পুরোহিত। ॥১৩৯॥

১৪০। যখন তোমরা কাফেরদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তখনই যে পর্য্যন্ত তাহাদের প্রাণবায়ু বহির্গত না হইবে ততক্ষণ তাহাদের গলদেশে আঘাত করিবে। কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবে তোমাদের নগরী অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী অনেক নগরী আছে। সেই সকল নগরবাসিগণ তোমাদিগকে দূর করিয়া দিয়াছিল এবং আমি উহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি। কেহই তাহাদের সহায়তা করে নাই। জিতেন্দ্রিয়দিগের জন্য যে স্বর্গ প্রতিশ্রুত হইয়াছে তাহার স্বরূপ এইরূপ—উহার মধ্যে বিকৃত জল শূন্য নদী, অপরিবর্ত্তনীয় মধুরতা বিশিষ্ট দুগ্ধ নদী, পানকর্ত্তাদিগের আনন্দদায়ক মদিরার ও বিশুদ্ধ মধুর নদী প্রবাহিত হইতেছে। স্বর্গে স্বর্গবাসীদের জন্য ভগবান নানাপ্রকার সুস্বাদু ফল দান করিয়াছেন। মঃ ৬। সিঃ ২৬। সূঃ ৪৭। আঃ ৪।১৩।১৭॥

সমীক্ষক—এইজন্য কোরাণ ও মুসলমানদের ঈশ্বর উত্তেজনাকারী, সকলের দুঃখদায়ক, স্বার্থপর ও দয়াহীন। এখানে যেরূপ লেখা হইয়াছে, সেইরূপ যদি অন্য কোন মতাবলম্বী মুসলমানদের

প্রভৃতি লিখে, তাহা হইলে মুসলমানেরা অন্যকে যেরূপ দুঃখ দেয়, তাহাদেরও তদ্রূপ হয় কি না? মহম্মদ সাহেবকে যাহারা দূরীকৃত করিয়াছে, ঈশ্বর যদি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন, তবে তিনি অতিশয় পক্ষপাতী। বেশ, যে স্থানে বিশুদ্ধ জল, দুধ, মদ, ও মধুর নদী আছে, তাহা সংসার হইতে কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ? দুধের কি কখনও নদী হইতে পারে? কারণ উহা অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়? এইজন্য বুদ্ধিমানেরা কোরাণ বিশ্বাস করেন না। ॥১৪০॥

১৪১। যখন কম্পিত কন্যায় পৃথিবী বিচলিত হইবে। উড্ডীন করাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও খণ্ড খণ্ড হইয়া পর্ব্বত সকল উড়িতে থাকিবে। দক্ষিণ দিকের সাধুগণ কিরূপ সুখী হইবে। বাম দিকের লোকেরা কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইবে। স্বুবর্ণের তার নির্ম্মিত পালঙ্কের উপর দক্ষিণ দিকের সাধুগণ থাকিবে। তাহাদের সম্মুখে ঠিক মুখামুখী ভাবে উপাধান থাকিবে। সর্ব্বদা স্থায়ী যুবকগণ শুদ্ধ মদিরাপূর্ণ "গ্লাস" ঘটি ও "পেয়ালা" লইয়া তাহাদের নিকট বিচরণ করিবে। উহাতে তাহাদের মস্তক বিক্ষিপ্ত হইবে না এবং উহারা বিরুদ্ধ কথা বলিবে না। সুস্বাদু ফল, পশু-পক্ষীর মাংস যেরূপ ইচ্ছা করিবে পাইবে। আবৃত মুক্তার ন্যায় সু-নয়না স্ত্রী সকল ও বিস্তৃত বিছানা তাহাদের জন্য আছে বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে আমি উৎপন্ন করিয়াছি। আমি উহাদিগকে কুমারী করিয়া রাখিয়াছি। উহারা সমবয়স্কা ও আনন্দ বর্দ্ধনকারিণী। উহা দ্বারা তাহারা উদর পূরণ করিবে। পতনশীল তারাদির নামে আমি শপথ করিতেছি। মঃ ৭। সিঃ ২৭। সূঃ ৫৬। আঃ ৪—৯। ১৫—২৪। ৩৩—৩৬।৫৩।৭৪॥

সমীক্ষক—এখন কেরাণ রচয়িতার লীলা দেখ! পৃথিবী তো বিচলিত আছেই এবং সেই সময়েও থাকিবে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, কোরাণ রচয়িতা পৃথিবীকে স্থির মনে করিতেন। পর্ব্বতগুলিকে কি পাখীর ন্যায় উড়াইয়া দেওয়া হইবে? যদি তাহারা চূর্ণও হইয়া যায় তথাপি সূক্ষ্ম শরীরধারী থাকিবে। এরূপ স্থলে উহাদের অপর জন্ম হইল না কেন? বাহবা! ভগবান যদি শরীরধারী না হইবেন, তবে তাঁহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান হওয়া কিরূপে সম্ভব? সে স্থলে যদি সুবর্ণের তারে নির্ম্মিত পালঙ্ক থাকে, তবে সেখানে নিশ্চয়ই সূত্রধর এবং স্বর্ণকারও আছে। ছাড়পোকাও আছে এবং তাহারা দংশনও করে। উহারা কি উপাধান অবলম্বন করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া স্বর্গে বসিয়া থাকে—না কোন কর্ম্ম করে? যদি কেবল বসিয়া বসিয়া সময় কাটায় এরূপ হয়, তবে তাহারা অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হইয়া শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যদি কর্ম্ম করে এরূপ হয়, তবে স্বর্গে ও মর্ত্তে প্রভেদ কি? যদি সে স্থানে সর্ব্বদা যুবকগণ অবস্থান করে, তবে উহাদের মাতা, পিতা, শ্বশুর, শাশুরী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনও নিশ্চয় অবস্থান করেন? তবেই দেখা যায় উহা একটি প্রকাণ্ড নগর স্বরূপ। তাহা হইলে মল-মূত্রাদির আধিক্য বশতঃ নানাপ্রকার পীড়ার সম্ভাবনা। কারণ যদি সুস্বাদু ফল, জল, মদ্য পান ভোজন করিয়াও তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত না হয় ও প্রলাপবাক্য না বলে এবং প্রচুর সুস্বাদু ফল, পশু-পক্ষীর মাংস প্রভৃতি ভোজন করে, তবে সে স্থানে অনেক প্রকার দুঃখ ও অনেক প্রকার পশু-পক্ষীর মাংস বিক্রেতা "কসাই"দের দোকান আছে মনে করিতে হইবে। চমৎকার! উহাদের স্বর্গের প্রশংসা আর কত করা যাইবে! উহা আরব দেশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে! মদ্য ও মাংস পান ভোজন করিয়া উন্মত্ত

হইয়া থাকে বলিয়া সে স্থানে উত্তম উত্তম স্ত্রী ও যুবকগণের থাকা আবশ্যক। নতুবা মাদক সেবীদের উন্মত্তাবস্থায় কে তাহাদিগকে শান্ত করিবে? বহু স্ত্রী-পুরুষের উপবেশন ও শয়ন করিবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ শয্যা আবশ্যক। পরমাত্মা যদি কুমারীদিগকে স্বর্গে উৎপন্ন করেন, তাহা হইলে কুমার যুবক-দিগকেও স্বর্গে উৎপন্ন করিয়াছেন? আচ্ছা, উক্ত কুমারীগণের প্রার্থী হইয়া যে সকল লোক স্বর্গে যায়, তাহাদের সহিত বিবাহের কথা ভগবান লিখিয়াছেন। কিন্তু নিত্যস্থায়ী যুবকদের সহিত কোন্ কোন্ কুমারীর বিবাহ হইবে তাহা কিছু লিখেন নাই। উহাদিগকেও কি কুমারীদের ন্যায় প্রার্থনাকারী ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইবে? ইহার কোনরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই। ভগবান এই মহা ভ্রম কেন করিলেন? যদি সমবয়স্কা ও আনন্দদায়িনী স্ত্রীরা পতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে অবস্থান করে, তাহা হইলে তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের বয়স দ্বিগুণ অথবা সার্দ্ধ দ্বিগুণ হওয়া আবশ্যক। মুসলমানদের স্বর্গের কথা এইরূপ। নরকবাসিগণ কণ্টক বৃক্ষের ফল খাইয়া উদর পুরণ করিবে। তাহাতে মনে হয় নরকে কণ্টক বৃক্ষও আছে এবং মাঝে মাঝে কণ্টক বিদ্ধও হয়। উষ্ণ জল পান ইত্যাদি নরকে অনুভব হইবে। শপথ করা প্রায়ই মিথ্যাবাদীর কার্য্য, সত্য-বাদীর নহে। যদি ঈশ্বর শপথ করেন, তবে মিথ্যা হইতে পৃথক হইতে পারেন না। ॥১৪১॥

১৪২। সৎ পথে থাকিয়া যে সকল লোক যুদ্ধ করে, ভগবান তাহাদের প্রতি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হন। মঃ ৭। সিঃ ২৮। সূঃ ৫৯। আঃ ৪॥

সমীক্ষক—বাহবা! বস্তুতঃ এইরূপ উপদেশ দ্বারাই হতভাগ্য আরবদেশবাসীদিগকে সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া দুঃখ দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া যুদ্ধের উত্তেজনা ও তাহার বিস্তৃতি সাধন করা হইয়াছে। কোন বুদ্ধিমান এইরূপ ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। জাতির মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি করে, সেই সকলের দুঃখ-দাতা। ॥১৪২॥

১৪৩। হে ধর্ম্মপ্রচারক! ভগবান তোমার জন্য যাহা বিধিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা তুমি আপন স্ত্রীদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য কেন তাহার অপব্যবহার করিতেছ? ঈশ্বর ক্ষমাকর্ত্তা ও দয়ালু। তাঁহার অধীশ্বর শীঘ্রকারী প্রচারক যদি তোমাদিগকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে, ঈশ্বর তোমাদের পরিবর্ত্তে, তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মুসলমান ধর্ম্ম বিশ্বাসিনী, সেবাকারিণী, অনুতাপ-কারিণী, ভক্তিশালিনী, ব্রতানুরাগিণী, বিবাহিতা অথবা অবিবাহিতা কুমারী স্ত্রী তাঁহাকে দিবেন। মঃ ৭। সিঃ ২৮। সূঃ ৬৬। আঃ ১। ৫॥

সমীক্ষক—একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ভগবান যেন মহম্মদ সাহেবের গৃহে বাহ্য ও অভ্যন্তর বিষয়ে বন্দোবস্তকারী ভৃত্য। প্রথম সূত্র সম্বন্ধে দুইটি অখ্যায়িকা আছে। প্রথমটি এই—মহম্মদ সাহেব মধু মিশ্রিত পানীয় ভালবাসিতেন। তাঁহার কয়েকটী স্ত্রী ছিল। একজনের গৃহে পান করিতে বিলম্ব হওয়াতে অন্যান্যদের তাহা অসহ্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পরে তাহাদের কথা শুনিয়া তিনি আর পান করিবেন না বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়—তাঁহার স্ত্রীগণের মধ্যে সে দিন এক স্ত্রীর বার (পালা) ছিল। তিনি যখন রাত্রিতে তাহার নিকট গমন করিলেন, তখন সে সেখানে উপস্থিত ছিল না তাহার পিত্রালয়ে গিয়াছিল। তখন তিনি এক দাসীকে ডাকিয়া

পবিত্র করিলেন। স্ত্রী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় অসন্তুষ্টা হইল। তখন মহম্মদ সাহেব আর এরূপ কার্য্য করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন যে, তুমি এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। স্ত্রীও স্বীকার করিল যে, আর কাহাকেও বলিবে না। কিন্তু পরে সে অন্য স্ত্রীদের নিকট বলিয়া দিয়াছিল। এই বিষয় সম্বন্ধে ভগবান প্রচারককে বলিতেছেন যে,—আমি তোমার জন্য যাহা বিধিযুক্ত করিলাম, তুমি অপব্যবহার করিতেছ কেন? বুদ্ধিমানেরা বিচার করুন যে, ভগবান কি কখন কাহারও গৃহব্যবস্থাকারী হইতে পারে? এই সকল বিষয় হইতে মহম্মদ সাহেবের চরিত্র প্রকাশ হইল। কারণ যিনি বহু স্ত্রী রাখেন, তিনি ঈশ্বরের ভক্ত বা ধর্ম্মপ্রচারক কিরূপে হইতে পারেন? যিনি পক্ষপাতত্ব দ্বারা এক স্ত্রীকে অপমান ও অপরকে সম্মান করেন, তিনি পক্ষপাতিত্ব হেতু পাপী। যিনি বহু স্ত্রীতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া দাসীর প্রতি আসক্ত হন, তাহার লজ্জা-ভয় কোথায়? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন:—

কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা॥

যে কামুক, তাহার লজ্জা, ভয় ও ধর্ম্মজ্ঞান থাকে না। মুসলমানদের ঈশ্বর মহম্মদ সাহেবের পারিবারিক কলহের মীমাংসা করায় জানিতে হইবে তিনি প্রধান বিচারক হইয়া বসিয়াছেন। এখন বুদ্ধিমানেরা বিচার করুন যে, উক্ত কোরাণ ঈশ্বরকৃত না কোন মুর্খের দ্বারা রচিত। দ্বিতীয় সূত্র হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মহম্মদ সাহেবের কোন স্ত্রী তাঁহার উপর অপ্রসন্না ছিল এবং ঈশ্বর এই সূত্র অবতারণ করিয়া উহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি তুমি গোলযোগ কর, তবে মহম্মদ সাহেব তোমাকে ত্যাগ করিবেন এবং আমি তাঁহাকে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টা কুমারী স্ত্রী প্রদান করিবেন। যাহার সামান্য মাত্র জ্ঞান আছে, সেও একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, উহা ঈশ্বরের কার্য্য হইতে পারে না—ইহা স্বার্থপরের স্বার্থসিদ্ধির পথ মাত্র। এইরূপ বাক্য হইতে বস্তুত মনে হয় যে, ঈশ্বর কিছুই বলিতেন না, কেবল মহম্মদ সাহেব দেশকাল বিবেচনা করিয়া নিজের প্রয়োজন সাধনের জন্য ভগবানের নামে এইরূপ কথা বলিতেন। যে সকল লোক উক্ত কথাগুলি ভগবানের উপর আরোপিত করে, আমরা কেন; অন্যেও তাহাদিগকে বলিবে—"তোমরা কি ভগবানকে মহম্মদ সাহেবের স্ত্রী সংগ্রহকারী বলিয়া মনে কর?" ॥১৪৩॥

১৪৪। হে ধর্ম্মপ্রচারক? কাফের ও গুপ্ত শত্রুদের সহিত বিরোধ দ্বারা তাহাদের উপর উপদ্রব কর। মঃ ৭। সিঃ ২৮। সূঃ ৬৬। আঃ ৯॥

সমীক্ষক—মুসলমানদের ঈশ্বরের লীলা দেখ! তিনি ভিন্ন-মতাবলম্বীদের সহিত যুদ্ধ করিতে ধর্ম্মপ্রচারককে ও মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। এইজন্যই মুসলমানেরা উপদ্রব করিতে প্রবৃত্ত থাকে। যদি পরমেশ্বর মুসলমানদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া, যাহাতে তাহারা উপদ্রব আদি ত্যাগ করিয়া সকলের সহিত মিত্র ব্যবহার করেন, এরূপ পরামর্শ দেন তাহা হইলে খুব ভাল হয়। ॥১৪৪॥

১৪৫। উক্ত দিবসে আকাশ বিদীর্ণ ও শিথিল হইয়া যাইবে। উহার পার্শ্বে স্বর্গীয় দূতেরা থাকিবে এবং সেই দিন আট জন দূত ভগবানের সিংহাসন উপরে উত্তোলন করিবে। সেই দিন

তোমরা সম্মুখে আনিত হইবে, তখন কোনও গোপনীয় বিষয় গোপন থাকিবে না। যাহাকে দক্ষিণ হস্তে কর্ম্মপত্র দেওয়া হইবে। সে বলিবে—"আমার কর্ম্মপত্র পাঠ কর"! যাহাকে বাম হস্তে কর্ম্মপত্র প্রদত্ত হইবে, সে তৎক্ষণাৎ বলিবে যে—"হায়! যদি আমাকে এই কর্ম্মপত্র দেওয়া না হইত, তবে ভাল হইত"। মঃ ৭। সিঃ ২৯। সূঃ ৬৯। আঃ ১৮—১৯।২৫॥

সমীক্ষক—বাঃ বাঃ! কি তত্ত্ববিদ্যা ও দর্শনের কথা! আকাশ কি কখনও ছিন্ন হইতে পারে? উহা কি বস্ত্রের ন্যায়, যে ছিন্ন হইবে? যদি উপরিস্থিত আকাশকে স্বর্গ বলা যায়, তাহা হইলেও এই কথা বিদ্যাবিরুদ্ধ। কোরাণের ঈশ্বর শরীরধারী হওয়া সম্বন্ধে এখন আর সন্দেহ রহিল না। কারণ সিংহাসনে উপবেশন করা এবং আট জন বেহারা দ্বারা উহা উপরে উত্তোলন করা; মূর্ত্তিমান ব্যতীত আর অন্য কিছুই হইতে পারে না। গমনাগমন মূর্ত্তিমানের কার্য্য। যদি তিনি শরীরধারী জীব ও একদেশী হইলেন। তবে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না। জীবগণের কর্ম্মাকর্ম্মও জানিতে পারেন না। ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পুণ্যাত্মাদিগকে দক্ষিণ হস্তে পত্র দেওয়া, রক্ষা করা, স্বর্গে প্রেরণ করা এবং পাপাত্মাদিগকে বাম হস্তে পত্র দেওয়া, নরকে প্রেরণ করা ও কর্ম্মপত্র পাঠ করিয়া বিচার করা ইত্যাদি হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবহার সর্ব্বজ্ঞের হইতে পারে কি? কখনই নয়। এ সকল লীলা-খেলা বালকত্বের প্রমাণ-স্বরূপ। ॥১৪৫॥

১৪৬। সেই দিবস, (যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর) স্বর্গীয় দূতেরা ও আত্মা (গ্যাব্রিয়েল) ভগবানের সহিত যেখানে দেখা হইবে, সেখানে দণ্ডবিধান হইবে। সেই সময়ে কবর সকল হইতে জীবাত্মাগণ দৌড়াইয়া যেন কোন মূর্ত্তির নিকট যাইতেছে এরূপ মনে হইবে। মঃ ৭। সিঃ ২৯। সূঃ ৭০। আঃ ৪। ৪৩॥

সমীক্ষক—যদি দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর হয়, তবে রাত্রির পরিমাণও সেইরূপ হওয়া উচিত? যদি সেইরূপ দীর্ঘ রাত্রি না হয়, তবে এইরূপ দীর্ঘ দিন হওয়াও সম্ভব নহে। পঞ্চাশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ঈশ্বর স্বর্গীয় দূতেরা ও কর্ম্মপত্রধারী সকলে দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট কিম্বা জাগ্রত থাকেন, এরূপ হয়, তবে সকলে রোগগ্রস্ত হইয়া পুনরায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। কবর হইতে বাহির হইয়া সকলে কি ভগবানের আদালতের দিকে ধাবিত হইবে? কবর মধ্যে উহাদের নিকট কিরূপে আদেশপত্র বা "সমন" উপস্থিত হইবে? যে সকল হতভাগ্য পুণ্যাত্মা অথবা পাপাত্মা আছে, ঈশ্বর এতদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে "সেসন্ সুপর্দ্দ" করিয়া কারারুদ্ধ রাখিলেন কেন? বর্ত্তমানে ভগবানের আদালত বন্ধ আছে এবং ঈশ্বরও স্বর্গীয় দূতগণ নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছেন বলিয়া মনে হয়। অথবা তাঁহারা কোন্ কার্য্য করিতেছেন, এইরূপ হইবে? বোধ হয়, তাঁহারা আপন আপন স্থানে উপস্থিত থাকিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ, নিদ্রানুভব, নৃত্য ও তামসিক ক্রীড়াদি দর্শন করিতেছেন ও সচ্ছন্দ বিশ্রাম করিতেছেন। এরূপ অন্যায় কোন রাজ্যে থাকিতে পারে না। বন্য অশিক্ষিত লোক ব্যতীত এরূপ কথা কে বিশ্বাস করিবে? ॥১৪৬॥

১৪৭। তিনি নানাপ্রকারে তোমাদিগকে উৎপন্ন করিয়াছেন। তোমরা কি দেখ নাই—যে

ভগবান উপর্য্যুপরি সপ্তস্বর্গ উৎপন্ন করিয়াছেন? তিনি চন্দ্রকে আলোক ও সূর্য্যকে দীপরূপে উৎপন্ন করিয়াছেন।" মঃ ৭। সিঃ ২৯। সূঃ ৭১। আঃ ১৩—১৫॥

সমীক্ষক—ভগবান যদি জীবদিগকে উৎপন্ন করিয়া থাকেন, তবে তাহারা নিত্য ও অমর হয় না কেন? স্বর্গে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবগণ নিত্য ও অমর হয় কিরূপে? যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা অবশ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। আকাশকে কিরূপে উপর্য্যুপরি নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইলেন? কারণ উহা নিরাকার ও বিভু পদার্থ। যদি অন্য কোন বস্তু বা পদার্থের নাম আকাশ হইয়া থাকে, তবু তাহার নাম আকাশ রাখা অন্যায়। যদি উপর্য্যুপরি আকাশ সকল নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্য কখনও থাকিতে পারে না। যদি মধ্যে রাখা হয়, তাহা হইলেও উপরের একটী ও নীচের একটী পদার্থ মাত্রই প্রকাশিত হয়, আর সমস্তই অদৃশ্য থাকে। সুতরাং এ কথা মিথ্যা। ॥১৪৭॥

১৪৮। এই সকল মন্দির বা মসজিদ্ ভগবানের জন্য। অতএব ঈশ্বরের সহিত অন্য কাহাকেও আহ্বান করিও না। মঃ ৭। সিঃ ২৯। সূঃ ৭২। আঃ ১৮ ॥

সমীক্ষক—যদি এ কথা সত্য হয়, তবে মুসলমানেরা "লাই লাহা ইলিল্লাঃ মহম্মদরসুলল্লাঃ" এই বচনে মহম্মদ সাহেবকে ঈশ্বরের সহিত উচ্চারণ করেন কেন? এ কার্য্য কোরাণের বিরুদ্ধ এবং যদি কোরাণের বিরুদ্ধ না হয়, তবে তাহারা কোরাণের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। যদি মসজিদ্ সকল ঈশ্বরের আবাস স্থান হয়, তবে মুসলমানেরা মহা মূর্ত্তিপূজক। কারণ যেরূপ পৌরাণিক ও জৈনগণ ক্ষুদ্র মূর্ত্তিকে ভগবানের গৃহ মনে করাতে তাহাদিগকে মূর্ত্তিপূজক নির্দ্ধারিত করা হয়, ইহারাও সেইরূপ নয় কেন? ॥১৪৮॥

১৪৯। চন্দ্র ও সূর্য্যকে একত্র করা হইবে। মঃ ৭। সিঃ ২৯। সূঃ ৭৫। আঃ ৯ ॥

সমীক্ষক—আচ্ছা, চন্দ্র সূর্য্য কি কখনও একত্র হইতে পারে? ইহা নির্বুদ্ধির কথা। চন্দ্র ও সূর্য্যকে একত্র করিবার প্রয়োজন কি? অন্য সমস্ত লোককে একত্র না করারই বা কারণ কি? এই সকল অসম্ভব কথা কখনও কি ঈশ্বরকৃত হইতে পারে? মূর্খ ভিন্ন কাহারও এরূপ বাক্য হইতে পারে না। ॥১৪৯॥

১৫০। তাহাদের নিকট নিত্যস্থায়ী যুবকগণ বিরাজ করিবে। তোমরা যখন তাহাদিগকে দেখিবে, তখন বোধ হইবে যেন মুক্তা ছড়ান রহিয়াছে। তাহারা রৌপ্যময় কঙ্কণে ভূষিত হইবে। ভগবান তাহাদিগকে পবিত্র মদিরা পান করাইবে। মঃ ৭। সিঃ ২৯। সূঃ ৭৬। আঃ ১৯।২১॥

সমীক্ষক—মুক্তাবর্ণ বিশিষ্ট যুবকগণ কি জন্য সেখানে থাকিবে? যুবকগণ ও স্ত্রীগণ কি উহাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারে না? কি আশ্চর্য্য! অসৎ চরিত্রের লোকেরা যে বালকগণের সহিত ভীষণ দুষ্কার্য্য করিয়া থাকে, এই কোরাণের বচনই তাহার মূল কারণ। স্বর্গে স্বামী ও সেবক ভাব হইলে, তাহাতে স্বামীর আনন্দ ও সেবকের দুঃখ হইল না কি? ভগবান যখন মদিরা পান করাইবেন, তখন তিনিও সেবকবৎ। ইহাতে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কোথায় রহিল? উক্ত স্বর্গে স্ত্রী-পুরুষের সমাগম, গর্ভ ও তাহারা সন্তানযুক্তা হয় কি না? যদি না হয়, তবে উহাদের বিষয়ভোগ বৃথা

আর যদি হয়, তবে তাহারা কোথা হইতে আসিল? ভগবানের পরিচর্য্যা ছাড়া স্বর্গে জীব উৎপন্ন হয় কেন? যদি জন্ম হয়, তবে ধর্ম্মে বিশ্বাস না রাখিয়া এবং ঈশ্বরের উপর ভক্তি না করিয়াই অনায়াসে স্বর্গলাভ করিল। কোন হতভাগ্য ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখিয়া এবং কেহ না রাখিয়াও স্বর্গলাভ করে। ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কি হইতে পারে? ॥১৫০॥

১৫১। কর্ম্মানুসারে পুরস্কার দেওয়া হইবে। পানপাত্র পূর্ণ আছে। যে দিন স্বর্গীয় দূতগণ এবং আত্মা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইবে। মঃ ৭। সিঃ ৩০। সূঃ ৭৮। আঃ ২৬।৩৪।৩৮॥

সমীক্ষক—যদি কর্ম্মানুসারে ফল দেওয়া হয়, তবে নিত্য স্বর্গবাসী সমস্ত দূতদের এবং মুক্তা সদৃশ বালকদের কোন্ কর্ম্মানুসারে চিরকালের জন্য স্বর্গলাভ হইয়াছে? 'যদি পাত্রপূর্ণ মদিরা পান করে, তবে নিশ্চয়ই মদিরার মত্ততা বশতঃ বিরোধ আদি করে। উক্ত স্থলে "আত্মা" নামে এক দূত আছে। সে সকলের শ্রেষ্ঠ। আত্মা ও অন্যান্য দূতদিগকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান করিয়া পরমেশ্বর কি সেনা রচনা করিবেন? এই সকল সৈন্য দ্বারা ভগবান কি জীবদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন? সেই সময় ভগবান দাঁড়াইয়া থাকিবেন,—না বসিয়া থাকিবেন? যদি শেষ বিচার দিন যাবত ঈশ্বর আপন সৈন্য একত্রিত করিয়া শয়তানকে ধরেন, তবে তাঁহার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়া যায়। ইহার নামই কি ঈশ্বরত্ব? ॥১৫১॥

১৫২। তখন সূর্য্যকে জড়ান হইবে। তারা সকল তখন মলিন হইবে। পর্ব্বত সকল তখন বিচলিত হইবে। আকাশের চর্ম্ম অপসৃত হইবে। মঃ ৭। সিঃ ৩০। সূঃ ৮১। আঃ ১।২।৩।১১॥

সমীক্ষক—ইহা অতিশয় অজ্ঞানের কথা যে, বর্ত্তুলাকার সূর্য্যলোক "জড়ান" যাইবে। তারা সকল কিরূপে মলিন হইতে পারিবে? পর্ব্বত জড় পদার্থ; উহাদের বিচলিত হওয়া কিরূপে সম্ভব? আকাশকে কি পশু মনে করা হইয়াছে, যে উহার চর্ম্ম অপসৃত হইবে? ইহা অতিশয় নির্ব্বোধের ও বন্যভাবাপন্ন লোকের কথা। ॥১৫২॥

১৫৩। তখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে। তখন তারা সকল বিকীর্ণ হইবে। তখন সমুদ্র বিদীর্ণ হইবে। তখন কবর সকলকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া উত্থাপিত করা হইবে। মঃ ৭ সিঃ ৩০। সূঃ ৮২। আঃ ১—৪॥

সমীক্ষক—বাঃ বাঃ! হে কোরাণ রচয়িতা! তুমি কিরূপ তত্ত্ববিদ্যাবিদ্? আকাশকে কিরূপে বিদীর্ণ করিতে সক্ষম হইবে? তারা সকলকে কিরূপে বিকীর্ণ করিবে? সমুদ্র কি কাষ্ঠ, যে উহাকে বিদীর্ণ করা যাইবে। কবর কি শবের ন্যায় যে উহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবে? এ সকল নির্ব্বোধ বালকের তুল্য। ॥১৫৩॥

১৫৪। দুর্গ ও প্রাসাদ-বিশিষ্ট আকাশের নামে শপথ।—কিন্তু লৌহপেটিকায় সুরক্ষিত কোরাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মঃ ৭। সিঃ ৩০। সূঃ ৮৫। আঃ ১।২১।২২॥

সমীক্ষক—এই কোরাণ রচয়িতা ভূগোল অথবা খগোল বিদ্যা কিছুই পাঠ করেন নাই। নতুবা আকাশকে দুর্গের প্রাসাদ মনে করিবেন কেন? যদি মেষাদি দ্বাদশ রাশিকে দুর্গ প্রাসাদ বলা

হয়, তবে নক্ষত্রাদি কি হইবে? এইজন্য উহা প্রাসাদ নহে, পরন্তু উহা সমস্ত তারালোক। এই কোরাণ কি ঈশ্বরের নিকট আছে? যদি উক্ত কোরাণ ভগবানের রচিত হয়, তাহা হইলেও উহা জ্ঞান বিরুদ্ধ অবিদ্যাপূর্ণ। ॥১৫৪॥

১৫৫। নিশ্চয়ই শয়তান প্রতারণা করে; কারণ সে একজন প্রতারক। আমিও একজন প্রতারক, কারণ আমিও প্রতারণা করি। মঃ ৭। সিঃ ৩০। সূঃ ৮৬। আঃ ১৫। ১৬॥

সমীক্ষক—খলকে প্রতারক বলে। পরমাত্মা কি খল? চুরির প্রতিবিধান কি চুরি? মিথ্যার প্রতিশোধ কি মিথ্যা? চোর কোন ভদ্রলোকের ঘরে চুরি করিলে, তবে কি ভদ্রলোকও তাহার ঘরে চুরি করিবে? বাঃ বাঃ! ধন্য কোরাণ রচয়িতা! ॥১৫৫॥

১৫৬। তখন তোমাদের অধীশ্বর স্বর্গীয় দূতগণসহ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আগমন করিবেন এবং সেই দিন নরককে লইয়া যাইবেন। মঃ ৭। সিঃ ৩০। সূঃ ৮৯। আঃ২২॥

সমীক্ষক—এখন তোমরা বিচার করিয়া বল; কোন পুলিশাধ্যক্ষ অথবা সেনাধ্যক্ষ আপন সৈন্যসহ যেরূপ সজ্জিত হইয়া বিচরণ করে, ইহাদের ঈশ্বরও সেরূপ কি না? নরক কি একটী কলসীর ন্যায় যে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিতে পারিবে? যদি নরক এইরূপ ক্ষুদ্রবস্তু হয়, তবে এই অসংখ্য কারারুদ্ধ পাপীরা কিরূপে স্থান পাইবে? ॥১৫৬॥

১৫৭। ঈশ্বরের প্রচারক উহাদিগের প্রতি বলিয়াছিলেন—এই উষ্ট্রী ঈশ্বরের; উহাকে জল পান করাইবে। কিন্তু উহারা তাঁহার আদেশ পালন না করিয়া উষ্ট্রীর পা কাটিয়া ফেলিল। সেই জন্য উহাদের ভগবান উহাদের প্রতি মহামারী প্রেরণ করিলেন। মঃ ৭। সিঃ ৩০। সূঃ ৯১। আঃ ১৩। ১৪॥

সমীক্ষক—ভগবান কি উষ্ট্রীর উপর চড়িয়া ভ্রমণ করিতেন? যদি তাহা না হয়, তবে উষ্ট্রী রাখিয়াছিলেন কেন? বিচার দিন ভিন্ন আপন নিয়ম ভঙ্গ করিয়া উহাদের প্রতি মহামারী প্রেরণ করিলেন কেন? যদি প্রেরণ করিয়া থাকেন, তবে তাহা নিশ্চয়ই তাহাদের দণ্ডস্বরূপ। পুনরায় বিচার হওয়া বা করা অনুচিত। এই উষ্ট্রীর কথায় মনে হয় আরব দেশে উষ্ট্রী ভিন্ন আর অন্য কোন বাহন ছিল না। ইত্যাদি কারণে মনে হয়, কোরাণ কোন আরব দেশবাসীর রচিত। ॥১৫৭॥

১৫৮। যদি নিবৃত্ত না হয়, তবে নিশ্চয়ই আমরা তাহার মস্তক আকর্ষণ করতঃ ঘর্ষণ করিব। উহাদের মস্তক মিথ্যারত ও অপরাধী। আমরা নরকের অধিকারী স্বর্গীয় দূতদিগকে ডাকিব। মঃ ৭। সিঃ ৩০। সূঃ ৯৬। আঃ ১৫।১৬।১৮॥

সমীক্ষক—এই নীচ "চাপড়াসীর" কার্য্য অর্থাৎ আকর্ষণ, ঘর্ষণ আদি হইতেও অব্যাহতি পান নাই! আচ্ছা, জীব ভিন্ন শুধু মস্তক কিরূপে মিথ্যারত ও অপরাধী হয়। যেরূপ কারাগার রক্ষককে ডাকিয়া পাঠান হয়, তদ্রূপ ভগবানও করেন, এরূপ কি কখনও ভগবানের কার্য্য হইতে পারে? ॥১৫৮॥

১৫৯। আমি নিশ্চয় নির্দ্ধারিত দিনের রাত্রিতে কোরাণের সৃষ্টি করিয়াছি। কারণ

(রমজান ব্রতের একটী দিন) কিরূপ, তাহা তোমরা কিরূপে বুঝিবে? নিজেদের অধীশ্বরের সকল বিষয় সম্বন্ধে আদেশ লইয়া, সেই রাত্রিতে স্বর্গীয় দূত ও পবিত্রাত্মা অবতরণ করেন। মঃ ৭। সিঃ ৩০। সূঃ ৯৭। আঃ ১।২।৪॥

সমীক্ষক—যদি এক রাত্রি মধ্যে কোরাণ তৈয়ার হইয়া থাকে, তবে উক্ত সূত্র অর্থাৎ "উক্ত সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং শনৈঃ শনৈঃ অবতীর্ণ হইয়াছে" এ কথা কিরূপে সত্য হইবে? রাত্রি অন্ধকারাবৃত ছিল। এ বিষয়ে আর কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? আমরা লিখিয়াছি যে, উপরে ও নীচে কিছুই হইতে পারে না। এখানে লেখা হইতেছে যে, স্বর্গীয় দূত ও পবিত্রাত্মা ভগবানের আদেশানুসারে সংসারের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আগমন করেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, উক্ত ভগবান মনুষ্যের ন্যায় একদেশী। এ পর্য্যন্ত দেখা যায়, ঈশ্বর, স্বর্গীয় দূত ও ধর্ম্মপ্রচারক এই তিনেরই উল্লেখ আছে। এখন আবার কোরাণ মধ্যে আর একটী পবিত্রাত্মা বাহির হইল! এই চতুর্থ পবিত্রাত্মা কি বস্তু বলা যায় না। ইহা নিশ্চয়ই খৃষ্টানদের মত অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা। এই তিন মানিতে গিয়া আর একটী বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি বল আমরা এই তিনকে ঈশ্বর বলিয়া মানি না। তাহা হইতে পারে কিন্তু পবিত্রাত্মা যখন পৃথক হইল; তখন ঈশ্বর স্বর্গীয় দূত ও ধর্ম্মপ্রচারককে পবিত্রাত্মা বলা যায় কি না? যদি তাঁহারা পবিত্রাত্মা হন, তবে এক জনের নাম পবিত্রাত্মা হইল কেন? এতদ্ব্যতীত অশ্বাদি পশু, রাত্রি, দিন এবং কোরাণ প্রভৃতির দ্বারা ঈশ্বর শপথ করেন। শপথ করা ভদ্রলোকের কার্য্য নহে। ॥১৫৯॥

এই কোরাণের বিষয় আদি লিখিয়া, এই পুস্তক কিরূপ তাহা বিচার করিবার জন্য সর্ব্বজন সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমাকে বলিতে হইবে যে—এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত ত নয়-ই; এমন কি উহা কোন বিদ্বানের রচিতও নহে। ইহা দ্বারা ভগবান্ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভই হইতে পারে না। লোকে প্রতারণায় পড়িয়া মনুষ্য জন্ম যাহাতে বৃথা নষ্ট না করে, শুধু এই জন্য মাত্র এস্থলে কয়েকটি দোষ প্রকটিত হইল। ইহাতে যৎসামান্য যাহা সত্য আছে, তাহা বেদাদি বিদ্যাপূর্ণ পুস্তক সমূহের অনুকূল হওয়াতে যেরূপ আমাদের মান্য বস্তু সেইরূপ অন্য ধর্ম্মস্থ ভ্রম ও পক্ষপাতহীন বিদ্বান ও বুদ্ধিমানদের গ্রহণযোগ্য। ইহা ছাড়া ইহাতে অন্যান্য বিষয় যাহা আছে তাহা সমস্তই অবিদ্যা ও ভ্রমপূর্ণ। উক্ত বিষয়গুলি কেবল মনুষ্যাদিগের আত্মাকে পশুবৎ করিয়া রাখে ও শান্তি ভঙ্গ করিয়া উপদ্রব উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং মনুষ্যদিগকে বিদ্রোহ ভাবাপন্ন করিয়া পরস্পর পরস্পরের দুঃখ উৎপন্ন করে। কোরাণকে পুনরুক্তি দোষের ভাণ্ডার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মনুষ্যগণ যাহাতে পরস্পর প্রেমাবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সুখ বৃদ্ধি করিতে পারে ইহাই প্রার্থনা করি। আমি যেরূপ পক্ষপাতহীন ভাবে নিজের ও অপর ধর্ম্ম মত সকলের দোষ প্রকাশ করিলাম, জ্ঞানবানগণ সকলেই যদি এরূপভাবে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে পরস্পরের বিরোধ দূর হইয়া যাইবে ও ঐক্য স্থাপিত হইবে এবং সত্য বিষয় লাভ করিতে কাহারও কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইবে না। এই পুস্তকে কোরাণ সম্বন্ধে যৎসামান্য লেখা হইল ইহাতে বুদ্ধিমান ধার্ম্মিকগণ গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বুঝিয়া লাভবান হইবেন। যদি কোন স্থলে ভ্রমবশতঃ অন্যায় লেখা হইয়া থাকে, তবে তাহা শুদ্ধ করিয়া লইবেন।

বর্ত্তমানে একটী বিষয় অবশিষ্ট রহিয়াছে। বহু মুসলমান এইরূপ বলেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মের বিষয় অথর্ব্ববেদে লেখা আছে। কিন্তু অথর্ব্ববেদে উহার নাম গন্ধও নাই।

প্রশ্ন—আপনি কি অথর্ব্ববেদের সমুদয় অংশ পাঠ করিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন, তবে অল্লোপনিষদ্ দেখুন। উহাতে স্পষ্ট লেখা আছে। তবে কেন বলিতেছেন যে, অথর্ব্ববেদে মুসলমানদের নাম গন্ধও নাই?

অথাঽল্লোপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥

অস্মাল্লাং ইল্লে মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধত্তে ॥
ইল্লল্লে বরুণো রাজা পুনর্দ্দদুঃ।
হয়ামিত্রো ইল্লাং ইল্লল্লে ইল্লাং বরুণো মিত্রস্তেজস্কামঃ ॥১॥
হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্র মহাসুরিন্দ্রাঃ ॥
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মাণং অল্লাম্ ॥২॥
অল্লোরসূল মহামদরকবরস্য অল্লো অল্লাম্ ॥৩॥
আদল্লাবূকমেককম্ ॥ অল্লাবূক নিখাতকম্ ॥৪॥
অল্লো যজ্ঞেন হুতহুত্বা ॥ অল্লা সূর্য্য চন্দ্র সর্ব্বনক্ষত্রাঃ ॥৫॥
অল্লা ঋষীণাং সর্ব্ব দিব্যাঁ ইন্দ্রায় পূর্ব্বং মায়া পরমমন্তরিক্ষাঃ ॥৬॥
অল্লঃ পৃথিব্যা অন্তরিক্ষং বিশ্বরূপম্ ॥৭॥
ইল্লাঁ কবর ইল্লাঁ কবর ইল্লাঁ ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লাঃ ॥৮॥
ওম্ অল্লা ইল্লল্লা অনাদিস্বরূপায় অথর্ব্বাণা ইয়ামা হুং হ্রীং
জনানপশূনসিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং কুরু ফট্ ॥৯॥
অসুর সংহারিণী হুং হ্রীং অল্লোরসূল মহমদরকবরস্য অল্লো
অল্লাম্ ইল্লেতেতি ইল্লাতাঃ ॥১০॥

ইত্যল্লোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ইহাতে স্পষ্ট মহম্মদ সাহেবকে "রসুল" অর্থাৎ ঈশ্বরের দূত লিখিত হইয়াছে, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, মুসলমানদের মত বেদ মূলক।

উত্তর—যদি তোমরা অথর্ব্ববেদ না দেখিয়া থাক, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত দেখ অথবা কোন অথর্ব্ববেদীর নিকট বিংশকাণ্ডযুক্ত অথর্ব্ববেদের মন্ত্রসংহিতা অবলোকন কর। উহার কোথাও তোমাদের ধর্ম্মপ্রচারক সাহেবের নাম অথবা তাঁহার মতের চিহ্নও দেখিতে পাইবে না। এই যে অল্লোপনিষদের কথা বলিতেছ, তাহা অথর্ব্ববেদে অথবা উহার গোপথ ব্রাহ্মণে কিংবা কোন শাখায় নাই। অনুমান হইতেছে যে আকবর সাহেবের সময়ে কেহ উহা রচনা করিয়াছেন। রচয়িতা কিছু আরবী এবং কিছু সংস্কৃত পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ উহা আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় সংমিশ্রণে লিখিত। যথা "অস্মাল্লাং ইল্লে" ইহা আরবী এবং "মিত্রা বরুণা দিব্যানি ধত্তে" ইহা সংস্কৃত শব্দ। এইরূপ সকল স্থানে মিশ্রিত ভাষা থাকার দরুণ মনে হইতেছে যে, কোন আরবী ও সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি উহা রচনা করিয়াছেন। যদি উহার অর্থ করা যায়, তবে দেখা যায়, উহা কৃত্রিম, অসংযুক্ত, বেদ, ব্যাকরণ ও রীতি-বিরুদ্ধ। এই উপনিষদ যেরূপে রচিত হইয়াছে, তদ্রূপ অন্য মতাবলম্বী পক্ষপাতী লোকেরাও অনেক রচনা করিয়াছেন। এইরূপ স্বরোপোপনিষদ্, নৃসিংহতাপনি, রামতাপনী, গোপালতাপনী প্রভৃতি অনেক রচিত হইয়াছে।

প্রশ্ন—আজ পর্য্যন্ত কেহই এ কথা বলেন নাই। আপনি যখন এইরূপ নূতন কথা বলিতেছেন, তখন আপনার কথা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইবে?

উত্তর—তোমরা বিশ্বাস কর আর না কর তাহাতে আমার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। আমি যেরূপে উহার অযৌক্তিকতা নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তদ্রূপ তোমরাও যদি অথর্ব্ববেদ, গোপথ অথবা উহার শাখা সমূহ হইতে ও প্রাচীন লিখিত পুস্তক সমূহেও অবিকল এইরূপ লেখা দেখাইতে পার, এবং অর্থের সামঞ্জস্য রাখিয়া শুদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে পার, তবেই আমার কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে; নচেৎ নহে।

প্রশ্ন—দেখ, আমাদের মত কিরূপ উৎকৃষ্ট! ইহাতে সকল প্রকার সুখ আছে এবং অন্তে মুক্তি লাভ হয়।

উত্তর—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সকলেই বলিয়া থাকেন যে, "আমাদের মত সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং অন্যান্য সমস্তই নিকৃষ্ট। আমাদের মত ভিন্ন অন্য মতে মুক্তি হইতে পারে না।" এরূপ স্থলে তোমাদের কথা সত্য মনে করিব—না উহাদের মত সত্য মনে করিব? সত্য ভাষণ, অহিংসা ও দয়া আদি শুভগুণগুলি সকল মতেই উত্তম এবং অবশিষ্ট বাদ, বিবাদ, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও মিথ্যাভাষণাদি কার্য্যগুলি সকল মতেই নিন্দনীয় বা নিকৃষ্ট বলিয়া আমরা মনে করি। যদি তোমাদের সত্য মত গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হয়, তবে বৈদিক মত গ্রহণ কর।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী-স্বামীকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে
যবনমত-বিষয়ে চতুর্দ্দশঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥১৪॥

ওঁ

স্বমন্তব্যামন্তব্য-প্রকাশঃ ॥

সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সাম্রাজ্য-সার্ব্বজনিক ধর্ম্মকে সর্ব্বদা সকলে মান্য করিয়াছেন, করিতেছেন ও ভবিষ্যতে করিবেন এইজন্য উহাকে সনাতন নিত্য-ধর্ম্ম বলা যায়। কেহই উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না। অবিদ্যাযুক্ত মনুষ্য অথবা কোন ভিন্নমতাবলম্বী-কর্ত্তৃক প্রতারিত ব্যক্তি যাহাকে মিথ্যা মনে করেন, কোন বুদ্ধিমানই তাহা স্বীকার করেন না। পরন্তু আপ্ত অর্থাৎ সত্যমানী, সত্যবাদী, পরোপকারক, পক্ষপাতহীন ও বিদ্বান লোক যাহা বিশ্বাস করেন, তাহাই সকলের মান্য এবং তাঁহারা যাহা বিশ্বাস না করেন, তাহাই অগ্রাহ্য হওয়াতে বিশ্বাসযোগ্য নহে। এখন যে সকল ঈশ্বরাদি পদার্থ বেদাদি সত্য-শাস্ত্রে লিখিত আছে এবং ব্রহ্মা হইতে জৈমিনি মুনি পর্য্যন্ত যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, তাহা আমিও বিশ্বাস করি এবং সকল সজ্জন মহাশয়দের সমক্ষে প্রকাশ করিতেছি। যাহা ত্রিকাল মধ্যে সকলেরই একরূপ মান্য বস্তু, আমি তাহাকেই নিজ মন্তব্য বলিয়া জানি। কোন নূতন কল্পনা করা অথবা কোন ধর্ম্ম-মত প্রচলন করা আমার মোটেই অভিপ্রেত নহে। পরন্তু যাহা সত্য, তাহাই বিশ্বাস করা ও অপরকে তাহাই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত করা এবং যাহা অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা তাহা ত্যাগ করা ও অপরকে ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত করাই আমার অভীষ্ট। আমি যদি পক্ষপাতিত্ব করিতাম, তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত কোন মত বিশেষের উপর আগ্রহান্বিত হইতে পারিতাম। আর্য্যাবর্ত্তে অথবা অন্য দেশে যে সকল অধর্ম্মযুক্ত আচার ব্যবহার আছে তাহা আমি স্বীকার করি না এবং যে সকল সৎ বিষয় আছে তাহাও পরিত্যাগ করি না এবং করিতে ইচ্ছাও রাখি না। কারণ সেইরূপ করা মনুষ্য ধর্ম্মের বহির্ভূত। তাঁহাকেই মানুষ বলা যায়, যিনি মননশীল হইয়া আপনার ন্যায় অন্যেরও সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি সমান মনে করেন। অন্যায়কারী বলবান হইতেও ভীত হয় না; ধার্ম্মিক দুর্ব্বল হইতেও ভয় পান। শুধু এই নহে—পরন্তু ধর্ম্মাত্মারা যতই অনাথ, দুর্ব্বল ও গুণহীন হউন না কেন, তাহাদিগকে সমস্ত সামর্থ্য দ্বারা তিনি রক্ষা করেন, তাহাদের উন্নতি সাধন করেন এবং তাহাদের সহিত প্রিয়াচরণ করেন। অধার্ম্মিক লোক চক্রবর্ত্তী, সনাথ, মহাবলবান ও গুণবান হইলেও তিনি সর্ব্বদা তাহার নাশ ও অবনতি এবং তাহার সহিত অপ্রিয়াচরণ করেন অর্থাৎ যতদূর সম্ভব তিনি অন্যায়কারীদের শক্তিক্ষয় এবং ন্যায়কারীদের বলোন্নতি করিয়া থাকেন। এই কার্য্যে তাহার যতই ক্লেশ হউক না কেন, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও যদি সৎকার্য্যে বিনষ্ট হয়, তথাপি তিনি

মনুষ্যত্বরূপ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয় না। এ বিষয়ে শ্রীমান্ মহারাজ ভর্তৃহরি আদি মহোদয়েরা শ্লোক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত শ্লোক উপযুক্ত বোধে উল্লেখ করিলাম :—

নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তুবন্তু।
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্ ॥
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥১॥

ভ

ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্
ধর্ম্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
ধর্ম্মোনিত্যঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে
জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ ॥২॥

মহাভারতে ॥

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥৩॥

মনুঃ ॥

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎসত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥৪॥
নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্।
নহি সত্যাৎ পরং জ্ঞানং তস্মাৎ সত্যং সমাচরেৎ ॥৫॥

উপনিষদ্ ॥

এই সকল মহাজনোক্ত শ্লোকের অনুকূলে সকলেরই চলা উচিত। এখন আমি যে যে পদার্থ বিষয়ে যেরূপ বিশ্বাস করি, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। এই গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ প্রকরণে এই সকল বিষয়ের বিশেষ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

১। প্রথমতঃ যে ঈশ্বরের ব্রহ্ম ও পরমাত্মাদি নাম আছে, যিনি সচ্চিদানন্দাদি গুণযুক্ত, যাঁহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব পবিত্র, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, নিরাকার, সর্ব্বব্যাপক, অজন্মা, অনন্ত, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, দয়ালু, ন্যায়কারী, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা, ধর্ত্তা, হর্ত্তা ও সকল জীবের কর্ম্মানুসারে এবং সত্য ও ন্যায়ানুসারে ফলদাতা ইত্যাদি গুণযুক্ত ; তাঁহাকেই আমি পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করি।

২। চারি বেদকে অর্থাৎ জ্ঞানধর্ম্মযুক্ত ভগবানকৃত সংহিতা ও মন্ত্রভাগকে নির্ভ্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করি। উহা স্বয়ং প্রমাণস্বরূপ অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিতে অন্য কোন গ্রন্থের সাহায্য

লইতে হয় না। সূর্য্য অথবা প্রদীপ যেরূপ আপনার স্বরূপ বশতঃ প্রকাশক এবং পৃথিব্যাদিরও প্রকাশক হয়, চারি বেদও সেইরূপ। চারি বেদের ব্রাহ্মণ, ছয় অঙ্গ, ছয় উপাঙ্গ, চারি উপবেদ এবং ১১২৭ বেদ-শাখা, এই সকল গ্রন্থ বেদের ব্যাখ্যানরূপ এবং ব্রহ্মাদি মহর্ষিদের রচিত। উহাদের পরের প্রমাণ অর্থাৎ উহা বেদের অনুকূল হইলে প্রমাণ এবং উহার মধ্যস্থিত যে সকল বেদ বিরুদ্ধ বচন আছে, তাহা অপ্রমাণ বলিয়া মনে করি।

৩। বেদ সকলের অবিরুদ্ধ, পক্ষপাতহীন, ন্যায়াচরণ ও সত্য ভাষণাদিযুক্ত যে সকল ঈশ্বরাদেশ তাহাকে "ধর্ম্ম" এবং বেদ বিরুদ্ধ ও পক্ষপাতযুক্ত, অন্যায়াচরণ ও মিথ্যাভাষণাদি ঈশ্বরাজ্ঞাভঙ্গকে "অধর্ম্ম" বলিয়া মনে করি।

৪। যাহা ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানাদি গুণসম্পন্ন অল্পজ্ঞ এবং নিত্য, তাহাকে "জীব" মনে করি।

৫। জীব এবং ঈশ্বর স্বরূপ এবং বৈধর্ম্ম্যবশতঃ ভিন্ন এবং ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব ও সাধর্ম্ম্যবশতঃ অভিন্ন। অর্থাৎ যেরূপ আকাশ হইতে মূর্ত্তিমান পদার্থ কখনও ভিন্ন নহে—ছিলনা,—এবং হইবে না, —এবং কখনও এক নহে,—ছিল না এবং হইবে না; তদ্রূপ পরমেশ্বর ও জীবকে ব্যাপ্য ও ব্যাপক, উপাস্য ও উপাসক এবং পিতা ও পুত্রাদি সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করি।

৬। তিন পদার্থ "অনাদি"। প্রথম ঈশ্বর, দ্বিতীয় জীব, তৃতীয় প্রকৃতি অর্থাৎ জগতের কারণ। ইহাদিগকে নিত্যও বলা যায়। যাহা নিত্য পদার্থ, তাহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব নিত্য।

৭। "প্রবাহক্রমে অনাদি"—সংযোগ হইতে যে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, উহা বিয়োগের পর আর থাকে না; কিন্তু যে কারণবশতঃ প্রথম সংযোগ হয়, উক্ত সামর্থ্য উহাতে অনাদি, সেইজন্য পুনরায় সংযোগ ও বিয়োগ হয়। এই তিনকে প্রবাহক্রমে অনাদি মনে করা যায়।

৮। পৃথক্ দ্রব্যসমূহের জ্ঞান ও যুক্তি-পূর্ব্বক মিলিত হইয়া নানারূপ গঠিত হওয়াকে "সৃষ্টি" বলা যায়।

৯। "সৃষ্টির প্রয়োজন" এই যে, উহাতে ভগবানের সৃষ্টি নিমিত্ত গুণ কর্ম্ম স্বভাবের সাফল্য হওয়া। যেমন কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে নেত্রের প্রয়োজন কি? সে বলিল—দর্শন। তদ্রূপ সৃষ্টি বিষয়েও ভগবানের সামর্থ্যের সফলতা এবং জীবদিগের কর্ম্মের যথাবৎ ভোগ আদিও প্রয়োজন।

১০। "সৃষ্টি সকর্ত্তৃকা। পূর্ব্বোক্ত ভগবান ইহার কর্ত্তা। কারণ সৃষ্টির রচনা দর্শন হইতে এবং জড় পদার্থমধ্যে আপনাপনি যথাযোগ্য বীজাদি স্বরূপ গঠিত হইবার শক্তি না থাকায় অবশ্য সৃষ্টির কর্ত্তা আছেন।

১১। বন্ধ "সনিমিত্তিক" অর্থাৎ অবিদ্যারূপ নিমিত্ত হইতে হইয়া থাকে। ঈশ্বরভিন্নোপাসনাদি পাপ কর্ম্ম এবং অজ্ঞানাদি সমস্তই দুঃখরূপ ফলদায়ক হইয়া থাকে। এইজন্য বন্ধ হয় অর্থাৎ কাহারও ইচ্ছা না থাকিলেও ভোগ করিতে হয়।

১২। "মুক্তি" সর্ব্বপ্রকার দুঃখের খণ্ডন হওয়াতে বন্ধ রহিত হইয়া সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরে এবং তাঁহার সৃষ্টি মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করা। নিয়ত সময় পর্য্যন্ত মুক্তির আনন্দ ভোগ করিয়া সংসারে আসিতে হয়।

১৩। "মুক্তির সাধন" ঈশ্বরোপাসনা অর্থাৎ যোগাভ্যাস, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তি, আপ্ত ও বিদ্বানদের সঙ্গ, সত্যবিদ্যা, সুবিচার এবং পুরুষার্থ প্রভৃতি।

১৪। যাহা কেবল ধর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই "অর্থ" এবং যাহা অধর্ম্ম দ্বারা লাভ হয়, তাহাকে অনর্থ কহে।

১৫। ধর্ম্ম এবং অর্থ দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই কাম।

১৬। "বর্ণাশ্রম" গুণ ও কর্ম্মের যোগ্যতানুসারে মানিয়া থাকি।

১৭। "রাজা" তাঁহাকেই বলা যায়, যিনি সৎগুণ, সৎকর্ম্ম এবং সৎস্বভাব দ্বারা প্রকাশমান, পক্ষপাত রহিত, ন্যায়াচারী, পুত্রবৎ প্রজা-পালন ও প্রজার সুখে যত্নবান।

১৮। যে পবিত্র গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবযুক্ত পক্ষপাতহীন হইয়া, ন্যায় ও ধর্ম্মের সেবা এবং রাজার সহিত পিতৃবৎ ব্যবহার করে, সেই "প্রজা"।

১৯। যিনি সর্ব্বদা বিচার দ্বারা মিথ্যা ত্যাগ করেন, সত্য গ্রহণ করেন, অন্যায়কারীদিগকে নিন্দনীয় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন, ন্যায়কারীদের গৌরব বৃদ্ধি করেন এবং নিজের ন্যায় সকলের সুখ প্রার্থনা করেন, তিনিই "ন্যায়কারী"। তাঁহাকে আমিও বিশ্বাস করি।

২০। বিদ্বানদিগকে "দেব" অবিদ্বানদিগকে "অসুর", পাপীদিগকে রাক্ষস এবং অনাচারীদিগকে "পিশাচ" বলিয়া জানি।

২১। মাতা, পিতা, আচার্য্য, অতিথি, ন্যায়বান্ রাজা, ধর্ম্মাত্মা, পতিব্রতা-স্ত্রী, স্ত্রীব্রত পতি ও বিদ্বানদিগের সৎকার করাকে দেব-পূজা কহে। উহার বিপরীতকে অ-দেবপূজা বলে। উহাদের মূর্ত্তিগুলিই পূজ্য বস্তু,—ইতর পাষাণাদি জড়মূর্ত্তি সকল সর্ব্বপ্রকারে অপূজ্য মনে করি।

২২। "শিক্ষা" যাহা দ্বারা বিদ্যা, সভ্যতা, ধর্ম্মাত্মতা এবং জিতেন্দ্রিয়তাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও অবিদ্যাদি দোষ দূর হয়, তাহাকে শিক্ষা বলা যায়।

২৩। "পুরাণ" ব্রহ্মাদি রচিত ঐতরেয়াদি ব্রাহ্মণ পুস্তককেই পুরাণ, ইতিহাস, কল্প, গাথা ও নারাশংসী নাম দ্বারা গ্রহণ করি ; অন্য ভাগবতাদিকে গ্রহণ করি না।

২৪। "তীর্থ" যাহা দ্বারা দুঃখসাগর পার হওয়া যায় অর্থাৎ সত্যভাষণ, বিদ্যা, সৎসঙ্গ, যমাদি, যোগাভ্যাস, পুরুষার্থ এবং দানাদি শুভকর্ম্মকেই তীর্থ মনে করি। ইতর জল ও স্থলকে তীর্থ বলিয়া মনে করি না।

২৫। "পুরুষার্থ প্রারব্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"। কারণ ইহা হইতে সঞ্চিত প্রারব্ধ গঠিত হয়, যাহা শুদ্ধ হওয়াতে সমস্তই শুদ্ধ হয় এবং যাহা বিকৃত হওয়াতে সমস্তই বিকৃত হয়। এইজন্য প্রারব্ধ অপেক্ষা পুরুষার্থ শ্রেষ্ঠ।

২৬। মনুষ্যদের পক্ষে সুখ-দুঃখ, ক্ষতি-বৃদ্ধি বিষয়ে সকলের সহিত যথাযোগ্য আত্মবৎ ব্যবহার করা শ্রেষ্ঠ এবং অন্যথায় নিকৃষ্ট মনে করি। ১

২৭। যাহাতে শরীর, মন ও আত্মা উত্তম হয়, তাহাকে সংস্কার বলা যায়। উহা নিষেক হইতে শ্মশানান্ত ষোড়শ প্রকার। উহাদিগকে কর্ত্তব্য মনে করি। দাহের পর মৃতের প্রতি আর কোনই কর্ত্তব্য নাই।

২৮। যাহা দ্বারা বিদ্বানদের সৎকার হয় তাহাকে যজ্ঞ বলে। উহা দ্বারা শিল্প ও রসায়ণ অর্থাৎ পদার্থবিদ্যার যথাযোগ্য বিস্তার এবং উহার উপযোগিতা জ্ঞান ও বিদ্যাদি শুভগুণের দান হয়। অগ্নি-হোত্রাদি দ্বারা বায়ু, বৃষ্টি জল ও ওষধির পবিত্রতা সাধন করিয়া সকল জীবের সুখোৎপত্তি করা হয়। উহাদিগকে উত্তম মনে করা যায়।

২৯। শিক্ষিত জ্ঞানবানদিগকে "আর্য্য" এবং অশিক্ষিত মূর্খদিগকে "দুষ্ট বা দস্যু" বলা হয়। আমিও তাহাই স্বীকার করি।

৩০। এই ভূমির নাম আর্য্যাবর্ত্ত দেশ হইয়াছে। কারণ ইহাতে আদি সৃষ্টি হইতে আর্য্যগণ বাস করেন। পরন্তু ইহার সীমা উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পশ্চিমে অটক এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ। উক্ত সীমানার মধ্যস্থিত দেশকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে এবং উহার অধিবাসিদিগকে "আর্য্য" কহে।

৩১। যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদবিদ্যা-সমূহের অধ্যাপক এবং যিনি সত্যাচার-ব্রত গ্রহণ করেন ও মিথ্যাচার ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন, তাঁহাকে আচার্য্য বা গুরু বলে।

৩২। যিনি সৎ-শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম ও ইচ্ছুক এবং আচার্য্যের প্রিয়পাত্র, তাঁহাকে শিষ্য বলা যায়।

৩৩। "গুরু" মাতা-পিতাকে এবং সত্য গ্রহণে এবং অসত্য ত্যাগে যিনি সাহায্য করেন তাঁহাকে গুরু বলা যায়।

৩৪। যিনি যজমানের হিতকারী ও সদুপদেষ্টা, তিনিই পুরোহিত।

৩৫। যিনি বেদ সকলের একদেশ অথবা অঙ্গসমূহ পাঠ করেন, তিনি উপাধ্যায়।

৩৬। "শিষ্টাচার" ধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যা গ্রহণ করা এবং অসত্যের পরিত্যাগ করাকে শিষ্টাচার বলা যায়। যিনি তাহা করেন তিনি "শিষ্ট"।

৩৭। প্রত্যক্ষাদি "অষ্টবিধ" প্রমাণও স্বীকার করি।

৩৮। "আপ্ত" যিনি যথার্থ বক্তা, ধর্ম্মাত্মা ও সকলের সুখের জন্য স্বচেষ্ট তিনিই আপ্ত।

৩৯। "পরীক্ষা" পাঁচ প্রকার। ইহাদের মধ্যে প্রথম ঈশ্বর; তাঁহার গুণ, কর্ম্ম, ও স্বভাব এবং বেদবিদ্যা; দ্বিতীয় প্রত্যক্ষাদি অষ্টবিধ প্রমাণ; তৃতীয় সৃষ্টিক্রম; চতুর্থ আপ্তদিগের ব্যবহার এবং পঞ্চম নিজেদের আত্মার পবিত্রতা ও বিদ্যা। এই পঞ্চবিধ প্রমাণ দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া সত্যের গ্রহণ ও অসত্যের পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৪০। "পরোপকার" যাহা দ্বারা সকল মনুষ্যের দুরাচার ও দুঃখ দূর হয় এবং শ্রেষ্ঠাচার ও সুখ বর্দ্ধিত হয় তাহাকেই পরোপকার বলিয়া থাকি।

৪১। "স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র" জীব নিজেদের কার্য্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র এবং কর্ম্মফল ভোগ সম্বন্ধে ভগবানের ব্যবস্থানুসারে পরতন্ত্র। ভগবান এইরূপেই আপনার সত্যাচার প্রভৃতি কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ে স্বতন্ত্র।

৪২। সুখ বিশেষের ভোগ ও উহার উপকরণাদি প্রাপ্তির নাম "স্বর্গ"।

৪৩। দুঃখ বিশেষের ভোগ ও উহার সামগ্রী প্রাপ্তির নাম "নরক"।

৪৪। শরীর ধারণ-পূর্ব্বক প্রকাশমান হওয়াকে "জন্ম" বলে। উহা পূর্ব্ব, পর এবং মধ্যভেদে তিন প্রকার বলিয়া মনে করি।

৪৫। শরীর সংযোগে নাম "জন্ম" এবং বিয়োগ মাত্রকে "মৃত্যু কহে।

৪৬। "বিবাহ" নিয়ম-পূর্ব্বক প্রসিদ্ধিক্রমে স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া পাণি-গ্রহণ করাকে "বিবাহ বলা যায়।

৪৭। "নিয়োগ" বিবাহের পর পতির মৃত্যু আদি বিয়োগ অবস্থায় অথবা তাহার নপুংসকত্বাদি রোগের নিশ্চিত অবস্থায় স্ত্রী অথবা আপৎকালে পুরুষ স্ববর্ণস্থ অথবা আপনার অপেক্ষা উত্তমবর্ণস্থ স্ত্রী অথবা পুরুষের দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করাকে নিয়োগ কহে।

৪৮। গুণের কীর্ত্তন, শ্রবণ ও জ্ঞানকে স্তুতি বলে। প্রীতি আদি উহার ফল।

৪৯। "প্রার্থনা" ঈশ্বর সম্বন্ধ বশতঃ আপন সামর্থ্যের অতিরিক্ত যে সমস্ত বিজ্ঞানাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার জন্য পরমেশ্বরের নিকট যাজ্ঞা করাকে প্রার্থনা বলে। নিরভিমানাদি ইহার ফল

৫০। উপাসনা—ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব যেরূপ পবিত্র, আপনার ও তদ্রূপ করা, ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপক ও আপনাকে ব্যাপ্য জানিয়া এবং আমরা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী ও ঈশ্বর আমাদের নিকটবর্ত্তী এইরূপ মনে করিয়া যোগাভ্যাস দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করাকে উপাসনা কহে। জ্ঞানের উন্নতি আদি উহার ফল।

৫১। সগুণ নির্গুণ স্তুতি প্রার্থনোপাসনা—যে যে শুভগুণ পরমেশ্বরের আছে, তদ্দ্বারা যুক্ত এবং যে যে অশুভ ও অনিত্য গুণ তাঁহাতে নাই; তাহা হইতে তাঁহাকে পৃথক মনে করিয়া, পরমাত্মার প্রশংসাকে যথাক্রমে সগুণ ও নির্গুণ স্তুতি বলে। ঈশ্বরের নিকট হইতে তাঁহার শুভগুণ সকলের গ্রহণেচ্ছা ও নিজের দোষ মোচন জন্য আত্ম-বাসনা প্রকাশ করাকে সগুণ নির্গুণ প্রার্থনা বলা যায় এবং সমস্ত উত্তম গুণযুক্ত, সকল দোষ হইতে মুক্ত বা পৃথক থাকিয়া আপন আত্মাকে সেই পরমাত্মা ও তাঁহার আদেশে অর্পণ করাকে সগুণ নির্গুণ উপাসনা বলে।

সংক্ষেপে আমার অভিমত প্রকাশ করিলাম, ইহার বিশদ ব্যাখ্যা সত্যার্থ প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে করা হইয়াছে; ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকাদি গ্রন্থেও লিখিয়াছি। যে যে কথা সকলের নিকট মান্য, আমিও তাহাই স্বীকার করি। যেমন সত্য কথা সকলের নিকট উত্তম এবং মিথ্যা নিন্দনীয়, তদ্রূপ এবম্বিধ সিদ্ধান্তগুলিকে আমি সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি। কিন্তু যাহা মতমতান্তরের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিবাদযুক্ত, তাহা আমি অনুমোদন করি না, কারণ এই সমস্ত বেদবিরোধী মতাবলম্বিগণ, আপন আপন মত প্রচার করিয়া মানবগণকে ভ্রমরূপ জালে ফেলিয়া শত্রু ভাবাপন্ন করিয়া দিয়াছে। এইরূপ বাক্যগুলির খণ্ডন করিয়া সত্য বিষয়ের প্রচারপূর্ব্বক সকলকে এক মতাবলম্বী করতঃ দ্বেষভাব পরিত্যাগ

জন্মাইয়া পরস্পরের প্রতি দৃঢ়প্রীতিযুক্ত করিয়া, যাহাতে সকলের সুখলাভ হয়, তাহাই আমার চেষ্টা ও অভিপ্রেত। সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মার কৃপারূপ সহায় ও আপ্ত পুরুষের সহানুভূতি বলে, এই সত্য সিদ্ধান্ত সমগ্র ভূখণ্ডে শীঘ্র বিস্তৃতি লাভ করুক, অর্থাৎ মানবমাত্রেই এই সিদ্ধান্তে মনযোগী ও প্রবৃত্তিযুক্ত হউন, যাহাতে মনুষ্যসমাজে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা উন্নত ও আনন্দিত থাকেন, ইহাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ওম্ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্য্যমা॥ শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নোবিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতম্ বাদিষম্। সত্যম্ বাদিষম্। তন্মামাবিৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্। ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !!!

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচর্য্যাণাং পরম বিদুষাং শ্রীবিরজানন্দ সরস্বতী স্বামিনাং শিষ্যেণ শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিনা বিরচিতঃ সমন্তব্যামন্তব্য সিদ্ধান্তসমন্বিতঃ সুপ্রমাণযুক্তঃ সুভাষাবিভূষিতঃ সত্যার্থপ্রকাশো হয়ং গ্রন্থঃ সম্পূর্ত্তিমগমৎ॥

সমাপ্ত